তত্ত্ব-কৌমুদী
১ম ভাগ
৩য়—১৫শ সংখ্যা
২য় ভাগ
২য়—২৪শ সংখ্যা
১৮০০—১৮০১ শক

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ় শনিবার, ১৮০০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

সাধনের অবস্থাত্রয়।

মনুষ্য মাত্রেরই আত্মাতে সেই পরমাত্মার জ্যোতি সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পাপী তাপী সাধু অসাধু কেহই এই অমূল্যলভ্য ব্রহ্মদর্শন লাভের অনধিকারী নহে। নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েও এই স্বর্গীয় অতিথি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। দুরন্ত নরক সমান হৃদয়ও তাঁহার অগম্য নহে। সমস্ত মানব হৃদয় সেই প্রেমময় পুরুষোত্তমের বিহারক্ষেত্র। এই বিহার ক্ষেত্রে সেই পরম পুরুষ মধ্যে মধ্যে সহসা আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় প্রদান করেন। নর নারীর হৃদয় প্রদেশের উপর সেই হৃদয়বিহারী পরম দেবতার যে স্বাভাবিক স্বামিত্ব ও প্রভুত্ব আছে, এই স্বর্গীয় আবির্ভাব দ্বারা তিনি স্বয়ং তাহা মধ্যে মধ্যে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। সেই পরমপুরুষ নর নারীর হৃদয়বিহারী প্রাণারাম জীবনবল্লভ, এই সাময়িক আবির্ভাবে সেই পরিচয়ই ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। প্রথমে বোধ হয়, যে আবির্ভাবে অন্তরাকাশ উজ্জ্বল হইল, তাহা অন্তরের ভাব মাত্র--মনের অবস্থা মাত্র। দর্শন শাস্ত্রকারেরা বলেন যে শিশুরা প্রথমে ভাববাদী হয়; তাহারা যাহা কিছু দর্শন করে, যাহা কিছু শ্রবণ করে সমস্তকে তাহাদের অন্তরের ভাব মাত্র—মনের অবস্থা মাত্র মনে করে। সেই দৃষ্ট শ্রুত-বিষয়ের স্বতন্ত্র বাহ্যিক সত্তা প্রথমে প্রতীতি করিতে শক্ত হয় না। পরে ক্রমশঃ যতই তাহাদের বহুদর্শন লাভ হইতে থাকে ততই তাহারা ভাববাদের সীমা পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রসত্তাবাদের সীমার মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। জন্মান্ধ বা জন্মবধিরেরা যদি কখন চক্ষু বা শ্রোত্র লাভ করে, প্রথমে তাহাদিগকেও এই দশাগ্রস্ত হইতে হয়। মানবের হৃদয়, যখন প্রথমে সেই পরমের আবির্ভাব অনুভব করে, তখন তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তাতে সহসা বিশ্বস্ত হইতে পারে না। তাঁহাকেও প্রথমে ভাববাদী হইতে হয়। তিনি প্রথমে মনে করেন যে এই আবির্ভাব তাঁহার অন্তরের ভাব বা কল্পনা মাত্র। কিন্তু বহুদর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাববাদ তিরোহিত হইতে থাকে এবং স্বতন্ত্র সত্তাবাদ আসিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহার স্থান অধিকার করে। আমরা ক্রমশঃ জানিতে পারি সেই আবির্ভাবের সঙ্গে আমাদের কি মধুর সম্বন্ধ। সেই মধুর সম্বন্ধের বিজ্ঞাপন এই অযাচিত ও অহেতুক আতিথ্য গ্রহণ দ্বারা বিজ্ঞাপন করিয়া সেই পরম পুরুষ মানুষের অনুরাগ ও প্রেম আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যাঁহারে চিনিতেন না, জানিতেন না, একদিন শুভক্ষণে শুভযোগে সহসা সেই পরম পুরুষের সত্যশিব-সুন্দর মূর্ত্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইল! চকিতে চমৎকার দৃশ্য দেখিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেল! হৃদয়ক্ষেত্রের উপর দিয়া কোথা হইতে আনন্দের ঝড় বহিয়া চলিল! যেখানে ভীষণ মরুভূমি ছিল, সেখানে প্লাবনের জল উঠিয়া উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! এই স্বর্গীয় আবির্ভাব সকল হৃদয়ে সমান আনন্দ উৎপাদন করে না। হৃদয়ের গঠন অনুসারে আনন্দস্ফূর্ত্তির তারতম্য হইয়া থাকে। অনুরাগী পাত্রে এই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে সেই দিন হইতে তাঁহাকে সাধনের পথে সঞ্চরণ করিতে হয়। তিনি যে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছেন, পুনরায় তাহা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হন, তিনি যে মধুর আস্বাদন একবার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আবার প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত হন। তাঁহার সংসার পাশ সেই দিন হইতে শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। সংসার আর তাঁহাকে পূর্ব্বানুরূপ সুখী করিতে পারে না। সুখকে আর তাদৃশ সুখ বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার আত্মা তখন সর্ব্বদাই অতৃপ্ত,—সর্ব্বদা সেই হারাধন অন্বেষণে অনন্যমনস্ক। সেই হারাধন পাইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উদ্দেশে প্রার্থনা করেন, এবং ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করেন। তিনি সাধনের অনন্তপথে দাঁড়াইয়াছেন, কে তাঁহাকে আর সেখান হইতে অপসারিত করে? সেই ব্রহ্মামৃতের মধুরাস্বাদ মুহূর্ত্তমাত্রের জন্য যখন তাঁহার ভোগ্য বস্তু হইয়াছে, তখন তিনি আর তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। যেখানে না দেখিয়া অনুরাগ জন্মে, না পাইয়া সাধনে প্রবৃত্তি হয়, সেখানে ধর্ম্মভাব সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে অগ্রে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ, পরে সাধন—সেখানে অনুরাগ উদ্দীপিত থাকিলে—ধর্ম্মভাবের বীজ সহজে বিনষ্ট হইতে পারে না। সে বীজ সেই অবিনাশী হস্তদ্বারা জলস্রোতের সন্নিধানে সংরোপিত হইয়াছে। সে বীজ অবশ্যই শীত গ্রীষ্মের প্রভাবে সময়ে সময়ে শুষ্ক ও নীরস হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহা

বিনষ্ট হয় না, পরন্তু বৰ্দ্ধিত হয়। বিচ্ছেদ মানুষকে সাধক করে; বিচ্ছেদ ভিন্ন—অভাব ভিন্ন সাধন অসম্ভব। বিচ্ছেদ ও অভাব সাধনের প্রাণ এবং প্রকৃত সাধকের অনুরাগানলে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া থাকে। সংসার অবশ্যই সময়ে সময়ে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; পাপ অবশ্যই সময়ে সময়ে তাঁহাকে প্রলোভিত করে, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না, মোহ তাঁহার হৃদয়ে মনের মত স্থান না পাইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না।

কিন্তু যেখানে এইরূপ অনুরাগের অভাব, সেখানে সাধনের প্রবর্ত্তাবস্থা এইরূপ সুচারুরূপে আরব্ধ হয় না। সেখানে প্রকৃত অনুরাগ উদ্দীপিত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের প্রয়োজন হয় এবং সেই উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্ত্তাবস্থার প্রকৃত সূত্রপাত হইতে থাকে। এ অবস্থায় ব্যাকুল হইয়া উদ্দেশে প্রার্থনা ও নাম সাধন করাই স্বাভাবিক এবং তাহাই সাধকের একমাত্র সম্বল।

যত দিন ব্রহ্মের আবির্ভাবকে মনের ভাব বা কল্পনা বলিয়া বোধ বা সন্দেহ থাকে, যত দিন সেই আবির্ভূত দেবতার আদেশ বা নিষেধ বাক্যকে মনঃসম্ভূত বা মনঃকল্পিত বলিয়া উপলব্ধি বা সন্দেহ থাকে, যত দিন সাধক সেই ব্রহ্মাবির্ভাব ও ব্রহ্মাদেশকে স্বতন্ত্র বহির্ব্বিষয় বলিয়া—হৃদয়ের প্রভু ও জীবনের নেতার আবির্ভাব ও আদেশ বলিয়া প্রতীতি করিতে না পারেন, যত দিন অন্তরে প্রকৃত অনুরাগের উদ্দীপন হইয়া সাধন পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে সক্ষম হওয়া না যায় তত দিন সাধক প্রবর্ত্তাবস্থার মধ্যে অবস্থিতি করেন।

প্রবর্ত্তাবস্থা সম্পূর্ণ হইলে সাধক সাধনের মধ্যাবস্থায় উপনীত হইলেন। সাধক এখন সাধনের বিষয়কে জানিয়াছেন, তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তার উপর তাঁহার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, তিনি তাঁহাকে হৃদয়ের স্বামী ও জীবনের নেতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বিচ্ছেদে প্রাণপণ করিয়া সাধন করেন, মিলনে সেই জীবন-স্রোতে আপনার জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়া পরম আরাম ও শান্তি উপলব্ধি করেন। সেই স্বর্গীয় আগন্তুকের সঙ্গে ক্রমে তাঁহার পরিচয় বাড়িতে থাকে। প্রবর্ত্তাবস্থায় তিনি স্বার্থপর ছিলেন, আপনার সুখের জন্য আপনার মঙ্গলের জন্য তিনি সেই পরমাবির্ভাবকে কামনা করিতেন, প্রার্থনা করিতেন। এখন তাঁহার সেই স্বার্থপর ভাব ক্রমে বিদূরিত হইয়া অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হইতে লাগিল। প্রবর্ত্তাবস্থায় সেই আবির্ভাব আপনা হইতে আসিয়া তাঁহার নবীন আত্মাকে অতি সন্তর্পণে পোষণ করিয়াছে, এখন তিনি নানা উপায় আবিষ্কার করিয়া সেই স্বর্গীয় আবির্ভাবকে পোষণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এখন তিনি ক্রমে জানিতে পারিলেন, যে সেই স্বর্গীয় অতিথি কিসে তুষ্ট ও কিসে রুষ্ট হইয়া থাকেন। সেই অতিথিকে সৎকার করাই সেবা করাই তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করেন। তিনি কি চান, কি বলেন ইহাই শুনিবার জন্য তাঁহার হৃদয় উন্মুখ হইয়া থাকে। তিনি হৃদয় দিয়া—প্রাণ দিয়া—জীবন দিয়া—সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লালায়িত হন। প্রবর্ত্তাবস্থায় একটু ত্যাগস্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, এখন সেই প্রেমাস্পদ তাঁহার নিকট যখন যা চান, তিনি তখনই তাহা তাঁহার চরণে উপহার দিবার জন্য লালায়িত হন। সেই পরম অতিথি তাঁহার কাছে কিছু চাহিলে তিনি এখন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। সেই হৃদয়-বিহারীর মুখমণ্ডল বিরক্ত দেখিলে, তাঁহার দুঃখের অবধি থাকে না, প্রাণ দিয়া সর্ব্বস্ব দিয়া যদি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন না। তিনি সমস্ত হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াও সন্তুষ্ট হন না, প্রাণ দিয়াও তৃপ্ত হন না, প্রীতি ভক্তি সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার অভিলাষ মিটে না। তিনি সমস্ত করিয়াও মনে করেন কিছুই করিলাম না, সমস্ত দিয়াও মনে করেন কিছুই দিলাম না। তিনি বিচ্ছেদের সময় চাতকের ন্যায় তাঁহার মুখ তাকাইয়া থাকেন, এবং আপনার সমস্ত ক্রটী স্মরণ করিয়া আত্ম-ভর্ৎসনা করিতে থাকেন, এবং মিলনে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, সমস্ত ভক্তি, সমস্ত মনোযোগ, সমস্ত আদর অবেক্ষা দিয়া সেই প্রেমাস্পদ আগন্তুককে বরণ করিয়া হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সাধনের মধ্যাবস্থায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই হৃদয়বিহারীকে স্বতন্ত্র বহির্ব্বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু এই মধ্যাবস্থা যতই পরিণত হইতে থাকে, তিনি ততই তাঁহাকে আপনার অন্তরের সঙ্গে মিশাইবার জন্য লালায়িত হন, তিনি তাঁহাকে বহির্ব্যাপার বলিয়া ভাবিতেও কষ্ট বোধ করেন। "তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে তাঁহায় প্রাণ করয়ে কান।"

যখন সাধক ডাকিবামাত্র দেখা পান, ইচ্ছামাত্র বিচ্ছেদকে মিলনে পরিণত করিতে পারেন, যখন তাঁহাকে তাঁহার কিছুই অদেয় থাকে না, যখন হৃদয়বিহারীর সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক নিগূঢ় যোগ সংস্থাপিত হয়, এবং সম্বন্ধ দিন দিন প্রগাঢ় ও ঘনিষ্ট হইতে থাকে তখন তিনি মধ্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইয়া আর একটী অভিনব অবস্থায় উপনীত হন।

সেই অবস্থা সাধকের সিদ্ধাবস্থা। এ অবস্থায় সেই পরম অতিথি আর অতিথি থাকেন না, তিনি তখন গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া যান,—সেই হৃদয়বিহারী আর সাময়িক বিহারী থাকেন না, কিন্তু হৃদয়ের চিরবিহারী হইয়া পড়েন—দেহের মধ্যে প্রধান দেহী হইয়া বিরাজ করেন, সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া সকল কার্য্যে আপনার মহিমা ও লীলা প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় আত্মাতে পরমাত্মাতে বিচ্ছেদ নাই, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন মিলনই বিরাজ করিতে থাকে। এ অবস্থায় আত্মা সর্ব্বদাই অনুপ্রাণিত থাকে, সর্ব্বদাই ব্রহ্মধামবাসী হইয়া থাকে। এ অবস্থায় আত্মা দ্বারা সেই পরমাত্মা আয়ত্তীকৃত হয়। মনুষ্যের প্রেমডোরে পরমাত্মা আবদ্ধ হন। যে হৃদয়ে তিনি প্রকৃত প্রেম পান, প্রকৃত আদর ও সৎকার পান সেই পরম অতিথি সেই খানেই ধরা দেন, সেই খানেই তিনি অভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে থাকেন। তিনি ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন হন ভক্তও তাঁহার সর্ব্বস্বধন হয়। তিনি ভক্তের মধ্যে বিরাজ করেন, ভক্তও তাঁহার মধ্যে বিরাজ করে। যে পরিমাণে ভক্তের আত্ম

সমর্পণ সেই পরিমাণে সেই ভক্ত বৎসল তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ও বিমিশ্রিত। এই অবস্থা অবাধে উন্নতির অনন্ত-পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা বর্ণনাতীত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

এইক্ষণে অত্যন্ত গুরুতর সময় উপস্থিত। হিন্দু সমাজে মহা বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে, চারি দিকে পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিতেছে, হিন্দুসমাজ ও হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিনিয়ত কম্পমান হইতেছে; এই বিশেষ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ কার্য্য। উপধর্ম্মের স্থানে সত্য ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা, কদাচারের পরিবর্ত্তে সদাচার সকল প্রবর্ত্তিত করা, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ বহুল অর্থব্যয়, অশেষ চেষ্টা করিয়াও বিফল প্রযত্ন হইতেছেন। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যে এক কল্পিত ধর্ম্মের আশ্রয় ছাড়িয়া অপর এক কল্পিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ইহা অসম্ভব। সুশিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের ভ্রম প্রমাদ যেমন দেখিতে পান, খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ যে ধর্ম্ম লইয়া সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এদেশে আসিয়াছেন তাহারও ভ্রম প্রমাদ তাঁহারা সেই রূপ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। অপক্ষপাতী বুদ্ধিমান খ্রীষ্টিয়ানেরা ইহা অসঙ্কুচিত ভাবে স্বীকার করেন যে এদেশের ভদ্র লোকের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এক প্রকার কিছুই প্রবেশ করিতে পারে নাই। দুর্ভিক্ষ পীড়িত সামান্য লোক অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা গণনা করিয়া উক্ত ধর্ম্ম প্রচারের কৃতকার্য্যতা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

এখন কি কোনও বুদ্ধিমান লোক মনে করিতে পারেন, যে মুসলমান ধর্ম্ম ভারতে একাধিপত্য সংস্থাপন করিবে? হিন্দুসমাজ মুসলমান সমাজে পরিণত হইবে? মুসলমান ধর্ম্মের দিন গিয়াছে। সাতশত বৎসর মুসলমান সম্রাটেরা হিন্দুস্থান দিগের উপর আধিপত্য করিলেন, অথচ হিন্দুসমাজে তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম প্রবেশাধিকার লাভ করিল না। এখন কি আবার সে ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন হইবার লেশ মাত্র সম্ভাবনা আছে?

হিন্দু ধর্ম্ম জরাজীর্ণ হইয়াছে, খৃষ্টান ধর্ম্ম বিফল প্রযত্ন হইতেছে, মুসলমান ধর্ম্ম হতাশ হইয়া বসিয়া আছে অথচ ভারতে এই ভয়ঙ্কর বিপ্লব উপস্থিত। বিপ্লবের বন্যায় সকল ভাসিয়া চলিল প্রাচীন বিশ্বাস ভাসিয়া চলিল প্রাচীন আচার ব্যবহার ভাসিয়া চলিল, এখন সমাজকে কে রক্ষা করিবে? সমাজ বন্ধন কি প্রকারে স্থায়ী হইবে? ধর্ম্ম ভিন্ন জনসমাজ কি রক্ষিত হইতে পারে? তাহার পবিত্রতা ও শান্তি কি অক্ষুণ্ণভাবে থাকিতে পারে? চিন্তাশীল ব্যক্তি নিশ্চয়ই এ প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন—“না”।

ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য দিতেছে যে ধর্ম্মই সমাজের প্রধান বন্ধন। হিন্দু সমাজ বর্ত্তমান ধর্ম্ম বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি প্রকারে আপনার পবিত্রতা ও শান্তিরক্ষা করিবে, ইহা স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই চিন্তার বিষয়। এক রাজার রাজ্য বিনষ্ট হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অত্যাচার ও অনিয়ম ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু তাহার স্থানে নূতন রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। নতুবা অরাজক অবস্থা অপেক্ষা কোন প্রকার নিকৃষ্টতর শাসন প্রণালীও শ্রেয়ঃ। যদি এদেশে ইংরেজের রাজ্য থাকে, যদি ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত থাকে, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারের পথ যদি কোন দৈবদুর্ঘটনায় প্রতিরুদ্ধ হইয়া না যায়, তবে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে যে একদিন না একদিন প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইবেই হইবে। যে বালক ভূগোল পড়িয়া শিখিল যে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, সে সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শিখিল যে পুরাণে যে বাসকীর বর্ণনা আছে তাহা কল্পিত গল্প মাত্র। পাশ্চাত্য জ্ঞানের হস্তেই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের নিশ্চয় মৃত্যু।

অতএব পুনর্ব্বার বলি প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের সিংহাসন কে অধিকার করিবে? ব্রাহ্মমাত্রেই দেখিতে পাইতেছেন যে ব্রাহ্মসমাজের এখন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত। ইহা নিতান্ত গুরুতর পবিত্র কার্য্য। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে দায়ী॥ এখন হইতে যদি আমরা অবিচলিত উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি তবেই দেশের পরম মঙ্গল। নতুবা নিশ্চয়ই মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে।

এখনই কি আমরা দেখিতেছি না যে ধর্ম্ম বন্ধন শিথিল হওয়াতে হিন্দুসমাজে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট নিচয় উৎপন্ন হইতেছে। যাহারা সরল ভাবে প্রাচীন উপধর্ম্মে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা ধর্ম্মভয়ে অনেকগুলি পাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারেন, কিন্তু যেখানে সে ভয় বিদ্যমান নাই সেখানকার অবস্থা কি ভয়ঙ্কর। সুশিক্ষা গুণে অনেক ভদ্রলোক কতকগুলি নিন্দনীয় দুষ্কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারেন, কিন্তু সকল লোকের পক্ষে সে কথা খাটে না। বহুসংখ্যক পুস্তক পাঠ করিলেও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইলেই যে চরিত্র সংগঠিত হইবেই হইবে ইহা আমরা বলিতে পারি না। প্রত্যক্ষ একথার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। বিশেষতঃ সুশিক্ষিত কয়জন? যাহারা অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যাই অধিক, এই শেষোক্ত দলের সম্বন্ধেই আমাদের অধিকতর আশঙ্কা। সামান্য একটু শিক্ষায় চিরপ্রচলিত কুসংস্কার সকল বিদূরিত হইয়া যায়, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে কোনরূপ ধর্ম্মশাসন সংস্থাপিত হয় না। এ প্রকার অবস্থায় যে লোকে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

আমরা কি কেবল কল্পনা অথবা অনুমানের কথা বলিতেছি? প্রতিদিন কি একথার যাথার্থ্য পক্ষে শত সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না? অসচ্চরিত্রতা ও পানদোষ নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিতরে ভিতরে ভয়ঙ্কর রূপে প্রবল হইয়া উঠিতেছে ইহা কি চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন? ধর্ম্মশাসনের অভাব যে এই মহানিষ্টের প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের পক্ষে যেরূপ, অল্প বা অধিকপরিমাণে ভারত-

বর্ষীয় অন্যান্য প্রদেশেও সেই প্রকার। পাঞ্জাবে শিখ্ দেখ এমন যে প্রবল শিখধর্ম্ম তাহাও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। গুরুদরবারের আয় হ্রাস হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধেও একথা সম্পূর্ণ ঠিক।

ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের অবলম্বিত সত্যধর্ম্ম প্রচারে যে পরিমাণে উদাসীনতা প্রদর্শন করিবেন, সেই পরিমাণে দুর্নীতি ও নাস্তিকতা প্রবল ভাবে সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকিবে। এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সময়। কুসংস্কারের বল শিথিল হইয়া গিয়াছে সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদিগের পথ অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন আমাদের ধর্ম্ম প্রচারের এক প্রবল শত্রু সন্দেহবাদ এখন আমরা যত আলস্য করিব,—বিলম্ব করিব—ততই এই শেষোক্ত শত্রু প্রবলতর হইয়া স্বীয় মস্তক উত্তোলন, করিবে। ইংলণ্ড ও ভারবর্ষের সঙ্গে এমনি সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে যে সেখানে যাহা হয় এখানে তাহারি প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে এখন সংশয়বাদ দিন দিন প্রবল হইতেছে, সুতরাং ভারতবর্ষেও তাহাই ঘটিতেছে। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সংশয়বাদের যারপরনাই প্রবলতা। এখন নিদ্রা যাইবার সময় নাই, যত নিদ্রা যাইবে ততই শত্রু অধিকতর বল লাভ করিবে, স্বীয় আধিপত্য অধিকতর বিস্তার করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার নিতান্ত কঠিন কার্য্য। কিন্তু এখন যত কঠিন আছে যদি প্রচার বিষয়ে আলস্য করা হয়, তবে দশ বৎসর পরে দেখিবে যে ইহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্দেহবাদ ও সাংসারিকতা উন্নতি লাভ করিতেছে; ব্রাহ্মগণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তাহারা চুপ করিয়া থাকিবে না, তাহারা যত অনিষ্ট সংসাধন করিতে পারে সুযোগ পাইয়া তাহা বিলক্ষণ রূপেই করিবে, সেই জন্যই বলিতেছি যে সময় থাকিতে অনন্যোপম উৎসাহ ও অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে কার্য্যারম্ভ করা হউক। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকগণ সত্যের পতাকা হস্তে লইয়া ধাবিত হউন। আন্তরিক যত্ন ও অবিরাম পরিশ্রম করিলে নিশ্চয়ই অশেষ শুভ ফল লাভ করিবেন। যেখানে সত্যের বীজ পতিত হইবে, ঈশ্বর কৃপায় সেখানে নিশ্চয়ই অমৃত তরুর অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে এবং সময়ে স্বর্গীয় ফল প্রসব করিবে।

এক হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অপর হস্তে তরবার লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের অর্থ প্রেম প্রচার—ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও মনুষ্যের প্রতি প্রেম। যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক যাইবেন সেখানে প্রীতির সুসৌরভ বিস্তারিত হইবে। যাহার প্রেম দৃষ্টিতে লোক বিমুগ্ধ না হয়, যাহার চরিত্রের সৌন্দর্য্যে লোকে আকৃষ্ট না হয়, তিনি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি ভাল বক্তৃতা করিতে পারেন, তিনি কুটিল তর্কজাল বিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু যদি প্রেম তাঁহার লক্ষ্য না হয়,—সকলকার্য্যের মূল প্রস্রবণ স্বরূপ না হয়, কেবল যদি আত্ম গৌরব লাভ তাঁহার অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্য হয় তবে নিঃসন্দেহই পরিণামে কালকূট গরল উৎপন্ন হইবে।

কিন্তু কেবল কতকগুলি প্রচারক নাম ধারী বিশেষ ব্যক্তিগণের বিষয় বলা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। ব্রাহ্মমাত্রেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক। স্ব স্ব অবস্থা ও ক্ষমতা অনুসারে প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য অল্প বা অধিক পরিমাণে দায়ী। ঈশ্বরের প্রতিনিধি বিবেক প্রতি নিয়ত উচ্চৈঃস্বরে কি বলিতেছে না যে ধর্ম্ম রত্ন দান করিয়া প্রিয়তম হিন্দুসমাজের নরনারীকে রক্ষা কর—অপবিত্রতার স্রোত নিরুদ্ধ কর—কদাচার বিষতরুর মূল উৎপাটন কর—অনাথা বিধবাগণের নয়নের অশ্রু মুছাইয়া দাও তবে আর আলস্য কেন? আমাদের দায়ীত্ব অত্যন্ত গুরুতর ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই মহান্ পবিত্র কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হই—নিশ্চয়ই সময়ে সুফল লাভ করিব। বাধা প্রতিবন্ধক যত আছে আসুক দুঃখ যন্ত্রণা অজস্র ধারে মস্তকে বর্ষিত হউক বিদ্বেষবহ্নিত কুৎসা আমাদের বিরুদ্ধে সহস্র রসনা বিস্তার করুক; ভয় নাই স্বয়ং পরমেশ্বর আমাদের সহায় কাহার সাধ্য আমাদের কার্য্যে বাধা দিতে পারে। হতাশ হইব না, বামে বা দক্ষিণে হেলিব না, যাহা স্থির বুঝিয়াছি তাহাই করিব, সম্মুখে অটল ভাবে অগ্রসর হইব, কৃপাময় **পরমেশ্বর** আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের সারাংশ।

২০এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকাল।

কোন পল্লিগ্রামে একদিন রজনীতে শয়ন করিয়াছিলাম। রাত্রি শেষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম প্রকৃতি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভা, পুষ্প সকল সৌরভ দিতেছে, নানা জাতীয় পক্ষীগণ সুমিষ্ট স্বরে গান করিতেছে। একটী নিকটস্থ উদ্যানে উপস্থিত হইলাম। কত প্রকার নূতন পুষ্প সকল তথায় প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। মধুকরেরা গুণ্ গুণ্ রবে এক পুষ্প হইতে অপর পুষ্পে তাহা হইতে আর এক পুষ্পে এইরূপে মধু সঞ্চয় করিতেছে। এত শোভা যাঁহা হইতে হইতেছে সেই ব্রহ্মাণ্ডপতি কেমন সুন্দর। এই সমস্ত শোভার মধ্যে কে যেন বর্ত্তমান। তাঁহাকে দেখিলে কখন ভয় হয়, কখন বা ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়, কখন বা প্রেম করিতে ইচ্ছা হয়, আর কখন বা ইচ্ছা করে অবনত মস্তকে প্রণাম করি। তিনি চক্ষুর প্রিয় বস্তু। একি চমৎকার! বৃক্ষ পল্লবের শোভা, পক্ষীর শোভা, পুষ্পের শোভা, সকল প্রকার শোভা দেখিতেছি। কিন্তু ইঁহার যেমন শোভা এরূপ আর কাহারও নহে। ইঁহার শোভার সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। এ কি শোভা? হৃদয়ের মধ্যে কে যেন বলিয়া দিল এ শোভা পরমেশ্বরের। তিনি প্রকৃতির মধ্য দিয়া তাঁহার শোভা প্রকাশ করিতেছেন। যাহার চক্ষু আছে সে তাঁহাকে দেখিতে পায়, যাহার কর্ণ আছে সে তাঁহার কথা শুনিতে পায়। মনুষ্য

পৃথিবীর মায়ায় ব্যস্ত থাকে, এ শোভা সৌন্দর্য্য আর দেখেনা, এই শোভার মধুরতার মধ্যে যে একবার ডুবিতে পারে সে আর তথা হইতে ফিরিতে পারে না। দেখ মধুকরেরা পুষ্প হইতে পুষ্পে গিয়া মধু লইতেছে, হে মনুষ্য! তুমি এই মধুর সাগরের মধ্যে নিমগ্ন হও। এ স্থানে আসিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হইবে না। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া এ রাজ্যে বাস করিয়া যদি তুমি সংসারে যাও তাহা হইলে সংসার তোমার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইবে। যদি তুমি ইহার মধ্যে থাকিয়া সংসারে বিহার করিতে পার তাহা হইলে সমস্ত দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা, কিছুই থাকিবে না। এই যে শোভা দেখিতেছ, চন্দ্রের আলোক, পুষ্পের সৌরভ, এ সকল তাঁহারই। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাঁহার শোভা দর্শন কর। পুষ্পের সৌরভে, পতি-প্রাণা সতীর অন্তরের পবিত্রতায়, সাধু আত্মা দেখিয়া, বালকের হাস্য বদনের মধ্যে তাঁহাকেই দর্শন কর। এই যে শোভা তোমার সম্মুখে প্রকাশিত, এ তাঁহারই শোভা। এ শোভা দর্শন করিলে তোমার প্রাণ সজীব ও সুখী হইবে, তোমার প্রাণে আরাম হইবে। তাঁহার রূপ নাই অথচ সৌন্দর্য্য আছে। সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে জীবন সার্থক হয়। বোধ হয় এরূপের ন্যায় সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই। কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, তাহা বর্ণনাতীত। এই যে সৌন্দর্য্য ইহা কল্পনা নহে। ইহা স্বপ্ন নহে। এই ত আমার জ্ঞান রহিয়াছে, চক্ষু কর্ণ ও সকল ইন্দ্রিয়ই জাগ্রত, তবে এ কিরূপে স্বপ্ন হইতে পারে। তাঁহার এরূপ শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

ভ্রাতৃগণ! আমরা এই ভাবে তাঁহার শোভা দর্শন করিব। ধর্ম্ম কঠোর পদার্থ নহে, শুষ্ক নহে। ইহা আনন্দের ও সুখের বস্তু। আমরা যেন তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইতে পারি, তিনি প্রাণের ও অন্তরের দেবতা, তাঁহাকেই সর্ব্বদা দর্শন করি, তিনি এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।

প্রসঙ্গ।

ঈশ্বরপ্রসঙ্গের উপকারিতা সাধকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এক এক সময়ে আমরা বন্ধুগণের সঙ্গে ঈশ্বর-প্রসঙ্গে প্রেমালাপ করিতে করিতে গভীর উপাসনার আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি, সেই অবস্থায় এই প্রেমপ্রসঙ্গে নিমগ্ন হইয়া আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং অতি সুদীর্ঘ সময়কে মুহূর্ত্তের ন্যায় যাপন করিয়াছি, কোথা দিয়া যে, সময়স্রোত চলিয়া গিয়াছে কিছুই জানিতে পারি নাই। উপাসনার ন্যায় প্রসঙ্গেও ব্রহ্মদর্শনলাভ হয়। পাঁচটী বন্ধু মিলিয়া সেই পরমবন্ধুর দয়ার ও গুণের কথা বলিতে বলিতে ও শুনিতে শুনিতে তাঁহার আবির্ভাবস্রোতে তাহা-দের হৃদয়গুলি ভাসিয়া গেল—পাঁচটী হৃদয় সেই পরমলোকে গিয়া মিলিত হইয়া একটী হৃদয় প্রস্তুত হইল—পাঁচটী জলন্ত প্রদীপ একত্র হইয়া পঞ্চপ্রদীপের শোভা ধারণ করিয়া সেই পরমারাধ্যের আরতি করিতে লাগিল। পৃথিবীতে এরূপ সুন্দর দৃশ্য অতি বিরল।

উপাসনা অপেক্ষা প্রসঙ্গের একটী অধিকতর উপকারিতা এই যে ইহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তির ন্যায়, অন্ত-রের ভ্রাতৃভাবও বিশেষরূপে সম্পোষণ লাভ করে। উপা-সনা দ্বারাও ভ্রাতৃভাব পোষণ হইতে পারে, কিন্তু প্রসঙ্গ দ্বারা তাহা বিশেষ রূপে হইয়া থাকে। প্রসঙ্গ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, ভ্রাতৃভাব পোষণে কখনই অকৃতকার্য্য হয় না। যখন প্রেমে উত্তেজিত হইয়া পরস্পরের মুখে সেই প্রেমা-স্পদের কথামৃত পান করিবার জন্য চিত্ত লালায়িত হয়, যখন পরস্পরের জীবনের ইতিবৃত্তে সেই পরম দয়ালের অপূর্ব্ব লীলার কথা শ্রবণ করিবার জন্য হৃদয় উৎসুক হয়, তখন স্বর্গীয় প্রেমপ্রবাহ সেখানে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং মনের স্বার্থপরতা কুটিলতা মলিনতা সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ভ্রাতৃভাব পোষণের এমন সুসময় আর কোথায় মিলিবে? প্রসঙ্গ চরিত্রশোধনেরও উৎকৃষ্ট উপায়।

প্রসঙ্গের সময় সকলেরই হৃদয় সেই প্রেমময়ের আবির্ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তখন পরস্পরের বাক্য সেই অনুপ্রাণিত হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে নির্গত হইয়া পরস্পরের উত্তেজিত হৃদয়ের গভীর স্থান পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হয়। অনুপ্রাণিত হৃদয়ের বাক্য দৈবশক্তিসম্পন্ন, তদ্দ্বারা সহজে অপর সাধারণ সকলের অন্তরের অন্ধকার বিদূরিত হয় ও হৃদয়ের পাপ ও দুষ্প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতা সঙ্কুচিত হয়। সেই শক্তিসম্পন্ন বাক্য অনুপ্রাণিত হৃদয়ে আরো আশ্চর্য্য ব্যাপার উৎপাদন করে। উত্তেজিত বাক্যের ক্রম অনুত্তেজিত হৃদয় অপেক্ষা উত্তেজিত হৃদয়ে অনেকগুণ অধিক।

এইরূপ অনুপ্রাণন্ ভিন্ন প্রসঙ্গ কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। যে প্রসঙ্গের উপরে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি না হয় তাহা কখনই প্রসঙ্গ নামের উপযুক্ত নহে। মনের ইচ্ছাতে বা অনুরাগে কখনই প্রসঙ্গকে সুসিদ্ধ করা যায় না। স্বর্গীয় বায়ু কখন্ বহিবে তাহা কেহই জানে না।

কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে কতকগুলি শুভযোগ একত্র হইলে প্রসঙ্গ আপনা হইতে উদয় হয়। তন্মধ্যে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করিতে পারি! যেখানে পরস্পরের উপর সরল বিশ্বাস আছে; পরস্পরের কাহারো প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ নাই; অপ্রীতিকর কোন প্রকার অসদ্ভাব নাই; যেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাভাবিক নৈকট্য সম্বন্ধ (affinity) আছে। সেখানে প্রসঙ্গ অতি সহজে স্বর্গীয় সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তাহার উদয় অতি বিরল। অনেক সময়ে দেখা যায় যে লোকে প্রসঙ্গের জন্য মিলিত হইয়া, ঘোরতর তর্কবিতর্ক করিয়া অন্তরে অশান্তি ও অসদ্ভাব লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রসঙ্গ স্থলে যেন কেহ বাচালতা প্রকাশ না করেন। আপনি বলিব আর সকলে শুনিবে এরূপ ইচ্ছা দ্বারা কেহ যেন পরি-চালিত না হন। ইহা অন্তরের গভীর স্বার্থপরতা হইতে উৎপন্ন হয়। প্রসঙ্গ স্থলে লোকের স্বার্থপরতা এই পথ দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। বরং বলিবার অপেক্ষা অন্যের কথা

শুনিবার জন্য অধিকতর প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যকে বলিবার সম্পূর্ণ অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য।

অন্যকে শিক্ষা দিব অপেক্ষা অন্যের কাছে শিখিব এই ইচ্ছা যেন অন্তরে বলবতী থাকে। অন্তরের ভাব দ্বারা উত্তেজিত না হইলে কেহ যেন কথা না কহেন! ইহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অনুপ্রাণিত হৃদয় হইতে কথা নিঃসৃত না হইলে,তাহা কখন কাহারও হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে না এবং সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া প্রসঙ্গকে জমাইতে পারিবে না। প্রথমে, কতক সময় আদবে কোন কথা না হওয়াই ভাল। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিবেন, পরে অন্তরে ভাবের উত্তেজনা হইলে কথা আরম্ভ করিবেন, যখন কথা আরম্ভ হইবে, তখন সকলে যেন সেই দিকে মনোযোগ অর্পণ করেন। এবং সেই কথামৃত পান করিবার জন্য পূর্ব্বানুরাগী হন। কেহ যেন কাহারো কথাতে কোন প্রকার বাধা প্রদান না করেন।

প্রথমে কথা না জমিলেও সহসা প্রসঙ্গ ছাড়িও না অনেক সময়ে মধ্য বা শেষভাগে প্রসঙ্গ জমিয়া থাকে। বিশ্বাস, ও ধৈর্য্যের সহিত সে সময়কে প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

সদালাপ।

তুমি প্রেমাস্পদের নাম কেন কর? তাঁহার অদর্শন হয় বলিয়া! অদর্শনে নাম বিনা আর কি সম্বল আছে?

সাধক নাম সিদ্ধ হন কখন্? যখন্ নাম করিবামাত্র দর্শন লাভ হয়।

সাধক নাম করেন কেন? অনুরাগের উত্তেজনায়।

অনুরাগ কখন্ উত্তেজিত হয়? বিচ্ছেদে।

ব্রহ্মদর্শন হয় কখন্? যখন চিত্ত সংসার ও বাহ্য জগত অতিক্রম করিয়া উঠে।

যাঁহার একবার ব্রহ্মদর্শন হইল তাঁহার চিত্ত কেন আবার সংসারে ফিরিয়া আইসে? চিত্ত সংসার পাশ ছেদন করিতে পারে নাই বলিয়া —চিত্ত ব্রহ্মেতে আত্ম সমর্পণ করিতে পারে নাই বলিয়া।

ব্রহ্মদর্শন চিরস্থায়ী হয় কখন্? যখন্ সংসার পাশ চিরদিনের জন্য ছেদন করিয়া চিত্ত তদ্গত ও তদর্পিত হয়।

ব্রহ্ম লাভ হয় কাহার? যাঁহার চিত্ত তাঁহাতে অর্পিত হইয়াছে। যাঁহার যে পরিমাণে আত্ম সমর্পণ তাঁহার সেই পরিমাণে ব্রহ্মলাভ।

প্রেম হয় কখন্? যখন্ তাঁহার প্রেম আসিয়া হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া লয়।

প্রেমের মূল কি? আত্ম বিস্মৃতি।

ঢাকা পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্রহ্ম-মন্দির

রবিবার, ৩রা আষাঢ়, ১৮০০ শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

এক দিবস কোন নগরী মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দর্শন করিলাম একজন ভিক্ষুক সমস্ত দিন ভিক্ষা করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, সেই উপার্জ্জিত ভিক্ষালব্ধ কতকগুলি বস্ত্র আর একজনকে অশ্রুপাত করিতে করিতে দান করিতেছে। যাহাকে দান করিতেছে সে অত্যন্ত অক্ষম, চলচ্ছক্তি হীন, নিতান্ত দুর্ব্বল। দান করিবার সময় তাহার পবিত্র ভাব দর্শন করিয়া মনের মধ্যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আমার সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি বলিলেন কেমন আশ্চর্য্য শোভা! ঈশ্বর দয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়া দান করিতেছেন। তখন মনে মনে দাতা ভিক্ষুককে অভিবাদন করিলাম ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সেই মহানপুরুষ যিনি প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও অভিবাদন করিলাম।

এই ঘটনায় বুঝিতে পারিলাম পরমেশ্বর বিশেষ বিশেষ ঘটনায় তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপাসনা করিবার সময় চক্ষু মুদিত করিয়া যেমন তাঁহার দর্শন পাই তদ্রূপ জনসমাজেও তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। আমরা যদি উপাসনা মন্দিরে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখি তাহা হইলে সংসারে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিব না। প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক স্থান তাঁহার দেবমন্দির এইরূপ বিশ্বাস না করিলে কেবল এই স্থানে পরমেশ্বরের উপলব্ধি হয়, ঐ স্থানে তাঁহার উপলব্ধি হয়, এইরূপ বলিলে উপাসনার প্রশস্ততা লাভ করা যায় না। তাঁহার উপাসনা কালে বা স্থানে বদ্ধ নহে, সকল কালে সকল স্থানেই এই সৎস্বরূপের উপাসনা করা যায়।

এই বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি, এইরূপ পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়ার ন্যায় ধর্ম্মও এক স্থানে বা একবিধ কার্য্যে আবদ্ধ নহে। যে সকল কার্য্যের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে নানাবিধ শক্তি দিয়াছেন সেই সকল কার্য্যেই পরমেশ্বর বর্ত্তমান। দেবালয়, বিদ্যালয়, কার্য্যালয়, সর্ব্বত্রই পরমেশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান। অতএব যিনি যে কার্য্য করুন্ তাহাতে পরমেশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া নিযুক্ত হইতে হইবে। শরীর রক্ষা,বিদ্যা শিক্ষা, বিদ্যাদান— সংসারের অতি উচ্চ কার্য্য এবং অতি হীন কার্য্য—যাহা ভৃত্যাদি দ্বারা সম্পাদন করা হয় তাহাও ধর্ম্ম।

এই সকল কার্য্যে ধর্ম্ম আছে মুখে বলিলে ইহার গৌরব বুঝিতে পারিবে না, এই সকল কার্য্যে প্রবেশ করিয়া ইহাদের মধ্যে পরমেশ্বরের মহত্ব, তাঁহার দয়া, স্নেহপূর্ণতা উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাধক তোমার চিত্ত নানাবিধ ভাবে মুগ্ধ হইবে। অতএব আমরা ধর্ম্মকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বদ্ধ রাখিব না। আমরা যেন ইহা বেশ স্মরণ রাখিতে পারি যে পরমেশ্বরের সিংহাসন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত। এই সকল কার্য্য, এই সকল প্রণালী ধর্ম্ম—,ইহা যাঁহারা পালন করেন তাঁহারা ধার্ম্মিক এবং এ সকল যাঁহারা অবলম্বন করেন না, তাঁহারা ধার্ম্মিক নহেন এরূপ বলিও না। হে ব্রাহ্ম,হে সাধক, সর্ব্বত্র তোমার ঈশ্বরের দেবালয়, সর্ব্বত্র তাঁহার পূজা কর। সামান্য একখানি বস্ত্র ক্রয় করিতে যাইয়া সেই বিপণীতে পূর্ণ ন্যায়বান্ পুরুষ ন্যায় দণ্ড হস্তে বিদ্যমান, তাহা দর্শন কর।

সাধক, পরমেশ্বর বিদ্যালয়ে, গৃহে, দাম্পত্য প্রেমে, পরিবার মধ্যে সর্ব্বত্র বিরাজিত। তোমার ধর্ম্ম কেবল দেবালয়ে নহে সর্ব্বত্র তোমার ধর্ম্ম বিদ্যমান। হে সাধক, তুমি এইরূপে সাধন কর—তোমার জীবন প্রমাণ করুক—

"ব্রহ্ম নিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্ব জ্ঞান পরায়ণঃ যৎযৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

জীবনে এমন কোন কার্য্য করিও না যাহা ধর্ম্ম বলিয়া করিতে না পার। কোথায় যাও, সকল স্থানে তোমার প্রভু বর্ত্তমান সমস্ত জগৎ, সমস্ত কার্য্য তাঁহার; এইরূপে ধর্ম্মকে বিস্তৃত কর। সত্য কথন মাত্র ধর্ম্ম নয়—তোমার যে কার্য্য তাহাই তুমি পরমেশ্বরের কার্য্য বলিয়া সম্পাদন কর। তুমি ভৃত্য হও, ছাত্র হও, চিকিৎসক হও, আর যাহাই হও তোমার সকল কার্য্যই ঈশ্বরের অভিপ্রায় বলিয়া কর। হে ব্রাহ্ম, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মমন্দিরে আবদ্ধ নয়, তোমার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নৌকা চালক, যান বাহক ও ভৃত্যের নিকট শিক্ষা কর। মনুষ্য জীবনের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, পরমেশ্বর যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া দিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম।

উর্দ্ধে বিস্তৃত আকাশের এক একটী নক্ষত্রের বিষয় লইয়া যদি আলোচনা কর, তাহাতেই তোমার পরিত্রাণ দিতে পারে। বৃক্ষপত্র, বালুকাকণা বা যে কোন বস্তুর তত্ত্ব পাঠ করিবে তাহাতেই তোমার পরিত্রাণ আনয়ন করিবে। অতএব সাধক, তোমার ধর্ম্ম কোন ব্যক্তিতে বা নিয়মে আবদ্ধ নহে। সমস্ত জগতীমধ্যে সমস্ত লোকমধ্যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম লাভ কর। যেখানে যাঁহার নিকট ধর্ম্ম পাও, তাঁহাকে অভিবাদন কর।

এই যে ভিক্ষুকের কথা বলিলাম তাহাতে কি দেখিলাম—দেখিলাম স্নেহময়ী জননী দয়ারূপে সেই স্থান ভেদ করিয়া যেন সমস্ত স্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন!! এইরূপে সমস্ত কার্য্যে তাঁহাকে দেখ। তাঁহার রূপ নাই—আকার নাই তথাপি তিনি কত সুন্দর, চিত্তহারী, পবিত্র। এই রূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক ব্যাপারে তাঁহাকে দেখ। তাহা হইলে সাধকের হৃদয় ভাবে পরিপ্লুত হইবে, আমরা দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া বলিব দয়াময় তুমিই ধন্য তুমিই ধন্য তুমিই ধন্য।

বিবাহ পদ্ধতি।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যার শুভ বিবাহোপলক্ষে অবলম্বিত।

ব্রহ্মসঙ্গীত সহকারে যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা হইলে কন্যাকর্ত্তা আসনে উপবিষ্ট হইয়া পুষ্পমালা ও গন্ধ দ্রব্য লইয়া বরের প্রতি;—এই অর্ঘ্য আপনি গ্রহণ করুন্।

বর। আমি গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা। (অঙ্গুরী লইয়া) এই অঙ্গুরী আপনি গ্রহণ করুন্।

বর। আমি গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা। অদ্য অষ্টাদশশততম শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে ষড়বিংশ দিবসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী তিথিতে শনিবাসরে সর্ব্বসাক্ষী পবিত্র পরমেশ্বরের সন্নিধানে আমার এই প্রিয়তমা তনয়া শ্রীমতী সরলা; ইহার ভার ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার রায়ের হস্তে সমর্পণ করিলাম; আপনি শ্রীমতীকে গ্রহণ করুন্?

বর। সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে আমি শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথমা তনয়া শ্রীমতী সরলার ভার গ্রহণ করিলাম।

বর। অদ্য অষ্টাদশশততম শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে ষড়বিংশ দিবসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী তিথিতে শনিবাসরে আমি সর্ব্বসাক্ষী পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমার সহিত উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম এবং তোমাকে আমার বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুখে, সুস্থতায়, অসুস্থতায় তোমার মঙ্গল সাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবান্ থাকিব। ধর্ম্মেতে, অর্থেতে, ভোগেতে আমি তোমাকে কোন মতেই অতিক্রম করিব না।

আমার যে হৃদয়, তাহা তোমার হউক; তোমার যে হৃদয়, তাহা আমার হউক এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।

প্রার্থনা।—হে জগৎপাতা করুণা-নিধান পরমেশ্বর! এই উদ্বাহব্রত পালনে তুমি আমাদের সহায় হও; আমরা যেন তোমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বদা আমাদের জীবনের আদর্শ সংসাধনে রত থাকি।

কন্যা। অদ্য অষ্টাদশশততম শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে ষড়বিংশ দিবসে শুক্ল পক্ষে অষ্টমী তিথিতে শনিবাসরে আমি পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সহিত উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধা হইলাম এবং তোমাকে আমার বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুখে, সুস্থতায়, অসুস্থতায় তোমার মঙ্গল সাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব। ধর্ম্মেতে, অর্থেতে, ভোগেতে আমি তোমাকে কোন মতেই অতিক্রম করিব না।

আমার যে হৃদয়, তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক, এবং আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক।

প্রার্থনা।—হে জগৎপাতা করুণা-নিধান পরমেশ্বর! এই উদ্বাহ ব্রত পালনে তুমি আমাদের সহায় হও; আমরা যেন তোমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বদা আমাদের জীবনের আদর্শ সংসাধনে রত থাকি।

কন্যাকর্ত্তা। (তৈজসাদি দ্রব্য লইয়া) এই শুভ কার্য্যোপলক্ষে এই সকল স্বর্ণ, রৌপ্য, তৈজসাদি সংসারের ব্যবহার্য্য সামগ্রী আপনি গ্রহণ করুন্?

বর। আমি গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা। শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার, শ্রীমতী সরলা! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে মনন করিয়া অদ্য জীবনের অতি গুরুতর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইলে। তোমাদিগের মধ্যে অদ্য হইতে যে

সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল, তত্তুল্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মনুষ্য জীবনে আর সম্ভবে না। পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম ও অচঞ্চল অনুরাগ ব্যতীত এ সম্বন্ধ প্রকৃত রূপে স্থিরতর ও দৃঢ়তর হইতে পারে না। বিশুদ্ধ প্রেম দাম্পত্য ধর্ম্মের মূল। তোমাদিগের হৃদয়ে প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, এবং উহার মূল হৃদয়ের একস্তর হইতে অন্যস্তর ক্রমে ভেদ করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে বৃক্ষ অনন্তকাল জীবিত থাকিবে, দুই এক বর্ষ তাহার অঙ্কুরোদ্গমের সময়মাত্র। তোমরা ইহা বিলক্ষণ জান যে, এ অতি সঙ্কটকাল; অতি যত্ন, অতিশয় সাবধানতা ও বিবেচনা অবলম্বন না করিলে নবজাত বৃক্ষকে সজীব রাখা কঠিন হয়। যেমন উত্তাপ ও আলোকের অভাব বা আধিক্য উভয়ই নবজাত তরুর পক্ষে অনিষ্টকর, সেইরূপ নবীন প্রণয়ের পক্ষেও স্নেহানুরাগের অল্পতা বা আতিশয্য অপকারক হইতে পারে। কিন্তু বৃক্ষ যখন সারবান্ হয়, তখন সাময়িক কোন প্রকার বিপদে তাহার কোন বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। অতএব তোমারা উভয়েই পরস্পরের প্রতি যত্ন,ক্ষমা,সৌজন্য, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া হৃদয়কে এরূপ প্রস্তুত করিবে যে, কোন বিঘ্ন, কোন বিপত্তি উপস্থিত হইয়া যেন তোমাদিগের প্রণয়ের মূলকে উৎপাটন করিতে না পারে। তোমাদিগের প্রণয় দৃঢ় ও গাঢ় হইয়া অনন্তকাল স্থায়ী হউক, লোকে দেখুক যে, তোমরা যে পরস্পর নির্ব্বাচন পথ অবলম্বন করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি ও দাম্পত্য সুখ লাভের প্রশস্ত পথ। তোমাদিগের মধ্যে পবিত্র অনুরাগ চিরদিন প্রজ্বলিত থাকিলে কেবল তোমরাই যে সুখী হইবে এমত নহে, আমি যাহা পরিণয়ের আদর্শ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, তাহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে, এবং অপরে এই শুভ পথ অনুসরণ করিয়া সুখী হইতে পারিবে।

শ্রীমতী সরলা, তোমার উপর অদ্য হইতে অতি গুরুতর ভার নিক্ষিপ্ত হইল। তুমি এখন এক গৃহের কর্ত্রী হইলে এত কাল তোমার কোন ত্রুটি বা অপরাধ হইলেও তাহা ধর্ত্তব্য হইত না, কিন্তু এখন তোমার অতি ক্ষুদ্র কার্য্যও গণনায় আসিবে, তোমার অতি সামান্য ত্রুটিও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তোমার সকল কার্য্য অতি সাবধানে সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি ইহাতে ত্রুটি প্রদর্শিত হয়, তুমি কেবল আপনাকে উপযুক্ত গৃহিণীর অযোগ্যা করিবে না, তোমার পিতা মাতার নামেও কলঙ্ক আনয়ন করিবে। সুতরাং সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিও যে তোমার দায়িত্ব অতি গুরুতর। তোমার কোন প্রকার অসাবধানতায় লোকে যে আমার নিন্দা করিবে, আমি সে ভাবনা তত ভাবিতেছি না। কিন্তু তোমার সেই পরলোকবাসিনী জননীর কথা এস্থলে স্মরণ হইতেছে। সংসারে তাঁহার কার্য্য স্থগিত হইয়াছে, বাক্য নীরব হইয়াছে, তাঁহার নামে কোন প্রকার অন্যায় নিন্দা বা তিরস্কার হইলে তিনি স্বয়ং আর তাহা বিমোচন করিতে সমর্থ হইবেন না। তাঁহার পরম স্নেহভাজন সন্তানদিগের কার্য্যের উপর তাঁহার সুনাম সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। সরলা, তুমি তাঁহার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সন্তান, তোমাকে সুশিক্ষিত ও সদুপদিষ্ট করিতে তিনি যত্নের ত্রুটি করেন নাই। আমরা এবিষয়ে যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম, যদিও প্রতিকূল ঘটনাসূত্রে তাহা সম্পূর্ণ রূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই, তথাপি তুমি যে শিক্ষা ও সদুপদেশ লাভ করিয়াছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায় নহে যে, তুমি তোমার স্বর্গীয় জননীর গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিবে; যে কার্য্য বুদ্ধির বিরুদ্ধ, যে কার্য্যে আমাদিগের অগৌরব হয়, এমন কার্য্যে তুমি কখনই প্রবৃত্ত হইবে না। মিতাচার গৃহিণীর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। ইহার অভাবে গৃহ শ্রীহীন ও লক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়। অতএব সর্ব্বদা মিতাচারিণী হইবে। গুরু জনের নিকট সম্ভ্রম ব্যবহার, আত্মীয়বর্গের প্রতি সদাচার ও সৌজন্য প্রদর্শন, ভৃত্য ও অনুগত ব্যক্তিদিগের প্রতি সদয়দৃষ্টি এবং সর্ব্বসাধারণের সহিত শিষ্টাচার করিবে। সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় সমান রূপে স্বামীর সহকারিণী হইবে। সরলা! তুমি আমার অতি স্নেহের পাত্র ও আশার স্থল, দেখিও তোমার কোন কার্য্যে যেন আমার বহুদিনের সঞ্চিত আশা ভঙ্গ না করে। লোকে কন্যার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, কিন্তু আমার চিন্তা শতগুণ বৃদ্ধি হইতেছে। যত দিন জীবিত থাকিব, আমার হৃদয় সর্ব্বদা তোমার কল্যাণ কামনা করিবে।

শ্রীমান্ প্রসন্নকুমার। তুমি জ্ঞানে, ধর্ম্মে, বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রবীণ। সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিতে আমি কোন প্রকারে অধিকারী নহি। কিন্তু তুমি অদ্য জীবনে যে গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিলে, তাহা সুচারু রূপে প্রতিপালন পক্ষে তোমার প্রায় কোন অভিজ্ঞতাই নাই। সুতরাং এরূপ আশা করা অন্যায় নহে যে, তোমাকে এ বিষয়ে দুই একটী কথা কহিলে তুমি নবদীক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবে এবং সঙ্গত বোধ হইলে তাহা প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিবে। প্রসন্নকুমার! তুমি সুপণ্ডিত কিন্তু আমার সরলা তোমার সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্ত সদ্গুণ এখনও লাভ করে নাই। আমি আশা করি, তুমি তাহাকে নিজ ভার্য্যার উপযুক্ত করিয়া লইতে যত্নের ত্রুটি করিবে না। তাহার হৃদয়ের যে সকল ভাব ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তুমি তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলে, যাহাতে সেই সকল ভাব ও গুণের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে, সর্ব্বদা তাহার যত্ন করিবে। দেখিও, এই সকল কর্ত্তব্য-পালনে কোন প্রকার ত্রুটি নিবন্ধন নবীন অনুরাগ যেন শিথিলতায় পরিণত না হয়, আমার স্নেহের ধন যেন কোন দিন তোমার চক্ষে উপেক্ষিত না হয়। সরলা আমার চক্ষে এখনও বালিকা, —হয় ত স্নেহের চক্ষে সে চির দিনই বালিকা থাকিবে সুতরাং তাহার বুদ্ধির অপরিপক্কতা বশতঃ সময়ে সময়ে তোমাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইতে পারে। অতএব তুমি ক্ষমাশীল হইয়া তাহার ত্রুটি সকল মার্জ্জনা করিবে। প্রেমধর্ম্ম প্রতিপালনের ক্ষমাই সর্ব্বোচ্চ উপদেশ। ক্ষমার অভাব হইলে এ ধর্ম্মব্রত রক্ষা পাইতে পারে না। তুমি ইহার যখন যে ত্রুটি দর্শন করিবে, তখন ক্ষমাশীল হইয়া

শিক্ষা ও সদুপদেশ দ্বারা তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিবে। আমাদিগের দেশের অবস্থানুসারে স্বামীকে শিক্ষক ও উপদেষ্টার কার্য্যও করিতে হয়, বরং এ বিষয়ে তুমি আমাদিগের অনেকের অপেক্ষা ভাগ্যবান্। তথাপি তোমাকে অনেক বিষয়ে অন্ততঃ কতক কাল শিক্ষক ও উপদেষ্টার কার্য্য করিতে হইবে। এক ব্যক্তির পক্ষে দ্বিবিধ কর্ত্তব্য প্রতিপালন সুকঠিন বটে, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় তুমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারিবে, আমার এরূপ আশা আছে। আমি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তাঁহার কৃপায় আমি তোমার ন্যায় জামাতা লাভ করিলাম। আমি করুণাময় পরমেশ্বরের প্রসাদে আমার এই প্রাণসমা মাতৃহীনা বালিকার ভার তোমার ন্যায় বিদ্বান, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ঈশ্বর করুন যে, তোমরা দাম্পত্য ধর্ম্মের জীবন্ত সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগকে সুখী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে মহীয়ান্ কর। ঈশ্বর তোমাদিগকে সুস্থ হৃদয়ে সুস্থ শরীরে চির দিন কুশলে রাখুন; তাঁহার সিংহাসন অনন্ত কালের নিমিত্ত তোমাদিগের পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হউক; সত্যেতে, ধর্ম্মেতে তোমরা বংশ পরম্পরায় উন্নত হও। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা শুভসঙ্কল্প মহাপুরুষ তোমাদিগের শুভ বিধান করুন্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উদারতা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদীর
সম্পাদক মহাশয় সমীপে

অদ্যাবধি জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে আপনাদিগকে এবং আপনাদিগের বিশেষ সম্প্রদায়কে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্ম্মমতাবলম্বীগণই আপনাদিগের জন্য স্বর্গে ও অপরাপর সমুদায় নর নারীর জন্য নরকে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। জগতে যত ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকের মধ্যেই অল্প বা অধিক পরিমাণে অনুদারতা বর্ত্তমান আছে।—ধর্ম্মের অপব্যবহার দ্বারা জগতে অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে জগতের অসংখ্য নর নারীর রক্তস্রোতে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে ধর্ম্ম জগতে যত কলহ যত বিবাদ বিসম্বাদ ভয়ানক ভাবে অভিনীত হইয়াছে পার্থিব জগতে সেইরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। ধর্ম্মের নামে লোক যত মত্ত হইতে পারে আর কিছুতেই সেরূপ হয় না। ধর্ম্মের নামে সন্ন্যাসী পিটার ইউরোপের সহস্র সহস্র অধিবাসীগণকে যেরূপ মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, পার্থিব জগতে এইরূপ কি কেহ কখনও করিতে পারিয়াছেন? ধর্ম্ম অনন্ত বলশালী ঈশ্বরের পদজাত—এবং আপনিও অসীম বলশালী। কিন্তু অসাধারণ বলশালী মনুষ্যের হৃদয়ে উদারতা না থাকিলে তাহার বলের অপব্যবহারে যেরূপ নর নারী পীড়িত হয়েন, সেইরূপ ধর্ম্মের সঙ্গে অনুদারতা মিশ্রিত থাকিলে তাহার দ্বারা জগতে মহান্ অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস খুলিয়া দেখুন প্রতি পৃষ্ঠায় আমার উক্তির যাথার্থ্য অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন।

বহু শতাব্দীর উন্নতির পর পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয়ে ধর্ম্ম বল ও উদারতার একীকরণ দেখিবার আশা হইয়াছে। উদারতাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, উদারতাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য। ব্রাহ্মধর্ম্মকে উদারতা বিহীন করুন, দেখিতে পাইবেন কি অপ্রীতিকর মূর্ত্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম মুহূর্ত্ত মধ্যে ধারণ করিতে পারেন—দেখিতে পাইবেন যে এই সুন্দর মনোহর ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহার সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিয়া জগতের অসংখ্য নর নারী মোহিত হইতেছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আকার বিকৃত হইয়া যাইবে, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মনোহর মূর্ত্তি শ্রীহীন ও কদাকার একটী বিভীষিকাতে পরিণত হইবে।

দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মগণের জীবন দেখিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মের উদারতা কি অনুদারতার বিষয় নির্দ্ধারিত করিতে গেলে, আমরা সত্রাস অন্তরে দেখিব ব্রাহ্মধর্ম্মও সম্পূর্ণরূপে উদারতা পূর্ণ নহে। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্ম সাধারণে অনুদারতার দিকে অত্যন্ত প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছেন, এবং অনতিবিলম্বে এই গতিরোধ না করিলে, আর অধিক কাল এই গতি অপ্রতিহত বেগে ধাবিত হইতে দিলে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মগণের অনুদার চরিত্রের দ্বারা পবিত্র উদার ও মহান্ ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর কলঙ্ক আরোপিত হইবে। সময় থাকিতে ব্রাহ্মগণ সাবধান হউন নতুবা শেষে তাহাদিগের অনবধানতা নিবন্ধন প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর দুরপনেয় কলঙ্ক অর্পিত হইবে। শীঘ্র তাঁহারা অনুদারতার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করুন, শৈশবাবস্থায় এই প্রবল শত্রুর বিনাশ সাধন না করিলে শেষে তাহাকে পরাজয় করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠিবে।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে অনুদারতার মূলে "আমি ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র" এই সাংঘাতিক বিশ্বাসটী অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর কেবল আমাকে বিশেষভাবে ভাল বাসেন, ঈশ্বর কেবল আমাকে বিশেষ চক্ষে দেখেন, আমাকে স্বয়ং আসিয়া আহার যোগাইতেছেন, আমাকে প্রত্যেক বিষয় কর্ম্মের কথা কর্ণে কর্ণে বলিয়া দেন, আর কেহ আমার ন্যায় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে পারে না এই সমুদায় ভাবই প্রত্যেক ধর্ম্মের অনুদারতার মূলে নিহিত রহিয়াছে। যে দিবস ভক্ত ভাবিতে লাগিলেন যে আমি ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয় পাত্র, আমাকে ঈশ্বর জগতের অপরাপর নর নারী অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন সেই দিন হইতেই তাঁহার পতন আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতেই তিনি এত ভ্রম পরম্পরায় পতিত হইতে আরম্ভ করিলেন যে অবশেষে জগতের পাপ পুণ্যের সংজ্ঞা আর তাঁহার নিকট গৃহীত হইবে না, জগতে যাহাকে পাপ বলে তিনি তাহাকে পুণ্য বলিবেন, আর জগতে যাহাকে পুণ্য বলে তাহাকেও তিনি সময়ে সময়ে পাপ বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। একবার "আমি ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়" এই ভ্রমে পতিত হইলে আর ভক্তের উদ্ধার নাই। দিন দিন অহঙ্কারে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে থাকিবে। তিনি হয়ত

অনেক সময়ে তাঁহার হৃদয়ের অহঙ্কার অনুভব করিতে পারিবেন না, তিনি হয়ত মনে মনে ভাবিবেন ক্রমশঃ অধিকতর বিনয়ী হইতেছেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার চতুঃপার্শ্বে বসতি করেন, যাঁহারা তাঁহার কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করেন, যাঁহারা তাঁহার চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি ক্রমশঃ অধিকতর অহঙ্কারী হইতেছেন। সংক্ষেপতঃ "আমি ঈশ্বরের অধিক প্রিয়" এই উক্তির মধ্যেই অহঙ্কার নিহিত রহিয়াছে; তবে আর এই ভাব লইয়া ভক্ত কিরূপে অহঙ্কার শূন্য হইতে পারিবেন?

যে দিন হইতে "যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ" এই চরণটী ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে উচ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ বুঝিয়াছেন তাঁহারাই ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয় আর সকলে প্রিয় নহে। সেই দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুদারতা প্রবেশ করিয়াছে সেই দিন হইতে উন্নত ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে অহঙ্কার কালকীট প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার উচ্চ আদর্শচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ শীঘ্রই এই অনুদারভাবটীকে ব্রাহ্মসমাজের চতুঃসীমা হইতে অপসারিত না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণ নাই।

সংবাদ।

কুচবিহারের বিবাহ সম্বন্ধে মিরারে প্রতাপবাবু ও গৌর গোবিন্দ বাবু কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে মিস্ কলেট্ ইংলণ্ডের ইন্‌কোয়ারর্ নামক পত্রে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে তিনি একস্থানে বলিয়াছেন, "আমরা ইহা বুঝিতে পারি না তিনি (কেশববাবু) কি করিয়া শুদ্ধ স্পেসিয়েল ট্রেন্ নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া কুচবিহার যাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" মিরার সংপ্রতি একথার উত্তরে বলিয়াছেন, "আমরা একথা সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত মনে করি। কেশববাবুর কুচবিহার যাত্রার সহিত স্পেসিয়েল ট্রেনের নিযুক্তির কোন সম্বন্ধই ছিল না।" এখন প্রতাপবাবু ও গৌরগোবিন্দবাবুর স্বাক্ষরিত পত্রে এ বিষয়ে কি আছে, পাঠক একবার তাহা পড়িয়া দেখুন,—"শনিবার দিবস রাত্রিতে তাড়িতে সংবাদ আসিল, বিবাহপ্রণালীতে যে ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান সমূহের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা উহাতে স্থান পাইতে পারিবে না! এই টেলিগ্রামের বিরুদ্ধে রবিবার প্রতিবাদ প্রেরিত হইল, এবং তাহাতে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিবাহপ্রণালীর প্রতি তাঁহাদিগকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করা হইল। এই সময়ে নাচের কথা লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছিল, এবং কর্ত্তৃপক্ষকে স্পেসিয়েল ট্রেন বন্ধ করিতে প্রার্থনা করা হইল তাঁহারা বলিলেন যে ট্রেন নিযুক্ত হইয়াছে. এবং তখন ট্রেন বন্ধ করা অসম্ভব। এইরূপে কেশববাবু অতি ব্যস্ততার সহিত সোমবার দিবস ১১টার গাড়ীতে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।"

উপরে মিরারের যে অংশ হইতে আমরা কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহারই একস্থানে লিখিত হইয়াছে যে বিবাহ-সময়ে "ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত সমস্ত অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।" এখন ১৭ই মার্চের মিরারে কি লিখিত হইয়াছিল, পাঠক পড়িয়া দেখুন;—"বিবাহস্থলে এমন কোন কোন বস্তু উপস্থিত ছিল, যাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে, পৌত্তলিকতা সংসৃষ্ট বলা যাইতে পারে। কেশববাবু এই অপূর্ব্বদৃষ্ট ঘটনা দেখিয়া, তাঁহার বন্ধুরা যেরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন, তিনি স্বয়ংও তেমনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। * * * ব্রাহ্ম বিবাহের মূল অঙ্গগুলিও বলিতে গেলে রক্ষিত হইয়াছিল না। আমাদিগের সধর্ম্মিগণের অধিকাংশ ব্যক্তি যাঁহারা বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। * * * * আমরা অনুভব করিলাম যে আমাদিগের মত ও বিশ্বাস উপযুক্ত সম্মান ও স্থান প্রাপ্ত হইল না, এবং তাহাতে আমরা দুঃখিত হইলাম, ইত্যাদি।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের মধ্যে কেশববাবুর অভ্রান্ততায় বিশ্বাসের কতদূর প্রচলন হইয়াছে নিম্নে আমরা "ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের উপদেশ" নামক একখানি গ্রন্থের উপক্রমণিকা হইতে যে কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম তদৃষ্টে তাহা সপ্রমাণ হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন চৌধুরী এই গ্রন্থের প্রকাশক। প্যারীবাবু কেশববাবুর সৃষ্ট প্রচারকগণের মধ্যে এক জন।

"ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের এক একটী উপদেশ এক একটি অভ্রান্ত স্বর্গীয় শাস্ত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধ্যাত্ম বিষয়ে পৃথিবীতে যত শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমুদয়েই সত্যাসত্য মিশ্র মত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ সমূহে অসত্যের গন্ধ মাত্র নাই, কেবল অমূল্য সত্য রত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে।"

তেজপুরের কোন বন্ধু লিখিয়াছেন "এখানে ব্রাহ্মসমাজের বড় শোচনীয় অবস্থা। যে ৮। ১০টী লোকের ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস ও সহানুভূতি আছে তাঁহারা নানাকারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় সকলেই বিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, পরে দুইজন প্রতিবাদ প্রত্যাহার করেন। ঐ দুইজনের উৎসাহে ও নিমন্ত্রণে বাবু প্যারীমোহন চৌধুরী আসিয়াছেন। * * * তাঁহাদের অন্যায় ব্যবহারে অধিকাংশ ব্রাহ্মই একণে তাঁহাদিগের সঙ্গে সামাজিক কি পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতেছেন না। কয়েকজন মিলিয়া ভিন্ন স্থানে উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন।"

ময়মনসিংহের ন্যায় এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজেও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যকমতার অভিনয় হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ কমিটী হইতে উক্ত সমাজে যে সমস্ত চিটীপত্র যায় তৎসম্বন্ধে মতামত প্রদানার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে যে সকল মীমাংসা স্থিরীকৃত হয়, আচার্য্য ও সম্পাদক বাবু যদুনাথ ঘোষ সে সমস্ত অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করেন। ইহাতে সাধারণ ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তাহাতে যদুনাথ বাবু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য মহোদয়ের পদাঙ্কানুসরণ

করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মদিগের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সমাজ গৃহ ও সমাজ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক একমাত্র বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ তাঁহারা ২ জনে সমাজগৃহ লইয়া আছেন, অবশিষ্ট সভ্যগণ স্থানান্তরে উপাসনাদি করিতেছেন।

বিগত ৬ই আষাঢ় বুধবার পাটুরা গ্রামে একটী ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বাবু কেশবচন্দ্র সেন সশিষ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন। আমরা মিরর পাঠে অবগত হইলাম কেশববাবুর বক্তৃতাদি শ্রবণ জন্য বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। আমরা এই নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরের কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং ইহার অধ্যক্ষ বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্তকে ধন্যবাদ করি, তিনি নিজব্যয়ে এই উপাসনালয়টী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি বাবু দুর্গামোহন দাস তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যার শুভ বিবাহ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ কমিটীতে ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের ধনরক্ষক বাবু শিবচন্দ্র দেব লিখিয়াছেন "আমি আন্তরিক প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমাদিগের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়ানুকূল্যে ৫০০ পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।

প্রচারার্থ প্রেরিত বাবু বঙ্গেশচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন যে "ঢাকার কিঞ্চিদ্দূরে মুনসিগঞ্জ নামক স্থানে একটী ব্রাহ্মসমাজ ছিল, অনেক দিন অবধি উপাসনাদি কিছুই হইত না; সমাজ ঘরটী ভগ্ন প্রায় হইয়াছিল। সমাজ পরিদর্শনার্থ আমি তথায় গিয়াছিলাম। অতি কষ্টে উপাসনার ঘরটী পরিষ্কার করাইয়া সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিতে হইয়াছিল। উপাসনা স্থলে অনুমান ২৫ জন উপাসক ও দর্শক উপস্থিত ছিলেন, শুক্রবার দিন উপাসনা হয়। পর শুক্রবার ও আমি তথায় উপাসনার কার্য্য করিতে গিয়াছিলাম। এখন হইতে আবার নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনাদি চলিবে। ঘরটীর জীর্ণ সংস্কার জন্য চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে।"

মুনসিগঞ্জের ব্রাহ্মগণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে "মুনসিগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ গৃহের জীর্ণ সংস্কার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় এককালীন ১০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই মহৎ দানের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ সর্দ্দার দয়াল সিংহের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উভয়ের মধ্যে কোন্ সমাজের সঙ্গে সংশ্রব রাখিবেন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য তত্রত্য সমস্ত সভ্যের মত সংগ্রহ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে অনুসন্ধান করিতেছেন যে ঐ উভয় সমাজের মধ্যে কোন্ সমাজ অধিকতর নিয়মতন্ত্র প্রণালী বদ্ধ। পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে মুলতান ব্রাহ্মসমাজের মত জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে মুলতান ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ লিখিয়াছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বানুরূপ স্বাধীন ভাব রক্ষা করিয়া সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও অন্যান্য শুভকর কার্য্যে যোগ রক্ষা করিবেন।

দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র সরকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাণ্ডুলিপি পাইয়া লিখিয়াছেন "আপনারা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অভাব মোচনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনাদিগকে ধন্যবাদ। এইরূপ উৎসাহের সহিত ও এইরূপ নিয়মবদ্ধ পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিলে ব্রাহ্মসমাজ নবজীবন ধারণ করিবে। ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত হয় আমরা হৃদয়ের সহিত তাহা অনুমোদন করি। ইহা দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মসমাজকে আপনার বলিতে পারিবেন। যদিও প্রতিভাশালী ব্যক্তির মত সকল সময়ে অপ্রতিহত ভাবে প্রচারিত হয়, তথাপি এই সকল নিয়ম হওয়াতে সাধারণে তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পর্কে কেশববাবু প্রতাপবাবু প্রভৃতি আপনাদের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারুন আর না পারুন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য দৃষ্টে নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনর্থক সংস্থাপিত হয় নাই।"

গত রবিবার প্রাতে ভবানীপুরে শ্রীযুক্তবাবু ফণীন্দ্রমোহন বসুর আবাসে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রায় ৩০ জন ব্রাহ্ম উপাসনা স্থানে উপস্থিত ছিলেন। বাবু শিবনাথ শাস্ত্রীর ভবানীপুর পরিত্যাগের পর তত্রত্য অনেকগুলি ব্রাহ্ম আশ্রয়হীন হইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের সম্মিলিত হইয়া উপাসনা করিবার একটী স্থান হইল দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। অতঃপর প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর এই সমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইবে। আশা করি, এইটী একটী স্থায়ী জীবন্ত সমাজ হইয়া স্থানীয় অভাব মোচনে সমর্থ হইবে।

বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক দিন মুঙ্গেরে থাকিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। গত ২১এ জুন তথা হইতে মোকামায় যান। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মোৎসাহী বাবু দ্বারকানাথ বাগ্‌চী প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছেন। ইহাঁরা মজঃফরপুর, মতিহারী, বাঁকীপুর ও গয়া সমাজ দর্শন করিয়া অযোধ্যাতে যাইতেছেন। তথা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে গমন করিবেন।

বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় সমাদরে গৃহীত হইয়াছেন এবং তত্রত্য সমাজের উপাচার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় তাঁহার সপরিবারে বাসের জন্য আপাততঃ একটী উৎকৃষ্ট বাটী প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। ঢাকার প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রবল সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, আমরা আশা করি তত্রত্য পুরাতন ব্রাহ্মগণ যাঁহারা নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন এ সময়ে

পুনরায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিবেন।

চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ এতদিনের পর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দ্বয়কে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক পদের অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

নূতন সমাজের উপাসকমণ্ডলীর অতিরিক্ত নির্দ্ধারণানুসারে বাঙ্গালা মাসের শেষ রবিবার ব্যতীত প্রতি রবিবার প্রাতে ৭॥ টার সময় কলেজ ষ্ট্রীট ৯৩ নং ভবনে নিয়মিত উপাসনা হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মগণ ইহাতেও যোগ দান করিতে পারেন। শেষ রবিবার প্রাতে বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর বাটীতে মাসিক উপাসনা ও উপাসনান্তে উপাসকমণ্ডলী সভার অধিবেশন হইয়া থাকে।

মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ এতদিন কোন পক্ষে যোগ না দিয়া উভয় পক্ষের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ কমিটী তাঁহাদিগকে কোন বিষয়ের সংবাদ পর্য্যন্তও প্রদান করেন নাই! তাঁহারা উভয় পক্ষের সংবাদ পত্রাদি দৃষ্টে এখন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের" প্রতি অসাধারণ স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অযাচিত স্নেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ জন্য মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

আমাদের আগ্রাস্থ শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্ররায় হোসেনাবাদ জেলায় একটী ব্রাহ্মগ্রাম স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কিয়ৎ পরিমাণে সুসিদ্ধও হইয়াছেন। ব্রাহ্ম বাবু শিবচন্দ্র সেন এই অভিনব গ্রামের তত্ত্বাবধায়ক। এখানে শীঘ্রই একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবেক।

ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর আয় ব্যয় বিবরণ।

২৯এ এপ্রেল হইতে ৩১এ মে পর্য্যন্ত ১৮৭৮।

আয়।

এককালীন।

বাবু অদ্বৈত চরণ মল্লিক	৫৲
,, অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
	৭৲

মাসিক দান।

বাবু কেদার নাথ রায়	১ মাসের	৫৲
বাবু রামদুর্লভ মজুমদার (তেজপুর)	২ মাসের	৪৲
,, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১ মাসের	৮৲
,, ভুবনমোহন দাস	,,	১০৲
,, অদ্বৈত চরণ মল্লিক	,,	১৲
,, ত্রৈলোক্য নাথ দেব	,,	১৲
,, রজনীনাথ রায় (বম্বে) মাসিক ৫ টাকা হিসাবে		৮৷০
,, আনন্দমোহন বসু	৩ মাসের	৬০৲
,, চণ্ডীচরণ সেন (জলপাইগুঁড়ি) মাসিক ১০৲ টাকা হিঃ		১২৲
,, দ্বারকানাথ রায় ,,	২ মাসের	৮৲
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১ মাসের	২৲
,, হরকুমার রায় চৌধুরী	,,	১৲
,, শিবচন্দ্র দেব	,,	৫৲
,, গুরুচরণ মহলানবীশ	২ মাসে	১০৲
একটী ছাত্র	১ মাসে	॥০
মোট মাসিক দান		১৩৫৸০

সমালোচক শিরে জমা		১৬॥৵১০
পাথেয় হিসাবে		১৩৲
সিরাজ গঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ	১০৲	
পাবনা ব্রাহ্মসমাজ	৩৲	
পূর্ব্বের স্থিত		৭৫।৵০
হস্তে		৩॥৵৫
সর্ব্বসমষ্টি		২৫১।৵১৫

ব্যয়।

সমালোচক হিসাবে	২৪॥/১০
প্রচারকদিগের পারিবারিক ব্যয়	১১৩৸/০
ঐ পাথেয় হিসাবে	৭৩৲
	২১১।৵১০

বিবিধ ব্যয়।

চিঠি এবং বিজ্ঞাপন মুদ্রাঙ্কন জন্য	২১৲
সমালোচকের পিওনের বেতন	৩৸১৫
বাবু শিবচন্দ্র দেব ও বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর পত্র মফস্বলে পাঠাইবার ডাক ষ্টাম্প	৩॥০
বিজয় বাবু প্রভৃতির চন্দননগর যাতায়াতের খরচ	৪৲
টাউন হলের সভার জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যয়	১॥০
খোল কেনার জন্য	৪৲
গাড়ি ভাড়া	১৲
ক্ষুদ্র ব্যয়	১৶১০
বিবিধ ব্যয় মোট	৪০৷৫
	২৫১।৵১৫

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
ধনাধ্যক্ষ।

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	২॥০
,, কেদার নাথ ঘোষ, কলিকাতা	১।০
,, শিব চন্দ্র দেব, কলিকাতা	২।০
,, দ্বারিকানাথ রায়, মুলতান	১॥০
,, আশুতোষ বসু, দারজিলিং	১॥০
,, গুরুদয়াল সিংহ, কমিল্লা	৩৲
,, গঙ্গাগোবিন্দ নন্দি, ইন্দোর	৩৲
,, লক্ষিকান্ত দাস, বিশ্বনাথ আসাম	৩৲
,, আনন্দ চন্দ্র রায়, শিলিগুড়ি	৩৲
,, অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	২।০
,, আগরা ব্রাহ্মসমাজ, আগরা	১৲
,, নবিন চন্দ্র রায়, আগরা	৩৲
,, জগদীশ্বর মুখোপাধ্যায়, দারজিলিং	৩৲
,, রামচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা	॥০
,, পদ্ম হাস গোস্বামী, নগাওঁ	১॥/১০

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 93, College Street, CALCUTTA.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ।
৪র্থ সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৮০০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩

উপাসনা ব্রাহ্মের সম্বল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার সময় একটী মহামন্ত্র আমরা লাভ করিয়াছি তাহা এই যে এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল হয়। যিনি স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ হইতে এই মহাসত্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মজীবনের অধিকারী হইয়াছেন, পরিত্রাণের নিশ্চিত উপায় পাইয়াছেন। এই মন্ত্র প্রভাবে তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইবে, সকল অভাব পূর্ণ হইবে, পাপ তাপ মৃত্যুভয় অনায়াসে অতিক্রম করিয়া তিনি অমৃত লোকের অধিবাসী হইবেন।

সংসারের লোকে জীবন, ধন, মান, সুখ সৌভাগ্য এই সকলের কামনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের এই সকল কাম্য বস্তু ব্রাহ্মের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যে জীবন ক্ষয়শীল দেহেতে বদ্ধ এবং মৃত্যু যাহার পরিণাম, যে ধন পৃথিবীর ধূলা হইতে বিভিন্ন নহে এবং যাহা চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত করিয়া তাহার অধিকারীকে অত্যন্ত কৃপাপাত্র করিয়া থাকে, যে যশ মনুষ্যের মুখনির্গত বায়ুপ্রবাহ মাত্র এবং আকাশের সহিত মিলাইয়া যায়; যে সুখ সৌভাগ্য মনুষ্যকে পশুর সমশ্রেণীস্থ করে এবং তাহাকে নরকে নিমগ্ন করিয়া দেয়, তাহা অন্যের প্রার্থনীয় বস্তু ও জীবনের সম্বল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মের চিত্তকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। ব্রাহ্ম সংসারের সমুদায় ভোগ্যবস্তুতে পরিবৃত থাকিয়াও আপনাকে নিঃসম্বল দেখেন এবং বলিতে থাকেন "যেনাহং নামৃতঃস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহা দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি তাহা লইয়া আমি কি করিব? বস্তুতঃ যিনি অমৃত ধনের তত্ত্ব পাইয়াছেন, সংসারের নশ্বর কোন বস্তুই আর তাঁহার চক্ষে মূল্যবান বলিয়া বোধ হয় না। সেই ধনের অভাবে কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হইতে পারে না।

ব্রহ্মলাভার্থী ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া এই সংসারে বাস করেন, কিন্তু তাঁহার জীবন অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় সকলের চক্ষের অদৃশ্যে ব্রহ্মেতেই প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্ম হইতে জীবন-স্রোত তাঁহাতে বহিতেছে। উপাসনাই আত্মার সহিত পরমাত্মার এই আশ্চর্য্য জীবন-যোগ স্থাপন করিয়া দেয়। এই জন্য উপাসনাতেই ব্রাহ্মের জীবন। উপাসনা বিহীন হইলে ব্রাহ্মের মৃত্যু উপস্থিত হয়।

ব্রাহ্মের সকল অভাব উপাসনা দ্বারাই পূর্ণ হয়। ব্রাহ্মের সাংসারিক অবস্থা যত হীন হউক না কেন, তিনি আপনাকে কখন দরিদ্র ভাবিয়া ম্রিয়মান হইতে পারেন না। তিনি যখন উপাসনার আসনে বসেন, তখনি আপনাকে সর্ব্ব রাজ্যেশ্বরের পুত্র বলিয়া দেখিতে পান। তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, টাকা নাই, কিন্তু উপাসনা দ্বারা স্বর্গের অন্ন স্বর্গের ভূষণ ও ঐশ্বর্য্য অজস্র পরিমাণে লাভ করিয়া আপনাকে পৃথিবীর শত রাজার অপেক্ষাও সৌভাগ্যবান্ মনে করেন। অমৃতের খনি যাঁহার হস্তগত, তাঁহার আবার দুঃখ কি? তিনি আপনি আশ মিটাইয়া সেই অমৃতরস পান করেন এবং পৃথিবীর শত শত দরিদ্রকে দান করিয়া পিতার মহিমার পরিচয় দিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মকে শোকে অধীর করিতে পারে না। সাংসারিক শোক তাঁহার উপাসনার সহকারী হইয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তমের নিকটবর্ত্তী করিয়া দেয়। শোক যত তীব্র হয়, উপাসনা তত মধুর হইয়া হৃদয়কে মধুতে পূর্ণ করে। শোক তাঁহাকে নিশিদিন জাগাইয়া ব্রহ্মযোগে যোগী করে, তাঁহার চক্ষুকে বিস্ফারিত করিয়া দেয়, তিনি সংসারে একটী আরামের পথ রুদ্ধ দেখিয়া অন্তরে শত সুখের স্রোত প্রমুক্ত দেখিতে পান।

ব্রাহ্ম যদি জরাগ্রস্ত ও রুগ্ন হন আর উপাসনা তাঁহার সহায় থাকে, তিনি নব যৌবনের উদ্যম ও স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ হইয়া থাকিবেন। রোগের যন্ত্রণা তাঁহার দেহকে আক্রমণ করিতে পারে, কিন্তু উপাসনা-মগ্ন তাঁহার প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। যে রোগের কোন ঔষধ নাই সে রোগে ব্রাহ্ম উপাসনা অবলম্বন করিয়া পরম শান্তি, আরাম ও সুস্থতা অনুভব করিয়া থাকেন। কেন না তিনি দেখেন তাঁহার জননী তাঁহার রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গাত্রে পদ্ম হস্ত বুলাইতেছেন, তাঁহার দেহের সকল যন্ত্রণা নিমেষে তিরোহিত হয়।

ব্রাহ্মের মৃত্যু অতি সুখের মৃত্যু। অন্তিমকালে যখন আর কেহ সান্ত্বনা দিবার থাকে না, তখন তিনি কেবল সেই

জীবনদাতার নাম জপ করেন, কাতর প্রাণে তাঁহাকে ডাকেন, তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখেন, উপাসনা যোগে তিনি ইহলোক অতিক্রম করিয়া দিব্য লোকে গিয়া তথাকার আনন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন। মৃত্যু কি তাহা তিনি জানিতে পারেন না, অমৃত স্বরূপের সহবাসে অমরত্ব লাভ করেন আর নিত্য জীবন স্রোতে ভাসিতে থাকেন। মৃত্যু তাঁহার গাত্র বস্ত্রের ন্যায় দেহকে গ্রাস করিল, কিন্তু তিনি অমৃতধামে বিরাজ করিতে রহিলেন।

এইরূপে উপাসনা দুর্ব্বলকে সবল, ভীরুকে নির্ভয়, দরিদ্রকে ধনবান্, মানহীনকে মহৎ, রুগ্নকে সুস্থ, শোকার্ত্তকে আনন্দোৎফুল্ল এবং মৃত্যুশয্যাশায়ীকে অমৃত জীবনে পূর্ণ করিয়া দেয়। উপাসনা স্পর্শমণি, ইহা হস্তে থাকিলে যাহা স্পর্শ করিবে, তাহাই স্বর্গের শোভা ধারণ করিয়া আনন্দ বিধান করিবে। সংসারের অবস্থা যত প্রতিকূল হউক না, তাহাতে উপাসনাশীল ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না। সিন্ধু-নিমজ্জন বস্ত্রারোহন করিয়া মনুষ্য যেরূপ সাগরের গভীর গর্ভে নিমগ্ন হয় অথচ তাহার শরীর জলমগ্ন হয় না, সে ব্যক্তি সমুদ্র গর্ভ হইতে অমূল্য রত্ন সকল আহরণ করিয়া থাকে ; উপাসক সেইরূপ সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াও স্বর্গের রত্ন সকল সংগ্রহ করিতে থাকেন।

উপাসনার যে এত অদ্ভুত ক্ষমতা, ইহার কারণ এই ইহা সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের গুণ সকল সাধকের নিকট আনিবার একমাত্র স্রোতপথ। ঈশ্বরের ক্ষমতাতে যাহা সম্ভব, উপসনার দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়া থাকে, সুতরাং উপাসকের নিকট কিছুই অসম্ভব থাকে না। উপাসনা যত সরল, যত আন্তরিক, যত গভীর হইবে ততই ইহা দেবপ্রসাদ অধিক বহন করিয়া সাধকের মনোরথ পূর্ণ করিতে থাকিবে। ব্রাহ্মের যদি আর কিছুই না থাকে, উপাসনা তাঁহার প্রাণের সম্বল, তাহা দ্বারা তাঁহার সকল অভাব মোচন হইবে এবং অনন্ত অক্ষয় ধন তাঁহার করতলস্থ হইয়া তাঁহাকে চিরসুখী করিবে।

ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য।

ধর্ম্মের মধ্যে যে একটি সৌন্দর্য্য আছে, মনুষ্য যত দিন না তাহা দেখিতে পায়, তত দিন তাহার ধর্ম্মতত্ত্বে পূর্ণাধিকার হয় না। যিনি ধর্ম্মোপদেষ্টা, তিনিও যদি সেই সৌন্দর্য্যের নিকট অপরিচিত থাকেন, তবে তাঁহাকেও দীপধারী পথ প্রদর্শকের তুল্য ফল ভোগ করিতে হয়। সে সৌন্দর্য্য যে কি, তাহা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান যায় না—অঙ্কিত করিয়া দেখান যায় না—কোন সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াও বুঝান যায় না। তাহা শ্রদ্ধাপূর্ণ সরল স্বচ্ছ অন্তঃকরণে আপনা আপনিই প্রতিবিম্বিত হয়,—গুরুর উপদেশ, সৎসঙ্গ ও ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি তাহার এক একটি উপলক্ষ বা সাময়িক অবলম্বন মাত্র।

সৌন্দর্য্য-জ্ঞানই প্রবৃত্তিমাত্রের কারণ। যে কোন বিষয় বা বস্তু হউক, সুন্দর বলিয়া বোধ না হইলে কখনই তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যে পরিমাণে যাঁহার যে বস্তুকে সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই বস্তুর প্রতি তাঁহার সেই পরিমাণে প্রবৃত্তি হইবে। অগ্নির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া পতঙ্গগণ যেমন প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, ধার্ম্মিক লোকেরাও সেইরূপ ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। সৌন্দর্য্য এমনি সামগ্রী যে, মনুষ্য হৃদয়ে একবার প্রতিবিম্বিত হইলে মনুষ্য তখন প্রাণ দিয়াও তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার ইচ্ছা করে। অতএব, যে মনুষ্যের হৃদয়ে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, সে মনুষ্যের ধর্ম্মের প্রতি আস্থা বিদ্যুৎ সদৃশ স্থায়ী হয় না। যাঁহাদের হৃদয়ে একবার মাত্র ধর্ম্মসৌন্দর্য্য বিম্বিত হইয়াছে, তাঁহারা তাহারই লোভে সমুদায় সংসারকে অনায়াসে তুচ্ছ করিতে পারেন, তাঁহাদের মস্তকোপরি শত শত বজ্রপাত হইলেও তাঁহারা ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারেন না, দৃঢ়চিত্তে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকেন।

মনুষ্যের মন সৌন্দর্য্যের দাস। কিন্তু মন যখন হীন মলিন অবস্থায় থাকে, তখন সংসারের নীচবস্তু, ইন্দ্রিয় ভোগ্য মলিন পদার্থকেই সুন্দর বলিয়া তাহারই অনুরাগী হয়। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য মনুষ্যের নিকট অনুভূত হয় না। আকাশে সুধাময় পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছেন, কিন্তু চক্ষু মেঘাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পায় না। পাপ প্রবৃত্তি সকল হৃদয়কে ছাইয়া থাকিলে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য কিরূপে অনুভূত হইবে? মনুষ্যের অন্তর হইতে যখন মোহান্ধকার, পাপবিকার ও বিষয়াসক্তি চলিয়া যায়, তখনি নির্ম্মল আকাশে নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় পুণ্যের সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইতে থাকে। সুতরাং ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যানুভব করিবার শক্তিটী মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইলেও আপনাপন দোষেই তাঁহারা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকেন।

মহাভারতের বিদুর তৎকালের ধার্ম্মিক প্রবর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে ধর্ম্মসৌন্দর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তদুত্তরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাঠ করিয়াছিলেন।

"মত্তঃ প্রমত্তঃ উন্মত্তঃ শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধো বুভুক্ষিতঃ।
ত্বরমাণশ্চ লুব্ধশ্চ ভীতঃ কামীচ তে দশ॥"

মত্ত অর্থাৎ যে মাদক সেবা করে, প্রমত্ত যে সর্ব্বদাই বিষয়াসক্ত, উন্মত্ত-বায়ুরোগগ্রস্ত, শ্রান্ত-পরিশ্রম কাতর, ক্রুদ্ধ-ক্রোধনস্বভাব, বুভুক্ষিত-পেটুক, ত্বরমাণ-চপলমতি, লুব্ধ-লোভী, ভীত যে সর্ব্বদাই অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুল, কামী-কামুক বা বিলাসী বিদুরের মতে এই দশ শ্রেণীর লোক ধর্ম্ম সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্মরহস্য বুঝিবার অযোগ্য। এতদ্ভিন্ন অহঙ্কার, হিংসা, কপটতা প্রভৃতি আরো কতকগুলি দোষ আছে, যাহা থাকিলে মনুষ্য ধর্ম্মান্ধ হয়। কিন্তু তত্ত্বদর্শী বিদুর যে দশশ্রেণীর কথা বলিয়াছেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে অন্যান্য দোষ ইহারই অন্তর্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। যে মত্ত তাহার চৈতন্য থাকে না, তাহাদ্বারা সকল অকার্য্যই ঘটিতে পারে। প্রমত্ত ব্যক্তি অহঙ্কারী, শঠ ও কপট হয়। উন্মত্ত ব্যক্তির হিতাহিত বুদ্ধি থাকে না, একে আর করিয়া ফেলে। শ্রান্ত ব্যক্তি নিরুদ্যম, অলস ও নিরুদ্যম হয়, তাহাদ্বারা কঠিন ধর্ম্ম-

ব্রত পালন হইতে পারে না। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি দাম্ভিক ও হিংস্র-স্বভাব হয়। পেটুক আত্ম দমন করিতে পারে না। চপলমতির সকল কার্য্যই পণ্ড হয়। লুব্ধব্যক্তি মিথ্যাবাদী, চৌর ও পরপীড়ক হয়। ভীত ব্যক্তি নিষ্ঠাহীন ও কর্ত্তব্যবিমুখ হয় এবং কামী ব্যক্তিতে সকল দোষ থাকে। ধর্ম্মপথের এই অন্তরায় গুলি পদে পদে মনুষ্যকে অন্ধ করিয়া ফেলে। অতএব ধাৰ্ম্মিক হইবার ইচ্ছা থাকিলে ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যানুভব করিবার বাঞ্ছা থাকিলে এই সকল দোষ যাহাতে দূর হয় তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহাভারতে যেমন ধর্ম্মের অন্তরায় স্বরূপ দশটী দোষের উল্লেখ আছে, তেমনি ধর্ম্মের অনুকূল উপায় স্বরূপ দশটী লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে;—

ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনঃসংযম পরদ্রব্যে নিস্পৃহতা, দেহ ও অন্তর শুদ্ধি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যকথন ও অক্রোধ ধর্ম্মের এই দশবিধ লক্ষণ।

ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে হইলে একদিকে যেমন দোষ পরিহার করা চাই, অন্যদিকে তেমনি ধর্ম্মলক্ষণে বিভূষিত হওয়া চাই। যাঁহারা এইরূপে জীবনে ধর্ম্মের সাধন করেন, তাঁহাদিগকে সাধক বলে। সাধক ভিন্ন ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অন্যে অনুভব করিতে পারেনা। সাধনের বলে চিত্ত যত নির্ম্মল হয় ততই জীবনে ধর্ম্মের শোভা প্রতিফলিত হইতে থাকে এবং এই শোভার আকর যিনি হৃদয় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হইতে থাকে। সাধক যে অবস্থায় থাকুন্ না কেন, যে কার্য্য করুন্ না কেন, তাঁহার প্রাণ সেই পরম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তন্মনা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে তুলসী দাসের একটী সুন্দর কবিতা আছে। তুলসী আপনাকে আপনি উপদেশ দিতেছেন;—

"তুলসী য্যাসা ধেয়ান ধর
য্যাসা বিয়ানকো গাই
মুমে তৃণ চানা টুটে
চেৎ রাখায় বাছাই।

তুলসী! তুমি এইরূপে তাঁহাকে ধ্যান কর। কিরূপে? যেমন নবপ্রসূতা গাভী মুখে তৃণ ভক্ষণ করে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সর্ব্বক্ষণ বৎসের প্রতি থাকে।

সংসারে থাকিয়া নবপ্রসূতা গাভীর দৃষ্টান্তে ধর্ম্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি মন স্থির রাখা আবশ্যক। কিন্তু বৎসের প্রতি গাভীর যেমন প্রাণের টান, সেরূপ টান ঈশ্বরের প্রতি কিরূপে হইবে? তাঁহার পুণ্য সৌন্দর্য্যে চিত্ত মোহিত হইলেই ইহা অনায়াসে সম্পন্ন হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১৫ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) কলিকাতা টাউন হলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে যে সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ও গঠন প্রণালী বিশেষরূপে সাধারণের নিকট প্রকাশ করা যায় নাই, এজন্য সে বিষয়ে অনেকের সংশয় আছে, মধ্যে মধ্যে সে বিষয়ে কেহ কেহ আমাদিগের নিকট প্রশ্ন করিয়াও পাঠাইয়া থাকেন। আমরা সাধারণের সংশয় অপনোদনার্থ ইহার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করিব। ইহার নিয়মপ্রণালী প্রস্তুত হইয়া গেলে ইহার সবিশেষ বিবরণ সাধারণে অবগত হইতে পারিবেন।

সচরাচর এই সমাজ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া থাকে:—

(১) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থাকিতে ইহার আবশ্যকতা কি?

(২) ইহা বিধিপূর্ব্বক সংগঠিত কি না?

(৩) ইহা সাধারণের প্রতিনিধি সমাজ কি না?

(৪) ইহাতে প্রবিষ্ট হইলে অন্য সমাজের সভ্য থাকা যায় কি না?

(৫) ইহা অন্য সমাজের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে কি না?

আমরা একে একে এই কয়েকটী প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর প্রদানে চেষ্টা করিব। সাধারণকে বুঝাইবার অনুরোধে গত গোলযোগের দুই একটী কথা আবার দুঃখের সহিত আমাদিগকে উল্লেখ করিতে হইবে, পাঠকগণ তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।

প্রথমতঃ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা প্রথমে হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের সমাজ এবং ইহার কার্য্য কলাপ সাধারণের মতানুসারে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক এই বিশ্বাসে ইহাকে নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে বদ্ধ করিবার জন্য গত ১৭ই ফাল্গুনের টাউনহল সভাতে ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর সৃষ্টি হয়। এই কমিটী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে নিয়ম প্রণালীতে আনিবার জন্য বারংবার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু উক্ত সমাজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল করিবার জন্য যেরূপ কৌশল বিস্তার করেন, তাহাতে তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত, অবমানিত ও নিরাশাগ্রস্ত হন। গত কয়েক মাসের আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ব্রাহ্মগণ অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন, অতএব তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নিয়ম প্রণালীবদ্ধ, ইহা প্রতিপাদনার্থ উক্ত সমাজের সহকারী সম্পাদক মহাশয় প্রয়াস পান, কিন্তু বাবু শিবচন্দ্র দেব তাঁহার যুক্তি ও উক্তি সকল খণ্ডন করিয়া যে পত্র লিখেন তাহার সদুত্তর আর প্রদত্ত হয় নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তি বিশেষের হস্তের যন্ত্র এবং তাহা সাধারণের অধীন হইয়া প্রকৃত ভাবে নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে বদ্ধ হইতে পারে না, ইহা লইয়া অনন্ত আন্দোলন স্রোতে ভাসিলে তত ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই অথচ ব্রাহ্মসমাজের সমূহ ক্ষতি, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হওয়াতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মগণের ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের যে সকল অভাব পূর্ণ হইতেছিল না, তৎ সাধনই ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

দ্বিতীয়তঃ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিধিপূর্ব্বক সংগঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সহানুভূতিকারীগণ দ্বারা যে ব্রাহ্মসমাজ কমিটী প্রকাশ্য সভায় বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কমিটী সকল ব্রাহ্মসমাজকে ও সাধারণ ব্রাহ্মগণকে আপনাদিগের কার্য্যবিবরণ জ্ঞাত করেন এবং প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপনদ্বারা একটী স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপনার্থ সকলকে অহ্বান করেন। বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম ও অনেকগুলি ব্রাহ্মসমাজের অভিমত লইয়া প্রকাশ্য সভাতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার নিয়মপ্রণালী স্থিরীকরণার্থ সকল ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মগণের মত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। এরূপ কার্য্য বিধিসঙ্গত বলিয়া কে না গ্রহণ করিবেন?

তৃতীয়তঃ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ব্রাহ্মসাধারণের প্রতিনিধি সমাজ করিবার জন্য যতদূর উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহা করা হইতেছে। ইহার কর্ম্মচারীগণ প্রকাশ্য সভায় সাধারণদ্বারা মনোনীত হইবেন, ইহার অধ্যক্ষ সভার সভাগণ সাধারণ ব্রাহ্মগণদ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন, ইহার সহিত সকল ব্রাহ্মসমাজের মিলন ও সহকারিতা প্রার্থনা করা হইয়াছে, সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিকে ইহার অধ্যক্ষ সভায় বরণ করা হইবে এবং ইহাতে এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির কোন প্রভুত্ব থাকিবে না, নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে সাধারণের অভিমত অনুসারে ইহার কার্য্য সমুদায় সম্পন্ন হইবে, এই সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মগণের প্রতিনিধি সমাজ হয় তাহাই এই সকল নিয়ম অবলম্বনের একমাত্র লক্ষ্য।

চতুর্থতঃ। এ সমাজে প্রবিষ্ট হইলে কেহ অন্য সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন না, ইহা উদ্দেশ্য নহে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, অনেকে আদি সমাজের ও অন্যান্য স্থানীয় সমাজেরও সভ্য রহিয়াছেন। অতএব এক সমাজের সভ্য হইলে যে অন্য সমাজের সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ না করিলে নয় ইহা কে বলিল? অন্যান্য সমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াও ব্রাহ্মগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে পারেন। ইহার উদার ক্রোড় সকলের জন্য প্রসারিত।

পঞ্চমতঃ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অন্যান্য সমাজের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে ইহা অত্যন্ত ভ্রম। সকল ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটী যোগবন্ধন হয় এবং পরস্পরে স্বতন্ত্র থাকিয়াও ঐক্যভাবে পরস্পরের শুভকার্য্যে সহকারিতা করেন এইটী বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের এক প্রধান অভাব, এই অভাব মোচন করাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রেত। অন্যান্য সমাজকে আপনার অধীন করা দূরে থাকুক, সাধারণ সমাজ ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে অন্যান্য সমাজের অধীন করিতেছেন। অন্যান্য সমাজের কার্য্য প্রণালীর উপর ইহা হস্তক্ষেপ করিতেছে না, কিন্তু ইহার কার্য্য-প্রণালীকে নিয়মিত করিবার জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহারা এ সাহায্য দানে কি পরাঙ্মুখ হইবেন? সকলের এই সম্মিলিত সাহায্যের ও সহানুভূতির উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জীবনও উন্নতি নির্ভর করিতেছে। সহৃদয় ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্ম সমাজ সকল যদি এই সাধারণ সমাজকে আপনাদিগের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া স্নেহ করেন এবং ইহাকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন, তাহাহইলে ইহা দীর্ঘজীবী হইয়া ব্রাহ্ম জগতের পরিচর্য্যা করিতে সমর্থ হইবে। আমরা ইহার প্রতি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার স্নেহ, ভালবাসা ও শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

আন্দোলনের শুভ ফল।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আন্দোলনে কি সুফল প্রসূত হইল তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে উদ্বোধিত করা এই প্রস্তাব উত্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য। এতদিন আন্দোলনে প্রায় সকলের মন উত্তেলিত ছিল, চতুর্দ্দিকে ভীষণ তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল, সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে বিচার করা অনেকের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে অনেকের মন পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; বাহিরের উত্তেজনা সাম্যভাব ধারণ করিয়াছে, আন্দোলনের ফল সকল সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এ সময় ব্রাহ্মগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেই ঈশ্বরের গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় অবধারণ করিতে পারিবেন এবং তদ্দ্বারা আপনাদের জীবনের সাফল্য সাধনে সমর্থ হইবেন।

কোন স্থানের জলবায়ু দূষিত হইয়া যেমন জীবনের স্বাস্থ্য ভঙ্গকরে, কেহ অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয় কেহ বা চিররুগ্নাবস্থায় দিন যাপন করে, কিছুতেই কাহারও মনের স্ফূর্ত্তি লাভ হয় না, দিন ২ দেশের লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়া আইসে এবং যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও অসুস্থ, দুর্ব্বল, ভীরু, চিরজরাজীর্ণ হইয়া কোন প্রকারে জীবন অতিবাহিত করে, গত কয়েক বৎসর ব্রাহ্মসমাজের ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। এক ২ বার এমন এক একটী মারাত্মক রোগ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, যে কতকগুলিকে একবারে কবলিত এবং অপর কতকগুলিকে নিরুৎসাহ, আশা উদ্যম হীন ও নির্বীর্য্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। যে সকল যুবক ব্রাহ্ম সমাজের ভূষণ স্বরূপ শোভা পাইতেছিল, যাঁহাদিগের জীবন একসময়ে এরূপ সুমিষ্ট ভাব ধারণ করিত, যাহার আস্বাদ গ্রহণে কত লোক ধন্য হইত, তাহারা অকালে কবলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছে এবং যাহারা কষ্টে সৃষ্টে এতদিন জীবিত ছিল তাহারা অন্যের উপকার করিবে কি নিজদের জীবন অনেক সময় দুর্ব্বহ মৃত্যুভার বোধ করিত। কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে কোন দেশের কিম্বা জনসমাজের দুর্দ্দিন চিরকাল স্থায়ী হয় না, কাহারো দুঃখ চিরকাল ব্যাপী হয় না, কোন স্থানের জলবায়ুও সকল কালে অবিশুদ্ধ থাকে না। পরমেশ্বর আপাত বিপৎপাত দ্বারা সমস্তদেশের মঙ্গল সাধনার্থ হয় জলপ্লাবন না হয় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করেন, অনেক কালের মালিন্য ভস্মীভূত করিয়া পরিণামে তদ্দ্বারা দেশের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন, অধিবাসীদিগের জড়তা নিবারণ, তাহাদিগের জীবনে উৎসাহ

ও মনে স্ফূর্ত্তি প্রদান করেন। যে দেশ, কিম্বা সমজের ইতিবৃত্ত আমরা পাঠ করিব তাহাতে এরূপ ভূরিং দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব। খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে উক্ত আছে পরমেশ্বর যখন দেখিলেন ধরা পাপে টলমল্ করিতেছে, তখন তাহার রক্ষার জন্য প্রলয় উপস্থিত করিলেন। যখন লণ্ডনের স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে ভঙ্গ হইয়া আসিতেছিল, তখন সেই মহানগরে প্রবল অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করিল। যখন রোমান কেথলিকদিগের অত্যাচার ও ব্যভিচারের স্রোত ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া খ্রীষ্টান সমাজের অধঃপতন আনয়ন করিতে ছিল, একদল প্রটেষ্টাণ্ট দণ্ডায়মান হইয়া সেই স্রোত নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যখন আমেরিকার দাসত্ব প্রণালী অসহ্য হইয়া উঠিল অমনি তাহার প্রতিকার করিবার জন্য কতকগুলি লোক কটিবন্ধন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আন্দোলনে ইহার দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হইল, যাঁহারা রুগ্ন ও শীর্ণ হইয়া জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা নব জীবন লাভ করিলেন; যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের দূষিত ভাব ও মত দেখিয়া সমাজান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যাঁহারা ইচ্ছাসত্বেও ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টি সাধনে বিরত ছিলেন আজ্ তাঁহারা আবার পুনরাহূত হইলেন। অনেক কালের পোষিত কদর্য্য মত সকল বর্ত্তমান প্রবল অগ্নিকাণ্ডে ভস্মসাৎ হইল, অসত্যের স্রোত অবরুদ্ধ হইয়া পবিত্র সত্যের উৎস উৎসারিত হইল, ব্রাহ্মসমাজের কলঙ্ক ধৌত করিয়া বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিল। পুরাতন ব্রাহ্মগণও নূতন বল পাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের বিজয় নিশানের পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন, দেশ দেশান্তরে এই সংবাদ প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে দেখিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দ সাগরে অবগাহন করিবে? ব্রাহ্মগণ এখন আর শুষ্ক ডাঙ্গায় পড়িয়া মরিবেন না। প্রচুর পরিমাণে বারি বর্ষিত হইয়াছে। এখন স্ব স্ব কৃষি যন্ত্র লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন ও সাধু চেষ্টার সুফলভোগী হন এই আমাদের ইচ্ছা। এখন প্রত্যেকের ভূমিকর্ষণ করিবার সুসময়। ব্রাহ্ম কৃষকগণ! কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আর কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই। এখন যেমন পরিশ্রম করিয়া ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করিবে, পরে তেমনি আনন্দে শত সহস্র গুণ শস্য সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহাতে আপনাদিগের ও জীবের অনেক দুঃখ মোচন হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি।

যে সকল ব্রাহ্মসমাজে এই পাণ্ডুলিপি প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহারা অনেকে এখনও নিয়মগুলি বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার সময় পান নাই, এই জন্য নিয়ম নির্দ্ধারণ কার্য্য আরো কিছু দিনের জন্য স্থগিত রহিল। আমরা এই অবসরে সর্ব্ব সাধারণ ব্রাহ্মগণের সমক্ষে ইহা ধারণ করিতেছি ইহার সংশোধন ও পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ে যাঁহার যে বক্তব্য থাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিবেন। যে সকল ব্রাহ্মসমাজ অদ্যাপি অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন নাই আর একমাস মধ্যে তাহা প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা, সমাজ সংক্রান্ত সকল কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী ও মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজ সকলের মত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপন করা, সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধন করা এবং বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য।

সভ্য হইবার যোগ্যতা।

২। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক নহেন এবং নিজ অবস্থানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশে বার্ষিক অর্থ-সাহায্য দান করিতে স্বীকৃত হন তাঁহারাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার অধিকারী। স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া সে অধিকারে কোন প্রভেদ থাকিবে না। উক্ত অর্থ সাহায্য বার্ষিক আটআনার অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।

সভ্য হইবার রীতি।

৩। যাঁহারা সভ্যশ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে নাম স্বাক্ষর করিবেন, কিম্বা যাঁহারা সভ্য হইবার অভিপ্রায়ে নিজনাম সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন, কিম্বা যাঁহাদের নাম ব্রাহ্মসমাজের বা সাধারণ কমিটীর কোন অধিবেশনে রীতি-মত একজন সভ্যদ্বারা প্রস্তাবিত ও অন্য একজন সভ্যদ্বারা সমর্থিত হইবে, তাঁহারাই এই সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

মাননীয় সভ্য।

৪। বিশেষ স্থলে দাতব্যগ্রহণ না করিয়াও দেশীয় বা বিদেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তিবিশেষকে মাননীয় সভ্যরূপে মনোনীত করা যাইতে পারিবে; কিন্তু যাঁহারা মাননীয় সভ্যরূপে মনোনীত হইবেন, তাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস থাকা চাই। মাননীয় সভ্যগণ সাধারণ কমিটীর প্রস্তাবানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে মনোনীত হইবেন।

আজীবন সভ্য।

৫। যে কোন সভ্য এককালে অন্যূন একশতটাকা দান করিবেন, তিনি যাবজ্জীবনের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

দাতব্য দেয় হইবার সময়।

৬। সভ্যদিগের দান বর্ষের প্রথমেই দেয় হইবে। মাঘ মাসে বর্ষারম্ভ গণনা করা হইবে।

সভ্যের অধিকার লোপ।

৭। যদি কোন সভ্য সংবৎসর কালের মধ্যে তাঁহার বার্ষিক দাতব্য না দেন, সম্পাদক তাঁহাকে পত্রদ্বারা সংবাদ দিবেন যে দুইমাস মধ্যে তাঁহার দাতব্য আদায় না হইলে

তাঁহার নাম রহিত করিবার নিমিত্ত সাধারণ কমিটীতে প্রস্তাব করা হইবে। ইহাতেও যদি তাঁহার দাতব্য অনাদায় থাকে এবং সেই দাতব্য অনাদায় থাকাতে সাধারণ কমিটী যদি তাঁহাকে সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হন তবে তাঁহাকে রহিত করা হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি কোন সভ্য প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য বিশ্বাস অস্বীকার করেন, সম্পাদক প্রথমে পত্রদ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার চেষ্টা করিবেন; তাহাতে যদি তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে সাধারণ কমিটী তাঁহাকে সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত করিতে পারিবেন।

সভ্য শ্রেণীতে পুনঃ প্রবেশে নিয়ম।

৮। যাঁহার নাম কোন কারণ বশতঃ সভ্যশ্রেণী হইতে একবার বর্জ্জিত হইবে তিনি প্রার্থী হইলে সাধারণ কমিটীতে পুনরায় রীতিমত মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার নাম রহিত হইবার দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার নামে যত অর্থ অনাদায় ছিল তাহা অগ্রিম দিতে হইবে। বিশেষ কারণ থাকিলে সাধারণ কমিটী এই অগ্রিম দেয় অর্থের সমগ্র বা কিয়দংশ অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

সভ্যদের অধিকার।

৯। সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, ধনাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক এবং সাধারণ কমিটীর সভ্যগণকে মনোনীত বা অবস্থত করিতে পারিবেন। ইহাঁরা এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। কিন্তু বর্ষান্তে পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক সভ্যভিন্ন কেহ সমাজের কর্ম্মচারী বা কার্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য হইতে পারিবেন না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন।

১০। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে একবার হইবে। সভাধিবেশন দিবস প্রকাশ্য পত্রে অন্যূন তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া সম্পাদককে জানাইতে হইবে। অন্যূন ৩০জন সভ্য উপস্থিত না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইতে পারিবে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন।

১১। অন্যূন বিংশতি জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া অনুরোধ করিলে সম্পাদককে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। যদি সম্পাদক সে অনুরোধ অবৈধরূপে অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে উক্ত সভ্যগণ স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বা সাধারণ কমিটী আদেশ করিলে সম্পাদক বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন।

অনুপস্থিত সভ্যগণের অধিকার।

১২। অনুপস্থিত সভ্যগণ সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা নিজ মত প্রকাশ বা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন। প্রতিনিধিগণের ব্রাহ্ম হওয়া চাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার কার্য্য।

১৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে বার্ষিক রিপোর্ট বা কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইবে। নূতন কর্ম্মচারী ও সাধারণ কমিটী নিয়োজিত হইবেন এবং সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপন মধ্যে উল্লিখিত, কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে।

কর্ম্মচারীদিগের অধিকার

সভাপতি।

১৪। সভাপতি বার্ষিক সভার বা বিশেষ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন ও প্রতিবর্ষে তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন; তাহা বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইবে। সভাপতির অভাবে সহকারী সভাপতি ও তদভাবে উপস্থিত সভ্যগণ হইতে কোন ব্যক্তি মনোনীত হইয়া সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। সভাপতি সম্পাদকের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন।

সহকারী সভাপতি।

সহকারী সভাপতি সভাপতির সহকারিতা করিবেন।

সম্পাদক।

১৬। সম্পাদক বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কাগজ পত্র রক্ষা করিবেন, সভ্যগণের তালিকা দাতব্য ও অন্যান্য বিবরণ রাখিবেন। আবশ্যকস্থলে পত্রাদি লিখিবেন এবং নিয়মিত রূপে বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা সাধারণ কমিটী বা কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আহ্বান করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফিস সম্বন্ধীয় সমুদায় দায়িত্ব তাঁহার উপরে থাকিবে।

সহকারী সম্পাদক।

১৭। সহকারী সম্পাদক সম্পাদকের সহায়তা করিবেন।

ধনাধ্যক্ষ।

১৮। ধনাধ্যক্ষ সভ্যগণের দাতব্য ও অন্য প্রকার অর্থ সংগ্রহ ও তাহা সংরক্ষণ করিবেন। তিনি সম্পাদকের স্বাক্ষরিত চেক লইয়া সম্পাদককে টাকা দিবেন। ধনাধ্যক্ষ উক্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় অর্পণ করিবেন। তিনি সম্পাদকের নিকট অর্থ দিয়া ব্যয়ের সমুদায় হিসাব নিজের নিকট রক্ষা করিবেন।

সাধারণ কমিটী।

১৯। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণ ও বার্ষিক সাধারণ সভাতে মনোনীত ২৫ জন সভ্য লইয়া এই সভা হইবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি এই সভার সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

২০। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত যে সকল মফস্বল সমাজের সহানুভূতি আছে এবং যাঁহারা স্বীয় অবস্থানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়ের আনুকূল্যার্থ বর্ষে বর্ষে সাহায্য করিবেন তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইবেন। উক্ত অর্থ সাহায্য বার্ষিক ৩ টাকার ন্যূন হইবে না। অঙ্গীভূত হইলে তাঁহারা সাধারণ কমিটিতে এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং তাঁহারা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক রিপোর্ট বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদিগের কার্য্য বিবরণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রিপোর্টের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে।

২১। অঙ্গীভূত সমাজ সকল যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগের নাম বার্ষিক অধিবেশনের ১৫ দিন পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। যদি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে কোন সমাজ নিজ নূতন প্রতিনিধির নাম প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব বৎসরের প্রতিনিধিকে আগামী বর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

২২। সাধারণ কমিটীর অধিবেশন বর্ষে চারি বার অর্থাৎ চৈত্র, আষাঢ়, আশ্বিন ও পৌষ মাসে হইবে। সম্পাদক প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন, ও পত্রদ্বারা সভ্যগণকে অন্ততঃ ১৪ দিবস পূর্ব্বে প্রত্যেক অধিবেশনের দিবস অবগত করিবেন।

২৩। আবশ্যক বোধ হইলে কিম্বা সাধারণ কমিটীর অন্ততঃ ১০ জন সভ্যদ্বারা অনুরুদ্ধ হইলে সম্পাদক অন্যূন ১৫ দিবসের এবং অনধিক এক মাসের বিজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণ কমিটীর বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

২৪। কোন কারণ বশতঃ সাধারণ কমিটীর কোন সভ্য অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে কমিটী তাহার বিচার করিবেন এবং আবশ্যকবোধ হইলে তাঁহাকে অবসৃত করিয়া তাঁহার স্থানে অপর সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৫। অনুপস্থিত সভ্যগণ সম্পাদকের নিকট পত্রদ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ বা সেই সভার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

২৬। সাধারণ কমিটীর কোন সভাতে উক্ত কমিটীর ১০ জন মাত্র সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে।

২৭। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় কার্য্যের ভার সাধারণ কমিটীর উপর অর্পিত হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত কমিটী দায়ী থাকিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা।

২৮। সাধারণ কমিটী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারীগণ ও আপনাদিগের মধ্য হইতে আর ১০ জনকে লইয়া একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন।

২৯। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের এক সপ্তাহ মধ্যে সাধারণ কমিটীর সভ্যগণ একটি বিশেষ সভা করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন।

৩০। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সাধারণ কমিটীর নির্দ্দেশানুসারে সমাজের সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন এবং সাধারণ কমিটীর ত্রৈমাসিক অধিবেশনে উক্ত কার্য্যের রিপোর্ট উপস্থিত করিবেন।

৩১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা মাসে অন্ততঃ একবার সমবেত হইবেন এবং সাধারণ কমিটীর কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিয়া অর্থ সংগ্রহ, অর্থব্যয়, প্রচার কার্য্যের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সকল কার্য্য করিবেন।

৩২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ও সাধারণ কমিটীর কর্ম্মচারী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

৩৩। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার অন্যূন ৫ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে।

৩৪। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উপাসনাপ্রণালী, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রচার প্রণালী প্রভৃতি স্থির করিয়া প্রত্যেক প্রচারকের নিকট ও মফঃস্বল সমাজ সকলে প্রেরণানন্তর সাধারণ কমিটীতে উপস্থিত করিবেন, উক্ত কমিটীর দ্বারা গৃহীত হইলেই সে সমুদায় প্রণালী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী ও পদ্ধতি বলিয়া গৃহীত হইবে।

৩৫। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রস্তাবানুসারে অধিকাংশ সভ্যের মতে সাধারণ কমিটী প্রচারক নিয়োগ বা বর্জ্জন করিবেন এবং প্রচারকদিগের অর্থানুকূল্য সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবেন। প্রচারকগণ আপনাদের কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে এবং যতদূর সম্ভব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তনাদি করিবার রীতি।

৩৬। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিতে হইলে সাধারণ কমিটী তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং অধিকাংশের মতানুসারে তাহা স্থিরীকৃত হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্যও যদি নিয়ম পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ে কোন প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অধিবেশনের দেড়মাস পূর্ব্বে সাধারণ কমিটীতে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিয়া সেইরূপ প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

১০ই আষাঢ় রবিবার ১৮০০ শক।

ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির, আচার্য্য শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

কোন ব্যক্তির মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি যে, এককালে অবিশ্বাসী ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার মনে সময়ে সময়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইত। তিনি মনকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ঘটনাক্রমে তিনি শারীর বিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন, তিনি যথারীতি শারীর বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিক্ষক কতকগুলি অস্থি লইয়া তাহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শিক্ষা করিতে বলিলেন। ছাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন অস্থি সকলের বিভিন্ন প্রকার আকার কেন? শিক্ষক বলিলেন শরীরের বিভিন্ন অংশ সকল নির্ম্মাণোপযোগী করিবার নিমিত্ত অস্থি সকলের গঠন নানা মত হইয়াছে। ছাত্র বলিলেন ইহাদের গাত্রে এত ছিদ্র কেন?

শিক্ষক বলিলেন ইহাদের একটী ছিদ্রও অনাবশ্যক নহে। ছাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন এইরূপ কি সকল মনুষ্যেরই, না কেবল এই অস্থি গুলির? শিক্ষক উত্তর দিলেন সমস্ত মনুষ্যের অস্থি এক প্রকার; এক প্রকার ছিদ্র ও নিম্ন ভূমি বিশিষ্ট। ছাত্র পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকলের প্রয়োজন কি? শিক্ষক বলিলেন এই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া শিরা সকল গমন করে এবং নিম্ন ভূমিতে মাংসপেশী সংলগ্ন থাকে, ইহাদের একটীরও অভাব হইলে দেহ যন্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারে না। তখন ছাত্র বলিলেন এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমার মনে আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল, এই সকল চিহ্ন স্পষ্টতঃ গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করে, কেহ বিশেষ উদ্দেশ্য করিয়া ইহাদের নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ছাত্র তৎপরে বন্ধনী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন এই সকল বন্ধনী না থাকিলে মনুষ্য শরীর গঠিত হইত না। ইহার পর তিনি মাংস পেশী পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন শিক্ষক বলিলেন হে ছাত্র! এসকল মাংসপেশীকে সামান্য বস্তু মনে করিও না। এই যে বালকের নৃত্য, মনুষ্যের হাস্য, শিখির পুচ্ছবিস্তার দেখিতেছ যাহা দেখিয়া তোমার চিত্তে আনন্দ ও ভাবতরঙ্গ উথলিতেছে; এই যে লোক সকল গমনাগমন, হস্তপদ সঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা জনসমাজের অসংখ্য হিতসাধনে ব্যাপৃত রহিয়াছে— এ সকলই মাংসপেশীর কার্য্য; মাংসপেশী না থাকিলে আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ কোন ব্যবহারে আসিত না।

এই সকল অত্যাশ্চর্য্য মনোহর ঘটনাপুঞ্জ পাঠ করতঃ ছাত্র শরীর মধ্যস্থ যন্ত্রসমূহ পাঠ করিলেন; রক্ত নিঃসরণ, অন্ন পরিপাক, পিত্ত নিঃসরণ, শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রভৃতি কার্য্যের নিমিত্ত আমাদের শরীর অভ্যন্তরে অনেকগুলি বিভিন্ন আকার ও গুণের যন্ত্র আছে। ইহাদের ক্ষুদ্র বৃহতে এমন সুন্দর সামঞ্জস্য যে ক্ষুদ্র একটীকে ছাড়িলেও এ কল আর চলেনা— ইহার সমস্ত কার্য্য এককালে স্থগিত হইয়া যায়।

ছাত্র একদিন রক্ত সঞ্চলনের নিয়ম পাঠ করিলেন। দেখিলেন যখন শিশু মাতৃগর্ভে থাকে, তখন তাহার শ্বাসযন্ত্রে বায়ু প্রবাহিত হয় না। কেন না ঐ সময়ে শিশু মাতৃশোণিতে প্রতিপালিত হয়। তজ্জন্য তাহার রক্তশোধন করিবার প্রয়োজন হয় না। উক্ত শিশুর হৃৎপিণ্ডে একটী ছিদ্র থাকে, যতক্ষণ শিশুর গর্ভে স্থিতি ততক্ষণ ঐ ছিদ্রের অস্তিত্ব, কারণ ঐ ছিদ্র দ্বারা শোণিত প্রবাহ বৃহৎ শিরার মধ্যদিয়া সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়। ফুস্ফুসের পথে শোণিত না যাওয়ার জন্যই ঐ ছিদ্রের প্রয়োজন। যাই শিশু প্রসূত হইল, অমনি ছিদ্র আস্তেং মিশাইয়া গেল। ছাত্র এই নিগূঢ় কৌশল দেখিয়া মোহিত হইলেন।

এইরূপ শারীরবিদ্যা পাঠ করিতে২ তাঁহার মন ঈশ্বরের সত্তাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হইল। তিনি দেখিতে লাগিলেন ঈশ্বর জড় পদার্থ দ্বারা একটী গৃহ অনবরত প্রস্তুত করিতেছেন, এইটী আত্মার গৃহ। মনের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য ঈশ্বর অস্থি মাংস শিরাদিকে এই আশ্চর্য্য কল কৌশল বিশিষ্ট প্রগাঢ় জ্ঞানের নিদর্শন শরীর গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সেই ভাবুকের মনে উদয় হইল, আমি পুরাণে পাঠ করিয়াছি সীতাদেবী হনুমানকে এক ছড়া মুক্তমালা দান করিয়াছিলেন, হনুমান সেই মালা ছিন্ন করিয়া দেখিতেছিল, তাহার অভ্যন্তরে কি আছে? তাহাতে জানকী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। লক্ষ্মণ নিকটে ছিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন হনুমান এ কি করিতেছ? হনুমান বলিলেন প্রভো! ইহাতে রামনাম আছে কিনা তাহাই অনুসন্ধান করিতেছি। তৎশ্রবণে লক্ষ্মণ বলিলেন তুমি পশু, তাই তোমার এরূপ বুদ্ধি, মালাতে কখনও রামনাম থাকা সম্ভবে? হনুমান উত্তর দিলেন, যাহাতে রামনাম নাই, সহস্র মূল্যবান্ হইলেও আমি সে দ্রব্য গ্রহণ করি না। তখন লক্ষণ বলিলেন ওহে হনুমান তুমি যে শরীর ধারণ করিয়াছ, ইহার মধ্যেও কি রামনাম আছে? হনুমান বলিল অবশ্যই আছে। এই বলিয়া ভক্ত হনুমান আপনার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে রামনাম প্রদর্শন করিলেন। যথার্থ ভক্ত তাঁহার শরীর মধ্যে এইরূপে ঈশ্বরকে দেখিতে পান, তিনি দেখিতে পান তাঁহার অস্থি, মজ্জা, মাংসপেশী, রক্তকণা, শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন এ সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বর বর্ত্তমান; তাঁহার ইচ্ছা ও শক্তিতে এ সকল অহরহঃ সম্পন্ন হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত এককণা রক্তও স্থানান্তরিত হয় না, এ সকলই তাঁহার মহিমা প্রচার করে। ঈশ্বরের নাম তাঁহার হস্ত রচিত সমস্ত পদার্থে বর্ত্তমান।

কথিত বিবরণ শাস্ত্রাধ্যয়নের সমূহ ফল। এইরূপ যাঁহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহারাই যথার্থ শাস্ত্রাধ্যয়নের উপকার প্রাপ্ত হয়েন। ইহা ঈশ্বরপ্রেম লাভের এক শ্রেষ্ঠ উপায়। যাঁহারা মনে করেন এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা ঈশ্বরপ্রেম লাভের আশা নাই তাঁহারা দেখুন, একজন সংশয়ী, শারীরবিদ্যা পাঠারম্ভ করিয়া কেমন পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করিল ও তাঁহার প্রেমে বিগলিত হইল, তাহার জীবন সার্থক করিল। এইরূপে সকল নরনারীকে প্রত্যেক স্থানে প্রত্যেক অস্থিতে প্রত্যেক শিরাতে ও প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে হইবে। ভক্ত হনুমান যেমন আপনার শরীর মধ্যে রামনাম দেখিয়াছিলেন, সেই রূপ আমাদের শরীর মধ্যে ঈশ্বরের নাম ও মহিমা দেখিলে শরীর ধারণ সার্থক হয়। তাঁহার হস্তের লেখা সর্ব্বত্র; সেই অক্ষরের সহিত পরিচয় হইলে সেই ত্রিভুবন-পতির অসীম সত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবন ধন্য হয়। অতএব সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করাই প্রকৃত শিক্ষা, এবং ভক্তিলাভের উপায়।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী।

রবিবার ৩রা আষাঢ় ১২৮৫ সাল।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র দত্তের উপদেশের সারাংশ।

পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য শান্তির জন্য লালায়িত। সমস্ত

মনুষ্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শান্তি। ধনার্থী-ব্যক্তি যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া ধন উপার্জ্জন করেন, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার লক্ষ্য শান্তি। মানার্থী ব্যক্তি যে উচ্চ পদের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারও লক্ষ্য শান্তি। বীরপুরুষেরা যে জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া রাজ্যের পর রাজ্য অধিকারে অগ্রসর হন তাঁহাদেরও শেষ লক্ষ্য শান্তি। কিন্তু এই যে ধনের আশা, মানলাভের স্পৃহা, রাজ্য অধিকারের জন্য লোলুপতা, ইহা দ্বারা কি প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়? আত্মার আন্তরিক ক্ষুধার কি তৃপ্তি হয়? কখনই নহে। ধন, মান, প্রভুত্ব পৃথিবীর বস্তু, শান্তি স্বর্গের পদার্থ, পৃথিবীর বস্তু দ্বারা স্বর্গের পদার্থ লাভ করা যায় না। পৃথিবীর মহৎলোকদিগের বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, তাঁহারা অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম দ্বারা ধন, মান ও প্রভুত্ব লাভ করেন, কিন্তু তাঁহারা শান্তিলাভ করিতে পারেন না। ধনী পর্য্যন্ত সমান ধনরাশির মধ্যে থাকিয়াও শান্তিহীন, মানী জগৎময় আপনার নাম সম্ভ্রম বিস্তার করিয়াও চিন্তাকুল, রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াও মস্তকোপরি শাণিত খড়্গ দোদুল্যমান দেখিয়া থাকেন। পার্থিব বস্তু দ্বারা সুখ শান্তি লাভের কি আর আশা করা যাইতে পারে? যাঁহারা সকল সুখ ও ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাও বলিতেছেন "ধন বল সম্পদ বল শান্তি কিছুতেই মিলে না।" যে সংসারে সকলি অস্থির ও চঞ্চল সেখানে কিরূপে শান্তি মিলিবে? তরঙ্গময় সমুদ্রের উপরে কি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে পারে? এ পৃথিবী শান্তির স্থান নহে এই কথা অনেক দিন স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহার পুনরালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে শান্তি কোথা? শান্তি কি নাই জগতে? শান্তি নাই এ কথা বলিলে মনুষ্যের মন কেন প্রবোধ মানিবে? যখন শান্তির জন্য সকল মনুষ্যের মনে এত ব্যাকুলতা, এত আশা, তখন অবশ্যই শান্তি আছে। ক্ষুধা আছে অথচ আহারের বস্তু নাই ঈশ্বরের জগতে একপ কখনই হইতে পারে না। কিন্তু শান্তি কোথায় আছে তাহার সমাচার কে আনিয়া দিবে? সংসারী ব্যক্তি যখন শান্তিহারা হইয়া নিরাশায় কাঁদিতে থাকে, তখন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি বলেন নিরাশ হইও না, আশার কথা আমি তোমাকে বলিব। সংসারের ধন মান সুখ সম্পদে শান্তি মিলে না, যথার্থ কথা, কিন্তু ধর্ম্মেতে শান্তি আছে, শান্তিময় ঈশ্বর স্বয়ং সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন, তাঁহাকে কেন পরিত্যাগ কর? যিনি শান্তির মূল তাঁহার আশ্রয় না লইলে সুখ শান্তি কোথায় পাইবে? এ সংসারের গঠন যেরূপ তাহাতে এখানে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, বিপদ কষ্ট সকলই রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। কিন্তু এই সংসারের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মের প্রসাদে আমরা সুখ শান্তি লাভ করিতে পারি। যদি আমাদিগের হৃদয় প্রকৃত ধর্ম্মব্রতপরায়ণ হয়, শান্তি দ্বারা শীতল ও অটল হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে ঘোরতর বিপদ ও বিপ্লবের মধ্যে পড়িলেও কিছুতেই কিছু হইবে না, সকল স্থানে সকল অবস্থায় আমরা নিরাপদ শান্তি-গৃহে ঈশ্বর ক্রোড়ে নির্ভয় হইয়া থাকিব। লৌহবর্ম্মে দেহ আবৃত থাকিলে যেমন শত্রুদিগের অস্ত্র শস্ত্র প্রহার কিছুতেই কিছু করিতে পারে না, সেইরূপ শান্তি বর্ম্মে যাঁহার আত্মা সুসজ্জিত, সংসারের কোন প্রতিকূলতা অস্ত্রে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না। এসংসারে ধর্ম্মই কেবল এই নিরাপদ শান্তির অবস্থা আনয়ন করে, সমুদায় বিপদ আপদের মধ্যে আত্মাকে ধৈর্য্যশীল ও হাস্যানন করিয়া রাখে। এক খানি ছবিতে দেখা যায় এক ব্যক্তি একটী পর্ব্বতে বসিয়া আছেন, চতুর্দ্দিকে ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টিপাত ও বিদ্যুৎ ক্রীড়া হইতেছে; কিন্তু তিনি স্থির হইয়া বসিয়া, হাস্য করিতেছেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি অটল পর্ব্বতাশ্রয় করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন, জগতের ভয়ঙ্কর বিপদঝঞ্ঝা বহিলেও তাঁহার চিত্ত টলাইতে পারে না। ঈশ্বরাশ্রিত ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখী ও দীন হীন হইলেও সুস্থির থাকেন ও আনন্দে সর্ব্বদাই হাস্য করেন। দুঃখ বিপদের মধ্যে ঈশ্বরের ক্রোড়ে বসিয়া যিনি হাস্য করেন, তাঁহার হাস্যে কি মধুরতা কি স্বর্গের শোভা প্রকাশ করিতে থাকে! সংসারে তাহার তুলনার বস্তু নাই।

একদিকে যেমন বাহিরের বিপদ আপদ প্রতিক্ষণ মনুষ্যের শত্রু হইয়া তাহার শান্তি হরণ করিতেছে, অপরদিকে তদপেক্ষা গুরুতর রিপু সকল অন্তরের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিতেছে। আমরা অনেক সময় কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপুর অধীন হইয়া শান্তির রাজ্য হইতে কতদূরে নিক্ষিপ্ত হই! যত দিন রিপু সকল আমাদিগের অন্তরে বলবান থাকিবে, তত দিন শান্তির আশা বৃথা। কিন্তু যে ধর্ম্ম বাহিরের প্রতিকূল অবস্থায় আমাদিগকে রক্ষা করে, সেই ধর্ম্ম অন্তরের রিপু সকলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া মনুষ্য হৃদয় শান্তির রাজ্য করিয়া দেয়। ঈশ্বরের নামের এমনি গুণ তাহাতে রিপু সকল কম্পিত ও স্তব্ধ হয়, যাঁহারা ঈশ্বরের চরণ ধারণ করিয়া থাকেন, চণ্ডাল রিপু সকল তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহারা ব্রহ্মপ্রেমে ও ব্রহ্মসহবাসে বিমল শান্তি সাগরে নিমগ্ন হইয়া যান।

পৃথিবীর সকল মনুষ্য যখন শান্তির জন্য লালায়িত এবং ঈশ্বরের চরণাশ্রয় ভিন্ন শান্তি লাভের আর উপায় নাই, তখন সে উপায় অবলম্বন করিয়া কেন তাঁহারা সুখী না হন? সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া সকল ধার্ম্মিক লোকের জীবন অনুশীলন করিয়া শান্তিলাভের দুইটী পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ঈশ্বরে সরল বিশ্বাস ও ভক্তি। ইহার অপেক্ষা সহজ উপায় আর কি হইতে পারে? হৃদয় সরল বিশ্বাসী হইলে আর অস্থিরতা, চঞ্চলতা, দ্বিধা থাকে না; আমাদিগের দৃষ্টি এক হয়, গম্য পথ এক হয়, বাক্য মন কার্য্য এক হয়, ঈশ্বরের সহিত আত্মার একতা হয়। আর হৃদয় ভক্তিতে গদগদ হইলে শান্তিময় পূর্ণানন্দ ব্রহ্মের সহিত গাঢ় যোগ সম্বন্ধ হইতে থাকে। শান্তির উৎস যিনি, তাঁহার সহিত যতদিন যোগ না হইবে, ততদিন আমরা শান্তি লাভার্থ অন্য সহস্র উপায় অবলম্বন করিলে তাহা বিফল হইবে। গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র সরিৎ সকলের জল শুকাইয়া যায়, কিন্তু পর্ব্বতের উৎসের সহিত যে সকল নদীর অবিচ্ছিন্ন যোগ রহিয়াছে, তাহাদের জল

কখন শুষ্ক হয় না। যদি শান্তিলাভার্থী হও, বিশ্বাস ও ভক্তি যোগে ঈশ্বরের সহিত প্রাণকে সংযুক্ত করিয়া দেও। ঈশ্বর-ভক্তগণ এই সংসারে থাকিয়াও সংসারের অতীত এক আশ্চর্য্য রাজ্যে বাস করেন, সংসারের উত্তাপ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা কিছুই অনুভব করেন না। তাঁহারা যে শান্তিধামে থাকেন, সেখানে তাঁহাদিগের জীবন সর্ব্বক্ষণ সুশীতল হইয়া থাকে, তাঁহাদিগের হৃদয় অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিয়া রাখে, তাঁহাদিগের দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ স্নিগ্ধ ও পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হয়। তাঁহারা আর এক চক্ষে এই জগৎ দর্শন করেন। এইজন্য তাঁহাদিগের নিকট সূর্য্য সুধা বর্ষণ করে, চন্দ্র সুধাক্ষরণ করে, বায়ু সুধা বহন করে, সমুদায় জগৎ সুধাময় দেখায়, অন্তরে প্রেম সুধাকর উদিত হইয়া শান্তি জ্যোৎস্না সহস্রকরে বিতরণ করিতে থাকে। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম, ঈশ্বরপ্রেমানুরাগী, তাঁহারা সংসারে থাকিয়াও এই শান্তিধামে অধিবাস করেন, তাঁহাদিগের চিত্তকে কেহ বিচলিত বা শোকার্ত্ত করিতে পারে না। ইহলোক তাঁহাদিগের সুখের রাজ্য, পরলোক তাঁহাদিগের সুখ শান্তি ভোগের অনন্ত উৎসবস্থল।

সদালাপ।

ভাল উপাসনা হইয়াছে তাহা কি লক্ষণে বুঝিব?

যখন উপাসনা, করিবার সময় অত্যন্ত সুমিষ্ট লাগে এবং শেষ হইলেও তাহার নেশা চিত্তকে ছাড়িতে চায় না।

উপাসনা মিষ্ট লাগে কখন? উপাসনা তখন মিষ্ট লাগে, যখন ঈশ্বর সহবাস লাভে হৃদয়ে আনন্দ সুধা বর্ষিত হইয়া বহির্ম্মুখে উচ্ছলিত হইয়া পড়ে।

উপাসনায় নেশা হয় কখন? যখন সেই সুধা, প্রচুর পরিমাণে অন্তর্ম্মুখে আত্মার সর্ব্বত্র সঞ্চারিত ও প্রবাহিত হয়। শুদ্ধ মিষ্ট উপাসনা জীবনকে বিশুদ্ধ করিতে পারে না। যেহেতু তাহার ঝাঁজ নাই। কিন্তু যে উপাসনাতে নেশা জন্মে, তাহার ক্রম আত্মাতে স্থায়ী হইয়া জীবনকে বিনম্র, বিশুদ্ধ, ব্রহ্মোন্মুখ ও আনন্দিত করিয়া রাখে।

প্রকৃত সাধক কে? যাঁহার জীবন দিবানিশি এই নেশাতে অভিভূত আছে। ও যাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্যে তাহার মত্ততা প্রকাশিত হয়।

অভাব দয়াকার্য্যের বাধা নহে। যাহার হৃদয় পরদুঃখে কাতর, তাহার কিছুমাত্র সম্বল না থাকিলেও সে ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা অন্যের দুঃখ মোচন করিয়া থাকে। ঐ চন্দ্রকে দেখ, তাহার নিজের এক বিন্দুও আলোক নাই। কিন্তু উত্তপ্ত ও অন্ধকারাবৃত পৃথিবীর দুঃখে সে এত কাতর যে সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক ভিক্ষা করিয়া ধরাবাসীদিগকে কেমন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না দান করিতেছে!

যদি অন্ধকার মধ্যেও বাঁচিতে চাও, তবে ঐ চঞ্চল ও প্রতারক পঙ্কজ আলোককে (আলেয়া) তোমার পথ প্রদর্শক করিও না। উহা অনেক নিরাশ্রয় পথহারাকে ভুলাইয়া মহাপঙ্কে ডুবাইয়াছে। কিন্তু আকাশের ঐ ধ্রুব তারার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখ, দেখিবে, সঙ্কটপূর্ণ অকূল সাগরবক্ষেও সে তোমাকে সুপথ দেখাইয়া দিবে। মনুষ্যবিশেষের কৃত্রিম ও ক্ষণস্থায়ী ধর্ম্ম জলাভূমিজাত এই প্রতারক আলোক সদৃশ। নিত্য এবং পুণ্যময় ঈশ্বরই আমাদের ধ্রুবতারা।

জল-স্রোত যখন সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হয়, তখন কে তাহার গতিরোধ করে? সে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষকে তৃণবৎ ভাসাইয়া লয়, পাষাণকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, এবং হিমাচলও যদি তাহার গতিরোধ করিতে যায়, তবে ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঈশ্বর প্রেমিকের অবস্থাও এই। তাঁহার হৃদয়ের প্রেমলহরী যখন এক বার বহিতে আরম্ভ হয়, তখন তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠেন। দারিদ্র্য, রোগ, শোক, প্রবলের অত্যাচার, এ সকলই সে স্রোতের মুখে তৃণবৎ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অনুসারে গত ১৪ই জুলাই (৩১এ আষাঢ়) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ঘটিকার সময় মেছুয়াবাজার রোড ৮৬ সংখ্যক ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশ্য সভা আহূত হয়, তাহাতে প্রায় পঞ্চাশৎ ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভে গত সভার কার্য্য বিবরণ পঠিত হয়। পরে নিম্নলিখিত সাধারণ কমিটীর কার্য্য বিবরণ সভ্যগণকে অবগত করা হয়।

সাধারণ কমিটীর কার্য্য বিবরণ।

২রা জ্যৈষ্ঠ বা ১৫ই মে দিবসীয় টাউনহল সভার চতুর্থ নির্দ্ধারণে স্থির হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংগঠন ও কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নির্দ্ধারণানন্তর মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম সমাজ সমূহে তাহা প্রেরণপূর্ব্বক দুই মাসের মধ্যে সমাজের সভ্যগণের এই সাধারণ অধিবেশনে তাহা উপস্থিত করিবার ভার কমিটীর উপর দেওয়া হউক।

কমিটী সেই অর্পিত ভার গ্রহণ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলী নির্দ্ধারণার্থ একটী সব কমিটী নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কালী নাথ দত্ত, ও ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় এই সব কমিটীর সভ্য ছন। ইহাঁরা যে সকল নিয়ম প্রস্তুত করেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ কমিটীর ২২এ মে দিবসীয় অধিবেশনে তাহা বিশেষরূপে বিবেচিত ও সংশোধিত হইয়া নির্দ্ধার্য্য হয় যে এই নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি এক সপ্তাহের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর সভ্যগণ ও খ্যাতনামা কতকগুলি ব্রাহ্মের নিকট প্রেরিত হয় এবং একপক্ষকালের মধ্যে এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিপ্রায় প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (২৮এ মে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামাঙ্কিত পত্রসহ মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ভিন্ন সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ, কমিটীর সভ্যগণ ও কতকগুলি খ্যাতনামা ব্রাহ্মের নিকট উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রেরিত হয়। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্যক্তিগণের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১ কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ	১৭ দারজিলিঙ ব্রাহ্মসমাজের
২ দিনাজপুর ,,	১৮ জামালপুর ,, কতিপয় সভ্য
৩ কোন্নগর ,,	১৯ গয়া ,, ২জন সভ্য।
৪ কাকিনিয়া ,,	২০ ভাগলপুর ,,
৫ সাহাপুর ,,	১ শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায়
৬ বহরমপুর ,,	২ ,, রামচন্দ্র ঘোষ
৭ মুলতান ,,	৩ ,, চণ্ডীচরণ সেন
৮ ডেরাডুন ,,	৪ ,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
৯ আকনা ,,	৫ ,, নবকুমার চক্রবর্ত্তী
১০ মতিহারী ,,	৬ ,, ভগবতীচরণ দে
১১ দরভাঙ্গা ,,	৭ ,, পদ্মহাস গোস্বামী
১২ বর্দ্ধমান ,,	৮ ,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩ সিরাজগঞ্জ ,,	৯ ,, রাজনারায়ণ বসু
১৪ সিলং ,,	১০ ,, রামদুর্লভ মজুমদার
১৫ কিশোরগঞ্জ ,,	১১ ,, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ
১৬ উত্তর বঙ্গ ,,	১২ ,, নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

২২এ মের সাধারণ কমিটীর অধিবেশনে সভ্য সংগ্রহ করিবার জন্য আর একটী সব কমিটী স্থাপিত হয়। বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীসঙ্কর সুকুল, ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব কমিটীর সভ্য নিযুক্ত হন। ইহারা সভ্য হইবার নিয়ম সম্বলিত ১১খানি পুস্তক প্রস্তুত করিয়া সভ্যদিগের নাম সংগ্রহার্থ নানাস্থানে প্রেরণ করেন। ইহার মধ্যে ৪খানি পুস্তক নামস্বাক্ষরিত হইয়া আসিয়াছে, সভ্যনামের কয়েকখানি পত্রও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে সভ্যসংখ্যা ২২৫ হইয়াছে। অবশিষ্ট পুস্তক গুলি স্বাক্ষরিত হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। সমুদায় পুস্তক প্রাপ্ত না হইলে সভ্যসংখ্যা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে অমৃতসরের সর্দ্দার দয়ালসিংহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এককালীন ১৫০ টাকা প্রদান করিয়া বর্ষে বর্ষে ১৫০ টাকা দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র বসু গত বৈশাখ হইতে প্রতিমাসে ১৫টাকা করিয়া দান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস স্বীয় কন্যার শুভবিবাহোপলক্ষে এক কালীন ২৫০ টাকা দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে উপাসক মণ্ডলীর উপসনার আসন প্রস্তুত জন্য ১০০টাকা প্রদত্ত হইবে। অন্যান্য সভ্যগণ যে দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করি। বার্ষিক দাতব্য ৬৪৪৸০ স্বাক্ষরিত হইয়াছে।"

নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল সভাস্থলে ধার্য্য হয় :—

১-যে সকল ব্রাহ্মসমাজে ও ব্রাহ্ম মহোদয়ের নিকট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রেরিত হয়, তাহাদিগের অধিকাংশের নিকট হইতে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত না হওয়াতে অদ্যকার সভায় নিয়মাবলীর বিষয় বিবেচিত হইতে পারে না। অতএব অদ্যকার সভার কার্য্য স্থগিত হয় এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা পুনরাহ্বানের দিবস অন্যূন ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত।
অনুমোদক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস।

২-বোম্বাই ও মান্দ্রাজস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকলে এবং অন্য যে সকলস্থানে নিয়মাবলী প্রেরিত হয় নাই, ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া প্রেরিত হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।
অনুমোদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৩-যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা সম্পাদকের নিকট আপনাদিগের নাম ও অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ সহ পত্র প্রেরণ করেন—এসম্বন্ধে ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন ও তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা একটী স্থায়ী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ী ঘোষ।
অনুমোদক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম এ বি এল।

৪-অদ্যকার সভার কার্য্য বিবরণ আগামী সংখ্যক তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস।
অনুমোদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত।

অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ করা হয়।

৯৩ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।
১৮৭৮। ১৫ই জুলাই। } সহকারী সম্পাদক।

সংবাদ।

বিগত ২৪এ আষাঢ় আমাদিগের সিমলা পর্ব্বতস্থ ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চৌধুরীর নবকুমারের শুভ নামকরণ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তদুপলক্ষে ৭ জন ব্রাহ্ম ও ৪ জন ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই শুভকর্ম্মের দান ৫৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

গত ২৯এ আষাঢ় মজীলপুরের শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্তের পুত্রের বিদ্যারম্ভ ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

খাঁটুরা নিবাসিনী আমাদিগের বিশেষ পরিচিতা এক ব্রাহ্মিকা ভগিনীর পত্র আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম :—

আমাদের জন্মভূমি খাঁটুরা গ্রামে, এবার একটী ব্রহ্মমন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে, আমার পূজাস্পদ ভ্রাতা কলিকাতা হইতে আচার্য্য বাবু কেশব চন্দ্র সেন ও তাঁহার একটী পুত্র আর ৫ জন প্রচারককে ৪ঠা আষাঢ় তারিখে এ দেশে আনিয়াছিলেন। ইঁহারা যে কএক দিন এখানে ছিলেন, সেই কয় দিন সংকার্য্যের উৎসাহ ও ভাল বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছিল। গ্রামের প্রান্তে মাঠের মধ্যস্থলে মন্দিরটী হওয়াতে মন্দিরের দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছে। মাঠের নির্জ্জন স্থলে নির্ম্মল বাতাসে মন্দিরটী উপাসকদের উপাসনার অনুকূল হইয়াছে। যে ভ্রাতা মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহার ভবনে ৫ই রজনীতে উপাসনা হয়। ৬ই সকালে মাঠে মন্দিরে আচার্য্য মহাশয় বেদীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

উপাসনা উত্তমরূপে হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে যে যোগী

ও ঋষিরা এ দেশে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় ভক্তি ও যোগ সাধনের বিষয়ে আচার্য্য মহাশয় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মন্দিরপ্রতিষ্ঠাকারী ভ্রাতা মন্দিরে একটী বিশেষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় আচার্য্য মহাশয় ভদ্রাভদ্র লোকদিগকে সরল ভাষায় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া অনেকে বিশেষতঃ দুঃখী চাষারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। ৭ই এখানকার জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে আচার্য্য মহাশয়ের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সেখানে তিনি এক বক্তৃতা করিয়া রজনীতে কলিকাতায় গমন করেন। কেবল দুইজন প্রচারক এখানে ছিলেন। শুনিলাম মৃত জমিদার মহাশয়ের পুত্রেরা আচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুদিগকে বিশেষরূপে সমাদর করিয়াছিলেন! ৮ই বৈকালে স্ত্রীলোকদিগের জন্য সঙ্কীর্ত্তন ও একটী সহজ উপদেশ হইয়াছিল। ৯ই এই গ্রামের অন্য পল্লিতে একটী ব্রাহ্মের ভবনে রজনীতে উপাসনা হইয়াছিল। ১০ই রবিবারে বৈকালে মন্দিরের উপাসনায় এক জন প্রচারক বেদীর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১১ই ইহাঁরা এই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, বনগ্রাম হইতে মঙ্গলগঞ্জ হইয়া একুলি প্রভৃতি গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডের কুমারী কলেট প্রভৃতি যেমন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সপক্ষতা করিতেছেন, তত্রত্য ইন্‌কোয়ারার পত্রও এই সমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্যের সহিত পূর্ব্বাপর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। কুচবিহারের বিবাহ ব্যাপার সম্বন্ধে কেশববাবুর পক্ষ হইতে যে পর্য্যন্ত কোন ব্যাখ্যা বাহির না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত উক্ত পত্র তদ্বিষয়ে কোন স্বাভিমত ব্যক্ত করেন নাই। পরে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও গৌরগোবিন্দ রায় স্বাক্ষরিত ব্যাখ্যান পত্র পাঠ করিয়া ইন্‌কোয়ারার স্পষ্টাক্ষরে বিবাহকে আদ্যন্ত দূষণীয় বলিয়াছেন এবং কেশববাবুর পক্ষ হইতে যে দোষক্ষালনের পত্র বাহির হইয়াছে তাহাকে সম্পূর্ণ অসার বলিয়াছেন। ২০এ জুনের ব্রাহ্মপবলিক ওপিনিয়নে কুমারী কলেটের পত্র সহ ইনকোয়ারের উক্তি সকল প্রকাশিত হইয়াছে। ইন্‌কোয়ারারের প্রত্যুত্তরে গত রবিবাসরীয় মিররে বাবু প্রতাপচন্দ্রমজুমদারের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রাহ্মমাত্রকে তাহা পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি। ব্রাহ্মনেতাদিগের কার্য্যের যত ব্যাখ্যা হইতেছে, ততই সাধারণকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইতেছে।

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

গত ১০ই আষাঢ় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সপ্তদশ সাংবৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব ও পর দিবসেও উপাসনাদি হইয়াছিল এবং এতদুপলক্ষে নগরস্থ দরিদ্রলোকদিগকে পয়সা বিতরণ করা হইয়াছিল।

পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য গোয়ালপাড়া হইয়া গৌহাটীতে গিয়াছেন। তিনি গোয়ালপাড়াতে যে এক সপ্তাহকাল ছিলেন, তাহাতে উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা, প্রকাশ্য বক্তৃতা ইত্যাদিদ্বারা তত্রত্য ব্রাহ্মগণ ও সাধারণের ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়াছেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকা হইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিবেন কথা ছিল, কিন্তু ঢাকার ব্রাহ্মগণের আগ্রহে তিনি শীঘ্র সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। রবিবার তাঁহার উপাসনায় তত্রত্য ব্রহ্মমন্দিরে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তিনি প্রতি শনিবার হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিতেছেন, তাহাতে অনেক লোক আকৃষ্ট হইতেছে! ঢাকার ব্রাহ্মগণের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার দেখিলে আমরা সমুদায় পূর্ব্ব বাঙ্গালার কল্যাণের আশা করি।

গত ২৯ জ্যৈষ্ঠ আসাম (নওগাঁ) ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত পদ্মহাস গোস্বামী ইংরাজিতে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। গোস্বামী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যেরূপ সহায়তা করিতেছেন তাহাতে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

গত ২৫এ আষাঢ় পটলডাঙ্গার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু ও অধরচন্দ্র বসু ভ্রাতৃদ্বয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মমতে তাঁহাদের পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাটীর বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর মাত্র। এই বয়সে তাঁহার যেরূপ ধর্ম্মোৎসাহ ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা দেখা যায়, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের অনেক আশা হয়। পিতৃ বিয়োগে এই ভ্রাতাদিগের এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে কল্য কি খাইবে তাহার সংস্থান নাই, তাহার উপর হিন্দু আত্মীয় পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসীগণ হিন্দুধর্ম্মমতে কার্য্য সম্পন্ন করাইবার জন্য তাহাদিগকে বিশেষরূপে পীড়াপীড়ি ও নির্যাতন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা কিছুতেই বিশ্বাসবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হন নাই। শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিবস ইহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একটী ব্রাহ্ম বন্ধুর ভবনে আশ্রয় লন এবং শ্রাদ্ধের দিবস ৯৩ নং কলেজষ্ট্রীটে সবান্ধবে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে পিতৃ শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করেন। বালক হইয়া তাঁহারা বিশ্বাস বলের যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তদ্দর্শনে প্রবীণ ব্রাহ্মদিগের অনেক শিক্ষা লাভ হইতে পারে। জগদীশ্বর এই অনাথ দুঃখী পরিবারকে তাঁহার আশ্রয়ে রক্ষা করুন।

গত মঙ্গলবার সঙ্গতের কার্য্য বিশেষ হৃদয়াকর্ষক হইয়াছিল। এক এক করিয়া প্রত্যেক সভ্য উপাসনা বিষয়ে আপনার আপনার জীবনের অবস্থা ও অভাব ব্যক্ত করেন এবং প্রত্যেকের অবলম্বনীয় উপায় স্থিরীকৃত হয়। এক্ষণ হইতে সঙ্গতে এক দিন আধ্যাত্মিক ও এক দিন আনুষ্ঠানিক বিষয়ে কথোপকথন হইবে। আগামী মঙ্গলবার "উদারতা" বিষয়ে আলোচনা হইবে।

বিজ্ঞাপন।

মফস্বলের যে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্বকৌমুদী প্রেরিত হইতেছে, আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে মূল্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করি। যে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ মূল্যপ্রদানে অস্বীকৃত, তাঁহারা আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন এবং পূর্ব্বপ্রাপ্ত পত্রিকা সকল অথবা তাহার মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

৯৩ কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীকালীনাথ দত্ত।
১৮৭৮। ১৫ই জুলাই } কার্য্যাধ্যক্ষ।

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 17, Bhowanichurn Dott's Lane, CALCUTTA.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ৫ম সংখ্যা। | ১৬ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৮০০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

চরিত্র সংগঠন।

মানুষের আত্মবিকাশ কোন সীমা বা গণ্ডীর মধ্যগত হইয়া চিরদিন থাকিতে পারে না। "এই পর্য্যন্ত" মানবাত্মা এই ক্ষুদ্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে নাই। যে কোন সীমা ও গণ্ডীর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে আহ্বান কর না কেন, তাহা সুদূরব্যাপী হইলেও এক দিন না একদিন সে সেই সীমাকে অতিক্রম করিয়া দূর হইতে তাহাকে উপহাস করিতে থাকিবে। "আমিই গম্য পন্থা" এই গুরুবাক্য মানুষের সাময়িক সহায় হইতে পারে, কিন্তু চির দিনের সহায় হইতে পারে না। আজ যে আদর্শকে মস্তকোপরি রাখিয়া তুমি আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতেছ, কাল তাহা তোমার পদতলে পড়িয়া অবলুণ্ঠিত হইবে।

মানবের আত্মা যখন অনন্ত বিকাশ-প্রবণ, তখন তাহার সংগঠন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অনন্ত ভবিষ্যৎ যাহাকে সংগঠন করিতে থাকিবে, সে কিরূপে এখানে এই অনন্ত মঞ্চের প্রথম সোপানে আপনাকে সংগঠন করিয়া তুলিবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা তাদৃশ কঠিন নহে। মানবাত্মার অভ্যন্তরে যে সমস্ত অনন্তবিকাশোন্মুখ দিব্যাঙ্গ অব্যক্ত অবস্থায় নিহিত আছে, সেই সমস্ত যখন সুব্যক্ত হইয়া একটী সম্পূর্ণ আকারে পরিণত হয়, তখন মানবের চরিত্র সংগঠন হইল বলা যাইতে পারে। যত দিন সেই দিব্যাকৃতিটী সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত তাহার অন্তর্নিহিত গর্ভকোষ হইতে বহির্গত না হয়, ততদিন কোন চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। মানবের চরিত্র আর কিছুই নহে তাহার আভ্যন্তরিক উচ্চ প্রকৃতির আকার বা যথাস্থানসমাবিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির সমষ্টি মাত্র। সেই আকার বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি যখন তদীয় বীজকোষ মধ্যে অপ্রকাশিত সুতরাং কার্য্যসাধনের অনুপযোগী থাকে, তখন চরিত্র অসংগঠিত অবস্থায় রহিয়াছে বলা যায়। যখন সেই আভ্যন্তরিক দিব্য প্রকৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কার্য্যোপযোগী হইয়া যথোচিত অনুষ্ঠান বা আচরণে সমর্থ হইল, তখনই চরিত্রটী সংগঠিত হইল বলিতে হইবে। সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে ভ্রূড়িষ্ঠ হইবে, ক্রমে বলিষ্ঠ হইবে, ক্রমে অনন্তের অভিমুখে বিকশিত হইবে, কিন্তু চরিত্রের গঠনটী নিয়তকাল সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে একপ্রকার অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যাইবে।

সকল মানুষের চরিত্র একরূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইলেও একরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইলেও তাহার গঠন কোন দুই মানুষে একরূপ নহে। যেরূপ মানুষের দেহাকার ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ মানুষের চরিত্রের গঠনও ভিন্ন ভিন্ন।

সকল মানুষই উচ্চ প্রকৃতির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই উচ্চ প্রকৃতি পিতা মাতার মানসিক প্রকৃতির একটী আচ্ছাদন লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। সেই আচ্ছাদনটী সকল সময়ে পিতা মাতার বিভিন্ন বা সম্মিলিত মানসিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে; সেই মানসিক প্রকৃতি জনন কালে যে অবস্থার অধীন থাকে সেই আচ্ছাদনটী সেই অবস্থা দ্বারা রূপান্তরিত হয়, তৎপরে সুদীর্ঘ কাল মাতৃগর্ভে বাস করিবার সময় মাতার বিবিধ মানসিক অবস্থা ও উত্তেজনা দ্বারাও রূপান্তরিত হয়। বিবিধরূপে রূপান্তরিত এই মানসিক আচ্ছাদনটী তাদৃশ নির্ম্মল না হইলে মানুষের চরিত্র গঠনের বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তার পর শৈশবকালে, পিতা মাতা, অন্যান্য পরিবার ও প্রতিবাসী বর্গের দৃষ্টান্ত দ্বারা, মানুষের সেই উচ্চ প্রকৃতি আর একটী আচ্ছাদন লাভ করে। সেই আচ্ছাদনটী তাদৃশ নির্ম্মল না হইলে তাহাও তাহার চরিত্র বিকাশের আর একটী অতিরিক্ত অন্তরায় হইয়া উঠে। তার পর শিক্ষাকালে দেশের প্রচলিত সংস্কার, দেশাচার, নীতি ও ব্যবস্থা সমূহ হইতে আর একটী আচ্ছাদন লাভ করে। তাহাও তাদৃশ নির্ম্মল না হইলে তাহার চরিত্র সংগঠনের তৃতীয় অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই ত্রিবিধ আচ্ছাদনের মধ্যে আমাদের উচ্চ প্রকৃতি নিপতিত। এই ত্রিবিধ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া সেই প্রকৃতিকে আত্মবিকাশ লাভ করিতে হইবে।

মনুষ্যের চরিত্র নির্ম্মাণের ভার কেবল তাহার নিজ হস্তে নহে। যদিও পরিণামে এ ভার তাঁহার নিজের উপরে পতিত হয়, কিন্তু চরিত্রের প্রথম পত্তনে নানাবিধ অবস্থা আসিয়া তাহার বিকৃতির কারণ পূর্ব্বেই সংঘটনা করিয়া রাখে। জন্মদান কালে যদি পিতা মাতা নিজ নিজ দায়িত্বের অনু-

রূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন, গর্ভভার বহনকালে মাতা যদি ভাবী সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আপনার চিত্ত বৃত্তিকে যত্ন পূর্ব্বক যথাপথে নিয়োজিত রাখেন, শৈশবকালে পিতা মাতা ও পরিজনবর্গ শিশু সন্তানের অন্তর্বিকাশের অনুকূল অবস্থার মধ্যে তাহাকে যদি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে আয়াস স্বীকার করেন, এবং অধ্যয়ন কালে যদি শিক্ষকেরা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক দেশের প্রচলিত কুসংস্কার, অনিষ্টকর দেশাচার, দুর্নীতি ও দুর্ব্যবস্থার প্রভাব হইতে শিষ্যের মনোবৃত্তিকে রক্ষা করিয়া, তাহাকে আত্মবিকাশের অনুকূল সুশিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে, মনুষ্য অতি সহজে আপনার উচ্চ প্রকৃতিকে বিকাশিত করিয়া চরিত্রকে সংগঠিত করিতে পারেন। নচেৎ এই চরিত্র সংগঠনে বিবিধ প্রতিকূলতা নিবারণার্থ অনেক আয়াস ও যত্ন স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। নানা প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব বশতঃ মনের গতি যদি দুরন্ত ও দুর্ব্বিনীত হয়, তাহা হইলে আত্মার উচ্চ প্রকৃতির বিকাশ সাধন যে কতদূর কঠিন কার্য্য, তাহা যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইরূপ দুরবস্থার স্রোতে পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সাধুসঙ্গ, সৎ গ্রন্থ পাঠ, সৎ প্রসঙ্গ, ঈশ্বরনির্ভর প্রভৃতি আত্মবিকাশের যে সকল উপায় সচরাচর অবলম্বিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত কিছুই আকৃষ্ট হইতে চায় না, এবং দৈবগতিকে এই সকল উপায়ের মধ্যে নিপতিত হইলে তখন কেবল বিসদৃশ ও বিসংবাদী ভাব চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর করিয়া প্রাণ ব্যাকুলিত হয় এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য স্বতই সচেষ্ট হয়। এ অবস্থায় দেবকৃপা ভিন্ন আত্মবিকাশের আর অন্য উপায় নাই। এরূপ দুরবস্থাপন্ন আত্মাদিগের জন্যই দ্বিজত্ব লাভের প্রয়োজন এবং দেবকৃপাই তল্লাভের এক মাত্র উপায়। যাঁহারা সুজাত, সুপালিত ও সুশিক্ষিত তাঁহাদের এরূপ দ্বিজাত হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে কুজাত, কুপালিত ও কুশিক্ষিত, দৈবকৃপালব্ধ দ্বিজন্মলাভ ভিন্ন তাঁহাদের চরিত্র উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই। এই দ্বিজত্ব লাভের পর, তাহাদের মনের দুর্ব্বিনীত ও দুরন্ত গতি অল্পে অল্পে ফিরিতে থাকে তাহাদের ইচ্ছা পুরাতন পন্থা, পুরাতন সঙ্গ ও পুরাতন অভ্যাসের প্রতি বীতরাগ হইয়া নূতন পন্থা ও গতি অন্বেষণ করে, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বশক্তি ও বিবেক ক্রমে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং চরিত্র সংগঠনের সহায়তা করিতে থাকে।

সুজাত, সুপালিত ও সুশিক্ষিতের পক্ষে এরূপ দ্বিজত্ব প্রাপ্তির প্রয়োজন নাই। দ্বিজাত অপেক্ষা সুজাত শ্রেষ্ঠ। সুজাত আত্মা ঈশ্বরের স্বাভাবিক নিয়মে স্ফূর্ত্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। ঈশ্বরের কৃপা তাহার সহায়তার জন্য সর্ব্বদাই তাহার চক্ষের সমক্ষেই রহিয়াছে। যখন প্রয়োজন হইল, অমনি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিবামাত্র কৃপার স্রোত আসিয়া তাহার অভাবরাশি কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল!

মানুষের চরিত্র যাহা এই দ্বিবিধ উপায়ের অন্যতর অবলম্বন করিয়া সংগঠিত হইল, তাহা তাহাকে নিজ হস্তে পোষণ করিতে হয়। এ বিষয়ে তাহার স্বাধীন ইচ্ছাই তাহার সহায়। অপর দিক হইতেও সাহায্য আইসে, কিন্তু নিজে অনিচ্ছু ও অনুরাগবিহীন হইলে শুদ্ধ বাহিরের সাহায্যে তাহার আর কি করিবে?

সংগঠিত চরিত্রে বিবেকই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীন ইচ্ছা সেই রাজ আজ্ঞার বশীভূত। মনোরাজ্যে প্রবল ও পদস্থ বিবেকই অন্যান্য প্রবৃত্তিপুঞ্জের মধ্যে শক্তি সাম্য রক্ষা করে। কাহাকেও কখন বঞ্চিত করে না, কাহাকেও কখন অন্যায় সমাদর করে না, কখন কাহারও পক্ষপাতী নহে, কখনও কাহারো বিপক্ষ নহে।

এই মনোরাজ্যে বৃত্তি সমূহের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। একটী সম্প্রদায় স্বার্থপ্রমুখ, অপর সম্প্রদায়টী পরার্থপ্রমুখ। প্রথম দলটী পূর্ব্বাহ্নে বিকশিত হয় বলিয়া সচরাচর বলবান ও প্রভাব শালী সুতরাং প্রতিনিয়ত দ্বিতীয় দলের উপর তাড়না ও উৎপীড়ন করে। বিবেক, যখন স্বহস্তে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রকৃত ধর্ম্মানুসারে দুর্বৃত্ত দলকে দমনে রাখিয়া সাধুবৃত্তি দিগকে পালন করিয়া থাকেন। ক্রূর ধর্ম্মী দস্যুরা কখনই রাজার বন্ধু নহে, এই জন্য চিরকালই রাজক্ষমতাকে পর্য্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করে। যখন বিবেকের প্রাধান্য অপ্রতিবাদে সংস্থাপিত হইল, মানুষের উচ্চ বৃত্তি সকল যথাযোগ্য স্থানে আসিয়া কার্য্য করিতে লাগিল, তখনই চরিত্রের সংগঠন হইয়াছে বলিতে হইবে। সংগঠিত চরিত্রে বিবেক প্রধান হইয়া মানুষ্যের উচ্চ প্রবৃত্তি সকলকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করেন, কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে বঞ্চিত করেন না। এ অবস্থায় চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিয়া যথার্থ স্বাস্থ্য সম্ভোগ করে।

কিন্তু দ্বিজত্ব লাভহেতু মনোরাজ্যে যে সময়ে শুভ পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, সে সময়ে অত্যন্ত সাবধান হইবার প্রয়োজন। জীবনের সে প্রতিক্রিয়ার প্রারম্ভে, তাহাকে কোন বাধা প্রদান করা বিধেয় নহে। সে সময়ে বাধা পাইলে হয়ত প্রতিক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রতিক্রিয়ার অবস্থার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ না হইলে, চরিত্রের গঠন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রতিঘাতের প্রথম অবস্থা যদি অত্যন্ত বলবতী হয়, তাহা হইলে তাহাকে অল্পে অল্পে সাম্যাবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে; যদি সেই অবস্থা অত্যন্ত মন্দগতি হয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ প্রতিঘাত আনিবার জন্য উত্তেজক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; যদি সে অবস্থা যথোপযোগী হয় তাহা হইলে তাহাকে স্বভাবিক গতিতে রাখিতে হইবে। প্রতিক্রিয়ার পরিণত অবস্থায় বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। সেই প্রতিঘাতের পর যেন পুনঃ প্রতিঘাত উপস্থিত না হয়। প্রতিঘাতের পর সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই মঙ্গল; নচেৎ ঘাত প্রতিঘাতের নিয়মের বশীভূত হইয়া একবার পুণ্যবল ও বারান্তরে পাপের বল প্রশ্রয় পাইতে থাকে। যতদিন চরিত্র সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন এই নিয়মের পরিবর্ত্তনশীল তরঙ্গে একবার উর্দ্ধদেশ আর বার অধোদেশ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সময়ে সময়ে পরার্থ-

প্রমুখ অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল বিশেষ প্রবল হইয়া বিবেকের নিয়োগ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বার্থপ্রমুখ বৃত্তিনিচয়ের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং মনোরাজ্যের শক্তিসাম্য ভঙ্গ করে। স্বার্থপ্রমুখ বৃত্তি নিচয় দ্বারাই হউক আর পরার্থ প্রমুখ বৃত্তি নিচয় দ্বারাই হউক চিত্তের শক্তিসাম্য ভঙ্গ হওয়াই অনিষ্টের মূল। সুস্থ ও সবল শরীরে পিত্ত কফের মধ্যে এইরূপ বৈষম্য উপস্থিত হইলে অরোৎপত্তি হয়। শরীরে এরূপ বৈষম্য একবার উপস্থিত হইলে অনেক সময়ে তাহা হইতে জোয়ার ভাটার ন্যায় জ্বরকালীন বেগ ও মগ্নকালীন অবসাদের ক্রমাবর্ত্ত গতি বিধি হইতে থাকে। অনেকের জীবন এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া আছে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রমত্তভাব সমাজের জ্বর বেগোপম উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছে, তৎপরে সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল পাপের স্রোত মগ্নকালীন অবসাদের পরিচয় দিয়াছে। এমন কি, চৈতন্য দেবের জীবকালেও তিনি তাঁহার ধর্ম্মের সংসারে এই প্রতিঘাতের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বর্ষীয়ান্ সহযোগী নিত্যানন্দ প্রভুর অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন তুমি বিবাহ করিয়া সংসারী হও, নচেৎ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে না। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে এবং সম্প্রদায় বিশেষের ইতিহাসে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কার্য্য চিন্তা ও ভাব এই ত্রিবিধ উপকরণ যোগে মানব চরিত্র পুষ্টি লাভ করে। নূতন কার্য্য, নূতন চিন্তা ও নূতন ভাব চরিত্রের প্রকৃত অনুমান। আজ যে কার্য্য, চিন্তা ও ভাবে চরিত্রের পুষ্টিসাধন হইতেছে, কিছু দিন পরে তাহাদিগকে পরিবর্জ্জন করিয়া নূতন কার্য্য, ভাব ও চিন্তা অন্বেষণ ও পরিগ্রহ করিতে হইবে। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। পরিগ্রহণ, পরিরক্ষণ ও পরিবর্জ্জন এই নিয়ম সৃষ্টির সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। মানুষের চরিত্র গঠনেও এই তিন শক্তি অলস নহে। এই তিন শক্তি যদি যথানিয়মে কার্য্য করিতে থাকে, তবে মানব চরিত্র অবাধে দিন দিন অনন্তের দিকে অগ্রসর হইবে। চিন্তা হইতে ভাবের উৎপত্তি, ভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি। যখন দেখিবে চিন্তা ও ভাব ও কার্য্যের অল্পতা হইয়াছে, তখন বুঝিবে যে তোমার জীবনের মধ্যে পরিগ্রহণ শক্তিরও অল্পতা হইয়াছে। তখনি সাবধান হইবে। এক কার্য্য এক চিন্তা এক ভাব আত্মাকে কিয়দ্দিন পোষণ করিতে পারে চিরদিন পারে না। তাহাদিগকে স্বতই পরিবর্জ্জন করিতে হয়। এই পরিবর্জ্জন ভিন্ন চরিত্র পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। চিন্তা ও ভাবের নূতন ক্ষেত্র না পাইলে চরিত্র হীনবল হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। চিন্তা ভাব ও কার্য্য এ তিনের একটীর অভাবে চরিত্রের পূর্ণতা ভঙ্গ হইয়া যায়।

চরিত্রগঠন যে বিজ্ঞানের অন্তর্গত, তাহা অদ্যাপি মানব সমাজে অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এদিকে লোকের দৃষ্টি অদ্যাপি যথোচিত পরিমাণে আকৃষ্ট হয় নাই। জনসমাজ এখনও অপরাবিজ্ঞান লইয়া ব্যস্ত আছেন, ধর্ম্ম সমাজ সকল পুরাতন শাস্ত্র কাহিনী লইয়াই মানবগণের পারলৌকিক সদ্‌ গতির স্তোক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। প্রস্তাবিত বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার জন্য কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি না। এ শাস্ত্রের বেকন অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। এখন এক প্রশ্ন, ব্রাহ্মসমাজ কি পুরাতন শাস্ত্র-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মযাজন করিবেন না মনুষ্য প্রকৃতি সংগঠনের সুযোগ্য উপায় আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করিবেন?

সাধনের অবস্থাত্রয়।

বহির্জীবন।

ইতিপূর্ব্বে সাধনের অবস্থাত্রয়ে সাধকের মনে যে সমস্ত অধ্যাত্ম ভাব-তরঙ্গের উদয় হয়, আমরা সংক্ষেপে তাহার আভাস প্রদান করিয়াছি। এই সাধনের অবস্থাত্রয়ে মনুষ্যের বহির্জীবনে কি কি যুগপ্রলয় সংঘটিত ও কি কি অপূর্ব্ব দৃশ্য সমুদিত হয়, আমরা অদ্য তাহারই অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিব। এরূপ বিশাল ক্ষেত্রের পূর্ণ চিত্রাঙ্কন তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের পক্ষেও অসম্ভব; আমাদিগের পক্ষে আরও অসম্ভব।

যেখানে ঈশ্বরসাধন আছে সেখানে ধর্ম্ম জীবন আছে; যেখানে ধর্ম্মজীবন আছে, সেখানে ঈশ্বর সাধন আছে। কোথাও ইহারা বিযুক্ত নহে। তবে ধর্ম্ম জীবন অথবা জীবনে ধর্ম্ম কি? জীবনে ধর্ম্ম অর্থ ধর্ম্মের আদেশ অথবা ঈশ্বরের নিয়োগ পালনের নামান্তর মাত্র। ঈশ্বরের নিয়োগ পালন বলিলে অলস্য নিষ্ফল বাক্যব্যয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতকগুলি অভ্যস্তকথার পুনরুক্তি বুঝায় না। ঈশ্বর-নিয়োগ-পালন এই পদটি মনে পড়িলে ব্রাহ্মের মানস নেত্র সমীপে অক্লান্ত কার্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি ঘর্ম্মাক্তকলেবর মনুষ্যের প্রতিকৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঈশ্বর নিয়োগ পালন এই পদটি উচ্চারিত হইলে পথের অনাহারী চীরপরিধান ভিক্ষুকের শীর্ণদেহ, অন্ধ খঞ্জের আর্ত্তনাদ, রোগ শয্যায় শয়ান দরিদ্রের নিরাশাপূর্ণ মুখচ্ছবি, পাপীর অন্ধতমসাচ্ছন্ন আত্মার ভয়ঙ্কর বিকৃতি, জনসমাজের কুসংস্কার দুর্নীতি পাপাচার ও তৎপ্রতিপোষক ব্যবস্থা সকল একেবারে আসিয়া ব্রাহ্মের মানস ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আর ব্রাহ্মের প্রাণ স্থির থাকিতে পারে না। তিনি সংসারে পাপ ও দুঃখের রাজত্ব দেখিয়া ঘোর ব্যথায় ব্যথিত হইয়া উঠেন; উন্মত্ত হইয়া জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত দুঃখী ও পাপীর সেবায় নিয়োগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সংসারক্ষেত্রে ঈশ্বরের নাম লইয়া প্রবেশ করেন। কেন না, তিনি ঈশ্বর-সাধন করিয়া তাঁহার নিয়োগ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই ব্রাহ্ম আপনার সাধকত্ব বাক্যের মান-দণ্ড দ্বারা পরিমিত না করিয়া অক্লান্ত সাধুচেষ্টা ও সৎকার্য্যের মানদণ্ড দ্বারা পরিমিত করিয়া থাকেন। এই শেষোক্ত মানদণ্ডের সহিত ব্রহ্মসাধনের অবস্থাত্রয়ের অবি-

যোজ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমরা বলিয়াছি সাধনের প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্ম ভাববাদী অর্থাৎ অনেক সময়েই ব্রহ্মকে স্বকীয় মানস কল্পনা মনে করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের ভাব আসিয়া তখন ও তাঁহার হৃদয়কে সময়ে সময়ে গ্রাস করিয়া ফেলে; তাই তিনি সে ভাবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তথাপি তিনি ভাববাদী; কেন না, ভাব যোগেই তখন তাঁহার সাধন পর্য্যবসিত হয়, ভাবের মূলীভূত ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব তখন ও তিনি মানসবলে অধিকৃত করিতে পারেন না। যতক্ষণ এ অবস্থা থাকে, ততক্ষণ ব্রাহ্ম এক এক বার ভাব প্লাবনে হিমাদ্রি শিখরে উত্থিত হন, এক একবার ভাব বিরহে নিম্ন ভূমি সংসারক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হন। ভাব প্লাবনের বিস্তৃতি ও মাধুর্য্য অনুভব করিয়া ব্রাহ্ম এক এক বার ভাবেন, "এ মধুময়ী বিপুলা তটিনী কি শুধুই মানস কল্পনা! যাঁহার ছায়া এই তটিনীর হৃদয়ে প্রতিফলিত দেখিতেছি, তিনি কি শুধুই ছায়া!" এই রূপ ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি ব্রহ্মের অস্তিত্বরূপী হিমাদ্রির অঙ্গ সমীপে উপনীত হন আর একটুকু বিশ্বাস হইলেই, চক্ষু ফুটিলেই, জ্ঞান বাড়িলেই তিনি সে হিমাদ্রিশরীর সভয়ে স্পর্শ করিতে পারিতেন। কৈ?—পারিলেন না, কেন না তখনও তিনি ঘোর ভাববাদী। যেই সে হিমাদ্রি দেহ স্পর্শ করিবেন, অমনি তাঁহার অজ্ঞ মন কহিল, "তুমি পাগল! নহিলে কেন মনের কল্পনাকে স্বাধীন অস্তিত্বশালিনী মনে করিবে!" আর কোথা বা সে হিমাদ্রি, কোথা বা সে ভাববাদী ব্রাহ্ম—অজ্ঞানোত্থিত একই সন্দেহবাত্যায় সে ব্রহ্মের অস্তিত্ব পর্ব্বত হইতে শতযোজন দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ভাববাদীর অবস্থা এই উত্থান ও পতন—এই ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস, এই ব্রহ্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাস! এই উত্থান ও পতন, এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের উপর কিরূপ ভাবে কার্য্য করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর, আর সাধনের প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মের ধর্ম্মজীবন কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তর অভিন্ন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস উত্থান ও পতন, একই কথা। এই উত্থান ও পতনে ব্রাহ্মের জীবনে কিরূপ ফল উৎপাদন করিবে? পাঠক, কখনও উত্তাল তরঙ্গময় সাগর হৃদয়ে জলমগ্ন ব্যক্তির দশা দেখিয়াছ? ঐ দেখ ক্ষুদ্র মনুষ্য জলধির ঐ অনন্ত উত্তাল হৃদয়ে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে! দেখিলে যখন জলগর্ভ হইতে হতভাগ্য তরঙ্গশিরে উঠিল, তখনও তাহার মুখমণ্ডল কেমন নিরাশার রঙ্গভূমি! উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই; হস্ত আছে, পদ আছে, তবে কেন তাহাদিগকে সঞ্চালিত করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা পাইতেছে না? কেন পাইতেছে না, একথা ও কি বলিতে হইবে? পাইতেছে না, কারণ হতভাগ্য যে দিকে চাহে, সে দিকেই অকূল সাগর দেখিতেছে—কোন্‌দিকে অগ্রসর হইবে? কেন অগ্রসর হইবে?—অনন্তের সহিত কি ক্ষুদ্র মনুষ্যের যুদ্ধ সম্ভবে? জলমগ্ন ব্যক্তি তাই শরীর ছাড়িয়া চলিয়াছে—তরঙ্গে উঠিয়া, তরঙ্গে পড়িয়া চলিয়াছে। আর ঐ দেখ অপর একব্যক্তি সেই উত্তাল সাগর বক্ষে শতহস্ত দূরে হাবুডুবু খাইতেছে। ঐ দেখ সে তরঙ্গশিরে উঠিল। দেখিলে উহার মুখে কত আশার জ্যোতিঃ! কেন বল দেখি? ঐ দেখ উহার হস্তে একটি ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র রহিয়াছে। যখন প্রথমে তরঙ্গ শিরে উঠিয়াছিল, তখনই সে উহার সাহায্যে দেখিয়া লইয়াছিল যে সুদূরে এক অর্ণবপোত তরঙ্গমালার সহিত ক্রীড়া করিতেছে। দেখিয়া অবধি আর তাহার বিরাম নাই—আশায় প্রাণ বাঁধিয়া সেই অর্ণবপোতের অভিমুখে চলিতেছে; কিয়দ্দূর যাইয়া দূরবীক্ষণ সাহায্যে তাহাকে একবার দেখিয়া লইতেছে! দুই জলমগ্ন ব্যক্তি দেখিলে একজন এত নিশ্চেষ্ট, অপর এত চেষ্টান্বিত কেন, বুঝিতে পারিলে? একজনের জ্ঞান নাই, বিশ্বাস নাই, গন্তব্য স্থান নাই; অপরের জ্ঞান আছে, বিশ্বাস আছে গন্তব্য স্থান আছে। যাহার জ্ঞান নাই, সে দর্শন-শক্তি কোথায় পাইবে? যাহার বিশ্বাস নাই সে কোথায় বল পাইবে?—বিশ্বাস যাহার নাই, তাহার পক্ষে বল অসম্ভব। যাহার গন্তব্য স্থান নাই, সে কোথায় যাইতে যত্ন করিবে? আমরা ত পৃথিবীর জলময় সাগরে মগ্ন জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, গন্তব্য স্থান বিশিষ্ট ও গন্তব্য স্থান শূন্যের তারতম্য দেখিলাম। যদি আমরা এই জলময় সাগরের স্থানে মনুষ্যের জীবন-সাগর এই পদটি স্থাপিত করি, তবেই আমরা সাধনের প্রথমাবস্থায় সমাগত ব্যক্তির দশা বুঝিতে পারিব। ঐ সে অজ্ঞানী গন্তব্য স্থান জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে নিরাশ হৃদয়ে সাগরে ভাসিতে দেখিয়াছি, তাহাতে আর ভাববাদী সংশয়ী মনুষ্যে কোন বিশেষ নাই। উভয়েই সমান নিশ্চেষ্ট, ঈশ্বরের সত্তায় স্থির বিশ্বাস নাই; সুতরাং বিশ্বসংসারে কোন কিছুতেই তাহার স্থির বিশ্বাস নাই। অদ্য যাহা তাহার নিকট কর্ত্তব্য প্রতীয়মান হইতেছে, কল্য তাহা অকর্ত্তব্য প্রতীয়মান হইতেছে—অদ্য সে কার্য্য আরম্ভ করিল, কল্য তাহা পরিত্যাগ করিল—অবশেষে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া সংসারের স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া চলিল। হয়ত সে আজি প্রশংসার সংগীতে মুগ্ধ হইয়া একটি কার্য্য আরম্ভ করিল; কল্যই আবার শ্রান্ত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল—কেন না, যেখানে প্রশংসা সম্মান প্রভৃতি হইতে উচ্চতর লক্ষ্য নাই, সেখানে অমর অক্লান্ত উৎসাহ ও শক্তি অসম্ভব। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে ব্রহ্মের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস না হইলে, জীবনে কার্য্যের স্রোত প্রবেশ করে না—মনুষ্যের জীবনক্ষেত্র অলসতা, অস্থিরতা ও কার্য্যশূন্যতার স্রোতে প্লাবিত করিয়া ফেলে। ভাববাদী যখনই কিঞ্চিৎ ঈশ্বরসত্তা শৈলের সমীপবর্ত্তী হয়, তখনই সে কার্য্যক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ উৎসাহ লইয়া প্রবেশ করে; যখনই সে যথার্থ ভাববাদী হয়, তখনই সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা প্রাপ্ত হয়। অস্থির ব্যক্তির কার্য্য কি প্রকারে স্থির হইবে? এই গেল সাধনের প্রথমাবস্থার ব্রাহ্মের জীবন।

যখন ব্রাহ্ম সাধনের প্রথমাবস্থা অতিক্রম করিয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ী ভাবকে মানস কল্পনা মনে না করিয়া,

সাধনের দ্বিতীয় অবস্থায় উপনীত হন, উপনীত হইয়া বুঝিতে পারেন যে এই অনন্ত সৃষ্টি ব্যাপারে যাহা কিছু মনুষ্যের নেত্রগোচর হয়, সমস্তই ব্রহ্মের অস্তিত্বের ভাব মাত্র, ব্রহ্ম কাহারও ভাব নহেন, ব্রহ্মই একমাত্র মূলীভূত অস্তিত্ব, তখন তাঁহার জীবনে যুগপ্রলয় সংঘটিত হয়। যুগপ্রলয় উপস্থিত হয়, কেন না হৃদয়ের অবিশ্বাসের সিংহাসনে আসিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতি আসন গ্রহণ করেন। অবিশ্বাস যেখানে ইতিপূর্ব্বে হতভাগ্য মনুষ্যের শক্তি, উৎসাহ হরণ করিত, অলসতার ঘন পঙ্কিল জলাশয়ে হতভাগ্যকে ফেলিয়া রাখিত, সেখানে ব্রহ্ম বিশ্বাসের প্রলয়কর অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে—সে অগ্নি উৎসাহের আকারে সংসারের দুঃখ ভস্মীভূত করিবার জন্য জ্বলিয়া উঠিল, সে বহ্নির ভীমজ্বালে অলসতার পঙ্কিল জলাশয় শুকাইয়া গেল। আর কে তাঁহাকে নিশ্চেষ্টভাবে গৃহে আবদ্ধ রাখিতে পারে? ব্রহ্মের অস্তিত্বে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে—তিনি দুঃখ পাপের হিমাদ্রিকে স্থানচ্যুত করিবেন, কে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারে? এখনও ব্রাহ্ম সাধনের দ্বিতীয় অবস্থায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার গভীর প্রত্যয় হইয়াছে; তথাপি তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ডাকিলেই দেখিতে পান না, অর্থাৎ কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদা তাঁহার অস্তিত্ব স্মৃতি পথে রাখিতে পারেন না। ব্রহ্মের অস্তিত্ব-বিস্মৃতি, আর ব্রহ্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাস কার্য্যতঃ সমতুল্য। যখনই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলেন, তখনই তিনি সংসারের দুঃখ পাপ দাহকারী বিশ্বাস বহ্নি হারাইলেন—আর তিনি সে অমানুষ পরাক্রমে ধন মান সুখের প্রলোভন রাশিকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া সংসারকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিতে পারিলেন না। সে বহ্নি নাই, কি দেখিয়া লোক বিস্মিত হইবে? ধন মানে জনসমাজকে দুদিন এক দিন বিস্মিত করিতে পারে; কিন্তু সেই স্বর্গীয় বহ্নি ব্যতীত অপর কিছুতেই তাহাদিগকে দীর্ঘকালের জন্য বিস্মিত রাখিতে পারে না, সুখের পথে শান্তির পথে অগ্রসর করিতে পারে না। দ্বিতীয় অবস্থায় সমাগত ব্রাহ্ম সময়ে সময়ে ব্রহ্মকে বিস্মৃত হন, তাই তাঁহার জ্বলন্ত কার্য্যের স্রোত এক এক বার বদ্ধ হইয়া তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে চিনিয়াছেন; কত কাল সংসার তাঁহাকে মুগ্ধ রাখিবে? ক্ষণকাল পরেই দেখিতে পান যে প্রশংসার জন্য সম্মানের জন্য যে কার্য্য, তাহাতে প্রলয়কারিনী শক্তি নাই, দেখিতে পান যে ব্রহ্মে বিশ্বাসের কার্য্যই একমাত্র অমানুষী শক্তি সম্পন্ন। আবার তিনি ব্রহ্মাণ্ডপতির চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কাঁদিয়া প্রাণ শীতল করেন, বিশ্বাসের অগ্নি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এইরূপে সাধনের দ্বিতীয় অবস্থায় সমাগত হইয়া ব্রাহ্ম সংসারক্ষেত্রে কার্য্য করিতে থাকেন। ব্রহ্মবিস্মৃত হইয়া সময়ে সময়ে বিশ্বাসের বৈদ্যুত প্রবাহে তিনি সংসারের পাপ তাপ দূরীভূত করিতে না পারিলেও, কার্য্যক্ষেত্র হইতে তিনি কখনও বহুকাল দূরে অবস্থান করিতে পারেন না; কেন না, তিনি সাধনের দ্বিতীয় অবস্থায় সমাগত হইয়াছেন, ব্রহ্মকে তিনি কতকাল বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন?

ক্রমোন্নতিবশতঃ তিনি সময়ে সাধকের তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হইলেন। এবার তাঁহার জীবন অগ্নিশিখা, জ্বলন্ত চিরস্থায়িনী অগ্নিশিখায় পরিণত হইয়াছে। এ অগ্নির প্রভাবে সুখলিপ্সা, অলসতা, নিদ্রা তাঁহাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা ভোগাকাঙ্ক্ষী মনুষ্য, আমরা নিদ্রা—অলসতা—না হইলে শান্তি পাই না। তিনি ব্রহ্মসাধন করিতেছেন—তাঁহার নিদ্রালালসা নাই; নিদ্রা তাঁহার অশান্তি উৎপাদন করে। তিনি কার্য্যপর তিনি জাগ্রত—তিনি শুধু দুঃখী তাপীর দুঃখ তাপ হরণ করিয়াই শান্তি লাভ করেন। এখানে তিনি শত পাপীকে একত্র করিয়া ব্রহ্মের মহিমা ও পুণ্যজনিত সুখের কথা জ্বলন্ত দৈব ভাষায় শুনাইতেছেন, ওখানে তিনি দুঃখী রোগীর শিয়রে বসিয়া ঔষধ পান করাইতেছেন, সেখানে তিনি পতিতা রমণীর উদ্ধার চেষ্টা করিতেছেন। যেখানে দুঃখী তাপী, সেখানেই তাঁহাকে দেখিতে পাই। গৃহে গিয়া কখনও তাঁহার দেখা পাই না; অথবা যদি পাই, দেখি শত শত দুঃখী তাপী সেখানেও তাঁহার মুখে পুণ্য কথা শুনিয়া তাহাদিগের পাপের জীবন মরুতে শান্তিবারিবিন্দুপাতে একটুকু শীতল হইতে আসিয়াছে। দিবা নিশি নাই, এইরূপে খাটিতেছেন—তথাপি তাঁহার মুখে ক্লান্তির, বিরক্তির চিহ্ন নাই; তাঁহার মুখ সর্ব্বদাই মধুময়। কেমন এক দৈব শোভা তাহাতে রহিয়াছে, দেখিলে প্রাণ শীতল হয়। অহঙ্কার অণুমাত্রও নাই। সাধকের অহঙ্কার! কেমনে থাকিবে? এইরূপে দিবা নিশি খাটিতেছেন, না খাটিলে তাঁহার রজনীতে নিদ্রা হয় না। তিনি সাধন করিয়া বুঝিয়াছেন, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তিনি তাঁহার মত ক্ষুদ্র কীটের জন্য অনন্তকাল অনিদ্র থাকিয়া কত দয়ার কার্য্য করিতেছেন। তিনি কি আর দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া পাপীর পাপ দেখিয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে পারেন? তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছেন। বিস্মৃত হন নাই শুধু ব্রহ্মকে, বিস্মৃত হন নাই শুধু দুঃখী পাপীকে। সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির দিকে সর্ব্বদা চক্ষু রাখিয়া তিনি অবিচ্ছেদে দিবা নিশি কার্য্য করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

বর্ত্তমানে আন্দোলনে একটী সংস্কার বিশেষরূপে আমাদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে। সেটী এই; কেশববাবু আপনার প্রত্যেক কার্য্যকে ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য বিবেচনা করিয়া থাকেন। আমাদের এ সংস্কারটী অনুমানলব্ধ নহে, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় উভয়ে যে বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে যে,এমন কি প্রতিদিনের অন্ন পানপর্য্যন্তও কেশববাবু ঈশ্বরাদেশে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সংবাদ একদিকে যেমন কেশববাবুর বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা এবং ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছে অপর দিকে তেমনি আর একটী সিদ্ধান্তে উপনীত করিতেছে। সে সিদ্ধান্তটী

এই—এরূপ মনের অবস্থাতে কেশববাবুর পক্ষে অপরের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করা অসম্ভব। এই জন্যই কেশব বাবু কখনও কাহারও পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন নাই। যাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত বাস করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে কেশববাবু তাঁহার অতি সামান্য কার্য্যেও কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করেন না। মনের এই স্বাবলম্বন শক্তিকে তাঁহার মহত্ত্বের একটী প্রধান লক্ষণ বলিলে হয়। এই মনের অবস্থাটী তাঁহার পক্ষে গুণ কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে দোষ। এইরূপ মনের অবস্থা থাকাতেই গত ৬।৭ বৎসরের চেষ্টাতেও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এইরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার থাকাতেই কেশববাবু অদ্যাবধি ব্রাহ্মসমাজের কোন কার্য্যে ব্রাহ্মগণকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। প্রচারক নিয়োগ, প্রচারক বর্জ্জন, সমাজের অর্থ সংগ্রহ অর্থব্যয় প্রভৃতি তাবৎ কার্য্য একমাত্র নিজের বুদ্ধির অনুগত হইয়া করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে যতবার নিয়মতন্ত্র প্রণালীর অনুগত হইয়া কার্য্য করিতে বলিয়াছেন তত বার তিনি মনে মনে হাস্য করিয়া বলিয়াছেন—"আমি যখন ঈশ্বরের নিকট হইতে আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের আদেশ পাইতেছি তখন আবার কাহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিব; ব্রাহ্মসমাজে আমার পরামর্শদাতা কে আছে?" এই মনের ভাবটি তাঁহার কন্যার বিবাহে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এত বড় একটি কার্য্যে তাঁহার পরমাত্মীয় এবং সহচর, অনুচর প্রচারকদিগকেও একবার জিজ্ঞাসা করেন নাই। কেশব বাবুর যেরূপ বিশ্বাস কার্য্যও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। আমরা তাহাতে তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাসাপন্ন ব্যক্তিদিগকে নেতা ও কর্ম্মচারী রাখিয়া কোন নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না এ সংস্কারও আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

এরূপ অবস্থাতে তাঁহাদিগকে কার্য্যভার হইতে অবসৃত করাই, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার একমাত্র উপায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগ কর্ত্তারা প্রথমে সেই চেষ্টা করেন এবং সেই জন্যই তিন বার সভা আহ্বান করিবার অনুরোধ করেন কিন্তু যখন পদত্যাগ করিতে কেশববাবুর অনিচ্ছা দেখা গেল তখন ভাবা গেল যে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে পদচ্যুত করা বৃথা কারণ তিনি বলপূর্ব্বক সে পদ অধিকার করিয়া থাকিবেন। মন্দিরের বেদী অধিকার তাহার প্রমাণ। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে গঠন করিবার চেষ্টা ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। সেই জন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগ।

গত কয়েক বৎসর কেশববাবু ও তাহার প্রচারকগণ সাক্ষাৎ ও অসাক্ষাৎভাবে মহাপুরুষের মত এতদূর প্রচার করিয়াছেন যে অনেক ব্রাহ্মই প্রথমে এই প্রশ্ন করেন সাধারণ সমাজের নেতা কে? যেন কোন্ ব্যক্তির পদচিহ্নের অনুসরণ করি এই ভাবিয়াই ব্রাহ্মগণ আকুল। ইহা দেখিলে ব্রাহ্মসমাজের দুরবস্থা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। অনেকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকেন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা নাই"। যেন তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বাঁচিবারও আশা নাই। যদি কেহ আমাদের মনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমরা ইহাকে নিরাশার কারণ মনে না করিয়া প্রচুর আশার কারণ মনে করি এবং এই প্রকার অবস্থা থাকাতেই নিয়মতন্ত্র প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার আশা করি। জগদীশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে মহাপুরুষের উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন। যাঁহারা পদচিহ্ন অনুসরণের একটী লোক না পাইলে চলিতে অক্ষম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা যে চারিদিকে শত শত খ্রীষ্টীয় মিশনরি দেখিতেছেন ইহাদিগকে যাঁহারা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা কি সকলেই এক একটী মহাপুরুষের অনুগত হইয়া কার্য্য করিতেছেন? কি আশ্চার্য্য! মহাপুরুষের উপদ্রব বিহীন হইয়া জগতের রাজ-শাসন ধর্ম্ম-প্রচার প্রভৃতি সকল কার্য্যই চলিতেছে কেবল ব্রাহ্মগণ একজন মহাপুরুষ, একজন নেতা, একজন পদচিহ্ন অনুসরণ করিবার লোক ভিন্ন চলিতে পারেন না। জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা ব্রাহ্মদিগের এই কুসংস্কার অচিরে ভগ্ন করিবার আশা করি। আমরা দেখাইব স্বাধীন প্রকৃতি ও স্বাধীনচেতা দশজন নিঃস্বার্থভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে যেরূপ সুন্দর কার্য্য হয় এরূপ এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে কখনই হইতে পারে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে এ যাত্রা এইটী প্রমাণ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার শত্রুরা ইহার বিনাশ কামনা করুন উদাসীন ব্যক্তিগণ ইহার প্রতি সন্দিহান হউন আর যাহাই হউন যদি বর্ত্তমান উদ্যোগকর্ত্তাগণ নিতান্ত অপদার্থ লোক না হন, এই উদ্যোগের শুভ ফল ফলিবেই ফলিবে।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে সকল ব্রাহ্ম এতকাল ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা এখন আর উদাসীন থাকিবেন না।

ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

কুরুক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত, পাণ্ডবগণ নানা প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া পৈতৃক রাজ্য লাভের জন্য যত্ন করিতেছেন দুর্য্যোধনও নানাবিধ বল সংগ্রহ করিয়া যাহাতে রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন বিধিপূর্ব্বক তাহার উপায় গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময়ে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাই আমার বক্তব্য। আমি গীতা হইতে এ সম্বন্ধে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি।

"প্রবৃত্তে শাস্ত্র সংপাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদাবাক্য মিদমাহ মহীপতে॥"

অর্জ্জুন ধনুকে বাণ সংযোগ করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত এমন সময়ে তাঁহার সারথি হৃষীকেশ কৃষ্ণকে এই বাক্য বলিলেন।

"সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয়মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ॥"

অর্জ্জুন বলিলেন হে সারথি! উভয় সৈন্যের মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর, যাবৎ আমি যোদ্ধাদের দর্শন না পাই তাবৎ কাল আমাকে তাহাদের মধ্যে লইয়া যাও।

"এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং ॥
ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং।
উবাচ পার্থপশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥"

কৃষ্ণ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই প্রকার উক্ত হইয়া উভয় সৈন্য মধ্যে রথস্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ! ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ সমস্ত মহীপালদিগকে দর্শন কর।

তত্রাপশ্যৎস্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদ শ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥"

অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে উভয় সৈন্যর পিতা, পিতামহ, আচার্য্য মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখি, শ্বশুর ও সুহৃদ দিগকে দেখিতে পাইলেন।

"তান্ সমীক্ষ্য সকৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়াপরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদ মব্রবীৎ ॥
দৃষ্ট্বেমান স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রানি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোম হর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈন পরিদহ্যতে ॥"

কুন্তী পুত্র অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে বন্ধু বান্ধবদিগকে অবস্থিত দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে উপস্থিত এই সকল স্বজনদিগকে দর্শন করিয়া আমার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইতেছে, শরীর কম্পিত এবং রোমাঞ্চিত হইতেছে, আমার চর্ম্ম দগ্ধবোধ হইতেছে এবং হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে।

"এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থে উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরংচাপং শোক সংবিগ্ন মানসঃ ॥"

অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া শোকার্ত্তচিত্তে সশর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া রথমধ্যে উপবেশন করিলেন।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই অবস্থা দেখিয়া যোগ শাস্ত্রের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই স্থলে এই ঘটনাটী কি? সকলের বিশেষ রূপে আলোচনা করা আবশ্যক। গীতাতে এই সকল বিষয়ে আরও এক শ্লোক রহিয়াছে, যাহা পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব, অর্জ্জুনের এত পরিবর্ত্তন কেন হইল। অর্জ্জুন কি সামান্য লোক ছিলেন? তিনি কি কোন ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন? তাহা নহে। পার্থ তেজঃপুঞ্জ তাঁহাতে যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনে ভয় ভীতি সম্ভবে না। তবে কেন তাঁহার এরূপ আশ্চর্য্য অবস্থান্তর উপস্থিত হইল—ইহার অবশ্যই কারণ আছে। তিনি দেখিলেন, আমি যাঁহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত শরনিক্ষেপ করিতেছি তাঁহারা আমার আত্মীয়, তাঁহারা সেই সকল ব্যক্তি যাঁহাদের স্নেহে শৈশবকালে লালিত পালিত হইয়াছি জ্ঞান ধর্ম্ম যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, ঐ দেখ পিতামহ ভীষ্ম,আচার্য্য দ্রোণ ও স্নেহভাজন ভ্রাতৃগণ দণ্ডায়মান আমি কোন প্রাণে ইহাঁদের বক্ষে বাণ বর্ষণ করিব।

এই স্থলে মহাকবি বেদব্যাস কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য ভাবের সমাবেশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তদ্বিষয় আলোচনা দ্বারা আমাদের চিত্ত প্রশস্ত হয়, নীচতা হইতে উর্দ্ধে আরোহণ করে, পবিত্র হয়।

এই বর্ণনাতে আমরা তিনটী উপদেশ পাইতেছি;—প্রথম উপদেশ এই বীর হউন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউন, কঠোর চিত্ত হউন প্রকৃতির নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করিতে কে সমর্থ? স্বগণ বান্ধবের মুখশ্রী শুষ্ক দেখিয়া পার্থ কাতর হইলেন, মুখ মলিন হইল, মন বিগলিত হইল, হৃদয়ে মমতা উদ্রিক্ত হইল। এই ঘটনায় আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে মনুষ্য যত কেন কর্ম্মক্ষম ও মনস্বী হউন না কার্য্যকালে তাঁহারও ভাবান্তর উপস্থিত হইতে পারে, কার্য্যে শিথিলতা প্রবেশ করিতে পারে। অর্জ্জুন ইহাঁর ভ্রাতৃগণ সহ অসহ্য ক্লেশ ভোগ ও বর্ণনাতীত নানাপ্রকারে অত্যাচরিত ও বিড়ম্বিত হইয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে বন্ধুবান্ধবের মুখ দর্শনে স্নেহ মমতায় বিগলিত হইলেন, যুদ্ধে বীতস্পৃহ হইলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষা আমরা এই লাভ করিতেছি যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, নির্জ্জন স্থান ব্যতীত এবং নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যগণের অভ্যন্তরে না হইলে ধর্ম্মালোচনা হয় না। এই মত অতি অসার, অকিঞ্চিৎকর ও সঙ্কীর্ণতা পূর্ণ। অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে শরসজ্জা করিয়া সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, যোগী চূড়ামণি কৃষ্ণ তাঁহার সারথির সহিত যোগ শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিতেও সুন্দর বলিতেও সুন্দর। ইহা সামান্য বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র নহে, কিন্তু অতি বিস্তৃত ও গূঢ় যোগ শাস্ত্রের আলোচনা, যাহার সারাংশ মাত্র বেদব্যাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এই অংশকেই যুগে যুগে যোগ পিপাসু মনুষ্যগণ সাধন করিয়া আসিতেছেন।

অতএব ধর্ম্মালোচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট মনুষ্য বা স্থানের প্রয়োজন নাই—যুদ্ধক্ষেত্রে, সংসার কোলাহলে, প্রিয়বয়স্যগণের মধুর সহবাসে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মালোচনা করা যায়; কিন্তু অন্তরে ভাব থাকা চাই। আর একটী কথা এই শুদ্ধ ভাব নহে, সঙ্গীরও প্রয়োজন। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে না পাইলে কি হইত বলিতে পারি না।

এই সকল বিষয়ে গীতাতে অতি অমূল্য উপদেশ সকল রহিয়াছে আমি তাহার প্রথম অংশ লইয়া অতি সামান্য একটুকু আলোচনা করিলাম। ইহাতে দেখিতে পাইলাম, ধর্ম্ম-ক্ষেত্র কত প্রশস্ত, ইহা গৃহে বদ্ধ রাখিবার নয়, কিন্তু প্রমুক্ত বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র সঞ্চারিত, সকল অবস্থাতে সকল কার্য্যে ধর্ম্ম পরিণত করা যায়।

তৃতীয়তঃ আর একটী ভাব আমরা এই পাইতেছি সর্ব্বক্ষণ আপদে বিপদে পরমেশ্বর সারথি হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। সংসারের নানারূপ ঝড়তুফানের মধ্যে

তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। আমরা যদি তাঁহাকে আমাদের সারথি—সঙ্গী জানিয়া এই ভাবে তাঁহার সর্ব্ব-ব্যাপী সত্তাতে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাতে হৃদয় মন প্রাণ সমর্পণ করি, তিনি আমাদিগকে ভয় বিপদ হইতে বাঁচাইবেন। এই নির্ভর অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, ইহাকে যেন আমরা আদর করিতে শিক্ষা করি; এ কথা যেন আমাদের কল্পনা না হয়, বাক্যেতে বদ্ধ না থাকে, আমরা যেন জীবনে ইহার অনুসরণ করি।

আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য পরমেশ্বর যে সর্ব্বত্র আমাদের সঙ্গের সঙ্গী তাহা স্বীকার করিয়া যাহাতে সর্ব্বদা আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, তাঁহাকে সুখ দুঃখ জানাইতে পারি সর্ব্বত্র তাঁহার আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারি এবং আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণ যেমন সংসারের সামান্য সামান্য কার্য্য হইতে মহা ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে বিস্তৃত করিয়া জীবনের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, আমরাও যাহাতে তাঁহাদের সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারি—তজ্জন্য সকলে যত্নবান হই। তাহা হইলে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও সুমহৎ ফল প্রসব করিবে, আমাদের মনুষ্য জন্ম সফল হইবে।

ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

অদ্য তলবকার উপনিষদ হইতে একটী আখ্যায়িকা পাঠ করিতেছি।

"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্যহ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাক মেবায়ং বিজয়োস্মাক মেবায়ং-মহিমেতি"।

ব্রহ্ম অগ্ন্যাদি দেবতাদিগকে অসুর হইতে জয়ী করিয়াছিলেন, সেই জয়ে দেবতারা মনে করিলেন যে, এই জয় আমাদিগের মহিমা দ্বারাই হইয়াছে।

"তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি।"

দেবতাদিগের এই মিথ্যা অভিমান দূরীকরণ নিমিত্ত ব্রহ্ম কোন আশ্চর্য্য রূপের দ্বারা তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় গোচরে আবির্ভূত হইলেন। দেবতারা জানিতে পারিলেন যে, এই বরণীয় রূপ ইনি কে।

"তেগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি।

দেবতারা অগ্নিকে কহিলেন, হে অগ্নি! ইনি কে তাহা তুমি জ্ঞাত হও। অগ্নি তাহা স্বীকার করিলেন।

"তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি অগ্নির্ব্বা অহমস্মী ত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি।

অগ্নি তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি অগ্নিকে কহিলেন কে তুমি! অগ্নি কহিলেন আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।

"তস্মিংস্ত্বয়ি কিংবীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি।"

তিনি কহিলেন তোমার কি সামর্থ্য আছে? অগ্নি কহিলেন পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে সে সমুদায়কে আমি দগ্ধ করিতে পারি।

"তস্মৈতৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং সতত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি।"

তখন তিনি অগ্নির অগ্রে এক তৃণ রাখিয়া কহিলেন, ইহাকে দহন কর। অগ্নি সেই তৃণের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সমুদায় শক্তিদ্বারাও তৃণকে দহন করিতে পারিলেন না। অগ্নি তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন, এবং দেবতাদিগের সমীপে যাইয়া কহিলেন, আমি জানিতে পারিলাম না যে, বরণীয়রূপ ইনি কে।

"অথ বায়ুমব্রুবন বায়বে তদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি।"

অনন্তর দেবতারা বায়ুকে কহিলেন, হে বায়ু! ইনি কে তাহা তুমি জ্ঞাত হও। বায়ু তাহা স্বীকার করিলেন।

"তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীম্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি।"

বায়ু তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি বায়ুকে কহিলেন কে তুমি বায়ু কহিলেন আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা।

"তস্মিং স্ত্বয়িকিং বীর্য্য মিত্যপীদং সর্ব্বমাদদীয় যদিদং পৃথিব্যামিতি।"

তিনি কহিলেন তোমার কি সামর্থ্য আছে? বায়ু কহিলেন পৃথিবীতে যে কিছু বস্তু আছে সে সমুদায়কে আমি গ্রহণ করিতে পারি।

"তস্মৈ তৃণং নিদধা বেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাধাতুং সততএব নিববৃতেনৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতৎ যক্ষমিতি।

তখন তিনি বায়ুর অগ্রে একতৃণ রাখিয়া কহিলেন, ইহা গ্রহণ কর, বায়ু সেই তৃণের নিকটস্থ হইয়া, তাঁহার সমুদয় শক্তি দ্বারাও তৃণকে চালাইতে পারিলেন না। বায়ু তাহা হইতে নিরস্ত হইলেন এবং দেবতাদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন আমি জানিতে পারিলাম না যে, বরণীয় রূপ ইনি কে।

অথেন্দ্রমব্রুবন্মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ—তস্মাত্তিরোদধে।

অনন্তর দেবতারা ইন্দ্রকে কহিলেন, হে ইন্দ্র! ইনি কে তাহা তুমি জ্ঞাত হও। ইন্দ্র তাহা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন তিনি ইন্দ্র হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

"সতস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাং মাশমুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি।

ব্রহ্মের অন্তর্দ্ধান সময়ে যে আকাশে ইন্দ্র ছিলেন সেই আকাশেই থাকিয়া বিদ্যারূপা হেমভূষণ-ভূষিতা বহু শোভমানা উমা নাম্নী কোন স্ত্রীরূপকে নিকটস্থ দেখিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে বরণীয়রূপ এই ক্ষণে অন্তর্দ্ধান হইলেন, তিনি কে?

"ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হবে বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।"

বিদ্যা কহিলেন, ব্রহ্ম হইতে তোমাদিগের জয় হইয়াছিল তাহাতে তোমরা গর্ব্ব করিয়াছ যে, তোমাদিগের দ্বারাই জয় হয়। এই মিথ্যাভিমান নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইলেন।

তলবকার উপনিষদের এই অংশ আমরা পাঠ করিলাম। এই অংশ হইতে আমরা গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিলাম। হে মানব! যদি তোমার অহঙ্কার হইয়া থাকে তুমি নানা জ্ঞান লাভ করিয়াছ, কঠোর ধর্ম্মসাধন করিয়াছ, মনুষ্য সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছ, তজ্জন্য কি মনে কর তুমি সহজেই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পার? হে মানব! এই আকাশের মধ্যে যিনি সমস্ত পদার্থের সার, যিনি জ্যোতির জ্যোতি, এবং যিনি প্রাণের প্রাণ তুমি এই জ্যোতিস্বরূপকে অবগত হও। আমরা সমস্ত মানব জাতির পক্ষ হইতে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। অগ্নি বায়ু যেরূপ পরাস্ত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র যেরূপ তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়াছিলেন তোমার কি সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে না? দেখ বায়ু কেমন শক্তিমান, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ ভগ্ন করে, পর্ব্বতের চূড়াকে চূর্ণ করে, সাগরের জল আকাশে উত্তোলন করে সেই প্রবলশক্তি বায়ু ইহার সমস্ত বল বিক্রম প্রকাশ করিয়াও সেই সামান্য তৃণ—ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট তৃণকে স্থানচ্যুত করিতে সক্ষম হইল না। অগ্নির দেখ কেমন দাহিকা শক্তি, তাহার প্রভাবে নগর ভস্মীভূত হয়, সে অগ্নিও সামান্য তৃণকে দগ্ধ করিতে পারিল না। পারিল না কেন? সমস্ত শক্তি ব্রহ্মের—তিনি শক্তি দিলে আর আর সকল বস্তু শক্তি প্রাপ্ত হয়, আর তিনি শক্তি প্রত্যাহার করিলে আর আর সমস্ত বস্তু শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই কারণে বায়ু এবং অগ্নি এই ক্ষুদ্র তৃণের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে অক্ষম হইল। ব্রহ্ম পূর্ণ শক্তিমান, তাঁহার শক্তি কণামাত্র পাইয়া বায়ু বহে, অগ্নি দাহন করে, মেঘ জল বর্ষণ করে। ব্রহ্ম আপনার শক্তি আপনি গ্রহণ করিলে কাহারই কিছু থাকে না। বায়ু বরুণ অগ্নি ইন্দ্র যে শক্তি লইয়া গিয়াছিল, তদ্দ্বারা তাঁহারা এই সামান্য তৃণের প্রতি আপন আপন প্রভাব প্রকাশ করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না— তৃণ যেমন তেমনই রহিল। আর হে মানব! তোমার বিদ্যা, তোমার শক্তি সামান্য, তদ্দ্বারা তুমি কিছুই জানিতে পারিবে না। ধর্ম্ম সাধনের প্রভাবে তাঁহাকে পাইবে এমত বিবেচনা করিও না, তোমা অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ দেবতারা উচ্চতম সাধন করিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহারা অভিমান দ্বারা আপনাদিগকে কলুষিত করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের সকল আয়োজন, কৃচ্ছ্র সাধন ও তপস্যা নিষ্ফল হইয়াছিল। হে মানব, সাধন ভজন করিয়াছ বলিয়া যদি অভিমান জন্মিয়া থাকে, তোমার সকল গুণগ্রাম বিনষ্ট হইয়াছে। হে মানব, তুমি তোমার অবলম্বিত প্রথাতে সাধন ভজন করিতে পার, কিন্তু আমিত্ব বিহীন না হইলে, তোমার যদি অভিমান থাকে তাহা চূর্ণ না হইলে, তুমি উপাসনা করিতে সক্ষম হইবে না—ঈশ্বর দর্শন পাইবার অধিকারী হইবে না। এই আখ্যায়িকাতে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে বিন্দুমাত্রও অভিমান থাকিলে তোমার ভাগ্যে ব্রহ্মদর্শন সম্ভবাতীত। বিদ্যা, শারীরিক শক্তি, ধর্ম্ম—কোন প্রকারের অভিমান থাকিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। বিদ্যা বুদ্ধি যাহা কিছু সকলইতো ব্রহ্মের শক্তি; তুমি যে বিদ্যার এত গৌরব কর, যে বিদ্যার ভারে তোমার মস্তক সতত ঘূর্ণায়মান সে বিদ্যা কি, তুমি কি জান? কি শিক্ষা করিয়াছ? অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার প্রকৃতি শাস্ত্রের কয় পংক্তি অধ্যয়ন করিয়াছ? তুমি জান মেঘ জল বর্ষণ করে, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে, বিদ্যুৎ দ্রুতগামী এ সকল কার্য্য কারণ ভাব তুমি জান, ইহা যত জানিবে ততই জানিতে পারিবে তোমার জানিবার অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে। দেখ, দেবতারা যাঁহাদিগকে প্রাচীন মুনি ঋষিরা দেবতা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সামান্য অভিমান দোষে ব্রহ্মদর্শন লাভে বঞ্চিত হইলেন। ব্রহ্মদর্শন পাইতে হইলে কি বিদ্যা চাই? এই যে আমরা শুনিলাম আকাশে উমানাম্নী দেবী প্রকাশিত হইয়া বলিলেন এই যে দেবতা যিনি অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম। সেই আকাশে—সেই তোমার নিকটস্থ অন্তরাকাশে ব্রহ্ম বিদ্যা প্রকাশিত হইবে। স্ত্রীরূপা ব্রহ্মবিদ্যা, কেন না তাঁহার প্রকৃতি অতি কোমল, তাঁহার জন্য লালায়িত হইলে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না, ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত হন। তাঁহার কৃপা ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন লাভ হইবে না। যত দিন তাহা না হইবে, তত দিন ব্রহ্মদর্শন পাইবে না। ব্রহ্ম উজ্জ্বল সত্তায় আকাশের সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁহাকে তুমি কেন দেখিতে পাইতেছ না? তোমার অভিমান—তোমার বিদ্যার অভিমান, তোমার ধর্ম্মের অভিমান, লোক সমাজে তোমার প্রতিপত্তির অভিমান তোমার দৃষ্টিকে রোধ করিতেছে। তুমি মনে করিতেছ, তুমি সাধন ভজন দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিবে, উপাসনা দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিবে এবং এই পুণ্য বলে ব্রহ্মদর্শন লাভ করিবে। হে মানব! এরূপ ভ্রমান্ধ হইও না, যদি তোমার মনে বিন্দু মাত্রও অভিমান থাকে তোমার সহস্র তপস্যা, কৃচ্ছ্রসাধন নিষ্ফল হইবে, সে জন্য হে মানব, তোমাকে আহ্বান করিতেছি দেখ তোমার মনের কোথাও অহঙ্কার আছে কি না? যদি থাকে তদ্দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞান পাইবে না। এই জন্য ব্রহ্মবিদ্যার শরণাপন্ন হও। স্ত্রী, পুরুষ, অজ্ঞান বিদ্বান সকলের হৃদয়েই ইনি বর্ত্তমান। যত দিন প্রকাশিত না হন, তত দিন সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যার অন্বেষণ কর। পুস্তক পাঠে, গুরুর নিকটে সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যার জন্য লালায়িত হও। ইন্দ্র যেমন ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মবিদ্যার দর্শন পাইয়াছিলেন,

সেইরূপ ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিলে তুমিও তাঁহার দর্শন পাইবে। তখন ব্রহ্ম বিদ্যা আবির্ভূতা হইবেন। ইনি বলিবেন এই যে সুদৃশ্য বস্তু আকাশে পূর্ণরূপে বিরাজমান, ইনিই ব্রহ্ম। তুমি ইহাঁকে পূজা কর।

এই জন্যই পণ্ডিতেরা দুই প্রকার বিদ্যা বলিয়াছেন—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে। আর ঋক্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এই সমস্ত অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ইহাদের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। তোমরা এ সকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া নানা তত্বে পণ্ডিত হও, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন ব্রহ্ম লাভের আশা নাই। অতএব ভ্রাতৃগণ! আমরা যেন আর সামান্য বিদ্যার অহঙ্কারী না হই, তাহাতে পরিতৃপ্ত না থাকি। ব্রহ্মবিদ্যার অভাবে আমাদের সম্মুখস্থিত ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারিতেছি না। যদি আমাদের ব্রহ্মদর্শন করিবার অভিলাষ হয়, আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী হইতে হইবে। তাহা হইলে সেই স্ত্রীরূপা উমানাম্নী ব্রহ্মবিদ্যা যিনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন, আমাদিগের চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান বিধান করিবেন। আমরা তখন ব্রহ্ম দর্শন করিয়া শোক তাপ, পাপমোহ হইতে বিমুক্ত হইব, পরম শান্তি অমৃত সম্ভোগ করিব, আমাদের জীবন পবিত্র হইবে, ধন্য হইবে।

ধর্ম্মবিপ্লব।

(ময়মন সিংহ শাখা ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাংবৎসরিক উৎসবে পঠিত।)

আষাঢ়ে বর্ষা সমাগমে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল স্রোতস্বতীর গভীর কোলাহল শুনিয়া হে অমৃত ধামের যাত্রি! তুমি কি ভীত হইয়াছ? প্রচণ্ড সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণে উত্তপ্ত হইয়া হে সংসারে সন্ন্যাসী হে বিষয়ে বিরাগী তুমি কি ক্ষুব্ধ হইয়াছ? বিশাল বৃক্ষ সমুৎপাটী প্রবল ঝটিকা দেখিয়া হে পর্ণকুটীর বাসী তপস্বি! তুমি কি ব্যাকুল হইয়াছ? ভীত হইও না, ক্ষুব্ধ হইবার কোনও কারণ বিদ্যমান নাই, ব্যাকুলতা শান্তি বিঘাতিনী। যে বৎসরে আষাঢ়ের সমাবেশ হইয়াছে, তাহাতে বসন্তও বিরাজ করিয়া থাকে। যে প্রান্তরে প্রচণ্ড সূর্য্য সেই প্রান্তরে চাহিয়া দেখ, ধুধু ধূলিসমুৎক্ষেপী প্রদেশে বিধাকৃত দেহ প্রকৃত পুরুষের ন্যায় বট ও পর্কটী সুবিস্তৃত ছায়া বিস্তার করিয়া উত্তপ্তমস্তক পথিককে ছায়া দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ঝটিকা নিবৃত্ত হইয়া শান্ত মারুত-হিল্লোল বহিয়া থাকে, ব্যাকুল হইও না। কিন্তু এই সমস্ত শান্তিবচন উচ্চারণ করিতে করিতে আবার ইহাও বলিতেছি বর্ষার আবশ্যকতা আছে, প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রয়োজন আছে, ঝটিকা নিরর্থক নহে। এই সঙ্গে আরও একটী কথা উল্লেখ করিতেছি ধর্ম্মবিপ্লবের আবশ্যকতা আছে। এক দিন দুই দিনে বর্ষা হয় না, একদিনের রৌদ্রে বালুকা তপ্তাঙ্গারবৎ হয় না। এক দিনের কারণে ঝটিকা হইবারও কোন ভৌতিক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। বায়ু দূষিত হইয়া ঘনীভূত হইলে পূতিগন্ধ আকাশে বিস্তৃত হইয়া জীবকুলের প্রাণবিঘাতক হইলে ঝটিকা সমুৎপন্ন হয়। তেমনই ধর্ম্মবিপ্লব। অত্যাচারের উপর অত্যাচার, নিয়মের পর নিয়ম ভঙ্গ, এবং মানব প্রকৃতি অযথা আক্রান্ত হইলে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে। অতীত ইতিহাসের পত্র উদ্ঘাটন করিয়া অধ্যয়ন কর দেখিতে পাইবে ধর্ম্মযুদ্ধ নিহত বীরগণের শোণিত স্রোতে শুভ্র পত্র পংক্তি রঞ্জিত রহিয়াছে। অবশ্য ভারতে এরূপ শোণিতপ্রাবী ধর্ম্মবিপ্লব তত বিস্তৃত ভাবে সংঘটিত হয় নাই, কিন্তু এক ধর্ম্মের পর অন্য ধর্ম্ম ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত করিয়াছে, মানব মণ্ডলীর ক্রিয়াশীলতা ও ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু জগতের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের প্রাচুর্য্য হইয়াছে।

প্রাচীন মানব সমাজে কর্ম্ম ভেদে বর্ণভেদ অথবা মিশর বাসীদের মতে বর্ণ ভেদে কর্ম্ম ভেদ হইয়াছিল, কিনা একথা এস্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক ভারতে চতুর্বর্ণ সংস্থাপিত হইয়া ক্রিয়াভেদে জীবন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাধিকার, ক্ষত্রিয়ের রাজ্যাধিকার, বৈশ্যের কৃষি কর্ম্ম, শূদ্রের পরপদসেবা ইহাই নির্দ্দিষ্ট করা হইল। ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্বে অধিকার ছিল, কিন্তু শূদ্রের শাস্ত্রাধিকার তপস্যাচরণ নিষিদ্ধ। এইজন্য রামচন্দ্রের সময়ে শূদ্রক মুনির মস্তকচ্ছেদন। প্রাচীন সময়ে বৈদিক ধর্ম্মের বহুল প্রচারে কর্ম্ম কাণ্ডের অন্ধ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের জ্ঞানগরিমা অক্ষুণ্ণ হইতে চলিল। অপরদিকে নিম্নতম জাতিদিগকে শাস্ত্রাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া অজ্ঞানান্ধকারে নিপাতিত করিয়া ব্রাহ্মণেরা অযথা অত্যাচার সংঘটন করিতে লাগিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়াগেল, শূদ্রেরা অকাতরে অত্যাচার সহ্য করিল অথবা সহ্য করাই তাহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইল, মস্তক উত্তোলন করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গেল। শুভ মুহূর্ত্তে শাক্য সিংহ জন্ম গ্রহণ করিলেন, মাহেন্দ্রক্ষণে জরামরণসঙ্কুল জীবনের দুঃখ তাঁহার হৃদয় আহত করিল, সুসময়ে মুক্তি ও জ্ঞানে সর্ব্ব জাতির অধিকার বলিয়া তাঁহার নিকট অনুমিত হইল; তাই তিনি এক ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত করিলেন, হিমালয় হইতে কুমারিকা, বঙ্গসাগর হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত তাঁহার গভীর বিজয় ভেরীনিনাদে বিকম্পিত হইল। ভারতের কথা বলিতেছি কি? ইহার সীমা অতিক্রম করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইল। দলে দলে লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণধর্ম্ম কিছু কালের জন্য উলূক প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া কোটরস্থ হইলেন। বুদ্ধদেবের অন্তর্দ্ধানে তাঁহার শিষ্যগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মকে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিল। কত বিভাগ, কত শাখা হইয়াছিল এদেশে তাহার উল্লেখ অতি অল্পই শুনিতে পাওয়া যায়। জর্ম্মণ দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে সমস্ত পুস্তক বিদ্যমান আছে, এই সকলের ইতিহাস তৎসমুদয়েই জ্ঞাতব্য। আমি খৃষ্ট জন্মের ৫৫০ অথবা ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা উল্লেখ

করিতেছি এবং এই বিপ্লব যে আসিয়া খণ্ডে ঘটিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই ৫৫০ অথবা ৬২৩ বৎসর পরের ঘটনা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, জগৎ-ইতিহাসের এক পৃষ্ঠার লিখিত রহিয়াছে "মিসায়া অবতীর্ণ হইবেন"। যথা সময়ে মেরীর শিশু যিশু, অবতীর্ণ মিসায়া রূপে পরিগণিত হইলেন। রোম রাজ্যের অধ্যক্ষ এবং শাসন কর্তৃগণের পাশ্চাত্য আসিয়ার কি ক্ষমতা ছিল ইতিহাসবিৎদিগের তাহা অবিদিত নাই। কত অত্যাচার তাঁহাদের দ্বারা কৃত হইয়াছে প্রাচীন তত্ত্বাবলী তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিবে। যিশু সময় সম্ভূত সেই সময়ে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বজনীন প্রেম মানব মন মুগ্ধ করিতে লাগিল। সকলেই জ্ঞাত আছেন ধর্ম্মবীজ বপন করিয়া তিনি অত্যাচার ক্ষেত্রে অম্লানবদনে হাসিতে হাসিতে দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কেন? হে পথিক! কেন একবার পাঠ কর। ঐ যে গগণভেদী কীর্ত্তিস্তম্ভ পৃথিবী বক্ষে নির্ম্মিত হইয়াছে, উহাতে কি লিখিত আছে পড়িয়া দেখ। স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে "যিশু এই স্থানে দেহ ত্যাগ করিল—পরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিল, মেরি ম্যাগডালেন! গৃহে যাইয়া বলিও তৃতীয় দিবসে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, যিশু স্বর্গারোহণ করিল।"

কি? পরের জন্য প্রাণত্যাগ আত্ম ত্যাগ! এই যে ধর্ম্ম বিপ্লবের মূল সূত্র। অসম্ভব সম্ভব হইল, খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপ খণ্ডে এক অপূর্ব্ব কাণ্ড সংসাধন করিয়া ফেলিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ন্যায় এখানেও ব্যক্তি বিশেষের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়া বিবিধ উপধর্ম্ম উৎপন্ন হইল। আর অধিক কি, মনুষ্যকে পাপীর পরিত্রাণ দানসমর্থ করিয়া রোমান কাথলিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইল। অতীত ইতিহাসের পত্র উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে আরও ৬২২ বৎসর চলিয়া যাও দেখিবে দীর্ঘশ্মশ্রুধারী এক ধর্ম্মবীর পর্ব্বতগহ্বরে মস্তক লুক্কায়িত করিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। তৎসাময়িক অত্যাচার স্মরণ কর, অবশ্যই বলিবে মহম্মদ! তুমিও যথা সময়সম্ভূত। অসি হস্তে মহম্মদ শিষ্যগণ "আল্লা আল্লা হু" শব্দে বহির্গত হইয়া বীর আস্ফালনে মেদিনী কম্পিত করিয়া চন্দ্ররেখা চিত্রিত বিজয় নিশান আসিয়ার অনেকাংশে উড্ডীয়মান করিল। পরে পয়গম্বর প্রভৃতি এ ধর্ম্মকেও নানা শাখায় বিভক্ত করিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। হে তত্ত্ব, লিপ্সু, কাল স্রোতে ভাসিয়া আরও কিছুদূর চলিয়া যাও, দেখিবে দীর্ঘপুণ্ড্রধারী কৌপীনপরিহিত অনবদ্যবপু বৈষ্ণব সম্প্রদায় গাইয়া চলিয়াছে "নদীয়ায় বিহরে গৌর হরি, সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ ও জীবের মন করেছে চুরি।" "হরিনাম কে নিবিরে আয়।" এ বিপ্লবের কারণ যে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অভক্তি এবং জঘন্যতা, ইহাও কি বলিতে হইবে?' এ প্লাবনে বঙ্গদেশ ভাসিয়া গেল, যেমন ভাসিয়া গেল তেমনই কে ইহা ভুলিয়া গিয়াছে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখিয়া কে তাহা অস্বীকার করিবে? কালক্রমে ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি প্রভু জন্মিয়া বসিলেন। একের তিরোভাবে অপরের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৈতালের ধর্ম্ম হইয়া পড়িল। আর একটী ধর্ম্মপ্লাবনের কথা বলিলেই উপসংহারে পৌছিতে পারিব। যে ধর্ম্মের নামে আজ আমরা উৎসবে উপস্থিত হইয়াছি, যে ধর্ম্মের উপপ্লাবন তরঙ্গাভিঘাতে আজ আমরা পর্ণকুটির বাসী হইয়াছি, তাহার বৃত্তান্ত উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহার কঙ্কাল সপ্তসমুদ্র ত্রয়োদশ নদীর পরপারে ব্রিষ্টলে নিহিত রহিয়াছে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন রাজা রামমোহন এ ধর্ম্মপ্লাবনের মূল প্রস্রবণ। তাঁহার সময়ে "পাষণ্ড পীড়ন" "আক্কেল গুড়ুম" প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের নামেই বুঝিতে পারা যায় সময়ের অবস্থা কি ছিল। জানিতে কি তুমি হে রাজন্! পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ না হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম তিন বিভাগে বিভক্ত হইবে! "সুবিশাল মিদং বিশ্বং" ব্রহ্মের পবিত্র মন্দির হইলেও ব্রহ্মের ভজনালয় এক রহিল না। সাগরগর্ভে নিমজ্জিত হইলে গিরিগহ্বরে মস্তক লুক্কায়িত করিলে এলজ্জা নিবারণের স্থান নাই। যতগুলি ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিলাম ব্রাহ্মধর্ম্ম একান্নবর্ত্তিতার পরিচয় প্রদান করিয়া অন্যান্য ধর্ম্মকে অধঃকৃত করিবে বলিয়া যে স্পর্দ্ধা করিয়াছিল তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। এই সমস্ত ধর্ম্ম প্লাবন এবং উপপ্লাবনের অভ্যন্তরে যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে এবং ভগবান্ যে ইহার মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন কে তাহা অস্বীকার করিবে? মানব শক্তির অতিব্যবহারে এই সমস্ত প্লাবন উপপ্লাবন। ঈশ্বর শক্তি অধিকার ইচ্ছায় নানা মত প্রচারিত হইয়া এই সমস্ত ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। আমি ভ্রান্ত মনুষ্য, যাহা বলিব অভ্রান্ত বলিয়া তাহা গ্রহণ কর, ঈশ্বর ইচ্ছা বলিয়া স্বীকার কর, এই স্পর্দ্ধার মূলে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ভূতভাবন ভগবানের ইচ্ছাভিন্ন সামান্য সূচিকাও হস্ত হইতে নিপতিত হয় না, তিনি জানেন এ সমস্ত ধর্ম্ম প্লাবন উপপ্লাবনের উপযোগিতা কি? ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তি বিশেষের হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সর্ব্বগ্রাহিতা কৈ? কৈ সে উদার প্রেম? কৈ সে উদার মহত্ব? ব্রাহ্ম। তুমি কি আরও ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতে চাও? এ যে তোমার জীবনকলঙ্ক, এ যে তোমার কুলকালিমা। যাহা হউক হতাশ হইবার কারণ নাই। ধর্ম্মবিপ্লব সুফল প্রসব করিয়াছে। ঐ শ্রবণ কর আমাদের ঈশ্বর, জগতের ঈশ্বর বলিতেছেন "অগ্রসর হও।" ঐ শুন তিনি বলিতেছেন "বালকদিগকে আমার নিকট আসিতে দেও, কারণ স্বর্গ রাজ্য তাহাদেরই।" হে বালক ব্রাহ্ম! হে ছাত্র ব্রাহ্ম! তোমাদিগকে আজ আমার বলিবার আছে। তোমরা কে তাহা কি চিনিতে পারিয়াছ? তোমরা ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মাগ্নির অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ তোমাদের হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ বলিয়া ক্ষুব্ধ হইও না, একটী স্ফুলিঙ্গ পৃথিবী দগ্ধ করিবার শক্তি ধারণ করে। ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই তপস্যা। সেই তপস্যা নিরত হইয়া জ্ঞানাগ্নি সঞ্চয় কর। কিন্তু সেই জ্ঞান লাভ করিও না যাহাতে চিরদুঃখিনী মাতৃ-ভূমির প্রতি উদাসীন করিয়া ফেলে। ভারতের দুঃখ দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম

অবতীর্ণ হইয়াছে। যে দেশের এত দুঃখ, এত অভাব, সে দেশ ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম আর কোথায় অবতীর্ণ হইবে? তোমরা সেই ধর্ম্মের ভরসাস্থল। একদিকে যেমন নাসাগ্রন্নিবিষ্ট দৃষ্টে বীরাসনে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান করিবে, তেমনই ন্যায় অসি হস্তে লইয়া জন্মভূমির কুসংস্কার এবং প্রশংসার মূল উৎপাটন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। তোমরা বঙ্গের ভবিষ্যৎ ভরসা আমি তোমাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি যদি দেশের কল্যাণে ধর্ম্মের কল্যাণে রক্ত দান করিতে পার, তবে প্রতি রক্ত বিন্দু হইতে শত সহস্র রক্তবীজ জন্ম গ্রহণ করিবে। নিদ্রিত থাকিবার সময় নাই। শত শত্রু তোমাদিগের চতুর্দ্দিক আমি তোমাদিগকে বহুবার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি ধর্ম্মের আশ্রয়ে সমাজ সংস্কার তোমাদেরই কর্ত্তব্য এবং চরিত্র শুদ্ধিই এই সুমহৎ কার্য্যসিদ্ধির একমাত্র উপায়। কবিগুরু বাল্মীকির পদে নমস্কার করিয়া রামায়ণ উদ্ঘাটন কর, দেখিবে মেঘনাদ বধ কামনায় লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশ বৎসর কেমন চিত্তশুদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, কেমন বলবীর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন! বাল্য বিবাহ, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার প্রভৃতি শত মেঘনাদ তোমাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে। এ নিদ্রা যাইবার সময় নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের জলন্ত অগ্নিতে দেহ পূত করিয়া ঘোরতর সমাজ বিপ্লব ঘটাইতে হইবে। তোমাদের মত বালক, যাহারা অজ্ঞানতায় পড়িয়া কুপ্রবৃত্তির অযথা পরিচালনে অকর্ম্মণ্য হইতেছে কে তাহাদিগকে রক্ষা করে? এ সব দেখিয়াও যদি ঘুমাইবে তবে চল তোমাদিগকে বঙ্গের অন্তঃপুরে লইয়া যাই। দেখ, একখানি ছবি সেখানে বসিয়া চিত্রিত করিব। ওহে না, আমার ছবি চিত্র করা হইল না। এ লেখনীতে সে ছবি আঁকা যায় না। ঐ শুন ভারত মাতা বলিতেছেন "বাছারে আমার বাল-বিধবার ছবি এ তুলিকায় অঙ্কিত হইবে না। তোমার হস্ত কঙ্কাল ছিন্ন করিয়া বাহির কর, শাণিত ছুরিকা লইয়া তাহা সূক্ষ্ম কর এবং দেখ দেখি ঐ যে আমার বিধবা কন্যা ম্লানবদনে কেশগুলি সরাইয়া রাখিতেছে, চুপটী করিয়া ঐ কেশ কর্ত্তন কর, এবং উহা ঐ সূক্ষ্ম তুলিকা দণ্ডে সংলগ্ন কর। ঐ যে অশ্রু কপোল বহিয়া চলিয়াছে, ঐ অশ্রু জলে ছবি অঙ্কিত কর, তবেত ছবি আঁকা হইবে। ঐ দেখ এখন কেমন করুণরস পূর্ণ ছবি খানি অঙ্কিত হইল। মাতা মিষ্ট কুষ্মাণ্ড খণ্ডে শলাকা বিদ্ধ করিয়া মৎস্য বিভ্রম জন্মাইয়া বিধবা বালিকার আবদার নিবারণ করিতেছেন এমনি করিয়া আঁক"। কেমন ব্রাহ্ম! এখন কি ঘুমাইবে? এক বিন্দু অশ্রু জল আজ তোমার চক্ষু হইতে ভারতের জন্য ভিক্ষা করি, ঐ জল বিম্বে আজ বিশ্বছবি নিরীক্ষণ করিব। শৈব যেমন "ডিবু ডিবু ডিন ডিন গাল বাদ্য করিয়া গুলফে মেদিনী আঘাত করিতে করিতে "শিব শম্ভু নাথ হে" বলিয়া অমিত বল সঞ্চয় করিয়া সংসার ক্ষেত্রে-কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তুমিও তেমনি "জয় দয়াময়" বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর। কিন্তু সাবধান সাবধান! এ ক্ষেত্রে কখনও কর্ম্মকণ্টক হইও না। অনেকে এখানে কর্ম্মনাশা অথবা কর্ম্মকণ্টক। প্রাণসম ময়মন সিংহে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দেশ ভুলিও না। দুঃখীর দুঃখমোচন ব্রহ্মের প্রিয় কার্য্য সাধন। ব্রহ্মের প্রিয় কার্য্য সাধনই ব্রহ্মের জীবন্ত উপাসনা। উপাসনার ভানে তিন ঘণ্টা তন্দ্রাভিভূত থাকা উপাসনা নহে। তবে চল আজ এই উৎসবে জগন্নাথ দর্শন করিয়া অমিত বল সঞ্চয় করি। দেখিলে জগন্নাথের যাত্রী কেমন দলে দলে সেই সাগর পারে পদব্রজে চলিয়া গেল। আষাঢ়ের বৃষ্টি মস্তকের উপরে। কেমন অটল আস্থা, কেমন কষ্টসহিষ্ণুতা! কিন্তু তুমি ব্রাহ্ম তোমাকে বৃষ্টির দিন তোমার বাসা হইতে শতহস্ত দূরে মন্দিরে দেখিতে পাই না। ঐ যে যাত্রী গাইয়া চলিয়াছে "প্রভু জগন্নাথ মনমে লাগাও প্রেম ডুরি। জগন্নাথ যেতেরে ভাই পথে বড় কাঁটা, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খেতে বড় মিঠা, প্রভু জগন্নাথ মনমে লাগাও প্রেম ডুরি।" তেমনি করিয়া একবার গাই দেখি, ঝড় প্লাবন উপপ্লাবন সব থামিয়াছে, এস একবার হৃদয় সরোবরে অক্ষুণ্ণ ঈশ্বর দর্শন করি! এস ভাই ভগ্নি আজ মনোরথে জগন্নাথ দর্শন করিব। এস সবে জ্ঞান ভক্তি অশ্ব যুড়িয়া আজ সে রথ টানিব, প্রেম রজ্জু সংলগ্ন করিয়া আজ রথ আকর্ষণ করিব। ঈশ্বর এই উৎসব ক্ষেত্রে আমাদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

সংবাদ।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর উপাচার্য্য বাবু প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস, যিনি ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্ম ধর্ম্মমতে শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম ৺ ব্রজসুন্দর মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি সম্প্রতি তাঁহার বালিকা কন্যাকে সম্পূর্ণ পৌত্তলিক মতে বিবাহ দিয়া পৌত্তলিক সমাজে গৃহীত হইয়াছেন, ইনি প্রধান আচার্য্য ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের সরকারে কেসিয়ার আছেন এবং শুনিতে পাই এই বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু, ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে যে কার্য্য নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং কেশব বাবু বিবাহ সম্বন্ধে যে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদার	দার্জিলিং	৩
„ গোপাল চন্দ্র রায়	হুরি	৩
„ গিরিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	রাউলপিণ্ডি	৩
„ লক্ষ সিংহ	দার্জিলিং	৩
„ কেদারনাথ চৌধুরী	সিমলাপাহাড়	৩
„ কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়	জয়দেবপুর	৩
„ দ্বারকানাথ সিংহ	জব্বলপুর	৩
„ গোপাল চন্দ্র ঘোষ	শিবসাগর	৩
„ মথুরানাথ নন্দী	ময়মনসিংহ	৩

১৯ শ্রাবণ প্রকাশিত।

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 17, Bhowanicharn Dott's Lane, Calcutta.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, শুক্রবার, ১৮০০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

শ্রীযুক্তবাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়া ইংলণ্ডের ইনকোয়ারার নামক সংবাদ পত্রে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন, যে কেবল নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম সংস্কার করাই কেশব বাবুর জীবনের লক্ষ্য, সমাজ সংস্কারকে তিনি কখনই জীবনের কার্য্য মনে করেন নাই। এই উক্তিটী কুচবিহারের বিবাহ অপেক্ষা শতগুণে শোচনীয়! এই উক্তিটীর দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের ভিত্তি ভূমি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। এরূপ মত প্রচার করিলে অনেক দুর্ব্বল ব্রাহ্মের জীবনে কিরূপ ফল ফলিবে যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত বিবরণটী পাঠ করুন। কলিকাতার সন্নিকটে কোন গ্রামে একজন ব্রাহ্ম আছেন। তিনি অনেক দিনের ব্রাহ্ম, বহু কাল কেশব বাবু দিগের বিশেষ অনুগত। গত আন্দোলনের সময় তিনি কেশব বাবু দিগের পৃষ্ঠ পর হইয়া বিপক্ষদলের সহিত বিবাদ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি আপনার দশম বর্ষীয়া কন্যাকে পৌত্তলিক প্রথানুসারে পাত্রস্থ করিয়াছেন। তাহার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ আপত্তি করাতে বলিলেন "আমরা উপাসক সমাজ সংস্কারক নই'। এ কথাগুলি ১২ বৎসর পূর্ব্বে বলিলে ত আর আদি সমাজ ত্যাগ করিতে হইত না। কেবল নির্জ্জলা উপাসনা টুকু প্রচার করাই যদি কেশব বাবুর জীবনের কার্য্য হয় তবে উপবীত লইয়া এত টানা টানি করা হইয়াছিল কেন? আমাদের বন্ধুগণ যে একে একে সকল কথার অপলাপ করিতে বসিলেন ইহা দেখিয়া আমরা দিন দিন বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর যে পাণ্ডুলিপি মফঃস্বলের সকল সমাজে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার অনেক গুলি সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। যিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার বিচার করিয়া সংশোধিত নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার জন্য একটী সব-কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সপ্তাহে দুই তিন দিন সমবেত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। ত্বরায় বোধ হয় তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইবে। সংশোধন শেষ হইলে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সভ্যদিগের সম্মতিগ্রহণ করা হইবে। নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইলে সভার ভিত্তি স্থাপিত হইল। তাহার পর সাধারণ সমাজ, প্রচার প্রণালী স্থিরীকরণ প্রচারক নিয়োগ, অর্থ সংগ্রহ, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক গ্রন্থ প্রচার প্রভৃতি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। কার্য্য ক্ষেত্র অসীম বিস্তৃত, যাহাঁরা এই সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা দুর্ব্বল ও অনুপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়াও যে এত গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা আপনাদের বুদ্ধিবিদ্যা বা শক্তি সামর্থ্যের প্রতি তত নির্ভর করেন না। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস চিরকাল সত্যের রক্ষা কর্ত্তা যিনি তিনিই তাঁহার কার্য্যকে সুসম্পন্ন করিবেন। বিশ্বাসী অনুরাগী ও সরল লোক মিলিলে আর কোন অভাব থাকিবে না।

কুক্ষণে মহাপুরুষের মত প্রচার হইয়া ব্রাহ্মসমাজের অনেক দিকে অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগ কর্ত্তাদিগের মধ্যে একটী মহাপুরুষ না দেখিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম মনে মনে সাধারণ সমাজের স্থায়িত্বের প্রতি সন্দেহ করিয়া থাকেন। সাধারণ সমাজ সবে শিশু; ব্রাহ্মদিগের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাতারা আজিও এরূপ বিশেষ কোন কার্য্য করেন নাই সত্য কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই বিবাহের আন্দোলন আরম্ভ হওয়া অবধি মফঃস্বলের বন্ধুগণ প্রতিষ্ঠাতাদিগের নিকট হইতে যত পত্র পাইয়াছেন গত ১২ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বা কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ পাইয়াছেন কি না? ব্রাহ্মসমাজ কমিটী সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে না জানাইয়া কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এমন কি এত শীঘ্র যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করা হইল তাহারও মধ্যে সকল সমাজের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল এবং সপ্তাহদ্বয়ের মধ্যে ২১শটী সমাজও ৪২৫ জন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার সম্মতি লাভ করা হইয়াছিল। সাধারণ সমাজের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি বিচারার্থ সপক্ষ বিপক্ষ সকল শ্রেণীর লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে কেবল তাহা নহে নিয়মাবলীর দোষ গুণ বিচারস্থলে যে সকল ব্যক্তি প্রকাশ্য পত্রে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের সেই সকল কথা সংবাদ পত্র হইতে

সংগ্রহ করিয়া বিচার ও গ্রহণ করা হইতেছে। ইহাকেই বলে নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করা—ইহাকেই বলে ব্রাহ্ম সাধারণের মতে ব্রাহ্মসমাজ গঠন করা। ইহা দেখিয়াও যদি কোন ব্রাহ্মের মনে আশার সঞ্চার না হয়। আমরা তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে ও সাহসের সহিত বলিতেছি যে ঈশ্বর কৃপায় এই বার ব্রাহ্মসমাজের একটী মহানিষ্টের আশঙ্কা নিবারিত হইল। যেমন বীজের মধ্যে সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট তরুর সন্নিবেশ দেখিতে পান, আমরা তেমনি দিব্যচক্ষে ক্ষুদ্র কলেবর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজরূপ বীজকোষের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত উন্নতি ও বিকাশ দেখিতে পাইতেছি। এক্ষণে কেবল নিরন্তর পরিশ্রম করিবার লোকের প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাত্রেরই এ বিষয়ে সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

কেশববাবুর পক্ষীয় কেহ কেহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী দেখিয়া বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহার মধ্যে এইরূপ নিয়ম সকল সন্নিবেশিত করিতে পারিলে ভাল হইত—আপনারা সে চেষ্টা করিলেন না কেন? তদুত্তরে এই মাত্র বক্তব্য; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অনুষ্ঠাতাদিগের অনেকে গত ৬।৭ বৎসর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। একটী কারণে তাঁহাদের সকল চেষ্টা সুফল প্রসব করিতে পারে নাই। সে কারণটী এই,—উক্ত সমাজের বর্ত্তমান কর্ম্মচারীগণ সকলেই কেশববাবুকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ এবং তাঁহার আদেশকেই ঈশ্বরাদেশ মনে করেন। কেশববাবুও নিজে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যকে ঈশ্বরাদিষ্ট জ্ঞান করেন। প্রতাপবাবুর উক্তি তাহার প্রমাণ। এই সংস্কার থাকাতে বর্ত্তমান কর্ম্মচারীগণ কেশববাবুর মত বিরোধী কোন মতানুসারে [illegible] [illegible] হইয়া তাহার [illegible] অনেক চেষ্টা করিয়া [illegible] [illegible] না। [illegible] বৎসর [illegible] অধিকাংশের মতে অধ্যক্ষ সভা নামে একটী সভা [illegible] নিযুক্ত [illegible] করা গেল এবং কেশববাবুকে তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। কেশববাবু হয় ত ঘরে গিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"হুঁ! উহাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আবার কার্য্য করিতে হইবে। সকলেত ব্রাহ্ম সমাজের জন্য ভাবেন কত!" অমনি অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ অধ্যক্ষ সভার আবশ্যকতা আর দেখিতে পাইলেন না। অধ্যক্ষ সভার সম্পাদক একজন প্রচারক—আর সভা ডাকিলেন না। সভা জনমের মত নিদ্রা গেল। আর একবার ব্রহ্ম মন্দিরের ঋণ পরিশোধের কথা উত্থাপন করিয়া অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে মন্দিরের তত্ত্বাবধারক চারি মাসের মধ্যে মন্দিরের ব্যয় ও ঋণের হিসাব প্রকাশ করিবেন। তখন স্বীকার করা হইল কিন্তু কার্য্য কালে করা হইল না। বস্তুতঃ যাঁহারা প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট হইতে নব নব আদেশ পান, তাঁহাদের যে লোকের সহিত পরামর্শের প্রয়োজন নাই ইহা সকলেই সহজ যুক্তিতে বুঝিতে পারিবেন। এইরূপে যতবার যত আয়োজন করা হইল কর্ম্মচারিদিগের অনবধানতা ও প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন কিছুতেই নিয়মতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল না। এই জন্য আমাদের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণের হস্তে কার্য্যভার থাকিতে কোনমতেই নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ প্রথম কর্ম্মচারিদিগকে সরাইবার প্রয়াস করিলেন। যখন দেখিলেন যে তাঁহারা অযথারূপে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চান তখন স্বতন্ত্ররূপে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না। যদি কেহ মনে করেন যে এখনও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবার আশা আছে, যদি কেহ ভাবেন যে কেশব বাবুকে অনুরোধ করিলেই তিনি পদ পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহাকে বলি তিনি সেই অনুরোধ করুন; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করুন, একমাত্র ব্যক্তির সর্ব্বময় প্রভুত্বের দিন অবসান করিয়া সাধারণের স্বত্ব ও অধিকার স্থাপন করুন তাহা হইলে আর সাধারণ সমাজ স্বতন্ত্র থাকিবে না। বৃথা দলাদলি বা বৈর সাধন করা ইহার উদ্যোগকর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় নয়। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা দেখিলেই তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করিবেন।

সাধন-সঙ্কট।

গিরি পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিবার সময় ভ্রান্ত ও অজ্ঞ পথিক এক এক সময় অতি ভয়াবহ স্থানে উপনীত হন। একে পার্ব্বতীয় পথ সকল দুরারোহ ও দুর্গম, একে চতুঃপার্শ্বস্থ গুহা ও বনরাজি শ্বাপদ সঙ্কুল, একে পদে পদে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতির করাল কবলে পতিত হইবার আশঙ্কা, তাহার উপর আবার সেই পার্ব্বতীয় পথ সকল এক এক স্থানে এরূপ জটিল, সংকীর্ণ ও বন্ধুর যে তথায় আসিয়া যেমন একদিকে পথ নির্ণয় করা দুষ্কর অপরদিকে রেখা মাত্র পদস্খলন হইলে একেবারে সানুদেশ হইতে অতল উপত্যকা বক্ষে পতিত হইবার সম্ভাবনা। এই সকল দুর্গম ও ভয়াবহ স্থানকে গিরি সঙ্কট বলিয়া থাকে ধর্ম্ম পথের পথিকদিগের সাধন মার্গেও এই রূপ দুর্গম স্থান সকল দৃষ্ট হয়; তাহাকে সাধন-সঙ্কট বলা যাইতে পারে। এই রূপ কয়েকটী সাধন-সঙ্কটের উল্লেখ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রথম সঙ্কট মোহ। সংসারাসক্তিকে সচরাচর মোহ বলে। এ মোহ অন্য প্রকার। ধর্ম্ম পথের সাধকদিগকে এক এক সময় মহা ভ্রমে পতিত হইতে হয়। আন্তরিক ও অকপট ব্রহ্মানুরাগই সাধনের লক্ষ্য। অনেক হতভাগ্য সাধক এই সার পদার্থ বিস্মৃত হইয়া শস্য ত্যাগ করিয়া তুষ গ্রহণের ন্যায় অসার ও অপদার্থ; ধর্ম্মের বহিরাকৃতি মাত্র অবলম্বন করেন। মানবের সকলপ্রকার মানসিক ভাবই কতগুলি বাহ্য আকৃতি বা ভাষাতে প্রকাশ পায়। ক্রোধের এক প্রকার ভাষা ও আকৃতি, শোকের অন্য প্রকার ভাষা ও আকৃতি। সেইরূপ

ভক্তির ও বাহ্য আকৃতি এবং ভাবা আছে। সাধক ভক্তি-লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া সচরাচর ভক্ত জনদিগকে আদর্শরূপে অবলম্বন করেন এবং তাঁহাদের অনুরূপ হইবার জন্য প্রয়াস পাইতে থাকেন। হৃদয় নিহিত ভক্তি নেত্রের অগোচর তাহার স্বরূপ ও গভীরতা নির্ণয় করা দুষ্কর, সুতরাং ভক্তজনের ভক্তির অনুকরণ করিতে গিয়া,অনেকে সহজে তাঁহাদের বাহ্য আকৃতি বা ভাবার অনুকরণ করিয়া ফেলেন। একজন প্রকৃত অনুরাগী লোকের নেত্রে ভক্তিধারা বহে, তাহা দেখিয়া সাধক ভাবিলেন, আহা, আমার পাষাণ চক্ষে জল পড়ে না কেন! চেষ্টা সেইদিকে ধাবিত হইল। ক্রমে তাঁহার ন্যায় অশ্রুপাত করা ও তাঁহার ন্যায় ভক্তির ভাবা ব্যবহার করা অভ্যাস হইয়া গেল। আমাদের ভ্রান্ত সাধক সন্তুষ্ট হইলেন যে তাঁহার ভক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা এক প্রকার মোহ। এইরূপ আবার অনেকের দৃষ্টি প্রকৃত ধর্ম্মভাবকে পরিত্যাগ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আসক্ত হয়। ভ্রান্ত বৈষ্ণব যেমন নামাবলী ধারণ তুলসী সেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়াই আপনাকে পরম ধার্ম্মিক মনে করে এবং এই ভ্রান্ত সন্তোষের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতারণা,চৌর্য্যবৃত্তি ও ব্যভিচার প্রভৃতির আচরণে কুণ্ঠিত হয় না, ভ্রান্ত বিষয়ী যেমন গঙ্গাস্নান, দেবপূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি করাইয়া পুণ্যলাভ করিলাম বলিয়া সন্তুষ্ট হন এবং এই পুণ্যসম্বলকে, দুর্ব্বল-পীড়ন, বিধবার সর্ব্বস্বহরণ, পরদারাভিমর্শন প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়ার কুফল নিবারণে সমর্থ মনে করেন, সেইরূপ ব্রাহ্ম সাধকও কখন কখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বাহ্য আচরণ মাত্র অবলম্বন করিয়া আপনাকে সুব্রাহ্ম মনে করেন। আমি প্রতি সপ্তাহে উপাসনা স্থানে যাই, নিকটবর্ত্তী সকল সমাজের উৎসবে আমি উপস্থিত থাকি, নগর কীর্ত্তনে আমি পতাকাধারি দিগের পথ প্রদর্শক, কীর্ত্তন-কালে করতালদাতা ও মস্তকসঞ্চালকদিগের অগ্রগণ্য অতএব আমি ভাল ব্রাহ্ম; যাঁহার মনে এই প্রকার ভ্রান্ত সন্তোষ, তিনি অপরদিকে হয়ত ক্রোধশীল দিগের অগ্রগণ্য, তাঁহার মুখের নিকট হয়ত বন্ধু বান্ধবের পিতারও নিস্তার নাই; তাহাঁর হৃদয়টী শম্বুকের উদরের ন্যায় সঙ্কীর্ণ; তাঁহার কথাতে সত্য নাই,ব্যবহারে ন্যায় নাই, দৃষ্টিতে পবিত্রতা নাই। চরিত্রের এই সকল দোষ যে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম নামের অযোগ্য করিতেছে তাঁহার সে চিন্তা নাই। কেহ কেহ মনে করেন আমি উপবীত ত্যাগ করিলাম, এত বিধবার বিবাহ দিলাম, অসবর্ণ বিবাহ দিলাম, স্ত্রী জাতীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার উপায় বিধান করিলাম সুতরাং আমিই ভাল ব্রাহ্ম। অপর দিকে তিনি হয় ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ দিগের অগ্রগণ্য—উপাসনাতে রুচি নাই, ঈশ্বরের উপর নির্ভর নাই, কার্য্যে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নাই,চরিত্রে পবিত্রতা নাই। এই সকল ত্রুটী যে ব্রাহ্ম নামের পক্ষে সাংঘাতিক তাহা তিনি বুঝিতেও পারেন না। ইহা এক প্রকার মোহ। এই মোহ সঙ্কটে উপস্থিত হইয়া অনেক সাধক ধর্ম্মতৃষ্ণা বিহীন হইয়া পড়েন এবং সাধন পথ হইতে পতিত হন।

দ্বিতীয় সঙ্কট কপটতা। ধার্ম্মিক নাম ক্রয় করিবার অতিরিক্ত ইচ্ছা হইতে এইটী উৎপন্ন হয়। হয় ত একজন বাস্তবিক সরল ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রণোদিত হইয়া সাধন আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন সাধন বলে উন্নতিও হইল। লোক-সমাজে তিনি সাধক এবং ধার্ম্মিক এই নাম উপার্জ্জন করিলেন। তাঁহার প্রতি লোকের চক্ষু আকৃষ্ট হইল। কিছুদিন যায় গোপনে তাঁহার ধর্ম্মভাব ম্লান হইল অথবা তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার দোষ স্পর্শ হইল। তিনি আপনার অসারতা অনুভব করিলেন—আপনাকে হীন বলিয়া জানিলেন; তথাপি সেই ধার্ম্মিক নামের লোভে ধর্ম্মের ভাণটী পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় যখন দিনান্তে একবারও ঈশ্বরকে স্মরণ করে না তখন তাঁহার মুখ বলিল "প্রেম রসে ডুবে থাকি সদা সর্ব্বদা;" তাঁহার হৃদয় যখন অপবিত্রতা দূষিত তখন তিনি মুখে পবিত্রতা প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপ কপটতা ও ধর্ম্মের ভাণে সাধকের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়; এবং এইরূপ অবস্থাতে অধিক দিন থাকিলে অবশেষে ধর্ম্মের নাম উপহাসের বস্তু হইয়া পড়ে।

তৃতীয় সঙ্কট অহঙ্কার। এইটি সাধন পথের আর একটি প্রধান বিঘ্ন। এক ব্যক্তি ধর্ম্ম তৃষ্ণাতে ব্যাকুল হইয়া সাধন পথে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন যে তাঁহার অনেক উন্নতি হইয়াছে, তখন তিনি আপনাকে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহা অপেক্ষা হীন ও দুর্ব্বল সাধকদিগকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন অমুক অব্রাহ্ম, অমুক হীন, অমুক অপদার্থ; এই সকল দম্ভের কথা মুখে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ধর্ম্মতৃষ্ণার অগ্নিও ভিতরে ম্লানভাব ধারণ করিতে লাগিল।

চতুর্থ সঙ্কট ভক্তাশ্রয়। ভক্তাশ্রয় আবার সাধন পথের সঙ্কট, ইহা শুনিয়া অনেকে হয়ত চমকিত হইবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে গূঢ় অর্থ আছে। ধর্ম্মতৃষ্ণাই মানবের ধর্ম্মজীবনের রক্ষা ও উন্নতির একমাত্র উপায়। যে ভাবে ভক্তকে আশ্রয় করিলে সেই ধর্ম্মতৃষ্ণার ব্যাঘাত হয় সেরূপ ভক্তাশ্রয়কে সাধনের শত্রু বিবেচনা করা উচিত। সাধু ঈশ্বর ভক্ত মহাত্মাদিগের সহবাস ও উপদেশ যে মানবের ধর্ম্মপথের বিশেষ সহায় তাহা কে অস্বীকার করিবে বরং ঈশ্বর পদপ্রদর্শক মহাজনের প্রতি ভক্তির ত্রুটী দেখিলে আত্মার বিকৃতাবস্থার অনুমান করা যায়। কিন্তু তাহা বলিয়া হস্তপদ বাঁধিয়া গঙ্গাজলে আত্মসমর্পণ করার ন্যায় কেহ যদি স্বাধীনচিন্তা ও স্বাবলম্বন বিরহিত হইয়া মহাপুরুষ-সাগরে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন তাঁহার সে ভক্তাশ্রয় সেই দিন হইতে তাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণাকে ম্লান করিয়া ফেলে। ধর্ম্মতৃষ্ণা ভিন্ন ধর্ম্মজীবন হয় না, স্বাধীন-চিন্তা ও আত্মদৃষ্টি ভিন্ন ধর্ম্মতৃষ্ণার উদয় হয় না। যাঁহারা ভক্তরূপ বৃক্ষ পাইয়া নিশ্চিন্তমনে তাহার তলে বসিয়া থাকেন বৃক্ষরাজ দয়া করিয়া যে ফল বর্ষণ করেন অবিচারিতচিত্তে তাহাই আহার করা জীবন ধারণের একমাত্র উপায় করেন, তাঁহাদের সাধন কাণ্ড প্রায় শেষ হইয়া যায়। সাধু সজ্জন দিগকে ভক্তি করিব অথচ তাঁহাদের মধ্যে নিমগ্ন হইব না এইভাবে যাঁহারা তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন তাঁহারাই সুফল লাভ করেন।

পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার সঙ্কট যাঁহারা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্। ধর্ম্মপথের প্রত্যেক পথিকেরই এই সঙ্কট চতুষ্টয় উত্তীর্ণ হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত।

কুমারী কলেট ও রবিবাসরীয় মিরার।

আমরা মনে করিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মসমাজের বিগত বিবাদের বিষয় আর কিছু বলিবনা কিন্তু ইণ্ডিয়ান মিরার আমাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিলেন না। গত ১১ই আগষ্টের রবিবাসরীয় মিরারে "মিস কলেট ও ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন" শীর্ষক প্রস্তাবের মধ্যে সম্পাদক আবার প্রতিবাদ-পক্ষের প্রতি কতকগুলি দোষারোপ করিয়াছেন। সত্যের সহিত সেই বাক্যগুলির সংস্রব নাই; সুতরাং আমাদিগকে আবার ব্রাহ্ম পাঠক মহাশয়দিগকে তাহার উত্তর দিয়া বিরক্ত করিতে হইল। তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। আমরা মৌনী থাকিয়া দেখিয়াছি সেগুলি যথোপযুক্ত রূপে প্রতিবাদ না করিলে লোকের মনে সত্য কথা বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

প্রথমতঃ মিরার সম্পাদক বলিতেছেন—"প্রথমতঃ ইণ্ডিয়ান মিরারে বিবাহের সংবাদ যখন প্রথমে প্রকাশিত হইল তখন যে তাহা হঠাৎ ব্রাহ্মদলের মধ্যে কামানের গোলার ন্যায় পড়িয়াছিল তাহা নহে, কারণ পূর্ব্ব হইতেই সকলেই এই বিবাহের বিষয় জানিত; এমন কি কেশব বাবুর প্রতিপক্ষেরা তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্য আপনাদের কয়েকজনকে একপ্রকার প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন।"

ব্রাহ্ম পাঠক ধীরচিত্তে এইটী পাঠ করুন। প্রথমতঃ দেখুন বিবাহের বিপক্ষগণ প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে বন্ধুভাবে কেশব বাবুর নিকট গিয়াছিলেন কি না, মিরার কি ধর্ম্মতত্ত্বে পূর্ব্বে এটী স্বীকার করেন-নাই বরং বলিয়া আসিয়াছেন যে "কেহ তাঁহাকে বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কারণ বলিতেন" অর্থাৎ কেহ তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাহার পর বিবেচনা করুন পূর্ব্বে কি সকলেই বিবাহের সংবাদ জানিতেন? মফস্বলের অনেক ব্রাহ্মভ্রাতা কি মিরারের ও সুলভের ৯ ফেব্রুয়ারি দিবসের ঘোষণা দেখিয়া প্রথমে জানেন নাই? এ সম্বন্ধে সত্য কথা এই, কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের অনেকে এবং মফস্বলে কেহ কেহ জনশ্রুতিতে এ কথা শুনিয়াছিলেন কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এমন কি কলিকাতায় শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতির মুদ্রিত প্রতিবাদ হস্তগত হইলে অনেকে ইহা জানিতে পারিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ কেশববাবুর নিকট মফস্বল হইতে যে সকল প্রতিবাদ পত্র প্রেরিত হয় তৎসম্বন্ধে মিরার বলিয়াছেন "কেশববাবুর কলিকাতাবাসি প্রতিপক্ষগণ বার বার পত্র লিখিয়া, অযথা বর্ণন করিয়া, লোভ দেখাইয়া কতকগুলি মফস্বল সমাজকে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য করিয়াছিল; * * * কতকগুলি সমাজ তাঁহাদের প্রতিবাদ পত্রের প্রত্যাহরণ করিয়াছেন, অপর সকল পত্রের ও স্বাক্ষরকারীগণ অনেকে তৎপরে কেশববাবুর দলে আসিয়াছেন"।

পূর্ব্বোক্ত উক্তি গুলির উত্তর দিব কি, মিরারের সম্পাদক মফস্বলবাসি ব্রাহ্মদিগকে কিরূপ অসার ও অপদার্থ লোক জ্ঞান করেন, অনুভব করিয়া আমাদের লজ্জা এবং ক্ষোভ হইতেছে। আমাদের সংস্কার এই যে ব্রাহ্মসমাজের হিতোদ্দেশে যে কোন কার্য্য করিতে হইবে, তাহা যথা সাধ্য ব্রাহ্ম সাধারণের সহিত পরামর্শ করিয়া করা উচিত। সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা মফঃস্বলের সকল সমাজকে আমাদের প্রতিবাদের সংবাদ দিয়াছিলাম এবং আমরা কি কি করিতে ইচ্ছা করি তাহা জানাইয়াছিলাম। বরং পত্র প্রেরণের সময় আমরা আশা করিয়াছিলাম যে অতি অল্প সংখ্যক সমাজ আমাদের পক্ষাবলম্বন করিবেন, কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম যে স্থানে প্রতিবাদের কিছুমাত্র আশা করা যায় নাই এরূপ সকল স্থান হইতেও প্রতিবাদ আসিল। মফঃস্বলের বন্ধুগণ বলুন আমরা তাঁহাদিগকে ছলে বলে কৌশলে প্রতিবাদ করাইয়াছি কি না? আমাদের কেহ প্রতিবাদ করাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট গিয়াছিলেন কি না? আমরা তাঁহাদিগকে কোন-প্রকার লোভ দেখাইয়াছি কি না? আর মিরার যে লিখিয়াছেন যে কতকগুলি সমাজ প্রতিবাদের প্রত্যাহরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা কত? আমরা প্রতিবাদ করিয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এ বিবাহ ঈশ্বরাদিষ্ট বটে, এরূপে কয়টী সমাজ আপনাদের পূর্ব্ব কথার অপলাপ করিয়াছেন? যে সকল সমাজ প্রতিবাদ করিয়াছেন আমরা তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা কয়জনে এরূপ অনুতাপিত হইয়াছেন। তবে বোধ হয় কোন কোন প্রতিবাদকারী সমাজ কেশববাবুর প্রচারক দিগকে নিমন্ত্রণ করাতে মিরার সম্পাদকের এই ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কি সম্ভব নয় যে একটী সমাজ বিবাহের প্রতিবাদ করিতে পারে অথচ বন্ধুভাবে কোন প্রচারক বিশেষকে ডাকিতে পারে? ইহাই যদি মিরারের ভ্রমের কারণ হয় তাহা হইলে প্রতিবাদকারী সমাজদিগের সাবধান হইয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা উচিত। আর স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে কে বা কেশববাবুর দলে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন? আমরা ত কেবল ক্ষেত্রমোহন দত্তের নাম জানি, এরূপ আর কয়জন আছেন জানিতে ইচ্ছা হয়।

তৃতীয়তঃ ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভা সম্বন্ধে মিরার সম্পাদক বলিয়াছেন—"সেই সভায় যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের ছয় ভাগের ৫ ভাগ কেবল গোলমাল এবং যদি আবশ্যক হয় মারামারি করিবার, জন্য আসিয়াছিল; (কেহ কেহ লাঠি শোটা লইয়া আসিয়াছিল, কেহ কেহ কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছিল, কেহ কেহ আস্তিন গুটাইয়া আসিয়াছিল) উপাসকমণ্ডলীর সহিত তাহাদের কোন সংস্রব ছিল না; অবশিষ্ট ষষ্ঠ ভাগের ও আবার অর্দ্ধেকের নিয়ম ভঙ্গ অপরাধে ভোট দিবার অধিকার ছিল না।"

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পাঠ করিলে বোধহয় প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে কলিকাতার গুণ্ডাই অধিক। সে সভাতে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রথম, কেশববাবু ও প্রতাপবাবু প্রভৃতি যখন কথা কন তখন

সভা নিস্তব্ধ আর প্রতিপক্ষ দলের কেহ যখন কথা কন, তখন ভয়ানক গোলোযোগ। দ্বিতীয়, কেশববাবু ও প্রচারকগণ যখন সভা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রতিপক্ষগণ সভার কার্য্য করিতে লাগিলেন, তখনও ভয়ানক গোলোযোগ চলিল। এ সংবাদ অনেক পাঠক সংবাদপত্রে পড়িয়া থাকিবেন। এখন প্রশ্ন এই প্রতিপক্ষগণ কি কেশববাবু ও প্রতাপবাবুর সময় নিস্তব্ধ থাকিয়া আপনাদের স্বপক্ষগণের সময়েই গোলোযোগ করিয়াছিল, কিংবা কেশববাবু প্রভৃতি সভা ত্যাগ করিলে তাহারা কি আপনারাই গোল করিতে লাগিল এবং কার্য্য করিতে লাগিল? অনেক পাঠক হয়ত প্রশ্ন করিবেন তবে কে গোল করিল? ইহার উত্তর এই কতকগুলি স্কুলের বালক মিলিয়া এই গোলোযোগ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেশববাবুর পুত্র, ভ্রাতুস্পুত্র ও ভাগিনেয় প্রভৃতিকে দেখা গিয়াছিল। ইহারাই আলবার্টহলের সভাতে গোল করে। কোন প্রকারে প্রতিপক্ষগণকে অসৎ প্রকৃতির লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করা নাকি মিরারের লক্ষ্য, সুতরাং সত্যাসত্য বিচার করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

চতুর্থতঃ কেশববাবু পুলিষ লইয়া যে দিন বেদী অধিকার করেন সেই দিনের বিষয়েও মিরার বলিয়াছেন—"সে দিন বৈকালেও গোলযোগ করিয়াছিল এবং বলিতে লজ্জা হয় উপাসনার সময়েও গোলযোগ করিয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে পুলিষ নিকটে ছিল সুতরাং অত্যন্ত গোলযোগকারীদিগকে তাড়াইয়াছিল।"

এ কথার একবার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন মিরার তথাপি নিরস্ত হইলেন না বলিয়া আবার উত্তর দিতে হইল। এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা এই;—কেশব বাবু পুলিষ পরিবৃত হইয়া যখন বেদীতে পদার্পণ করিলেন, অমনি প্রতিবাদকারীদিগের যিনি যিনি মন্দিরের মধ্যে ছিলেন তাঁহারা মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। যখন তাঁহারা বাহিরে আসিতেছেন তখন এক পার্শ্ব হইতে 'হুয়ো' এবং করতালির শব্দ উত্থিত হইল। এখন প্রশ্ন "হুয়ো" এবং করতালির অর্থ কি? ইহার অর্থ কি এই নয় যে প্রতিবাদকারীগণ কেশববাবুকে বেদীচ্যুত করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে পরাস্ত হইয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইতে হইল। ইহাও সেই বালকদিগের কর্ম্ম। মিরার এটীও আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন।

অবশিষ্ট একটী কথার উল্লেখ আবশ্যক। মিরার মন্দিরের দ্বারে যে কলহ হয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের অনেকে এখন মনে করেন যে বৃথা মন্দিরে কুলুপ দিতে না গেলেও হইত। তখনও অনেকে এ কার্য্যে মত দেন নাই। কিন্তু কেশব বাবু তৎপূর্ব্বদিবস দুই দুই কুলুপ দিয়া ও মন্দিরে রক্ষক বসাইয়া প্রতিপক্ষদিগকে পথ দেখাইয়াছিলেন তাহা কে না স্বীকার করিবেন? আর দ্বারে যে কলহ হইয়াছিল তাহার সমগ্র দোষও আমাদের স্কন্ধে অর্পণ করা ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ মন্দির রক্ষায় নিযুক্ত একজন কেশববাবুর অনুচর অগ্রে অপমান করিয়া সেই কলহ উৎপন্ন করেন। দোষ তাঁহারই, সাধারণের মন্দিরে কেশববাবুর কি অধিকার? তাঁহারা কেন প্রতিপক্ষদিগকেও কুলুপ দিতে দিলেন না? তাহা হইলে ত গোলোযোগ হইত না।

এ সকল কথা আর বলা উচিত নয়, বোধ হয় আর বলিতেও হইবে না। রবিবাসরীয় মিরার সম্পাদক মহাশয়কে বলি, আর কেন তিনি অসত্য কথার পুনরুক্তি করিয়া মিরারের নামকে কলঙ্কিত করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের অগৌরব বৃদ্ধি করেন। ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ যদি তাঁহার লক্ষ্য হয়—সত্য রক্ষা ভিন্ন কখনই সে লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে না। মিরার কি মনে করেন সকল সদভিসন্ধি তাঁহার কয়েকজন প্রিয় পাত্রের নিজস্ব সম্পত্তি? তদ্ভিন্ন যিনি যে কিছু কার্য্য করেন সকলই অসদভিসন্ধিতে করিয়া থাকেন? ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়, যে কুমারী কলেটের প্রশংসা মিরারের অঙ্গে ধরিত না, তিনি এখন অপরাধের মধ্যে বিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া মিরার এখন বলিতেছেন যে বিবাহ আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কেশব বাবুর প্রতি ভাবের ব্যতিক্রম হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি অনেকটা অসদ্ভাব প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করি যে কুমারী কলেট কেশববাবুর চির অনুগত, যিনি কেশববাবুর কথার উপর নির্ভর করিয়া যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কেশববাবুর বিপক্ষগণকে ইউরোপীয় সমাজে অতি ঘৃণিত লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে কুমারী কলেট ইংলণ্ডে কেশববাবুর নামে তিল প্রমাণ দোষ স্পর্শ হইতে দেন নাই, যে কুমারী কলেট রোগ-জীর্ণ ও ভগ্ন শরীর লইয়া কেশব বাবুর বক্তৃতা ও উপদেশাদি মুদ্রাঙ্কণের ক্লেশ বহন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, যে কুমারী কলেট কেবল ইংলণ্ডে নয় জর্ম্মণি ফ্রান্স প্রভৃতিতেও কেশববাবুর যশঃ সৌরভ বিস্তার করিতে ত্রুটী করেন নাই, যে কুমারী কলেট দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গত ১৫ বৎসরের মিরার ও ধর্ম্মতত্ত্ব পংক্তি পংক্তি পাঠ করিয়া উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে ক্লান্ত হন নাই, যে কুমারী কলেট ব্রাহ্মসমাজের একটী সংবাদ সঞ্চয় করিবার উদ্দেশে নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিকেও পত্রদ্বারা বার বার অনুনয় বিনয় করিতে সঙ্কুচিত হন নাই; জিজ্ঞাসা করি সেই কুমারী কলেটের যে ভাবের ব্যত্যয় হইল ইহার কারণ কি? তবে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব, যে কতকগুলি অসৎ প্রকৃতির লোক একবার কেশব বাবুর অনুগত হয় এবং পরে আপনাদের অসদভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে না পারিয়া হিংসা ও বিদ্বেষ বশতঃ চলিয়া যায়। এ সিদ্ধান্ত ভিন্ন আর গত্যন্তর দেখি না। হায়! নিরপরাধা কলেট ভগ্নশরীরে ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিণীর কার্য্য করিয়া তোমার এই প্রতিফল হইল। আমাদের অনেকে ত অনেক দিন হইতেই, অসৎ, অবিশ্বাসী, বিদ্বেষী, দুশ্চরিত্র নাম উপার্জ্জন করিয়াছি, শেষে কলেটও সেই প্রজ্বলিত কোপাগ্নির মধ্যে পতিত হইলেন। ধন্য বিচার শক্তির প্রখরতা, ধন্য উদারতা!! ধন্য শিক্ষার গুণ। ধন্য কৃতজ্ঞতা!

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি লিখিতে লিখিতে স্মরণ হইল শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সম্প্রতি সঙ্কট পীড়াক্রান্ত হইয়া যাতনা ভোগ করিতেছেন। এ সময়ে তাঁহার মনে কিছুমাত্র ক্লেশ উৎপাদন করা অতি নৃশংসের কার্য্য। আমরা মিরার সম্পাদককেই লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—তাঁহার প্রতি এ সকল বাক্য প্রয়োগ করা হইল না। আমরা কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুরোধে তাঁহাকে ক্লেশ দিয়াছি তিনি যেন সে জন্য আমাদিগকে অপরাধী না করেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে সুস্থ করুন ইহা আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

নিগূঢ় প্রেম।

(২য়)

নিগূঢ় প্রেম আপনাকে আপনি জানে না। প্রকৃত প্রেমিক আপনার প্রেমের বিষয় আপনি অবগত নহেন। তিনি যে তাঁহার প্রেমাস্পদকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভাল বাসেন, তাহা তিনি নিজে অনুভব করিতে সমর্থ নহেন। নিগূঢ় প্রেম আপনাকে দেখিবার সময় অন্ধ হয়। নিগূঢ় প্রেম স্রোতোগামী, সুতরাং উন্নতি দেখিতে পায় না।

নিগূঢ় প্রেমিক প্রেমের অনুরোধে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তাহা অতি মহৎ ও অসাধারণ হইলেও তাঁহার প্রেমের চক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর ও যৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি প্রেমের অনুরোধে গুরুতর ত্যাগ স্বীকার করেন, কঠোর ব্রত ও তপস্যা পরিগ্রহ করেন, প্রাণান্ত পরিশ্রম স্বীকার করেন, ও প্রচুর দুঃখ কষ্ট বহন করেন; কিন্তু তৎ সমস্তই তাঁহার প্রেমের চক্ষে, অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, অতি লঘু ও অতি স্বল্প-মূল্য। নিগূঢ় প্রেমিক আপনার কার্য্য কলাপ দেখিবার সময়ও অন্ধ হন।

নিগূঢ় প্রেমিকের মুখে তাঁহার প্রেমের ব্যাখ্যান কখন শুনিতে পাইবে না। তাঁহার রসনা আপনার কার্য্য কলাপের বর্ণনায় কখনই প্রবৃত্ত হয় না। প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, তাঁহার মুখে কেবল তাঁহার প্রেমাস্পদের গুণ বর্ণনাই শুনিতে পাইবে আর কখন কখনও তাঁহার নিজ কার্য্য কলাপের নানাবিধ ক্রটীর কথা শুনিতে পাইবে।

নিগূঢ় প্রেম, আপনার ক্রটী ও দোষ, দেখিবার সময় সূক্ষ্ম প্রখর ও সুতীক্ষ্ণ-চক্ষু। অন্যের চক্ষে যাহা একটী সামান্য ক্রটী, নিগূঢ় প্রেমিকের চক্ষে তাহা একটী গুরুতর অপরাধ। তাঁহার চক্ষু তখন একটী অণুবীক্ষণ যন্ত্র। তিনি যখন আত্মানুসন্ধান করেন, তখন তিনি আপনার গুণানুসন্ধানে কখনই প্রবৃত্ত হইতে চান না, কিন্তু দোষ ও ক্রটীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আপনার দোষ ও ক্রটী দর্শনই তাঁহার আত্মানুসন্ধান, সেই জ্ঞানই তাঁহার আত্ম জ্ঞান। তিনি কি সাধে তাঁহার গুণানুসন্ধানে বিরত থাকেন? তাঁহার যে চক্ষু দোষ দর্শন কালে স্বভাবতই বিস্ফারিত হইয়া উঠে, গুণের দিকে তাকাইলে তাহা আপনাহইতে সঙ্কুচিত ও নিমীলিত হইয়া যায়। সে দিক তাঁহার নিকট নিবিড় অন্ধকার। নিগূঢ় প্রেম অন্যের দোষ ও ক্রটী দেখিবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তখন তাহার সে কঠোরতা নাই। তিনি সর্ব্বদা ক্ষমাশীল কিন্তু শাসনে পরাঙ্মুখ নহেন।

নিগূঢ় প্রেমিক কি সুখী? তিনি সুখী বটেন, কিন্তু আত্ম সুখে সুখী নন। তাঁহার সুখ তাঁহার প্রেমাস্পদের সুখ দর্শন করিয়া। তাঁহার সুখ তাঁহার ইষ্ট দেবতার সেবা করিয়া, যে কোন সুখ আনন্দ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা তিনি নিজে ভোগ করিতে পারিলেই সুখী হন না, তাহা তাঁহার প্রেমাস্পদের চরণে উপহার দিতে পারিলেই—নিবেদন করিতে পারিলেই সুখী হন। তিনি পূজা করেন, কিন্তু সুখ চান না; তিনি সেবা করেন, কিন্তু আনন্দ চান না। আনন্দ উপস্থিত হইলে আনন্দময়ের চরণে উপহার দিয়া, তাহা যাঁহার সম্পত্তি —যাঁহার প্রাপ্য, তাঁরে দিয়া কৃতার্থ হন।

নিগূঢ় প্রেমিকের দুঃখ কি? তাঁহার বিস্তর দুঃখ। তাঁহার দুঃখ, তাঁহার নিজের ও অপরের জীবনে, তাঁহার প্রেমাস্পদের মুখচ্ছবি অস্ফুট দেখিয়া; তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রেমাস্পদের মুখচ্ছবি উজ্জ্বল নির্ম্মল প্রফুল্ল দেখিতে চান; না পাইলে তাঁহার দুঃখের অবধি থাকে না। ব্রহ্মহীন নর নারী তাঁহার দুঃখের কারণ, ব্রহ্মহীন সংসার তাঁহার দুঃখের কারণ। কেন না সেখানে তাঁহার প্রেমাস্পদের মুখচ্ছবি অস্ফুট বা বিকৃত দেখিতে পান। তাঁহার দুঃখ তাঁহার নিজের অপরাধ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ অন্যের দুঃখ কষ্ট অজ্ঞান ও মালিন্য দেখিয়া, তাঁহার দুঃখ চতুর্দ্দিকের অনীশ্বরতা দেখিয়া ও আপনার পাপ আলস্য ও ক্রটী দেখিয়া। তাঁহার চক্ষের শোকাশ্রু সেই জন্য বক্ষস্থল বহিয়া পতিত হয়।

নিগূঢ় প্রেমিক অন্যের স্কন্ধে অপরাধ ভার নিক্ষেপ করেন না, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে কেবল নিজের উপরে সকল দোষ ও ক্রটী আরোপ করেন। জগতে পাপ ও কষ্ট দেখিয়া তিনি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দেন এবং গোপনে অশ্রুপাত করেন।

নিগূঢ় প্রেমিকের চিন্তা কি কার্য্য কি? কিসে আপনার ও অন্যের আত্মাতে তাঁহার প্রেমাস্পদের স্ফূর্ত্তি হয়, কিসে সেই স্ফূর্ত্তির অন্তরায় সকল নিষ্কাসিত হয় এই চিন্তা। তাঁহার কার্য্য সেই অন্তরায় সকল নিষ্কাসিত করা এবং সেই স্ফূর্ত্তি সাধন করা। নিগূঢ় প্রেমিক সে জন্য কোন ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করেন না, পরন্তু তাহাতে সুখানুভব করেন। নিগূঢ় প্রেমিক সেজন্য কোন কার্য্যকে সামান্য বা হেয় জ্ঞান করেন না, কিন্তু অতি তুচ্ছ কার্য্যকেও মহৎ কার্য্য জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যে প্রেম কার্য্যকে হেয় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা নিগূঢ় প্রেম নহে।

নিগূঢ় প্রেমিক মহৎ হইলেও আপনার মহত্ত্ব দেখিতে পান না, তিনি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কখন আপনাকে মহৎ বলিয়া জ্ঞান করেন না। আপনাকে দীন ও সামান্য বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাস কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। লোকের প্রসংশাধ্বনি শুনিয়া, দেশে বিদেশে তাঁহার গুণকীর্ত্তন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও বিস্মিত হন এবং মনে মনে বিশ্বাস করেন এবং মুখে ব্যক্ত

করেন যে সে প্রশংসা অপাত্রে পতিত হইতেছে; তিনি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। নিগূঢ় প্রেমিক কখনও কাহারো প্রাপ্য সুখ্যাতি অপহরণ করেন না, বরং যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সমস্ত সুখ্যাতির অধিকারী বলিয়া সর্ব্বক্ষণ বিশ্বাসও ব্যক্ত করেন। নিগূঢ় প্রেমিক নিন্দাতে দুঃখিত হন না, বরং আপনাকে তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস ও ব্যক্ত করেন। তাঁহার সুখ দুঃখের সঙ্গে নিন্দা প্রশংসার কোন সম্পর্ক নাই।

নিগূঢ় প্রেমের বিশ্রাম আছে। যিনি কার্য্য করেন তাঁহার বিশ্রাম আবশ্যক। তাঁহার বিশ্রাম সেই অনন্ত শয্যা। সেখানেই তাঁহার শ্রান্তির শান্তি হয়।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী।

২৭এ শ্রাবণ, ১৮০০ শকঃ।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রীর উপদেশ।

আমাদিগের এই জন্মভূমি ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্ম্মসাধকেরা দুই পন্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন। এক দল জ্ঞান পথাবলম্বী, অপর দল প্রেম-পথাবলম্বী। উপনিষদ যাঁহাদিগের শাস্ত্র, তাঁহারা প্রথমশ্রেণী গণ্য, বর্ত্তমান বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত। উপনিষদ পাঠ করিলে দেখা যায়, ব্রহ্ম বিষয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতর প্রশ্ন সকল মীমাংসিত হইয়াছে। এরূপ সূক্ষ্ম তর্ক ও সিদ্ধান্ত বোধ হয় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম বিষয়ে তর্ক ও চিন্তা করিয়া তদতিরিক্ত কেহ কিছু বলিতে পারেন কি না এই সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই প্রখর জ্ঞানের পথে চলিতে চলিতে অবশেষে তাঁহারা অদ্বৈতবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অনন্ত সত্তা অস্বীকার করা হইবে; অনন্ত মাহাত্ম্য প্রকাশের ব্যাঘাত করা হইবে, সূক্ষ্ম চিন্তা ও তর্কের পথে চলিতে চলিতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। এই রূপে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে অন্য সিদ্ধান্তে তাহা হইতে অন্য সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা চিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। উপনিষদ সকল তাঁহাদের গভীর জ্ঞান চর্চ্চার নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু সকল উপনিষদ জ্ঞান বিষয়ক নহে; যদি উপনিষদের অন্যান্য ভাগ দেখা যায়, কর্ম্মকাণ্ড যদি দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে যে সময়ে একদিকে জ্ঞানের এইরূপ উন্নতি সেই সময়েই অন্য দিকে প্রায় সমগ্র দেশের লোক নানা প্রকার কুসংস্কারও ভ্রমে নিমগ্ন ছিল। অল্পজ্ঞানীরাই যে কেবল তদ্রূপ আচরণ করিতেন, তাহা নহে; কিন্তু জ্ঞানীরাও ঐ রূপ কার্য্যে রত থাকিতেন। তাঁহারা বলিতেন "নকর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" তাঁহারা মনে করিতেন, মনুষ্য জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উন্নতি করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাধারণের মঙ্গলের জন্য ও লোক সংগ্রহের উদ্দেশে বাহিরের কার্য্যে সকলের যোগ দেওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক তখন এক দিকে যেমন জ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভা প্রকাশিত হইয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই কুসংস্কারের ঘন নিবিড় অন্ধকার বিদ্যমান ছিল। উপনিষদের জ্ঞানে যে ভারতসমাজের উপকার হইয়াছে, এমন বোধ হয় না। দুই এক জনের হইতে পারে, কিন্তু সমাজের যে কিছু উপকার হইয়াছে, এমন মনে হয় না; অধিকন্তু কালক্রমে সেই জ্ঞান প্রভাকে নির্ব্বাণপ্রায় করিয়া পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানের সাধককে ছাড়িয়া যদি আবার প্রেমের সাধকদিগকে দেখিতে চাও, তবে বৈষ্ণবদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে যে তাহাদিগের জীবনে প্রেমের সকল লক্ষণই প্রকাশিত। হর্ষ, পুলক, অশ্রু মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রেমের যত চিহ্ন শাস্ত্রে উক্ত আছে সকলই তাঁহাদিগের জীবনে দেখা যায়। তাঁহারা হরিনাম করেন, আর দর দর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, প্রেমের আবেশে কখন বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহাদিগের হৃদয় কেমন রসাল, কেমন কোমল, কেমন আর্দ্র, দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এই যে প্রেমের উন্নতি, ভক্তির উন্নতি, ইহাতেও জনসমাজের দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করিতে পারে নাই। দেখা যায়, এই প্রেম ভক্তিতেও নর নারীর সম্বন্ধকে উন্নত করে নাই, পবিত্র করে নাই, জন সমাজের পাপ নিবারণ করিতে পারে নাই বরং এই প্রেমের নামে অন্যান্য পাপাচার সকল প্রশ্রয় পাইয়াছে। ভারতবর্ষে জ্ঞানসাধক ও প্রেম সাধক ইহার কেহই সমাজের উন্নতি ও সমাজের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়েন নাই। আমাদিগের দেশ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের দিকে যদি দৃষ্টিপাত কর, তবে দেখিতে পাইবে যে, সেখানে ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার এমন কি রাজনীতি সংস্কার পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে। যদি ও তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের গদগদ ভাব নাই, সিদ্ধান্ত সকল তত সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার নয়; কিন্তু যেরূপ বিশ্বাস, তদনুরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহাদিগের যথেষ্ট নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিবার জন্য এক একটী পুরুষ ও রমণী দস্যুহস্তে নিহত হইয়াছে এমন কি তুষানলে দগ্ধ হইয়াছেন। সে সকল কথা শুনিলে হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া যায়। মানবের বুদ্ধিতে যত প্রকার প্রাণহত্যার কৌশল উদ্ভাবিত হইতে পারে হইয়াছিল, তথাপি কণ্ঠের এ দিকে প্রাণ থাকিতে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিব না এই সুদৃঢ় সংকল্পে বদ্ধ হইয়া অগণ্য লোক প্রাণ দিতে লাগিল। এইরূপ যখন ধর্ম্মসংস্কার আরম্ভ হইল, তাহার পর কিছুদিন চলিয়া না যাইতে যাইতে, অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত না হইতে হইতে দেখিবে যে সমাজ সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। অবশেষে সেই তরঙ্গ গিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল; সে তরঙ্গে রাজার সিংহাসন ভাসিয়া গেল, সমাজের মূল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া যাইতে লাগিল; প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং প্রজাদের সহিত রাজার সম্বন্ধের মধ্যে নূতন ভাব প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিপ্লবের সঙ্গে সে ভাব দেখা যায় না। এখন প্রশ্ন এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি ভারতের প্রাচীন কালের ন্যায় জ্ঞান বা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় প্রেম মাত্র শিক্ষা দিয়া নিরস্ত হইবে না ইহার আর কিছু কর্ত্তব্য আছে? হে ব্রাহ্ম। কেবল প্রেম ভক্তির চর্চ্চাই ব্রাহ্মধর্ম্ম

যদি এই ভ্রমে পড়িয়া থাক তবে চল দেখাইয়া আনি ঈশ্বরের নামে মানুষ কেমন কাঁদিতে পারে,—বৈষ্ণব সমাজে যাও দেখিবে, নাম গান করিয়া মানুষ কেমন উন্মত্ত হইতে পারে, বৈষ্ণব সমাজে যাও দেখিবে প্রেমে কেমন মানুষ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে পারে। ভারতবর্ষে আবার নূতন করিয়া প্রেম ভক্তি কি দেখাইবে? জ্ঞানের গর্ব্ব কি কর ব্রাহ্ম? প্রাচীন সময়ের সেই চিন্তার প্রখরতা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার বিষয় স্মরণ কর তাহার অপেক্ষা কি দেখাইবে? তদ্দ্বারা বা কি বিশেষ উপকার হইয়াছে স্মরণ কর। ব্রাহ্ম! তুমি কি বৈরাগ্যের কথা বল? বৈরাগ্যাচরণ যদি দেখিতে যাও, তবে চল দেখাইয়া আনি, কত শত লোক ঊর্দ্ধাবহু হইয়া কঠোর বৈরাগ্য ব্রত ধারণ করিয়া রহিয়াছে; চল দেখাইয়া আনি, কত শত কৌপীনধারী বৈরাগী পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, ইহার উপর কি ছার উনবিংশ শতাব্দীর বৈরাগ্য দেখাইতে চাও? বলি ব্রাহ্ম! কেবল প্রেম ভক্তিতে দেশের উদ্ধার হইবে না,—কেবল বৈরাগ্যে দেশের উদ্ধার হইবে না,—কেবল জ্ঞান চর্চায় দেশের উদ্ধার হইবে না। ইহা বলিয়া যে প্রেম চাই না,—ভক্তি চাই না,—একথা আমি বলিতেছি না। এ সকলের একটীতে কিছু হইবে না, এ গুলির সঙ্গে সঙ্গে আর একটী চাই। বিশ্বাস ও নিষ্ঠা চাই যে বিশ্বাস জীবনের সকল বিভাগে যায় সেই বিশ্বাস চাই। ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নূতন ভাব; প্রাচীন কালের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল জ্ঞানের উন্নতি করিবে না; বৈষ্ণবদিগের ন্যায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল হৃদয়ের ভাব মাত্রকে প্রবল করিবে না। ইহা কেবল দুই এক জনের উদ্ধার করিতে আসে নাই; ইহা সমগ্র দেশের সমগ্র জনসমাজের উদ্ধার সাধন করিবে। ইহারই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবশ্যকতা। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নব ভাব। ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে জীবনক্ষেত্রের সকল দিকে প্রসারিত হয়, জ্যোতিঃ ইহার যাহাতে সকল দিকে বিস্তৃত হয়, এরূপ করিতে হইবে।

মস্তকে, হস্তে, পদে ব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসক সর্ষপ কণার ন্যায় ঔষধ সেবন করাইলেন। সে যদি অবিশ্বাসী হয় তবে মনে করিতে পারে, এই সামান্য ঔষধে কিরূপে আমি ব্যাধিশূন্য হইব? কিন্তু অবশেষে যেমন তাহার হস্তের রোগ, পদের রোগ, মস্তকের রোগ সকলই সেই এক ঔষধে অন্তর্হিত হয়, তদ্রূপ যদি এই সমাজ রূপ শরীরের সর্ব্বাংশের ব্যাধি এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা দূর না হয় তবে কি হইল? আমার পরিবারের অভাব, জীবনের নিকৃষ্টতা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দূরীভূত করিবে। আমার গৃহের অভদ্রতা, তোমার গৃহের অভদ্রতা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অপনীত করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজের কুরীতি, কুনীতি বিনাশ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম রাজনীতির মধ্যে গিয়া, রাজা প্রজার মধ্যে গিয়া রাজা প্রজার সম্বন্ধ নির্ণয় করিবে, বাণিজ্যের মধ্যে গিয়া অন্যায় কার্য্য সকলকে বাণিজ্য হইতে দূরে রাখিবে। এ সকল যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম করিতে পারে, তবে ইহা দ্বারা জগতের পরিত্রাণ হইবে। এই প্রতিজ্ঞা চাই যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তবে মনে করিব না যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। যখন দেখিব আমি উদ্ধার হইয়াছি, তখনই পরিবার মধ্যে, পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগ্নীর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিব, অবশেষে সমাজে ও রাজনীতিতে ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিব। ব্রাহ্মধর্ম্ম, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, পিতা পুত্রের মধ্যে, প্রভু ভৃত্যের মধ্যে থাকিয়া সম্বন্ধ নির্ণয় করিবে। স্বামী স্ত্রীতে নির্জ্জনে যেখানে আলাপ আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এই জ্যোতি সেখানে গিয়া বলিবে সাবধান! পবিত্রতার সীমা অতিক্রম করিও না। পিতা যেখানে পুত্রকে শাসন করিতেছেন সেখানে এই জ্যোতি গিয়া বলিবে সাবধান! বণিক অন্যায় শাসন করিও না। যখন কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতেছেন সেখানে গিয়া এই জ্যোতি বলিবে,সাবধান অন্যায় লাভের আশায় প্রতারণা করিও না। কৃষক যখন ক্ষেত্রে শস্য বপন করিবে, রাজা যখন আইন প্রস্তুত করিবেন, প্রজা যখন শাসিত হইবেন, সমস্ত অবস্থাতেই এই জ্যোতি গিয়া পথপ্রদর্শন করিবে। হে ব্রাহ্ম! ব্রাহ্মধর্ম্মকে সকল বিভাগে লইয়া যাও। এক দিকে যেমন জ্ঞান চাই, অন্য দিকে তেমনই প্রেম ও চাই। যেখানে কেবল জ্ঞান আছে, সেখানে প্রেমের অভাবে শুষ্কতা, কঠোরতা আসিবে; যেখানে কেবল প্রেম আছে, জ্ঞানের অভাবে সেখানে কুসংস্কার আসিবে। জ্ঞান ও প্রেম লইয়া ঈশ্বরের নানাপ্রকার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। যদি কার্য্য না থাকে, কার্য্য উদ্ভাবন করিয়া লইতে হইবে। কার্য্যই ঈশ্বরে উঠিবার সোপান। ঈশ্বরে উঠিবার সোপান কেবল বৈরাগ্য নয়, বা প্রেম ভক্তি নয়, কার্য্য চাই। কার্য্যে চিত্তশুদ্ধি হয়। সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠানে রত থাকিলে চরিত্র সৎ হইয়া যায়। কথিত আছে,পুণ্য কর্ম্ম করিলে পুণ্যই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহার যেরূপ কার্য্য,তাঁহার চিন্তা, স্বপ্ন প্রভৃতি মানসিক ভাবও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির হস্ত একটী না একটী সদনুষ্ঠানে নিয়ত রত থাকে, সে ব্যক্তি স্বপ্নেও, সৎকার্য্য দর্শন করেন; শয়নে, স্বপনে তিনি ঈশ্বরের সেবা করিয়া থাকেন। এই সৎ কার্য্যের উপর যদি জ্ঞানের ও প্রেমের যোগ হয়, তবে লোকের জীবন তদ্দ্বারা অতি সুন্দর হইয়া উঠে। এই গুলি স্মরণ রাখিয়া এখন ব্রাহ্ম-বন্ধু ভাব দেখি কার্য্য-ক্ষেত্র কিরূপ বিস্তৃত! আমাদিগের দেশের রমণীদিগের বিষয় স্মরণ কর, তাঁহাদিগের জন্য কি করিয়াছ? তোমার পত্নী ও সহোদরার বিষয় স্মরণ কর নারীকুল অনুন্নত থাকিতে মনে করিয়াছ কি তোমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজে স্থান পাইবে? এই সকল স্মরণ করিলে তিন শতাব্দীর কার্য্য আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার উপর দেশের লোকের হীনাবস্থা, দেশের কুরীতি কুসংস্কার প্রভৃতির বিষয় স্মরণ কর। রাজনীতির মধ্যে কত পক্ষপাত,কত অন্যায়াচার রহিয়াছে মনে করিয়া দেখ। ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি সেই সকলের মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে। আমি ফুঁ দিব, তুমি ফুঁ দিবে, তবে অগ্নিকাণ্ড জ্বলিবে; তাহতে যে দাবানল ভারতে উপস্থিত হইবে, তাহাই ভারতের পাপরাশিকে ভস্মীভূত করিবে। কেবল কি আমি খাটিব, কেবল কি তুমি খাটিবে, তাহা নহে। সকলেই খাটিবে। কে ব্রাহ্ম

বন্ধু গণ! সকলে মিলিয়া সুবীজ রোপণ কর, সকলে মিলিয়া মহৎ কার্য্য সকলের ভিত্তি স্থাপন কর। ভাবী বংশের সুখ্যাতি, প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন। শরীরের বল দিয়া, প্রত্যেক রক্ত বিন্দুকে জল করিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মদের রক্ত তাঁহার কার্য্যে যাক্, ব্রাহ্মদের অস্থি তাঁহার কার্য্যে যাক্ : মনে করো না কেবল জ্ঞানে দেশের উদ্ধার সাধন করিবে, মনে করো না কেবল প্রেম ও বৈরাগ্যে জনসমাজের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। আকাশ যেমন অনন্ত, সেইরূপ অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে। আমারও কার্য্য করিবার আছে, তোমারও কার্য্য করিবার আছে। ঈশ্বর ডাকিতেছেন, এই নিমন্ত্রণে সকলে একত্রিত হও। প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড প্রস্তুত কর। উৎসাহ বিশ্বাসের অগ্নি প্রভাবে সকল অন্ধকার অপসারিত হইবে। অবশেষে যেদিন আমাদিগের দেশের জননীর স্তনদুগ্ধের সঙ্গে সন্তানকে পবিত্রতা পান করাইতে থাকিবেন, যে দিন প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ, রাজা প্রজার সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্বন্ধ, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রসাদে পরিষ্কৃত হইবে, কল্পনায় যে দিন দেখিতে অতি সুন্দর, ঈশ্বর করুন যেন সেই দিন ভারতের ভাগ্যে উপস্থিত হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

নিয়মাবলীর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি।*

উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা, সমাজ সংক্রান্ত সকল কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের মত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপন করা, সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা, বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এবং এই সকল উদ্দেশ্য প্রধানতঃ লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া আবশ্যকমতে সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহকারিতা করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য।

সভ্য হইবার যোগ্যতা।

২। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস করেন (অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্বে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপর দিকে কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞান কিংবা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত বা মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না,) অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক নহেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বার্ষিক অর্থ-সাহায্য দান করিতে স্বীকৃত হন তাঁহারাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার অধিকারী। স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া সে অধিকারে কোন প্রভেদ থাকিবে না। উক্ত অর্থ সাহায্য বার্ষিক আটআনার ন্যূন হইবে না।

সভ্য হইবার প্রণালী।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভার কোন এক অধিবেশনে একজন সভ্য দ্বারা প্রস্তাবিত ও অপর সভ্য দ্বারা অনুমোদিত হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন। সভ্য দ্বিতীয় ধারা-নির্দ্দিষ্ট সভ্য হইবার নিয়মে স্বীকার জ্ঞাপন করিলে তাঁহার নাম সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবে।

সম্মানিত (Honorary) সভ্য।

৪। বিশেষ স্থলে দাতব্য গ্রহণ না করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যক্তিবিশেষকে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করা যাইতে পারিবে; কিন্তু যাঁহারা সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত হইবেন তাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। সম্মানিত সভ্যগণ অধ্যক্ষ সভার প্রস্তাবানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে মনোনীত হইবেন।

দাতব্য দেয় হইবার সময়।

৫। সভ্যদিগের মাসিক দান মাসের প্রথমে এবং বার্ষিক দান বর্ষের প্রথমেই দেয় হইবে। মাঘমাসে বর্ষারম্ভ গণনা করা হইবে।

সভ্যের অধিকার লোপ।

৬। যদি কোন সভ্যের একবৎসরের দাতব্যের সমুদায় বা কোন অংশ দ্বিতীয় বৎসরের শেষ দিবস পর্য্যন্ত অনাদায় থাকে, তাহা হইলে সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার নিকট তাঁহার নাম জ্ঞাপন করিবেন। অধ্যক্ষ সভা তাঁহাকে পত্র দ্বারা সংবাদ দিবেন যে তিন মাস মধ্যে তাঁহার ঐ দাতব্য আদায় না হইলে তাঁহাকে সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে প্রস্তাব করা হইবে। ইহাতেও ঐ অর্থ অনাদায় থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী কোন অধিবেশনে তাঁহার নাম রহিত করা হইবে।

যদি কোন সভ্য প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস অস্বীকার করেন, সম্পাদক প্রথমে পত্র দ্বারা তাঁহার নিকট তদ্বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার মূলসত্যে অবিশ্বাস প্রকাশ হয়, অথবা পত্র প্রেরণের তিনমাসের মধ্যে যদি কোন উত্তর না পাওয়া যায় তাহাহইলে সম্পাদক তদ্বিষয় অধ্যক্ষ সভার গোচর করিবেন। অধ্যক্ষ সভা তাঁহার নাম রহিত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী কোন অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং তথায় তাঁহার নাম রহিত হইতে পারিবে।

অথবা, কোন সভ্য যদি প্রকাশ্য রূপে কোন চরিত্র ঘটিত অতি জঘন্য দোষে লিপ্ত থাকেন, তাহাহইলে অধ্যক্ষ সভা তাঁহাকে তিনবার পত্র দ্বারা উক্ত দোষ হইতে বিরত

* সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে সব কমিটীর কার্য্য বিবরণ স্থানাভাব প্রভৃতি কারণে এ সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না, আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে পারিবে। যে সকল ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমহোদয়গণ পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মত ও অভিপ্রায় প্রেরণ করিয়া ইহার সংশোধনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে যাঁহার যে বক্তব্য থাকে আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর মধ্যে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হইতে অনুরোধ করিবেন। তৃতীয় পত্রের তারিখ হইতে এক বৎসরের শেষ পর্য্যন্তও যদি তিনি উক্ত দোষ হইতে বিরত না হন, তাহাহইলে অধ্যক্ষ সভা তাঁহাকে সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

সভ্য শ্রেণীতে পুনঃ প্রবেশের নিয়ম।

৭। যাঁহার নাম কোন কারণ বশতঃ সভ্যশ্রেণী হইতে একবার বর্জ্জিত হইবে, তিনি প্রার্থী হইলে পুনরায় তৃতীয় নিয়মানুসারে মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার নাম রহিত হইবার দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার নামে যত অর্থ অনাদায় থাকিবে তাহা অগ্রে দিতে হইবে। বিশেষ কারণ থাকিলে অধ্যক্ষ সভা এই অগ্রিম দেয় অর্থের সমগ্র বা কিয়দংশ অব্যাহতি দিতে পারিবেন। চরিত্র দোষের জন্য যিনি বহিষ্কৃত হইবেন, তাঁহাকে অন্ততঃ একবৎসর কাল সচ্চরিত্রতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে।

সভ্যদের অধিকার।

৮। সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, ধনাধ্যক্ষ, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক এবং অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণকে মনোনীত বা অবসৃত করিতে পারিবেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব অধ্যক্ষ সভার কিংবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিচারার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারিগণ এবং অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। বর্ষান্তে তাঁহারা পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু কোন কর্ম্মচারী একাদিক্রমে পাঁচ বৎসরের অধিককাল এক পদে থাকিতে পারিবেন না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন।

৯। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে একবার হইবে। এই অধিবেশনে বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হইবে; কর্ম্মচারীগণ এবং ১৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট অধ্যক্ষ সভার ২৫ জন সভ্য নিয়োজিত হইবেন এবং সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপনে লিখিত অপরাপর কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি কোন আশু বিবেচ্য বিষয় সভাতে উত্থাপিত হয় এবং উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশের মতে সেই সভাতেই তাহার মীমাংসা আবশ্যক বোধ হয়, তাহাহইলে তাহারও বিচার হইতে পারিবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন।

১০। অন্যূন বিংশতি জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া অনুরোধ করিলে তাঁহাদের প্রস্তাব বিচারার্থ সম্পাদককে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। যদি সম্পাদক সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহাহইলে প্রার্থনাকারীগণ কিংবা তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ সভ্য সভাপতিকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি এরূপস্থলে নিজনামে সভা আহ্বান করিবেন। যদি সভাপতিও সভা আহ্বান না করেন, তাহাহইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যূন ৩০ জন সভ্য প্রস্তাবিত বিষয় বিচারার্থ স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

এতদ্ভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বা অধ্যক্ষসভা আদেশ করিলে সম্পাদককে বিশেষ (অধিবেশন) আহ্বান করিতে হইবে।

অধিবেশনের বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

১১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কিংবা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন্ দিবসে হইবে, তাহা সম্পাদক কিম্বা ১০ ধারার নিয়মানুসারে সভাপতি কি সভ্যগণ প্রকাশ্য পত্রে অন্যূন তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইবেন। বিজ্ঞাপনে অধিবেশনের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে। অন্যূন ৩০ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে না।

অনুপস্থিত সভ্যগণের অধিকার।

১২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত সভ্যগণ সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা অধিবেশনের বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজ মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। সভার মত নির্দ্ধারণ কালে এই সমস্ত মতও গণনীয় হইবে।

কর্ম্মচারীদিগের অধিকার

সভাপতি।

১৩। সভাপতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, অধ্যক্ষ সভার এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সকল অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে সমাজের কার্য্য সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন—উক্ত অভিপ্রায় কার্য্যবিবরণ সহ প্রকাশিত হইবে। সভাপতির অভাবে অথবা সভাপতির বিরুদ্ধে কোন বিষয় আলোচনা করা সভার উদ্দেশ্য হইলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি মনোনীত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

সভাপতি অন্যান্য কর্ম্মচারীদের কার্য্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে তত্ত্বাবধান করিবেন।

সম্পাদক।

১৪। সম্পাদক বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রস্তুত করিবেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাগজ পত্র ও পুস্তকাদি, সভ্যগণের তালিকা ও দাতব্য ইত্যাদির বিবরণ রক্ষা করিবেন; সমাজের প্রাপ্য অর্থাদি সংগ্রহ করিবেন এবং আয় ব্যয়ের রীতিমত হিসাব রাখিবেন। সম্পাদক আবশ্যকস্থলে পত্রাদি লিখিবেন এবং নিয়মিত রূপে বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভা বা কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আহ্বান করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় সমুদায় দায়িত্ব তাঁহার উপরে থাকিবে।

সম্পাদক সকল বিষয়ে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কর্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

সহকারী সম্পাদক।

১৫। সহকারী সম্পাদক সম্পাদকের অভিপ্রায় মতে তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিবেন এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

১৬। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক, অধ্যক্ষ সভা ও

কার্য্যনির্ব্বাহক সভারও সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

ধনাধ্যক্ষ।

১৭। সমাজের সংগৃহীত অর্থ ধনাধ্যক্ষের হস্তে থাকিবে। তিনি সম্পাদক কি সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহকারী সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া আবশ্যক মত টাকা দিবেন। ধনাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট গচ্ছিত অর্থ ও তাহার ব্যয়ের রীতি মত হিসাব রাখিবেন।

অধ্যক্ষসভা।

১৮। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণ, বার্ষিক অধিবেশনে মনোনীত ২৫ জন সভ্য এবং ১৯ ধারা অনুসারে মনোনীত প্রতিনিধি গণ লইয়া এই সভা সংগঠিত হইবে।

অঙ্গীভূত সমাজ।

১৯। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত যে সকল সমাজের সহানুভূতি আছে, তাঁহারা যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্যয়ের আনুকূল্যার্থ বর্ষে বর্ষে অর্থ সাহায্য করেন, তাহাহইলে তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য হইবেন। অঙ্গীভূত সমাজ সকল অধ্যক্ষ সভায় এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আবশ্যক বোধ করিলে কোন বিশেষ সমাজ সম্বন্ধে প্রতিনিধি সংখ্যা বৰ্দ্ধন বা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

অঙ্গীভূত সমাজ সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদিগের কার্য্য বিবরণও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণের সঙ্গে মুদ্রিত হইতে পারিবে।

কোন এক ব্যক্তি তিন অপেক্ষা অধিক সামাজের প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না।

উপাসনা-প্রণালী, আচার্য্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি স্থানীয় সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে অঙ্গীভূত সমাজ সকলের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে।

প্রতিনিধির নাম প্রেরণের নিয়ম।

২০। অঙ্গীভূত সমাজ সকল যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগের নাম বার্ষিক অধিবেশনের ১৫ দিন পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। যদি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে কোন সমাজ নিজ নূতন প্রতিনিধির নাম প্রেরণ না করেন, তাহাহইলে পূর্ব্ববৎসরের প্রতিনিধিকে আগামী বর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। প্রতিনিধির সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হওয়া আবশ্যক।

অঙ্গীভূত সমাজ বর্জ্জনের নিয়ম।

২১। যদি কোন অঙ্গীভূত সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য অস্বীকার করাতে অথবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক দাতব্য প্রদানে একাদিক্রমে তিন বৎসর কাল পরাঙ্মুখ থাকাতে অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে বৰ্জ্জিত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন, তাহা হইলে সেই সমাজ আর অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

অধ্যক্ষ সভার সাধারণ অধিবেশন।

২২। অধ্যক্ষ সভার সাধারণ অধিবেশন বর্ষে চারি বার অর্থাৎ চৈত্র, আষাঢ়, আশ্বিন ও পৌষ মাসে হইবে।

অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশন।

২৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা দ্বারা আদিষ্ট কিম্বা অধ্যক্ষ সভার অন্ততঃ ১০ জন সভ্য দ্বারা অনুরুদ্ধ হইলে সম্পাদককে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় কার্য্যের ভার অধ্যক্ষ সভার উপর অর্পিত হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত সভা দায়ী থাকিবেন।

২৪। অধ্যক্ষ সভার সাধারণ কিম্বা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন্ দিবস হইবে এবং তাহাতে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, কোন প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা সম্পাদক তাহা অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করিবেন।

অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার ১০ জন মাত্র সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্যারম্ভ হইতে পারিবে।

অধ্যক্ষ সভা এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য বর্জন ও তৎ পদ পূরণ।

২৫। অধ্যক্ষসভা অথবা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন সভ্য চরিত্রদোষ বা অন্য কোন কারণে পদস্থ থাকিবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে অধ্যক্ষ সভা তাঁহার আত্মসমর্থন পত্র গ্রহণ করিয়া তাহার বিচার করিবেন এবং আবশ্যক বোধ হইলে তাঁহাকে অবসৃত করিয়া তৎপদে অপর সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। প্রতিনিধি স্থলে অনুপযুক্ত প্রতিনিধিকে অধ্যক্ষ সভা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া যে সমাজ দ্বারা ঐ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন সেই সমাজ কর্তৃক তাঁহাকে অবসৃত করাইয়া নূতন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া লইবেন। কর্ম্মচারীস্থলে অনুপযুক্ত কর্ম্মচারীকে অবসৃত ও তৎপদে অন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইলে অধ্যক্ষ সভা অচিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া তদ্দ্বারা তদ্বিষয় স্থির করিবেন।

শূন্য পদ পূরণ।

২৬। বৎসরের মধ্যে মৃত্যু বা পদ পরিত্যাগ বশতঃ অধ্যক্ষ সভা বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য বা কর্ম্মচারীগণের মধ্যে কাহারও পদ শূন্য হইলে প্রতিনিধি স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিয়োগকারী সমাজ দ্বারা নূতন প্রতিনিধি তৎপদে নিয়োগ করাইবেন, অন্যান্য স্থলে অধ্যক্ষ সভা আবশ্যক বোধ করিলে শূন্যপদে নূতন সভ্য মনোনীত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ।

২৭। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী উপাসনা গৃহ স্থাপন উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ সভা উপায় অবলম্বন করিবেন ও বিশেষ যত্নবান হইবেন এবং এইরূপ উপাসনা গৃহ স্থাপিত হইলে তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বিচার ও গ্রহণার্থ উপস্থিত করিবেন।

অবান্তর নিয়ম (bye-laws) করিবার ক্ষমতা।

২৮। অধ্যক্ষ সভা আপনাদিগের, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ও কর্ম্মচারীগণের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর কোন নিয়মের অথবা তাহার তাৎপর্য্যের ব্যতিক্রম না করিয়া অবান্তর নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এই অবান্তর নিয়ম প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সাধারণ সভা ইচ্ছা করিলে সেই সমুদয় নিয়ম পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত বা পরিত্যক্ত করিতে পারিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা

২৯। অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারীগণকে ও আপনাদিগের মধ্য হইতে আর ১২ জনকে লইয়া একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন।

৩০। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পর এক সপ্তাহ মধ্যে অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ একটী বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উক্ত দ্বাদশ জন সভ্য নিযুক্ত করিবেন। ঐ বার্ষিক অধিবেশনেই এই সভার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবেক।

৩১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাসে অন্ততঃ একবার সমাবেত হইবেন; অর্থ সংগ্রহ, অর্থব্যয় ও প্রচার কার্য্যের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন, এবং অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনে সম্পাদিত কার্য্য সকলের বিবরণ অর্পণ করিবেন।

৩২। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার অন্যূন ৫ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্যারম্ভ

হইতে পারিবে। উক্ত পাঁচজনের মধ্যে অন্ততঃ একজন কর্ম্মচারী থাকা আবশ্যক।

৩৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা প্রচারকগণ এবং অঙ্গীভূত সমাজ সকলের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা প্রণালী, অনুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রচারপ্রণালী প্রভৃতি স্থির করিয়া অধ্যক্ষ সভাতে উপস্থিত করিবেন। উক্ত সভা সেই প্রণালী কিম্বা আবশ্যক বোধ করিলে সংশোধনানন্তর তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে অর্পণ করিবেন। উক্ত অধিবেশন তৎসম্বন্ধে যাহা অবধারণ করিবেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী ও পদ্ধতি বলিয়া গৃহীত হইবে।

৩৪। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রস্তাবানুসারে অধ্যক্ষ সভা প্রচারক নিয়োগ বা বর্জ্জন করিবেন এবং আবশ্যক-মতে অর্থানুকূল্য সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবেন। প্রচারকগণ আপনাদের কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে এবং যতদূর সম্ভব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

৩৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ, কর্ম্মচারীগণ, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ এবং ১৮ ধারার উল্লিখিত অধ্যক্ষ সভার ২৫ জনের মধ্যে অন্ততঃ ১৫ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক। এই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচারকগণ ব্যতীত আর সকলেরই সচরাচর কলিকাতা বা তৎসন্নিহিত স্থানবাসী হওয়া চাই।

যাঁহারা পৌত্তলিকতা সংস্রব ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে করেন বা করিতে প্রস্তুত,তাঁহারাই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

নিয়ম পরিবর্ত্তনাদি করিবার রীতি।

৩৬। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন, বৰ্দ্ধন বা বর্জ্জন করিতে হইলে অধ্যক্ষ সভা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্যও যদি নিয়ম পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ে কোন প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের অন্যূন দুই মাস পূর্ব্বে অধ্যক্ষ সভার তদ্বিষয় জ্ঞাত করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে সেইরূপ প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

৩৭। এই নিয়মাবলীর লিখিত সকল প্রকার সভার অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে প্রস্তাবাদি ধার্য্য হইবে। কোন প্রস্তাবের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে মত সংখ্যা সমান হইলে সভাপতি যে পক্ষে মত দিবেন, সেই পক্ষের মত ধার্য্য হইবে।

কিন্তু নিয়ম পরিবর্ত্তন, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিতে হইলে তাহা সভ্যগণের দুই তৃতীয়াংশ দ্বারা গ্রাহ্য হওয়া আবশ্যক।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সম্পাদক।

সংবাদ।

গত ৫ ও ৬ই শ্রাবণ শনি ও রবিবার বারুইপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তম সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনায় বারুইপুরবাসী আমাদিগের পুরাতন বন্ধু বাবু দেবনারায়ণ দত্ত যে একটী সরল প্রার্থনা করেন, তাহাতে সকলের হৃদয় আর্দ্র করিয়াছিল।

গত ১২ই শ্রাবণ বাগআঁচড়ার শ্রীযুক্ত কুড়নচন্দ্র মল্লিকের জ্যেষ্ঠভ্রাতের আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য নওগাঁয় পৌছিয়া যে প্রকার কার্য্য করিতেছেন তাহা অতিশয় আনন্দকর। তাঁহার সংস্কারবিষয়ক বক্তৃতার ফলে একটী গোস্বামী উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শীঘ্র তেজপুর গমন করিবেন।

বিগত সাধারণ সভার পর নিম্নলিখিত সমাজ ও ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নিয়মাবলী সম্বন্ধে প্রত্যুত্তর আসিয়াছে;—

হরিনাভি, বগুড়া, দার্জ্জিলিঙ, গোয়ালপাড়া, বরাহনগর, রামপুরহাট, নগাঁও, রঙ্গপুর, জব্বলপুর, বেরিলী ও কমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ। শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও (উৎকল ব্রাহ্মসমাজ), বাবু পার্ব্বতী চরণ গুপ্ত (পূর্ণিয়া), ফণীন্দ্রমোহন বসু (ভবানী পুর), রমানাথ দাস (কড়বাড়া বালেশ্বর)।

সাধারণ ব্রাসমহ্মাজে মুঙ্গেরের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু উমেশচন্দ্র রায় এবং তত্রত্য আর কয়েকটী ব্রাহ্ম ২০৲ টাকা এবং ডুমারাওনের বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার বসু তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর স্মরণার্থ ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক বাবু দীননাথ মজুমদার ধর্ম্ম প্রচারার্থ মুঙ্গের ও জামালপুর গমন করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরের ব্রাহ্মগণ তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সমাদর করেন নাই এবং জামালপুর ব্রাহ্ম সমাজে তিনি বেদী আরোহণ করিতে যাইবামাত্র একজন ভিন্ন আর সকল সভ্য মন্দির পরিত্যাগ করেন। দীনবাবু রাত্রি প্রভাতে জামালপুর হইতে প্রস্থান করেন। জামালপুরের ব্রাহ্মগণ পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করেন যে সকল প্রচারক কুচবিহার বিবাহে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা দোষ স্বীকার না করিলে বেদী পাইবেন না। তত্রত্য সম্পাদক মহাশয় অনেকটা নিজ প্রভাবে সাধারণ সভ্যগণের মত উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করেন, তাহাতেই এই গোলযোগ হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এলাহাবাদ পরিদর্শন করিয়া লক্ষ্ণৌ গমন করেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার উৎকট পীড়া বশতঃ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি এলাহাবাদে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন এবং তথাকার ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে সম্মিলন বন্ধনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় সাধারণ সভ্য গণকে গ্রাহ্য করিতে চাহেন না ইহাতে তাঁহারা স্বতন্ত্র স্থানে উপাসনাদি করিতেছেন। শিবনাথ বাবু শীঘ্র পঞ্জাবাভিমুখে যাত্রা করিবেন।

অমৃতসরের সর্দ্দার দয়াল সিংহ এবং মুলতান ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত রলারাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইয়াছেন।

নগাঁও ব্রাহ্মসমাজের গত সাম্বৎসরিকের ইংরাজী রিপোর্ট দেখিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম শ্রীযুক্ত পদ্মহাস গোস্বামী মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, কিন্তু তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তাঁহার আরোগ্যজন্য সকল ব্রাহ্মের সহানুভূতি প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 17, Bhowanichurn Dutt's Lane, CALCUTTA.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ।
৭ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৮০০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩

গত ৩রা ভাদ্র রবিবার মেচুয়াবাজার রোড ৮৬নং ভবনে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর ব্রহ্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে;—

প্রাতঃকাল	৬॥	হইতে	৭॥ ব্রহ্মসঙ্গীত।
,,	৭॥	,,	৯॥ প্রাতঃকালীন উপাসনা।
মধ্যাহ্ন	১	,,	২ মধ্যাহ্ন উপাসনা।
অপরাহ্ন	২	,,	৩ ধর্ম্ম বিষয়ক কথোপকথন।
,,	৩	,,	৪ শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা।
,,	৪	,,	৫॥ বক্তৃতা পাঠ।
,,	৫॥	,,	৬॥ দেশহিতকর বিষয়ক আলোচনা।
সায়ংকাল	৬॥	,,	৭॥ ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রি	৭॥	,,	৯॥ রাত্রিকালীন উপাসনা।

বারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু গতবার কার্য্যোপলক্ষে যখন ময়মনসিংহে গমন করেন, তখন তিনি বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করেন। সম্প্রতি মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেন রঙ্গপুরে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। 'প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক' ইহা স্মরণ রাখিয়া ব্রাহ্মগণ যদি আপনাদিগের অবসর ও ক্ষমতানুসারে প্রচারের সাহায্য করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত মঙ্গল হয়।

তত্ত্বকৌমুদীর "সাধন ত্রয়" পাঠ করিয়া এক ব্যক্তি আমাদিগকে লিখিয়াছেন আমরাই বলি ব্রাহ্মধর্ম্ম সহজ জ্ঞানের ধর্ম্ম, আবার আমরাই সাধনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছি এ আমাদিগের কিরূপ অসঙ্গত ভাব? জিজ্ঞাসুর যে ভ্রম হইয়াছে অনেকের এরূপ আশ্চর্য্য ভ্রমের সম্ভাবনা। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য যে গুলি (অর্থাৎ ঈশ্বরও পরকালের অস্তিত্ব উপাসনার আবশ্যকতা ইত্যাদি); তাহা সহজ জ্ঞান লভ্য, কিন্তু তা বলিয়া সহজজ্ঞানে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে, বুদ্ধি চালনা ও সাধনার আবশ্যকতা নাই কে বলিল? স্বতঃসিদ্ধ ও স্বীকার্য্য জ্যামিতি শিক্ষার মূল, কিন্তু তাহা বলিয়া কেবল সেইগুলি জানিলেই কি একব্যক্তি জ্যামিতিবিদ্ ও ভূমিপরিমাণ-কুশল হইবেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য সহজ জ্ঞানে লভ্য হইলেও বিনা সাধনায় ব্রাহ্ম কখনই ধর্ম্মজীবনের উন্নতির প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সাধনার তারতম্যানুসারেই উন্নতির এবং উন্নতির তারতম্যানুসারেই অবস্থার ভিন্নতা হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পীড়া শান্তির জন্য আমরা ব্রাহ্মগণকে সহানুভূতি প্রকাশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, মফস্বলস্থ কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মভ্রাতা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদের দুইটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন; (১) একজনের পীড়া শান্তির প্রার্থনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য কিরূপে হইবে? (২) কেশববাবু ব্রাহ্মসমাজে অবতার বাদ প্রভৃতি আনিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিষম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করা ব্রাহ্মগণের সাধারণ কর্ত্তব্য কি না? প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভিন্ন অন্যপ্রকার প্রার্থনা বৈধ কি না এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মত ভেদ আছে সত্য। কিন্তু আমরা যতদূর বুঝি এই বলিতে পারি, যে যখন অন্যের শারীরিক মঙ্গলের জন্য স্বভাবতঃ শুভ ইচ্ছার উদয় হয় এবং সেই ইচ্ছা ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করিলে আত্ম প্রসাদ ভিন্ন আত্ম গ্লানি হয় না, তখন তাহাকে অবৈধ কেননা বলিব? দ্বিতীয়তঃ কেশববাবু যদিও কোন কোন কার্য্য বশতঃ ব্রাহ্মসমাজের অগৌরব বা অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার এতকালের পরিশ্রম ও ব্রহ্মসমাজের হিতার্থ চেষ্টা বিস্মৃত হওয়া ঘোরতর অকৃতজ্ঞতার কার্য্য। যে ব্রাহ্মগণ শত্রুদিগের প্রতিও ভালবাসা প্রকাশের উপদেশ দেন, তাঁহারা সমাজের একজন পরমোপকারী পুরাতন বন্ধুর দুঃখে কি সমদুঃখিতা প্রকাশ ও তাঁহার মঙ্গল জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন না? তাঁহার কোন ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্টকারী হইয়া থাকেন, তাঁহার শুভ প্রার্থনা আমাদিগের অধিকতর কর্ত্তব্য।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পীড়া এতদূর আরোগ্য হইয়াছে যে তিনি গত রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন ইহা শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার পীড়ার ব্যপদেশে ব্রহ্মমন্দিরের দাতব্য প্রদাতা দিগের সভাধিবেশনের বিজ্ঞাপন ৬ মাস কাল দিয়াও তাহা পুনরায় ৬ মাসের জন্য স্থগিত করা হইয়াছে। মন্দিরের বর্ত্তমান অধিকারীগণ কি মনে করেন কেবল কৌশল বলেই ব্রহ্মমন্দিরের উপর একাধিপত্য রক্ষা করিবেন এবং সাধারণকে তাহার ন্যায় স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারিবেন?

ব্রাহ্মসমাজের ত্রিবিধ কার্য্যভার ও তৎসাধনের উপায়।

আমাদের দেশে যে ঈশ্বরের আরাধনা নাই অথবা ঈশ্বরভক্ত লোক নাই তাহা নহে। আজিও স্থানে স্থানে দুই একজন প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ও প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক লোক দেখা যায়। সন্ন্যাসী, উদাসীন, বৈরাগীপ্রভৃতির মধ্যে এরূপ লোক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সাধনের জন্য যদি মানবের ক্লেশ স্বীকার আবশ্যক হয় তাহা তাঁহারা করিয়াছেন; নির্জ্জনে ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা করা যদি ধর্ম্মসাধনের অপরিহার্য্য উপায় হয়, তাহাও তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন; অথবা ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তির চরিত্রের উৎকর্ষ যদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তাহাও তাঁহারা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এ সকল লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা কখনও দল বা সমাজবদ্ধ হন নাই। বরং দলবদ্ধ হইলে নিগূঢ় সাধনের ব্যাঘাত হয় এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

নির্জ্জনতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই ইহাদের ধর্ম্মমতে এবং ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম মতে প্রভেদ কি? যদি আত্মাতে প্রেম ভক্তি সঞ্চয় এবং নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন মাত্র ব্রাহ্মদিগের লক্ষ্য হয়, তবে সমাজবদ্ধ হইবার প্রয়োজন কি? ঘরে বসিয়া কি ঈশ্বরের উপাসনা হয় না? আবহমানকালে আমাদের চতুঃষষ্ঠি পুরুষস্থ নর নারী যদি সমাজনিরপেক্ষ হইয়া নির্জ্জন সাধন দ্বারা তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াথাকেন, আমরাই বা কেন পারিব না? তবে ব্রাহ্মেরা সমাজবদ্ধ হইলেন কেন? যদি বল দেশে একেশ্বরের পূজা প্রচার করা সমাজবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্য। তাহাও একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, কারণ সমাজবদ্ধ না হইয়াও সে উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের ন্যায় কোন মতই বোধ হয় ভারতবর্ষে অধিক ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এই মত প্রচারের জন্য কোন সমাজবন্ধন দেখা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে মার্কিনদেশীয় প্রেততত্ত্ব যেরূপ বহুল-প্রচার হইতেছে, তাহার জন্যই বা কোন্ সমাজ বন্ধন করা হইয়াছে? যদি আমরা শঙ্করাচার্য্য বা প্রেততত্ত্ববাদীদিগের ন্যায় কেবল গ্রন্থ রচনাদি দ্বারা স্বতন্ত্র ও বিযুক্তভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল প্রচার করিতাম, তাহাহইলেও অনেক পরিমাণে প্রচারের লক্ষ্য সিদ্ধ হইত, তবে ব্রাহ্মেরা দলবদ্ধ হইলেন কেন? আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় একটী প্রধান ও দুষ্কর কার্য্য করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম এবং সেইদিকে ইহার প্রধানতঃ দৃষ্টি থাকা উচিত। সে কার্য্যটী এই—অনন্ত, উদার, ও পবিত্র পরমেশ্বরে বিশ্বাসকে মূলভিত্তিরূপে স্থাপন করিয়া একটী উচ্চ ও পবিত্র আদর্শে জনসমাজকে গঠন করা। ইহা দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে আত্মাতে প্রেম ভক্তির সঞ্চয় ও চরিত্রের উৎকর্ষ এই উভয়কে আমরা হীন বলিতেছি। বস্তুতঃ বলিতে গেলে এই ত্রিবিধ কার্য্যই ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজ যদি ইহার অঙ্গীভূত প্রত্যেক নর নারীর মনে ঈশ্বর প্রেম ও ধর্ম্মনিষ্ঠার উদয় করিতে পারেন, যদি প্রত্যেক নর নারীর চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে পারেন এবং সর্ব্বোপরি যদি জনসমাজের প্রাচীন পাপ ও প্রাচীন কুরীতি সকল অপনীত করিয়া বিশুদ্ধ ও উন্নত আদর্শানুসারে তাহার গঠন করিতে পারেন তবেই ইহার জন্ম সার্থক হইবে। সমাজ হইতে পৃথক্ থাকিয়া নিজের আত্মার উন্নতি করা যাইতে পারে, কিন্তু সমাজবদ্ধ না হইয়া সামাজিক কুরীতি নিবারণ ও সমাজ গঠন করা যায় না। এইটী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কার্য্য। সুতরাং যাঁহারা বলেন যে কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি করা ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য—সমাজ সংস্কার লক্ষ্য নয়, তাঁহারা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজ বন্ধন করিবার সময় আমাদিগকে এই তিনটী কার্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে অনেক ব্রাহ্মকে পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রচলিত করিবার বিষয়ে উদাসীন দেখা যায়। অনেকে দশ পনর বিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজে গতায়াত করিতেছেন—নিজে উপাসনাশীল, ভক্ত ও অনুরাগী, কিন্তু সহধর্ম্মিণীর হৃদয় ঘরের গবাক্ষ দিয়া একটীও ব্রাহ্মধর্ম্মের রশ্মি প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ। এক একটী পরিবার সমাজের মূল। এক একটী পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতি বিকীর্ণ না হইলে সমাজের দুর্নীতি ও পাপরাশি কিরূপে বিদূরিত হইবে? ব্রাহ্মদিগের চক্ষু এদিকে পতিত হওয়া উচিত। ইহা কি সকলেই জানেন না যে রীতি নীতি সংক্রামক? এক পরিবারে যাহা থাকে, তাহা প্রতিবেশী পরিবারে যায়। একটি পরিবারে যদি ব্রহ্মের পূজা হয়, স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে সদ্ভাব ও ইন্দ্রিয় সংযম, প্রভু ভৃত্যের মধ্যে ভালবাসা, ভাই ভগ্নীর মধ্যে অনুরাগ থাকে, যদি অপর সকল পরিবার দেখিতে পায় যে সে গৃহে বিশুদ্ধ ও অপৌত্তলিকভাবে জাতকর্ম্ম, নামকরণ, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি সমুদায় গৃহ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে—তাহাদের আনন্দ এবং সুখের অপ্রতুল নাই, তাহাহইলে কি তাহারা মনে মনে সেরূপ পরিবারের প্রশংসা এবং অজ্ঞাতভাবে তাহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারে? আমাদের বিবেচনায় এরূপ একটী পরিবারের দৃষ্টান্তে যে কাজ করে, একজন সুযোগ্য প্রচারকের দশটী উপদেশে সে কাজ হয় না। দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক ব্রাহ্ম এই কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করেন না। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজেরও উন্নতি নাই। এই জন্যই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মোৎসাহ বহুকাল স্থায়ী হয় না। কুসংস্কারাপন্ন ও ধর্ম্ম ভাব বিবর্জ্জিত বহু ব্যক্তির মধ্যে একজন ব্রাহ্ম কতকাল স্বীয় উদার ও উচ্চ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবেন? এই কারণেই অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজে বহুকাল স্থায়ী হইতে পারিতেছেন না। এই স্বার্থপর ও হিন্দুস্বভাবসুলভ ধর্ম্ম চর্চ্চা প্রণালী সংশোধিত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই। আনুষ্ঠানিক পরিবার গঠন করাই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ গঠনের প্রথম সোপান।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল প্রকৃতি।

প্রকৃতি ও বিকৃতির একত্র সমাবেশ ধর্ম্মের ন্যায় আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি স্থান প্রকৃতি, যতদিন ধর্ম্ম প্রকৃতি-গত থাকে, ততদিন তাহা অক্ষীণভাবে চলিতে থাকে। আর যেই প্রকৃতির সহিত বিকৃতি মিশ্রিত হয়, অমনি প্রকৃতি মূলক ধর্ম্ম বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিকৃতাবস্থ ধর্ম্ম মাত্রেরই সংস্কারের প্রয়োজন। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই স্বাধীন চিন্তাশীল লোক আছেন এবং স্বাবলম্বিত ধর্ম্মে যে বিকৃত ভাব প্রবেশ করিয়াছে ইহাও তাঁহারা দেখিতে পান। কিন্তু বিশ্বাসের অন্ধতা ও আত্মীয় বন্ধুদিগের ভাল বাসার অনুরোধে তাঁহাদের স্বাধীন ও প্রকৃতিগত চিন্তা হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং ধর্ম্ম জগতে চিন্তাশীল হইলেও অধিকাংশ লোক ধর্ম্ম সংস্কারক হইতে পারে না। আবার অন্যদিকে দেখাযায় সময়ে সময়ে মনুষ্য নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়াও প্রকৃতিগত ধর্ম্মকে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করেন। ইহার কারণ কি? যাঁহারা কেবল মাত্র জ্ঞানতৃপ্ত, তাঁহারা সত্যের আদর ও বল জানেন না, সুতরাং স্বাধীন চিন্তাশীল হইলেও সত্যকে অতিক্রম করিতে পারেন আর যাঁহারা সত্যপ্রিয়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও হৃদয়বান, তাঁহারা সত্যের বলে ও প্রেমের বলে ধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। যখন যে কোন দেশে বা সম্প্রদায়ে ধর্ম্মসংস্কার আবদ্ধ হয়, তখন সত্যের বলে চিন্তাশীল ও হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেই আকৃষ্ট হইয়া একভূমিতে দণ্ডায়মান হন এবং সকলেই সমবলে বলীয়ান হইয়া মিশ্র ধর্ম্মকে অমিশ্র অর্থাৎ প্রকৃতিগত করিবার চেষ্টা করেন। প্রকৃতির প্রাণ ভাব, বিকৃতির প্রাণ ভাষা। প্রাণ বিয়োগ হইলে শরীর যেমন বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ভাবের বিয়োগে ঐ প্রকৃতি আবার বিকৃতিতে পরিণত হইয়া ভাষাকে অবলম্বন করে। এই প্রাণবিহীন ভাষা ধর্ম্মজগতে নানা প্রকার কুসংস্কার আনিয়া পবিত্র ধর্ম্মকে অপবিত্র করিয়াছে, সত্যকে মিথ্যা এবং ধর্ম্মের নিয়মকে অধর্ম্ম-প্রতিপোষক করিয়া তুলিয়াছে মনে করুন কোন ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একটী শব্দপ্রয়োগ দ্বারা হৃদয়ের ভক্তিভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আমার সেই ভাব নাই, সেই প্রকৃতি নাই, আছে কি? বিকৃতি ও মৃতভাষা, সুতরাং সেই কথাতে আমার মন বিগলিত হইল না, হৃদয়ে ভক্তিভাব আসিল না। ইহাতে আমার এইমাত্র লাভ হইল যে এক প্রকার কপটতা শিক্ষা করিলাম, সত্যকে মিথ্যার পদে বরণ করিলাম। এই

প্রকার কপটতা ও মিথ্যা ধর্ম্ম জগতের প্রধান শত্রু। একেশ্বর বাদী শিখ সম্প্রদায়ের গুরু নানক ঈশ্বরের অপূর্ব্ব রচনা দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "হে ঈশ্বর গগণের থালে চন্দ্র ও সূর্য্য প্রদীপরূপে জ্বলিতেছে এবং তারকামণ্ডলী রত্নরূপে প্রতিভাত হইয়া তোমার কেমন আরতি করিতেছে। এখন শিখেরা একটী পঞ্চ প্রদীপ পাইয়া পূর্ব্বোক্ত সঙ্গীত সহকারে গ্রন্থকে আরতি করে। যে স্থানে অনন্ত ঈশ্বর ছিলেন, এখন সামান্য পুস্তক তাহার স্থান অধিকার করিল, আকাশ ও চন্দ্র সূর্য্যের স্থান সামান্য পঞ্চ প্রদীপ অধিকার করিয়াছে, ইহার কারণ কি এই নয় যে ধর্ম্ম ভাববিহীন অপ্রাকৃতিক হইলেই এই প্রকার ঘটিয়া থাকে।

অসত্যে সত্যের আরোপ পৌত্তলিকভাব এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করাকেই পৌত্তলিক কার্য্য বলা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই উভয়বিধ ভাবই পরিবর্জ্জনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরদত্ত কোন পুস্তক বা কোন প্রকার অভ্রান্ত গুরু বিশ্বাস করিতে শিক্ষা প্রদান করে না। সত্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুসরণীয়, ঈশ্বরই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলভিত্তি, সুতরাং বিকৃতিবাদ অর্থাৎ মিশ্রিত সত্য ও পৌত্তলিক ভাব পরিহার পূর্ব্বক মঙ্গলের দিকে ও ভূমা-মহান্ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হওয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি। এই মূল প্রকৃতিগত আরো দুইটি সত্য আমরা দেখিতে পাই। তাহা সমাজ সংস্কার ও নূতন সত্য আবিষ্কার করা, পৃথিবীতে এমন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই যাহা সংস্কার কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়া সমাজকে নব পরিচ্ছদে সুশোভিত না করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে সংস্কার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, এখন বলিতেই হইবে যতদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবনীশক্তি থাকিবে, ততদিন ইহা সংস্কারক নাম পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আবার যখন দেখিব ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কার কার্য্যে উদাসীন, সেই সময়ে বলিব আর ব্রাহ্মধর্ম্মে জীবনীশক্তি নাই আর ব্রাহ্মধর্ম্মে জীবন্ত চেতন ঈশ্বরের উপাসনাও নাই। যখন মনুষ্যপ্রকৃতি বিভিন্ন, তখন তাহাদের চিন্তা ও মত যে বিভিন্ন প্রকৃতিগত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? মতের অনৈক্য নিবন্ধন সময়ে সময়ে মহা আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা এবং যে ধর্ম্মে জীবনী শক্তি থাকে সেই ধর্ম্মে এ প্রকার আন্দোলন ও উপস্থিত হ. সত্য, কিন্তু সেই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য যদি সংস্কার না হয় তবে আবার বলিব এ আন্দোলনে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত সত্যরক্ষা হয় নাই। মনুষ্য-প্রকৃতি অনন্ত উন্নতিশীল সুতরাং বলিতেই হইবে যতই মানব প্রকৃতির উন্নতাবস্থা হইবে, ততই নূতন সত্য নূতন ভাব জন-সমাজে আসিবে। সেই সকল সত্য ও ভাবের আবিষ্কারের ভার ব্রাহ্মধর্ম্মের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল মাত্র সংস্কারকের পদে নিযুক্ত করিলে হইবে না, আবিষ্কারকও বলিতে হইবে। ধর্ম্মের কোন প্রকার বাহ্য ছবি নাই, উপাসকদিগের চরিত্রই ধর্ম্মের জীবন্ত ছবি। আমরা আশা করি ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় চরিত্র দ্বারা পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহত্ত্ব রক্ষা করিতে যত্নশীল হইবেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে কেবল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সত্য উদ্ধার জন্য সমাজ সংস্কারে ব্যাপৃত এবং নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া মানবজাতির উন্নতি সাধনে ব্রতী, ব্রাহ্মগণের চরিত্রে যেন ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশিত হয়।

ধর্ম্মবল।

জড় জগতে যেরূপ হস্তচ্যুত সামান্য উপল খণ্ডের পতন হইতে, মহান্ আগ্নেয় গিরির ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত পর্য্যন্ত, কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ, সমস্ত ঘটনাবলিই, কতিপয় ভৌতিক বলের পরিচালনায় সংঘটিত হইয়া থাকে; সেই রূপ জন-সমাজের প্রত্যেক কার্য্যও কতিপয় বলের প্রভাবেই সাধিত হইয়া থাকে। জন সমাজের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, উন্মীলিত নয়নে চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাবলি সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা প্রত্যেক ঘটনার মূলেই একটী না একটী সামাজিক বলের কার্য্য দেখিতে পাই। এই সমুদায় সামাজিক বলকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা বাহুবল, ধনবল, পদবল, জ্ঞানবল, ও ধর্ম্মবল। কিন্তু এই পাঁচ প্রকার বলের মধ্যে ধর্ম্মবলেরই প্রাধান্য অধিক। জগতের অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা খোল, দেখিতে পাইবে জনসমাজের শৈশবাবস্থা হইতে অদ্য এই ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগ পর্য্যন্ত, সকল কালে, সকল দেশে, ধর্ম্মবল অপরাপর সমুদায় সামাজিক বলকে পরাস্ত করিয়াছে। প্রবল পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গ যে সকল কার্য্য অসংখ্য সেনা রাশি দ্বারাও সাধিত করিতে পারেন নাই, কুবের তুল্য ধনশালী ব্যক্তিগণ মুক্তহস্তে চারিদিকে বিপুল অর্থব্যয় করিয়াও যাহা সাধন করিতে পারেন নাই, প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী মানবসমাজের সমুদায় জ্ঞান আলোচনা করিয়াও যাহা করিতে সামর্থ হন নাই, সেই সকল দুষ্কর কার্য্য সহজে অতি সামান্য উপকরণে ধর্ম্মবলের পরিচালনায় সাধিত হইয়াছে। ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, যে বাহুবলই বল, আর পদবলই বল, ধনবলই বল, আর জ্ঞান বলই বল, অপরাপর সমুদায় সামাজিক বল জনসমাজে সর্ব্বদা ধর্ম্মবলের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে। ধর্ম্ম অনন্ত বলশালী ঈশ্বরের পদজাত এবং আপনিও সেই অনন্ত শক্তির—অপরিমেয় বলের অধিকারী। অপরাপর সমুদায় সামাজিক বলই ধর্ম্মবলের সঙ্গে মিলিত না হইলে সমাজের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। একদিকে যেমন পদবল ও ধর্ম্মবল মিলিত হইলে, রাজা তাঁহার উচ্চ সিংহাসনে ধর্ম্মের প্রভাব অনুভব করিয়া ন্যায়, দয়া, পরহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা আপনার প্রভূত পদবলকে পরিমিত করিয়া থাকেন, অপরদিকে সেইরূপ পদবল ধর্ম্মবল হইতে বিযুক্ত থাকিলে, রাজা নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি যাবতীয় অসৎগুণের আধার হইয়া উঠেন। এক দিকে যেমন রাজ্যে ধর্ম্মবল ও পদবল মিলিত থাকিলে প্রজাগণ সুখসচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিয়া আনন্দধ্বনিতে আকাশকে উল্লসিত করিয়া তুলে, সেইরূপ অপরদিকে

যাজ্ঞা ধর্ম্মবল ও পদবল একাধারে সম্মিলিত না হইলে, প্রস্তামগুলীর গগণবিদারি হাহাকারে, কঠিন প্রস্তরপর্য্যন্তও দ্রব হইয়া যায়। সংক্ষেপতঃ একদিকে যেমন ধর্ম্মবলের সঙ্গে মিলিত থাকিলে বাহুবল, সহানুভূতি ও উদারতার ভাব ধারণ করিয়া, ধনবল, দয়া ও দানশীলতার ভাব ধারণ করিয়া, জ্ঞানবল পরোপকারিতা ও নিঃস্বার্থতার ভাব ধারণ করিয়া, সমাজের মহান ইষ্ট সাধন করিয়া থাকে, অপরদিকে সেইরূপ, ধর্ম্মবল হইতে বিযুক্ত থাকিলে, অপরাপর সমুদায় বলই, অত্যাচার, অনুদারতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির নিদানভূত হইয়া, জনসমাজকে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণার স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। কেবল ধর্ম্মবল দ্বারা প্রশমিত হইয়া কার্য্য করিলেই অপরাপর সমুদায় সামাজিক বল জগতের ইষ্টসাধন করিতে সমর্থ হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মের অভ্যুদয় কালের ধর্ম্মমতাবলম্বীগণের বীরত্বের বিবরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুরঞ্জিত রহিয়াছে। প্রাথমিক খৃষ্টীয়ানগণের বীরত্বের বিষয় ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই বিশেষ রূপে অবগত আছেন। তাঁহারা জানেন যে পিটার কি পলের ষ্টিফেন কি ইগ্নেসিয়ানের বীরত্বের তুলনায় সেকেন্দর কি তৈমুরবেগ, সিজার কি নেপোলিয়ানের বীরত্ব, অটল হিমাদ্রির তুলনায় ক্ষুদ্রতম বালুকাকণা সদৃশ। প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রাথমিক শিষ্যগণ অম্লানবদনে যে সকল ভয়ঙ্কর কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে ধর্ম্মমতের অপরিমেয় শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ধর্ম্মের বলে বলীয়ান না হইলে মানব গভীর বেদনা সহ্য করিবার উপযুক্ত দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য লাভ করিতে পারে না। মনুষ্য স্বভাবতঃ কষ্ট যন্ত্রণাকে ভয় করে, অত্যন্ত সবলকায় পুরুষও সামান্য কষ্টের নামে ভীত হন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল মানবের হৃদয়েও ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া দাও, বিশ্বাসের অনল প্রজ্বলিত করিয়া দাও, দেখিবে যে ব্যক্তি অগ্নিশিখায় অঙ্গুলি স্পর্শ ভয়ে হস্তস্থিত দাহ্যমান ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি এখন গম্ভীরভাবে, প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসিয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে হৃদয়ের দেবতার গুণ গান করিতে করিতে জলন্ত আগুণে দেহ আহুতি দিতে সক্ষম হইল। মহাত্মা ঈশাকে যখন তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য শরীরে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া ক্রুশে বদ্ধ করিতেছিল, তখনও তিনি অন্তরের দেবতার নিকট তাঁহার শত্রুদিগের জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন "পিতঃ ইহাঁদিগকে ক্ষমা করিও, কারণ ইহাঁরা যে কি কাজ করিতেছেন তাহা জানেন না।" ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস খুলুন, এই রূপ শতশত দৃষ্টান্তে তাহার প্রতি পৃষ্ঠা অনুরঞ্জিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন।

কিন্তু পরপ্রদত্ত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করাতেই যে কেবল ধর্ম্মের বল প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই নহে, ধর্ম্মবলে বলীয়ান পুরুষ নিজে নূতন নূতন ভীষণতম কষ্টের সৃষ্টি করিয়া, দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রণা দ্বারা আপনার শরীর মনকে স্বেচ্ছাক্রমে ক্লিষ্ট করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রাচীন যোগি ঋষি ও দণ্ডধারি সন্ন্যাসিদিগের জীবন স্মরণ করিলে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ হইবে। ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে প্রণয় ও স্নেহ বন্ধন দৃষ্টতঃ কোমল হইলেও, অন্যান্য সমুদায় সামাজিক বন্ধন হইতে দৃঢ়তর, কিন্তু ধর্ম্মবল এই সুদৃঢ় প্রণয় বন্ধনকেও সহজে ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। দাতাকর্ণ অতিথি ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য স্বামি স্ত্রীতে মিলিয়া একমাত্র পুত্রকে শুষ্ক চক্ষে স্বহস্তে ছাগের মত বধ করিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, মহাত্মা এব্রাহিম অভীষ্ট দেবতার আদেশে প্রাণপ্রতিম পুত্রকে বলিদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই গুলি ধর্ম্মান্ধতার উদাহরণ সত্য, কিন্তু ধর্ম্মান্ধতার মধ্যেও যে ধর্ম্মবল প্রকাশিত হইয়া থাকে ইহা কে অস্বীকার করিবেন? ধর্ম্মবল সৎপথে পরিচালিত না হইয়া অসৎমার্গ অবলম্বন করিলেই ধর্ম্মান্ধতায় পরিণত হয়। কিন্তু উভয়দিকেই যে ধর্ম্মের অপরিসীম বলের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা সূক্ষ্মদর্শী মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

পর প্রদত্ত গভীর বেদনা সহ্য করা ও নিজে নূতন নূতন কষ্ট যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা শরীর মনকে ক্লিষ্ট করা ব্যতীত আর একভাবে ধর্ম্মের অতুল ক্ষমতা জন সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্ম বলে বলীয়ান পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যশীল, তিনি অক্লান্তভাবে দিন রাত্রি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ। বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, বার বার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও উৎসাহের হ্রাস নাই, উদ্যমের ন্যূনতা নাই, তিনি সমুদায় বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আপনার ধর্ম্মের আদেশ পালনে সক্ষম। মহাত্মা পল বলিয়াছেন—"জগতে এমন কোনও কার্য্য নাই, যাহা নাকি আমি আমার ঈশ্বরের অনুগ্রহে সাধিত করিতে না পারি।" যে শঙ্করাচার্য্যের নাম আজ কাল ভারতে প্রাতঃস্মরণীয়, যাঁহার উপদেশ সমূহ প্রবাদরূপে ভারতবাসী হিন্দুগণের গৃহে গৃহে আজিও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই শঙ্কর এই বিস্তৃত ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শত সহস্র বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিসের বলে?—ধর্ম্মের। ধর্ম্মের বলে জগতে সামান্য উপকরণে ঘোরতর রাষ্ট্র বিপ্লব পর্য্যন্তও সংঘটিত হইয়াছে। আমেরিকা—সভ্য শিরোমণি আমেরিকার ইতিহাস আলোচনা করুন, ইতালি—নবোত্থিত ইতালির ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখুন, ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া সেই সকল দেশবাসীগণ কিরূপে আপনাদিগের অত্যাচারপীড়িত মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বকালীন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরী, পুণ্যভূমি ইতালি কালের কুটিল প্রভাবে অষ্ট্রিয়ার পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল, অত্যাচারপীড়িত ইতালীয়দের হৃদয়বিদারি হাহাকার দিনরাত্রি আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে ছিল, শোণিত স্রোতে সমস্ত দেশ ভাসিতেছিল, এমন সময়ে ম্যাটাসিনি জন্ম গ্রহণ করিলেন। ম্যাটসিনির দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে ইতালির উদ্ধার ভিন্ন তাঁহার পারত্রিক

মঙ্গল সাধিত হইবে না। ম্যাটসিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে ইতালির উদ্ধার তাঁহার ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ, ইতালির উদ্ধার তাঁহার ধর্ম্মের উচ্চতম আদেশ এবং এই বিশ্বাসের বলে তিনি ইতালীকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—দেশে স্বাধীনতা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া কে অস্বীকার করিবেক যে মানব জীবনে ধর্ম্মের প্রভুত্ব অপরিমেয়, বল অসীম।

ব্রাহ্মগণ! আপনারা জগৎ সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছেন যে "আমাদিগের ধর্ম্ম জগতে বিশুদ্ধতম ধর্ম্ম," কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনারা কি এই বিশুদ্ধতম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম বলের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন? যে গর্ব্বিত স্বরে বলিতেছেন যে "আমাদিগের ধর্ম্ম বিশুদ্ধতম," সেই গর্ব্বিতস্বরে কি বলিতে পারেন "আমাদিগের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম বলে বলীয়ান হইয়া, আমরা জগতের উন্নতি সাধনে দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত ভাবে যত্ন করিতেছি? সেই গর্ব্বিত স্বরে কি বলিতে পারেন, আমরা এই বিশুদ্ধতম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম বল প্রয়োগ করিয়া আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছি, দেশের উন্নতি সাধনে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছি? জগতের উন্নতির চেষ্টায় আমাদিগের ললাট নির্গত ঘর্ম্ম বিন্দু সমুদায় অনবরত পাদোপরি ক্ষরিত হইতেছে"? আপনাদিগের জীবনে কি আপনাদিগের বিশুদ্ধতম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম বল প্রতিভাত হইয়া থাকে? ব্রাহ্মগণ যদি বিশুদ্ধতম ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় বলে বলীয়ান হইয়া থাকেন, তবে ব্রাহ্মসমাজে এত কাপুরুষতা কেন? তবে ব্রাহ্মসমাজ নীচতা, দাসত্ব, স্বার্থপরতা ও নিশ্চেষ্টতায় পরিপূর্ণ কেন? যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম বলেই বলীয়ান হইয়া থাকেন, তবে ব্রাহ্মভ্রাতা! জিজ্ঞাসা করি, আপনি হিন্দুসমাজের ভ্রূকুটী দেখিয়া কম্পিতকলেবর হন কেন? প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ান গণের কথা একবার মনে করিয়া বলুন দেখি তাঁহাদিগের নিকৃষ্টতর ধর্ম্মের বল, তাঁহাদিগের জীবনে অধিক প্রতিভাত হইয়াছে, না আপনাদিগের উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মের বল আপনাদিগের জীবনে অধিক প্রতিফলিত হইয়াছে? কত শত নর নারী অম্লানবদনে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য জলন্ত অনলে জীয়ন্ত পুড়িয়া মরিয়াছেন, কতশত খ্রীষ্টিয়ান যুবক যুবতী সংসারের সকল সুখ, সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, ক্রুশবিদ্ধ হইয়া হাসিতে হাসিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে তাহা কি আপনারা জানেন না? কত বালক বালিকা যন্ত্রতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য আপনাদিগের সুকুমার দেহকে বিচূর্ণ করিয়াছে, তাহাও কি আপনারা জানেন না? তাঁহারা ধর্ম্মমতের নিকট আপনাদিগের শরীরকে, আপনাদিগের সাংসারিক সুখ সম্ভোগকে—এমন কি প্রাণপ্রতিম প্রণয়কে পর্য্যন্ত বলিদান করিয়াছিলেন, আর ব্রাহ্মভ্রাতা আপনিই আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসের নিকট হিন্দুসমাজনিবিষ্ট থাকিবার সামান্য ইচ্ছাটীকে বলিদান করিতে কুণ্ঠিত হন! প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানগণ ধর্ম্মের জন্য জলন্ত আগুণে জীবন্ত পুড়িয়া মরিতে ভয় করিতেন না, কিন্তু আপনি সামান্য সমাজের ভ্রূকুটীর ভয়ে আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসকে, অম্লানবদনে সামাজিক কুসংস্কারের নিকট বলিদান করিতে কুণ্ঠিত হন না; আবার হস্তে পৌত্তলিক দেবদেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে করিতে মুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "আমার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম"। যদি জীবনে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন না করিতে পারেন, তবে শূন্য বাক্যব্যয় করিলে জগতের লোক আপনার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে না—জগতের লোক আপনার প্রবঞ্চনা বাক্যে বিশ্বাস করিবে না। যদি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চান, তবে ধর্ম্মবল যাহাতে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রতিভাত হয়, তাহার চেষ্টা দেখুন। দুঃখিনী ভারতভূমি আপনাদিগের মুখ পানে আশাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে—ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা দেশের দুঃখ মোচন করুন। আপনার ধর্ম্ম, জগতের বিশুদ্ধতম ধর্ম্ম স্বীকার করি, আপনার ধর্ম্মের বল প্রভূত স্বীকার করি, কিন্তু মুখে এই সকল বলিলে কি হইবে? জীবনে ধর্ম্মের অসীম বলকে আয়ত্ত করুন, দেখিবেন অলসতা কাপুরুষতা নীচতা, প্রভৃতি ধর্ম্মবলের জলন্ত তেজ দেখিয়া দূরে পলায়ন করিবে। ধর্ম্মবলকে ব্রাহ্মগণের প্রত্যেকের জীবনে আয়ত্ত করিতে পারিলে, এই অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মদ্বারাই ভারতের কোটী কোটী নরনারীর উদ্ধার সাধিত হইবে। কিন্তু পুনরায় বলি কেবল আয়ত্ত করিলেও হইবে না, জীবনে আয়ত্ত করিয়া সৎপথে পরিচালিত করিতে হইবে, তবেই ব্রাহ্মগণ দ্বারা, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে ভারতের দুঃখ মোচন হইবে। অসৎমার্গ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মবল জগতের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, ব্রাহ্মগণ সাবধান হইবেন, যেন আপনাদিগের এই বিশুদ্ধতম ধর্ম্মে কুসংস্কারাবিষ্ট মত সকল প্রবিষ্ট হইয়া নির্ম্মল ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর কলঙ্ক আরোপিত না করে। সাবধান থাকিবেন যেন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কেবল যোগের ধর্ম্ম, কি প্রেমের ধর্ম্ম হইয়া, ভারতের ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত না করে। কেবল মুদ্রিত নয়নে উপাসনা করিলে কেবল পদ্মাসনে বসিয়া ধ্যান সাগরে দিন রাত্রি নিমজ্জিত থাকিলে, কেবল ভক্তির তরঙ্গে ভাসিলে ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের দ্বারা ভারতের উদ্ধার সাধিত হইবে না। উপাসনা করিবেন, কিন্তু উপাসনাতেই তাহা শেষ করিবেন না। উপাসনা করিবেন হৃদয়কে পবিত্র রাখিবার জন্য, মনকে বলীয়ান রাখিবার জন্য। উপাসনা করিবেন যেন হস্ত শত গুণ বলে বলীয়ান হইয়া বিধবার অশ্রুজল মুছাইতে ধাবিত হয়। প্রেমসাধনা করিবেন যেন পদ দূরপ্রান্তবাসী ভ্রাতার কষ্টের সংবাদ শুনিয়া দ্রুতবেগে তথায় তাহার দুঃখ মোচন করিবার জন্য প্রধাবিত হইতে পারে। তাহাহইলে ব্রাহ্মগণ আপনাদের যোগের সার্থকতা সম্পন্ন হইবে, আপনাদিগের দ্বারা ভারতের বিংশতি কোটী নর নারীর কষ্ট যন্ত্রণা দূর হইবে। অলস হইয়া পায়ের উপর পা গুটাইয়াকেবল যোগ সাধনা করিতে হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, জগতে এই প্রকার ধর্ম্মের অভাব নাই। ব্রাহ্মগণ অলসতা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ধাবিত হউন, দেশের

জন্য মানব জাতির জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত ব্যয় করুন, দেখিবেন ;—

"রক্ত বিন্দু হতে শুনি এ জগতে,
শত রক্তবীজ জন্মে যে প্রকার,
জীবন সংগ্রামে, ভারতের নামে,
যত রক্ত বিন্দু পড়িবে এবার,
শত পুত্র হবে বীর অবতার,
ভারত আঁধার, ভারতের ভার—ঘুচাইবে তারা।

পাপ কুসংস্কারে দেশ পরিপূর্ণ, ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করুন, সত্য অসি ধারণ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন, দেশের উন্নতির জন্য খাটিতে খাটিতে জীবন অবসান করুন, আপনারা জগতে ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত হইবেন, ধর্ম্ম জগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে আপনাদিগের নাম জাজ্বল্যমান থাকিবে, ভারতের ভাবী বংশের রাশি রাশি আশীর্ব্বাদ আপনাদিগের মস্তকে বর্ষিত হইবে।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ১৩ই শ্রাবণ ১৮০০শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

ভক্ত চূড়ামণি চৈতন্য দেবের সৌন্দর্য্যে—তাঁহার লাবণ্যে কেবল যে তাঁহার মাতা ও তাঁহার স্ত্রী বশীভূত হইয়াছিলেন তাহা নহে, নদীয়াবাসী শান্তিপুরবাসী সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে কেবল তাঁহার মাতা ও স্ত্রী অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে, সমস্ত নবদ্বীপবাসী সমস্ত শান্তিপুরবাসী তাঁহার জন্য ক্রন্দন করিয়াছিল। কিজন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন? তাঁহার নিজের পরিত্রাণের জন্য নয়, কিন্তু জীবের পরিত্রাণের জন্য। তিনি দেখিলেন বঙ্গদেশে—ভারতবর্ষে ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব নাই; মনুষ্যহৃদয় হইতে দেবভক্তি পলায়ন করিয়াছে, মনুষ্যহৃদয় শ্মশান বেশ ধারণ করিয়াছে, চতুর্দ্দিক মিথ্যা কপটতা প্রবঞ্চনা সর্ব্বপ্রকার অধর্ম্মে পূর্ণ। যে দেশে গঙ্গা প্রবাহিত, যে দেশে ঋষিগণ জন্মিয়াছেন, সেই পুণ্যভূমির এই অবস্থা চৈতন্য সহ্য করিতে পারিলেন না। তাই হরিনামের মহামন্ত্র প্রচার করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

চৈতন্য সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মাতৃ আজ্ঞায় নীলাচলে শ্রীক্ষেত্রে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন।

ভক্তের জীবন কেমন মধুর, কেমন বিনীত, কেমন সুন্দর তাহা ইঁহার জীবনেই আমরা দেখিতে পাই। তিনি ভক্তচূড়ামণি নাম পৃথিবীতে পাইয়াও তাঁহার জীবনকে কেমন হীন মনে করিতেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত চৈতন্য চরিতামৃত হইতে পাঠ করিতেছি ;—

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ কুমার।
পিতৃশূন্য মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার॥
প্রভুস্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার।
প্রভুসনে বাত কহে প্রভু প্রাণ তার॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে॥
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহা প্রীত।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীত॥
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে॥
আর দিন সে বালক প্রভুস্থানে আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা॥
কতক্ষণে সে বালক উঠি ঘরে গেলা।
সহিতে না পারে দামোদর কহিতে লাগিলা॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত কহে গোসাঞির ঠাঞি।
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞির প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে॥
শুনি প্রভু কহে কহ কহ দামোদর।
দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে।
মুখর জগতে মুখ পার আচ্ছাদিতে॥
পণ্ডিত হইয়া মনে বিচার না কর।
রাণ্ডীর ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দর যুবতী॥
তুমিহ পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কানাকানি বাতে দেহ অবসর॥
এত বলি দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা॥
ইহাকে কহিলে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥
এতেক বিচারি প্রভু • চলিলা।
আর দিন দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা॥
প্রভু কহে দামোদর চল নদীয়া।
• সমীপে তুমি রহ তাহা যাচঞা॥
তোমা বিনা তাঁহাকে রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলা সাবধান॥
তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয় সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয়। ইত্যাদি।

চৈতন্য চরিতামৃত হইতে চৈতন্যের জীবনের এই এক সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিলাম। চৈতন্য দেব তাঁহার ভক্তদের নিকট সামান্য লোক নয়, কিন্তু মহৎ লোক বলিয়া ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনই আপনাকে মহাপুরুষ বলেন নাই; তিনি যখনই প্রার্থনা করিতেন তখনই

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ ন কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

হে জগদীশ! আমি ধন জন অথবা সুন্দরী কবিতার কামনা করি না। আমার জন্ম জন্ম যেন তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি হয়।

সর্ব্বদা তিনি ব্যাকুল ও অস্থির প্রাণে ঈশ্বরপ্রেমে প্রমত্ত। সেই চৈতন্যের নিকট একজন বিধবার পুত্র দেখা করিতে আসিতেন। চৈতন্য সেই বালককে প্রেম করিতেন। ইহা দৃষ্টে দামোদর, পাছে এই জন্য চৈতন্যকে লোকে নিন্দা করে, এমন যে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র তাঁহাতে কলঙ্ক আরোপ করিলে সহ্য করিতে পারিবেন না, এই জন্য চৈতন্যকে বলিলেন তোমায় "গোঁসাই" গোঁসাই" বলে, কিন্তু তুমি জগতের কথার প্রতি কাণ দাও না। চৈতন্য বুঝিলেন তাঁহার সেই ব্রাহ্মণবালককে ভালবাসার জন্যই দামোদর এরূপ বলিলেন। কেননা দামোদর তাঁহার প্রকৃত বন্ধু, তাঁহাকে যদি কেহ নিন্দা করে তাহা তো তাঁহার প্রাণে সহ্য হইবে না। এমন যে বন্ধু এমন যে নিঃস্বার্থ বন্ধু ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম জগতে কেহ স্থির থাকিতে পারেন না। এই জন্য চৈতন্য বলিলেন দেখ আমার কেহ নাই, আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি, পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এমন কেহ নাই যে আমাকে শাসন করিবে; অতএব তুমি আমার পরম বন্ধু তুমি আমাকে শাসন করিতে পার, দোষের জন্য তিরস্কার করিতে পার। তোমরা এরূপ না করিলে কে আমার দোষ সংশোধন করিবে, আমাকে হিতোপদেশ দান করিবে? এই বলিয়া দামোদরের হস্ত ধারণ করিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া দামোদর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন এমন বন্ধুকে—এমন সরল ভক্তকে এ রূপ রূঢ় কথা কেন বলিলাম।

এই উপদেশের মধ্যে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে, ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেবের জীবনের সহিত আমাদের জীবনের তুলনা হয় না। তিনিই কেমন বন্ধুর সামান্য দোষ প্রদর্শন জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন, হস্ত ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিলেন।

আমাদের যিনি প্রকৃত বন্ধু, তিনি আমাদের দোষ প্রদর্শন করিবেন, আমরা আমাদের জীবনের দোষ সংশোধন করিব। যদি শারীরিক রোগ নির্ণয় জন্য বন্ধুর দেখা আবশ্যক, তবে মনের রোগ নির্ণয় জন্য কি বন্ধুর প্রয়োজন নয়? এইরূপ বন্ধু শ্রোতা ও বক্তা পাওয়া দুর্ল্লভ। এখানে বন্ধুর দোষের কথা বলিলে তিনি রুষ্ট এবং বিরক্ত হন। যাঁহার সহিত বিংশ বৎসর এক সঙ্গে রহিলাম, বন্ধুতা সম্ভোগ করিলাম, যাঁহার প্রণয়ে কত সুখী হইলাম সেই বন্ধুর দোষ সরল ভাবে বলিলাম-বলিলাম বন্ধু তোমার দোষ সংশোধন কর, তিনি উত্তর দিলেন তুমি আমার দোষ বলিলে কেন? আমার দোষ আমিই সংশোধন করিব, আমার দোষ প্রদর্শন করিবার তুমি কে? এই বলিয়া তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। বর্ত্তমান সময়ের বন্ধুতা কপটতা মাত্র। আমরা যাঁহার সহিত বন্ধুতা করিতে যাই, তাঁহারই মতে সায় দিই; তিনি যাহা ভাল বাসেন তাহাই সহ্য করিয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করি, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুতার কার্য্য এরূপ নয়। প্রকৃত বন্ধু বন্ধুর দোষ দেখিলে না বলিয়া থাকিতে পারেন না। বন্ধুতাতে তাঁহার প্রাণ এত মুগ্ধ যে বন্ধু বিরক্ত হইলেও তাঁহার দোষ বলিবেন। বন্ধুও তাঁহার দোষ শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞ হইবেন, আপনাকে সংশোধন করিবেন। আমরা যেন এইরূপে বন্ধুর মুখে দোষ শ্রবণ করিয়া কৃতজ্ঞ হই। আমাদের জীবনে কত সহস্র দোষ রহিয়াছে, তাহার দুই একটী মাত্র বন্ধু জানিয়াছেন, আরও কত দোষ আমি ভিন্ন আর কেহই জানে না, এজন্য যেন আমরা বন্ধুর মুখে দোষ শুনিয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা দান করি। কোন কারণে কোন অহঙ্কারে যেন আমরা এরূপ আচরণে নিবৃত্ত হই না। আমি প্রচারক, আমি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পূর্ব্ব বাঙ্গলায়, পশ্চিম বাঙ্গলায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি, আমার নাম সংবাদ পত্রে উঠিয়াছে, সমস্ত লোকের কণ্ঠে আমার প্রশংসা ধ্বনি, আমার দোষ অন্যে বলিবে কেন? এইরূপ যদি প্রচারকের ভাব হয়, সে প্রচারক দ্বারা ধর্ম্মের কিছু মাত্র উপকার হইবে না। আমরা যেন উপকারী বন্ধুকে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে করি। দেখুন মহাত্মা চৈতন্য যাঁহার হরিনামের এক হুঙ্কারে সহস্র সহস্র লোক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বন্ধুর মুখে দোষ শ্রবণ করিয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাই স্বর্গীয় বন্ধুতা। আর আমরা কোন্ ছার! যাঁহারা আমাদের দোষ বলেন সেই নিরপেক্ষ প্রকৃত বন্ধুদিগকে যাহাতে আমরা ভাল বাসিতে পারি তাহাই আমার অনুরোধ। ইহা সহজে হইবে না, এ মনোহর অবস্থা-নিরহঙ্কার অবস্থা সাধনসাপেক্ষ। যে বন্ধু আমাদের দোষ প্রকাশ করেন, তিনি আমাদের গুরু। আমরা আমাদের জীবনের কলঙ্ক প্রকাশ করিতে বা শুনিতে ইচ্ছুক নই কেন? তদ্দ্বারা আমাদের কলঙ্ক প্রচার হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। চৈতন্য দেব এইরূপ দোষ শ্রবণে বন্ধুর প্রতি অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি কত ভক্তি জন্মিতেছে। আপনারা ভাবিয়া দেখুন আমাদের শরীরের ব্যাধির কথা বলিলে আমরা সন্তুষ্ট হই, কিন্তু মনের দুরবস্থা বলিলে বিরক্ত হই. বন্ধুকে বর্জ্জন করি কেন? চৈতন্যদেবের যে দৃষ্টান্ত পাঠ করিলাম, তাহা যাহাতে আমরা সাধন দ্বারা লাভ করিতে পারি তজ্জন্য যেন যত্নবান হই। আমরা একদিনেই এই অবস্থা লাভ করিতে পারিব না। যিনি দোষ বলেন প্রথমতঃ তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার করিতে হইবে, পরে মন একটু প্রশস্ত হইলে তাঁহাকে মুখে কৃতজ্ঞতা দিবে, ধন্যবাদ দিবে এবং মন আরও প্রশস্ত হইলে সেই দোষবক্তা বন্ধুকে-সেই গুরুকে প্রণাম করিবে, তাঁহার পদ চুম্বন করিবে। তখন আমরা যথার্থ বন্ধুতার মধুরতা সম্ভোগ করিতে পারিব। আমরা যেন দোষ-বক্তা বন্ধুকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিয়া নিজ জীবনের পাপ কলঙ্ক অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারি। চৈতন্যদেবের দৃষ্টান্ত আমাদের অনুকরণীয় হউক, ঈশ্বর আমাদিগকে আশী-র্ব্বাদ করুন।

নগাঁও।

মঙ্গলবার ৩০শে জুলাই ১৫ই শ্রাবণ।

পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতা।

ভারতের ভাবী আশা।

প্রত্যেক মনুষ্যই আশাতে জীবিত, আশাতে সংসারী সংসার চালাইতেছে, আশাতে ধার্ম্মিক ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, আশা দ্বারাই এই প্রকাণ্ড পৃথিবী চলিতেছে, আশাই মনুষ্য জীবনের অবলম্বন। কোন বিষয় বলিতে হইলে তাহার অপর দিক দেখিতে হয়। ভারতের চতুর্দ্দিকে উন্নতির চিহ্ন সকল লক্ষিত হইতেছে, চতুর্দ্দিক হইতে উন্নতির শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তবে আমাদিগের নিরাশার বিষয় কি কিছুই নাই? এই উনবিংশ শতাব্দীতে আমি দণ্ডায়মান হইয়া নিরাশার কথা বলিব। এই উন্নতির সময়েও আমাদিগের গুরুতর অভাব সকল লক্ষিত হয়। ১ম অভাব—আমাদিগের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি নাই। সহানুভূতি কি? একজন যে কষ্ট পাইতেছে তাহা অন্য একজন দ্বারা অনুভব করাই সহানুভূতি। একজন ধনী অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন, সুখের সাগরে ভাসিয়া জীবনকে সার্থক বিবেচনা করিতেছেন, এদিকে এক জন কৃষক দরিদ্রতাতে শীর্ণ হইয়া ক্রন্দন করিতে ২ সংসারকে অন্ধকার দেখিতেছে, কিন্তু কেহ কাহারও দুঃখে দুঃখিত নহে, কাহারও সুখে সুখীও নহে। সহানুভূতি ভিন্ন কোন্ জাতির উন্নতি হইতে পারে? অন্যান্য জাতির মধ্যে সহানুভূতির প্রভাব দেখ। যদি কোন বিদেশী তাহাদিগের কোন ব্যক্তিকে কটু বাক্য বলে বা প্রহার করে, দেখিবে কৃষক হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। যদি আমরা দেখি একজন বঙ্গবাসী বা আসামবাসী ঐরূপ তিরস্কৃত বা আহতও হইতেছে, সম্মুখে থাকিলেও তাহার দুঃখে দুঃখী হইবার আমাদিগের প্রবৃত্তি হইবে না। ইহাকে কি ভালবাসা বলে, ইহাকে কি দেশানুরাগ বলে, ইহাকে কি স্বদেশ হিতৈষিতার কার্য্য বলে? কেন আমাদিগের সহানুভূতি নাই এবং কি জন্যে আমরা এরূপ হীনদশা প্রাপ্ত হইলাম? ইহা কি পূর্ব্বে ছিল, না বর্ত্তমানে হইয়াছে একবার আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার নিগূঢ় যোগ বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মের ভিন্নতাই ইহার একটি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতবর্ষে যতগুলি ধর্ম্ম, ততগুলি জাতি। শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের সদ্ভাব নাই, বৈষ্ণবের সঙ্গে শাক্তের সদ্ভাব নাই। এক ধর্ম্মাবলম্বী অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে নির্য্যাতন করিতে—ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল, সুতরাং পরস্পরের সহানুভূতির স্থলে হিংসা বিদ্বেষ, অপ্রণয়, ইত্যাদি আসুরিক ভাব আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করিল, পরস্পরের মধ্যে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইল। এদিকে খৃষ্টান্ ও মুসলমান্ ধর্ম্মও ভারতের উপর কম পরাক্রম প্রকাশ করে নাই। খৃষ্ট ধর্ম্ম আমাদিগের মধ্য হইতে দুইজনকে খৃষ্টান করিয়া দুইটি সংখ্যা কমাইয়াদিল। অনেক মুসলমানও আমাদিগের ক্রোড় হইতে আর্য্য সন্তানকে এরূপ করিয়া কাড়িয়া লইল যে আর তাহাদিগকে আমাদের বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এখন দেখা যাউক্ কিরূপে আমরা এই সকলের হস্ত হইতে রক্ষিত হইয়া পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া একতা সূত্রে বদ্ধ হইতে পারি। চৈতন্যাত ধর্ম্মে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন, সকলকে এক করিতে চাহিলেন, অবশেষে তাঁহার সংপ্রদায় একটি পৃথক সঙ্কীর্ণ জাতি হইয়াছে। নানক কবীরেরও এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল। ধর্ম্ম বিভাগই আমাদিগের দুর্দ্দশার মূল। এইজন্য কেহ কাহারও সঙ্গে মিশিতে পারিতেছে না। কি ছিল ভারতের অবস্থা। এখনই বা কি হইয়াছে, যদি কেহ বলেন যে সকলে একেশ্বরবাদী মুসলমান বা খ্রীষ্টান হইয়া একতাতে বদ্ধ হও। একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আর্য্যসন্তানকে জিজ্ঞাসা কর, ইহার যথার্থ উত্তর পাইবে। বৈজ্ঞানিক কোন মনুষ্য বা শাস্ত্র বিশেষের অভ্রান্ততা কিরূপে স্বীকার করিতে পারেন? অতএব ঐ দুই ধর্ম্ম ভারতবাসীকে এক করিতে সক্ষম হইল না। কাজেই ইহাদের অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্মের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। সেই উন্নত ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

সহানুভূতির ন্যায় স্বানুবর্ত্তিতারও অত্যন্ত অভাব লক্ষিত হয়। স্বকীয় ভাবের অনুবর্ত্তী হওয়াকেই স্বানুবর্ত্তিতা বলে। একজন বৈজ্ঞানিক হইয়া বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবেন, আর একজন ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, একজন চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, প্রত্যেকের স্বাধীন ভাব ও স্বাধীন মন আছে, সকলে আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া স্বানুবর্ত্তী হইবে। এক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সকলের সহানুভূতি সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। বঙ্গবেহার আসামপঞ্জাব প্রভৃতি সকলকে আপনার অঙ্গের ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে। শরীরের এক স্থানে বেদনা উপস্থিত হইলে যেমন সমস্ত শরীর তাহা অনুভব করে, সেইরূপ এক দেশের দুঃখ উপস্থিত হইলে সকলকে তাহা অনুভব করিতে হইবে। আসাম, বাঙ্গালা, পঞ্জাব, বম্বে সকলে একত্র হইয়া ভারতের আশাকে উজ্জীবিত করিতে হইবে। দেখ, ভারত মাতা, মদ্যপান, ব্যভিচার, হিংসা, কপটতা, ইত্যাদি পাপে জর্জ্জরিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছে, এবং বলিতেছে, হে আমার সন্তানগণ! তোমরা আমাকে এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। মদ্যপান, ব্যভিচার, হিংসা কপটতা ইত্যাদি গুরুতর পাপ আমাকে ভয়ানক রূপে আক্রমণ করিয়াছে, শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, আর আমি জীবন ধারণ করিতে পারি না— প্রাণ যায় হে ভারতসন্তান! একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ। হা ভ্রাতৃগণ! মাতার ক্রন্দনে কি তোমাদের হৃদয় কিছুমাত্র বিগলিত হয় না? আবার দেখ! পুরাতন আর্য্য ধর্ম্মও ভারত মাতার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া বলিতেছে, হে আর্য্য সন্তান! তোমাদিগের পিতামহগণ আমাকে যত্নের

সহিত লালন পালন করিয়াছিল, এখন আমার দুরবস্থা দেখ। নানা অত্যাচারে আমি বিনষ্ট হইলাম। আর্য্য সন্তান আমাকে পরিত্যাগ করিল, এখন আমি কোথায় যাই বল। নাস্তিকতা মদ্যপান ব্যভিচারে আমি বিনষ্ট হইলাম। হে ভারত সন্তান! ধর্ম্মের প্রতি তোমাদের কি স্নেহ ভালবাসা আছে? তাহা হইলে আমাকে রক্ষা কর। যে ভারত এক সময় আমা দ্বারা গৌরবান্বিত হইয়াছিল সেই ভারতে এখন আমার এই দুর্দ্দশা। ধর্ম্মের এরূপ ক্রন্দন শুনিয়া কি আমাদিগের মনে আশার উদয় হয়? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বাস্তবিক মন একবারে নিরাশাকূপে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু এই নিরাশার মধ্যে কি আশা নাই? আমরা এই নিরাশার মধ্যেও ভারতের ভাবী আশা দৃষ্টি করিতেছি। ভারতমস্তিষ্ক এখন সতেজ হইতেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় চিন্তা করিতেছেন কিসে ভারতে সহানুভূতি হয়। শিক্ষিতেরা মনে করেন বঙ্গবেহার উড়িষ্যা আসাম সকলই এক। সমুদয় ভারতের জন্য ক্রন্দন করিতে তাঁহারা শিক্ষা করিতেছেন। এমন কি ভারতে ধর্ম্মের নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, শিক্ষার প্রভাবে সাংপ্রদায়িক ধর্ম্মে আস্থা হ্রাস হইয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাবে খৃষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মও বাইবেল ও কোরাণের অভ্রান্ততা প্রচার করিতে অক্ষম হইয়া হীনপ্রভ হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই এখন ভারতের ভাবী আশার স্থল। উপনিষদের সেই সত্যংজ্ঞান মনন্তং ঈশ্বরই এই ধর্ম্মের প্রাণ। এই সত্যধর্ম্মই সমুদয় ভারতকে—সমুদয় পৃথিবীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবে, এই ধর্ম্মই ভারতের ভাবী আশা। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিজ্ঞানকে আদরের সহিত আলিঙ্গন করে। এই ধর্ম্মই পৃথিবীর সকল সাংপ্রদায়িকতা বিনাশ করিয়া এক উদার সংপ্রদায়ে সকলকে আবদ্ধ করিবে। এই ধর্ম্ম যেমন হিন্দুকে আদরের সহিত গ্রহণ করিল, তেমনই মুসলমান খৃষ্টানকেও আদরের সহিত আলিঙ্গন করিল। ইহাদ্বারাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে, পঞ্জাব, বোম্বাই,আসাম,বাঙ্গালা সকলে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব শিক্ষা করিবে যখন ইহা হইবে, তখন বঙ্গের দুঃখে আসাম দুঃখিত হইবে, আসামের দুঃখে বঙ্গের আন্তরিক বেদনা উপস্থিত হইবে, এই যুক্তিসিদ্ধ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই জগতে প্রভূত সহানুভূতি আনয়ন করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মূল সূত্রে সমুদায় ভারতবর্ষকে গ্রথিত করিবে। তখন ভারতের যেখানে যাও দেখিবে প্রত্যেক গৃহে সত্যের জয় ধর্ম্মের জয়—বিঘোষিত হইতেছে। এখন দেখ একদিকে যেমন ধর্ম্ম দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম, অপর দিকে তেমনই পবিত্র ধর্ম্ম দ্বারা সংমিলিত হইলাম। এখন সকলে "ভারতের এই ভাবী আশা" হৃদয়ঙ্গম করিয়া চতুর্দ্দিকে সত্যের জয় ঘোষণা কর। *

* বক্তা আরও উজ্জ্বল ভাবে কথা গুলি চিত্রিত করিয়া বলিয়াছেন। আমি অতি সংক্ষেপে যাহা মনে রাখিয়াছিলাম, তাহাই লিখিলাম। বক্তার উৎসাহকরী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অত্রত্য সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

শ্রীপদ্মহাস গোস্বামী।

আসামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেরূপ প্রভূত উদ্যমের সহিত আসামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে। তিনি যে যে স্থানে গিয়াছেন সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ইনি আসামে কেবল ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন তাহা নহে,তৎসঙ্গে বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্য বিবাহ নিবারণ প্রভৃতি নানা হিতকর বিষয়েও বক্তৃতা দ্বারা সহায়তা করিতেছেন। সমাজ সংস্কার করাও ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ইহাঁকে দেখিলে বাস্তবিক ভক্তির উদ্রেক হয়। ব্রাহ্ম ব্যতীত অন্যান্য লোকেও ইহাঁকে যথেষ্ট আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত আসামে এবার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যাইবেন এরূপ স্থির করিয়াছেন। ইনি প্রথমে ধুবড়ীতে উপস্থিত হইয়া ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার "অবতার বাদ' ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার "ধর্ম্ম বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব' এবং ৬ই আষাঢ় "ভারতে ভক্তি প্রচার" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া সাধারণকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তথায় কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া গোয়ালপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে ১৪ই আষাঢ় বৃহস্পতি বার "জাতীয় ভাব ও জাতীয় ধর্ম্ম" এবং ১৮ই আষাঢ় "ব্রাহ্মদিগের আদর্শ ও লক্ষ্য" বিষয়ে অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর সত্য সকল সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন।

গোয়ালপাড়ায় ব্রাহ্মধর্ম্মের যশোঘোষণা করিয়া ২২শে আষাঢ় অত্র নগাঁওয়ে (অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া) উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আগমনে এখানকার সকলেই পরম উপকৃত হইয়াছেন। ২রা শ্রাবণ অত্রত্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্র দিগকে "আত্মার প্রকৃতি" সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। ৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টার সময় ইংরাজী স্কুল গৃহে "ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার"বিষয়ে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে অনুমান ২০০ দুই শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অনেক স্থানীয় উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র লোকও আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে স্বয়ং ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজ সংস্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন অতি উৎসাহের সহিত তাহা বিবৃত করিয়াছেন, এই বক্তৃতা অনেকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছিল। সমাজের অহিতকর বাল্য বিবাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলন, এবং স্ত্রীদিগের শিক্ষা প্রদান বিষয় উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণন করিয়া শ্রোতৃ বর্গকে মোহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলেই ইহাঁর বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ইহাঁর আগমনে ব্রাহ্ম দিগের মধ্যে উপাসনার স্রোত বিশেষ রূপে প্রবহিত হইতেছে, ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে সারগর্ভ 'সারমন' হইতেছে। গত২৭শে জুলাই ইনি অত্রত্য ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার পর "সচ্চিন্তা' বিষয়ে অতি উপাদেয় উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন।

অত্রত্য ইংরাজী স্কুলের ছাত্রদিগের একটি সভা আছে। ঐ সভার নাম "ছাত্র সভা।" এবারে "বিধবা বিবাহ" আলোচ্য বিষয় ছিল। ১২ই শ্রাবণ শনিবার যখন স্কুলের

ছুটীর পর সভা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন প্রচারক মহাশয়ও ছাত্রদিগের দ্বারা আহূত হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। নিয়মিতরূপে "বিধবা বিবাহ" বিষয়ে রচনাদি পাঠ হইয়া গেলে, সম্পাদক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি উক্ত বিষয়টী অতিবিশদরূপে ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার "ভারতের ভাবী আশা" সম্বন্ধে পুনরায় ইংরাজী স্কুল গৃহে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মন আকর্ষণ করিতে পারে নাই, কিন্তু হিন্দুগণ ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এখানে আরও কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া আগামী সপ্তাহে "ভক্তি ও ভারতবর্ষ" বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। দুই জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের পুত্রের "অন্নপ্রাশন" অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র শিবসাগর যাত্রা করিবেন।

ক্রমশঃ বাধ্য
শ্রীপদ্মহাস গোস্বামী।

মযমনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে সাংবৎসরিক উৎসব।

গত ২৩এ ও ২৪এ আষাঢ় ময়মনসিংহ শাখা ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ১২৭৪ সালের ২৩এ আষাঢ় এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪।৫ টী উৎসাহশীল বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্মিলিত হইয়া এই সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চার উন্নতিসাধন এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমে বহুসংখ্যক যুবক ইহাতে যোগ দান করিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম জীবন গঠিত করিয়াছেন। ময়মনসিংহে যতগুলি প্রকাশ্য ব্রাহ্ম আছেন, তাহার অধিকাংশই এই শাখা সমাজ অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন। ফলতঃ ইহার অনেক সভ্য দেশে বিদেশে অবস্থিতি করিয়া ব্রাহ্মসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। কাল সহকারে এই শাখা সমাজই প্রকৃত ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ হইয়া উঠিয়াছে। এই ১১ বৎসরের এই ক্ষুদ্র সমাজ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত কল্যাণ ও হিত সাধিত হইয়াছে এবং আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহার ভাবী আশার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি।

পূর্ব্বে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনার কার্য্য রবিবার প্রাতে নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু ছাত্রদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীয় মাননীয় সভ্যগণ সেই সময়টী শাখা সমাজের উপাসনার জন্য ছাড়িয়া দেন। তদবধি বরাবর ব্রহ্মমন্দিরে রবিবার প্রাতে শাখা সমাজের সামাজিক উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ যখন মূল সমাজের দুইজন ক্ষমতাশালী ব্রাহ্ম কর্ত্তৃক প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী মন্দির হইতে অপমানিত হইয়া তাড়িত হইলেন, তখন শাখা সমাজের সভ্যগণও তদ্রূপস্থানে যাইয়া উপাসনা করা অন্যায় মনে করিলেন। তদবধি যে পর্ণকুটীরে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনা কার্য্য হইতেছে, শাখা সমাজের কার্য্যও সেখানেই নির্ব্বাহ হয়। আমাদের প্রিয়তম উৎসবও এবার সেই পর্ণ কুটীরেই সম্পন্ন হইয়াছে।

উৎসবের পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে কতিপয় সদুৎসাহী বালক অত্যন্ত পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণ করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র উৎসব গৃহ খানিকে সুসজ্জিত করিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে উৎসবের দেবতা পরমেশ্বর স্বহস্তে পর্ণ কুটীরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার প্রিয়তম অনাথ পুত্র কন্যা গুলিকে আহ্বান করিলেন। চারিদিক হইতে দলে দলে যুবক ও বালকগণ আসিয়া গৃহ পূর্ণ করিলেন। গৃহ পার্শ্বে ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য স্থান ছিল, তথায় ৩। ৪ টী ব্রাহ্মিকা সম্মিলিত হইলেন। সকলেরই মুখে উৎসাহের নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। অতি গভীর শান্ত ও প্রফুল্লভাবে উপাসনা সম্পন্ন হইল। উপাসনান্তে ব্রহ্মোৎসব কি? এ বিষয়ে উপদেশ হইল। চিরসুন্দর আনন্দময় প্রেমস্বরূপ নিত্যক্রিয়াশীল ব্রহ্মকে লইয়া নিরাকার মানবাত্মার যে উৎসব তাহাই ব্রহ্মোৎসব। এ বিষয়ে সে দিন যে সুন্দর চিত্র খানি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা কথায় বলিবার শক্তি নাই।

অপরাহ্ণ ৫টার সময় সঙ্গতের সাম্বৎসরিক হইল। শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধর্ম্মালোচনার সভা স্থাপিত হয়। এটী তরুণবয়স্কদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য একটী কার্য্যকরী সভা। প্রথমে সম্পাদক গতবর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। তারপর ৩।৪ জন সভ্য সঙ্গত দ্বারা জীবনের কি উপকার হইয়াছে, তদ্বিষয়ে এক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। সন্ধ্যাকালে ভক্তি ও উৎসাহের সহিত ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন হইল। সন্ধ্যার পর উপাসনা ও উপদেশাদি হইয়া সে দিনের কার্য্য শেষ হইল।

পরদিন প্রাতে পুনরায় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইলেন। এদিনের ভাব পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক শান্ত, গাঢ়, স্থায়ী ও জীবন্ত বলিয়া বোধ হইল। উপাসনান্তে প্রেম ও ব্রাহ্ম জীবন বিষয়ে এক অপূর্ব্ব ও মৌলিক ভাব পূর্ণ উপদেশ প্রদত্ত হইল। সেই দিনে সেই কণ্ঠে সেই উপদেশের আদ্যোপান্ত না শুনিলে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কিছুই উপলব্ধি হইবে না। তথাপি তাহার যে কয়টী কথা আজিও আমাদের হৃদয় তন্ত্রীতে মধুর ধ্বনি করিতেছে, তাহা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমে প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম ও নর নারীর প্রতি ভালবাসা যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ তাহার স্বরূপ বর্ণিত হইল; পরে প্রেমিক চূড়ামণি ঈশা ও ভক্তরাজ চৈতন্যের জীবনে সেই প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। আমরা ঈশা ও চৈতন্যের জীবনের এরূপ উচ্চভাব পূর্ব্বে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যে প্রেম, যাহারা মস্তকে পদাঘাত করিল, ৩০টী টাকার লোভে সকল উপকার সকল সম্বন্ধ ভুলিয়া গেল, অবিচারে নির্দ্দোষ মানব সন্তানের প্রাণ হত্যা করিল, তাহাদের জন্য ছল ছল চক্ষে প্রার্থনা করিতেছে "প্রভু ইহারা যে কি কার্য্য করিতেছে তাহা বুঝিতেছে না, তুমি ইহাদিগকে ক্ষমা কর।" আবার যে প্রেম, অনাথা জননী ও অসহায়া রমণীকে গঙ্গাতীরে নিক্ষেপ করিয়া, জীবনের সকল সুখ, সকল আকাঙ্ক্ষা গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া অধর্ম্ম ব্যভি-

চার পূর্ণ তত্ত্ব প্লাবিত বঙ্গের ঘরে ঘরে হরিনাম ও হরি প্রেম বিলাইয়া বেড়াইল, ব্রাহ্ম জীবন যে সেই প্রেম হইতে কত দূরে রহিয়াছে আচার্য্য মহাশয় বিগলিত অশ্রুবারির সহিত সেই বিষয়ের চিত্র অঙ্কিত করিলেন। পরে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন "ব্রাহ্মগণ! তোমাদিগকে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়া ব্রহ্ম পাদপদ্ম হইতে সেই প্রেমগঙ্গা আনিয়া এই দুঃখী পতিত দেশের উদ্ধার করিতে হইবে। ভগীরথ বিষ্ণুপদ হইতে গঙ্গা আনিয়া পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার করিয়াছিলেন, তোমরা ব্রহ্মপদ হইতে প্রেম-গঙ্গা আনিয়া এই পতিত বঙ্গের উদ্ধার কর। অহঙ্কার ঐরাবতকে ভয় করিও না, প্রেম প্লাবনে ডুবিয়া যাইবে। যদি স্বার্থ জহ্নু এক গণ্ডূষে প্রেম-গঙ্গা পান করিয়া ফেলে, তবে তাহার শরীর বিদীর্ণ করিয়া দিও। অহঙ্কার ও স্বার্থ বিনাশ না হইলে প্রেম লাভ হইবে না। বন্ধুগণ, এবার তোমরা এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ কর এবং যেদিন জীবনে এই ব্রত প্রতিষ্ঠা—প্রেম-প্রতিষ্ঠা হইবে, আশা ও বিশ্বাসের সহিত সেই দিনের প্রতীক্ষা কর।

এইদিন মধ্যাহ্নে ২৫০ শতের অধিক অন্ধ, অতুর ও ভিক্ষুকদিগকে চাউল ও পয়সা দান করা হয়।

পুনরায় ৩টার সময় একটী সঙ্গীতসহকারে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইল। নিয়মিতরূপে পাঠ, ব্যাখ্যা, ধ্যান ও প্রার্থনা হইলে বাবু অমরচন্দ্র দত্ত ধর্ম্মবিপ্লব বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও প্রেততত্ত্ববাদীদিগের একটী উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া পরকালের ভাব অতি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিলেন। পরে সম্পাদক বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলেন। তাহাহইতে আমরা এই কয়টী কথা গ্রহণ করিতেছি—

(১) এই সমাজের সভ্যদিগের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁহাদিগকে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু এক স্রোতের পর অন্য স্রোতের ন্যায় নূতন সভ্য আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করিতেছেন। তাহাতে সভ্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। গত বর্ষে রেজেষ্টরীভুক্ত ২৫ জন, তদ্ভিন্ন আর ৭।৮ জন ব্রাহ্ম নিয়মিত রূপে শাখা সমাজের উপাসনায় যোগদান করিয়াছেন।

(২) গতবর্ষে কতকগুলি নিয়ম প্রতিষ্ঠা দ্বারা শাখা সমাজ নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে নীত হইয়াছে।

(৩) শাখা সমাজের একটী ধর্ম্মালোচনের সভা আছে। ১৬।১৭ জন যুবক উহাতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা করেন।

(৪) প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে শাখা সমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি করেন। এই সংকীর্ত্তন সভা মূল সমাজ দ্বারা স্থাপিত হয়, কিন্তু ক্রমে উহা শাখা সমাজের হাতে পড়িয়াছে।

অনন্তর সন্ধ্যাকালে সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইল। এই সময় বহুসংখ্যক দর্শকে গৃহ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়াছিল। তার পর উপাসনা ও উপদেশাদি হইলে রাত্রি ৯টার সময় উৎসব শেষ হইল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ব কৌমুদী
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়

১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীর সংবাদ স্তম্ভে বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাস মহাশয়কে ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতর উপাচার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রসন্ন বাবু কোন সময়ে উপার্য্য ছিলেন বটে, এখন নাই। উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্যতীত এখন সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য আর কেহ করিতে পারেন না।

ভবানীপুর
২৫এ শ্রাবণ ১৭৮৫ } শ্রীফণীন্দ্রমোহন বসু

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ দত্ত ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশে পূর্ণিয়া অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা জন্য তিনি আহূত হইয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ পুনরায় যাত্রা করিয়াছেন। তিনি গত ২৭এ মুঙ্গের হইতে এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন, তথা হইতে আগ্রা এবং পরে পঞ্জাব গমন করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ কমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের চতুর্বিংশ সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ এতদিনের হইল, তথাপি ইহার একটী নিজস্ব গৃহ নাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তত্রত্য ব্রাহ্মগণের এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা স্থানান্তরে পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্যের প্রচার কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিলাম। তিনি নওগাঁ হইতে শিবসাগর ও বিশ্বনাথ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া যে প্রকার কার্য্য করিতেছেন তাহা অত্যন্ত উল্লাসকর। ঢাকার উপাসনায় যোগ দিবার জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্ম মন্দিরে এত লোক সমাগম হয়, যে স্থানাভাবে অনেককে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। তিনি পক্ষান্তে হিন্দু শাস্ত্র ব্যাখ্যা পূর্ব্বক যে উপদেশ দেন তাহাতেও বহুলোক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রে কোন ব্রাহ্মের বাটীতে ২ ঘণ্টা কাল সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের পরীক্ষিত কথার উল্লেখ করিয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারমর্ম্ম স্থানান্তরে প্রকটিত হইল।

গত ২৬এ শ্রাবণ একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিসনর শ্রীযুক্ত বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়ার দ্বিতীয় পুত্রের এবং ২৭এ শ্রবণ পদর বঙ্গবিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু গুরুনাথ দত্তের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য উভয় স্থলেই আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ঢাকার ব্রাহ্মিকারা একটী পার্ষিক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তাহার আচার্য্যের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

উপাসক মণ্ডলীর কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গত অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে যতদিন কলিকাতায় ব্রাহ্মিকাদিগের সাধারণ উপাসনার অন্য প্রকার সুব্যবস্থা না হয়, ততদিন ভবানী নীচরণ দত্তের লেনে ১৭ নং ভবনে ব্রাহ্মিকসমাজ হইবে। প্রতি সোমবার অপরাহ্ণ ৫টার পর উপাসনা আরম্ভ হইবে, গত সোমবার ইহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উল্লিখিত ভবনে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছেন।

গত শনিবার বেথুন স্কুলের বোর্ডিঙে যে সকল ব্রাহ্মিকা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের সাপ্তাহিক ব্রাহ্মোপাসনা উক্ত বোর্ডিঙ গৃহে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রতি শনিবার এখানে নিয়মিত উপাসনা হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১১ ই আষাঢ় নগাঁয়ের অন্তর্গত জামুগুড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দরাম গোস্বামী ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পৌত্তলিকতার প্রধান চিহ্ন উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছেন, গৃহ হইতেও তাড়িত হইয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার আত্মাতে শান্তি প্রেরণ করুন!

ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর

জুন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ—১৮৭৮।

জমা		খরচ	
মাসিক দান		সমালোচকের ব্যয়	৪০॥৶৫
বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ মাসের	৮৲	প্রচারকদিগের পারিবারিক ব্যয়	৪৩৸০
,, রাধাকান্ত ঘোষ ২ মাসের	৪৲	বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	৬৸০
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ১ মাসের	৪৲	পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী	৩৭৲
,, গিরিশচন্দ্র রায় ২ মাসের	২৲		৪৩৸০
,, ভুবনমোহন দাস ১ মাসের	১০৲	বিবিধ ব্যয়	৪১॥০
,, হরকুমার রায় চৌধুরী ১ মাসের	১৲	টাউন হলের প্রসিডিঙ্‌ ছাপার কাগজের মূল্য	৮৲
,, শিবচন্দ্র দেব ১ মাসের	৫৲	গাড়ীভাড়া ডাক মাসুল এবং বিজয় বাবুর ক্ষুদ্রব্যয় ইত্যাদি	১৩৲
,, দুর্গামোহন দাস দাস মাসিক ২৫৲ হিসাবে	৪৬৲.	টাউন হল মিটিংয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যয়	১।০
,, আনন্দচন্দ্র রায় (সিলিগুড়ি) ৩ মাসের	৬৲	পত্র ছাপাইবার ব্যয়	৬৲
,, বিপিনবিহারী রায় ৩ মাসের	৬৲	সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মাবলীর পণ্ডুলিপি ছাপার ও কাগজের মূল্য	১০।০
,, কেদার নাথ রায় ২ মাসে	১০৲	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নাম সাক্ষরিত বহির হেডিং ২০০শত ছাপার ও কাগজের মূল্য	৩৲
,, শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় (বগুড়া) ২ মাসের	৪৲		৪১॥০
	১০৬৲	পাথেয় শিরে	৮৫৲
সমালোচকের আয়	২১॥৵১০	বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সপরিবার ঢাকা যাওয়ায় ব্যয়	৪৫৲
পাথেয় হিসাব		পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সপরিবার মুঙ্গের যাওয়ায় ব্যয়	৪০৲
বাবু দুর্গামোহন দাস	১২		৮৫৲
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তহসিল হইতে গৃহীত	৭৪৸৶০		২১০৸৶৫
		গত মাসের দেনা পরিশোধ	॥৶৫
	২১৪॥/১০		২১৪॥/০

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী স্থিরীকরণার্থ উক্ত সমাজের যে অধিবেশন স্থগিত ছিল, তাহা আগামী ২৩ এ ভাদ্র (৭ই সেপ্টেম্বর) শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় মেচুয়াবাজার রোড়ের ৬ নং ভবনে হইবে। সভ্যগণ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব, সম্পাদক।

যে সকল ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বিবরণ পূর্ণ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

স্বাক্ষরিত নাম, ধাম, বর্ত্তমান বাসস্থান, বয়ক্রম, ব্যবসায়, দাতব্য স্বাক্ষর দিবস।

সভ্যগণের ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস থাকা, অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক না হওয়া এবং বার্ষিক অন্যূন ॥০ আনা দান স্বীকার করা আবশ্যক।

মফস্বলে সভ্য তালিকার ফরম যাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নাম প্রভৃতি স্বাক্ষরিত করাইয়া সত্বর প্রতিপ্রেরণে বাধিত করিবেন।

৯৩ কালেজষ্ট্রীট কলিকাতা
১২৮৫। ১৫ই ভাদ্র

নিবেদক
শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য একখানি নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক প্রস্তুত করা হইতেছে, শীঘ্র প্রচারিত হইবে। যাঁহাদিগের নিকট উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত থাকে, নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৯৩ কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 44, Beniatola Lane, CALCUTTA.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, সোমবার, ১৮০০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'মহাপুরুষ' বিষয়ক বক্তৃতার পরিণাম যাহা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ তাহার বিলক্ষণ ভুক্তভোগী হইয়াছেন, সম্প্রতি আবার বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ব্রহ্মমন্দির গৃহে প্রফেট বা মহাপুরুষ বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। কেশব বাবুর বক্তৃতার সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যা প্রতাপ বাবুর বক্তৃতাদ্বারা হইয়াছে। আমাদিগকে পূর্ব্বে যাহা সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এখন তাহা বিশেষভাবে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এক এক সময়ের মহাপুরুষ ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় অবগত হইয়া জগতের নিকট প্রকাশ করেন, এ সময়ের মহাপুরুষও তাহাই করিতেছেন। সাধারণে নিজে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ, তজ্জন্য তাহাদিগকে এই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইতে হইবে। মহাপুরুষের বিরুদ্ধে ২০০ বা ৫০০ লোক দাঁড়াইলেও তাঁহার মহিমা ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। মহাপুরুষ ভবিষ্যৎ দর্শন করেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবে, ভবিষ্যতে তাঁহার জয় হইবে। সংক্ষেপতঃ এ বক্তৃতার উদ্দেশ্য যাহা তাহা আর সাধারণকে বুঝাইতে হইবে না। প্রতাপ বাবু ধর্ম্মতত্ত্বের অতিরিক্ত পত্র দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহাপুরুষের পক্ষ সমর্থনের যে চেষ্টা করেন, এই বক্তৃতা দ্বারা তাহা আরও দৃঢ়ীকৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ইহাদ্বারা ব্রাহ্মসমাজের এবং কেশব বাবুর কতদূর অনিষ্ট সাধন করা হইতেছে তাহা কি বক্তা চিন্তা করিয়াছেন? ব্রাহ্মসমাজ জীবন্ত সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ পরিত্যাগ করিয়া যখনি মুক্তির জন্য কোন মধ্যবর্ত্তী পুরুষকে অবলম্বন করিবেন, তখনি ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া মনুষ্য বিশেষের পদাঙ্কানুসারী ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে পরিণত হইবেন। কেশব বাবুর আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া যেরূপ বিশ্বাস এবং অন্যের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ়াঙ্কিত করিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস, তাহা তাঁহার একটী দুরারোগ্য রোগস্বরূপ ও ব্রাহ্মসমাজের ঘোরতর কলঙ্কের কারণ হইয়াছে। গত২৪এ বৈশাখ ব্রহ্মমন্দিরের বেদী পুনরধিরোহণ কালে তিনি এ সম্বন্ধে যে কথা গুলি স্বমুখে ব্যক্ত করেন, তাহা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয় নাই; আমাদিগেরও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মগণের অবগতি ও সতর্কতার জন্য তাহার মর্ম্ম এ স্থলে প্রকটিত হইল ঃ—

"পৌত্তলিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, তখন এই ধর্ম্ম পালন সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন উদয় হইল। ইহা পৌত্তলিক ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ধর্ম্মে নিরাকার পরব্রহ্মকে আত্মযোগে দেখিতে হইবে। সহজ ব্যাপার নয়, কিরূপে করিব? পরে ক্রমে ক্রমে এই অভ্যাস হইয়া উঠিল ও অন্তরে ঈশ্বর যেন বলিয়া দিলেন আমার জীবনের যে কোন কার্য্যেই হউক না কেন তাহা করিব কি করিব না তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া দেখি, তিনি উত্তর দেন। মনে মনে সর্ব্বক্ষণই তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। রাস্তায় ঘাটে বাটীতে সর্ব্বত্রই তাঁহার আদেশ ভিন্ন কোন কার্য্যই করি না। এই ধর্ম্মে আমাকে আনিয়া তিনি আমার হস্তে এই ক্ষুদ্র ভারতটী দিলেন আর বলিলেন 'কেশব! এই ভারটী লও, ভারতের ধর্ম্ম সংস্কার কর, পৌত্তলিকতা কুসংস্কার হইতে ইহাকে উদ্ধার কর।' আমি বলিলাম 'ঠাকুর! ইহা যে আমার পক্ষে গুরুভার হইল, আমি কি ইহার যোগ্য হইতে পারিব?' ঈশ্বর বলিলেন 'সে কথায় তোমার কাজ কি? তুমি আমাকে না তোমার হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়াছ, এ ভারটী কি তাহা অপেক্ষা গুরু? যাও ভয় নাই, যাহা যাহা আদেশ করিব তাহা করিলেই এভার সহজ হইয়া যাইবে।' আমি উপাসনাকেই দীক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিলাম। প্রতি কার্য্যেই তাঁহার কাছে যাইয়া বসিতে বসিতে তাঁহার সহিত এরূপ সম্বন্ধ হইয়া উঠিল যে তাঁহাকে ও তাঁহার আদেশকে ভাল বাসিতে লাগিলাম। আমার হস্তে যে ভারতের ভারটী দিয়াছেন, তাহাও পরে ভালবাসার সামগ্রী হইয়া উঠিল। আমার জীবনের বিশেষ কাজ বলিয়া যতদিন জীবিত থাকিব ততদিনই তাহা প্রাণপণে করিব। সেই কার্য্য যতক্ষণ না ঈশ্বর আমাকে ছাড়িয়া অন্যকে দিতেছেন, আমি ততক্ষণ তাহা জীবন থাকিতে ছাড়িব না। এ কার্য্যটী অন্যের সাধ্য নয়। আমার ন্যায় অথবা আমা অপেক্ষা গুণবান যদি কেহ থাকেন, ঈশ্বর তাঁহাকে যদি আমার কার্য্যভারটী দেন, আমি সাদরে এই বেদি ছাড়িব, তাঁহাকে বসাইব; কিন্তু নিশ্চয় সেই সময়েই আমার মৃত্যু হইবে, কেননা যাহা আমার কার্য্য ছিল তাহা উঠিল।"

"বর্ত্তমান আন্দোলনে যে আমার বেদি ত্যাগ করাইবার

জন্য এত ধুমধাম যাইতেছে, তাহাতে আমি ভাবিত নহি, কেন না উহা ত্যাগ করিবার আদেশ আমি পাই নাই। আর অন্য কেহ যে সেই ভারটী গ্রহণ করিবেন এরূপ লোকও দেখি না। অন্যান্য অনেক গুণে গুণান্বিত থাকিতে পারেন, কিন্তু আমি যেরূপ সকলকে ভাল বাসি সেরূপ ভালবাসাটুকু আর কাহারও দেখি না। আমি কার্য্যের ফলাফল দেখি না, ঈশ্বরের আদেশ মানিয়া আসিতেছি চিরদিন মানিব। বিচার করিব না। ইহার নিমিত্ত মনুষ্যের নিকট অপরাধী হইতে হয় কি করিব? আমার এই কথাগুলি শুনিয়া অনেকে কত তর্ক বিতর্ক করিবেন, আমাকে কত কথা বলিবেন, কিন্তু তাহাতে আমি ভয় পাইব না। এই কথাগুলি কেবল আমার জীবনের কথা। প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আবশ্যক বোধে এবং ব্রাহ্মদিগকে জানাইবার নিমিত্ত বিশেষ বিগত রবিবারে উপাসক ও প্রচারকগণ আমাকে এই বেদি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া আমি এই কথাগুলি প্রকাশ করিলাম। সমস্ত পৃথিবী যদি আমার বিরোধী হন, আমার তাহাতে ভয় নাই।"

কুচবিহারের বিবাহ অনুষ্ঠানের পর এরূপ নির্ভীকভাবে মহাপুরুষ ও আদেশবাদের প্রচার দেখিয়া ব্রাহ্মগণ কি কেবল আশ্চর্য্য প্রকাশ করিবেন? ব্রাহ্মসমাজের দুরবস্থা ও অমঙ্গল আশঙ্কা এখনও দূর হয় নাই দেখিয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হউন।

পঞ্জাবের কতকগুলি ব্রাহ্মের মধ্যে একটী তর্ক উঠিয়াছে যে নাট্যশালা দর্শন, বাডমান্টিন ক্রীড়াতে যোগ দেওয়া ইত্যাদি ব্রাহ্মের পক্ষে কর্ত্তব্য কি না? এ তর্ক এতদূর গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে যে ইহার মীমাংসার্থ তাঁহারা কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের মত জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ স্থলের বিশেষ নিয়ম কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সাধারণ ভাবে এই মাত্র বলা যায় ক্রীড়া বা আমোদ প্রমোদ নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হইলে তৎসেবনে ব্রাহ্মের নিষেধ নাই; তাহা দোষাবহ হইলে ও তাহাতে চরিত্র কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। অনেক স্থলে বিশুদ্ধ আমোদের অভাবে ব্রাহ্মগণের জীবন উৎসাহ ও তেজোহীন হয়, অনেক স্থলে আমোদের আতিশয্যে বা দোষে প্রকৃতি চপল ও গভীর ধর্ম্ম চিন্তায় অক্ষম হয়, এ বিপরীত সীমাদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া চলা শ্রেয়ঃ কল্প। বিশেষ বিশেষ স্থলে কর্ত্তব্য বিষয়ে প্রত্যেকে আপনার বিবেকের নিকট উপদেশ লইবেন।

সমঞ্জসীভূত উন্নতি।

আংশিক উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে। যে উন্নতি মানব প্রকৃতির সমুদয় বিভাগে সমভাবে পরিব্যাপ্ত না হয়, তাহা কখনই প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। মনুষ্যের আত্মাকে সুবিধার জন্য আমরা এস্থলে চারিভাগে বিভক্ত করিলাম, বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়, বিবেক, ও ঈশ্বরনিষ্ঠা। "সুবিধার জন্য" এই নিমিত্ত বলিলাম যে, বাস্তবিক আত্মা কখন বিভক্ত হইতে পারে না। আত্মা, সম্পূর্ণ অবিভাজ্য পদার্থ। জড়ই বিভক্ত হইতে পারে, জড়পদার্থ এক নহে—বহু পরমাণুর সমষ্টি। একত্ব সম্পূর্ণরূপে আত্মাতেই অবস্থিতি করিতেছে।

এই যে বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়, বিবেক ও ঈশ্বরনিষ্ঠা এই চারি বিভাগেই সমভাবে উন্নত হওয়া আবশ্যক। যেখানে উহার মধ্যে একটির উন্নতি এবং অন্য কোনটির অবনতি সেখানেই অনিষ্টের সম্ভাবনা।

শরীরের দৃষ্টান্ত দেখ। শরীরের একটি অঙ্গের পুষ্টি এবং অপর অঙ্গের ক্ষয় কখনই স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করা যায় না। সবল ও পরিপুষ্ট বাহুদ্বয় অথচ জীর্ণ, শীর্ণ, দুর্ব্বল চরণ; প্রকাণ্ড বিকটাকার উদর, অথচ একান্ত ক্ষুদ্র শিরোদেশ; অথবা সুতীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দর্শনেন্দ্রিয়, অথচ শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত প্রায়; এপ্রকার শারীরিক অবস্থা স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্যের চিহ্ন বলিয়া কোনক্রমেই পরিগণিত হইতে পারে না। স্বাস্থ্য ও বল শরীরের সকল অংশে সমভাবে সঞ্চারিত হওয়া চা ; নতুবা শরীরকে কখনই প্রকৃতরূপে সবল ও সুস্থ বলা যাইতে পারে না।

বৃক্ষ মূলহইতে রস আকর্ষণ করে। সেই রস সমানরূপে বৃক্ষের সকল অংশে সঞ্চারিত হইতে থাকে। কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল সকল অংশই সমভাবে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। আত্মার সম্বন্ধেও সেই প্রকার। আত্মার কেবল একটী মাত্র অংশের উন্নতি হইলে তাহা যথার্থ উন্নতি হইল না। বুদ্ধি প্রখর, কিন্তু হৃদয় কঠোর; অথবা হৃদয় সুকোমল কিন্তু বিবেক দুর্ব্বল; এপ্রকার অবস্থা যে শোচনীয় তাহাতে আর সংশয় কি?

ঈশ্বর আমাদিগকে আংশিক মনুষ্য করিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। তিনি চান যে, আমরা প্রত্যেকে সম্পূর্ণ মনুষ্য হই। নতুবা কেহ অর্দ্ধাংশ মনুষ্য, কেহ তৃতীয়াংশ মনুষ্য, কেহ চতুর্থাংশ মনুষ্য, এ প্রকার আংশিক মনুষ্যে সংসার পূর্ণ হয়, কখনই তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় নহে। যাঁহার আত্মার সকল অংশ সমঞ্জসভাবে উন্নত, তিনিই সম্পূর্ণ মনুষ্য।

আংশিক উন্নতি যে, অশেষ অনিষ্টের হেতু, তদ্বিষয়ে পুরাবৃত্ত, উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শিখধর্ম্ম তাহার একটি জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ স্থল। মহাত্মা নানক যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিক প্রভেদ কি? কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিখ ধর্ম্মের অবস্থা কি প্রকার? চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সুদূর-প্রসারিত পৌত্তলিকতা উহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে। এক্ষণে গুরুনানকের একেশ্বরবাদ নাম মাত্র রহিয়াছে। শিখেরা তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে। নানকের একটি অতি সুন্দর সঙ্গীতে অতি মনোহর রূপে বিশ্ববিধাতা অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বরের আরতি বর্ণনা করা হইয়াছে। গগনমণ্ডল থাল, চন্দ্র সূর্য্য পঞ্চ প্রদীপ, মলয়ানিল ধূপ, পবন চামর ব্যজন করিতেছে, সকল বনরাজি পুষ্পবর্ষণ করিতেছে বলিয়া বর্ণিত

হইয়াছে, কিন্তু অমৃতসর নগরের সুপ্রসিদ্ধ গুরু দরবারে গিয়া দেখ, ঐ গম্ভীর সুন্দর সঙ্গীতের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। হিন্দু দেব দেবীর যেমন আরতি হয়, অবিকল সেই রূপে নানকের গ্রন্থের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুরোহিতগণ সামান্য এক পঞ্চপ্রদীপ নাড়িয়া আরতি করিতেছে, অথচ সেই স্বর্গ মর্ত্তভেদী গাম্ভীর্য্য পরিপূর্ণ সঙ্গীত, শুক পক্ষীর ন্যায় গান করা হইতেছে!

এরূপ কেন হইল? ইহার এক মাত্র উত্তর এই যে, সমঞ্জসীভূত উন্নতির অভাব। মহাত্মা নানক শিখদিগকে যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিবার উপযোগী জ্ঞানের বিকাশ হয় নাই বলিয়াই উক্ত ধর্ম্মের এ প্রকার দুর্দ্দশা সংঘটিত হইয়াছে। জল নির্ম্মল হইলে কি হয়, যে পাত্রে জল রক্ষা করিবে তাহা যদি মলিন থাকে তবে সে জলও অবশ্য মলিন হইয়া যাইবে। ভাগীরথীর উৎসের নিকট গিয়া দেখ, কেমন সুনির্ম্মল সলিলধারা নিঃসৃত হইতেছে। কিন্তু সমভূমিতে আসিয়া সেই জল কত মলিন হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের অবস্থাও সেইরূপ।

দূরে পঞ্জাবে যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের ঘরেই যে দৃষ্টান্ত রহিয়াছে তাহাতেই নিঃসংশয় রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমঞ্জস উন্নতি ভিন্ন কোন উন্নতিই স্থায়ী হয় না, কোন উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারে না। চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা বলিতেছি। চৈতন্যের প্রেম, চৈতন্যের জীবন, চৈতন্যের স্বর্গীয় উপদেশ এখন কোথায়? এখন তাঁহার অনুচর দিগের অবস্থা দেখ। ইহাহইতে শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অবগত আছেন যে, অতি ভয়ানক ঘৃণিত পাপসকলও এক্ষণে অনেক প্রকার বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে পুণ্য কার্য্য বলিয়া গোপনে অনুষ্ঠিত হইতেছে! হায় চৈতন্য দেব! চারিশত বৎসরের মধ্যেই তোমার ধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা!

পুনর্ব্বার প্রশ্ন এই, চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের এ প্রকার শোচনীয় দুর্গতির কারণ কি? আমাদের সেই এক উত্তর, সমঞ্জস উন্নতির অভাবে চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম্ম বুঝিতে পারে, উহার সুগভীর ভাবনিচয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে প্রকার লোক কোথায়? জনৈক ইংরেজী কবি বলিয়াছেন যে, মন আপনার গুণে স্বর্গে নরক ও নরকে স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারে। একথা সম্পূর্ণ সত্য। চৈতন্যের ধর্ম্ম স্বর্গ হইলে কি হয়? মানুষের মন নিজ গুণে সেই স্বর্গেই নরক সৃষ্টি করিয়াছে।

অনেকে বলেন যে, ইংলণ্ডের যে এত উন্নত অবস্থা তাহার মূল কারণ খৃষ্টধর্ম্ম। আবিসিনিয়ার ধর্ম্মও তো খৃষ্টধর্ম্ম; তবে আবিসিনিয়া কেন ইংলণ্ড হইল না? ইহার উত্তর, নির্ম্মল জল মলিন পাত্রে পড়িলেই মলিন হইয়া যায়।

জ্ঞানের উন্নতি ব্যতীত উচ্চতর ধর্ম্মের ভাব মনুষ্য কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। তুমি যতই কেন উচ্চতর ধর্ম্ম প্রচার কর না, যদি ব্যক্তিগত বা সামাজিক অবস্থা জ্ঞানসম্বন্ধে নিকৃষ্ট হয়, তবে সে ধর্ম্ম কখনই সেখানে আপনার উচ্চ ভাব রক্ষা করিতে পারিবে না। নিকৃষ্টতর জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়া ক্রমে ক্রমে নিকৃষ্টতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। জনসমাজের জ্ঞানের অবস্থা যেমন, ধর্ম্মের অবস্থাও তদনুরূপ হইবে। হাজার উন্নত ধর্ম্মের কেন উপদেশ কর না, জল যেমন উচ্চস্থান হইতে গড়াইয়া আসিয়া আপনার দাঁড়াইবার উপযুক্ত স্থানে আসিয়া স্থির হয়, ধর্ম্মও সেই প্রকার আপনার উচ্চ স্থান হইতে স্খলিত হইয়া জনসমাজ প্রচলিত নিকৃষ্টতর সভ্যতার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হয়। সকল দেশ সকল কালের ইতিহাসই ইহার প্রমাণস্থল।

জ্ঞানের অবস্থা ধর্ম্মের অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইলে, জ্ঞান অনেক সময় ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সংসাধন করে। ইতিহাসে আবার কখন কখন এ প্রকারও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম নূতন উৎসাহ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া জ্ঞান চর্চ্চা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার ইহার প্রমাণ স্থল। মহাত্মা লুথর প্রচারিত ধর্ম্ম মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

যে প্রকারেই বিচার করা হউক না কেন, ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞান চর্চ্চার অসদ্ভাব হইলে যে, মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে লেশ মাত্র সংশয় নাই।

জনসমাজসম্বন্ধে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। মনে কর একজন লোক বড় বুদ্ধিমান, বড় বিদ্বান, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে কোন অনাথ দরিদ্র অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিলেও তাঁহার হৃদয় বিন্দুমাত্র ব্যথিত হয় না। এপ্রকার লোককে কি নরাকার রাক্ষস বলা উচিত নহে? আবার মনেকর একব্যক্তি দয়া মায়াতে পরিপূর্ণ, কিন্তু জ্ঞান ও বিবেক বিষয়ে নিতান্ত হীন। সে প্রকার ব্যক্তি যদি থাকেন, তাহাহইলে তিনি দস্যু দুরাচার পাষণ্ড লোক সকলের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদিগকে ন্যায় দণ্ড হইতে বাঁচাইয়া দিয়া জনসমাজের অশান্তি বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারেন। আর একব্যক্তির বিবেক বিলক্ষণ প্রবল, তিনি লোকের ন্যায্যগণ্ডা চুকাইয়া দিতে সর্ব্বদাই তৎপর। কিন্তু মনে কর তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠা আদবেই নাই, উপাসনা, ভক্তি, যোগ, ধ্যান প্রভৃতি শব্দের তিনি কোন অর্থই বুঝেন না। এরূপ চরিত্র কি কখন অনুকরণীয় হইতে পারে? আবার এসকল ছাড়িয়া আর একপ্রকার লোকের বিষয় মনে কর। তিনি দিবা-রজনী ধ্যানে মগ্ন থাকিতে ভাল বাসেন, ভগবানের নাম শ্রবণমাত্র তাঁহার চক্ষু দিয়া অজস্রধারে প্রেমাশ্রুপাত হয়, নামসংকীর্ত্তনে তাঁহার হৃদয় সাগর উদ্বেলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি কোন প্রতিবেশীর অনাহারে প্রাণ যায়, তিনি তাহার খবর লইতে ভাল বাসেন না। রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ঔষধ সেবন করান, অনাথা বিধবার অশ্রুজল মুছাইয়া দেওয়া, এসকল তাঁহার নিকট নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। শেষোক্ত চরিত্রটি কি কেবল একটি কল্পিত ছবিমাত্র! উহার কি বাস্তব সত্তা নাই? সংসারে ঐ প্রকার শতশত লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। থিওডোর পার্কার ঐ প্রকারের ভক্ত খৃষ্টিয়ানগণকে অতিকঠোর ভাবে বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমাদের দেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐরূপ ভক্ত

তো ছড়াছড়ি যাইতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও এরূপ লোকের অসদ্ভাব নাই। তাঁহাদের ভাব অধিক, কবিত্ব অধিক, কিন্তু বিবেক নিস্তেজ। এরূপ একজন লোকের নিকট সুন্দর সুন্দর ভাবের কথা বল, অমনি তাঁহার চক্ষে জল আসিবে। মৃদঙ্গ বাজাইয়া সংকীর্ত্তন কর, অমনি তিনি প্রেম-ভক্তিতে ডুবিয়া যাইবেন; তিনি নামসংকীর্ত্তনে উন্মত্তপ্রায় হইবেন। কিন্তু যখনই সংকীর্ত্তন শেষ হইল, মৃদঙ্গ নিস্তব্ধ হইল, অমনি যদি গিয়া তাঁহাকে বল, মহাশয়! অমুক লোকটি বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়াছে, আপনাকে অদ্যরাত্রে তাহার নিকট বসিয়া ঔষধ সেবন করাইতে হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ মাথা চুলকাইয়া নানাবিধ ওজর করিতে আরম্ভ করিবেন। উপাসনায় আছেন, সংকীর্ত্তনে আছেন, কার্য্যে নাই। যে কার্য্যে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, কষ্টবহন করিতে হইবে, তাহাতে তিনি নাই। টানাপাখার বাতাস, ইমন কল্যাণ রাগিণীর গান, ধর্ম্মের সুমধুর ভাবসকলে কোন কষ্ট নাই অতএব তাহাতে তিনি আছেন। তাঁহার হৃদয়ের ভাব আছে, কিন্তু ইচ্ছার বল নাই। বিবেক প্রবল থাকিলেই ইচ্ছার বল আপনা আপনি যথেষ্ট থাকে।

যথার্থ উন্নতি লাভ করিতে হইলে জ্ঞান, হৃদয়, বিবেক, ও ঈশ্বরনিষ্ঠা আত্মার এই চারিটি বিভাগকেই উন্নত করা চাই। কেবল বিবেক বলিলে যদি সকলের নিকট যথেষ্ট বলিয়া বোধ না হয়, সেইজন্য বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে, সমুন্নত ব্রাহ্মচরিত্র সংগঠন করিতে হইলে ইচ্ছার বল যার পর নাই আবশ্যক। সহস্র বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি সত্বেও আত্মার যে ভাব হইতে লোকহিতকর সদনুষ্ঠান সকল প্রসূত হইতে থাকে তাহার উন্নতি চাই। প্রত্যেক ব্যক্তি বা জন-সমাজ উভয় সম্বন্ধেই সমঞ্জস উন্নতির প্রয়োজন।

জ্ঞানের অভাব হইলে ধর্ম্ম কুসংস্কার, ভাবের অভাব হইলে উহা শুষ্কতা, বিবেকের অভাব হইলে ইহা দুর্নীতি, এবং কার্য্যশীল বলবতী ইচ্ছার অভাব হইলে ইহা নিষ্ফলতা মাত্র। অতএব সকল গুলিই চাই। সমঞ্জস উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি।

বিশ্বাস ও ধর্ম্ম-জীবন।

সাংসারিক সুখের সত্যতার প্রতি অবিশ্বাস করিলে আমাদের অধিকাংশ ক্রিয়া কলাপের লোপ হইত। ধন দুঃখ নাশের অমোঘ হেতু মনুষ্যের একটী দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস তিলার্দ্ধও শিথিল হইলে এই জগৎগ্রাসী ধন-লিপ্সা আর তদর্থ এই ক্রিয়াপ্রবাহ কিছুই থাকে না। বিশ্বাস অমূলক হইলেও ক্ষীণবল নহে। শত ২ ধনপতি হস্ত-তলে অতুল ধন রাশি পাইয়াও দুঃখমুক্ত হইতেছেন না কে না দেখে? তথাপি এ সংসারে ধনের অনুসরণে কে বিরত হয়?

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। আত্মার অতি গভীরতম প্রদেশে ধর্ম্মের মূল নিহিত। নির্ভর মানুষের প্রকৃতি। ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া কত মহাত্মা এই সংসারকে লইয়া হাতের পুত্তলিকার ন্যায় খেলিয়াছেন। মনুষ্য আপন ভার আপনি বহনে অসমর্থ। তাই কেহ যদি কোন দাঁড়াইবার ভূমির কথা বলে, সত্য হউক আর মিথ্যা হউক অমনি অসংখ্য লোক তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়। স্বর্গীয় মহীয়সী শক্তিতে মানবাত্মার নির্ভর স্বভাব সিদ্ধ। জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় মানুষ যাহা পায় তাহাকেই অবলম্বন করে। ঈশ্বর ভিন্ন এ সংসারে অবলম্বন করিবার কিছুই নাই। মানুষ তাহা যত দিন না বুঝিতে পারে, ততদিন বারং প্রতারিত, আর দুঃখে অবসন্ন হইতে থাকে। আর যখন তাহা বুঝিয়া ঈশ্বরকে আশ্রয় করিতে চায়, তখন যেন অন্ধকারের মধ্যে একটি আলোক দেখিতে পায়, যেন অন্তরের ঘন মেঘ ঘুচিয়া যায়। অসংখ্য লোক এই রূপ ভাসিয়া২ অবশেষে দাঁড়াইয়াছেন, অনেক কাল অন্ধকারে ঘুরিয়া অবশেষে আলোক দেখিয়াছেন।

জীবনশূন্য বিশ্বাস স্থায়ী হয় না, অথবা সে বিশ্বাস বিশ্বাসই নয়। বিশ্বাস আছে অথচ কার্য্যে করা হয় না এ রূপ হইতে পারে না, জীবন্ত বিশ্বাসই আমাদের জীবনের মূল। তবে যে আমরা অনেকে ব্রাহ্ম আছি অথচ ব্রাহ্ম নাই, তাহার কারণ এই যে আমরা যাহাকে বিশ্বাস বলিতেছি, তাহা বাস্তবিক বিশ্বাস নয়, কেবল একটি ধর্ম্মভাব মাত্র। এই ভাব পরিণামে বিশ্বাসে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু যত্নের সহিত সেই ধর্ম্মভাব অনুসারে না চলিলে তাহা হইবে না; ইন্ধন-শূন্য অগ্নিপ্রায় নিবিয়া যাইবে—ধর্ম্ম পুস্তকের এই সার কথা। ফলতঃ ধর্ম্মভাব ও জীবনের বিবাদই জগতের সকল দুঃখের কারণ। কেন না তাহাই অস্ফুট ঈশ্বর বাণী। তদনুসারী হইলে জীবন অতি মধুর। অকপট যাঁহার সাধুভাব লোকভয় যাঁহার নাই, কর্ত্তব্য মাত্রই যাঁহার সাধন, সংসারের দুঃখ কষ্ট তাঁহার গাত্রস্পর্শও করিতে পারে না।

ধর্ম্ম জীবনে অন্য লোকের মুখপ্রেক্ষী হওয়া অতি বিড়ম্বনা। পুত্র পিতার কথা শুনিবে, পিতার নিকট যাইবে, শিষ্য গুরুর নিকট যাইবে, গুরুর উপদেশ লইবে এই রূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ব্যাপারে কেহ মধ্যস্থ হইলে আর সম্বন্ধের মধুরতা উপলব্ধি হইল না। আমার যাহা পালনীয়, ঈশ্বর স্বয়ংই সময় বুঝিয়া আদেশ করিতেছেন, সেই আদেশ সাক্ষাৎ ভাবে লাভ না করিয়া কেবল মানুষের মুখ হইতে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া শুনিয়া সেই হৃদয়ের অমৃত ধারা ঈশ্বর বাণীতে আমরা হতাদর হইয়াছি। আমরা লোকের ভ্রম দেখিয়া২ ধর্ম্মে আস্থা শূন্য হইয়াছি। ব্রাহ্ম সমাজের এই নিপাতহেতু রোগ।

রঞ্জিত কাচভেদী সূর্য্যরশ্মি শুভ্র হইয়াও যেমন কাচের বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মানুষের মধ্য দিয়া গৃহীত হইলে ঈশ্বরাদেশও বিকার প্রাপ্ত হয়। আমরা পরম মাতার সন্তান হইয়াও যেন বিমাতা দ্বারা পালিত হইতেছি। পালিত পুত্র যেমন হীনবল হয়, আমরাও তেমন হীনবিশ্বাসী হইতেছি।

ঈশ্বর যিনি জগতের কর্ত্তা, আমার মঙ্গল করিবেন এই আশ্বাস বাক্য যাঁহার অন্তরে একবার স্থান পাইয়াছে আর কি তিনি কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হইতে পারেন? তিনি কি আর নিজে সুখশায়ী হইয়া দুঃখী ব্রহ্মসন্তানের কণ্টক শয্যার প্রতি

উদাসীন থাকিতে পারেন, তিনি কি আর জগতের দুঃখে স্থির থাকিতে পারেন? বুদ্ধ দেব জগতের দুঃখ পর্য্যালোচনা করিয়া বাল্যাবধি মনুষ্যকে জরামৃত্যুর কষ্টমুক্ত করিবার উদ্দেশে কেমন একমনে উপায়ানুসন্ধানে তৎপর ছিলেন!! কি মহম্মদ, কি নানক, কি চৈতন্য, কি খৃষ্ট, কি পল ইহাঁদের জীবনে কেমন অনলসম উৎসাহ! কেমন অনলস ভাবে ইহাঁরা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্ম বিশ্বাসীর জীবন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। সূর্য্য সত্ত্বেও অন্ধকার থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম-বিশ্বাসীর অন্তরে বিষাদ থাকিতে পারে না। আকাশে ভূরি মেঘ সত্ত্বেও অনাবৃষ্টি হয়, কিন্তু ঈশ্বর অন্তরে থাকিতে চরিত্রে কলঙ্ক থাকিতে পারেনা; পূর্ণেন্দুও জ্যোৎস্না বিকাশে অসমর্থ হয়, কিন্তু চিদাত্মায় অনুরাগ হইলে, জ্ঞানের প্রতি অনাদর থাকিতে পারে না।

৩রা ভাদ্রের ব্রহ্মোৎসব।

গত ৩রা ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকাল ৬॥০ হইতে রাত্রি ৯॥০ পর্য্যন্ত উপাসক মণ্ডলীর ব্রহ্মোৎসব মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট ৬ নং ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কয়েকটী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া এক ঘণ্টা কাল সুমধুর স্বরে ব্রহ্ম সঙ্গীত করেন। তৎপরে আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রাতঃকালীন উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি ব্রহ্মসম্মিলন বিষয়ে যে উপদেশ দেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। উপদেশে বিশদ রূপে প্রদর্শিত হয় যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বিবাদ ও অনেক দুঃখজনক ঘটনার ইতিহাস হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু সকল দুর্ঘটনার মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর আপনার মঙ্গল হস্তে ইহাকে রক্ষা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন। ব্রাহ্মদিগের মিলন যারপর নাই প্রার্থনীয়, কিন্তু তজ্জন্য অন্য প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে না। ঈশ্বরের সত্য প্রেম ও পবিত্রতা যদি ব্রাহ্মদিগের একমাত্র লক্ষ্য ও সম্মিলন ভূমি হয়, তাহাহইলে সকলে চিরকালের জন্য অচ্ছেদ্য যোগে সম্মিলিত হইবেন। ব্রহ্ম সম্মিলন দ্বারা ভ্রাতৃসম্মিলন ও সামাজিক সম্মিলন সাধিত হইবে।

মধ্যাহ্নিক উপাসনা এবং ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনাও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা সম্পাদিত হয়। নিম্নলিখিত প্রশ্ন ও উত্তর সকল প্রদত্ত হইয়াছিল:—

১। দুইটি মনুষ্যে সকল বিষয়ে প্রায় মিল হয় না, অনেক মনুষ্য লইয়া যে ধর্ম্মসমাজ সেখানে কি মিলন সম্ভব?

উত্তর। দুইটী মনুষ্যে মিলন হয় না অথচ সকল বিষয়েই মনুষ্যগণ সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। লক্ষ্যে একতা থাকিলে মনুষ্যগণ সম্মিলিত হইবেই হইবে। যদি কৃষি বাণিজ্য শিল্প শাসন সকল কার্য্যেই এ মিলন সম্ভব হয় তবে ধর্ম্মবিষয়ে অসম্ভব হইবে কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলা যদি সকল ধর্ম্মার্থীর উদ্দেশ্য হয়, তাহাহইলে তাহাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় যোগ স্থাপিত হইবেই হইবে। এস্থলে একটী বিষয় জানিয়া রাখা উচিত যে সকল সমাজের ন্যায় ধর্ম্মসমাজের ঐক্য মূল বিষয় লইয়া হইবে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্মবিষয়ে মনুষ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক, এ প্রভেদ যাঁহারা বিলুপ্ত করিতে চান, তাঁহারা অসাধ্য সাধন করিতে চান, সুতরাং বিফল মনোরথ হন। মূল বিষয়ে ঐক্য রাখিয়া উদারতা অবলম্বন পূর্ব্বক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিলে মিলন স্থায়ী হয়। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন গঠন ও কার্য্য থাকিলেও প্রাণযোগে সকলে এক, ধর্ম্মসমাজের অঙ্গ সকলও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কার্য্য করিবেন কিন্তু ঈশ্বরপ্রেম যোগে এক শরীর হইয়া থাকিবেন।

২। দেবতা কাহাকে বলে? তাঁহার সহিত মানুষের প্রভেদ কি? তাঁহার বাসস্থান কোথায়?

উত্তর। মনুষ্য প্রকৃতিতে কাম ক্রোধ অহঙ্কার স্বার্থপরতা ইত্যাদি পশুভাব এবং ঈশ্বরানুরাগ, ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা, ভক্তি, দয়া ইত্যাদি দেব ভাব। যিনি যে পরিমাণে পশুভাব সকল দমন করিয়া দেব ভাব সকল ধারণ করেন, আমরা তাঁহাকে সেই পরিমাণে দেবতা বলি। সুতরাং দেবতা অর্থ দেবভাবসম্পন্ন মনুষ্য। আমরা পিতা, মাতা, আচার্য্য ও সাধুজনকে এই ভাবে দেবতা বলি এবং পরলোকে যে সকল উন্নত আত্মা বাস করিতেছেন তাঁহাদিগকেও দেবতা বলিয়া গণনা করিতে পারি। সুতরাং এই পৃথিবীতেই দেবতারা বাস করিতেছেন এবং মনুষ্যের আত্মা এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া পরলোকেও দেবতা হইয়া বাস করেন। যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞান প্রেম ও ধর্ম্মে উন্নত জীব থাকেন, তাঁহারাও দেবতা। মানুষের সহিত দেবতার প্রকৃতিগত প্রভেদ নাই, কেন না ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যহৃদয়ে দেবপ্রকৃতি নিহিত রাখিয়াছেন। সেই প্রকৃতির যত স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ হইবে, ততই দেবত্ব হইবে।

৩। অধিকাংশ মনুষ্য অজ্ঞান এবং অপবিত্র, মনুষ্যকে লইয়া কোন ধর্ম্ম কি ভ্রমশূন্য এবং পবিত্র থাকিতে পারে?

২। মনুষ্য অপূর্ণ জীব, সুতরাং তাহার সকল কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্মও অপূর্ণ ও ভ্রম দূষিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু আর এক দিকে দেখ মনুষ্য অনন্ত উন্নতিশীল সুতরাং অপূর্ণতা সত্ত্বেও তাহার সকল কার্য্যের ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। মনুষ্যের আদিম অবস্থার বিজ্ঞান ও অধুনাতন বিজ্ঞান শাস্ত্রে কত প্রভেদ! ভ্রম, কুসংস্কার সকল ক্রমশঃ দূর হইয়া সত্যের আলোক ক্রমশঃ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংস্কার সেইরূপ ক্রমশঃ সাধিত হইতেছে ও হইবেক। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি, কিন্তু ইহা যে ভাবে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে পূর্ণ বা ভ্রমশূন্য বলি না। ব্রাহ্মের জ্ঞান ভাব ও সাধুতার উন্নতির সঙ্গেসঙ্গে তিনি ঈশ্বরের ভাব অধিক উপলব্ধি ও ধারণ করিতে পারিবেন, তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মও উন্নত বেশ ও নব শোভায় রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

৪। জগদীশ্বর আমাদিগকে সমান জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কেহ ধর্ম্মপথে কেহ কুপথে চলিতেছি, তবে তাঁহার

কি এরূপ ইচ্ছা যে কেহ ধার্ম্মিক হউক, কেহ পাপী হউক।

উত্তর। ঈশ্বরের ইচ্ছা সকল মনুষ্য ধার্ম্মিক হউক এবং ধার্ম্মিক না হইলেও তিনি কাহাকে ছাড়িবেন না। কিন্তু তিনি মনুষ্যকে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ধার্ম্মিক করিতে চান না। তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞান দিয়াছেন ও স্বাধীনতা দিয়াছেন। মনুষ্য আপনার ইচ্ছায় ধর্ম্মপথ অবলম্বন করে, ইহাই তিনি দেখিতে চান। মনুষ্য নিজদোষে ধর্ম্মজ্ঞানানুসারে চলে না এবং নিকৃষ্ট ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, ইহাতে ঈশ্বরের দোষ নাই মনুষ্যের নিজেরই সম্পূর্ণ দোষ। কিন্তু ইহা জানা উচিত যে সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক বা সম্পূর্ণ অধার্ম্মিক বলিয়া কোন ব্যক্তি নাই। অত্যন্ত পাষণ্ড নরঘাতক দস্যুরও এক একটী সাধুতার কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়,আবার যিনি জনসমাজে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত,তাঁহারও চরিত্রে হয়ত অতি গুরুতর দোষ লক্ষিত হইতে পারে। ঈশ্বর সর্ব্বসাক্ষী ও ন্যায় বিচারক, তাঁহার বিচারে কে অধিক পাপী পুণ্যবান আমরা জানি না। তবে তাঁহার অনন্ত মঙ্গলবিধানে তিনি সকলকেই পাপ হইতে পরিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার পুণ্য রাজ্যে গ্রহণ করিবেন।

৫। এক পিতার দুই সন্তান, ঠিক একপ্রকার যত্নে শিক্ষিত হইলেও কেন সমান বিদ্যাধিকারী হয় না?

উত্তর। দুই মনুষ্যের ঠিক্ একরূপ মনের গঠন নয়, সুতরাং দুই ব্যক্তি ঠিক্ এক বিষয়ে সমান পারদর্শী হইতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যেরই এক একটী বিশেষ মানসিক গতি আছে, তাহা অবধারণ করিয়া তাহাকে শিক্ষিত করিতে পারিলে সমধিক ফল দর্শে। লর্ড ক্লাইব লেখা পড়া শিখিলেন না, কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন! যে সন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে অত্যন্ত গৌরবান্বিত হইল, কার্য্যক্ষেত্রে সে হয়ত অকর্ম্মণ্য এবং তাহার হীনগৌরব ভ্রাতা সেখানে হয়ত প্রধান কার্য্যদক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শিক্ষাপ্রণালী অসম্পূর্ণ বলিয়া সকল বালকের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

৬। মৎস্য মাংস ভক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের আপত্তি আছে কি না?

উত্তর। এ বিষয় লইয়া অনেকবার তর্ক হইয়াছে কিন্তু তর্ক দ্বারা ইহার মীমাংসা হওয়া কঠিন। উভয় দিকেই যুক্তি অনেক আছে। উন্নত ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও আমিষ ও নিরামিষ ভোজী দ্বিবিধ লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সহজ জ্ঞানে এই বলে জীবহিংসা অপেক্ষা জীবের প্রতি দয়াই কর্ত্তব্য। নিরামিষ ভোজনে জীবন ধারণ হইলে আমিষ ভোজন না করাই ভাল।

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৪টা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্ম্ম, Imitation of christ প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তকের কয়েকটী স্থান পাঠ করেন এবং তাহার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃগণের মনে দৃঢ় মুদ্রিত করিয়া দেন। তৎপরে বাবু কৃপানাথ মজুমদার ধর্ম্মজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বিষয়ে, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল ধর্ম্মবল বিষয়ে, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ে এবং বাবু সুন্দরীমোহন দাস ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে এক একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা গতবারের তত্ত্বকৌমুদীর একটী প্রস্তাবরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তৃতীয়টীর কিয়দংশ এ সংখ্যায় মুদ্রিত হইল, অবশিষ্ট গুলি পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতে পারে। বক্তৃতা পাঠে একঘণ্টার অধিক সময় অতিবাহিত হয়, মধ্যে মধ্যে এক একটী উপযোগী সঙ্গীতও হইয়াছিল। অতঃপর দেশহিতকর ও সমাজসংস্কার বিষয়ক কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিশেষরূপে প্রদর্শন করেন যে কেবল ধর্ম্মসংস্কারে বদ্ধ থাকিলে ব্রাহ্মদিগের সকল কর্ত্তব্য সাধিত হইল না, ভারতবর্ষ তাহাদিগের নিকট ইহার শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় সংস্কারেরও প্রত্যাশা করিয়া আছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মফস্বলের যে সকল ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহাদিগের বিষয় উল্লেখ করেন এবং কতকগুলি ব্রাহ্মসমাজ দেশহিতকর কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কতদূর কৃতকার্য্য ও সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছেন তাহা বর্ণন করেন। ব্রাহ্মসমাজ দেশবাসীদিগের ধর্ম্মের অভাব-মোচনের সহিত অন্যান্য বিষয়ের অভাব মোচনেও মনোযোগী হন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়। সন্ধ্যা ৬॥০ টার সময় খোল করতালের সহিত উৎসাহ সহকারে ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সময় এত লোক সমাগম হয় যে স্থানাভাবে অনেককে দণ্ডায়মান থাকিতে এবং অনেককে ফিরিয়া যাইতে হয়। রাত্রি ৭॥০টা হইতে প্রায় ৯৷৪৫ পর্য্যন্ত রাত্রিকালীন উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ঈশ্বরও মনুষ্যের প্রতি প্রেম এই বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। প্রেমই যে ধর্ম্মের সার, প্রেম বিহীন ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান সকলি বিফল, প্রেমে উন্নত না হইলে ব্রাহ্মগণ উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিবেন না এই বিষয় অতি সুস্পষ্ট ও মধুর ভাবে বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে সমস্বরে "জয় দেব" স্তুতিগান হইয়া উৎসব কার্য্য সমাপন হয়।

প্রাতঃকাল।

৩রা ভাদ্র ১৮০০ শক।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপদেশ।

ব্রাহ্ম সমাজের ভাব, অবস্থা ও ইতিবৃত্ত যদি ব্রাহ্মগণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আজ তাঁহাদিগের নিকট দুইটী উজ্জ্বল সত্য প্রকাশিত হইবে। ব্রাহ্মগণ আজ দুই দিক হইতে দুইটী গভীর স্বর শুনিতে পাইবেন। তাহার মধ্যে একটী স্বর ব্রাহ্মগণকে ক্রন্দন করিতে আহ্বান করিতেছে। ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্ম সমাজের বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর হইল; মানস পটে ভাবিয়া দেখ দেখি, ইহার মধ্যে দুঃখ করিবার কিছু আছে কি না? স্মরণ কর,—শোকসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কত দুরবস্থা, কত দুর্ভাগ্য, কত শোকের কারণ এই কয় বৎসরের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে কেহ আর নিশ্চিন্ত হৃদয়ে সুস্থ চিত্তে থাকিতে পারেন না। আজ যে আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, কিসের জন্য? ভাদ্রোৎসবের দিন ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসক গণ যে ব্রাহ্মমন্দির পরিত্যাগ করিয়া এখানে উৎসব করিতেছেন, তাহার কারণ কি? তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন

যাঁহারা, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা ধারণ করিয়া এত দিন যাঁহারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে ছিলেন, কোথায় তাঁহারা আজ ? কেন তাঁহারা আমাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এখানে উৎসব করিতেছেন না ? ইহার মধ্যে কত যে দুঃখের সংবাদ আছে তাহা বলিতে কণ্ঠরোধ হয়। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সম্মিলন নাই। ব্রাহ্মসমাজ এক্ষণে বিবাদ বিসম্বাদের স্থান হইয়াছে ; আত্মবিরোধ, পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ভাব, হিংসা, নির্য্যাতনের ভাব এখানে প্রবেশ করিয়াছে। কত ব্রাহ্ম কত ব্রাহ্মের গ্লানি করিবার জন্য, নিন্দা করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল দুঃখের ছবি দেখিলে ক্রন্দন না করিয়া কে থাকিতে পারেন? আরও দুঃখের সংবাদ আছে। পুরাতন অনেক ব্রাহ্ম কেন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? ব্রাহ্মসমাজের গৌরব রক্ষার্থ যাঁহারা অটল স্তম্ভ হইয়া ছিলেন, তাঁহারা আজ কেন উদাসীন বা অন্যরূপ কার্য্যে ব্যস্ত? হে ব্রাহ্ম ! এই সকল স্মরণ করিয়া কি স্থির থাকিতে পার? তোমার চিত্ত কি বজ্রাহত হইবে না? বিষময় পরিণাম আশঙ্কায় কি চিত্ত আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিবে না? আজিকার দিনে আনন্দ করিতে আসিয়া কিরূপে আনন্দ করিবে? যতই এই সকল বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিবে, যতই বিবাদ, বিসম্বাদ দুঃখ, কোলাহল, বিভীষিকার সংবাদ শ্রবণ করিবে, ততই আজ হৃদয় শোকে পরিপূর্ণ হইবে ; যন্ত্রণায় অস্থির হইবে। এইত একটী স্বর, সকল কোলাহল নিস্তব্ধ করিয়া বলিতেছে 'ব্রাহ্ম! অদ্যকার দিনে উৎসব আর কি করিবে ক্রন্দন কর, তোমার দুঃখের অবস্থা, তোমার সমাজের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আজ চিৎকার করিয়া ক্রন্দন কর ; আজিকার দিনে আনন্দ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।' ব্রাহ্মগণ! এক দিকে এই স্বর যেমন আমাদিগের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া শোকাবেগ উচ্ছলিত করিয়া তুলিতেছে, কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ কর আর একদিকে কি ধ্বনিত হইতেছে? আর এক দিকে কি আর একটী স্বর সুন্দর ভাবে ব্রাহ্মদিগের নিকট আসিয়া বলিতেছে না, দেখ দেখি ব্রাহ্ম! এই দুঃখ শোক, পাপ কলঙ্কের অবস্থার মধ্যে ও ব্রাহ্মসমাজ কেমন সুরক্ষিত হইতেছে, ইহার কার্য্য কেমন ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র ভাব কেমন দেশে দেশে প্রচারিত হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের অভাব সকল কেমন অলক্ষিত উপায়ে নিরাকৃত হইতেছে। দুঃখের অবস্থায়, নিরাশার অবস্থায় এই স্বর কি সুখকর, কি সুন্দর ছবি ইহা চক্ষের সমক্ষে ধারণ করিতেছে, কি আশার বাক্যে প্রাণকে শীতল করিতেছে! ব্রাহ্ম এই স্বর অস্বীকার করিতে পারেন না। যতই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হউক না, যতই ব্রাহ্মগণের দুর্মতি হউক না, ব্রাহ্ম সমাজ কখন ধ্বংস হইবে না, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ঈশ্বর কখন পরাজিত হইবেন না অপর দিক হইতে এই স্বর নিনাদিত হইতেছে। যে দুই স্বর আসিতেছে তন্মধ্যে একটু প্রভেদ দেখিতে হইবে। এক স্বর মনুষ্যের নিকট হইতে অন্য স্বর ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। মনুষ্য যাহা বলে তদপেক্ষা ঈশ্বরের বাক্য কি অধিক বিশ্বাস্য নহে? হে ব্রাহ্ম! মনুষ্যের কার্য্য, শক্তি, প্রভাব ও স্বার্থ দ্বারা মানুষকে যেরূপ হীন করিয়া ফেলে, তাহার ছবি দেখিলে ক্রন্দন করিতে হয় সত্য ; কিন্তু ঈশ্বরের সত্য কি জয়যুক্ত হইবে না? ঈশ্বরের ধর্ম্ম কি জয়যুক্ত হইবে না? নিরাশা বিসম্বাদের ছবি দেখিয়া কি ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজ অবলম্বিত ব্রত পরিত্যাগ করিয়া সংসারে গিয়া প্রবিষ্ট হইবেন? না আর এক দিকের ছবির প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিবেন আর এক দিকের স্বর শুনিবার জন্য তাঁহারা আপনাদিগের কর্ণের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিবেন? সুখের কথা, আশার কথা আছে; বিশ্বাসীর ধরিবার বস্তু আছে। ব্রহ্মের আশ্বাস বাণী আছে। সত্য পরাজিত হইবার নহে। সত্য যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা কখন নিরাশ হইবেন না। সত্য, মনুষ্যের গুণাপেক্ষা করে না ; মনুষ্যের শক্তির অপেক্ষা করে না। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সত্যকে পরাস্ত হইতে দিবেন না। ঘটনাচক্র যদি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাক, তবে দেখ, সত্য, আপনার মহিমা আপনি প্রচার করিতেছেন। মনুষ্যের গুণ বা শক্তির উপর যাঁহারা সত্যের অবলম্বন মনে করেন, তাঁহারা নিরাশ হইতে পারেন ; কিন্তু যাঁহারা জানেন সত্য ঈশ্বরের বলে জয়যুক্ত হইতেছে ও চিরকালই হইবে তাঁহাদের ভয় কি? ঈশ্বরের যে পুণ্যভাব যে প্রেমভাব তাহা অনন্ত ও অজেয়, মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতাকে তিরোহিত করিয়া তাহা জয়যুক্ত হইবে। এই আশার কথা ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা যে ব্রহ্মতেজের উৎপত্তি, তাহা দ্বারা সকল দুঃখ নিবারিত হইবে। দুইদিক হইতে এইরূপে দুইটী স্বর শ্রবণ করিতেছি, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা উভয় স্বরই শুনিব এবং উভয়কেই যথাযোগ্য আদর করিব। আমরা ক্রন্দন করিব। আমাদিগের ক্রন্দনের কারণ আছে ; সুতরাং আমরা যদি ক্রন্দন না করি, তাহা হইলে মনুষ্য স্বভাবের বিপরীত কার্য্য হয়। ব্রাহ্মগণের পাপাচরণ ও দুর্গতি দেখিয়া ক্রন্দন করিব, কিন্তু নিরাশাগ্রস্ত হইব না। একচক্ষে যেমন অশ্রুধারা বর্ষন করিয়া শোক করিতে থাকিব ; অপর চক্ষে আনন্দের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তেমনি হাস্য করিব, উল্লাস প্রকাশ করিব ; আশার ব্যাপার দেখিয়া উৎসাহিত হইব। ব্রাহ্মসমাজের দুঃখের নিশা অবসান হইয়া সুখের দিন আসিবে, প্রেম ও সম্মিলনের সুন্দর প্রভা প্রকাশিত হইবে ; তাহার দ্বারা জগৎকে মুগ্ধ করিতে থাকিবে। কিন্তু কেবল যদি মনুষ্যের ভাব ও মনুষ্যের কথায় নির্ভর করিয়া কার্য্য করি, তবে এ আশা কখন পূর্ণ হইবে না। অনেকের মুখেই ত শুনা যায় "এস আমরা ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধন করি, ঐক্য স্থাপন করি।" কিন্তু কেবল "ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব" করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য রহিয়াছে, তাহাতে অনৈক্যের মূল কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অগ্রে তাহার নিরাকরণ না হইলে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়? আমাদিগের লক্ষ্য এক দিকে, চেষ্টা অন্য দিকে ; ইহাতে কি ফল হইবে? দশটী লোককে বন্ধন করিতে পারি না, আমাদিগের যদি বন্ধন-রজ্জু না থাকে, আবার বন্ধন-রজ্জু

থাকিলে দশ সহস্র লোককে সম্মিলিত করা যায়। সে বন্ধন-রজ্জু কি? ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্মের সহিত প্রাণের যোগ। জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা ও কার্য্য ব্রহ্মের সহিত যোগ। আমাদিগের পরস্পর সম্মিলন সাধন অসম্ভব, যদি আমাদিগের এই ব্রহ্মসম্মিলন না হয়। ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এক মাত্র ব্রহ্মের মহিমাকে মহীয়ান করিবার জন্য যদি আমরা কার্য্য করি, তাহা হইলে আমরা আর বিচ্ছিন্ন হই না। মনুষ্য মনে করিলেই কি সকল বিবাদ, সকল অনৈক্য, তুমুল আন্দোলন তিরোহিত করিতে পারে? তাহা মনুষ্যের অসাধ্য। সত্য ও অসত্যে বিবাদ হইবেই হইবে, পুণ্য ও পাপে বিবাদ হইবে। সম্মিলনের অনুরোধে যদি কতক সত্য ও কতক অসত্য, সংমিশ্রণ করি, তবে সে সম্মিলন স্থায়ী হইবে না। তবে আমরা কিরূপে সম্মিলিত হইব? সম্মিলিত হইতে হইলে এক স্থানে গিয়া সম্মিলিত হইতে হইবে। যিনি পূর্ণ সত্য, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতার আধার, তাঁহার নিকট গিয়া আবদ্ধ হইতে হইবে। সত্য পথ অবলম্বন করিবার জন্য যদি মনুষ্যের সহিত বিবাদ হয়, তবে তাহাতে চঞ্চল হইব না। এক বা দুই বৎসর আমাদিগের ভাবনার বিষয় নহে, কিন্তু অনন্ত কাল আমাদিগের আশার বিষয়। আজি মিলন হউক, পরে এই পথেই আমাদিগের মিলন হইবে। সত্যকে ধারণ করিতেই হইবে; ব্রহ্মপদ অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে। প্রত্যেকে ইহা করুন তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও জগতের কল্যাণ আপনা হইতেই সুসিদ্ধ হইবে। অতএব হে শ্রদ্ধাস্পদ প্রেমাস্পদ ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! যদি সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকেন, তবে যিনি যেখানে আছেন, তিনি ঠিক্ সেই খানেই থাকুন, মিলনের জন্য অন্য স্থানে যাইতে হইবে না। ব্রহ্মের নিকট সকলে আসিয়া মিলিত হইবেন। যাঁহারা পথভ্রষ্ট, লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে আসিয়া মিলিত হইবেন। ব্রহ্মের ক্রোড় সকলের জন্য প্রসারিত আছে, সেই খানে সকলে মিলিত হইবেন। বার বার যদি বিপরীত কাণ্ড দেখি, তবু নিরাশ হইব না। কেননা ব্রহ্ম যখন সকলের চরম লক্ষ্য, তখন যিনি যেখানে যান না কেন, অবশেষে সকলকেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মের পদানত হইতে হইবে। সেই স্থানে সকলকে সত্যে, প্রেমে ও পুণ্যে সম্মিলিত হইতে হইবে। সেই স্থানে আমরা আবার একত্রে আনন্দ উৎসব সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইব। আমরা যদি সত্য ও পুণ্য অবলম্বন করিয়া থাকি, তবে ভ্রাতৃবিচ্ছেদই ঘটুক আর অসম্মিলনই ঘটুক যেখানে আছি, সেইখানেই থাকিব। তবে ব্রাহ্মগণ আপনারা কি উৎসাহিত ও আনন্দিত হইবেন না? ক্লেশ দুঃখ হইতেছে সমাজের অবস্থা দেখিয়া, আপনাদিগের হীনাবস্থা ভাবিয়া, কিন্তু আশা ও আনন্দ হইবে ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া, ব্রাহ্মগণ প্রত্যেকে যাহাতে পুণ্যময় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারেন, এবং সেই গৌরব রক্ষা করিতে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারেন এমন প্রার্থনা করুন। তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে; স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে উপনীত হইবে, এবং ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হইবে। অতএব ব্রাহ্মগণ! শোক দুঃখের ব্যাপারের মধ্যে, আন্দোলনের চঞ্চলতার মধ্যে আশা, উৎসাহ ও উল্লাসের বিষয় দর্শন করিয়া বিশ্বাসী হউন এবং নিষ্ঠাবান হইয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে থাকুন। তাহা হইলে আপনাদিগের জীবন পবিত্র হইবে; ব্রহ্ম কৃপাতে সকল বিপদ দূরীভূত হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান হইবে।

জ্ঞান ও ভক্তি।

৩ রা ভাদ্রের ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ'র বক্তৃতা।

হে ব্রাহ্ম!

ভক্তির উচ্ছ্বাসে যখন অশ্রুবিন্দু বিগলিত হইতে থাকে, তখন জ্যোতির্ম্ময়ের আবির্ভাবে যে ইন্দ্রধনুর উদয় হয় তাহার অতুল সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তুমি নয়নের তৃপ্তি কতবার সাধন করিয়াছ, আপনাকে ভুলিয়া সে সৌন্দর্য্য সাগরে অবগাহন করিয়াছ। আবার যখন স্বর্গের ঈশ্বর ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তোমার গৃহ দ্বারে সুসমাচার প্রচার করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন আর তুমি গরল উদ্গীরণ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতেছিলে, জগতের ঈশ্বর তোমার ক্ষুদ্র পর্ণশালার এক প্রান্তে একটুকু স্থান ভিক্ষা করিতেছিলেন, তুমি নির্ম্মম হৃদয়ে তাঁহাকে দ্বার হইতে বিদূরিত করিতেছিলে, তখন ঈশ্বরের কোমলতাপূর্ণ কাতর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তোমার পাষাণ প্রাণও বিগলিত হইয়াছে। যখন দুর্দ্দিনে অন্ধকারে দুস্তর প্রান্তরে পড়িয়া পথ হারাইয়াছিলে, তখন যে বিদ্যুদ্দাম পূর্ব্বাকাশে উদিত হইয়া পশ্চিমাকাশ ভাসাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাহাও তোমার স্মরণে আছে। উৎসবে বসিয়া তোমার অশ্রু—তোমার প্রেম দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, উৎসবে বসিয়া নর নারীর ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রসন্ন মুখ দেখিয়া সুখী হইয়াছি। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে যে ভক্তি প্রেমের উদ্দীপনা, বিশ্বাসের গাঢ়তা, উপাসনার মাধুর্য্য, ধ্যানের গভীরতা আবশ্যক, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মগণ ইহাই ধর্ম্মের আদি মধ্য শেষ বলিয়া চিরদিন জানিয়া আসিয়াছেন। অটল বিশ্বাস উচ্ছলিত ভক্তি, আত্মবিস্মরণকারী ধ্যান না হইলে যে ধর্ম্মের মাধুর্য্য থাকে না ব্রাহ্মগণ ইহাও জানিয়াছেন। কিন্তু বলিতে হইতেছে ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মের অর্দ্ধাঙ্গের পরিপোষণের চেষ্টা করিয়াই সম্পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন মনে করিতেছেন। বলিতে হইতেছে এইরূপে ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মকে একটী উপাসক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম করিয়া তুলিতেছেন। ধর্ম্ম ঈশ্বর ও মানব জাতির বন্ধনসূত্র, ব্রাহ্মধর্ম্ম মানবজাতিকে ভুলিয়া কেবল ঈশ্বর লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন। যাহা বলিলাম যদি সত্য না হইবে তবে কোটি কোটি ভারতবাসী অজ্ঞান অন্ধকারে দুঃখ যন্ত্রণা নির্য্যাতনে উৎপীড়নে অবসন্ন হইয়া আছে, ব্রাহ্ম দিনান্তে একবার পরব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন কেন? কোটি কোটি

নর নারী ধর্ম্মসমাজ ও রাজনীতির কঠোর শাসনে অহর্নিশি অশ্রু জলে অভিষিক্ত হইতেছে, ব্রাহ্ম পরব্রহ্মের কৃপা সম্ভোগ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবেন কেন? বিধবা মর্ম্মবেদনায়, নারীজাতি সামাজিক অত্যাচারে মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া রহিয়াছে, ব্রাহ্ম পরব্রহ্মের প্রেমসাগরে অবগাহন করিয়াই আপনাকে সুখী মনে করিবেন কেন? দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বিংশতি কোটি নর নারীর ক্ষীণালোকসম্পন্ন জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ, ব্রাহ্মগণ গভীর হইতে গভীরতর ধ্যান সাগরে ডুবিয়া যাইতে এত উন্মুখ হইবেন কেন? ভীম বল প্রয়োগ করিয়া মৃতপ্রায় জাতীয় জীবনের সমুচ্ছ্বাস বিধান যাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সে কেন অকালে নিদ্রায় ম্রিয়মাণ হইবে? কণ্টক শয্যা যার, সে কেন সুখে শয়ান থাকিবে? অতি প্রাচীন কাল হইতে এই ভারতভূমিতে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাবই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। মানবসমাজ বিস্মৃত হইয়া যোগী গহন বনে প্রবেশ করিয়া একান্তে পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ করিলেই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা হইল মনে করিতেন, সাধারণ জনমণ্ডলী প্রাহ্নে ও সায়াহ্নে ইষ্ট দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াই ধর্ম্ম সাধন শেষ হইল মনে করেন। ধর্ম্মের কেবল এই আধ্যাত্মিক-ভাব পূর্ণ দেশে বাস করিয়া ব্রাহ্মগণও সংক্রামক রোগে পীড়িত হইয়া পড়িতেছেন। বিশ্বাস ও উপাসনা ইহাই কেবল ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। মানব সমাজের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সম্বন্ধ তাহা প্রায় অস্বীকার করিতেছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যাহা করিয়াছেন, ব্রাহ্মগণ ও তাহার পদানুসরণ করিতেছেন। মানব সমাজের কল্যাণ ভুলিয়া যে ধর্ম্ম কেবল ধ্যানধারণা ভক্তি প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, সে ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে আমি কুণ্ঠিত হইতেছি। যদি এক শতাব্দী পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য এই দেশ হইতে বিলোপ হয়, তবে কেবল আধ্যাত্মিকতা সেই বিলোপের প্রথম কারণ হইবে। ধর্ম্ম জাতীয় জীবন সংগঠন করে, নূতন বলে জাতীয় জীবন অনুপ্রাণিত করে, নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়া জাতীয় জীবনের পুরাতন স্রোত নব পথে প্রবাহিত করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসীকে নবজীবন প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন, প্রচলিত ধর্ম্ম প্রণালীগত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিছু দিন যাইতে না যাইতেই আপনি নানা প্রকার কুসংস্কার উদরস্থ করিয়া অকালে জীবন লীলা পরিসমাপ্তির প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অবনতির সহিত সেই সরল ও সহজ অনুতাপ শারীরিক অস্বাভাবিক কষ্ট সহনে পরিণত হইয়া কত ধর্ম্মের কত রূপ কলঙ্ক ও বিপদ আনয়ন করিয়াছে ইতিহাস তাহার শত চিত্রে কলঙ্কিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ ভবিষ্যতে এই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা জানিয়াও এই বাহ্য অনুতাপ প্রচলন করিতে দেখিয়াও তাহা নিবারণের কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন কালে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হয়, তবে শারীরিক প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রচলন তাহার মূল কারণ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যদি ভীষণ পাপে কলঙ্কিত হইবার হয় তবে এই বর্ত্তমান প্রচলিত প্রায়শ্চিত্ত প্রণালী সেই কলঙ্ক আনয়ন করিবে।

অনেক চিন্তাশীল লোকে বলিয়া থাকেন ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন সময়ে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বর্ত্তমান সময়ে বিশাল হিন্দুধর্ম্মের শাখারূপে পরিণত হইবার উন্মুখ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবাদেই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবাদেই বৌদ্ধ শিখ ও চৈতন্য ধর্ম্মের জন্ম। দেশ হইতে পৌত্তলিকতার নির্ব্বাসন, যাগ, যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের নিবারণ, জাতিভেদের মূলোৎপাটন, একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা প্রচলন, এই মহৎ ব্রত লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম। শিখ ও চৈতন্য ধর্ম্মও সেই ব্রত লইয়া জন্মিয়াছিল। শিখ ও চৈতন্য ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া, শত বৎসর প্রবল যুদ্ধের পর বলহীন হইয়া হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম বীরপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া শত শত বৎসর হিন্দুধর্ম্মের উপর আধিপত্য করিয়া অবশেষে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইল, তথাপি উন্নত মস্তক অবনত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের শরণাপন্ন হইল না। সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে চৈতন্য, শিখ ও বৌদ্ধধর্ম্ম তুল্য অস্ত্র চালনা করিয়াছেন। তৎকালীয় প্রচলিত ধর্ম্মের ধ্বংস সাধনে সকলেই সমান তৎপর ছিলেন। তবে চৈতন্য ও শিখধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে মিশাইয়া গিয়াছে—বৌদ্ধধর্ম্ম আজিও নিজ স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া কোটী কোটী লোকের অন্ন পান হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম স্বদেশ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল, ক্রমাগত তের শত বৎসরে গৌরব ও অতুল যশের সহিত যে সিংহাসন সংস্থাপন করিয়াছিল, সেই রাজেন্দ্রাণী পদ শত্রুর হস্তে প্রদান করিয়া বিদায় লইল, তথাচ অবশম্বর সন্ধি স্থাপন করিয়া বিপক্ষের শরণ লইল না। চিরদিন হিন্দু দেবদেবী ও সামাজিক কুরীতির উচ্ছেদ সাধনে তৎপর থাকিয়া দেশ হইতে চলিয়া গেল। অপর দিকে শিখ ধর্ম্ম একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা প্রচলনে ও জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধনে কটিবদ্ধ হইয়াও পূর্ব্বাভ্যাস বশত হিন্দু দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে বিরত হইল না। কালে এই দুর্ব্বলতা প্রবল হইয়া শিখধর্ম্মকে এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের শাখা রূপে পরিণত করিয়াছে। চৈতন্য ধর্ম্ম তাৎকালিক তান্ত্রিকদিগের নীতিশূন্যতা ও বৈষ্ণবদিগের ইন্দ্রিয়পরতা দেখিয়া উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। জাতি ভেদের দৃঢ় নিগড় ছিন্ন করিয়া হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে, বৈষ্ণবদিগের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণের নামে অভিহিত করিয়া ভারতবর্ষ প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করিতে লাগিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক প্রেমপ্লাবনে ভাসিয়া গেল, হিন্দুধর্ম্ম কম্পিত হইতে লাগিল—এত হইল তবু কিছুকাল পরে সেই ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা রূপে জঘন্য নীচভাবে পরিণত হইল। চৈতন্য ধর্ম্মের অপরাধ এই এবং সেই অপরাধ অতি গুরুতর যে বৈষ্ণব দিগের দেব কৃষ্ণ নাম সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবশেষে কৃষ্ণনামে যে নুতন ভাব সংযোজিত হইয়াছিল, চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাহা বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণবদিগের কৃষ্ণকে পূজা করিতে লাগিলেন এই জন্য চৈতন্য ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস হইল।

পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা প্রচলন ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপনের ভার স্কন্ধে করিয়া এই পৌত্তলিকতা ও জাতি-ভেদ পূর্ণ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অল্প দিনেই জাতিভেদ প্রভৃতি কুরীতির বিনাশসাধনে ব্রাহ্মগণ উদাসীন হইবার উপক্রম করিয়াছেন, স্পর্দ্ধা সহকারে বলিতেছেন সামাজিক সংস্কার ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য নহে। এই দূষিত, ঘৃণিত ও সর্ব্বথা পরিহার্য্য মত যদি সমুদায় ব্রাহ্মসমাজে স্থান প্রাপ্ত হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলোপের দিন নিকটে গণিতে হইবে। ব্রাহ্মগণ নিজের সর্ব্বনাশ নিজে সাধন করিবার উপক্রম করিয়াছেন। অতীত ইতিহাস তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হয় নাই। চৈতন্য ও শিখ ধর্ম্মের উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত তাঁহাদিগকে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি শিক্ষা দেয় নাই। হিন্দুদেবদেবীর সম্মান করিয়া শিখ ধর্ম্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিনাশ হইল, হিন্দু দেবতার নাম গ্রহণ করিয়া চৈতন্য ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইল, ব্রাহ্মগণ পুনরায় বৈষ্ণবদিগের সেই হরি নাম গ্রহণ করিলেন যেন ঈশ্বরের নামে তাঁহাদিগের পর্য্যাপ্তি হইল না—যেন দয়াময় দীনবন্ধু পতিত পাবন নামে তাঁহাদিগের ভক্তিসাধনার ব্যাঘাত হইয়াছিল তাই ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণবদিগের দেবতার নাম না হইলে ভক্তি সাধন চলিল না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে হরি নাম উচ্চারণে কোন অপকার আশঙ্কা না করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন সাধারণ লোক মণ্ডলীর নিকট হরি গুণ কীর্ত্তন ও হরি নাম প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রাণে আঘাত পড়িয়াছে। জনসাধারণ ব্রাহ্মের হরিকে চিরপরিচিত 'হরি ঠাকুর' বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে, আর কয়েক শতাব্দী পরে লোকে বৈষ্ণবদিগের হরি বলিয়াই মনে করিবে, তখন ব্রাহ্মের ও হিন্দুর উপাস্য দেবতা এক হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখারূপে পরিণত হইবে।

বাহিরে পৌত্তলিকতা, ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা ও নাস্তি-কতা যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিতে উন্মুখ আছে, অভ্যন্তরে তেমনি ধর্ম্মের কেবল আধ্যাত্মিক ভাবের উৎকর্ষ, শারীরিক প্রায়শ্চিত্তের নূতন প্রচলন, সামাজিক সংস্কারের প্রতি অবহেলা, হিন্দু দেবতার নাম ঈশ্বরে আরোপণ প্রভৃতি বন্ধুভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিনাশের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রতীকার না করিলে ভারতের সংখ্যাতীত ধর্ম্মের যে দশা হইয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্মের তাহাই হইবে।

যে দেশে শত জাতি শত ভাষা, যে দেশে জাতিতে ২ পরিবারে ২ কোলাহল, যে দেশ উপধর্ম্মের কঠোর শাসনে নিষ্পেষিত, যে দেশে নর নারী সামাজিক অত্যাচারে নিপীড়িত, যে দেশ পর পদতলে পতিত হইয়া প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতেও বঞ্চিত, সে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় সাধারণ ঘটনা নহে। এই যে বিশাল ভারত ভূমি ইহার প্রাচীন সৌধমালার ভগ্নাবশেষের নিম্নতলে বিংশতি কোটি মুমূর্ষু প্রায় নর নারীর নির্ব্বাণোন্মুখ জীবনের মূলে, হিন্দু মুসলমান রাজ্যের উত্থানে ও পতনে, ইংরেজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে বিশাল শক্তি গুপ্ত ভাবে পরিচালিত হইতেছে, সেই সর্ব্ব শক্তি এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ হইয়া কোটি২ নর নারীর উদ্ধারের পথ অনর্গল করিয়া-ছেন। অতএব হে ব্রাহ্ম! নিজ অপরাধে এই শত যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট দেশের নর নারীর পরিত্রাণ পথে অর্গল দিও না, কঠোর সাধনের সময় হইয়াছে, কঠোর সাধন না হইলে দেশের স্তুপী-কৃত দুর্গতি ঘুচিবে কেন? অশ্রুবিন্দু না দিলে উষর ভূমি সরস হইবে কেন? রক্ত না দিলে মরুভূমি শস্যশালিনী হইবে কেন? সর্ব্ব শক্তিমানে প্রাণ না দিলে দুর্ব্বল হৃদয় দুর্জ্জয় বলে অজেয় হইবে কেন? কঠোর সাধনের সময় হইয়াছে, না হইলে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিবে কেন? ভারতে দাবানল জ্বালাইতে হইবে, না হইলে কোটি ২ নর নারীর ভিন্নহৃদয় একীভূত হইবে কেন? ব্রহ্মাগ্নির আবশ্যকতা হইয়াছে, সামাজিক কুরীতির চিহ্ন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিতে হইবে, ধর্ম্মবিপ্লব সংঘটন করিয়া একেশ্বরের পূজা বিংশতি কোটি স্বর মিলাইয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। ব্রাহ্ম ধ্যান সাগরে ডুবিয়া থাকিতে পারেন না, নর নারীর আর্ত্তনাদ তাঁহাকে অনন্ত কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছে। তিনি ধ্যান সাগরে ডুবিয়া সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রভূত বল বিক্রমে ব্রহ্মের রাজ্যে বাহির হইবেন আর অবসন্ন প্রাণে শত গুণ বল ঢালিয়া দিয়া ভারতবাসীকে সঞ্জীবিত করিবেন। ভারতের ঈশ্বর ব্রাহ্মদিগকে এইরূপে ব্যস্তধর্ম্মে দীক্ষিত করুন। ভক্তির অযথা ব্যবহারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মগণ বিপরীত দিকে ধাবিত হইয়া ভক্তি-শূন্য হইতে পারেন অতএব সেই কুল প্লাবিনী ভক্তি, যে ভক্তির উচ্ছ্বাসে শান্তিপুর ডুবু ২ হইয়াছিল, নদিয়া নৃত্য করিয়াছিল, বঙ্গ দেশ আবেশে মোহিত হইয়াছিল, সেই ভক্তি পুনরায় উদিত হউক। স্তিমিতনয়নে ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগী হিমালয় কন্দরে বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া যে ধ্যান করিতেন, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সেই ধ্যানের প্রাবল্য হউক। নদ নদী গিরি কন্দর সাগর সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যে বল, যে উৎসাহ, পৃথিবীকে শত হস্ত ঊর্দ্ধে লইয়া যায়, ব্রাহ্মগণ সেই তেজে তেজস্বী হইয়া পরের কল্যাণে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করুন। ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর সমুদয় নর নারীকে ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র শীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করুন।

প্রেরিত।

আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা।

আত্মচিন্তা ও ঈশ্বরচিন্তা ধর্ম্ম জগতে উন্নতি সাধন করিবার প্রধান উপায়। চরিত্র গঠন করিতে চাও, আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তার প্রয়োজন; প্রেমিক হইতে চাও এ উভয়ের সাহায্য

গ্রহণ আবশ্যক; বিনয় শিক্ষা করিতে চাও, আত্ম চিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা ভিন্ন তোমার এই শিক্ষা লাভ হইবে না; অহঙ্কার ও আত্মাভিমান হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা কর, আত্ম চিন্তা ও ঈশ্বরচিন্তাকে অভীষ্ট সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া অবলম্বন করিতেই হইবে; বহু কালের অভ্যস্ত পাপের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ, এই দুইটী ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সংক্ষেপতঃ আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা ভিন্ন ধর্ম্ম জীবন লাভ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য।

নাস্তিক কিম্বা সংশয়বাদিগণ অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াও জগতে বিশুদ্ধ চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সমঞ্জসীভূত উন্নতির আদর্শ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই; এবং কাজে কাজেই জীবনেও তাহা পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্নবান হন নাই, তাঁহাদিগের বিষয় আমরা আলোচনা করিতেছি না। কিন্তু যাঁহারা সমঞ্জসীভূত উন্নতিকে আপনাদিগের জীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন, যাঁহারা ধর্ম্ম জগতে উন্নতি লাভ করিবার জন্য লালায়িত তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি, যে আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা ভিন্ন কখনই তাঁহারা ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবেন না। ধর্ম্ম রাজ্যে এই দুইটীই প্রধান সাধন।

আমরা উপাসনাকে আত্মোন্নতি সাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া ঘোষণা করি কেন?—কারণ প্রকৃত উপাসনা আত্মচিন্তাও ঈশ্বর চিন্তা শিক্ষা দেয়। উপাসনার অন্যবিধ আবশ্যকতা থাকিতে পারে, কিন্তু উপাসনার একটী বিশেষ ভাব এই যে ইহা মনুষ্যকে আপনার নীচতা, আপনার ক্ষুদ্রতা, আপনার পাপ জঘন্যতা দেখাইয়া দিয়া, সেই উচ্চ মহান্, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির দিকে তাহার মনশ্চক্ষু ফিরাইয়া দেয়। উপাসনার প্রধান গুণ এই যে ইহা ঈশ্বরের অনন্ত গুণরাশির সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের পাপ অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি দেখাইয়া দিয়া, হৃদয় মধ্যে তাহা সংশোধন করিবার জন্য বলবতী ইচ্ছা সৃষ্টি করে।

প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী রাশি রাশি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া তর্কজাল বিস্তার পূর্ব্বক জগতের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করিতে পারেন, কিন্তু উপাসনার গূঢ় মর্ম্ম অবগত না হইলে, আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তাতে দীক্ষিত না হইলে, তিনি ধর্ম্ম জগতে চিরকাল মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন নাই এরূপ কথা আমরা বলিতেছি না, জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্মই হইতে পারে না; তবে এই কথা বলিতেছি যে কেবল জ্ঞানালোচনা দ্বারা ধর্ম্মোন্নতি সাধিত হইবে না। এক দিকে যেরূপ জ্ঞানী হইতে হইবে, অপর দিকে ঠিক সেইরূপ উপাসনাশীল হইতে হইবে, অপর দিকে ঠিক সেইরূপ আত্ম চিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা শিক্ষা করিতে হইবে। মনের উন্নতি উপাসনা ভিন্নও সাধিত হইতে পারে, জ্ঞানবৃত্তির উন্নতি আত্ম চিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা ভিন্নও সাধিত হইতে পারে, কিন্তু বিবেকের উন্নতি, হৃদয়ের উন্নতি, আত্মার উন্নতি, উপাসনা ভিন্ন আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা ভিন্ন যথাযথরূপে সাধিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। কেবল জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ের, বিবেকের ও আত্মার যথাযথ উন্নতি সাধন করিতে প্রয়াস পাওয়া অপেক্ষা আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা সহজ।

ব্রাহ্মগণ কি আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন?—এই গুরুতর প্রশ্নটী স্বভাবতঃই এখন আমাদিগের মনে উদিত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ কি আত্ম চিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তাকে ধর্ম্ম সাধনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন? ব্রাহ্মগণ কি ঈশ্বর উপাসনার এই গূঢ় তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন? ব্রাহ্মগণ কি উপাসনার সময় গভীর ভাবে ঈশ্বর চিন্তা ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মচিন্তা করিয়া থাকেন? বলিতে দুঃখ হইতেছে আমরা এই প্রশ্ন সমূহের সম্পূর্ণ অনুকূলে উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ। যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ উপাসনা, যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রধান সাধন আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা, সেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে আত্মচিন্তার অভাব, সেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সেবক দিগের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তার গভীরতা নাই, এটী আশ্চর্য্য কথা, এটী অতি ভয়ানক উক্তি; কিন্তু এটী সত্য কথা, এটী একটী বাস্তব ঘটনা। আমরা উপাসনা করি বটে, কিন্তু একটুকু চিন্তা করিলে আমাদিগের অনেক সময়ের উপাসনার বিষয়েই সেক্সপিয়রের চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকেও বলিতে হয়;—

"My words fly up, my thoughts remain below,
Words without thoughts never to Heaven go."

"আমার কথা আকাশে উত্থিত হইতেছে, কিন্তু আমার ভাব পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিতেছে। ভাববিহীন বাক্য কখনও স্বর্গে যাইতে পারে না।

আমাদিগের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে আমাদিগের মধ্যে আত্ম চিন্তার ও ঈশ্বর চিন্তার অত্যন্ত অভাব। যাঁহারা প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা যদি উপাসনার প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা 'শত্রুকে ভাল বাসিব কি না?' "শত্রুর মঙ্গল কামনা করা উচিত কি না? এই সমুদায় প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করিবেন? আমরা আত্মচিন্তা করি না বলিয়াই শত্রুকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হই, আমরা ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম চিন্তা করিনা বলিয়াই ভিন্নমতাবলম্বী লোকদিগের জন্য যথোপযুক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হই না। যিনি নিভৃতে বসিয়া ঈশ্বরকে সাক্ষাতে রাখিয়া ভাবিয়া থাকেন যে আমি আমার শত্রুকে ভাল বাসিতে কুণ্ঠিত হই, আমি আমার অনিষ্ট কারিগণের মঙ্গল কামনা করিতে প্রস্তুত হইতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বর আমার মঙ্গল কামনা সর্ব্বদা করিতেছেন, আমি যত কেন পাপ কার্য্য সাধন করিনা, আমি যত কেন বিদ্রোহিতাচরণ করি না, এক দিনের জন্য তাঁহার দয়ার স্রোত, বিদ্রোহী বলিয়া আমার দিকে ধাবিত হইতে ক্ষান্ত হয় নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার ভাল বাসা আমার উপর বর্ষিত হইতে ক্ষান্ত হয় নাই। তবে তাঁহার সেবক তাঁহার সন্তান হইয়া আমি কিরূপে শত্রুকে ভাল

বাসিতে কুণ্ঠিত হইব? অনিষ্টকারীর মঙ্গল কামনা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিব? তিনি যখন এত উচ্চ, এত মহৎ হইয়া, কীটস্য-কীট আমাকেও এত দয়া করেন, এত ভাল বাসেন, আমি তাঁহার শত্রু কি মিত্র একথা একবারও দয়া বর্ষণ করিবার সময় ভাবেন না, তখন আমি কেন আমার শত্রুকে ভালবাসিতে অনিচ্ছুক হইব?—যিনি এই রূপ আত্ম চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহার পক্ষে শত্রুকে ভাল না বাসা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ঈশা বলিতেছেন; "তোমরা আপন আপন শত্রু দিগকে প্রেম কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে শাঁপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; ও যাহারা তোমাদিগকে ঘৃণা করে তাহাদের মঙ্গল সাধন কর; এবং যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা কর। তাহাতে তোমরা আপনাদিগের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হইবে, কারণ তিনি ভাল মন্দ সকল লোকের উপরেই আপনার সূর্য্যকে উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক সকলের উপরেই জল বর্ষিত করেন। যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, কেবল তাহাদিকেই প্রেম করিলে তোমাদের কি পুরস্কার হইবে? করগ্রাহকেরাও কি সেইরূপ করে না? আর তোমরা যদি কেবল আপন আপন ভ্রাতৃগণকে ধন্যবাদ কর, তবে সে কোন বড় কর্ম্ম করা হইল? করগ্রাহকেরাও কি সেই মত করে না? অতএব তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ, তোমারাও সেই রূপ পূর্ণ হও।"

ব্রাহ্মগণ সর্ব্বদা আত্মচিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তায় রত হইলে এই উপদেশটীর প্রত্যেক অক্ষরও পালন করা তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত সহজ হইয়া উঠিবে। তাহাহইলেই ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের জীবনে উদারতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।

সংবাদ।

বিগত ২২এ আগষ্ট উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের উদ্যোগে উক্ত সমাজ গৃহে উত্তর বাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। রঙ্গপুর, গোপালপুর ও সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া এই সভা স্থাপনের সহকারিতা করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ইহার নামেতে প্রকাশ পাইতেছে, তদুপযোগী প্রস্তাব সকলও ধার্য্য হইয়াছে। বাবু চণ্ডীচরণ সেন ইহার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে ইহার কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। কেন্দ্রীভূত অন্যান্য ব্রাহ্ম সমাজে এইরূপ অনুষ্ঠান দেখিলে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হই।

পণ্ডিত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য আগ্রাতে ১০দিন উপস্থিত ছিলেন, ইতিমধ্যে তথায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বিষয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে বক্তৃতা করেন এবং স্থানে ২ উপাসনাদি সম্পন্ন করেন। টুণ্ডলায় গমন করিয়া তত্রত্য ব্রাহ্ম ও অপর বাঙ্গালী ভ্রাতাদিগকেও ধর্ম্মোৎ-সাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গত ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি লাহোরে পৌঁছিয়াছেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মগণের সহিত প্রতিদিন ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথনাদি করিতেছেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মতও বিশ্বাস সম্বন্ধে কয়েকটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিবার মানস করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য বিশ্বনাথ ও শিবসাগরে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া তেজপুরে যাত্রা করিয়াছেন।

বাবু কালীনাথ দত্ত পুর্ণিয়া হইতে ভাগলপুরে প্রত্যাগত হন। তথা হইতে মুঙ্গেরে গমন করিয়াছেন, পুর্ণিয়ার কার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

পুর্ণিয়াতে ১৩ই ভাদ্র বুধবার হইতে ২০ ভাদ্র বুধবার পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। মধ্যে একদিন (১৬ ভাদ্র শনিবার তত্রত্য বন্ধুগণের অনুরোধে একটী বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় হিন্দুসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। বক্তৃতা স্থলে পুর্ণিয়ার প্রধান প্রধান উকীল ও আমলারা উপস্থিত ছিলেন। তবে শ্রোতার সংখ্যা অধিক ছিলনা, কেন না, পুর্ণিয়াতে বাঙ্গালী লোক সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

(অত্রত্য) ব্রাহ্মসমাজের নাম "প্রার্থনা সমাজ" সভ্য সংখ্যা ১২ জনের অধিক। তাঁহাদের প্রায় সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। এখানকার কোর্ট ইনস্পেকটার ও মুন্সেফ ব্রাহ্ম। তাঁহারাও সাধারণ সভার সভ্য হইয়াছেন। অত্রত্য উপাসনাগৃহে ব্রাহ্মিকাদিগের বসিবার স্থান প্রস্তুত হইতেছে, স্থান প্রস্তুত হইলে অন্ততঃ দুইজন ব্রহ্মিকা সমাজে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

পুর্ণিয়াতে একটী সঙ্গত সভার আয়োজন হইয়াছে, এখানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী Theological Library "প্রস্তুত হইবার কথা হইতেছে। পঞ্চাশের অধিক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য লোকেও তাহাতে স্বাক্ষর করিতেছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী স্থিরীকরণার্থ যে সভা আহূত হয়, ইতিমধ্যে তাহার ৫টী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় আর এক অধিবেশনে ইহার কার্য্য সমুদায় শেষ হইবে। প্রত্যেক নিয়ম তন্ন২ করিয়া আলোচিত ও বিতর্কিত হইয়া স্থিরীকৃত হইতেছে, তাহাতেই এত সময় ব্যয় হইতেছে। আমাদিগের আত্মীয় কোন সংবাদ পত্র ইতিমধ্যে সভার কার্য্যের গ্লানি করিয়া কিছু কিছু লিখিয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম. তাহা কত দূর সত্য, ন্যায় সঙ্গত ও অভিজ্ঞতা সিদ্ধ, নিয়মাবলী ও সভাধিবেশন সকলের কার্য্যে বিবরণ প্রকাশিত হইলে সাধরণে বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক সভ্যের মতের প্রতি যতদূর সহিষ্ণুতা, উদারতা ও সম্মাননা প্রদর্শন করিবার তাহা করিয়া অধিকাংশের মতে প্রস্তাব সকল মীমাংসিত হইতেছে, ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের অপ্রীতি ও বিরাগ হইলে তাহার প্রতীকারের উপায় নাই।

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু	হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	১৲
,,	দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর	কলিকাতা	২।৶০
,, ,,	উদয় রাম দাস	হাতিপটী আসাম	৩৲
,, ,,	গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	আগ্রা	৩৲
,, ,,	রাজকৃষ্ণ নাথ	সাপুর, টালিগঞ্জ	১৲
,, ,,	মহেন্দ্রনাথ মিত্র	আহিরীটোলা	২।০
,, ,,	রাধাগোবিন্দ সাহা	কুমারখালী	৩৲
,, ,,	মন্মথ নাথ দত্ত	ঝেঁণেটোলা	১।০
,, ,,	বৈকুণ্ঠচরণ মল্লিক	হুগলী	৩৲
,, ,,	কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক	কোন্নগর	২।০
,, ,,	মাণিকাস্ত রায় চৌধুরী	আজিজপুর	২৲
,, ,,	শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়	বগুড়া	৩৲
,, ,,	প্যারীমোহন ঠাকুর	ময়মনসিংহ	৩৲
,, ,,	গগণ চন্দ্র সোম	ঐ	৩৲
,, ,,	নবকুমার বিশ্বাস	ঢাকা	৩৲
,, ,,	পদ্মহাস গোস্বামী	বগাঁও	১।৶০

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 44, Beniatola Lane, Calcutta.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৮০০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

অচ্যুতপদ।

ধর্ম্মার্থীর জীবনে এই অচ্যুতপদ পরম প্রার্থনীয় অবস্থা। সাধকের সমস্ত সাধন এই উদ্দেশেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। ইহাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন। জীবনের মধ্যে সাংসারিকতা ও মোহের লেশ মাত্র থাকিতে এই পরম পদ লাভ করিবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। যে জীবনে সংসারের আধিপত্য আছে সে জীবন মায়া মোহের ক্রীড়া ভূমি। সেখানে একবার জন্ম আবার মৃত্যু, একবার উত্থান আবার পতন, একবার উন্নতি আবার অবনতি, একবার পুণ্য আবার পাপ। মায়া মোহের ক্রীড়াস্থল এই সংসারে অবাধে ক্রমাগত উন্নতি, অবিশ্রান্ত উত্থান, নিরবচ্ছিন্ন পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু-পাশ-মুক্ত অজরামর জীবন কখনই সম্ভবপর নহে। এ সমস্ত আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্বাভাবিক ঘটনা। যাঁহার জীবন সংসারের মায়া মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সে রাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাঁহারই জীবন এই সমস্ত আধ্যাত্মিক দৃশ্যের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রকৃত অচ্যুত পদ, এ দেশে প্রাপ্য নহে কিন্তু সে দেশে ইহা অতি সুলভ সামগ্রী।

অটল ধর্ম্মজীবন ব্রাহ্মের অতি প্রিয় পদার্থ প্রবল বাত্যার প্রচণ্ড বেগ প্রতি নিমেষে উগ্রতর হইয়া প্রলয়ের সংহার মূর্ত্তিতে আসিয়া ব্রাহ্মজীবনকে আক্রমণ করিতেছে, ব্রাহ্মজীবন তদবস্থাপন্ন হইয়াও অবাত কম্পিত দীপ শিখার ন্যায় আপনার স্থানে অটল ভাবে সুস্থির রহিয়াছে ইহার ন্যায় সুখদ দৃশ্য সংসারে আর কি আছে? প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন অবস্থার দাস নহে, ঘটনার স্রোতে তৃণের ন্যায় নীয়মান হইবার সামগ্রী নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন, সংসারের—মায়ামোহের অতীত স্থানে বিচরণ করে। সেখানে জন্ম মৃত্যুর ক্রীড়া নাই, উত্থান। পতনের অভিনয় নাই, উন্নতি অবসাদের দৃশ্য পরিবর্ত্তন নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন অচ্যুতপদ। তাহা ক্রমাগত উন্নতিশীল অবিশ্রান্ত উত্থানক্ষম, নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যব্রত এবং সর্ব্বক্ষণ জন্ম-মৃত্যু-পাশ-মুক্ত অজর ও অমর। প্রকৃত ব্রাহ্ম কখনও স্থানচ্যুত হন না, কখনও কক্ষাভ্রষ্ট হন না তিনি অনুক্ষণ আপনার স্থানে অচ্যুত পদে দণ্ডায়মান থাকেন, অনুক্ষণ অচ্যুত ভাবে আপনার কক্ষাতে পরিভ্রমণ করেন। তিনি সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সঙ্গে মিশ্রিত হন, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করেন কিন্তু সকল বিষয়ে আপনার স্থানে, ভাবে ও মতে সুস্থির থাকিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন।

অধিকাংশ লোকই অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় আপন আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবনের বহিরঙ্গ সকল, কোথাও বা অতি সঙ্কুচিত হইয়া যায় কোথাও বা অন্তরের অভ্যন্তর মধ্যে একেবারে এমন লুকাইয়া যায় যে তাহা আর সহজে বহির্ম্মুখ হইতে চায় না। এইরূপ লোক লজ্জা নিতান্ত দূষণীয়। এরূপ জীবনে ধর্ম্মভাবের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির অনেক বাধা। আমি যে ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আমি তজ্জন্য কাহারো নিকট কখন লজ্জিত নহি, এই ভাবে সর্ব্বদা না থাকিলে, কাহার ধর্ম্মভাব কখন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে না। সর্ব্বদা লজ্জা বা ভয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত থাকিলে, আমাদের ধর্ম্মভাব সেই সঙ্কুচিত ছাঁচের মধ্যে অনুক্ষণ পুষ্ট হইয়া, তাহাও অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। আমরা দেখিয়াছি কোন কোন ব্রাহ্ম নাস্তিক দলে উদার ভাবে মিশিতে গিয়া আপনার ধর্ম্ম-জীবন ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে সেই দলে মিশ্রিত হইয়া আপন আপন বিশ্বাস ও আস্তিকতা গোপন করতঃ উদারতার পরিচয় দিতেন, সেই দলের প্রকৃত অভাব উন্মোচনের চেষ্টা ও কামনা না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, বন্ধুতার অনুরোধে কোন দিন তাঁহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিলে, তাঁহারা যে প্রতি প্রাতঃসন্ধ্যায় উপাসনা করেন, তাহার পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। হয়ত তাঁহাদের উপাসনা সে সময়ে স্থগিত রাখিতে হইত, নয়ত তাঁহাদের নাস্তিক বন্ধুগণ জানিতে না পারে, এমন স্থানে কোন ছলে নির্জ্জন হইয়া, সংক্ষেপে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এইরূপে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতে হইতে ক্রমে উপাসনার দায় হইতে মুক্ত হইয়া বসিয়াছেন এবং বিশ্বাস পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি তিনি কখনও আপনার ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের জন্য লজ্জিত হন না। তিনি যে উপাসনা করেন তাহা তিনি কাহাকেও দেখাইতে চান না কাহাকেও গোপন করিতে চান না। তিনি সর্ব্বত্র আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সযত্ন হন। তিনি যেখানে যাউন যেখানে থাকুন, প্রয়োজন স্থলে, আপনার বিশ্বাস ও

ভাব ব্যক্ত করেন, উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে উপাসনার জন্য অবকাশ গ্রহণ করেন। যাঁহারা এইরূপে সর্ব্বত্র আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহারা অবিশ্বাসী নাস্তিক দলে মিশিবার উপযুক্ত লোক নহেন। যাঁহারা নাস্তিকের সহবাসে কিয়ৎ পরিমাণে নাস্তিক হইয়া যান, পৌত্তলিকের সহবাসে কিয়ৎ পরিমাণে পৌত্তলিক ভাবে পরিচিত হন, তাঁহারা অন্য দলে মিশিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক হইবেন।

আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, হিন্দু সমাজের মতে কিয়ৎ পরিমাণে না চলিলে হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকর্ষণ করা যায় না। তাঁহারা ব্রাহ্মের স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু সমাজকে আকর্ষণ করিতে চান না কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দুর মত হইয়া হিন্দু সমাজকে আকর্ষণ করিতে চান। ইহা সেই দলের সরল বিশ্বাস হইতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে মায়া মোহের আধিপত্য রহিয়াছে, এবং ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সেই মায়া মোহের হস্তে সংসৃষ্ট হইয়াছে। যত দিন তাঁহারা এই ভাবে কার্য্য করিতে থাকেন, তত দিন ইহা নিশ্চয় যে তাঁহারা সংসারের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া তাহার হস্তে নিয়মিত হইতেছেন। হিন্দু সমাজের ঘৃণিত হইলে, হিন্দুসমাজকে আকর্ষণ করা যায় না, যখন তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, তখন প্রথমতঃ তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন। হিন্দু সমাজের ঘৃণা হইতে অব্যাহতি লাভ করা, বা হিন্দুসমাজকে আকর্ষণ করা কাহারো জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না, আমাদের মত ও বিশ্বাস অনুসারে আমাদের সাংসারিক, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সংগঠন করাই আমাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। তৎপরে আমরা আপনার স্থানে অচ্যুতপদে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিবাসীদিগকে সেই স্থানে আকর্ষণ করিব। যাঁহাদের এইরূপ দাঁড়াইবার স্থান নাই, তাঁহারা কাহাকে কোথায় আকর্ষণ করিয়া আনিবেন? হিন্দু সমাজের প্রবল প্রভাব যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মের স্থানে অচ্যুত রাখিতে পারিল না, তাঁহাদিগকে সেই স্থান হইতে অনায়াসে ভ্রষ্ট করিয়া আপনার সন্নিধানে টানিয়া আনিতে কিয়ৎ পরিমাণে সক্ষম হইল তাঁহারা যেন হিন্দু সমাজকে আকর্ষণ করিবার কথা মুখে না আনেন। সেই টানে পড়িয়া হিন্দুসমাজের দিকে ভাসিয়া যাইবার সময় তাঁহারা হিন্দুসমাজের নৈকট্য অনুভব করিয়া মনে করিতে পারেন যে তাঁহারা হিন্দু সমাজকে আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন কিন্তু বস্তুতঃ মোহের প্রভাব বশতঃ ভ্রম প্রযুক্ত সেইরূপ মনে করিতেছেন। সত্য কথা এই যে হিন্দু সমাজ আপনার স্থানে স্থির থাকিয়া তাঁহাদিগকে কবলস্থ করিবার জন্য আপন সন্নিধানে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। আমাদের অতি প্রিয় আদি সমাজ দুর্ভাগ্যক্রমে এই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। তাঁহার মুখপাত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এত দিনের পর পৌত্তলিকতা কাহাকে বলে এ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে লজ্জা বোধ করেন না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন তাঁহাদের ধর্ম্ম তত্ত্ব আর বর্দ্ধিত হইতেছে না। হিন্দু সমাজকে সন্তুষ্ট করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। যাহাকে আকর্ষণ করিতে গেলাম পুনঃ সংস্কার করিতে গেলাম যদি তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করাই প্রধান কার্য্য করিয়া লইলাম আমাদের ধর্ম্ম তত্ত্ব বর্দ্ধিত হইবে কিরূপে? হিন্দু সমাজের প্রবল ছায়ার ভিতরে নবাঙ্কুরিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি বর্দ্ধিত হইতে পারে? তাহার ঘনচ্ছায়ার নিম্নে পড়িয়া ইহার প্রাণ শুষ্ক হইতেছে।

ব্রাহ্ম যদি কাহাকেও আকর্ষণ করিতে চান তিনি স্বস্থানে সুস্থির হইয়া চেষ্টাপর হউন। স্বস্থানে দৃঢ় না হইয়া আকর্ষণ করিতে গেলে, আকৃষ্ট হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। ব্রাহ্ম নাস্তিকের সঙ্গে মিশিতে পারেন, সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে সংসর্গ করিতে পারেন, তাঁহাদের সাধন প্রণালীর তত্ত্ব অবগত হইতে এবং আস্বাদ করিতে পারেন কিন্তু এ সমস্ত আপনার স্থানে স্থির থাকিয়া চেষ্টা করিলে লাভবান্ হইবেন, নচেৎ সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। ব্রাহ্মসমাজ চূড়ামণি প্রিয় কেশবচন্দ্রসেনের পতন হইল কেন? তিনি স্বস্থানে সুদৃঢ় না হইয়া কুচবিহার রাজপরিবারে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন আমরা তাঁহার উচ্চ প্রয়াসের জন্য তাঁহাকে তত দোষ দিই না কেন না কন্যার ইষ্টকাম হইয়া একজন সে প্রয়াসকে অন্তরে পোষণ করিতে পারেন। আমাদের দোষ দিবার কারণ এই যে তিনি আপনার স্থানে সুদৃঢ় হইয়া বিবাহ দিতে কৃত সঙ্কল্প হন নাই তিনি ব্রাহ্মের স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া ও সে প্রয়াস চরিতার্থ করিতে পশ্চাৎপর ছিলেন না তিনি প্রথমতঃ রাজবিধি সম্বন্ধে আপনার স্থান ছাড়িলেন, পরে একটী একটী করিয়া তাহার সকল দুর্গ ছাড়িতে লাগিলেন। তিনি পৌত্তলিক রাজ পরিবারের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিলেন, কিন্তু কোথায় গিয়া বিবাহ দিলেন? যে নিম্ন ভূমিতে সেই পৌত্তলিক রাজ পরিবার অবস্থিতি করিতে ছিলেন, সেই স্থানে নামিয়া গিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইয়াছিল। কোথায় তিনি উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্ম আর কোথায় তাঁহার কন্যার পৌত্তলিক মতে বিবাহ। তাঁহাকে আকাশ হইতে পাতালে নামিতে হইয়াছিল, অত্যুচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে উপত্যকাতে অবতরণ করিতে হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার পতনের শব্দও বসুন্ধরাকে কাঁপাইয়া দিয়াছে।

ব্রাহ্ম! সম্মুখে এতবড় এক পতন দেখিয়া তোমার ক্ষুদ্র প্রাণ কি কাঁপিতেছে না, তোমার স্নায়ুমণ্ডল কি স্পন্দিত হইতেছে না? অচ্যুতপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে তোমার পতনের আশঙ্কা দূর হইতেছে না। তুমি পরিবর্ত্তনশীল মায়া মোহের ক্রীড়া কানন এই সংসার হইতে প্রস্থান কর, ব্রহ্মচরণ ধারণ করিয়া সেই অমৃত লোকে আপনার বাসস্থান নিশ্চয় কর, ব্রহ্মের অবিশ্রান্ত ইচ্ছাস্রোতে ভাসিয়া যাইবার চেষ্টা কর তাহা হইলে প্রকৃত অচ্যুত পদ লাভ করিতে পারিবে নচেৎ সংসারের মোহময় পিচ্ছল পথে থাকিয়া কতদিন পা টিপিয়া টিপিয়া সতর্ক ভাবে চলিতে পারিবে। কে জানে কোন দিন কোথা হইতে স্খলিত পদ হইয়া তোমার পরিণাম দৃশ্য লোকের চক্ষের সমক্ষে ধারণ করিবে। যে রাজ্যে মৃত্যু নাই সেখানে

পিয়া অমর হও, চির জীবনের মত মৃত্যু ভয় হইতে মুক্তি লাভ কর।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনের কয়েকটী কথা।

গত ২৩এ শ্রাবণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে, ব্রাহ্মসমাজের সহিত তদীয় জীবনের সংস্রব বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সমাগত অসংখ্য ভদ্রবৃন্দ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে অনেক আশ্চর্য্য গুপ্ত কথা শুনিয়া একেবারে বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। সমুদায় কথা বিশেষরূপে বিবৃত হইলে, পত্র সুদীর্ঘ হইবে এই ভয়েই কেবলমাত্র সার সার অংশ একাদিক্রমে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল। ভাষা অথবা অন্য কোন অলঙ্কারের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি রাখা হইল না। তিনি বলিয়াছেনঃ—

১। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ। তিনি গোস্বামীরূপে শিষ্যবাড়ী পরিভ্রমণ করিতেন। একদা কোন জমিদারশিষ্য পুষ্পাঞ্জলি দানে তাঁহার পদসেবা করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল যে শিষ্য যে ফল লাভের জন্য পাদ্য অর্ঘ দিয়া পা পূজা করিতেছেন, তাঁহার কি সে ফল প্রদান করিবার অধিকার আছে? মন বলিল "না।"

২। তৎকালীয় ব্রাহ্মসমাজ কি? তিনি "ব্রহ্মজ্ঞানীদলের" নাম শুনিয়াছিলেন; কিন্তু তদতিরিক্ত আর কিছুই অবগত ছিলেন না। ফলতঃ তখন ব্রাহ্মসমাজে এত মতের ছড়াছড়ি ছিল না। কেবলমাত্র "অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই" তৎকালীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রাণগত মত ছিল। তখন কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন জন্য লোলুপ হন নাই, কেহ কোন ব্যক্তির বিশেষ আধিপত্য স্থাপন, অথবা স্বকপোল কল্পিত মতের বিশেষ প্রচার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। তখন ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ করুণা, সাধকব্রাহ্ম, ভক্তব্রাহ্ম, সাংসারিক ব্রাহ্ম, বৈরাগী ব্রাহ্ম, উপাসনাশীল ব্রাহ্ম, আইনবাদী ব্রাহ্ম, আদেশবাদী ব্রাহ্ম, অবতারবাদী ব্রাহ্ম প্রভৃতি নানাবিধ অব্রাহ্ম ব্রাহ্মের অবতারণা হয় নাই; ব্রাহ্মসমাজ একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সেবক ছিলেন, তাঁহারই আরাধনা, (স্তোত্র, ধ্যান, এবং প্রিয়কার্য্য সাধনে তৎপর ছিলেন; সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ এক মত, এক প্রাণ, একাবয়ব বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু হায়! কি কুক্ষণেই ব্রাহ্মসমাজে ব্যক্তিগত মতের স্রোত প্রধাবিত হইল! তন্মূহূর্ত্তেই চরিত্রের পবিত্রতা এবং শান্তি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল! তখন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের এরূপ পতন হইল, এ পর্য্যন্ত আর উত্থান করিতে পারিল না! এইরূপে ব্যক্তিগত মতের আধিক্য, প্রশ্রয়, বিস্তার, এবং ব্যক্তিবিশেষের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের পতন; ব্যক্তিবিশেষের বলে ব্রাহ্মসমাজের বলক্ষয়; ও ব্যক্তিবিশেষের খ্যাতি প্রতিপত্তিতে ব্রাহ্মসমাজের অখ্যাতি অপযশঃ হইয়াছে। এখন আর ইহাতে শান্তি পবিত্রতা ও আরাম নাই। ইহা সুধা-সিন্ধু হইতে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে!

৩। বগুড়ায় গমন। গুরুব্যবসায়ে বগুড়ায় উপস্থিত হইয়া তিনি তিন জন ব্রাহ্মের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। তাঁহাদের ধর্ম্মকে তিনি বড় উৎকৃষ্ট মনে করিতেন না কারণ তখনও তিনি বৈদান্তিক মতেরই বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কিন্তু জীবনের পবিত্রতা দেখিয়া অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পবিত্রতার দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া, এবং স্বীয় অপবিত্রতা অনুভব করিয়া, তিনি সময় সময় তাঁহাদের শরীর স্পর্শ করিয়া থাকিতেন, এবং তাহাতেই যেন আপনাকে পবিত্র বলিয়া বোধ করিতেন।

৪। স্বাধীন ব্যবসাবলম্বনেচ্ছা। বগুড়া—বন্ধুদের সহিত আলাপে, এবং আত্মচিন্তাবলে তিনি গুরুব্যবসায় যে অন্যায় তাহা বুঝিতে পারিলেন; বুঝিতে পারিলেন যে স্বীয় ইচ্ছা এবং মতানুযায়ী কাজ করিতে হইলে, গুরুব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য কোন স্বাধীন ব্যবসাবলম্বন একান্ত আবশ্যক। সুতরাং কলিকাতায় আসিয়া মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইলেন।

৫। ব্রাহ্মসমাজে ঘনিষ্টতা। কলিকাতায় আসিয়া মধ্যে মধ্যে আদিসমাজে যাইতেন। একদা তথাকার উপাসনা শ্রবণে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মে।

৬। প্রচারেচ্ছা। ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যাহা ভোগ করিয়া নিজে সুখী হইয়াছেন, তাহা অন্যকে দান করিতে হইবে। সুতরাং তিনি পাদ্রি সাহেবদিগের ন্যায় কলিকাতা ষ্ট্রীটে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। অনেকে আগ্রহচিত্তে তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্ব্বক গোস্বামী মহাশয় বাগআঁচড়া গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার জন্য গমন করেন।

৭। উপবীতের প্রশ্ন। শান্তিপুরে তাঁহার প্রতিবেশী এক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক তাঁহাকে সর্ব্ব প্রথমে জিজ্ঞাসা করে যে তিনি যদি সকল জাতিকেই সমান বলেন তবে উপবীত ধারণ করিয়াছেন কেন? পরে বাগআঁচড়ায়ও এক ব্রাহ্ম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ব্রাহ্মদিগের উপবীত ধারণ কর্ত্তব্য কি না?

৮। উপবীত ত্যাগ। বাগআঁচড়ায় গমনের পূর্ব্বেই তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি যখন তিনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্ম ছিলেন কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মসমাজে পরকেশ শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ীর পরেই গোস্বামী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৯। হিন্দু সমাজের দোহাই দিয়া স্বাধীন মতের খর্ব্বতা। তৎকালীয় সঙ্গতে যখন প্রশস্ত মতাদি বিষয়ে আলোচনা হইত তখন আদি সমাজের সভ্যগণ উক্তবিধ মতের বিশুদ্ধতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটী "কিন্তু" সংযোগ করিতেন। সেই "কিন্তু" এইঃ—যখন হিন্দুসমাজ সম্যক্

উন্নত নয়, তখন আমাদের মতানুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহা হইলে আমরা হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব। গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি ঐ "কিন্তুতে" সায় দিতেন না।

১০। উপবীতত্যাগী উপাচার্য্য। ক্রমে দেবেন্দ্র বাবু সম্মত হইলেন যে উপবীতধারী কোন ব্যক্তি বেদী হইতে উপাচার্য্যের কাজ করিতে পারিবেন না।

১১। আশ্বিন মাসের প্রলয় ঝড় ও ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন। যে দিবস আশ্বিন মাসের প্রলয় ঝড়ে কলিকাতা রাজধানীতে মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল, সেই বুধবার দিবস গোস্বামী মহাশয় মাতৃহীন শিশু, শিশুহীন মাতার ঘোর বিলাপধ্বনির মধ্য দিয়া, ক্ষণে সন্তরণ, ক্ষণে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রাণে প্রাণে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইলেন বটে, কিন্তু তথায় অন্য কেহই উপস্থিত ছিলেন না। একাকী অন্ধকারে উপাসনা সমাধা করিলেন। দেখিলেন সমাজ গৃহের কিছু ভগ্নদশা উপস্থিত—জল পড়িতেছে। (পরে প্রকাশ পাইল যে দালান ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ মনও ভাঙ্গিয়াছিল।)

১২। আদিসমাজ পরিত্যাগ। সমাজগৃহের ভগ্নদশা দেখিয়া দেবেন্দ্র বাবুর অনুমত্যনুসারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল যে তাঁহার বাড়ীতে নিয়মিতরূপে সামাজিক উপাসনা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে উপবীতধারী ব্যক্তিগণ উপাচার্য্যের আসন পরিগ্রহণ করিয়াছেন। তখন আর গত্যন্তর না দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি অন্যত্র উপাসনার্থ গমন করিলেন, এবং আদিসমাজ পরিত্যাগ করিলেন।

১৩। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। কিছুকাল প্রগাঢ় উপাসনাদিতে অতিবাহিত হইলে পর, আদিসমাজত্যাগী ব্রাহ্মগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠা কালে তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন যে তৎকালীন কার্য্যাধ্যক্ষ, সম্পাদক প্রভৃতি নিযুক্ত করার কথা একবারও তাঁহাদের মনে উদয় হয় নাই। কর্ণধার বিহীন ব্রাহ্মসমাজ-তরি অনন্তকাল-সাগরে ভাসমান হইল; যিনি চতুর বুদ্ধিমান্, তিনি ইত্যবসরে ইহাকে স্বাভীষ্টাভিমুখে চালাইতে লাগিলেন।

১৪। ব্রাহ্মসমাজে নীরস ভাব। ভক্তি এবং খোল করতাল দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মগণ নীরস হইয়া পড়িলেন। কিছুতেই মন তৃপ্ত হইত না শুষ্ক হৃদয়ে তৃষ্ণাতুর হইয়া গোস্বামী মহাশয় কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিপুরে উপস্থিত হইলেন। একদা পূর্ণিমা রাত্রিতে তিনি নদীতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ভাবসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন রাত্রি অধিক, প্রকৃতি দেবী বৃক্ষলতাদিগকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া নিজে নিস্তব্ধভাবে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছিলেন; বিমল জ্যোৎস্না তাঁহাকে আলোক প্রদান করিতেছিল এবং নদীবক্ষে ক্রীড়াবিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছিল। মন্দ মন্দ মারুত হিল্লোল তাঁহাকে চামরব্যঞ্জন করিতেছিল কোন কোন বিহঙ্গম মধ্যে মধ্যে মধু ধ্বনিতে প্রতিহারীর কাজ নির্ব্বাহ করিতেছিল। প্রকৃতি দেবীর সেই নিস্তব্ধ বিশ্রাম মন্দিরে উপবেশন পূর্ব্বক গোস্বামী মহাশয় নিমীলিতনেত্রে পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়াছিলেন। যথা সময়ে অনুভব করিতে পারিলেন যে ভক্তি ও প্রেম বিনা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই। কি তুচ্ছ ভাব লইয়া মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিতেছে! যখন এই প্রেমভক্তির ভাব সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তখন রাত্রি অবসান প্রায়; তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন তথায় একটী খোল আনীত হইয়াছে। গোস্বামী মহাশয় মনের ভাবানুযায়ী গান রচনা করিতেন, এবং খোল সহযোগে তাহা কীর্ত্তিত হইত।

১৫। মুঙ্গের গমন। এই অবসরে কলিকাতায় প্রাত্যহিক উপাসনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। ব্রহ্মোৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতি কএকটী সুমহৎ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে ভক্তিস্রোত ব্রাহ্মদিগকে মুঙ্গেরে ভাসাইয়া লইল ভাসমান ব্রাহ্মসমাজ এক গুপ্ত পাহাড়ে আঘাত প্রাপ্ত হইল। সে পাহাড় এই:—

১৬। মুঙ্গেরে ভক্তির অপব্যবহার। গোস্বামী মহাশয় মুঙ্গেরে পদনিক্ষেপ করিতে না করিতেই দুইজন ব্রাহ্ম তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন "দেখ, কেশব বাবু ঈশ্বরের অবতার, তিনি ভিন্ন মুক্তি লাভের অন্য পথ নাই।" বিজয় বাবু তাঁহাদিগকে অনেক প্রকার বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই তাঁহারা স্বীয় মতের জঘন্যতা অনুভব করিতে পারিলেন না। গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব হইয়া গেলেন। অনেকেই বিজয় বাবুর প্রতি "পাষণ্ড, নাস্তিক, পণ্ডিত" প্রভৃতি পুষ্পার্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া বারাণসী গমন পূর্ব্বক দণ্ডীদিগের মধ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

১৭। আলাহাবাদে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। কেশব বাবুর সিমলা হইতে প্রত্যাগমন কালীন বিজয় বাবু তাঁহার সহিত আলাহাবাদে সাক্ষাৎ করেন। তথায় উৎসাবান্তে এক জন ব্রাহ্ম কেশব বাবুর পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। বিজয় বাবু তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিলেন এবং মুঙ্গেরের চরণামৃত পান এবং প্রসাদ ভক্ষণাদির কথা উল্লেখ করিয়া কেশব বাবুকে বলিলেন যে তাঁহার এই সমুদায় জঘন্য অনুষ্ঠান নিবারণ করা কর্ত্তব্য। কেশব বাবু উত্তর দিলেন, "যাহার যাহা ইচ্ছা করিবে। আমি কি করিব, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার।" বিজয় বাবু সকলকে ভক্তির অপব্যবহার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য নানা অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেশব বাবু "হাঁ, না" কিছুই বলেন না; পক্ষান্তরে দিন দিন পূর্ব্বোক্ত কুৎসিত ব্যবহারের প্রশ্রয়ই আরম্ভ হইল। উপায়াভাবে সংবাদ পত্রে "নরপূজায়" প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উপর

পূর্ব্ববৎ পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। পুষ্প যথা "পণ্ডিত, পাষণ্ড, ভক্তিহীন, অনুতপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।"

১৮। কেশব বাবুর বিলাত গমন। কালক্রমে কেশব বাবু বিলাত গমন করিলেন; তথায় যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

১৯। ভারত সংস্কারক সভা ও তাহার ফল। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া কেশববাবু ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন এবং কার্য্যক্ষেত্র স্বরূপ ভারত সংস্কার সভা স্থাপন করিলেন। ক্রমে ভারতাশ্রম ব্রাহ্ম নিকেতন প্রভৃতি অনেকানেক ব্রাহ্ম কারখানা স্থাপিত হইল। সংবাদপত্র লেখা এবং সভা সংসৃষ্ট অন্যান্য ব্যাপার লইয়া প্রচারকগণ এত ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন যে তাঁহারা আর প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সময় দিতে পারিতেন না। নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিতে লাগিল; প্রচারকগণ কলিকাতায় "প্রিয়কার্য্য সাধন" লইয়াই ব্যস্ত; সুতরাং মফঃস্বলের নিমন্ত্রণ রক্ষা হইত না। এই অবসরে মফঃস্বল সমাজে নানা স্থানে চরিত্র দোষ এবং অপবিত্রতা প্রবেশ করিল এবং প্রচারকদিগের সহিত যে তাঁহাদের সহানুভূতি ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। সুতরাং ভারত সংস্কার সভার এক ফল প্রচারের শিথিলতা উৎপাদন।

২০। বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ। কেশব বাবুর বিশেষ যত্নে ব্রাহ্মদিগের জন্য ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইল। তখন কেশব বাবু ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ প্রদান করিলেন যে এই আইন কেবল মনুষ্যকৃত নয়, ইহা ঈশ্বরকৃত; অতএব কেহ যেন ইহা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিবাহ না দেন। বিশেষতঃ যে বিবাহে উক্ত আইন উপেক্ষিত হইবে, সে বিবাহে যেন কোন প্রচারক যোগ না দেন।

২১। বৈরাগ্য। অতঃপর বৈরাগ্যের জন্য ধূম কোলাহল পড়িয়া গেল। তখনকার মূলমন্ত্র "বৈরাগ্য সাধন কর"। সকলেই বলে বৈরাগী হও কিন্তু কার্য্যতঃ দেখি সকলেরই নিজের নিজের খুলনাটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি; (সকলেই উপদেশে পটু, কার্য্যকালে কেহই না—লেখক)

২২। ধর্ম্ম সাধনের বিভাগ যথা যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা। কেশব বাবু ধর্ম্ম সাধনকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া, এক এক ব্যক্তির প্রতি এক এক অংশ সাধনের ভারার্পণ করিলেন।

২৩। সাধন কানন সৃষ্টি। এক এক ব্যক্তি এক এক বিষয় সাধন আরম্ভ করিলেন। মানব প্রকৃতি প্রায়ই পর শ্রীকাতর; ধর্ম্ম জগতে কেন তাহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইবে! যাঁহারা সাধনা আরম্ভ করিলেন সকলেই তাঁহাদিগকে একটুকু বিশেষ চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটুকু ভাল বলিয়া পরিগণিত হইলেন. এই দুঃখ কোন কোন প্রচারক অথবা "হবু প্রচারক" (Would be Missonaries) মহাশয়ের বুকে বাজিল। তাঁহারা বিদ্বেষ পরতন্ত্র হইয়া ক্রমে অশান্তি এবং কলহ বিস্তার আরম্ভ করিলেন। অতএব বিশেষ বিশেষ সাধকদিগের সাধনার ব্যাঘাত নিবারণ জন্য সাধন কানন স্থাপিত হইল। বিশেষ সাধকগণ সেই নির্জ্জন প্রদেশে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনা আরম্ভ করিলেন।

২৪। একটী নির্দ্দিষ্ট দ্বার দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে হইবে। বক্তা এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই। কি উপায়ে এই নির্দ্দিষ্ট পথ প্রস্তুতীকৃত হইতেছিল, এবং ইহার অর্থই বা কি, তদ্বিষয় এবং অন্যান্য গূঢ় মত বিষয়ে তিনি সময়ান্তরে বলিবেন।

২৫। প্রচার সভায় খত লিখা। কেশব বাবু প্রচার সভায় প্রচারকদিগের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক খত লিখাইয়া লইয়াছেন যে তাঁহারা যেন কোন দিনও কেশব বাবুকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথক পৃথক দলের সৃষ্টি না করেন। গোস্বামী মহাশয় এবং অন্যান্য প্রচারকগণও ঐ 'খতনামা" দস্তখত করিয়া দিয়াছেন।

২৬। ১৮৭৮ সালের ১১ই মাঘের মাঘোৎসবের বক্তৃতা। গত ১১ই মাঘের মহোৎসবে কেশব বাবু "বৈরাগ্যের ফল ঐশ্বর্য্য" এই বক্তৃতা প্রদান করিলেন। ব্রহ্ম মন্দিরে ঈদৃশ ভাবের বক্তৃতা আর কখনও শুনা যায় নাই। শুনিবামাত্র বিজয় বাবুর মনে নানা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই বক্তৃতা প্রদানের কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে বলিয়া তিনি কেশব বাবুকে সন্দেহ করিতে লাগিলেন।

২৭। বিবাহ প্রতিবাদ। উৎসবান্তে বিজয় বাবু বাগআঁচড়ায় গমন করিলেন; ইতিমধ্যে কুচবিহার বিবাহ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তিনি বাগআঁচড়া হইতে বিবাহের প্রতিবাদ করিলেন। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ পুষ্পবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। ধর্ম্মবন্ধুগণ নিষ্ঠুরবৎ গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কেশব বাবু বিজয় বাবুর পত্রের উত্তর প্রদান পর্য্যন্তও অন্যায় মনে করিলেন।

২৮। শিবচন্দ্র বাবু প্রভৃতির প্রতিবাদ। শিবচন্দ্র বাবু কে? তাহার আর বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। ইহাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের "ত্রিকালজ্ঞ" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি রাজা রাম মোহন রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া অদ্য পর্য্যন্তও বিশুদ্ধ জীবনে ব্রাহ্ম রহিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট ইতিহাস বিশেষ। শোণিত চন্দ্র কেশ পক্ক হইলেও তিনি এত উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত হয়েন যে অতি অল্প ব্রাহ্মই তাহা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া তিষ্টিতে পারেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত আলোড়ন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে কুচবিহার বিবাহের প্রতিবাদ না করিলে ব্রাহ্মসমাজ এবার একেবারে মাঠে মারা যায়। তিনি কতিপয় উপযুক্ত সহযোগী সহকারে বিবাহের প্রতিবাদ করিলেন। কি আশ্চর্য্য, কেশব বাবু এই পক্ক কেশ ব্রাহ্মের পত্রের প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। ধর্ম্ম অথবা ন্যায়ান্যায়ের কথা দূরে থাউক, সাধারণ লোক সভ্যতায় থাতিরে যে প্রকার ব্যবহার করে, কেশব বাবু সে সীমাও অতিক্রম করিলেন।

২৯। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।- বিবাহের পর ভারতবর্ষীয়

ব্রাহ্মসমাজ সংশোধন জন্য কেবশ বাবুকে বারংবার পত্র লেখা হইল; তিনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না; এবং সভা আহ্বানে সম্মত হইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া শিবচন্দ্র বাবু প্রভৃতি অন্য এক সমাজ স্থাপন করিলেন। যাহাতে এই সমাজে আবার ব্যক্তি বিশেষের একাধিপত্য স্থাপিত না হয় এবং ইহা সমুদায় ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মসমাজের মত গ্রহণ পূর্ব্বক কাজ করিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইল এবং ইহার নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রদত্ত হইল।

৩০। আদেশবাদ। বক্তা সময়াভাবে মত বিষয়ে বিশেষ কিছুই বলেন নাই। বোধ হয় সকলেই জানেন কেশব বাবু নিজের দোষ ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য কি এক আশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ আদেশের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উপসংহারে গোস্বামী মহাশয়ের এই বক্তৃতা প্রদানের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে তিনি ঘটনা দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে ব্রাহ্মসমাজে যত দিন অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা ও তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন এই উদার মতের প্রচলন ছিল, ততদিন শান্তি এবং পবিত্রতা বিরাজ করিয়াছে। আর যখনই ব্যক্তি বিশেষ স্বীয় অভীপ্সিত মতের প্রচলন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তখনই অশান্তি এবং গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে ছারখার হইয়াছে এবং কিছুকাল উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া তৎপর অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্তও ইহার অধঃপতনই চলিতেছে। তিনি আশা করেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ইহার পুনরুত্থান সম্পন্ন হইবে। তিনি আশা করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ চতুর্দ্দিকে প্রশস্তমত সমূহ বিস্তার এবং একমাত্র পরব্রহ্মের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া ক্রমে ব্যক্তিগত মতের হ্রাস এবং বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। তিনি আশা করেন এতদ্দ্বারা অশান্তি কলহ বিবাদ তিরোহিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজে পুনরায় শান্তি সুধা প্রবাহিত হইবে।

ঢাকা ১৬ই আগষ্ট—১৮৭৮।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী।

উদ্দেশ্য।

১। ব্রাহ্মসমাজ-মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা, ব্রাহ্মমণ্ডলী ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের মত গ্রহণপূর্ব্বক সমাজসংক্রান্ত সকল কার্য্য সম্পাদন ও তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপন করা, সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা, বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এবং এই সকল উদ্দেশ্য প্রধানতঃ লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া আবশ্যকমতে সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহকারিতা করা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য।

সভ্য হইবার যোগ্যতা।

২। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-সত্যে বিশ্বাস করেন (অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্বে এবং উপাসনার আবশ্যকতাতে বিশ্বাস করেন এবং অপরদিকে কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞান কিম্বা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করেন না), অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক নহেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বার্ষিক অর্থ-সাহায্য দান করিতে স্বীকৃত হন, তাঁহারাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার অধিকারী। স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া সে অধিকারে কোন প্রভেদ থাকিবে না। উক্ত অর্থ-সাহায্য বার্ষিক আট আনার ন্যূন হইবে না।

সভ্য হইবার প্রণালী।

৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভার কোন এক অধিবেশনে একজন সভ্য দ্বারা প্রস্তাবিত ও অপর সভ্যদ্বারা অনুমোদিত হইলে কোন ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন। মনোনীত ব্যক্তি দ্বিতীয় ধারা-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সভ্য হইবার যোগ্য ইহা জ্ঞাপন করিলে তাঁহার নাম সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইবে।

সম্মানিত (Honorary) সভ্য।

৪। বিশেষস্থলে দাতব্য গ্রহণ না করিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যক্তি-বিশেষকে সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত করা যাইতে পারিবে। যাঁহারা সম্মানিত সভ্যরূপে মনোনীত হইবেন, তাঁহাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-সত্যে বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। সম্মানিত সভ্যগণ অধ্যক্ষ সভার প্রস্তাবানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে মনোনীত হইবেন।

দাতব্য দেয় হইবার সময়।

৫। সভ্যদিগের মাসিক দান মাসের প্রথমে এবং বার্ষিক দান বর্ষের প্রথমেই দেয় হইবে। মাঘ মাসে বর্ষারম্ভ গণনা করা হইবে।

সভ্যের অধিকার লোপ।

৬। যদি কোন সভ্যের এক বৎসরের দাতব্যের সমুদায় বা কোন অংশ দ্বিতীয় বৎসরের শেষ দিবস পর্য্যন্ত অনাদায় থাকে, তাহা হইলে সম্পাদক অধ্যক্ষ-সভার নিকট তাঁহার নাম জ্ঞাপন করিবেন। অধ্যক্ষ-সভা তাঁহাকে পত্র দ্বারা সংবাদ দিবেন যে তিন মাস মধ্যে তাঁহার ঐ দাতব্য আদায় না হইলে তাঁহাকে সভ্য-শ্রেণী হইতে রহিত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে প্রস্তাব করা হইবে। ইহাতেও ঐ অর্থ অনাদায় থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী কোন অধিবেশনে তাঁহার নাম রহিত করা হইবে।

যদি কোন সভ্য প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-সত্যে বিশ্বাস অস্বীকার করেন, অথবা চরিত্রঘটিত কোন অতি জঘন্য দোষে লিপ্ত থাকেন, সম্পাদক তাঁহার নিকট পত্রদ্বারা ও অন্য উপায়ে তদ্বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিবেন; তাহাতে যদি তাঁহার মূল-সত্যে অবিশ্বাস অথবা চরিত্রঘটিত দোষ প্রকাশ হয়, অথবা পত্রপ্রেরণের তিন মাসের মধ্যে যদি কোন

উত্তর না পাওয়া যায়, তাহাহইলে সম্পাদক তদ্বিষয় অধ্যক্ষ-সভার গোচর করিবেন। অধ্যক্ষ-সভা তাঁহার নাম রহিত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী কোন অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তথায় তাঁহার নাম রহিত হইতে পারিবে।

সভ্য-শ্রেণীতে পুনঃ প্রবেশের নিয়ম।

৭। যাঁহার নাম কোন কারণ বশতঃ সভ্যশ্রেণী হইতে একবার বর্জ্জিত হইবে, তিনি প্রার্থী হইলে পুনরায় ৩য় নিয়মানুসারে মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার নাম রহিত হইবার দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার নামে যত অর্থ অনাদায় থাকিবে তাহা অগ্রে দিতে হইবে। বিশেষ কারণ থাকিলে অধ্যক্ষ-সভা এই অগ্রিম দেয় অর্থের সমগ্র বা কিয়দংশ অব্যাহতি দিতে পারিবেন। চরিত্রদোষের জন্য যিনি বর্জ্জিত হইবেন, তাঁহাকে অন্ততঃ এক বৎসর কাল সচ্চরিত্রতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে।

সভ্যদের অধিকার।

৮। সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ-সভার সভ্যগণকে মনোনীত বা অবসৃত করিতে পারিবেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব অধ্যক্ষ-সভার কিংবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিচারার্থ উপস্থিত করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারিগণ এবং অধ্যক্ষ-সভার সভ্যগণ এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। বর্ষান্তে তাঁহারা পুনরায় মনোনীত হইতে পারিবেন। কিন্তু কোন কর্ম্মচারী একাদিক্রমে পাঁচ বৎসরের অধিককাল এক পদে থাকিতে পারিবেন না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন।

৯। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন মাঘোৎসব উপলক্ষে বর্ষে একবার হইবে। এই অধিবেশনে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইবে; কর্ম্মচারিগণ এবং ২০ ধারার নির্দ্দিষ্ট অধ্যক্ষ সভার ৪০ জন সভ্য নিয়োজিত হইবেন এবং সভা আহ্বানের বিজ্ঞাপনে লিখিত অপরাপর কার্য্যসকল সম্পন্ন হইবে। এতদ্ভিন্ন যদি কোন আশুবিবেচ্য বিষয় সভাতে উত্থাপিত হয় এবং উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশের মতে সেই সভাতেই তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে তাহারও বিচার হইতে পারিবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন।

১০। কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বা অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

এতদ্ভিন্ন অনূন বিংশতি জন সভ্য স্বাক্ষর করিয়া অনুরোধ করিলে তাঁহাদের প্রস্তাব বিচারার্থ সম্পাদককে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। যদি সম্পাদক সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহাহইলে প্রার্থনাকারিগণ কিংবা তাঁহাদের মধ্যে অনূন তিন-চতুর্থাংশ সভ্য সভাপতিকে তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি এরূপ স্থলে নিজনামে সভা আহ্বান করিবেন। যদি সভাপতিও অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনূন ৩০ জন সভ্য প্রস্তাবিত বিষয় বিচারার্থ স্বীয় নামে সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সম্পাদক বা সভাপতি পত্র দ্বারা অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে কিম্বা অনুরোধ পত্র পাইবার পর দুই সপ্তাহ মধ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার না করিলে তিনি প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন ইহা স্থিরীকৃত হইবে।

অধিবেশনের বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

১১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কিম্বা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন্ দিবস হইবে, তাহা সম্পাদক কিম্বা ১০ ধারার নিয়মানুসারে সভাপতি কি সভ্যগণ প্রকাশ্যপত্রে অনূন তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইবেন। বিজ্ঞাপনে অধিবেশনের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের উল্লেখ থাকিবে। অনূন ৩০ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে অধিবেশনের কার্য্য হইতে পরিবে না।

অনুপস্থিত সভ্য গণের অধিকার।

১২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত সভ্যগণ সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা অধিবেশনের বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজ মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। সভার মত নির্দ্ধারণকালে এই সমস্ত মতও গণনীয় হইবে।

কর্ম্মচারী।

১৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভাপতি, একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক এবং একজন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন। আবশ্যক হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন।

কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য।

সভাপতি।

১৪। সভাপতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, অধ্যক্ষ সভার এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সকল অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে সমাজের কার্য্যাদি সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন।

সভাপতির অনুপস্থিতিতে অথবা সভাপতির বিরুদ্ধে কোন বিষয় আলোচনা করা সভার উদ্দেশ্য হইলে উপস্থিত সভ্য গণের মধ্যে কোন ব্যক্তি মনোনীত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

সভাপতি সাধারণ ভাবে অন্যান্য কর্ম্মচারীদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবেন।

সম্পাদক।

১৫। সম্পাদক বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রস্তুত করিবেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাগজ পত্র ও পুস্তকাদি, সভ্য গণের তালিকা ও দাতব্য ইত্যাদির বিবরণ রক্ষা করিবেন; সমাজের প্রাপ্য অর্থাদি সংগ্রহ করিবেন; এবং আয় ব্যয়ের রীতিমত হিসাব রাখিবেন। সম্পাদক আবশ্যক স্থলে পত্রাদি লিখিবেন এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভা বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আহ্বান করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যালয় সম্বন্ধীয় সমুদয় দায়িত্ব তাঁহার উপরে থাকিবে।

সম্পাদক কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

সহকারী সম্পাদক।

১৬। সহকারী সম্পাদক সম্পাদকের অভিপ্রায় মতে তাঁহার কার্য্যের সহায়তা করিবেন এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

১৭। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক, অধ্যক্ষসভা ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভারও সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

ধনাধ্যক্ষ।

১৮। সমাজের সংগৃহীত অর্থ ধনাধ্যক্ষের হস্তে থাকিবে। তিনি সম্পাদকের, কি সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহকারী সম্পাদকের স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া টাকা দিবেন।

ধনাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট গচ্ছিত অর্থের রীতিমত হিসাব রাখিবেন।

কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন বা নূতন নিয়োগ।

১৯। কোন কারণ বশতঃ বৎসরের মধ্যে কোন কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন বা নূতন নিয়োগ করা আবশ্যক হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ অধিবেশনে তদ্বিষয় স্থির করিতে হইবে।

অধ্যক্ষ সভা।

২০। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণ, বার্ষিক অধিবেশনে মনোনীত অনধিক ৪০ জন সভ্য, এবং ২১ ধারা অনুসারে মনোনীত প্রতিনিধিগণ লইয়া অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় কার্য্যের ভার অধ্যক্ষসভার উপর অর্পিত থাকিবে এবং তজ্জন্য উক্ত সভা দায়ী।

প্রতিনিধি নিয়োগ।

২১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত যে সকল ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতি আছে, সেই সকল সমাজ অধ্যক্ষ সভার এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

প্রতিনিধি নিয়োগকারী সমাজ সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং তাহাদিগের কার্য্যবিবরণও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক-কার্য্যবিবরণের সহিত মুদ্রিত হইতে পারিবে।

কোন এক ব্যক্তি এক অপেক্ষা অধিক সমাজের প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না।

উপাসনা প্রণালী, আচার্য্য ও কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি স্থানীয় সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে প্রতিনিধি-নিয়োগকারী সমাজ-সকলের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে।

প্রতিনিধির নাম প্রেরণ।

২২। প্রতিনিধি নিয়োগকারী সমাজ সকল যাঁহাদিগকে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদিগের নাম বার্ষিক অধিবেশনের পনর দিবস পূর্ব্বে প্রেরণ করিতে হইবে। যদি বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে কোন সমাজ নিজ নূতন প্রতিনিধির নাম প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব বৎসরের প্রতিনিধিকে আগামী বর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। প্রতিনিধির সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হওয়া আবশ্যক।

প্রতিনিধি বর্জ্জন ও শূন্যপদপূরণ।

২৩। নিয়োজক সমাজ প্রয়োজনানুসারে স্বীয় প্রতিনিধি বর্জ্জন বা শূন্যপদ পূরণ করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন কোন বিশেষ কারণ থাকিলে অধ্যক্ষ সভা কোন প্রতিনিধিকে আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলে নিয়োজক সমাজ তাহাকে পরিবর্ত্তন করিবেন।

প্রতিনিধি নিয়োগের যোগ্যতা।

২৪। যে সমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাসী অন্যূন ৫ জন সভ্য আছেন ও মাসে অন্ততঃ একবার নিয়মিতরূপে উপাসনা হয়, সেই সমাজের প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার থাকিবে।

অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশন।

২৫। অধ্যক্ষ সভার সাধারণ অধিবেশন বর্ষে চারিবার অর্থাৎ চৈত্র, আষাঢ়, আশ্বিন ও পৌষ মাসে হইবে।

অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশন।

২৬। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দ্বারা আদিষ্ট কিম্বা অধ্যক্ষ সভার অন্ততঃ ১০ জন সভ্য দ্বারা অনুরুদ্ধ হইলে সম্পাদককে অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। সম্পাদক তাহা না করিলে অধ্যক্ষ সভার অন্যূন ১৫ জন সভ্য নিজ নামে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনের বিজ্ঞাপন।

২৭। অধ্যক্ষসভার সাধারণ কিম্বা কোন বিশেষ অধিবেশন কোন্ দিবস হইবে এবং তাহাতে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা তাহা অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করিতে হইবে।

অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার ১০ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য হইতে পারিবে।

অধ্যক্ষসভার সভ্য বর্জ্জন ও শূন্যপদপূরণ।

২৮। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনে মনোনীত অধ্যক্ষ সভার কোন সভ্য কোন কারণে পদস্থ থাকিবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে উক্ত সভা তাঁহার আত্মসমর্থন পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আবশ্যক বোধ হইলে তাঁহাকে আপাততঃ স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং এইরূপ স্থগিত করণ অথবা মৃত্যু বা পদ পরিত্যাগ বশতঃ পদশূন্য হইলে প্রয়োজন মতে কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে অপর সভ্য নিয়োগ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে অনুমোদনার্থ অর্পণ করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ।

২৯। সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর সামাজিক উপাসনার উন্নতি ও একতা সংস্থাপনার্থ উপাসনা গৃহ স্থাপন, উপাসকমণ্ডলী সংগঠন, আচার্য্য নিয়োগ, এবং উপাসনা প্রভৃতির নিয়মাদি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আবশ্যকমতে প্রস্তুত করিয়া অধ্যক্ষ সভায় উপস্থিত করিবেন। অধ্যক্ষ সভা সংশোধনানন্তর ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে তাহা উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সেই সকল বিষয় স্থির করিবেন।

যে যে সমাজ এই নিয়মাধীন হইবেন, তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

অবান্তর নিয়ম (bye-laws) করিবার ক্ষমতা।

৩০। অধ্যক্ষ সভা আপনাদিগের, কার্য্য নির্ব্বাহক সভার, ও কর্ম্মচারীগণের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর কোন নিয়মের অথবা তাহার তাৎপর্য্যের ব্যতিক্রম না করিয়া অবান্তর নিয়মাবলী প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এই অবান্তর নিয়ম প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সাধারণ সভা ইচ্ছা করিলে সেই সমুদায় নিয়ম পরিবর্ত্তন, সংশোধন বা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা।

৩১। অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণকে ও আপনাদিগের মধ্য হইতে আর ১২ জনকে লইয়া একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন এবং কোন কারণে প্রয়োজন হইলে উক্ত ১২ জনের মধ্যে কোন সভ্য পরিবর্ত্তন ও শূন্যপদে নূতন সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাসংগঠন।

৩২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পর এক সপ্তাহ মধ্যে অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ একটি বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার উক্ত দ্বাদশ জন সভ্য নিযুক্ত করিবেন। উক্ত বার্ষিক অধিবেশনেই এই সভা সংগঠনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কর্ত্তব্য।

৩৩। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মাসে অন্ততঃ একবার সমবেত হইবেন; অর্থ সংগ্রহ, অর্থ ব্যয় ও প্রচার কার্য্যের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কার্য্য নিষ্পন্ন করিবেন; এবং সম্পাদিত কার্য্য সকলের বিবরণ অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনে অর্পণ করিবেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কোন অধিবেশনে উক্ত সভার অন্যূন ৫ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য হইতে পারিবে। উক্ত পাঁচ জনের মধ্যে অন্ততঃ এক জন কর্ম্মচারী থাকা আবশ্যক।

অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও প্রচার প্রণালী স্থিরীকরণ।

৩৪। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা প্রচারকগণের পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান পদ্ধতি, প্রচার প্রণালী প্রভৃতি স্থির করিয়া অধ্যক্ষ সভাতে উপস্থিত করিবেন। উক্ত সভা সেই প্রণালী কিম্বা আবশ্যক বোধ করিলে সংশোধনান্তর তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে অর্পণ করিবেন। উক্ত অধিবেশন তৎসম্বন্ধে যাহা অবধারণ করিবেন, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী ও পদ্ধতি বলিয়া গৃহীত হইবে।

প্রচারক নিয়োগ বা বর্জ্জন।

৩৫। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা অধ্যক্ষ সভার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কোন ব্যক্তিকে প্রচারক পদে বা প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ মনোনীত বা তৎপদ হইতে অবসৃত করিতে পারিবেন এবং আবশ্যক মতে অর্থানুকূল্য সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবেন। কিন্তু অধ্যক্ষ সভা আবশ্যক বিবেচনা করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

প্রচারকগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে এবং যত দূর সম্ভব কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

কোন্ কোন্ পদে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মনিয়োগ করিতে হইবে।

৩৬। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ, কর্ম্মচারীগণ, কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ এবং সাধারণ সভাতে মনোনীত অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণের মধ্যে অন্ততঃ ১৫ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া আবশ্যক। এই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচারকগণ ব্যতীত আর সকলেরই সচরাচর কলিকাতা বা তৎসন্নিহিত স্থানবাসী হওয়া চাই।

যাঁহারা পৌত্তলিকতা সংস্রব ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সম্পাদন করেন বা করিতে অঙ্গীকার করেন, তাঁহারাই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

অধিবেশনের দিন পরিবর্ত্তন।

৩৭। যদি কোন বিশেষ কারণে পূর্ব্বোল্লিখিত কোন সভার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে বিজ্ঞাপিত অধিবেশনের দিবস পরিবর্ত্তন করিয়া তৎপরবর্ত্তী কোন দিবসে উক্ত অধিবেশন হওয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহাহইলে তাহা প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া জানাইতে হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী স্থিরীকৃত দিবস কোন ক্রমে এক সপ্তাহের অধিক কাল বিলম্বে হইতে পারিবে না।

স্থগিত (adjourned) অধিবেশন।

৩৮। কোন সভার কোন অধিবেশনে সমুদায় কার্য্য

শেষ না হইলে অবশিষ্ট কার্য্য যে দিবস সম্পন্ন হইবে, তাহা সেই স্থলেই স্থিরীকৃত ও বিজ্ঞাপিত হইবে; এই বিষয়ে তিন সপ্তাহের বিজ্ঞাপন দিবার আবশ্যক হইবে না। পর দিবসীয় অধিবেশনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অনূান ২০ জন, অধ্যক্ষ সভায় অনূান ৭ জন এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় অনূান ৩ জন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কার্য্য হইতে পারিবে।

নিয়ম পরিবর্ত্তনাদি করিবার রীতি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিতে হইলে অধ্যক্ষ-সভা তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্যও যদি নিয়ম পরিবর্ত্তনাদি বিষয়ে কোন প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের অনূান দুই মাস পূর্ব্বে অধ্যক্ষসভার তদ্বিষয় জ্ঞাত করিয়া বার্ষিক অধিবেশনে সেইরূপ প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

প্রস্তাব স্থিরীকরণার্থ মত গ্রহণ।

৪০। এই নিয়মাবলীর লিখিত সকল প্রকার সভার অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে প্রস্তাবাদি ধার্য্য হইবে। কোন প্রস্তাবের সপক্ষে এবং বিপক্ষে মত সংখ্যা সমান হইলে সভাপতি যে পক্ষে থাকিবেন, সেই পক্ষের মতই ধার্য্য হইবে।

কিন্তু অধ্যক্ষ সভার মতের বিরুদ্ধে কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন, বর্দ্ধন বা বর্জ্জন করিতে হইলে যাঁহারা উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগের অন্ততঃ তিন পঞ্চমাংশের দ্বারা তাহা গৃহীত হওয়া আবশ্যক। (১)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় অধিবেশন।

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনানুসারে গত ৭ই সেপ্টেম্বর শনিবার অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকার পর মেছুয়াবাজার রোড ৮৬ নং ভবনে নিয়মাবলী স্থিরীকরণার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিসের প্রস্তাবে ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির আদেশে সহকারী সম্পাদক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ (১লা ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশিত) এবং তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সাধারণ কমিটী দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন এবং 'নিয়মাবলী নির্দ্ধারণার্থ সব কমিটীর' সম্পাদক বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী উক্ত সব কমিটীর কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন।

(১) গত ১৯এ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে এই নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী" রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে।

সাধারণ কমিটীর কার্য্যবিবরণ।

গত ১৪ই জুলাই (৩১এ আষাঢ়) রবিবার অপরাহ্ন ৬টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভায় যে কয়েকটী প্রস্তাব নির্দ্ধার্য্য হয় তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে নিয়মাবলীর ইংরাজী অনুবাদ প্রেরিত হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার বিজ্ঞাপন ব্রাহ্ম, পব্লিক্ ওপিনিয়ন ও তত্ত্ব-কৌমুদীতে মুদ্রিত হয় এবং সভ্যগণের নাম স্বাক্ষর জন্য "ফরম" মফঃস্বল সমাজ সকলে প্রেরিত হয়। এতদ্ভিন্ন যে সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতে নিয়মাবলী সম্বন্ধে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, পুনঃ স্মরণার্থ তাঁহাদিগের নিকট পত্র প্রেরিত হয়। গত ৩১এ আষাঢ়ের পর নিম্নলিখিত ব্রাহ্মসমাজ ও মহোদয়গণ নিয়মাবলী সম্বন্ধে অভিপ্রায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেনঃ—

সমাজ		ব্যক্তিগণ
হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ		
বগুড়া	,,	বাবু মধুসূদন রাও (উৎকল ব্রাহ্মসমাজ)
গোয়াল পাড়া	,,	,, ফণীন্দ্রমোহন বসু (ভবানীপুর)
দার্জ্জিলিঙ	,,	,, পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত (পূর্ণিয়া)
বরাহ নগর	,,	,, রমানাথ দাস (বালেশ্বর)
রামপুরহাট	,,	,, ভুবনমোহন সেন (নোয়াখালী)
নগাঁও	,,	,, গোপালচন্দ্র ঘোষ (শিবসাগর)
রঙ্গপুর	,,	,, যদুমণি ঘোষ (কটক)
জব্বলপুর	,,	,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী (সিমলা)
রোহিল খণ্ড	,,	,, রজনীনাথ রায় (বোম্বাই)
বরিশাল	,,	,, রাধাগোবিন্দ সাহা (কুমারখালী)
ফরিদপুর	,,	,, কৃষ্ণকুমার মিত্র (কলিকাতা)
কমিল্লা	,,	,, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ও নবীনচন্দ্র রায় (আগ্রা)
		,, বরদা নাথ হালদার
		মফঃস্বল ব্রাহ্ম
(বেরিলী)	,,	মিস্ কলেট (ইংলণ্ড)

নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি সংশোধনার্থ জেনারল কমিটীর গত ২৭এ জুলাই দিবসীয় অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটী সব-কমিটী নিযুক্ত হয় এবং এক পক্ষকালের মধ্যে সংশোধিত পাণ্ডুলিপি কমিটীতে সমর্পণ করিবার আদেশ করা হয়ঃ—

বাবু আনন্দমোহন বসু	বাবু গুরুচরণ মহলানবিস
,, দুর্গামোহন দাস	,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
,, উমেশচন্দ্র দত্ত	,, রজনীকান্ত নিয়োগী সভ্য ও সম্পাদক।
,, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	
,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ,,	

সব-কমিটীর কার্য্য বিবরণ স্বতন্ত্র পঠিত হইবে, এ জন্য এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সব কমিটী অত্যন্ত যত্ন, পরিশ্রম, ধীরতা ও সতর্কতা সহকারে আপনাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল, ব্রাহ্ম মহোদয়গণ ও ব্রাহ্মসমাজের পরম বন্ধু কুমারী কলেট এ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ যে সকল অভিপ্রায়

ব্যক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যে সকল ফরম মুদ্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রেরিত হয়, তাহার কতকগুলি পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, অনেক গুলি এখনও প্রতি প্রেরিত হয় নাই। সভ্য সংখ্যা (যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে) ২৫৩, তাঁহাদিগের দাতব্য মাসিক ২২, বার্ষিক ৫৩৫॥ এবং এককালীন ১৭৫ স্বাক্ষরিত হইয়াছে অর্থাৎ বার্ষিক আয় ৭৯৯॥০ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

যে সকল মহাশয় গত কয়েক মাস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজ কমিটী।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য অর্থাৎ প্রচার কার্য্য গত কয়েক মাস ব্রাহ্মসমাজ কমিটী নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। এই সমাজের কার্য্য বিবরণ সাধারণ্যে সবিশেষ প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু এ সময় ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজ কমিটী সকল ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগবন্ধনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; বঙ্গদেশ, আসাম ও উত্তর পশ্চিমে প্রচারক সকল প্রেরণ করিয়া প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন করিয়াছেন এবং ইহার দুর্ব্বল অবস্থায় ইহাকে পোষণ করিবার জন্য বিবিধ উপায়ে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল কার্য্য সম্পাদন জন্য ইহাঁকে প্রতিমাসে ন্যূনাধিক ২০০ টাকা করিয়া ব্যয় করিতে হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাস হইতে প্রচার কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁর আয় যেরূপ অল্প, তাহাতে এরূপ গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করা নিতান্ত সুকঠিন। সাধারণ ব্রাহ্মগণের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর ইহাঁর সকল আশা ভরসা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রচার সংস্থানের সাহায্যার্থ যে প্রার্থনা পত্র ব্রাহ্মগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, আমরা আশা করি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা সাধ্যমত সাহায্যদানে স্বীকৃত হইয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব
সাধারণ কমিটীর সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি সংশোধনার্থ সবকমিটির কার্য্য বিবরণ।

বিগত ২৭শে জুলাই শনিবার সাধারণ কমিটীর নিম্ন লিখিত নির্দ্ধারণানুসারে উপরি উক্ত সবকমিটী প্রতিষ্ঠিত হয়;—

"Resolved that a Sub-Committee consisting of the following members be appointed to consider all the suggestions received with regard to the Draft Rules and to submit them for the consideration of the general meeting within a fortnight."

Members—Babus, Umeschundra Datta, Durgamohan Das, Nogendranath Chatterjee, Anandamohan Basu, Govindchandra Ghose, Gurucharan Mahalanobish, Adityakumar Chatterjee.

Member and secretary Babu Rajanikanta Niogi.

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়কে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা হয়।

সবকমিটির অধিবেশন নিম্নলিখিত কয়েক দিবস হইয়াছিল;—

১ম	অধিবেশন	৩১শে জুলাই	বুধবার।
২য়	ঐ	৪ঠা আগষ্ট	রবিবার।
৩য়	ঐ	৭ই আগষ্ট	বুধবার।
৪র্থ	ঐ	৮ই আগষ্ট	বৃহস্পতিবার।
৫ম	ঐ	১০ই আগষ্ট	শনিবার।
৬ষ্ঠ	ঐ	১১ই আগষ্ট	রবিবার।
৭ম	ঐ	১২ই আগষ্ট	সোমবার।
৮ম	ঐ	১৩ই আগষ্ট	মঙ্গলবার।

১৪ই আগষ্ট বুধবার সংশোধিত নিয়মাবলী সাধারণ কমিটীর অধিবেশনে অর্পিত হয়।

সব-কমিটীর কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক যে অনেক গুলি মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজ এবং চিন্তাশীল ব্রাহ্ম মহোদয়গণ নিয়মাবলী সংশোধন বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা যে প্রকারে নিয়মাবলীর সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে বহুল পরিশ্রম ও অনেক সময় ব্যয় করিয়া সুগভীর রূপে চিন্তা করিয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ও সাধারণ ব্রাহ্মগণের প্রতি তাঁহাদিগের যে আন্তরিক সহানুভূতি আছে, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সংশোধিত নিয়ম সকলের যে কিছু পারিপাট্য সাধিত হইয়াছে, তজ্জন্য প্রধানতঃ তাঁহাদিগেরই নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা পুরাতন নিয়ম সকল স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়া দিয়াছেন এবং অনেকগুলি প্রয়োজনীয় নূতন নিয়মেরও অবতারণা করিয়াছেন। কেবল ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিয়মের ভাষা সম্বন্ধে দোষ সকল প্রদর্শন ও সংশোধন করিয়াছেন, এমন কি কোন লিপিপ্রমাদ মুদ্রাঙ্কণেদোষ প্রভৃতিও তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে ইহা যারপর নাই আশাপ্রদ ও শুভকর লক্ষণ বলিতে হইবে। সবকমিটীর কার্য্যসম্পাদন করিবার জন্য প্রতি অধিবেশনে সভ্যগণ প্রায় তিন চারি ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছেন, উপস্থিত সভ্যগণ অতিশয় মনোযোগের সহিত এই পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক ধারা ও তৎসংক্রান্ত প্রস্তাব গুলি বিচার করিয়াছেন। কোন কোন নিয়ম স্থিরীকরণে এত চিন্তা ও তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন হইয়াছে যে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা সময়ের ন্যূনে কোনপ্রকারে তাহার মীমাংসা ঘটিয়া উঠে নাই। সেই সমুদায় কার্য্যবিবরণ সবিস্তার প্রদান করা সম্পূর্ণই সাধ্যাতীত; যে প্রণালীতে নিয়ম সমুদায় সংশোধন

করা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

উদ্দেশ্য।

১। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনটী প্রস্তাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম "এক ঈশ্বরের উপাসনাতে যথাসম্ভব সকল মনুষ্যকে সংযুক্ত করা।" উহা "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা" এই উদ্দেশ্যেরই অন্তর্গত বিবেচিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী ভাষান্তরিত করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের সামাজিক অভাব মোচনের সাহায্য করা এবং একটী আদর্শ ব্রহ্মোপাসনালয় সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম্ম সুসম্পাদন করা" এই তৃতীয় প্রস্তাবটী সংযোজনের আর বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই, কারণ তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত, ও দ্বিতীয় প্রস্তাবানুসারে গৃহীত উদ্দেশ্যেরই এক প্রকার অন্তর্ভূত রহিয়াছে।

২। সভ্য হইবার যোগ্যতা বিষয়ে ১৪টী সমাজ ও ৯ জন ব্রাহ্মের মত প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ মূলসত্য কি ইহা লইয়া ভবিষ্যতে গোলযোগ ঘটিতে পারে এরূপ আশঙ্কা অনেকেই প্রকাশ করিয়া কেহ কেহ তদ্বিষয়ে কোন কোন প্রস্তাব করেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমণ্ডলী যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া থাকেন এই নিয়ম মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ সমাবেশ নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু যখন মূলসত্যে বিশ্বাস সভ্য হইবার একটী যোগ্যতা বলিয়া প্রকাশ করা হইতেছে, তখন অন্ততঃ অতিশয় সাধারণ মূলগত দুই একটী সত্য প্রকাশিত না থাকিলে নিয়মের অসম্পূর্ণ ও ভাবি গোলযোগের আশঙ্কা থাকিয়া যায় এই বিবেচনায় মূলসত্য বিষয়ে কয়েকটী কথা নিয়মে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহা সমাবেশিত হইয়াছে তাহা যে সর্ব্বাঙ্গ-সুসম্পন্ন এরূপ নহে, তথাপি তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে এক প্রকার অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে এরূপ জ্ঞানে উহা গৃহীত হয়। মূলসত্য স্পষ্ট প্রকাশিত থাকা বিষয়ে প্রায় ৮টি সমাজ ও ৫জন ব্রাহ্মের মত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রস্তাবের বিপরীতে একটীও প্রস্তাব প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ। নিত্য উপাসনাশীলতা এবং নির্দ্দোষ চরিত্রতা সভ্য হইবার যোগ্যতার মধ্যে দুইটী নিয়ম রূপে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোন কোন স্থান হইতে প্রস্তাব আসিয়াছে। কেবল এই ধারা সম্বন্ধে নহে, আরও অনেক স্থলেই এই প্রস্তাবের উত্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু কমিটীর বিবেচনায় নিত্য উপাসনাশীলতা স্থিরীকরণ অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। সভ্য হওয়া সম্বন্ধে ইহা একটী যোগ্যতা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেই পারে না। যাঁহারা সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্রাহ্ম বলিয়া বিশেষ পরিচিত, তাঁহাদের প্রায় সকলেই নিত্য উপাসনাশীল। এরূপ স্থলে, কর্ম্মচারী নিয়োগ, কার্য্যনির্ব্বাহক কি অধ্যক্ষ সভার সভ্য অথবা সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে সভ্যগণ আপনারাই এই বিষয় বিবেচনা করিয়া নাম উল্লেখ করিতে পারিবেন বিবেচনা করিয়া উহা নিয়মাবলী মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। কিন্তু চরিত্রদোষ অতি গুরুতর কথা। উহা সকল সমাজ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে, অনেক স্থলে সংক্রামক রোগের ন্যায় বিস্তারিত হইয়া সমাজের অঙ্গ-দুষ্টতা সম্পাদন করে এবং সমাজের নিতান্ত দুর্নামের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া সভ্য বর্জ্জনের নিয়ম মধ্যে চরিত্র দোষ একটী কারণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সভ্য হইবার যোগ্যতা স্থলে উহা গৃহীত না হইবার কারণ এই যে তাহা হইলে যদি কেহ আত্ম সংশোধন উদ্দেশ্যে সমাজের অন্তর্গত হইতে চান, পূর্ব্বদোষ গণনার মধ্যে আনিয়া তাহাকে বর্জ্জন করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হইবে। বিশেষতঃ যাহারা সর্ব্বজ্ঞানিত রূপে অতিশয় জঘন্য চরিত্র, তাহাদিগকে সভ্য মনোনীত করিবার জন্য কোন সভ্য প্রস্তাব করিবেন না আমরা এইরূপ আশাও করিয়া থাকি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বর্জ্জন সম্বন্ধে চরিত্র একটী কারণ বলিয়া গ্রহণ করাতে অন্যান্য স্থলে উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে। তবে কর্ম্মচারী, সম্মানিত সভ্য, প্রচারক ও আচার্য্য প্রভৃতি স্থলে সাধারণ অপেক্ষা উন্নত-চরিত্রতা আবশ্যক। নির্ব্বাচনকারী সাধারণ সভ্যদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া রাখিলে বোধ হয় তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প।

এতদ্ভিন্ন বয়ঃক্রম ও দাতব্য সম্বন্ধে কয়টী প্রস্তাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাহারবিবেচনায় এই দুইটী বিষয়ে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে তদপেক্ষা অধিক, কাহার বিবেচনায় অল্প হওয়া উচিত। এবিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সংস্থাপন দিবসীয় অধিবেশনে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম করা কমিটী যুক্তিসংগত মনে করেন নাই।

কোন ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের নিকট হইতে উপযুক্ততার পরিচয় জ্ঞাপক পত্র উপস্থিত করিলেই সভ্য হইবার নিয়ম করিলে অনেক ব্রাহ্মকে সভ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় বিবেচনা করিয়া এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

সভ্য হইবার প্রণালী।

৩য় ধারা। "সামাজিক উত্তেজনায় হয়ত অনেকেই নিজের মত সমর্থনের জন্য অনেক গুলি লোকের নাম পাঠাইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রকৃত সভ্যদিগের মত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন" এই প্রকার বিবেচনা করিয়া এই নিয়মের প্রথম অর্থাৎ কেহ পত্র লিখিয়া প্রার্থী হইলেই অথবা কেবল সভ্যশ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে নাম স্বাক্ষর করিলেই সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন এই অংশ বর্জ্জিত হইয়াছে।

সম্মানিত সভ্য।

৪র্থ ধারা। সাম্মনিত সভ্য রাখিবার কারণ এই যে প্রথমতঃ যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে পরিণত করিয়া আদর্শ জীবন যাপন করেন অথবা বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধন জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে সম্মানিত সভ্য করাতে তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাঁহাদিগের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়। তাঁহাদিগকে

সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়া সমাজ স্বয়ংও সম্মানিত হইবেন। এই দুইটী অতিগুরুতর কারণ মনে করিয়া কমিটী এই নিয়ম বর্জ্জন করিবার জন্য কোন কোন স্থান হইতে যে প্রস্তাব আসিয়াছে তাহা গ্রহণ করিলেন না। তবে কিরূপ ব্যক্তিকে সম্মানিত সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হইবে তাহা এস্থলে উল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। অধ্যক্ষ সভার উপর যখন প্রস্তাব করিবার ভার রহিয়াছে, তখন আমরা আশার সহিত নির্ভর করিতে পারি যে এ বিষয়ে সদ্বিবেচনা হইবে।

আজীবন সভ্য।

৫ম ধারা। অধিকাংশ সমাজ ও ব্যক্তি বিশেষের মতে আজীবন সভ্য করিবার নিয়ম পরিত্যাজ্য বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ ধারা। কেহ কেহ বৈশাখ মাস, অথবা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের দিবস বর্ষারম্ভ বলিয়া গণনা করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু মাঘ মাসে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম সংস্থাপিত হয় এবং ইংরেজী বৎসরে প্রথম মাসও ঐ মাস আংশিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া উহাই বৎসরের আদি রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সভ্যের অধিকার লোপ।

৭ম ধারা। এই ধারা সম্বন্ধে অনেক গুলি প্রস্তাব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। চরিত্র দোষ বিষয়ে যাহা ব্যক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক বৎসর স্থলে সময় অধিক করিবার জন্য যে সমুদায় প্রস্তাব হয় তদনুসারে সময় অধিক করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সভ্য-বর্জ্জন বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতা অধ্যক্ষ সভার হস্তে না রাখিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে রাখিবার প্রস্তাব অধিক যুক্তিসঙ্গত বোধে সে বিষয়েও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।

সভ্যদিগের অধিকার।

৯ম ধারা। এই ধারা সম্বন্ধে অনেক গুলি প্রস্তাব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সভ্যদিগের অধিকার ২১টী এবং অন্যান্য বিষয়ে যাহা অধিক করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহার প্রায় সমুদায়ই গৃহীত হইয়াছে। সভাপতির পদ না রাখা, অথবা স্থায়ীরূপে না রাখার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা গৃহীত হয় নাই। কারণ প্রতি সভার অধিবেশনে উপযুক্ত সভাপতি নিয়োগ করিবার জন্য গোলযোগ নিবারণের অন্যবিধ উপায় আর দৃষ্টিগোচর হয় না। দ্বিতীয়তঃ সভাপতি সম্বন্ধে যে সমুদায় আশঙ্কা করা হইয়াছে, তাহা সভাপতির ক্ষমতা নির্দ্ধারিত থাকাতেই দূরীকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ সভাপতি লইয়া কোন গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা যায় না। সাধারণতঃ যাঁহার হস্তে কার্য্যভার অধিক থাকে তাঁহারই ক্ষমতার আধিক্য দেখা যায়। সুতরাং সভাপতি অপেক্ষা বরং সম্পাদককে অধিক ভয় করিবার কারণ আছে। সভাপতির পদ থাকিলে সে আশঙ্কাও কথঞ্চিৎ নিবারিত হয়; কেননা ক্ষমতা বিভক্ত হওয়ায় সম্পাদকের ক্ষমতা স্বভাবতঃই অনেক কম হইয়া আইসে। সহকারী সভাপতির পদের বিশেষ আবশ্যকতা না থাকায় তাহা রহিত করা হইয়াছে। একজনের হস্তে অধিক দিন ক্ষমতা থাকিলে সে ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য সভ্যদিগকেও শিক্ষিত করা হয় না এই বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে কেবল উর্দ্ধসংখ্যা ৫ বৎসর এক পদে থাকিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রতি বৎসরান্তেই তাঁহাদিগের থাকা না থাকা সাধারণ সমাজের বিবেচনাধীন করা হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশন।

১০ ধারা। এই ধারা সম্বন্ধে অধিকাংশ প্রস্তাব ভাষাগত। উপস্থিত সভ্য সংখ্যা ৩০ জন স্থলে অধিক করিবার জন্য অনেক প্রকার প্রস্তাব আসিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থাতে, ৩০ জন অপেক্ষা সভ্যসংখ্যা অধিক করা কমিটী যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। বার্ষিক অধিবেশনে অধিক সভ্য উপস্থিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশেষ অধিবেশনে এরূপ সংখ্যা স্থির করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত যাহাতে সভা আহ্বান করিবার যত্ন বিফল না হয়। কেবল ৩০ জন সভ্য দ্বারাই যে কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহাও নহে। অনুপস্থিত সভ্যগণও স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় ও মত ব্যক্ত করিতে পারিবেন। সুতরাং ন্যূন সংখ্যা ৩০ জন থাকাতে বিশেষ ক্ষতিবোধ হয় না।

সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ।

১৬। ১৮। সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষের কার্য্যনির্ণয় বিষয়ে কতকটা গোলযোগ ছিল তাহা দূর করিয়া সমাজের সমস্ত কার্য্য সম্পাদনের ভার সম্পাদক এবং তাঁহার সহকারীর হস্তে রাখা হইয়াছে। ধনাধ্যক্ষ কেবল অর্থ রক্ষার জন্যই নিযুক্ত রহিলেন। সম্পাদককে কেবল বিশেষ স্থলে পত্রাদি লিখা সম্বন্ধে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধীন করার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু সংশোধিত নিয়মে তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ে ঐ সভার কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা হইয়াছে। কেবল ১০ ও ২৩ ধারায় উল্লিখিত বিশেষ স্থলে তিনি কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধীন নহেন।

সম্পাদকের টাকা ব্যয় করিবার নিয়ম সম্পর্কে অনেক প্রস্তাব আসিয়াছে। সেগুলি মূল নিয়মে আবদ্ধ না করিয়া অবান্তর নিয়মে স্থির করিবার জন্য অধ্যক্ষ সভার হস্তে অর্পিত রহিল।

অধ্যক্ষ সভা।

১৯। অধ্যক্ষ সভায় প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কেহ সভ্য না থাকেন, তিন স্থান হইতে এই প্রকার মত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে রূপ সমাজের প্রতিনিধির প্রয়োজন, সেইরূপ সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর ও প্রতিনিধি আবশ্যক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ ২৫ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দিবেন। এই রূপ ২৫ জন লোকের আরও একটী বিশেষ প্রয়োজন যে সমাজ সকল যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন, তাঁহারা ব্যতীতও ব্রাহ্মসমাজে সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল ও কার্য্যক্ষম লোক থাকিতে পারেন, যাঁহাদিগের সাহায্য সমাজের কার্য্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী। তাঁহারা অধ্যক্ষ সভা হইতে দূরে না

থাকেন, তাহার উপায় বিধান করা এই নিয়মের বিশেষ উদ্দেশ্য।

প্রতিনিধি নিয়োগ বিষয়ে হেয়ার সাহেবের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করার কথা কেহ উত্থাপন করিয়াছেন। এই প্রণালী কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, এমন কি অসম্ভব বিবেচিত হওয়াতে তাহা গৃহীত হয় নাই।

কোন ব্রাহ্মসমাজ প্রশ্ন করিয়াছেন স্ত্রীলোকের সাধারণ কমিটীর সভ্য হইবার অধিকার আছে কি না? অধিকার না থাকিবার বিষয়ে নিয়ম মধ্যে কোন ধারাই নাই।

৩১। ৩৩ নিয়ম অনেক বিষয়ে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল, বিশেষতঃ উপাসনা প্রণালী আদি এই ধারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য গুলির শেষ মীমাংসার ভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার হস্তে রাখা হইয়াছিল। ইহা সংশোধন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে রাখা হইয়াছে।

অনেক সমাজেরই আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থানীয় কার্য্যাদি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া সেই সকল স্থানীয় সমাজের স্বাধীনতা অপহরণ করিবেন। এই ভ্রম দূরীকরণাভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নিয়োগকারী সমাজের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবার কথা বিশেষ রূপে উল্লেখ করিতে হইয়াছে। বাস্তবিক কাহারও স্বাধীনতা বিনষ্ট করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রেত নহে, কেবল সমাজ মধ্যে একতা স্থাপন করা এবং সকল সমাজের সহকারিতা লাভ করাই এই সমাজের প্রধান চেষ্টা।

প্রচারক।

৩৫ প্রচারক নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে একটী প্রণালী ও সুস্পষ্ট নিয়ম স্থির করা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই সমুদায় বিষয়ে এস্থলে হস্তক্ষেপ না করিয়া অধ্যক্ষ সভার উপর তাহার নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার প্রদান করাই সুবিহিত মনে করিয়া তদ্বিষয়ে আপাততঃ কিছুই বিচার করা হয় নাই।

সমাজের সকল অধিবেশনে সমুদায় কার্য্য অধিকাংশের মতে ধার্য্য হইবে এবিষয়ে একটী নিয়মের অভাব ছিল। তদ্বিষয়ে একটী প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়াতে একটী নূতন নিয়ম করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিয়ম পরিবর্ত্তন অতিশয় গুরুতর বিষয়, তাহা শুদ্ধ অধিকাংশের মতের উপর নির্ভর করিয়া সম্পাদিত হইতে দেওয়া উচিত মনে না করাতে সব কমিটী তাহা দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের মত-সাপেক্ষ করিয়াছেন।

কমিটী যে সমুদায় প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশেরই কথা এই কার্য্য বিবরণে উল্লেখ করা হয় নাই। প্রস্তাবকর্ত্তাগণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হইল।

শ্রীরজনীকান্ত নিয়োগী।
সব-কমিটীর সম্পাদক।

৭ই সেপ্টেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের শেষ না হওয়াতে ৮ই, ৯ই, ১৪ই, ১৬ই, ও ১৯এ সেপ্টেম্বর আরও ৫টী অধিবেশন হয়। এই অধিবেশন সকলে প্রত্যেক নিয়ম তন্ন তন্ন করিয়া বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়া গৃহীত হয়। আমরা স্থানাভাবে এই সকলের কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব ধার্য্য হয়। তৎপরে সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মোপাসনা হইয়া কয়েক দিবস ব্যাপী অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

১ম প্রস্তাব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইল তাহা অদ্যকার সভায় গৃহীত হইয়া তত্ত্ব-কৌমুদীতে ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়নে প্রকাশিত হয় এবং মুদ্রিত নিয়মাবলী সমুদায় ব্রাহ্মসমাজে প্রেরিত হয়।

অধিকন্তু আগামী বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়া যতদিন কার্য্য প্রণালীর সুব্যবস্থা না হয়, ততদিন যতদূর সাধ্য বিধিবদ্ধ নিয়মাবলীর অনুগত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।
অনুমোদক ,, ,, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র।
সর্ব্ব সম্মতিতে গ্রাহ্য হইল।

২য় প্রস্তাব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল ব্রাহ্ম মহোদয়গণ ও ব্রাহ্মসমাজের পরমবন্ধু শ্রীমতী কুমারী কলেট যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস।
অনুমোদক ,, ,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সর্ব্ব সম্মতিতে গ্রাহ্য হইল।

৩য় প্রস্তাব—টাউনহল অধিবেশনের নির্দ্ধারণ অনুসারে এপর্য্যন্ত যে সমুদায় ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস।
পোষক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪র্থ প্রস্তাব—বর্ত্তমান বর্ষের জন্য অর্থাৎ আগামী বার্ষিক অধিবেশন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক এবং অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ স্ব স্ব পদস্থ থাকিয়া কার্য্য করেন। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য বিগত টাউনহল অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতি এবং ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিস ধনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হউন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।
পোষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল।

৫ম প্রস্তাব—যতদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ও প্রচারক নির্ব্বাচন প্রণালী স্থিরীকৃত হইয়া তদনুসারে প্রচারক নিয়োগ না হন, ততদিন ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর নিম্নলিখিত প্রচারকগণ সাধারণ ব্রহ্মসমাজের প্রচারক বলিয়া পরিগণিত হন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গণেষচন্দ্র ঘোষ।

এতদ্ব্যতীত আবশ্যক বিবেচনায় অধ্যক্ষ সভা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ নিযুক্ত করিয়া তৎকার্য্য সুসম্পাদন করেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন।

পোষক „ „ কালীশঙ্কর সুকুল।

অধিকাংশের মতে গ্রাহ্য হইল।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—ব্রাহ্ম সাধারণের মঙ্গল সাধন, ব্রাহ্মসমাজ সকলের মধ্যে একতা স্থাপন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিধি পূর্ব্বক সংগঠন জন্য ব্রাহ্মসমাজ কমিটী অসাধারণ উৎসাহ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় সহকারে যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তজ্জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

অনুমোদক „ „ সত্যপ্রিয় দেব।

সর্ব্ব সম্মতিতে গ্রাহ্য।

৭ম প্রস্তাব—সভ্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠন জন্য আগামী ২৫এ সেপ্‌টেম্বর বুধবার অধ্যক্ষ সভার এক অধিবেশন হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।

পোষক „ „ সীতানাথ দত্ত।

ইহা সর্ব্ব সম্মতিতে বিজ্ঞাপন রূপে গৃহীত হয়।

৮। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অধ্যক্ষ সভাকে অনুরোধ করা হয় যে যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হইতেছে, তাঁহারা কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী উপাসনা গৃহ অবিলম্বে স্থাপনার্থ সচেষ্ট হন, মন্দির-ভ্রষ্ট ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া একটী নূতন উপাসক মণ্ডলী গঠনের চেষ্টা করেন, এবং এসম্বন্ধে আবশ্যক অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের উপায় করেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

অনুমোদক „ „ উমেশচন্দ্র দত্ত।

৯। সাধারণ অধিশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব কয়েক দিবস যে প্রকার ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র।

অনুমোদক „ „ গুরুচরণ মহলানবিস।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়,
৯৩, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা।
১৮৭৮। ২৯ সেপ্‌টেম্বর।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।
সাধারণ অধিবেশনের
প্রঃ সম্পাদক।
শ্রীশিবচন্দ্র দেব সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্তের ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

২২এ ভাদ্র শুক্রবার বেলা ৯টার সময় পূর্ণিয়া পরিত্যাগ করি ও সেই দিন রাত্রি ৯টার সময় ভাগলপুরে পৌছি। ২৪এ ভাদ্র রবিবার প্রাতে ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু রামেশ্বর দাস মহাশয়ের ভবনে তাঁহার পুত্রের পূর্ব্বানুষ্ঠিত জাতকর্ম্মের ভোজ উপলক্ষে স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা গণের সম্মিলন হয়। তৎকালীন উপাসনার কার্য্য আমাকেই নির্ব্বাহ করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করি। ২৭এ ভাদ্র বুধবার বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায়ও পারিবারিক উপাসনা হয়। তাহাও আমাকে সম্পন্ন করিতে হয়। ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজে এখন ৭। ৮টী উপাসক উপস্থিত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মিকাগণের সমাজে যোগ দিবার ব্যবস্থা নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়, তাহাতে সকল ব্রাহ্মেরও উপস্থিত হইবার কথা। প্রথম প্রথম সেই পারিবারিক উপাসনায় সকলে উপস্থিতও হইতেন। কিন্তু এক্ষণে কেবল আচার্য্য ভিন্ন আর বড় কেহ তাহাতে যোগ দেন না। পারিবারিক উপাসনার নিয়ম অতি উত্তম। সকল ব্রাহ্মের এক এক করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের বাটীতে মধ্যে মধ্যে একত্র হওয়া যার পর নাই প্রার্থনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে শিথিলতা উপস্থিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই শিথিলতা দূরীকৃত হওয়া আবশ্যক। রামেশ্বর বাবু অতি যত্নের সহিত পারিবারিক উপাসনার ভার বহন করিতেছেন।

২৯এ শুক্রবার প্রাতে জামালপুরে পৌছি। ৩০এ ভাদ্র রবিবার প্রাতঃসন্ধ্যায় জামালপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করি। ১লা আশ্বিন সোমবার প্রাতে মুঙ্গেরে যাই। ২রা আশ্বিন মঙ্গলবার জামালপুরে আসিয়া "সমাজ শাসন ও সমাজগঠন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়। পরদিন মুঙ্গেরে ফিরিয়া আসি।

জামালপুর ব্রাহ্মসমাজে গৃহবিচ্ছেদ প্রবেশ করিয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু লালবিহারী গুপ্ত ও তাঁহার সহযোগীগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু তথাকার অধিকাংশ ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণকে তথাকার বেদী না দিবার পক্ষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকাতে লালবিহারী বাবু তথাকার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় ও সভ্যের পদ পরিত্যাগ করেন। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইলেও তাহা পুনর্গ্রহণ করিতে চান না। পরে তাঁহারা যখন তাঁহার পদ ত্যাগ অনুমোদন করিয়া তাঁহার স্থানে নূতন সম্পাদক মনোনীত করিলেন, তখন তিনি তাঁহার পদত্যাগ প্রার্থনা ফিরাইয়া লইতে চাহিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সম্পাদক তাঁহার এ প্রার্থনা অনুসারে সভা আহ্বান না করাতে লালবিহারী বাবু স্বনামে সভাহ্বান করেন। তাহাতে বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী ও আর কেহ কেহ আপত্তি করাতে ও সমাজের গৃহ তজ্জন্য ছাড়িয়া দিতে না চাওয়াতে আহূত সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। লালবিহারী বাবু আমাকে বলিলেন যে তাঁহার ইচ্ছা উভয় সমাজের প্রচারকেরা যখন যিনি উপস্থিত হন, সমাজ তাঁহাকে বেদী দিতে আপত্তি না

করিয়া উভয়কেই সমভাবে গ্রহণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার দিক হইতে দেখিলে অবশ্যই সঙ্গত বলিতে হইবে। কিন্তু যখন সেখানকার অধিকাংশ ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগকে বেদীচ্যুত করিয়াছেন এবং কুচবিহারের বিবাহে যোগ দেওয়াতে দোষ হইয়াছে স্বীকার না করিলে তাঁহাদিগকে পুনর্গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন, তখন লালবিহারী বাবুর এবিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে বৃথা বিরোধ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধ মত ভ্রাতাগণকে বন্ধুভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারেন। আর যখন সমাজের সম্পাদকীয় পদে একজন ভদ্র লোককে নিয়োগ করা হইয়াছে, তখন লালবিহারী বাবুর তজ্জন্য প্রয়াসী হওয়া আপাততঃ বিধেয় নহে। তাঁহার পদত্যাগ প্রার্থনা ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা অসাময়িক হইয়াছে।

৩রা আশ্বিন বুধবার মুঙ্গেরে ফিরিয়া আসি। সে দিন সায়ংকালে মুঙ্গেরের ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক বাবু প্রসন্নকুমার সেন উপস্থিত হওয়াতে সমাজের নিয়মানুসারে তাঁহাকে বেদী প্রদান করা হয়। ৪ঠা আশ্বিন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর আকনার বাবু নবীনকৃষ্ণ পুনরায় পালিত মহাশয়ের ভবনে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করি। ৫ই আশ্বিন শুক্রবার প্রাতে পুনরায় তাঁহার বাসায় উপাসনা কার্য্য এবং সন্ধ্যার পর বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করি। ৬ই আশ্বিন শনিবার প্রাতে নবীন বাবুর বাসায় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করি। ৭ই আশ্বিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদি করিয়া সোমবার প্রাতে জামালপুরে আসি, পরে রাত্রির ট্রেণে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করি।

নিবেদক।
শ্রীকালীনাথ দত্ত।

সংবাদ।

ইয়ংমেন্স থিইষ্টিক সোসাইটীর উদ্যোগে গত ২০এ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রি ৭৷৷০ টার সময় আলবার্ট হলে ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলনার্থ একটী সভা হয়। ন্যূনাধিক ৪০ জন ব্রাহ্ম উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে জাতীয় ও ধর্ম্ম বিষয়ক সঙ্গীত হয়, পরে একটী প্রার্থনা হয়, তৎপরে কিছু কিছু বক্তৃতা হইয়া ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে সদালাপ হইতে থাকে। একটী প্রীতি-ভোজ সহকারে সভার কার্য্য শেষ হয়। কতক গুলি যুবক ব্রাহ্ম একত্র হইয়া ৫।৬ ছয় মাস এই সভাটী স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে পক্ষান্তে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি হইয়া থাকে। এই সভাটী দ্বারা একটী মহৎ অভাব পূর্ণ হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার স্থায়িত্ব প্রার্থনা করি।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন নওগাঁ, বিশ্বনাথ, শিবসাগর ও তেজপুরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সম্প্রতি গৌহাটীতে গমন করিয়াছেন। তিনি যে যে স্থানে যাইতেছেন, তত্রত্য লোকে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছে এবং তাঁহার অলন্ত ধর্ম্মোৎসাহে অনেকের মুমূর্ষু আত্মায় নবজীবনের সঞ্চার হইতেছে।

স্থানান্তরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী প্রকাশিত হইল। ইহা স্বতন্ত্র আকারে মুদ্রিত হইয়া মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজ সকলে শীঘ্র প্রেরিত হইবে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস ও বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭২ সালের ৩ আইনের বিবাহ সকলের রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। কলিকাতার উপনগর সকলে ইঁহারা কার্য্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু গণেষচন্দ্র ঘোষ শীঘ্র কলিকাতায় আসিতেছেন। তিনি ঢাকা হইতে লিখিয়াছেন :—এখানে একটী রবিবাসরীয় স্কুল খোলা হইয়াছে। প্রতি রবিবার ৪টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ১ ঘণ্টা কাল ছাত্রদিগকে সাধারণরূপে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত ঘোষ বি, এ, ও বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ, এই তিন জন সম্প্রতি শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১২৫ জন হইয়াছে, আরো হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের আলোচনা সভাতে আলোচিত হইয়া স্কুলটী সংস্থাপিত হইয়াছে।

বিগত ৮ই আশ্বিন সোমবার আমার পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। উপাসনান্তে আহারাদিও হইয়াছিল।"

গত ২৫এ সেপ্টেম্বর বুধবারের অধ্যক্ষসভায় নিম্নলিখিত ব্রাহ্মগণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস, শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু হুকড়ী ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী, শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর স্কুল, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক দিবস লাহোরে থাকিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনেক গুলি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতায় প্রভূত লোকের সমাগম হয় এবং শ্রোতৃবর্গ তাঁহার বক্তৃতায় অত্যন্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি মীনমিরেও বক্তৃতাদি করেন। সম্প্রতি মুলতানে আহূত হইয়া গমন করিয়াছেন। সর্দ্দার দয়াল সিংহ তাঁহাকে অমৃতসরে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

গত ১৩ই আশ্বিন শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষের পঞ্চম পুত্রের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ এবং চতুর্থ পুত্রের অন্নপ্রাশন ব্রাহ্মপদ্ধতি মতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় ঘটনা স্মরণার্থ শিশুটীর নাম "সাধারণ চন্দ্র" রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী প্রচারক সদ্ভাবের সহিত উপাসনাদিতে যোগ দিয়াছিলেন দেখিয়া আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম।

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 44, Beniatola Lane, CALCUTTA.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ১০ম সংখ্যা। ১লা কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৮০০ শক। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

গত পৌর্ণমাসী রজনীতে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন সদলে নৌকারোহণে গঙ্গাবিহার করিয়াছিলেন। ১৩ই অক্টোবরের রবিবাসরীয় মিরারে তাহার একটী বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দেওয়া যাইতেছে। তাহার শেষভাগে আছে; তদনন্তর আচার্য্য মহাশয় গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা গঙ্গা পবিত্র নদি! তুমি কথা কও না, কিন্তু বিশ্বাসীর নিকটে তুমি কথা কও এবং তোমার স্বর্গস্থ পিতার সংবাদ বহন কর, আমরা যেন তোমাকে ভালবাসিতে পারি এবং তুমি যে সকল সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক সুখ আনয়ন করিয়াছ সে জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হই" ইত্যাদি। এই পংক্তি গুলি পাঠ করিয়া আমাদের প্রাচীন গঙ্গা স্তব স্মরণ হইল। ধনধান্য বহন করিয়াছে বলিয়া যদি কোন নদী বিশেষের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে ত আরও অনেক জড় পদার্থের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। মনে কর যদি এরূপ প্রার্থনা কেহ করে—"বাবা অশ্বত্থ গাছ, তুমি বহুদিন পথ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অনেক শ্রান্ত জনকে বিশ্রাম সুখ দিয়াছ, তুমি নিজ শিরে আতপ ও ঝঞ্ঝাবাতের ক্লেশ ভোগ করিয়া অপরকে আশ্রয় দিয়াছ; তুমি তোমার বিস্তীর্ণ শাখাবাহু ও ঘন নিবিড় পত্রাবলীর মধ্যে কত বিহঙ্গম শিশুকে রক্ষা করিয়াছ, যেন আমরা তোমাকে প্রীতি করি ও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হই। কিম্বা "হে মা মনসা গাছ, তোমার স্বত্বে ছেলেদের রোগ যায়, সর্প তোমাকে ভয় করে, অতএব তোমাকে প্রণাম।" ঋগ্বেদের এক স্থানে আছে—"হে উলুখল! (ঢেঁকি) তুমি আমাদের সোমলতা কুটিয়া দেও, তোমাকে প্রণাম। লোকে যুদ্ধে জয়লাভ করিলে যেরূপ দুন্দুভির ধ্বনি করে, সেইরূপ তুমি আমাদের বাড়ীতে দুম দুম শব্দ কর।" ইহাতেই বা দোষ কি? ইহা কেশব বাবুর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার পর্ব্বের শেষ অধ্যায় নাকি?

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল কেবল তাহাই নহে। আমাদের বন্ধুগণ কি ভাবিয়াছেন বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তাঁহারা এ যাত্রা বোধ হয় আমাদের দেশপ্রচলিত কোন পার্ব্বণ ছাড়িবেন না। দুর্গোৎসবের পূর্ব্ব রবিবার কেশব বাবু ব্রহ্মমন্দিরে একটী উপদেশ দেন, তাহার মর্ম্ম ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই উপদেশে ঈশ্বরকে দুর্গতিহারিণী নাম দিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ প্রভৃতি সাজান হইয়াছে। পৌত্তলিক মাত্রেই ত আপন আপন ইষ্ট দেবতার এইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ দিয়া থাকেন। এইরূপে মনে কর, ঈশ্বর কৃষ্ণ, আত্মা রাধা, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি বৃত্তিগণ ললিতা বিশখা প্রভৃতি সখী, হৃদয় কানন বৃন্দাবন, ধর্ম্ম-তৃষ্ণা বৃন্দাদূতী। ধর্ম্ম-তৃষ্ণা দূতী স্বরূপ হইয়া কৃষ্ণের নিকট রাধার সংবাদ লইয়া যান; এবং কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ডাকিয়া আনেন। ঈশ্বরের পদার্পণ মাত্র আত্মা সজীব হয়, বৃত্তি সকল নৃত্য করিতে থাকে। ইহার নাম রাসলীলা। এইরূপে উন্নত কর্ত্তাভজারাও আধ্যাত্মিক জগৎকে ব্রজ, ধর্ম্মভাবকে ব্রজের ভাব, জীব ব্রহ্মের মিলনকে যুগলবিহার বলিয়া থাকেন। ইহাও ত নিন্দনীয় হইতে পারে না। আর নাটক-লিখিত ব্যক্তিগণকে সজ্জিত করিয়া অভিনয় করিলে যেমন বর্ণনীয় বিষয়টী বিশদ হয়, সেইরূপ এই আধ্যাত্মিক রাসলীলার অভিনয় স্বরূপ যদি কতকগুলি মূর্ত্তি গঠন করিয়া দেখান যায় তাহাতেই বা দোষ কি? যে ব্যক্তির মনে পৌত্তলিকতা নাই, তাহার পক্ষে তাহাতে দোষ কি? তিনিত কেবল সেই মূর্ত্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবই দর্শন করিবেন। কিন্তু মনে কর যদি জগদ্ধাত্রী পূজার এইরূপ অর্থ করা যায়, যে জগদ্ধাত্রী ভক্তি, সিংহ সংকল্প, হস্তী অহঙ্কার। হৃদয়ে অহঙ্কারের প্রবলতা থাকিতে ভক্তির উদয় হয় না। যখন দুর্জ্জয় সঙ্কল্প বীর পরাক্রমে অভিমান হস্তীর মস্তক চূর্ণ করে, তখন ভক্তির জয় হয়, ভক্তি সেই সংকল্পের স্কন্ধারূঢ় হইয়া বিহার করিতে থাকেন। এই ভাবগুলি যদি একটী ছবিতে অঙ্কিত করা যায়, কিম্বা মূর্ত্তিতে গঠন করা যায় তাহাতে দোষ কি? আর যদি বল যে হিন্দুসমাজে ত কেবল মূর্ত্তি গঠন করে না, কিন্তু পূজাও করে অর্থাৎ তাহার নিকট স্তবস্তুতি করে। তাহার উত্তর এই গঙ্গা ধন ধান্য বহন করিয়াছেন বলিয়া যদি তাঁহার নিকট স্তুতি সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই মূর্ত্তির নিকট এ স্তুতি কি সম্ভব নয়?—"তোমাকে দেখিয়া কতলোকের ধর্ম্মভাব প্রবল হইয়াছে যদিও তুমি কথা কওনা, তথাপি বিশ্বাসীর নিকট ভাষা আছে, অতএব হে দেবি! তোমার নিকট মস্তক অবনত করি।" শেষে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া ছেলে খেলা আরম্ভ হইল? বেদী হইতে ঈশ্বর নিত্য নিত্য নূতন নূতন সত্য প্রকাশ

করেন, এখন কি এই সকল অমূল্য ও অলৌকিক সত্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন! কেশব বাবু সমাজ সংস্কারক নন, ধর্ম্মসংস্কারক, তাই কি এবার হইতে বদ্ধপরিকর হইয়া দেশীয় ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন? ব্রাহ্ম-দুর্গতিহারিণী, ব্রাহ্ম-লক্ষ্মীপূজা হইল, ব্রাহ্মঘেঁটু, ব্রাহ্ম-মাকালও বোধ হয় পরে হইবে।

বাল্যবিবাহ যে এ দেশের অশেষ পাপ ও অনিষ্টের মূল তাহা দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন, কিন্তু তথাপি দেশাচারের দাস হইয়া অনেকে আপনাপন পুত্র কন্যাকে উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিতে সাহসী হন না। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম কলিকাতার 'ষ্টুডেন্টস আসোসিয়েসন' বা ছাত্র সভার যুবকগণ ২১ বৎসরের ন্যূনে বিবাহ করিবেন না এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন এবং অন্যান্য স্থানের যুবকগণও তাঁহাদিগের সাধু দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইতেছেন। ইহাঁদের একটী বিষয়ে ত্রুটি দেখা যায়, অল্পবয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিবেন না, এ বিষয়ে একটী দৃঢ় নিয়ম অবলম্বন করা চাই। এ দেশে পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের বাল্যবিবাহই অধিকতর প্রবল ও অনিষ্টকর। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়সের একটী ন্যূনকল্প সীমা যেন নির্দ্ধারণ করা হয়।

কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মসমাজে নিয়ম-তন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল আজিও গঠিত হয় নাই। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে প্রীতি, ভ্রাতৃভাব, ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতিই ধর্ম্ম সমাজের একমাত্র বন্ধন-রজ্জু। ব্রাহ্ম সমাজ ত আর মিউনিসিপালিটী নয়, তাহার মধ্যে আবার কমিটী সব কমিটী প্রভৃতির এত ধূম ধাম কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ব্রাহ্মসমাজ এই শব্দটার মধ্যে তিনটী বিষয় আছে। প্রথমতঃ কতক গুলি ধর্ম্ম মত; দ্বিতীয়তঃ সেই সকল মতাপন্ন কতকগুলি নর নারী; ও তৃতীয়তঃ কতক গুলি প্রচারক, আচার্য্য ধর্ম্মোপদেষ্টা প্রভৃতি। ধর্ম্ম মতগুলি যেন আজিও সম্পূর্ণ গঠিত হয় নাই মানিয়া লওয়া গেল। অপর দুইটী কি নিয়মবদ্ধ হইতে পারে না? জন সমাজ যখন রহিয়াছে তখন কি সামাজিক নিয়ম আবশ্যক নয়? প্রচারক প্রভৃতি যখন নিযুক্ত হইতেছেন, পুস্তকাদি যখন রচিত ও বিতরিত হইতেছে, অর্থাদি যখন সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইতেছে, তখন এসকল কার্য্য কি নিয়মাধীন হইয়া হইতে পারে না? ভ্রাতৃভাব প্রীতি ভক্তি প্রভৃতিই ধর্ম্মসমাজ বন্ধনের প্রধান রজ্জু বিলক্ষণ জানি, কিন্তু নিয়মতন্ত্র প্রণালীর সঙ্গে কি সেই সকল ভাবের শত্রুতা যে, নিয়মতন্ত্র প্রণালী থাকিলে তাহারা বর্দ্ধিত হইতে পারে না? নিয়মতন্ত্র প্রণালীর অর্থত কিছুই নয়, কেবল দশজনে মিলিয়া কার্য্য করা। ঈশ্বরের ঐশী শক্তির আবির্ভাবই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জীবন রক্ষার মূল, তাহা সকলেই জানে, কিন্তু পরমেশ্বর কি নিয়মতন্ত্র প্রণালী দেখিয়া ভয় পান যে যেখানে দশজনে কার্য্য করে, সেখানে তিনি তাঁহার ঐশী শক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন না? আর ব্রাহ্মসমাজের মত স্থির নয় নাই সুতরাং নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ইহাও কি একটা কথা! মত গঠন না হইয়া থাকে হইবে, নিয়ম তন্ত্র প্রণালীতে কি তার ব্যাঘাত হয়? ইংলণ্ডের মত কি দিন দিন পরিবর্ত্তন হইতেছে না? দুই শতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল আইন ছিল তাহার কয়টী এখন দেখিতে পাওয়া যায়? কিন্তু নিয়মতন্ত্র প্রণালী সত্বেও কি সে সকল পরিবর্ত্তিত হয় নাই? বুদ্ধিমান লোকে যে এমন বালকের ন্যায় কথা বলিতে পারেন ইহাই আশ্চর্য্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার যে নিয়ম পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হয়, নিয়মাবলীর ৩য় নিয়মে তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নূতন সভ্য মনোনীত করিবার জন্য এই নিয়মানুসারে 'ফরম' প্রস্তুত হইতেছে, সভ্য হইবার নূতন প্রার্থীদিগকে তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্ব নির্দ্ধারণানুসারে যাঁহারা সভ্যের তালিকাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা গত সাধারণ অধিবেশনে সভ্য বলিয়া মনোনীতহইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর স্বতন্ত্র নাম স্বাক্ষর করিতে হইবে না।

সংকল্প।

হিন্দুর সন্তান—বিশেষ ব্রাহ্মণের সন্তান মাত্রেই দেখিয়া থাকিবেন যে আমাদের দেশে কোন প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলেই সংকল্প করিবার রীতি আছে। বিনা সংকল্পে কোন অনুষ্ঠান হয় না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে সংকল্প প্রথার মধ্যে গভীর অর্থ আছে। লক্ষ্যের একাগ্রতা ভিন্ন চিত্তের একাগ্রতা লাভ দুষ্কর। যখন মানবের সমক্ষে একটী বিশেষ লক্ষ্য স্থির থাকে, তখন তাহার সমুদায় চেষ্টা, সমুদায় যত্ন ও সমুদায় অধ্যবসায় সেই দিকে নিয়োজিত হয়; তখন সে অপর সমুদায় বিষয় ও অপর সমুদায় চিন্তাকে তদধীন করিতে থাকে এবং যতক্ষণ সেই লক্ষ্য সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ আপনার যত্নকে শিথিল হইতে দেয় না।

ব্রাহ্মেরা যে নিত্য নিত্য পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহাদেরও সংকল্প পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয় সংযম বল, রিপু দমন বল, ভক্তি চর্চ্চা বল এসমুদায় এক একটীকে লক্ষ্য করিয়া সংকল্প পূর্ব্বক সাধন করা কর্ত্তব্য। কুরর পক্ষীর বিষয়ে এরূপ প্রবাদ আছে যে তাহারা ডিম পাড়িয়া তাহার নিকটে বসিয়া চীৎকার করিতে থাকে, যখন তাহাদের হৃদয় ফাটিয়া মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে তখন সেই রক্তবিন্দু দিবামাত্র ডিম্ব সকল ফুটিয়া যায়। এটী প্রবাদ মাত্র, কিন্তু পল্লীগ্রামে যাঁহাদের বাস তাঁহারা অনেক সময় দেখিয়া থাকিবেন যে উক্ত কুরর পক্ষী দিবারাত্র ডাকিতেছে, বিশ্রাম নাই। যদি কোন ব্রাহ্ম এই কুররের ন্যায় ব্যাকুলতা লাভ করিতে পারেন, তবেই তাঁহার ধর্ম্মসাধন সফল হয়। যদি হৃদয়ে প্রেম বা ভক্তির অভাব থাকে, ঈশ্বরের নাম করিতেছি কিন্তু হৃদয়ে সুখোদয় হইতেছে না, ঈশ্বরের সহবাসের আনন্দ প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, উপাসনাতে

আত্মা নবজীবন ও পরিতৃপ্তি পাইতেছে না, যদি এরূপ দেখি তাহা হইলে সংকল্প পূর্ব্বক উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে অর্থাৎ এই অভাব দূর না হইলে ছাড়িব না এই প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক প্রার্থনা আরম্ভ করিতে হইবে। উপাসনার সময় এই ব্যাকুলতা, পথে চলিবার সময় অন্তরে এই ব্যাকুলতা, কার্য্যালয়ে কার্য্য করিবার সময় এই ব্যাকুলতা,গৃহে গৃহিণীর বিশ্রাম-শয্যা-পার্শ্বে এই ব্যাকুলতা,দিনের পর দিন যায় এই ব্যাকুলতা, এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের সহিত কয়েকদিন সাধন করিতে করিতে জগদীশ্বর আর অভাব রাখেন না। কিয়ৎকালের মধ্যেই যেন হৃদয়ের কোন নিভৃত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া নির্ম্মল সুশীতল নির্ঝরের ন্যায় ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়, এবং অন্তরাত্মার শুষ্ক ও মরু সমান ক্ষেত্রকে সিক্ত ও সুস্নিগ্ধ করিয়া ফেলে।

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থের একটী আখ্যায়িকা এই স্থানে সুন্দর রূপে সুসংলগ্ন হয়। খ্রীষ্টশাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি মূষা যখন ইস্‌রেল বংশীয়দিগকে মিশর দেশ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন, তখন তাঁহাদিগকে বহুদিন মরুভূমি ও অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। এক দিন মূষার সঙ্গীগণ পথশ্রমে ও প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ মরুভূমি,জলাশয়ের নাম মাত্রও নাই, কিয়দ্দূর চলিলে যে তৃষ্ণা নিবারণ হইবে তাহার আশাও নাই। ক্রমে পিপাসার্ত্ত নরনারীদিগের যাতনা ও শিশুদিগের ক্রন্দনে মূষার শিবির পূর্ণ হইয়া গেল। তখন তিনি অনন্যগতি ও নিরুপায় হইয়া একটী লৌহদণ্ড লইয়া নাতিদূরবর্ত্তী একটী উপশৈলের নিকট গেলেন এবং কঠিন কর্কশ শুষ্ক প্রস্তরে দণ্ডাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন 'হে প্রস্তর আমি ঈশ্বরের নামে বলিতেছি তুমি আমাদিগকে জল দেও।' এইরূপ আঘাত করিতে করিতে প্রস্তর বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার মধ্য হইতে সুন্দর নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইল।

ধর্ম্ম জগতের পথিককেও সময়ে সময়ে এই রূপ অবস্থাতে পতিত হইতে হয়। সময়ে সময়ে হৃদয় যেন মরুক্ষেত্র হইয়া যায়, সুস্নিগ্ধ প্রীতি ও সুকোমল ভক্তির অভাবে আত্মার ভাব সকল শুষ্কতালু হইয়া যেন ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে। সে সময়ে হৃদয়ের অবস্থা দেখিলে মনে হয় না যে সেই হৃদয়ের ভিতর হইতে আবার ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইবে। কিন্তু বিধাতার দুর্জ্ঞেয় বিধানের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? তাঁহার রাজ্যে কঠিন প্রস্তরের মধ্যেই জল থাকে। অতএব চতুর সাধক সে সময়ে নিরাশ না হইয়া দৃঢ় সংকল্প-রূপ লৌহদণ্ড হস্তে লইয়া সেই পাষাণ সমান শুষ্ক নীরস আত্মার মধ্যেই 'জল দাও জল দাও' বলিয়া বার বার আঘাত করিতে থাকেন এবং অবশেষে হৃদয়ের শুষ্কতা আর থাকে না।

বর্ত্তমান সময়ে এই সত্যটী বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক হইয়াছে। ভক্তির অভাবে আমরা নানা সৎকার্য্য করিব, নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিব, সামাজিক অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইব, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম্মতত্ত্ব সকলের আলোচনায় সমর্থ হইব, অথচ যে পদার্থটী থাকিলে সৎকার্য্য অতুল সুখপ্রদ হয়, নিয়মতন্ত্র প্রণালী সজীব হয়, সামাজিক অনুষ্ঠান সুফল ও আনন্দদায়ক হয় এবং ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা আত্মার পক্ষে নিরতিশয় তৃপ্তির কারণ হয় সেই পদার্থটীর অভাব থাকিয়া যাইবে। এই জন্য সেই পদার্থটীর রক্ষার বিশেষ উপায় অবলম্বন আবশ্যক। অনুষ্ঠানবিহীন জীবন ও কার্য্যবিহীন ধর্ম্মভাবকে আমরা প্রার্থনীয় মনে করি না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া ঈশ্বর-প্রীতিবিহীন ঈশ্বরসেবা, ধর্ম্মভাব-বিহীন নিয়মতন্ত্র প্রণালী, ভক্তি বিহীন উৎসাহ এ সকলকেও প্রার্থনীয় মনে করি না। আমরা ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা যেন আসল দ্রব্যটী না হারান। তাঁহারা প্রত্যহ উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় রাখিবেন, উপাসনা করিতে বসিবার সময় সংকল্প করিয়া বসিবেন ;'যতক্ষণ না চক্ষু ভক্তি জলে আর্দ্র হয়,ততক্ষণ মস্তক তুলিব না' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মস্তক ভূমিতে ফেলিবেন,লক্ষ্য সিদ্ধি না হইলে তুলিবেন না। দুই জনে যখন একত্র উপাসনা করিবেন তখন এই সংকল্প করিয়া সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিবেন এবং হৃদয় আর্দ্র না হইলে ছাড়িবেন না। যখনই হৃদয়ে ভক্তি বা তৃপ্তির অভাব দেখিবেন, তখন দিনে রাত্রে সুস্থির হইবেন না। যদি হৃদয়ে কখনও কোন অপবিত্র ভাব বা রিপু বিশেষের প্রবলতা দেখেন, দিনে রাত্রে সুস্থির থাকিবেন না। এইরূপ যদি সাধনের দিকে দৃষ্টি থাকে, তাহাহইলে ব্রাহ্মদিগের দ্বারা দেশের বাস্তবিক কল্যাণ হইবে।

(প্রাপ্ত।)

শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ভাব।

নূতন ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যদি মানব হৃদয় নূতন পরাক্রম, নূতন উৎসাহ ও নূতন ভাবের সহিত অনন্যগত পথে পরিচালিত না হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে সে ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি? যে ধর্ম্ম মানব-হৃদয়ে তুমুল বিপ্লব সংঘটন করিতে অসমর্থ তাহা গ্রহণ করিয়া মানব সমাজ কি করিবে? যে ধর্ম্ম সমাজকে স্পর্শ করিল না, যে ধর্ম্ম হৃদয়তন্ত্রী আঘাত করিল না, যে ধর্ম্ম মৃত জীবনে নূতন প্রাণ ঢালিয়া দিতে পারিল না তাহা লইয়া আমরা কি করিব? ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব জাতিকে নব ভাব প্রদান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, মনুষ্য জাতিকে নূতন পথে পরিচালিত করিবার ভার স্কন্ধে লইয়া এই নানা প্রকার কুসংস্কার পূর্ণ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম জগতের নিকট উচ্চৈঃস্বরে সত্যের মহিমা ও গৌরব ঘোষণা করিবেন, পর্ব্বত-সমান বাধা বিপত্তি ভীম পরাক্রমে উল্লঙ্ঘন করিয়া সত্যের পথ আবিষ্কার করিবেন, আনন্দের সহিত, আশাতে উৎফুল্ল হইয়া সত্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অনন্ত শক্তির অনন্ত বলে অনুপ্রাণিত হইয়া অসত্যের ধ্বংস সাধনে বদ্ধপরিকর হইবেন এবং যত কাল অসত্যের দুর্গ ধূলায় বিলুণ্ঠিত না হয়, তত কাল বীর বেশে আপনার হুঙ্কারে সমস্ত জগৎ বিকম্পিত করিবেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কেবল সত্যের ঘোষণা করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না, অসত্যের

বিরুদ্ধে সমর সজ্জা না করিলে সত্যের গৌরব পতাকা চির দিনের জন্য আকাশে উড়িবে কেন? ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ব্যস্ত ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম সামরিক ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্ব বিজয়ী ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, অলস বা প্রাণ হীন ধর্ম্ম নহে,ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিলাস অথবা আবেশের ধর্ম্ম নহে। এই বিস্তীর্ণ সসাগরা পৃথ্বী, ইহার মধ্যে কত কোটি কোটি বিঘোর অমানিশি সম অন্ধকার পরিপূর্ণ গহ্বরে কোথায় যে অসত্য গুপ্ত বেশে লুক্কায়িত থাকিবে তাহার কে অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারিবে? অতএব একবার মাত্র সত্যের জয় ঘোষণা করিয়া যে ধর্ম্ম আপনার পরাক্রম লুক্কায়িত করিয়াছে সে ধর্ম্মের পরিণাম ইতিহাস উজ্জল অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া মানব সমাজকে চিরদিন সেই ভ্রমের পুনরাবৃত্তি হইতে সাবধান করিতেছে। প্রথমে যে ধর্ম্মের গভীর গর্জ্জন ও জয়ধ্বনিতে মেদিনী কাঁপিতেছিল, অবশেষে সেই ধর্ম্ম কিরূপে আবেশময় লীলাতরঙ্গে ভাসিয়া গেল, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্রাহ্ম তাহা একবার অনুধাবন করুন।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বীর সাজ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে কৌপীন পরিধান করাইতে বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। শাক্ত ও শৈব ভাবের অপকৃষ্টতা ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে বৈষ্ণব ভাবে পরিপূরিত করিবার নানা আয়োজন চলিতেছে; যে ভাব পরাক্রমের সহিত অসত্যের বিনাশ সাধনে জীবনকে উৎসর্গ করিতেছে তাহার হীনতা ও অশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হইয়া যে ভাব অলসতায় পূর্ণ, কল্পনার অতিরঙ্গে রঞ্জিত, সুখাভাসে বিমুগ্ধ, সম্পূর্ণ কার্য্য-ক্ষমতাবিহীন তাহারই মাহাত্ম্য ও গৌরব শত জিহ্বায় নিনাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই বৈষ্ণব ভাবের মাহাত্ম্য ব্রাহ্ম জগতে স্থান পাইলে যে কু ফল উৎপন্ন হইবে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমাদিগের অধিক বলিতে হইবে না।

আমাদিগের দেশের চিরপ্রচলিত মত এই প্রথম বয়সে ক্রীড়াশীল,দ্বিতীয়ে পঠনশীল,তৃতীয়ে সংসারী চতুর্থে উদাসীন হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মতের বিপর্য্যয় করিয়া জীবনের সকল সময়ে সমঞ্জসীভূত উন্নতির পথ উদ্ঘাটন করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ এই কেবল ক্রীড়াশীল, কেবল পঠনশীল কেবল সংসারী,কেবল উদাসীন থাকিও না। জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত অধ্যয়নের সময়, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সাধনের সময়, চিরজীবন সংসারী হইবার সময়। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এই উচ্চ ব্রত ভঙ্গ করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মজীবনের প্রথমে শাক্ত,দ্বিতীয়ে শৈব ও অন্তিমে বৈষ্ণব ভাবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের প্রাণে আঘাত করিয়াছেন, ধর্ম্মের জীবনী শক্তি অপহরণের চেষ্টা করিতেছেন। ধর্ম্মজীবনের এই ত্রিবিধ বিভাগ যদি ব্রাহ্মগণ আদর্শরূপে অনুসরণ করেন, তাহা হইলে সূক্ষ্মদর্শী লোকদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তিম কাল গণনা অন্যায় হইবে না। কোথায় যাঁহারা বহুদিন ধর্ম্মসাধনে প্রবীণ হইয়াছেন অনন্তময়ের অনন্তবলে বীর্য্যশালী হইয়াছেন, তাঁহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অমানুষিক অলৌকিক বিক্রমে জগৎকে স্তব্ধ ও বিস্মিত করিবেন, কোথায় যাঁহারা জ্ঞানময়ের অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে অমানুষলব্ধ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা পৃথিবীকে জ্ঞান তরঙ্গে ভাসাইয়া দিবেন, না তাঁহারাই এত সাধনের পর বৈষ্ণব হইয়া যাইবেন। যদি বৈষ্ণব হওয়াই জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে বল-বীর্য্য ও জ্ঞানোপার্জ্জনের সার্থকতা কি? বল বীর্য্য ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া মানুষ কি করিবে যদি শেষ জীবনে ইহা হেয় ও অপদার্থ হয়? আমাদিগের দেশের জল বায়ুর দোষ কি না বলিতে পারি না, চত্বারিংশ বর্ষের পর যৌবন সুলভ সে বল সে উৎসাহ সে বিক্রম দৃষ্টি পথের অতীত হইয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই জাতীয় কলঙ্কের প্রশংসাধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা ভীত হইয়াছি। যাহাকে বৈষ্ণব ভাব অর্থাৎ প্রেম ভাব বা ঈশ্বরগত ভাব বলিয়া কথিত হইতেছে, সাধক জীবনের উন্নতির সহিত সে ভাব অধিক-তর সঞ্চয় করিতে পারেন; কিন্তু প্রেমভাবের বিকাশের সহিত যদি শাক্ত ও শৈব ভাব অন্তর্হিত হইতে থাকে, তাহাকে জীবনের উন্নতি বলিব না অবনতি বলিব? উৎ-সাহ ও প্রতাপ, জ্ঞান ও শাস্ত্র চর্চ্চা পরিত্যাগ করিলে প্রেম ভাব কি অপবিত্র ও কলঙ্কিত হইয়া যায় ভারতবাসীকে কি তাহা বুঝাইতে হইবে? ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে এই বিকৃত মতের প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। তাহার প্রমাণ গ্রাহ্য কর মঙ্গল হইবে, অগ্রাহ্য কর ভারতের রঙ্গাঙ্গনে প্রেম নাটক যেরূপে একবার অভিনীত হইয়াছিল পুনরায় তাহা-রই আবৃত্তি হইবে। দৃষ্টান্ত দেখিয়া যে শিক্ষা করিতে না পারে তাহার মত কৃপাপাত্র দ্বিতীয় নাই। ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মন্ত্র। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে আমরা এই মন্ত্রের উজ্জ্বল বিকাশ দেখিতে পাই। এক দিকে একমাত্র ঈশ্বরের পূজা সংস্থাপন ও তাঁহার প্রতি ভক্তি ও প্রেম উদ্দীপন, অন্যদিকে দুর্জ্জয় বলে অসত্যের সহিত সংগ্রাম, একদিকে "বিষয়ের দুঃখ নানা,বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে" অন্য দিকে সমাজের ও ধর্ম্মের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া তাহার কুরীতি ও দুষ্কৃতির নিরসন, এক দিকে বৈরাগ্য অন্য দিকে সংসার, এক দিকে বয়স বৃদ্ধি অন্য দিকে উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি, এক দিকে প্রেমোচ্ছ্বাস অন্য দিকে জ্ঞানের প্রখর কিরণ জাল; রামমোহন রায়ের জীবনে আমরা এই ভারত-দুর্লভ ভাবের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। যাঁহারা বলেন প্রথমে শাক্ত পরে শৈব শেষে বৈষ্ণবভাব ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বাপর সিদ্ধ নিয়ম, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মস্তকে কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া আপনাদিগের দূষিত মত পরিচালনার সুযোগ করিতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান স্থানীয়, তাঁহা-দিগের চরিত্র দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইবে না। তাঁহাদিগের চরিত্র ব্রাহ্মসমাজের সীমা অতিক্রম করিয়া দেশের প্রচলিত কুসংস্কারের দৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ভাব প্রদান করিবার জন্য আসিয়াছেন তাহা এই যে উৎসাহ জ্ঞান ও প্রেম মনুষ্য জীবনে যুগপৎ প্রবল থাকিবে, একটীকে

ছাড়িয়া ব্রাহ্ম অন্যটীকে গ্রহণ করিলে তিনি অব্রাহ্ম হইয়া যান।

বিশৃঙ্খল চরিত্র।

আমাদের মনোরাজ্যে তিন জাতীয় শক্তি দেখা যায়, প্রথম কাম, ক্রোধ, লোভ, দয়া, প্রীতি, ভক্তি প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিচয়; দ্বিতীয় সংকল্প বা অধ্যবসায় ইহাকে ইংরাজীতে (Will) বলে; তৃতীয় বিবেক এবং বুদ্ধি। ইহার মধ্যে প্রবৃত্তি গণ মনুষ্যকে কার্য্যে প্রণোদিত করিয়া থাকে—এক এক প্রবৃত্তির এক এক প্রকার কার্য্য। সংকল্পকে শাসন কর্ত্তা এবং বিবেক ও বুদ্ধিকে মনোরাজ্যের ব্যবস্থাপক বলা যাইতে পারে।

আমাদের জীবনের অনেক গুলি কার্য্যের সহিত ন্যায়ান্যায় বা ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশ্রব আছে; সেস্থানে নিয়ম প্রণয়ন করা এবং কার্য্যের সীমা নির্দ্দেশ করা বিবেকের ভার। তদ্ভিন্ন যে সকল প্রশ্নের সহিত ন্যায়ান্যায় বা ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই তাহাতে লাভালাভ বা ক্ষতিবৃদ্ধির গণনা হইয়া থাকে এবং তদনুসারে কার্য্য প্রণালী এবং কার্য্যের সীমা নির্ণীত হইয়া থাকে। যখন বিবেক এবং বুদ্ধি কার্য্যপ্রণালী নির্ণয় করিয়া দেন তখন প্রবৃত্তি দিগকে তদধীন করা সংকল্পের ভার। ইহাকেই বলে আত্মশাসন বা ইন্দ্রিয় সংযম।

চরিত্রের নিকৃষ্ট অবস্থাতে মনুষ্য কেবল মাত্র নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দিগের উত্তেজনার অধীন হইয়া কার্য্য করে। হিতাহিত বিবেচনা বা ক্ষতি লাভের গননাকে তাহার মধ্যে আনয়ন করে না। অসৎ সঙ্গ, অসদালাপ ও অসৎ কার্য্যে রত থাকিলে চরিত্রের এই ভাব বৃদ্ধি পায়, তখন আর সে মনুষ্যে এবং পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। ঠিক বিপরীত উপায় অবলম্বন করিলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। সৎসঙ্গ, সৎচর্চ্চা ও সাধনের গুণে মনুষ্যের অসৎ প্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া সৎপ্রবৃত্তি সকল প্রবল হইতে পারে। ধর্ম্মোৎসাহ দেখিয়া ধর্ম্মোৎসাহ হয়; ভক্তি অশ্রু দেখিয়া নেত্রে ভক্তিবারি প্রবাহিত হয়; সাধুসঙ্গে বাস করিয়া সাধুভাবে হৃদয় গঠিত হয়। কিন্তু এরূপ প্রার্থনীয় অবস্থাতে উপস্থিত হইলেই যে চরিত্রের বিশৃঙ্খলতা দূর হয় তাহা নহে। যতক্ষণ প্রবৃত্তি সকল বিবেক ও বুদ্ধির নিয়মাধীন না হয় তত দিন সে চরিত্রকে স্থায়ী এবং সুশৃঙ্খল মনে করা যায় না। যাঁহার কাম ক্রোধের ন্যায় ভক্তি প্রীতি ও আপনার বশীভূত তাঁহারই চরিত্র বাস্তবিক সুশৃঙ্খল; যিনি হঠাৎ কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনার অধীন হইয়া কার্য্য করেন না কিন্তু যাঁহার কার্য্যের মূলে অনুসন্ধান করিলে গভীর যুক্তি ও সুদৃঢ় নিয়ম সকল দেখিতে পাওয়া যায় তিনিই জিতচেতা।

সুশৃঙ্খল চরিত্র কাহাকে বলে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আমরা কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। একজন ব্রাহ্ম আছেন, সন্তানদিগকে কখনও শারীরিক দণ্ড দেওয়া উচিত কিনা তিনি কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই তাহাতে ক্ষতি কি লাভ সে বিষয়েও তাঁহার কোন স্পষ্ট সংস্কার নাই; অথচ পরের মুখে শারীরিক দণ্ড বিধান নিন্দনীয় শুনিয়া এক একবার তাহাকে নিন্দনীয় মনে করেন। সুতরাং সন্তান পালন সম্বন্ধে তাঁহার কোন শাস্ত্র নাই। তাঁহার হৃদয়ের ভালবাসা যেদিন প্রবল হয় সেদিন হয়ত সন্তানকে স্নেহে প্লাবিত করেন অন্যদিন বা ক্রোধাবেগে অধীর হইয়া লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিয়া বসেন। অপরদিকে মনে কর আর এক জন ব্রাহ্ম অনেক তর্ক করিয়া পাঁচটী যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে স্থল বিশেষে সন্তানকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু ক্রোধের সময় দণ্ড দেওয়া অকর্ত্তব্য কারন তাহা হইলে প্রায় লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়। এই স্থির করিয়া কোন্ অপরাধের কিরূপ দণ্ড এই রূপ কয়েকটী নিয়ম করিয়া সন্তানকে জ্ঞাপন করিলেন; এবং তৎপরে সেই সেই অপরাধে সেই সেই দণ্ড দিতে আরম্ভ করিলেন। যখনই ক্রোধের উদয় হয় তখনই নিজের সংকল্পের বলে ক্রোধাবেগ নিবারণ করিয়া দণ্ড হইতে বিরত থাকেন। ইহাকেই বলে নিয়মিত কার্য্য।

কিম্বা মনে কর আর একজন ব্রাহ্ম আছেন। তিনি এক দিন জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটী বক্তৃতা শুনিলেন; তাঁহার উৎসাহের অগ্নি প্রবল হইয়া উঠিল, অমনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়া জাতিভেদকে দূর করিলেন। আবার হয়ত কিছুদিন পরে আত্মীয় স্বজনের আর্ত্তনাদ শুনিয়া দয়ার উদ্রেক হইল অথবা অন্য কোন প্রবৃত্তি প্রবল হইল অমনি তাহা পুনর্গ্রহণ করিলেন। এইরূপে যাঁহাকে অদ্য দেখি সংকীর্ত্তনের তলে লুণ্ঠিত, অশ্রুজলে প্লাবিত, উৎসাহে উন্মত্ত প্রায়, কল্য তিনি অতি লঘুচিত্ত ব্যক্তির ন্যায় নীচ আমোদে রত, কাষ্ঠের ন্যায় নীরস: অদ্য যিনি প্রাণ খুলিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন-মিষ্ট কথা শুনাইতেছেন—রোগের সময় সেবা করিতেছেন, কল্য তিনি রোষবশ, কল্য তিনি কটুভাষী, ও নিন্দাপরায়ণ। এই সকল প্রবৃত্তি পরবশতা ও চরিত্রের বিশৃঙ্খলতার প্রধান চিহ্ন। এই বিশৃঙ্খলতা দূর করিবার জন্যই ঈশ্বর বিবেক ও বুদ্ধিকে দিয়াছেন এবং আত্মশাসনের জন্য সংকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রকৃত সুশৃঙ্খল চরিত্র যাঁহারা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের এই তিন শক্তিরই ব্যবহার করা উচিত।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ৭ই আশ্বিন ১৮০০ শক

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

হিন্দু শাস্ত্র গঙ্গাকে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিষ্ণু পাদ শব্দের অর্থ কি? বিষ্ণু পাদ শব্দের অর্থ শাস্ত্রকারকেরা আকাশ বলেন। আকাশে শিশির জন্মে, তাহা হইতে গঙ্গা উৎপন্ন হয়, এই জন্য গঙ্গা বিষ্ণু পাদোদ্ভবা। যে গ্রন্থে এই বিবরণ লিখিত আছে দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা আমি প্রাপ্ত হই নাই। এ বিষয়ে নানা বিবরণ আছে। পৌরাণিকেরা যে অর্থ বলুন—যাঁহারা বেদকে প্রধানতঃ স্বীকার করেন, উপনিষদকে অধিক সম্মান করেন, তাঁহারা বিষ্ণু পাদ

অর্থ আকাশ না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। পুরাণে নানা তীর্থ পর্য্যটনের কথা লিখিত আছে। যেখানে গঙ্গোত্রী অর্থাৎ যেখানে গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে বহু দূর হইতে দৃষ্ট হয় যেন জটাধারী এক বিরাট পুরুষ বসিয়া আছেন, তাঁহার শিরোদেশ জটাপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভার আকর হইয়া রহিয়াছে। এই যে পুরুষ ইহা হিমালয়ের শৃঙ্গ-এই যে জটা ইহা হিমানির জটা চিরকালই গলিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সেখানে যাইয়া দেখিলাম কি? সে সলিল অতি নির্ম্মল কণা মাত্র, পঙ্কিলতা তাহাতে নাই, মনুষ্য শত চেষ্টা দ্বারাও জল তেমন নির্ম্মল করিতে পারে না। সেরূপ জল অতি দুর্লভ, সেই এক বিন্দু জল ক্রমে পৃথিবীতে আসিল, এক বিন্দু অঙ্গুলী দুই অঙ্গুলী করিয়া গভীরতা এবং প্রশস্ততা লাভ করিয়া গোমুখী দ্বারা বহির্গত হইয়া হরিদ্বার দিয়া ক্রমে গঙ্গা নামে দেশ দেশান্তরে প্রবাহিত হইল। গঙ্গাজল যতই ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইল, ততই তাহার স্বচ্ছতা দূরীভূত হইল। কিরূপে হইল? না পৃথিবীর অপরিষ্কার মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া। কোন পরিব্রাজক আমার এই বাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছেন। এই পরিব্রাজক সামান্য ব্যক্তি নহেন, এক জন অতি প্রধান এবং গণ্যমান্য লোক। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন "গঙ্গার উৎপত্তি স্থানে তাহার কি স্বচ্ছতা! নির্ম্মলতা! যাহা চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, যাহা ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখিলাম না।" পৃথ্বীতলে আসিয়া তাহা মলিন হইয়া গেল।

এই দৃষ্টান্তের সহিত আমাদের জীবনের সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধ কি তাহা আমাদের মীমাংসা করা আবশ্যক। বিষ্ণুপাদ অর্থ যেমন আকাশ, তেমনই বিষ্ণু শব্দে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে বুঝায়। ধর্ম্ম সেই পরমেশ্বর হইতে সৃষ্ট, তাঁহাতে যতক্ষণ ধর্ম্ম থাকে ততক্ষণ নির্ম্মল, সেই ধর্ম্ম যখন মনুষ্য হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার স্বাভাবিক নির্ম্মলতা দূরীভূত হইয়া ক্রমে পঙ্কিলতা মিশ্রিত হইতে থাকে। আমরা সেই জটা হইতে যে জল পান করি, তাহার এক গণ্ডূষপানেও আমরা কৃতার্থ হই, কেননা সে জল অবিকৃত স্বাভাবিক নির্ম্মল; কিন্তু বারাণসী তীর্থে যাইয়া প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলেও তাহা মলিন। সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে সাক্ষাৎ রূপে যে ধর্ম্মলাভ করা যায়, তাহাই নির্ম্মল, আর ধার্ম্মিক মনুষ্য হইতে যে ধর্ম্মলাভ করা যায়, তাহাতে নানা ভ্রম প্রমাদ অসত্য মলিনতা থাকে। অতএব আমাদিগকে সেই পরমেশ্বর হইতেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা কোন মনুষ্য বিশেষ বা গ্রন্থ বিশেষের মধ্য দিয়া ধর্ম্মলাভ করিব না। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে সম্মানের উচ্চ আসন অধিকার করিল, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে এত গৌরব কেন? না ব্রাহ্মধর্ম্ম পরমেশ্বর এবং জীবাত্মার মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করে না। ইহাতে সাক্ষাৎ ভাবে পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্মা সম্মিলিত হয়। এই জন্যই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এত মহত্ব এবং ঔজ্জ্বল্য। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্ম পাদোদ্ভব, অতএব আমরা যদি কোন মনুষ্য দ্বারা পরমেশ্বরকে পাইতে চাই, তাহাতে নিঃসন্দেহ ভ্রম আসিবে। কেন না ক্ষুদ্র কলঙ্কিত মনুষ্য অনন্ত পবিত্র ঈশ্বরের তত্ত্ব কি জানে? আর কি বলিবে? এইজন্য পরমেশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদে কথিত হইয়াছে :—

"নৈববাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।"

উপনিষদ কেন এরূপ বলিলেন? কেন না মনুষ্য যাহা বলুক আপনার ভাব বলে, সে আপনার হৃদয়ে যে সকল গুণ দেখে পরমেশ্বরের প্রতিও তাহাই অনন্ত গুণে আরোপ করে। বাস্তবিক তাহা নয়, পরমেশ্বর কল্পিত দেবতা নন। তিনি নিরাকার সর্ব্বব্যাপী অনন্ত, এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণরূপে তিনি আছেন। এই নিমিত্ত কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন, যদি মনুষ্যের শৃঙ্গ থাকিত সে আপনার দেবতাকেও শৃঙ্গভূষণে ভূষিত মনে করিত। শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে যেরূপ, মানসিক গুণ সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই হইবে। এইজন্য তপস্বীরা, ঋষিরা বলিয়াছেন শুদ্ধ তাঁহার সত্তা মাত্র স্বীকার করিয়া ধ্যানে নিযুক্ত হও। তিনি আছেন এই মাত্র বিশ্বাস করিয়া তাঁহার ধ্যান কর। গভীর অন্ধকারে যেমন দুই ব্যক্তির সত্তা পরস্পর উপলব্ধি করে, সেই রূপ তুমি তাঁহার নির্ব্বিশেষ নিরবলম্ব সত্তা মাত্র উপলব্ধি কর, তখনই তাঁহার ভাব প্রকাশিত হইবে। ধ্যানসাগরে নিমগ্ন হও। সেই গভীর অন্ধকার ঘোর অন্ধকার যেখানে মনুষ্য নাই অন্য পদার্থ নাই জগতের অস্তিত্ব যেখানে বিলুপ্ত হইয়াছে, সেখানে প্রবেশ কর, কেবল বল হে দেব "তুমি আছ" "তুমি আছ" এইরূপে পরমেশ্বরের সত্তা অগ্রে উপলব্ধি কর, সেখানে দাঁড়াও, তৎপরে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া তোমার নিকট পরমেশ্বরের ভাব প্রকাশিত হইবে। এই যে গভীর অন্ধকার ইহা কি? ব্রহ্মের নিরবলম্ব সত্তা। এই ভাব যদি মনুষ্যের ভাব হয়, তবে তাহা ব্রহ্মের নয়, ব্রহ্মের ভাব তোমার আত্মাতে প্রসন্নতা পবিত্রতা বল আনয়ন করিবে। তুমি সেই ভাব জান, সেই ভাব শিক্ষা কর। কিন্তু তুমি সেই ভাব প্রকাশ করিতে গেলে তোমার ভ্রম কল্পনা মিশ্রিত করিয়া ফেলিবে। কেননা যে ব্যক্তি চম্পক ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াছে, সেই মাত্র জানে তাহা কেমন, কিন্তু সহস্র চেষ্টা দ্বারাও তাহা সে অন্যের নিকট যথাযথ বর্ণনা করিতে পারেনা, বর্ণনা করিতে গেলেই অসত্য কল্পনা আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি, তাঁহার প্রকাশ দর্শন এবং তাঁহার তত্ত্ব যিনি লাভ করেন, তিনিই মাত্র তাহা বুঝিতে পারেন; অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে গেলেই নানা কাল্পনিক ভাব এবং অসত্য আসিয়া উপস্থিত হয়। হে সাধক! পরমেশ্বর এবং তোমার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা, অন্তরতম এবং সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান, আকাশও আমাদের আত্মাকে তাঁহা হইতে ব্যবধানে রাখে নাই, তোমার আত্মায় এবং তাঁহাতে আকাশেরও ব্যবধান নাই। অতএব পরমেশ্বরের দর্শন চাহিলে তাঁহার নিকট যাও, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে হইলে তাঁহার নিকট যাও। সেই পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ

যোগ স্থাপন কর। কোন মনুষ্য যাহা কিছু বলে তাহা সে তাহার অন্তরের ভাব বলে, পরিমিত অন্তর হইতে সেই ভাব আসিতেছে তাহা কখনও খাঁটি ব্রহ্মভাব হইতে পারে না। ব্রহ্মজীবিত, এক দিন কাহাকে কোন কথা বলিয়া রাখিয়াছেন, আর কোন মনুষ্যকে কখনও কিছু বলেন না, তাহা নহে। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে হইলে বিবেক কর্ণ পাতিয়া রাখ। তাঁহার আদেশ সকলের নিকট প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হয়। আমাদের ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা ব্রহ্মের ধর্ম্ম, অতএব বন্ধুগণ সাবধান আমি বারম্বার বলিতেছি অত্যন্ত সাবধান, কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী যেন ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করে না। যে কোন ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তী হউন না, অনেক বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব পারদর্শিতা থাকিলেও তাঁহার কথা বিদ্বেষ হিংসা ভ্রান্তি পূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বচ্ছ রাখিতে হইলে ভ্রাতৃগণ সাবধান হউন। পরমেশ্বরের বাক্য অপরিবর্ত্তনীয় ইহা শ্রবণ করিলে প্রাণ শীতল হয়, এই বাক্যে কোন ভ্রম নাই প্রমাদ নাই শুনিলে আশা আনন্দ উৎসাহ জন্মে। মনুষ্য যেমন অদ্য একরূপ বলিলেন, কল্য অন্যরূপ বলিবেন, অদ্য যাহা বুঝিতে সক্ষম হইলেন না, কল্য তাহা বুঝিতে পারিবেন—পরমেশ্বরের সম্বন্ধে তাহা নয়। তিনি অভ্রান্ত, তাঁহার বাক্য তাঁহার সত্য চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয়। আমরা ঈশ্বর হইতে নিত্য নূতন সত্য লাভ করিব বটে, কিন্তু তাহাদের একটীর সহিত অন্যটীর বিরোধ নাই। আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বলিতেছি অনেক ব্রাহ্ম উপাসনা করেন না, পরমেশ্বরের সহিত তাঁহাদের আত্মার যোগ নাই ইহা শুনিয়া আমার মর্ম্মে আঘাত লাগিয়াছে। হে ব্রাহ্ম! তুমি তোমার উপাস্য দেবতা প্রাণস্য প্রাণম্ পরমেশ্বরের সহিত যোগ সাধন কর। ইহা না করিয়া মনুষ্যের মুখে ধর্ম্ম পাইলে চলিবে না। তোমার পরিত্রাণের দ্বার উন্মুক্ত হইবে না। আমি পরিমিত জীব, আমি অদ্য যাহা এখানে বলিলাম ইহাতে কত ভ্রম ভ্রান্তি, আমার নিজের ভাব এবং কত বা ঈশ্বরের সত্য বলিলাম জানি না। এইরূপ ক্ষুদ্র মনুষ্যের নিকট হইতে যদি ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়, অনন্ত ব্রহ্মের পরিচয় পাইতে হয়, তাহা হইলে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ হইবে না। অনেকে মনে করেন অনেক লোক বসিয়া এক সঙ্গে উপাসনা করিলেই চলে, ইহাতেই পরব্রহ্মের সহিত আত্মার যোগ নিবদ্ধ হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। এভাবে অনেকেই উপাসনা শ্রবণ করেন, কেহ বা নিদ্রিত হয়েন দুই এক জনের উপাসনা হইতে পারে মাত্র। অতএব হে ব্রাহ্ম, হে সাধক, তুমি সাধন কর, প্রত্যহ নির্জ্জন উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। ব্রহ্মের সহিত আত্মার আকাশ পর্য্যন্ত ব্যবধান নাই সেই প্রাণের দেবতা পরমেশ্বরকে পূজা কর। তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন কর। তাহা হইলে ঈশ্বর হইতে তুমি আদেশ পাইবে, তাঁহার দর্শন পাইবে। ব্রহ্ম ভিন্ন তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার অভ্রান্ত গুরু আর নাই। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন মনুষ্য যদি মনুষ্য হইতে ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতে চায় ইহা অপেক্ষা আর ভ্রান্তি এবং দুঃখের কথা নাই। ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মধর্ম্মে আবার পৌত্তলিকতা মধ্যবর্ত্তী প্রবেশ করিতেছে আপনারা সাবধান হউন। যাঁহারা মধ্যবর্ত্তীর শরণাপন্ন হইতেছেন এবং ব্রহ্মকে ত্যাগ করিতেছেন তাঁহাদের মৃত্যু হইলে কি গতি হইবে, সেই পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে তখন তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবেন? তিনি ভিন্ন আর আমাদের ইহ পরকালে কে আছে? তিনিই তো এক মাত্র আশ্রয় এবং বন্ধু। অতএব হে ব্রাহ্মগণ! সাবধান হউন, কোন পৌত্তলিকতা কোন মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যবধান ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিতে দিবেন না। কোন ব্যক্তি মধ্যবর্ত্তী বলিলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বিদায় দিয়া বলুন, তুমি ব্রাহ্ম নও। এইরূপ মধ্যবর্ত্তীর ধর্ম্ম কোন প্রকার উপধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনও নয়। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় পুনঃ পুনঃ বলিতেছি ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার আকাশ মাত্রও ব্যবধান নাই, অনন্ত কালের উপজীবিকা ব্রহ্মকে সকলে আশ্রয় কর। সকলে জীবনে প্রমাণ দেখাও যে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তীর সহায়তা আবশ্যক করে না, জীবাত্মা সাক্ষাৎ ভাবে কেমন পরমাত্মার সহিত যোগ সাধন করিতে পারে, দেখাও প্রত্যেক জীবাত্মার অধিকার সমান, দেখাও নর নারী সকলের আত্মাই ব্রহ্মের দর্শন শ্রবণ ইচ্ছা পালনে সক্ষম। এই ভারতবর্ষে অনেক ধর্ম্ম প্রচারক এবং ধর্ম্ম সংস্কারক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে এদেশে এক ব্রহ্মের পূজা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নানক চৈতন্য প্রভৃতি এই শ্রেণীর অগ্রগণ্য। তাঁহাদের যত্ন বিফল হইয়াছে। পঞ্চাশৎ বৎসর যাইতে না যাইতে ব্রাহ্মধর্ম্মেও কি পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিবে? ব্রাহ্মধর্ম্মও কি একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র সামান্য মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? না না। উঃ একথা স্মরণ করিতেও প্রাণ দগ্ধ হয়, হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ব্রাহ্ম সমাজের এমন দুরবস্থা উপস্থিত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজে যেন ঈশ্বরের স্থানে মনুষ্য পদ নিক্ষেপ না করে, ঈশ্বর স্থান যেন মনুষ্য অধিকার করিয়া ধর্ম্মকে কলঙ্কিত না করে। ঈশ্বরের প্রাপ্য পূজা যেন ঈশ্বরের চরণেই প্রদত্ত হয়, তাহা যেন কোন মনুষ্যের পদে না পড়ে। ব্রাহ্মধর্ম্মের এত আদর এই জন্য যে এধর্ম্মে সাক্ষাৎ ভাবে জীবাত্মা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া সফলজন্ম হইতে পারে, এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা এরূপে কলঙ্কিত হইতে দিব না। পৃথিবীতে ধর্ম্মের অভাব নাই, সহস্র সহস্র ধর্ম্ম পৃথিবীতে পূজা প্রাপ্ত হইতেছে। এত ধর্ম্ম থাকিতেও এ সময়ে এই জড়বিজ্ঞান প্রধান সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুদয় কেন হইল? যদি সহস্র সহস্র উপধর্ম্মের একটী সংখ্যা বৃদ্ধি করা এই ধর্ম্মের কার্য্য হইত তাহা হইলে ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিতেন না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের লক্ষ্য অতি মহান্ এবং বিস্তৃত। এধর্ম্ম বায়ুর ন্যায় প্রমুক্ত, তুমি ইহাকে সঙ্কুচিত করিও না, ইহার মহত্ত্বের হানি করিওনা। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে কোন ব্যক্তিতে, স্থানেতে বা গ্রন্থেতে আবদ্ধ করিলে হে ব্রাহ্ম তুমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবে। হে ব্রাহ্ম! তুমি তোমার নিজ পরিবার, স্বদেশ এবং সমস্ত দিকে দৃষ্টি কর, দেখ চতুর্দ্দিকে মানবাত্মারা

উপধর্ম্ম, মধ্যবর্ত্তী নানা প্রকার কুসংস্কারের ভারে কেমন প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, সত্য ধর্ম্ম না পাইয়া মানবাত্মা কেমন শুষ্ক মলিন হইয়া যাইতেছে! কত প্রকার দুর্গতি প্রাপ্ত হইতেছে! হে ব্রাহ্ম! তুমি কি এ সকলের প্রতি অন্ধ হইবে? নরনারীর আর্ত্তনাদ হাহাকারের প্রতি কি তুমি বধির হইবে? পৃথিবীতে কত দুর্নীতি তাহা তুমি চিন্তা কর। পাপের—অসত্যের পরাক্রম ভাব। দেখ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ভিন্ন আমাদের ভারতবর্ষের এবং সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ নাই। জগতের পরিত্রাণের জন্য যে অমূল্য ধর্ম্ম রত্ন তোমরা পাইয়াছ, তোমরা তাহার অপব্যবহার করিওনা, ঈশ্বরের দানকে অবহেলা করিওনা। এক অন্ধ কি অন্য অন্ধকে স্কন্ধে লইয়া পথ প্রদর্শন করিতে পারে? তাহা হইলে বল হে ব্রাহ্ম! কোন ক্ষুদ্র অপূর্ণ কলঙ্কিত মানব কিরূপে তোমার সেই পূর্ণ মহান্ পবিত্র ঈশ্বরের তত্ত্ব অভ্রান্তরূপে প্রচার করিবে?

সাধুকে সম্মান কর, কিন্তু কাহাকেও মধ্যবর্ত্তী করিওনা। ইনি না হইলে আমার পরিত্রাণ হইবেনা, ব্রহ্মের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে পারিব না, একপ পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দিওনা। ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে এককালে পর ব্রহ্মের পূজার প্রচলন করিয়া মধ্যবর্ত্তীর বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে হইবে ইহা কখনও ভাবি নাই। হে ব্রাহ্ম! তোমার ধর্ম্মসমাজের অতি ভয়ানক বিষম সময় উপস্থিত হইয়াছে, এসময়ে তুমি তোমার দায়িত্ব অনুভব কর, তোমার শরীরের শেষ রক্ত বিন্দু দান করিয়া তোমার ধর্ম্মকে তোমার দেশকে রক্ষাকর।

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গার ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নিঃসৃত হইয়াছে, ইহার সত্য সকল যখন আমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হই, তখনই নির্ম্মল সত্য লাভ করিয়া আত্মা সজীব হয়, আর মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে মলিন পঙ্কিল ভ্রান্তিমিশ্রিত সত্য লাভ করিতে হইবে। আমরা ব্রাহ্ম, ব্রহ্মের উপাসক, আমরা তাঁহার নিকট হইতেই সত্য গ্রহণ করিব।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

আমি যে যে সমাজ পরিদর্শন করিয়াছি তাহাদের সবিস্তর বিবরণ আগামী বার্ষিক রিপোর্ট মধ্যে প্রকাশ হইবে সুতরাং এখানে স্থূল স্থূল কতকগুলি বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

আমি সর্ব্বপ্রথমে ২৪মে বা ১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন আশয়ে কলিকাতা হইতে যাত্রা করি এবং কমিটী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ১৩ই অক্টোবর রবিবার কলিকাতায় প্রত্যাগত হই। এই কালের মধ্যে আরও দুই বার বিশেষ কারণ বশতঃ কলিকাতায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। আমি এই কালের মধ্যে রামপুর হাট, ভাগলপুর, জামালপুর মুঙ্গের, মতিহারি, বাঁকীপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগরা, লাহোর ও মুলতান এই কয়টী সমাজ পরিদর্শন করিয়াছি; দেরাদুন, জব্বলপুর, গাজিপুর, এবং গয়া এখনও দেখিতে অবশিষ্ট আছে। আগামী মাঘোৎসবের পূর্ব্বেই এগুলি দেখিবার সম্ভাবনা।

ব্রাহ্মসমাজগুলি দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ বিষাদ ও চিন্তার উদয় হইয়াছে। প্রায় অধিকাংশস্থলেই ব্রাহ্মসমাজের অতি হীন ও দুর্ব্বল অবস্থা। প্রথমতঃ পঞ্জাবের এদিকে কোন সমাজেই স্থানীয় লোক অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সভ্য দেখা যায় না। যে দুই এক স্থানে হিন্দুস্থানী সভ্য ছিলেন, তাঁহারাও সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালি বাস করিতেছেন তাঁহাদের দুই চারি জন একত্র হইয়া এক একটী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কালক্রমে সেই দুই চারি জনের মধ্যে আবার অনেকের উৎসাহের শিথিলতা জন্মিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই বোধ হইল যে স্থানীয় বাঙ্গালি বা হিন্দুস্থানী সমাজের উপর ব্রাহ্মসমাজের কিছুমাত্র প্রভাব নাই! ব্রাহ্মসমাজ আছে কিনা লোকের গ্রাহ্যই নাই, জিজ্ঞাসা করিলে অনেক স্থানে বাঙ্গালি ভদ্র লোকেরাও বলিয়া দিতে পারেন না। এইত গেল বাহিরের সহিত সম্বন্ধ; ব্রাহ্মসমাজের সহিত যাঁহাদের যোগ আছে তাঁহাদেরও অনেকের ধর্ম্মোৎসাহ গত ৬।৭ বৎসরে ম্লান ভাবাপন্ন হইয়া আসিয়াছে। ইহার কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রথমতঃ পূর্ব্বে যাঁহারা উপবীত ত্যাগ, জাতিভেদ ত্যাগ, প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়াছেন; অনেকে উপবীত পুনর্গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ কেহ হিন্দু-ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানে তৎপর হইয়াছেন; কেহ কেহ উপবীত প্রভৃতি গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু সংশয়-ভাবাপন্ন উপাসনা-বিহীন ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির শিক্ষা, পারিবারিক উন্নতি প্রভৃতির দিকে যেমন অনেক ব্রাহ্মের দৃষ্টি ছিল এখন তাহা দেখা যায় না। স্ত্রীলোকদিগের জন্য ব্রাহ্মেরা বিশেষ কিছু করিতেছেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল দুই এক সমাজের এবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দেখা গেল। তৃতীয়তঃ, যাঁহারা পূর্ব্বে সমাজে যোগ দিয়াছিলেন গত ৬।৭ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের অনেকে যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন এবং নূতন লোক ও অধিক যোগ দেন নাই। চতুর্থতঃ যাঁহারা এখনও ব্রাহ্ম সমাজে আছেন তাঁহাদের অনেকে পূর্ব্বে যেমন নিজ নিজ বিশ্বাসানুরূপ চলিতে সাহসী হইতেন এখন অনেক স্থানে সে ভাব নাই; এখন তাঁহারা চারিদিকের লোককে ভয় করিয়া চলেন, অজ্ঞাতসারে সমাজ সংস্কারাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহাদের অধীন হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পঞ্চমতঃ, প্রকৃত অনুরাগী, নিত্য উপাসনাশীল, ও ভক্ত লোকের ও সংখ্যা অধিক নয়; মধ্যে মধ্যে দুই এক জন মাত্র আছেন। স্থানে স্থানে যে দুই একজন আনুষ্ঠানিক অগ্রসর ও সাহসী ব্রাহ্ম গৃহস্থ দেখা গেল, তাঁহারা একাকী পড়িয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র কন্যা গুলির শিক্ষা ও ধর্ম্মোন্নতির সদুপায় নাই; তাঁহারা নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে রত হইতে ইচ্ছুক আছেন কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত ও উৎসাহিত করিবার

লোক নাই; এই জন্য বোধ হয় স্থানে স্থানে এক একজন প্রচারককে স্থায়ীরূপে রাখিয়া তাঁহাদের পুত্র কন্যাগণের শিক্ষা প্রভৃতির সদুপায় করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের মনের ভাব— কেশব বাবু যে কন্যার বিবাহ দিয়া ব্রাহ্ম-বিহির্গত কার্য্য করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্ম সাধারণের মত; সাধারণ সমাজ যে ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা প্রার্থনীয় ইহাও অধিকাংশ ব্রাহ্মের মত কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান উদ্যোগকর্ত্তারা যে কিছু করিয়া তুলিতে পারিবেন সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। আমাদের পরম বন্ধু মিরার এ বিষয়ে আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন! কেহ কেহ মনে করেন আমরা দুই পাঁচ দিন গোল মাল করিয়া সরিয়া পড়িব; কেহ কেহ মনে করেন আমাদের নেতা নাই সুতরাং দল চলিবে না; কেহ কেহ ভাবিয়া থাকেন আমাদের দলপতিদিগের মধ্যে অনেকে বিদ্বেষপরবশ হইয়া কার্য্য করিতেছেন; কাহারও বা সংস্কার আছে যে আমরা সমাজ সংস্কারের দল, প্রীতি ভক্তি, ধর্ম্মভাব প্রভৃতিকে আমরা তত আদর করি না, ইত্যাদি নানা বিতর্ক উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মেরা আমাদের কার্য্যের প্রতি কিঞ্চিৎ সন্দিহান আছেন। আমি তাঁহাদের মনের ভাব দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিলাম এবং ভাবিলাম যে কার্য্যে সুফল দেখানই বিশ্বাস ও আস্থা লাভের এক মাত্র উপায়। আমার হাস্য করিবার কারণ এই, ভাবিলাম, ভাল, যদি তোমরা ব্রাহ্ম সমাজের গৌরব রক্ষা কর্ত্তব্য মনে কর, যদি ব্রাহ্ম সমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা কর তবে আবার কে থাকিবে কে না থাকিবে সে বিচার কর কেন? ইহার কি অর্থ এই যে পরিণামে থাকিবে কি না ইহা না জানিলে তোমরা সত্য পক্ষ অবলম্বন করিবে না? আমি ত এই জানি যে পক্ষে সত্য সেই পক্ষই আশ্রয় করিব, কে থাকিবে তাহা আমার বিচার্য্য নয়, আমি থাকিব এবং অপর দশজনকে রাখিবার চেষ্টা করিব এই রূপেই সত্যকে আশ্রয় করিতে হয়। এরূপ বিচার করিয়া যদি সত্যাশ্রয় করা হইত তাহা হইলে পিতা মাতার ও সমাজের বন্ধু বান্ধবের হৃদয় ভগ্ন করিয়া আসিতাম না। সে যাহা হউক আমরা প্রাণমন দিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে লাগিয়াছি; নেতা বিহীন হইলে দল রক্ষার ক্ষতি নাই; আমরা কেবল সমাজ-সংস্কারক নহি ভক্তিকে ও অতি প্রিয় এবং প্রার্থনীয় পদার্থ মনে করি; আমরা বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া কার্য্য করিতেছি না, কিন্তু কর্ত্তব্য-জ্ঞানাধীন হইয়া কার্য্য করিতেছি, এরূপ বলিলে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে না; কিন্তু কার্য্য দেখিয়াই সে বিশ্বাস জন্মিবে, তাহা সময়-সাপেক্ষ। অতঃপর আমার ভ্রমণের কিছু কিছু বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

২৪ মে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে চন্দননগরে অবতীর্ণ হই। ব্রাহ্মসমাজের প্রাধান আচার্য্য ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময়ে উক্ত নগরে বাস করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনার্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধে উক্ত স্থানে অবতীর্ণ হই। তিনি যে ভবনটীতে বাস করিতেছিলেন তাহা ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত ও জন-কোলাহল-শূন্য। সমীপে বহুদূর প্রসারিত স্রোতস্বতী, পশ্চাতে সৌধমালা-পরিশোভিত রাজনগর, স্থানটি অতি মনোরম। এই নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে তিনি কেবল শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধ্যান ধারণাতে সময় যাপন করিতেছিলেন। যে মূর্ত্তি গত ৮।১০ বৎসর হইল কলিকাতা সমাজের বেদী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, যে মূর্ত্তি এক সময়ে উৎসাহ, উদ্যম, প্রফুল্লতা ও জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া আমাদের নয়ন মন হরণ করিত, দেবেন্দ্র বাবুর সে মূর্ত্তি আর নাই। দেখিলেই বোধ হয় তাঁহার কমনীয় পবিত্র কান্তির উপর মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে; চক্ষের দর্শন শক্তি ও কর্ণের শ্রবণশক্তি ক্রমেই হ্রাস হইতেছে; কেশ জাল শুভ্রবর্ণ ও বদনকান্তি মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে কিন্তু ধর্ম্মোৎসাহ মলিন হয় নাই। তিনি আমাকে অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা যে ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ উপকার হইবে সে আশা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার টেবলের উপর বর্ত্তমান সময়ের অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থ এবং "উনবিংশ শতাব্দী" নামক বিলাতি মাসিক পত্রিকা দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন তাহা তিনি রীতিমত পড়িয়া থাকেন, ব্রাহ্মদের অনেকের সংস্কার আছে জ্ঞান চর্চ্চা ভক্তিশাস্ত্রে অতি নিকৃষ্ট কাজ। দেবেন্দ্র বাবুর দৃষ্টান্ত তাঁহাদের অনুকরণীয়।

রামপুরহাট। পরদিন রামপুরহাটে উপস্থিত হইলাম। রামপুরহাট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটী প্রধান ষ্টেশন। শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ রায় এখানকার সমাজের সম্পাদক। সভ্য সংখ্যা ৭।৮ জন হইবে। যদু বাবু একজন ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি। প্রধানতঃ তাঁহার উদ্‌যোগে ও তাঁহার অপরাপর ব্রাহ্মবন্ধুদিগের বিশেষ সাহায্যে কিছুদিন হইল এখানে একটী ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী অতি সুন্দর! এমন সুন্দর উপাসনা গৃহ অন্য কোন সমাজে দেখি নাই। এতদ্ভিন্ন এখানে ব্রাহ্মেরা আরও অনেক প্রকার সৎকার্য্যের সহিত সংযুক্ত আছেন। এখানে একটী মিডেল ক্লাস স্কুল আছে যদু বাবু তাহারও সম্পাদক। কয়েক বৎসর হইল যদু বাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ উদ্যোগী হইয়া একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, আমি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর বালকদিগকে কোন কোন বিষয়ে পরীক্ষা করিলাম। প্রায় ৪০।৫০টী ছাত্র হইবে। তাহারা লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখিতেছে; সমস্ত দিন ক্ষেতে ও অন্যান্য স্থানে পরিশ্রম করে রাত্রে আসিয়া পড়িয়া থাকে। ব্রাহ্মেরা পালা করিয়া ঐ স্কুলে পড়াইয়া থাকেন। এই শুভ অনুষ্ঠানটী দেখিয়া আমি বিশেষ প্রীত হইলাম। এখানে সমাজ সংক্রান্ত একটী সঙ্গত সভা আছে। সভ্যেরা পর্য্যায়ক্রমে সঙ্গতের সভাপতি হইয়া থাকেন। রবিবার দুই বেলা উপাসনা হয়। যিনি যে সপ্তাহে সঙ্গতের সভাপতি হন তাঁহাকে সে সপ্তাহে রবিবারের প্রাতের উপাসনা

করিতে হয়। এ নিয়মটী বড় ভাল। ইহাতে প্রত্যেক সভ্যেরই উপাসনার অভ্যাস হয়। মন্দিরে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান আছে কিন্তু উৎসবাদি ভিন্ন সেখানে কোন স্ত্রীলোকের সমাগম হয় না। সম্পাদক ও কতিপয় সভ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছেন।

ভগলপুর। ২৬মে রবিবার বৈকালে ভগলপুরে উপস্থিত হই। শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সমাজের সম্পাদক। নিবারণ বাবুর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইনি এক জন বহুদিনের উপবীত পরিত্যাগী ব্রাহ্ম; ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিয়াছেন। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধীর, সদ্বিবেচক ও ধর্ম্মপরায়ণ, ব্রাহ্মের চরিত্রে যতগুলি সদগুণ থাকা উচিত তাহার অনেক গুলি ইহঁার চরিত্রে আছে। ইহাঁরই বাড়ীতে প্রতি রবিবার বৈকালে উপাসনা হইয়া থাকে। উপাসনা মন্দির আজিও নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু শুনিলাম সভ্যেরা একটী মন্দির নির্ম্মাণের চেষ্টায় আছেন। এখানে ব্রাহ্মের সংখ্যা ৬।৭ টীর অধিক নয় কিন্তু প্রায় সকলেই পদস্থ লোক। এখানে একটী উৎকৃষ্ট নিয়ম দেখিলাম। স্ত্রীলোকদিগের রবিবারের উপাসনায় যোগ দেওয়ার সুবিধা হয় না বলিয়া ইহাঁরা এক এক দিন এক এক পরিবারে গিয়া উপাসনা করিবার নিয়ম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর দাস নামক একজন সভ্য প্রায় এই সকল উপাসনা কার্য্য করিয়া থাকেন। রামেশ্বর বাবু বিষয় কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও আমাদের অনেকের অপেক্ষা প্রচার সম্বন্ধীয় কার্য্য অধিক করিতেছেন। শান্ত, বিনীত, ভক্তিমান লোকটী সর্ব্বাংশেই শ্রদ্ধেয়। ভাগলপুরে ৪ দিন ছিলাম, প্রত্যহই প্রাতে এবং সন্ধ্যাতে পারিবারিক উপাসনা হইত, ৩০মে বৃহস্পতিবার ইংরাজীতে Philosophy of Reform বিষয়ে একটী বক্তৃতা করি। নিবারণ বাবু এবং আরও দুই এক জন সভ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছেন।

মুঙ্গের। ৩১ মে শুক্রবার ভাগলপুর হইতে মুঙ্গেরে যাত্রা করি। মুঙ্গের, ব্রাহ্মসমাজের ইতি বৃত্তে বিখ্যাত স্থান। এক সময়ে অনেক গুলি ব্রাহ্ম কার্য্যোপলক্ষে এই নগরে বাস করিতেন। সে সময়ে এই নগর শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেনের প্রধান প্রচার ক্ষেত্র ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন; তখন নিত্য উৎসব হইত; দিন দিন আগন্তুক দর্শক, ধর্ম্মার্থী ও ব্রাহ্ম মণ্ডলীতে তাঁহার গৃহের প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া যাইত; সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনের তরঙ্গে, ভক্তির উচ্ছাসে ব্রহ্ম নামের ধ্বনিতে মুঙ্গেরের বায়ু কাঁপিয়া যাইত; কিন্তু অপরদিকে এই নগরেই সেই সকল নিন্দনীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহা নর পূজা নামে ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে স্থান পাইয়াছে এবং যাহা চিরদিন সেই ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠাতে একটী কলঙ্কের রেখার ন্যায় থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে মুঙ্গেরের সে সজাগ ভাব নাই। সেই সকল ব্রাহ্মেরা কার্য্যোপলক্ষে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি সভ্যের সংখ্যা নামে প্রায় ১০।১১ জন হইবে. ইহাঁদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা দুই তিন জনের অধিক নয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার রায় এই সমাজের সম্পাদক। এখানে একটী ব্রহ্মমন্দির আছে; সেখানে প্রতি বুধবার ও রবিবার দুবেলা উপাসনা হয়। পূর্ব্বে শনিবার সঙ্গত সভার অধিবেশন হইত এখন আর হয় না। মুঙ্গের সমাজ প্রথমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভিন্ন অন্য কোন সমাজের প্রচারককে বেদী দিবেন না স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুদিন হইল সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয় পক্ষকে সমভাবে গ্রহণ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এখানকার মন্দিরে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান আছে কিন্তু দুই একটী ভিন্ন অধিক স্ত্রীলোকের সমাগম হয় না। নবকুমারবাবু একদিন এবং শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বাগ্‌চী এক দিন উপাসনা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন বাগ্‌চী মহাশয় ব্রাহ্মদিগের বাড়ীতে বাড়ীতে কখন কখন ও উপাসনা করিয়া থাকেন। ভাগলপুরের রামেশ্বর বাবুর ন্যায় ইনিও বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও প্রচার সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিতেছেন; ইহঁার জীবন অতি উৎকৃষ্ট, ধর্ম্মে বিশেষ নিষ্ঠা আছে; ইনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে উত্তর পশ্চিমে অনেক দূর গিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে একটী দাতব্য সভা আছে, তাহা হইতে শীতকালে দরিদ্র লোকদিগকে কম্বল বস্ত্রাদি দেওয়া হয় এই সভার সহিত অনেক ব্রহ্মের যোগ আছে।

প্রেরিত।

গত ২৭এ আশ্বিন ঢাকাস্থ বাবু কৈলাসচন্দ্র নন্দীর পুত্রের নাম করণানুষ্ঠানে তত্রত্য সমস্ত ব্রাহ্মের নিমন্ত্রণ হয়। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় আনন্দচন্দ্র মিত্র ও কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কতিপয় সভ্য কৈলাস বাবুকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে "ব্রাহ্ম সমাজের গত গোলযোগে যাঁহারা কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহ কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের উপাসনার কার্য্য করিলে সে উপাসনায় তাঁহারা যোগ দিতে পারিবে না। তবে বন্ধুতার অনুরোধে আহারাদি করিতে কোন আপত্তি নাই। কেশব বাবুর দলস্থ প্রচারক বঙ্গ বাবু উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া উক্ত সভ্যেরা তাহাতে যোগ দেন নাই। ক্রিয়া দিনে বন্ধু ভাবে আহারাদি করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য মাত্রেরই এ সকল বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। সামাজিক শাসন থাকা সমাজের অস্তিত্বও উন্নতির জন্যে বিশেষ আবশ্যক, পৌত্তলিকতা ও বাল্য বিবাহ লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে গোল বাঁধিয়াছিল, এইক্ষণ দেখা যাইতেছে কেবল তাহাই নহে। কুচবিহার বিবাহ দোষে দোষীরা এক্ষণে মধ্যবর্ত্তিতা প্রভৃতি ভয়ানক মারাত্মক অব্রাহ্ম মত সকলকে পোষণ ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে এক্ষণে প্রকৃত ব্রাহ্মের ভয়ানক পার্থক্য ঘটিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে উক্ত দলস্থ কাহাকে কোন সামাজিক কার্য্যে আচার্য্যের অধিকার দেওয়া এবং স্বহস্তে আপনার ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসকে ছেদন করা সমান। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যে

সকল সত্য এ সব বিষয়ে চিন্তা করেন না, তাঁহারা অন্যায় করেন। যাঁহারা কাল্পনিক উদারতায় গা ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহাদিগের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

সংবাদ।

গত ২৩এ আশ্বিন মঙ্গলবার বরাহনগরের শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক মহাশয়দিগের উদ্যানে কলিকাতা হইতে প্রায় ৫০জন উপাসক সমবেত হন এবং সমস্তদিন ব্রহ্মোপাসনা ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গে যাপন করেন। প্রাতঃকালে যে উপাসনা হয় তাহাতে মুক্তভাব ব্রাহ্মের বিশেষ লক্ষণ এবং ঈশ্বরের আদর্শে ব্রাহ্মকে বদ্ধভাব ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে মুক্তভাব শিক্ষা করিতে হইবে এই বিষয়ে একটী উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপাসনার পর কিয়ৎক্ষণ ব্রহ্মসঙ্গীত ও পরস্পরে আলাপ হয়। তৎপরে প্রীতি ভোজনান্তে উপাসকগণ কিরূপে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে অধিকতর অগ্রসর হইতে পারেন এই বিষয়ে কথোপকথন হয় এবং বাবু আনন্দমোহন বসু কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট পরামর্শ দান করেন। অপরাহ্নে বরাহনগর টাউনহলে সকলে মিলিয়া ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শারদ জ্যোৎস্নাতে ভাগীরথীতটে একটী তৃণাবৃত ভূমিখণ্ডের উপর সকলে স্তবকে স্তবকে উপবিষ্ট হইয়া সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা হয় সে সময়ের দৃশ্য অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় নৌকাযোগে ব্রাহ্মগণ কলিকাতায় উপনীত হন। অনেকগুলি উপাসক প্রতি মাসে এইরূপ এক একবার কলিকাতা হইতে স্থানান্তরে বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া এক এক দিন উপাসনা ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গে যাপন করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া গত ২৮এ আশ্বিন কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। দেরাদুনের ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তথাকার সাংবৎসরিক উৎসবে তাঁহার যাইবার সম্ভাবনা আছে।

আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার ফণ্ডে নিম্নলিখিত মহোদয় গণ নিম্নলিখিত পরিমাণে দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন :—

	মাসিক	বার্ষিক।
বাবু পুরণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় জামালপুর	....	৩্
,, কেদারনাথ গুহ ময়মন সিংহ	...	৩্
,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তেজপুর ...	...	২্
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪্	
বাবু আনন্দমোহন বসু কলিকাতা ...	...	২৭৫্
,, দুর্গামোহন দাস ভবানীপুর ...	১৫্	
,, নন্দলাল সেন ময়মন সিংহ ...	...	৩্
,, গুরুচরণ মহলানবিস কলিকাতা	২্	
,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নড়াইল	১্	
,, দ্বারকানাথ বসু বগুড়া ...	৷০	
,, ভুবনেশ্বর গুপ্ত দার্জিলিঙ ...	১্	
,, রাইচরণ মুখোপাধ্যায় ঐ ...	৷০	
,, বঙ্কুবিহারী বসু ঐ ...	৷০	
,, ত্রৈলোক্যনাথ বসু ঐ ...	১্	
বাবু চণ্ডীচরণ সেন জলপাইগুড়ি	৫্	
মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ	২২্	
বাবু ভুবনমোহন দাস ভবানী পুর	৮্	
,, কেদারনাথ রায় কলিকাতা...	৩্	
,, পার্ব্বতীচরণ দাস পূর্ণিয়া ...	৮	
,, বিপিনবিহারী রায় কলিকাতা	১্	
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র ঐ	৷০	
,, কালীশঙ্কর সুকুল কলিকাতা মাসিক		৷০
,, নীলকমল দেব ঐ	...	১্
,, নীলমণি ধর ঐ	...	২্

৫১৷৷০ ১৩০

গত ৯ই অক্টোবর বুধবার কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী স্বাধিকার বঞ্চিত হইয়া এতদিন মেছুয়াবাজার রোড ৮৭ নং শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র বসুর ভবনে সামাজিক উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, এক্ষণে বেনিয়াটোলা লেন ৪৫নং ভবনে উপাসনার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রবিবার রাত্রি ৬৷৷০ টার সময় সাপ্তাহিক উপাসনা হইয়া থাকে। পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর গৃহে উপাসনা হইলেও উপাসক সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইতেছে যে তাঁহাদিগের বসিবার স্থানের অনাটন হইতেছে। ঈশ্বর কি এই গৃহহীন নিরাশ্রয় উপাসকদিগের মস্তক রাখিবার একটী স্থায়ী আশ্রয়স্থান বিধান করিবেন না?

৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার কলিকাতা বেনিয়াটোলা লেন ১৭ নং ভবনে একটী বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। বর শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় বয়স ২৭ বৎসর, ইনি জলপাইগুড়ী নর্ম্মাল স্কুলের হেড পণ্ডিতের কার্য্য করেন। কন্যা শ্রীমতী নিতম্বিনী সরকার, জাতি কায়স্থ বয়স ২৪ বৎসর। ইনি অতি অল্প বয়সে বৈধব্যদশাগ্রস্ত হন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিবাহের আচার্য্যের কার্য্য এবং বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন রেজিষ্ট্রারের কার্য্য করেন।

ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর আয় ব্যয়ের বিবরণ।

ইং৬ই ফেব্রুয়ারি নাং ২৬এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮।

আয়।

এককালীন দান	২১৭৵০
মাসিক দান	৭২২৷৷৵০
শুভ কর্ম্মের দান	৫্
প্রচারকদিগের পাথেয়	৯০্
পুস্তক মুদ্রাঙ্কণার্থ দান	২৫্
পুস্তক বিক্রয়ের আয়	৫৸৵
সমালোচকের আদায় মূল্য	১১৪্১৫
	১১৭৯৷৷৵১৫
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রাপ্ত	২০৩৷৵৫
	১৩৮৩৷৷০

ব্যয়।

প্রচারকদিগের পরিবারের ব্যয়	৫২১৷৷৶০
প্রচারকদিগের পাথেয়	২৫১৸০
সমালোচকের ব্যয়	২১৯৷৶১৫
পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়	২৫্
উপাসক মণ্ডলীর ব্যয়	৫্
গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি	২৬৸৵
পত্রাদি ও বিজ্ঞাপন ছাপাইবার ব্যয়	১২৪৸০
ডাক মাশুল ও টেলিগ্রামের ব্যয়	৩০৷৶১৫
বিবিধ ব্যয়	১৭৮৷৶১০
	১৩৮৩৷৷০

এককালীন দান।

বাবু দুর্গামোহন দাস	১১১্

বাবু আনন্দ মোহন বসু	৫৮৲
,, ভুবনমোহন দাস	১৬৲
,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৲
,, অদ্বৈত চরণ মল্লিক	৫৲
,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
,, গুরুচরণ মহানানবিশ	২৲
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	১৲
,, হরকুমার রায়চৌধুরী	১৲
,, কালীনাথ দত্ত	১৲
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
,, গিরিশচন্দ্র দাস	১৲
,, অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টি (মুসলমান পাড়া বাসা)	১০৶০
	২১৭৶০

আয়।

(১৮৭৮ মার্চ হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত) মাসিক দান।

বাবু দুর্গামোহন দাস		১৫০৲
,, আনন্দমোহন বসু		১২০৲
,, ভুবনমোহন দাস		৬০৲
,, গুরুচরণ মহানানবিশ		৩০৲
,, শিবচন্দ্র দেব		৩০৲
,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়		২৪৲
,, রজনী নাথ রায়	(বোম্বে)	৩০৲
,, নবীন চন্দ্র রায়	(আগ্রা)	২৩৲
,, চণ্ডীচরণ সেন	(জলপাইগুড়ি)	২২৲
,, জগচ্চন্দ্র দাস	(শিবসাগর)	২০৲
,, কেদারনাথ রায়		২০৲
,, বিপিন বিহারী রায়		১২৲
,, ডাক্তর পি, কে, রায়	(ঢাকা)	১০৲
,, পার্ব্বতী চরণ গুপ্ত	(পূর্ণিয়া)	৫০৲
,, বরদা নাথ হালদার	(লক্ষ্মীপুর)	১২৲
,, রাম দুর্ল্লভ মজুমদার	(তেজপুর)	৮৲
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী.		৮৲
,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	(নড়াইল)	৮৲
,, হরকুমার রায়চৌধুরী		৫৲
,, হরিচরণ রায়		৪৲
,, আনন্দ চন্দ্র রায়	(সিলিগুড়ি)	১২৲
,, দ্বারকানাথ রায়	(জলপাইগুড়ি)	৮৲
,, শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়	(বগুড়া)	১২৲
,, রাধাকান্ত ঘোষ		১০৲
,, দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়		৬৲
,, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী	(দারজিলিং)	৬৲
,, গোপাল চন্দ্র মল্লিক		২৲
,, নেপাল চন্দ্র মল্লিক		২৲
,, গিরিশচন্দ্র রায়		২৲
,, ত্রৈলোক্য নাথ দেব		২৲
,, যাদব চন্দ্র রায়		৩৲
,, কৃষ্ণ কুমার মিত্র		২৲
,, অদ্বৈত চরণ মল্লিক		৩৲
,, শরচ্চন্দ্র রায়		৪৲
,, বিপিন চন্দ্র পাল		১৲
,, সুন্দরীমোহন দাস		॥০
,, মনোমোহন রায়		॥০
,, সীতানাথ দত্ত		।৶০
,, রাজচন্দ্র চৌধুরী		।০
		৭২২৸৶০

শুভকর্ম্ম দান।

বাবু কেদার নাথ চৌধুরী	৫৲

প্রচারকদিগের পাথেয় দান।

দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ		১০৲
জলপাইগুড়ি ঐ		১০৲
সিরাজগঞ্জ ঐ		১০৲
পাবনা ঐ		৩৲
মণিহারি ঐ		১০৲
ভাগলপুর ঐ		৩০৲
দুর্গামোহন দাস		১২৲
উমেশ চন্দ্র রায়	(মুঙ্গের)	৫৲
		৯০৲

পুস্তক মুদ্রাঙ্কণার্থ দান (আনন্দমোহন বসু)	২৫৲

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৩৲
সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৩৲
শিলাহিদহ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক		৩৲
মিসেস উইল্স	কলিকাতা	২।০
মজুমদার এণ্ড কোম্পানী	ঐ	২।০
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ	ঐ	২।০
,, ,, উমাচরণ মিত্র	ঐ	২।০
,, ,, দুকড়ী ঘোষ	ঐ	২।০
,, ,, শ্রীনিবাস ঘোষ	ঐ	২।০
,, ,, চুণিলাল মল্লিক	ঐ	২।০
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	ঐ	২।০
,, ,, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২।০
,, ,, অদ্বৈত্যচরণ মল্লিক	ঐ	২।০
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	ঐ	২।০
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ দে	ঐ	১৲
,, ,, শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য	ঐ	২।০
,, ,, সুন্দরীমোহন দাস	ঐ	১৶০
,, ,, সতীনাথ চট্টোপাধ্যায়	ভবানীপুর	২৲
,, ,, চণ্ডীচরণ সিংহ	মুঙ্গের	৩৲
,, ,, ক্ষিরোদচন্দ্র গুপ্ত	সিরাজগঞ্জ	১॥৶০
,, ,, নীলমণি ধর	মেদিনীপুর	৩৲
,, ,, ক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	মালঞ্চ	৩৲
,, ,, তারাপ্রসন্ন মিত্র	ঐ	৩৲
,, ,, দুর্গা প্রসাদ	ঐ	৩৲
,, ,, কালীপদ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
,, ,, নন্দ লাল সান্যাল	ঐ	৩৲
,, ,, কাশীশ্বর সরকার	ঐ	৩৲
,, ,, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী	নাটোর	৩৲
,, ,, হরিমোহন দাস	ঐ	৩
,, ,, বিজয়গোবিন্দ মিত্র	সারা	৩৲
,, ,, কেদারনাথ রায়	ঐ	৩৲
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চক্রবর্ত্তী	ঐ	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব মণ্ডল	আত্রাই	৩৲
,, ,, রামশরণ দত্ত	ঐ	৩৲
,, ,, নবকুমার রায়	ঐ	৩৲
,, ,, শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ	বারাসত	৩৲
,, ,, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	হটুগঞ্জ	১৲
,, ,, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ	পূর্ণিয়া	৩৲
,, ,, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	শিলং	৩৲
,, ,, ভগবতীচরণ দে	মোকামা	৩৲

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 44, Beniatola Lane, Calcutta.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ১১শ সংখ্যা।	১৬ই কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৮০০ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩৲

ঈশ্বরের চরণ, হস্ত প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করার প্রতি অনেকের আপত্তি আছে। তত্ত্বকৌমুদীতে এরূপ শব্দ সকল মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কেহ কেহ বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। ভূমা ও অনন্ত ঈশ্বরের প্রতি যে ভাষা প্রয়োগ করা হয় তৎ সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য ইহা আমাদের ও মত, কিন্তু সে সতর্কতাকে এতদূর রক্ষা করা আবশ্যক মনে হয় না। আমাদের মানব ভাষার প্রায় সকল শব্দ অল্প বা অধিক পরিমাণে মূর্ত্তি-বিশিষ্ট পদার্থের সহিত সংযুক্ত, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সে সকল শব্দ প্রয়োগ করিতে গেলেই কিয়ৎ পরিমাণে অসংলগ্ন হইবে। তবে এই মাত্র সতর্ক হওয়া উচিত যে ভাষার দোষে বক্তা ও শ্রোতার মনে কোন প্রকার ক্ষুদ্র, লঘু, বা ঈশ্বর-বিরোধী ভাবের উদয় না হয়। ঈশ্বরের আকার নাই তাঁহার আবার হস্ত কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, ঈশ্বরের হস্ত বলিলে পঞ্চাঙ্গুলি-বিশিষ্ট অঙ্গবিশেষ বুঝায় না, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা বা ঈশ্বরের ক্রিয়া-শক্তি বুঝায়। এই ভাবে আমরা বলিয়া থাকি, "এই কার্য্যের ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে" অথবা "পুত্র শোকাতুরা জননীর অশ্রুবারি নিবারণের ভার কালের হস্তে"—ভবিষ্যতের আবার গর্ভ কি? কালের আবার হস্ত কি? মূল কথা এই, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি ভাব জন্মে, সেই হৃদগত ভাবগুলি প্রকাশ করিতে গেলেই, আমরা সচরাচর তৎসজাতীয় অপর ভাব সকলকে যে শব্দে প্রকাশ করি সেই শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। ঈশ্বরকে যখন পিতা বলি তাহার অর্থ এ নয় যে সংসারে পিতা বলিলে যেরূপ রক্ত মাংসের সম্বন্ধ বুঝায় সেইরূপ; কিন্তু তাহার অর্থ এই ঈশ্বরের পালন-রীতি দর্শনে তাঁহার প্রতি সেই ভক্তির উদয় হয় যাহা পিতার প্রতি উদিত হইয়া থাকে। এইরূপ যখন ঈশ্বরের চরণ বলি, তাহার অর্থ এ নয় যে পঞ্চাঙ্গুলি-বিশিষ্ট একখানি সুদীর্ঘ পদার্থ কল্পনা করি, কিন্তু তাহার অর্থ এই যে, আপনাকে যেরূপ হীন ভাবিলে লোকে অপরের পদতলে লুণ্ঠিত হয়, আমি ঈশ্বরের সমক্ষে আপনাকে সেইরূপ হীন জ্ঞান করিয়া বিনয়ে অবনত হইতেছি। তবে ইহাও বলা আবশ্যক যে এরূপ শব্দ যত অল্প প্রয়োগ করা হয় ততই ভাল।

আমরা গঙ্গাস্তব ও দুর্গতি-হারিণীর পূজা লইয়া গতবারে উপহাসচ্ছলে কিছু বলিয়াছি। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর তাহাতে কেবল উপহাস করিয়া নিরস্ত থাকা উচিত নয়। এবিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা প্রকাশ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ ও প্রচারকগণ একটী বিষয়ে সাবধান হইবেন। অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সাধন বা উপাসনা-তন্ত্রের শব্দ যেন অধিক পরিমাণে গ্রহণ না করা হয়। এরূপ করাতে দুই প্রকার অনিষ্ট হয়। প্রথমতঃ যাহাঁদের সাধন-তন্ত্র হইতে শব্দ সকল গৃহীত হয় তাহাঁরা সে সকল শব্দ এক একটী বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আমরা সেগুলিকে গ্রহণ করিলে তাহাঁদের অনেকে ভাবেন যে আমরাও বুঝি সেই বিশেষ ভাবগুলিও গ্রহণ করিতেছি। আবার তাহাঁরা যখন দেখেন যে আমরা শব্দ গুলিকে অন্য ভাবে গ্রহণ করিতেছি তখন তাহাঁদের বিরক্তির উদয় হয়। এদিকে আবার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাহাঁরা চিন্তা-বিহীন তাহাঁরা সেই নব-গৃহীত শব্দ গুলির সঙ্গে তৎসম্বন্ধ অন্যান্য অনেক কুসংস্কার পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মসমাজেই মিলে। প্রথম প্রথম উন্নতিশীল সমাজে বাইবেলের বড় আদর ছিল। উক্ত গ্রন্থ হইতে অনেক শব্দ গৃহীত হইত; অতি অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে এক দিকে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের অনেকে পরিণামে ব্রাহ্মদিগকে স্বদলে পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন; অপর দিকে ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই অনেকের খ্রীষ্টের প্রতি এত ভক্তি বাড়িল যে কেহ কেহ খ্রীষ্টের জন্মতিথি উপলক্ষে উপবাস ও খ্রীষ্টের স্মরণ মনন প্রভৃতি করিলেন, কেহ কেহবা খ্রীষ্টের নামে সঙ্গীত পর্য্যন্ত বাঁধিলেন। এই রূপ চলিতে চলিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাঁহাদের ভক্তি-শাস্ত্র হইতে কতক গুলি নূতন শব্দ গ্রহণ আরম্ভ হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গেই সংকীর্ত্তন হরিনাম প্রভৃতির প্রবলতা হইল। বাহিরের অনেকে মনে করিলেন ব্রাহ্মেরা বুঝি চৈতন্যের শিষ্যদলে মিশিতেছেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ বর্ত্তমান সময়ে যে ঘৃণার তলে বাস করিতেছেন, ব্রাহ্মেরাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই ঘৃণার অংশী হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণব ভাবের আবির্ভাবের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পদধূলি-লেহন প্রভৃতি নানা

প্রকার ব্রাহ্ম-বিগর্হিত এবং বৈষ্ণব-সমাজ-প্রচলিত আচারে রত হইলেন। এতদিনের পর আবার দুর্গতি-হারিণী প্রভৃতি শব্দের গ্রহণ আরম্ভ হইল। ইহার ও ফল ঐরূপ ফলিবে। ইহা দেখিয়া অনেক দুর্ব্বল লোক মনে করিবে তবে ত পৌত্তলিকতার গভীর অর্থ আছে; কেহ বা ভাবিবে যখন ব্রাহ্মেরা আবার ফিরিতেছে, তখন এসকল হঠাৎ পরিত্যাগ করা ভাল নয়; ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিবেন আংশিক পরিমাণে পৌত্তলিকতার সহিত যোগ রাখা তত নিন্দনীয় নয়। এইরূপ নানাদিকে অপকার! জিজ্ঞাসা করি আমাদের পরমেশ্বরের কি আর নাম নাই? তিনি কি জগতের নিকট অপরিচিত? অন্য কোন শব্দে কি তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না? যে পথে অনিষ্টের সম্ভাবনা সে পথে কেন প্রবৃত্ত হও!

কোন খ্রীষ্টীয় পত্রে পাঠ করা গেল, তাঁহাদের সম্প্রদায় ভুক্ত ১১ জন ব্যবসায়ী লোক তামাক ব্যবসায় বন্ধ করিয়াছেন। তামাক শরীরের পক্ষে হানিজনক ও ভদ্রলোকের অব্যবহার্য্য এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন। সম্পাদক বলেন এই কার্য্য করাতে প্রথম ২ তাঁহাদের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে লোকের তাঁহাদের প্রতি এরূপ আস্থা জন্মিয়াছে, যে দিন দিন পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বিবরণটী পাঠ করিতে করিতে আমাদের একটী বিষয় স্মরণ হইল। কলিকাতাতে এবং মফঃস্বলে আমাদের কোন কোন ব্রাহ্মবন্ধু সুরা বিক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেককে আমরা জানি এবং চরিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য শ্রদ্ধা ও করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে তাঁহাদের ব্যবসায় ব্রাহ্ম-বিগর্হিত। হয়ত অনেকে ব্রাহ্ম হইবার পূর্ব্বে উক্ত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, হয়ত কাহারও পক্ষে উহা পৈতৃক ব্যবসায়। যে কারণেই হউক ব্রাহ্মের পক্ষে এরূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকা কোন ক্রমেই উচিত নয়। যদি সহস্র ক্ষতি হয়, যদি অন্নাভাবে সপরিবারে মরিতে হয়, তথাপি এরূপ ব্যবসায় পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই অর্থ অন্য কোন প্রকার ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিলেই ত চলে। সপক্ষতার জন্য তর্ক করা বৃথা। আমি যদি সুরা বিক্রয় না করি, অপরে ত করিবে তবে আমার পরিত্যাগের ফল কি? আমিত কাহাকেও সুরাপান করিতে বলিতেছি না, এরূপ বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া উচিত নয়। কয়েক জন বালক এক সময়ে পক্ষিশাবক চুরি করিবার আশয়ে আর একটী বালককে সঙ্গে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করে; নিমন্ত্রিত বালক বলিল "এ কার্য্য দুষ্কার্য্য তোমরা এমন কাজ করিও না" নিষেধ না শুনিয়া তাহারা যখন চলিয়া যায়, তখন নিমন্ত্রিত বালক ভাবিল, আমি এ কার্য্যে অনুগমন করিলে ক্ষতি কি? আমি সহচর না হইলেও ত ইহারা যাইবে, মধ্যে পড়িয়া আমার কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয় কেন? অতএব সঙ্গে যাওয়াই কর্ত্তব্য। ইহাও সেই জাতীয় যুক্তি।

ব্রাহ্মদিগের আর একটী অখ্যাতি আছে। তাঁহারা তাঁহাদের প্রকাশ্য পত্রাদিতে অনেক সময় তিলকে তাল প্রমাণ করিয়া লিখিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের গৌরব বৃদ্ধি ও লোকের প্রশংসালাভ প্রভৃতি ইচ্ছার প্রবলতা হেতু আমাদিগের অনেকেরই এই রূপ প্রলোভনে পতিত হইবার সম্ভাবনা। লোককে আকৃষ্ট বা সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশে অসত্য-রঞ্জিত সত্য প্রকাশ করা কোন ক্রমেই ব্রাহ্মোচিত কার্য্য হইতে পারে না। অথচ যদি চিন্তা করিয়া দেখি দেখিতে পাই যে আমাদের অনেকের এরূপ কদভ্যাস আছে। অধিক কি এরূপ দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি যে কোন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্ম কোন প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার সময় প্রকাশ্য বিজ্ঞাপনে আপনার নামটী এমন করিয়া লিখিলেন যে আপাততঃ দেখিবামাত্রই কোন ইংরাজের নাম ও ইংরাজের দোকান মনে হয়। ইহা কি এক প্রকার প্রবঞ্চনা নয়? ইহা কি সম্পূর্ণ সত্যপ্রিয়তার অনুগত ব্যবহার? ব্রাহ্ম ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন দিবার সময় নিজ দোকানের প্রকৃত অবস্থার একচুল অধিক করিয়া লিখিবেন না। সংবাদপত্রে আপনাদের কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিবার সময় কিছুমাত্র অতিরিক্ত কথা বলিবেন না। এমন কি বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ করিবার সময়ও ঠিক সত্যটী প্রকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। লেখক এবিষয়ে ক্রটীর জন্য অনেকবার লজ্জিত এবং অনুতাপিত হইয়াছেন চিন্তা করিলে অন্যে ও অনুতাপের কারণ পাইবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশোধিত ও অবলম্বিত নিয়মাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সমুদায় সমাজে প্রেরিত হইতেছে। পাঠকগণ ইহার কিম্বা ১৬ আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে মুদ্রিত নিয়মাবলীর ২১ এবং ২৯ ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একটী পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। পূর্ব্বে "অঙ্গীভূত সমাজ, বলিয়া একটী ধারা ছিল সেটী পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। আমরা একটী বিষয় দেখিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুক উপভোগ করিতেছি। কোন কোন সমাজ বলিতেছেন যে তাঁহারা স্বাধীন থাকিবেন। যেন কেহ তাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে ইচ্ছুক !!! বোধ হয় "আমরা স্বাধীন" একথাটী বলিতে ও সুখ। কিন্তু প্রশ্ন এই, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে কি কার্য্য হইতেছে, তাহা একত্র মিলিত ভাবে প্রকাশিত হওয়া প্রার্থনীয় কি না? এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণোদ্দেশে যদি কিছু করা আবশ্যক হয়, তাহা সকলে মিলিয়া করা আবশ্যক কিনা? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অপর সমাজ সকলকে ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলিতেছেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বলিতেছেন;—"আমরা ব্রাহ্ম সাধারণের মতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যাহাতে হয় সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি তোমরা এ বিষয়ে সাহায্য কর; তোমাদের এক একজন প্রতিনিধি নিয়োগ কর; তোমাদের কার্য্য বিবরণ আমাদিগকে জানিতে দেও; অর্থ-সাহায্য করিতে ইচ্ছা হয় করিও, না হয় না করিও; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী প্রভৃতি যাহা প্রণীত হইবে লইতে ইচ্ছা হয় লইও না হয় না লইও। আমরা এই

মাত্র চাই যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে তোমরা উদাসীন না থাক এবং সে বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য কর। ইহার উত্তর কি এই যে আমরা স্বাধীন? স্বাধীনতা কে হরণ করিতেছে? ফল কথা এই, দুইটী দল হওয়াতে অনেক ব্রাহ্ম ভাবিতেছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমরা যোগ দিয়াছি বলিলে যদি পুরাতন বন্ধুরা বিরক্ত বা দুঃখিত হন, দূর হউক ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মধ্যস্থলে থাকাই ভাল। আমরা বলি যদি নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিলে সমাজের উপকার বোধ কর তবে এ চক্ষু লজ্জা ব্রাহ্মোচিত নহে।

নির্ভর।

আমরা প্রতিদিন রাজপথে, কার্য্যালয়ে, সভাস্থানে, পরিবার মধ্যে নানাবিধ পুরুষ ও রমনীর সহিত মিলিত হইতেছি। লোকের দৈনিক জীবন দেখিয়া কাহার কোন পদার্থে অধিক প্রীতি, কাহার কোন বিষয়ে অধিক আসক্তি তাহা নিরূপণ করা যায় না। যদি অন্ধকার রজনী প্রভাত না হইতে হইতে সংবাদ আসে যে পর দিন প্রাতে এই মহানগর শত্রু-সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হইবে, এবং নগরের রাজপথে যদি এই ঘোষণা শ্রুত হয় যে সেই দিনের মধ্যে নগরবাসীদিগকে নগর ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমরা কিরূপ ব্যাপার দেখিব? দেখিব কেহ স্ত্রী পুত্রের রক্ষার চিন্তা না করিয়া ধনের সিন্ধুকগুলি স্থানান্তরিত করিবার জন্য বিব্রত; কেহ আপনার ভোগ্য বস্তুগুলির তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত; কেহ পুত্র কন্যাগুলিকে স্থানান্তরে রাখিতে যাইতেছে; কেহ বা ইটালীয় যুবকদ্বয়ের ন্যায় বৃদ্ধ পিতা মাতাকে নিরাপদ করিবার জন্য বিব্রত হইয়াছেন। তখন লোকের হৃদয়ের অনুরাগ অনুভূত হয়। সেইরূপ কোন বিপদে ফেলিলে কিম্বা কোন প্রকার দুঃসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলে কাহার কোথায় নির্ভরস্থান তাহাও জানিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া জানেন তিনি ভাবেন "নিজ বুদ্ধির গুণে কাটিয়া উঠিব।" যিনি বিদ্বান্ তিনি নিজ বিদ্যার মুখ চাহিয়া সাহসী হন; এবং যিনি স্বভাবতঃ পরমুখাপেক্ষী তিনি পরের সাহায্যের আশা করিয়া হৃদয়কে উৎসাহিত করেন। কিন্তু যাঁহার ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ আছে তাঁহার সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্ম-কৃপা স্মরণ হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর সৎসংকল্পের সহায় এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করে। যতদিন দেখিবে যে বিপদে পতিত হইলে, কিম্বা কোন মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিলে নিজের শক্তি সামর্থ্য ও অধ্যবসায়াদির দিকে অধিক দৃষ্টি পড়ে, ততদিন জানিবে যে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ জন্মে নাই। অনুরাগের চরম ফল নির্ভর। যখন দেখিবে কোন মহৎকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে গেলেই সর্ব্ব প্রথমে মনে "ঈশ্বর সৎসংকল্পের সহায়, তাঁহার প্রসাদে এ দুষ্কর কার্য্যও সহজ হইবে" এই বিশ্বাস তৎপরে তৎকার্য্য সাধনের উপায় চিন্তা, বুদ্ধি বিদ্যা প্রয়োগ প্রভৃতি উপস্থিত হয় তখনই জানিবে যে আত্মা নির্ভরের অবস্থাতেউপস্থিত হইতেছে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের অভ্যাস হইলে নিজের অপদার্থতা বৃদ্ধি পায়। আমি যদি সকল কার্য্যে ব্রহ্ম-কৃপার উপরে নির্ভর করিব; যদি বিপদ ও সঙ্কটে পতিত হইবা মাত্র ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব; যদি দুর্গম স্থলে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার হস্ত-ধারণ প্রয়াসী হইব তাহা হইলে আমাদের আত্মার শক্তি সকলের বিকাশ হইবে কিরূপে? তবে আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি দিবার প্রয়োজন কি? তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবী শস্য দিবেন এই বিশ্বাস থাকাতে কি কৃষকের আলস্য ও কাপুরুষতা বৃদ্ধি করে? এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কি সে শ্রম বিমুখ হয়? কৃষক যে শ্রম বিমুখ হয় না তাহার কারণ এই যে, তাহার যেমন এ বিশ্বাস আছে যে তাহার ক্ষুধার অন্ন পৃথিবীতে আছেই আছে, তেমনি সেই সঙ্গে এ বিশ্বাসও আছে যে সেই অন্ন তাহার শ্রমের পরিমাণে পাওয়া যাইবে। ঈশ্বরের সাহায্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। ঈশ্বর সৎসংকল্পের সহায় এ বিশ্বাস পৃথিবী শস্যদায়িনী এ বিশ্বাসের ন্যায় দৃঢ়, অথচ আবার সাধকের চেষ্টা ও প্রার্থনার গম্ভীরতানুসারে সেই সাহায্য লাভ করা যায় ইহাও সত্য কথা। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলেই বায়ু আসিয়া তাহাকে সাহায্য করে সেই অগ্নির শিখা যত প্রবল ও প্রদীপ্ত হয় বায়ুর বেগও তত অধিক হয়; সেইরূপ মানবের বাসনা, যত্ন ও চেষ্টার ঐকান্তিকতানুসারে ঈশ্বরের কৃপাপবন শুভ সংকল্পের সাহায্য করে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি যেরূপ একাগ্রতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করেন অপর সাধারণে সেরূপ পারে না। পরিশ্রম সকলেই করে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার নির্ভর আছে, তাঁহার পরিশ্রমের মধ্যেই এরূপ এক প্রকার তৃপ্তি আছে যাহার বর্ণনা হয় না; সংসার পালন সকলেই করে, কিন্তু প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তির সংসার পালন মধ্যে এরূপ মধুরতা আছে যাহা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। মনুষ্য পরিশ্রম করিতে গিয়া বিরক্ত হয়, দুষ্কর কার্য্য করিতে গিয়া নিরাশ হয় কিন্তু প্রকৃত নির্ভরবান ব্যক্তির মুখের প্রসন্নতা প্রায় নষ্ট হয় না; কারণ তিনি সর্ব্বদাই পশ্চাতে সৎসংকল্পের সহায় স্বরূপ ঈশ্বরকে দেখিয়া কার্য্য করেন।

এই নির্ভর যখন আন্তরিক হয় তখন চরিত্রের আর এক বিভাগে ইহা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়। "সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়" এই মূল মন্ত্রে দৃঢ় প্রত্যয় থাকাতে সাধুতা ও পবিত্রতার প্রতি অটল বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। এরূপ ব্যক্তিকে যদি কেহ কোন নিন্দা করেন আর তিনি যদি হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অসাধুতা না দেখিতে পান, তাহা হইলে সে নিন্দার জন্য তিলমাত্র ম্লান, ভীত বা সঙ্কুচিত হন না। তিনি মনে মনে বলেন "তোমাদের মত সহস্র রসনাতে অখ্যাতি রটনা করিয়া আমার কিছু করিতে পারিবে না কারণ ঈশ্বর সাধুতার রক্ষক"। অপর দিকে যদি হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পান যে তিনি বাস্তবিক সেই দোষে দোষী তাহা হইলে আর ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না। মনে মনে বলেন "তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইব কি? আমি নিজে যখন এমন

নরক কুণ্ড হৃদয় মধ্যে রাখিয়াছি তখন সাধুতার রক্ষক পরমেশ্বরই আমার শান্তির উপায় করিয়াছেন"। আমরা সেই রূপ লোককেই বাস্তবিক সারবান ধীর, ও ঈশ্বরপরায়ণ লোক মনে করি যিনি নিতান্ত শত্রুর নিকটেও নিজ দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত; যিনি দেশ-ব্যাপী অপযশ শ্রবণ করিয়াও অম্লান বদনে ও গম্ভীর ভাবে বলিতে পারেন, "আমি এই নিন্দার উপযুক্ত।" তাঁহারই হৃদয়ে বাস্তবিক নির্ভরের ভাব জন্মিয়াছে।

নির্ভরের ভাব চরিত্রে আর এক প্রকারে প্রকাশিত হয়। যাঁহার ঈশ্বরের প্রতি বাস্তবিক নির্ভর জন্মিয়াছে তিনি কোন কার্য্যকে সৎ ও কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিয়া আর ভাবী শুভাশুভের চিন্তায় সে কার্য্য হইতে বিমুখ হন না। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

ভগবদ্গীতা।

তিনিও কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে এই নিয়মের অনুসরণ করেন।

নিজ বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে গেলে হয় ত আপাততঃ অনেক অসুবিধাতে পড়িতে হয়; লোকের বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাজন হইতে হয়; হয়ত দারিদ্র্য রোগ, শোক প্রভৃতির অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু এসকলের কিছুতেই প্রকৃত নির্ভরবান ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না। তিনি জানেন যে সেই পথই ধ্রুব আর সমুদায় অধ্রুব। মনুষ্যের অশেষ প্রকার কর্ত্তব্য আছে; পিতা মাতার বাধ্য হওয়া কর্ত্তব্য, সমাজের লোকের সহিত আত্মীয়তা রাখা কর্ত্তব্য, পরোপকার কর্ত্তব্য, স্ত্রী পুত্র পালন ও তাহাদের সাংসারিক উন্নতি চেষ্টা কর্ত্তব্য, কিন্তু সত্য ব্যবহার ও বিশ্বাসানুরূপ ব্যবহার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ইহার ব্যাঘাত করিয়া পিতা মাতার বাধ্যতা ভাল নয়, লোক রঞ্জন ভাল নয়, পরপোকার ভাল নয়, সংসার পালন ভাল নয়। তুমি ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হও অথচ পিতা মাতার পদানত থাক; ব্যবহারে সম্পূর্ণ সত্যপরায়ণ হও অথচ সমাজের সকলকে প্রীতি সূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা কর; ব্যবহারে সম্পূর্ণ সত্যপরায়ণ হও অথচ পরিবারের সাংসারিক উন্নতির চেষ্টা কর। উভয় চেষ্টার কোনটীকে শিথিল হইতে দিওনা। আমাদের কার্য্যের পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু বিশেষ সাহস, বিশেষ ধৈর্য্য ও বিশেষ মানসিক বল ভিন্ন এরূপ সত্যপরায়ণতা রক্ষা হইয়া উঠে না। নির্ভর শক্তি ভিন্ন সেই সাহস ধৈর্য্য এবং মানসিকবল উপার্জ্জন করা যায় না। কিন্তু বিশ্বাস ও অনুরাগের পক্কতা ভিন্ন নির্ভর জন্মে না। সুতরাং নির্ভরের ভাব উপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বে বিশ্বাস এবং অনুরাগের সাধন চাই। ব্রহ্মের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ভিন্ন বিশ্বাস ও অনুরাগের সাধন হয় না। একজন দিনান্তে একবার উপাসনা করিবেন না, সমস্ত সপ্তাহের মধ্যে একবার কোন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ বা ধর্ম্ম বিষয়ে চিন্তা করিবেন না, জীবনের দৈনিক কার্য্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রশ্ন করিবেনা, আত্মার গভীরতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দোষগুণ বিচারের চেষ্টা করিবেন না, তাঁহার ধর্ম্ম-চর্চ্চা কেবল সপ্তাহান্তে উপাসনা মন্দিরে গমনে পর্য্যবসিত, এরূপ অবস্থায় বিশ্বাস ও অনুরাগ কিরূপে বিকশিত হইবে।

ভাল মানুষ।

একজাতীয় সদ্গুণ আছে আমাদের দেশীয় সমাজে তাহার পরম আদর. এই সদ্গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিকে লোকে সচরাচর ভালমানুষ বলিয়া থাকে। অমুকের পুত্রটী বড় ভালমানুষ কিম্বা অমুক ব্যক্তি বড় ভালমানুষ এরূপ সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। সে সদ্গুণের প্রকৃতি কি এবং তাহা কত দূর প্রার্থনীয় তাহার বিচার করা অদ্যকার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

শিশুদি গের মধ্যে আমরা দুই শ্রেণীর বালক বালিকা দেখিতে পাই। এক শ্রেণী চঞ্চল, ক্রীড়া-পরায়ণ সাহসী তৎপর, অসহিষ্ণু, সময় বিশেষে অবাধ্য এবং গৃহের ও পরিবার বর্গের চিন্তা ও শান্তিভঙ্গের কারণ; আর এক শ্রেণীর বালক বালিকা, শান্ত, মৃদু, সুবাধ্য, ক্রীড়া-বিমুখ, লজ্জাশীল ও ভীরুস্বভাব; তাহারা পরকে দেখিলেই চোরের ন্যায় জননীর অঞ্চলের অন্তরালে লুকায়িত হয়; যে স্থানে বসাইয়া রাখ বসিয়া থাকে; মৃদু মৃদু চলে, মৃদু মৃদু খেলেএবং মৃদু মৃদু সকল কাজ করে। প্রথম শ্রেণীর বালক বালিকাকে দুরন্ত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বালক বালিকাকে ভাল মানুষ বলিয়া থাকে। এতদ্দেশে ভাল মানুষ বালক বালিকার বিশেষ আদর? এবং দুরন্ত শিশুদিগের প্রতি সকলেই বিশেষ বিরক্ত; এমন কি তাহাদের জন্য অনেক পিতা মাতা লজ্জিত। যে শিশু যত মৃদু,যত ভীরু, যত জড় সড় সেই তত প্রশংসনীয়। পিতা মাতা পুত্র কন্যাদিগকে উপদেশ দিবার সময় ভালমানুষ শিশুর সুখ্যাতি করেন; প্রতিবেশবাসিগণ পল্লীস্থ ভালমানুষ শিশুদিগের সুযশ ঘোষণা করেন; সুতরাং শিশুরাজ্যে ও ভালমানুষ শব্দটী আদর্শ রূপে গণ্য।

বয়ঃ প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও দুই জাতীয় পুরুষ এবং রমণী দৃষ্টি গোচর হয়। এক সম্প্রদায় কর্ম্মঠ, প্রফুল্ল, আমোদ-পরায়ণ, উৎসাহী, সাহসী, অসহিষ্ণু, ও স্পষ্টভাষী; তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করা দুষ্কর; অন্যায় বা ক্রটীর প্রতি তাঁহাদের দয়া নাই। অপর সম্প্রদায় ধীর, শান্ত, মৃদু, ভীরু, পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী, ও চক্ষু-লজ্জা-পূর্ণ; তাঁহারা অন্যায় দেখিলেও প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত; অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার প্রয়াস করিলেও বাধা দিতে কুণ্ঠিত। এই শ্রেণীর লোক দিগকে ভালমানুষ বলিয়া থাকে। একজন কর্ম্ম প্রার্থী উপস্থিত আমাদের ভাল মানুষ জানেন যে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই, অথচ তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া 'না' কথাটী বলিতে পারিলেন না, মৃদু ও স্নিগ্ধ ভাষায় কিঞ্চিৎ আশা দিলেন, সে ব্যক্তি গতায়াত আরম্ভ করিল, তাহার ও কার্য্যের ক্ষতি ভাল মানুষের ও

সময়ের ক্ষতি! অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া গেল এবং তাঁহাকে প্রবঞ্চক মনে করিল। একজন প্রশংসা পত্রের প্রার্থী ভাল মানুষ বিলক্ষণ জানেন তাহার প্রশংসা করিবার কিছু নাই, অথচ চক্ষুলজ্জায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না একখানি প্রশংসা পত্র লিখিয়া দিলেন। একজন পরিচিত লোক বিপৎগ্রস্ত হইয়া কোন ঋণের প্রতিভূ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, ভাল মানুষ জানেন সে ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য নয়, তথাপি "না" বলিতে সাহসী হইলেন না; প্রতিভূ হইয়া ঋণ দায়ে পড়িলেন। একজন অসৎ লোক আমাদের ভাল মানুষের আশ্রয়ে থাকিয়া অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেছে; তিনি দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, মনে মনে বিরক্ত হইতেছেন, পরোক্ষে বিরাগ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু সমক্ষে কিছু বলিতে সাহসী হইতেছেন না। এইরূপে ভাল মানুষ প্রবঞ্চক না হইয়াও প্রবঞ্চক হইয়া পড়েন; গুণগ্রাহী হইয়াও নির্গুণের উৎসাহ দান করেন; সন্দিহান হইয়া বিশ্বাসের কার্য্য করেন, পরের বিবাদে অকারণ বদ্ধ হন এবং নিজে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও অধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা হইয়া পড়েন। দেশের চিরাগত প্রথানুসারে এই জাতীয় সদ্গুণের বড় আদর। শাস্ত্রকারেরা ও পূর্ব্ব জাতীয় চরিত্র অপেক্ষা শেষ জাতীয় চরিত্রের প্রতি অধিক আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিকে রাজসিক এবং শেষোক্তকে সাত্বিক বলিয়া বর্ণনা করেন। রাজসিক প্রকৃতি অপেক্ষা সাত্বিক প্রকৃতি শ্রেষ্ট। আমরা নিরবচ্ছিন্ন সাত্বিক প্রকৃতির পক্ষপাতী নহি।

প্রথমতঃ শিশুগণ চঞ্চল, দুরন্ত, অবাধ্য ও স্বতন্ত্র বলিয়া যে সকল পিতা মাতা দুঃখিত তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই; বাল্যবস্থা মানব প্রকৃতির নব বিকাশের সময়, এবং স্বাধীনতা বিকাশের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহাদিগকে অসৎ-সঙ্গ, অসৎ দৃষ্টান্ত ও অসৎ অভ্যাস হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করুন, দণ্ড পুরস্কার দ্বারা তাহাদের অন্যায়ের প্রতি ক্রোধ ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করুন কিন্তু সাবধান যে সকল কার্য্য নবজীবনের স্ফূর্ত্তির ফলমাত্র, যাহাতে পরিবার মধ্যে কোলাহল, ও দুই একটী গৃহ সামগ্রীর ক্ষতি ভিন্ন অন্য কোন অনিষ্ট নাই, সে সকল কার্য্যকে বিকৃত প্রকৃতির নিদর্শন মনে করিয়া যেন বলপূর্ব্বক দমন করিবার চেষ্টা না করেন। চিন্তাশীল জনক জননী যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন তাহা হইলে বালক প্রকৃতির মধ্যে তিন প্রকার গুণ দেখিতে পাইবেন। এক জন্মজাত, দ্বিতীয় অভ্যাস-জাত, তৃতীয় সাময়িক ও বাল্যসুলভ। কোন শিশুর পিতা মাতা দয়াবান সুতরাং অতি শৈশব কালেই তাহার বিকাশোন্মুখ প্রকৃতির মধ্যেই সেই দয়ার আভাস পাওয়া যায়। এ সদ্গুণ তাহার জন্মাবধি থাকিবে তবে শিক্ষার গুণে হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে; দ্বিতীয় কতকগুলি কার্য্য আছে যাহাকে নিয়মিত না করিলে অভ্যাসে পরিণত হয়। মনে কর পিতা মাতা যদি শিশুর সমক্ষে দাস দাসীর প্রতি অত্যন্ত অপভাষা ব্যবহার করেন, তাহাদিগকে কথায় কথায় অপমান করিতে উৎসাহিত করেন, তাহা হইলে দাস দাসী দিগকে নিকৃষ্ট জীব মনে করা, ও তাহাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করা অভ্যাস হইয়া যায়; তাহা কালক্রমে একটী মানসিক রোগরূপে পরিণত হয়। এরূপ সকল কার্য্যের প্রতি সাবধান থাকা ও সতর্কভাবে দমন করা কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ বসিয়া থাকিতে বলিলে বসিয়া থাকেনা, খেলিবার সময় কোন আদেশ করিলে তাহাতে কর্ণপাত করে না; সর্ব্বদাই গৃহকে কলরবে পূর্ণ করে; ভাইভগ্নীদের সহিত বিবাদে রত থাকে; এ সকল দোষ অতিশয় অস্থায়ী ও বাল্য সুলভ, ইহা বয়ো বৃদ্ধি সহকারে পলায়ন করে। ইহার জন্য লজ্জিত বা চিন্তিত হইবার আবশ্যকতা নাই। বলপূর্ব্বক ইহা দিগকে ভগ্ন করিলে শিশু প্রকৃতির বিকাশের ব্যাঘাত করা হয়।

বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও রমণী দিগের পক্ষে বক্তব্য এই, যে শান্তভাব ও সুশীলতার অর্থ এই যে তাহা অন্যায় দেখিয়াও প্রতিবাদে সাহসী হয় না, তাহা সমাজের অনিষ্টের কারণ; যে দয়া অন্যায় ব্যবহার কে পোষণ করে, ব্যক্তি বিশেষের মনের ক্লেশের ভয়ে সমাজের ক্ষতির প্রতি উপেক্ষা করে, অসন্তোষের কারণ সত্বে অসন্তোষের ভাষা ব্যবহারে সাহসী হয় না, তাহা দয়া নহে, তাহা দুর্ব্বলতা ও ভ্রান্ত চক্ষু-লজ্জা। যে সমাজে এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক সে সমাজে পাপ ও অবিচার প্রশ্রয় পায়; যে সমাজে বিপরীত প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা অধিক সেখানে দিন দিন সমাজের ভ্রম ও ক্রটী সংশোধিত হয়। তবে প্রতিবাদ বা দোষ-প্রদর্শন দুই ভাবে হইতে পারে। প্রথম ব্যক্তি বিশেষের অনিষ্ট সাধন বাসনায়, দ্বিতীয় সমাজের ইষ্ট সাধন বাসনায়। আমাদের দেশের লোকের আজি ও শিক্ষার এত হীনতা যে অনেক স্থলে পূর্ব্বোক্ত ভাবেরই প্রবলতা দেখা যায়; ইংলণ্ড প্রভৃতি সুশিক্ষিত সমাজে দ্বিতীয় ভাবের অনেক নিদর্শন লাভ করা যায়।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি পূর্ব্বোক্ত নিয়মের প্রয়োগ করিলে এই বিষয়টী আরও বিশদরূপে প্রতীত হইবে। আমরা এরূপ অনেক ব্রাহ্ম দেখিয়াছি যাঁহারা মনে মনে কেশব বাবুর প্রচারিত অনেক মতের প্রতিবাদ করেন এবং তদ্দ্বারা যে ব্রাহ্ম সমাজের অনিষ্টের আশঙ্কা আছে তাহাও স্বীকার করেন অথচ কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক নন। ইহার কারণ কি? কোন ব্যক্তি বিশেষের কিছু ক্লেশ হয় অথবা তাঁহার কিছু অপ্রিয় হইতে হয় এ চিন্তা কি এত অধিক যে সে জন্য সমাজের অমঙ্গল হইবে জানিয়া ও উপেক্ষা করিতে হইবে! ব্রাহ্ম সমাজে এই ভালমানুষী, এই দুর্ব্বলতা ও এই ভ্রান্ত দয়া প্রবল বলিয়াই এত দিন ব্রাহ্ম সমাজে নিয়ম তন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টী নিযুক্ত হয় নাই এবং ব্রাহ্ম-ভাব-বিরোধী মত প্রচারের ব্যাঘাত হয় নাই। এভাব ব্রাহ্মদিগের মনে এত প্রবল যে যে কয় প্রাণী মধ্যে মধ্যে কোন কোন মতের বা কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইয়াছেন তাঁহারা অনেকের নিকট অসৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আমরা ব্রাহ্মদিগকে এইরূপ অসৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক হইবার জন্য উপদেশ

দিতেছি। বিশেষরূপে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে এই পরামর্শ দিতেছি। তাঁহারা যেন সমাজের কোন কার্য্য-প্রণালীর প্রতি উপেক্ষা না করেন, কোন ত্রুটী দেখিয়া দয়া না করেন, কোন অনিয়ম দেখিয়া প্রশ্রয় না দেন। এমন কি আমাদের আচার্য্যগণ সপ্তাহে সপ্তাহে যে উপদেশাদি দেন তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া আচার্য্যদিগকে জানাইবার নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। অনেকে চক্ষু লজ্জা করিয়া অনেক সময় মনের কথা মনে গোপন করেন। তদ্দ্বারা দুই প্রকার অনিষ্ট হয়। প্রথমতঃ আচার্য্যের সংশোধন হয় না এবং উপাসকগণের আস্থা দিন দিন শিথিল হইতে থাকে; দ্বিতীয় আচার্য্যের এই ভ্রান্ত সংস্কার জন্মে যে তাঁহার মত সকলে গ্রহণ করিতেছে, ও তাঁহার কথাতে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই। হয়ত কোন আচার্য্যের ভাষার কিছু ত্রুটী আছে, একটু সতর্ক হইলে সংশোধিত হয়, এই চক্ষু লজ্জা বশতঃ তাহা সংশোধিত হয় না; হয়ত কেহ উপাসনার অঙ্গবিশেষকে অতি দীর্ঘ করেন যাহাতে অনেকের ক্ষতি হয়, এই চক্ষু-লজ্জা বশতঃ সেই ত্রুটী থাকিয়া যায়। অতএব সদ্ভাবের সহিত, সাধারণের হিতোদ্দেশে এবং সত্যের আবিষ্কার ও অসত্যের বিনাশোদ্দেশে যত বিবাদ হয় ততই প্রার্থনীয়। তাহাতে যদি কাহারও অপ্রিয় হইতে হয় তাহাতে দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। প্রিয়তা অপ্রিয়তা এবং শত্রুতাও মিত্রতা নিরপেক্ষ হইয়া যিনি ধর্ম্ম ও সত্য পথে দণ্ডায়মান হইতে পারেন তিনিই ধার্ম্মিক নামের উপযুক্ত লোক।

কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীর উপদেশ
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী
কর্ত্তৃক বিরত।

কোন বিশেষ স্থানের কল্পনা কর তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার; চারিদিকে পর্ব্বত মালা তাহার মধ্যে নির্ম্মল-সলিলা নির্ঝরিণী প্রবাহিত; স্থানটী নিস্তব্ধ ও মনোরম; জন মানবের সমাগম নাই; কেবল হরিদ্বর্ণ তরু-লতা শ্যামল পল্লব রাজি ও পুষ্প ফলে বিভূষিত হইয়া গিরি পৃষ্ঠ সকল আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে এবং নানা জাতীয় বিহঙ্গম কলধ্বনি করিয়া শাখা হইতে শাখায়, গিরি-পৃষ্ঠ হইতে গিরি-পৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে। কোন চিত্রকর এই নিস্তব্ধ ও রমণীয় স্থানের ছবি লইবার জন্য গেলেন। তিনি এক বিস্তীর্ণ পটে ও সুন্দর বর্ণে সেই সমুদায় পদার্থ অঙ্কিত করিলেন। চিত্রকরের বিচিত্র তুলিকার প্রভাবে দেখিতে দেখিতে সেই গিরিরাজি, সেই সুনির্ম্মলা নির্ঝরিণী, সেই নব পল্লব-শোভিত তরুরাজি, সেই সকল সুন্দর বিহঙ্গম, সমুদায় একে একে প্রকাশ পাইল। উপরে সুনীল আকাশের প্রসন্ন নীলিমা, নিম্নে প্রকৃতির রমণীয়তা, সমুদায় ঠিক প্রকাশিত হইল।

সেই চিত্রকর যখন স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহার চিত্রের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইল। আর ও অনেক চিত্রকর সেই চিত্রের অনুচিত্র করিবার জন্য আসিলেন। আমাদের প্রথম চিত্রকরের চিত্র দশ হস্ত পরিমিত পটে অঙ্কিত ছিল; কিন্তু উক্ত চিত্রকরদিগের মধ্যে এক জন, তাহাকে দশ অঙ্গুল পরিমিত পটে চিত্র করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহাকে সেই পরিমাণে সমুদায় পদার্থের পরিমাণ কমাইতে হইল। দশ অঙ্গুলের পরিমাণে পর্ব্বত-মালার আয়তন হ্রস্ব হইল; নির্ঝরিণী রেখামাত্র হইয়া পড়িল; তরুরাজি পর্ব্বতের পরিমাণে ক্ষুদ্র হইয়া গেল; পক্ষিদেরত কথাই নাই, তাহারা তরুশাখে দুই একটী রেখার আকারে পরিণত হইল।

এই দশ হস্ত দীর্ঘ চিত্রে এবং দশ অঙ্গুল পরিমিত চিত্রে যে প্রভেদ সংসারে ধার্ম্মিকের এবং বিষয়ীর জীবনে সেই প্রভেদ। ধার্ম্মিকের জীবন মানবজীবন বিষয়ীর জীবন ও মানবজীবন। কিন্তু ধার্ম্মিকের জীবন দশ হস্ত পটে অঙ্কিত মানবজীবন বিষয়ীর জীবন দশ অঙ্গুল পটে অঙ্কিত মানব জীবন। ধার্ম্মিকের সহিত তুলনায় বিষয়ীর সমুদায় ব্যাপার ক্ষুদ্র! আশা ক্ষুদ্র, বাসনা ক্ষুদ্র, দয়া ক্ষুদ্র, প্রীতি ক্ষুদ্র। প্রায় সকল কার্য্যেই এই প্রভেদ লক্ষিত হয়। কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম সংসার-পালন। এ বিষয়ে বিষয়ী এবং ধার্ম্মিকের প্রভেদ দর্শন কর। বিষয়ী স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ কামনা করেন; কিন্তু সে কল্যাণ-কামনা প্রধানতঃ ক্ষতি লাভ চিন্তা দ্বারা নিয়মিত। তিনি কিরূপে স্ত্রী পুত্রের জন্য দশ হাজার টাকা রাখিয়া যাইবেন এই চিন্তায় ব্যস্ত; কিন্তু যে পদার্থের অভাবে দশ সহস্র মুদ্রা সমূহ অনিষ্টের কারণ হয়, যাহার মূল্য বহু দশ সহস্র অপেক্ষা অধিক সেই চরিত্র রত্ন, সেই ধর্ম্ম ভাব, তাহাদিগকে কিরূপে দিয়া যাইবেন সে চিন্তা তত করেন না। পুত্র যদি নীচ, স্বার্থপর, কপট, প্রতারক হয় ক্ষতি নাই, স্ত্রী যদি লঘুচিত্ত অবিবেকী, স্বার্থপর, নীচ থাকে ক্ষতি নাই; বিষয়ী যদি তাঁহাদের জন্য দশ সহস্র মুদ্রা রাখিয়া যাইতে পারেন তাহাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু ধার্ম্মিকের ব্যবহার অন্য প্রকার। তিনি যে স্ত্রী পুত্রকে পথের ভিক্ষুক করিয়া রাখিয়া যান তাহা নহে, কিন্তু তাহাদিগকে দশ সহস্র মুদ্রা দিয়া যাওয়া অপেক্ষা দশ লক্ষ টাকা মূল্যের চরিত্র দিয়া যাওয়া প্রার্থনীয় মনে করেন। তিনি দৃশ্য বিষয় অপেক্ষা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি অধিক অনুরাগ প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তাঁহার জীবন দৃশ্য অদৃশ্য এই উভয় ভূমিতে অঙ্কিত।

পুত্র কন্যার শিক্ষাদানের বিষয় যদি চিন্তা কর এইরূপ প্রভেদ দেখিতে পাইবে। বিষয়ী যখন পুত্র কন্যার শিক্ষাদানে নিযুক্ত হন, তখন কোন প্রকার শিক্ষা সংসারে অর্থকরী হইবে এই চিন্তাই প্রবল থাকে। এতদতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ের প্রতি তিনি উদাসীন। যে শিক্ষা চরিত্রকে ভগ্ন করে, প্রকৃতিকে কদর্য্য করে, তাহা যদি লাভ-জনক হয় বিষয়ীর তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু ধার্ম্মিকের ব্যবহার অন্য প্রকার, তিনি পুত্র কন্যাকে শিক্ষা দিবার সময় অবশ্য ক্ষতি লাভের দিকেও দেখেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহাদের চরিত্রের

বিকাশ ও প্রকৃতির উন্নতির দিকে দৃষ্টি করেন। যে শিক্ষা সন্তান দিগকে কপট করিয়া চতুর করে, স্বার্থপর করিয়া পরিশ্রমী করে, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির শূন্য করিয়া পণ্ডিত করে, তাহাকে তিনি প্রার্থনীয় মনে করেন না ; তাঁহার শিক্ষার চিত্রও দশ হস্ত পরিমিত পটে চিত্রিত।

মিত্রতা প্রভৃতিতেও এই প্রভেদ। বিষয়ী সতর্ক হইয়া সেই সকল লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিতে চেষ্টা করেন যাহাঁদের সহিত বন্ধুত্ব থাকিলে লাভের সম্ভাবনা। অন্যের প্রতি হয়ত স্নেহমমতা বিহীন কিন্তু যাহাঁর মনস্তুষ্টিতে লাভ, তাহাঁর প্রতি আনুগত্য ও কুটুম্বিতার সীমা পরিসীমা নাই। বিষয়ী সর্ব্বদাই বড় লোকের পদলগ্ন হইয়া থাকেন—অর্থ বা পদ সম্বন্ধে বড় লোক—তাহাঁদের প্রশংসা মুখে ধরেনা, তাহাঁদের দোষাবলী গুণের ন্যায় বোধ হয়। যাহাঁরা ধন সম্বন্ধে দরিদ্র পদ সম্বন্ধে লোকের অজ্ঞাত, তাহাঁদের যদি সহস্র সদ্‌গুণ থাকে বিষয়ীর নিকট তাহাঁদের আদর নাই। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকের ব্যবহার অন্যপ্রকার। তিনি লোকের মিত্রতা শত্রুতার প্রতি নিরপেক্ষ; তিনি কাহারও বন্ধুতার জন্য লালায়িত নন, কাহারও শত্রুতার জন্য উচ্ছুক নন ; তিনি কেবল নিজ জীবনে ঈশ্বরের প্রিয় কর্ম্ম সাধনে ও নিজ বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে তৎপর। তিনি নিরবচ্ছিন্ন ধন বা পদ দেখিয়া মুগ্ধ হন না ; সদ্‌গুণ দেখিলেই মুগ্ধ হন। ব্রাহ্মদিগের এ কথাটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যতদিন দেখিবে যে ব্রাহ্মসমাজে ধনীর বা পদস্থ লোকের অপেক্ষা প্রকৃত ঈশ্বর-পরায়ণ, সচ্চরিত্র, ধর্ম্মভীরু ও বিনয়ী লোকের অধিক আদর ততদিন জানিবে যে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মভাব জাগ্রত রহিয়াছে ; আর যখন দেখিবে যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দরিদ্র অথচ ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মের আদর নাই ; যখন দেখিবে ধনী এবং পদস্থ লোক অসচ্চরিত্র হইলেও আমরা তাহাদের আদর করিবার জন্য ব্যস্ত কিন্তু একজন প্রকৃত ব্রহ্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র ব্রাহ্ম হীনপদস্থ বলিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করি, তখন নিশ্চয় জানিবে আমাদের মধ্য হইতে ধর্ম্মের জীবন্তভাব অন্তর্হিত হইতেছে। আমি এরূপ অনেক দরিদ্র ও হীন-পদস্থ ব্রাহ্ম দেখিয়াছি, যাহাঁদিগকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে যে তাহাঁরা আমার অপেক্ষা অনেক উন্নত লোক; ঈশ্বরের গৃহে যদি আমাদের আসন হয় তাহাঁরা আমার অগ্রে নিশ্চয় বসিবেন, যখন আমাদের সমাজে এই সকল লোকের আদর লুপ্ত হইবে তখন ব্রাহ্মসমাজ ধার্ম্মিকের সমাজ থাকিবে না।

এইরূপ প্রায় জীবনের সকল বিভাগেই বিষয়ী এবং ধার্ম্মিকের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন এই বিষয়ী এবং ধার্ম্মিকের লক্ষণ কি? বিষয় যাঁহার লক্ষ্য এবং ধর্ম্ম উপলক্ষ্য তিনি বিষয়ী এবং ধর্ম্ম যহার লক্ষ্য এবং বিষয় উপলক্ষ্য তিনি ধার্ম্মিক। মনুষ্যের যেটী লক্ষ্য সেটীর জন্য উপলক্ষ্য গুলির ব্যাঘাত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন না। উপলক্ষ্য গুলিকে ততক্ষণ সেবা করিতে পারেন যতক্ষণ লক্ষ্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত না হয়। সেইরূপ বিষয়ী ততক্ষণ ধর্ম্মের মুখ চাহিতে প্রস্তুত যতক্ষণ সেই মুখ চাহিতে গিয়া বিষয়ের ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই ; অপর দিকে ধার্ম্মিক ততক্ষণ বিষয় সেবার প্রস্তুত যতক্ষণ তাহা করিতে গিয়া ধর্ম্মের হানির কোন সম্ভবনা নাই। এই উভয়ের প্রভেদ।

এখন ব্রাহ্ম-বন্ধু তুমি কি বিষয়ী হইবে না ধার্ম্মিক হইবে? তুমি কি তোমার জীবন চিত্র দশঅঙ্গুল পটে অঙ্কিত করিবে না তাহা দশহস্ত পরিমিত ক্ষেত্রে চিত্রিত করিবে? তুমি কি তোমার দৃষ্টি কেবল দৃশ্য বিষয়ে আবদ্ধ রাখিবে না দৃশ্য অদৃশ্য উভয় যেখানে মিলিত সেই বিস্তীর্ণ ভূমির উপর রাখিবে? আমি তোমাকে অনুরোধ করি ঈশ্বর তোমাকে যে সকল স্বর্গীয় রঙ্গ দিয়াছেন তদ্দ্বারা নির্ভয় চিত্তে তোমার জীবন চিত্রকে অনন্ত পটে চিত্রিত কর ; দৃশ্যের ক্ষুদ্র সীমা ছাড়াইয়া যাও ; যে রাজ্যে বর্ণ সকল স্বর্গীয় প্রভা ধারণ করে সেই রাজ্যে তোমার তুলিকা গমন করুক। ভাই চিত্রকর তুমি যদি চতুর হও তবে সেই স্থানে চিত্র বিস্তার কর। ভয় কি সেই অদৃশ্য রাজ্যের দ্বারে গিয়াই দেখিবে একজন আছেন, যিনি রঙ্গ যোগাইয়া সাহায্য করিবার জন্য দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন, ঈশ্বরেরসন্তান তোমার ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি সেই মহত হস্তের মধ্যে প্রবিষ্ট কর তোমার আর ভয় ভাবনা থাকিবে না।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনের বিবরণ।

জামালপুর।—মুঙ্গের হইতে আমি জামালপুরে গমন করি। জামালপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির একটী প্রথম শ্রেণীর ষ্টেশন। এখানে অনেকগুলি আপীষ ও কোম্পানির ওয়ার্কশপ প্রভৃতি অনেকগুলি কারখানা আছে। তদুপলক্ষে এখানে ভদ্র ও ইতর সহস্রাধিক বাঙ্গালির বাস। বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের অনেকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এস্থান অতি যৎসামান্য ছিল কিন্তু এক্ষণে ইহাকে একটী নগর বলিলেও হয়। স্থানটী পরম রমণীয়। সুবিখ্যাত বিন্ধ্যাচল উত্তর গামী হইয়া এই স্থান পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। জামালপুর বিন্ধ্যগিরির ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত। বিন্ধ্যাচলের শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইলে অদূরে রজত-নির্ঝরিণীর ন্যায় ভাগীরথীর প্রবাহ, নিম্নে উপত্যকাবক্ষে বিন্ধ্যাটবীর রমণীয় শোভা এবং তদভ্যন্তরে নবাভ্যুদিত নগরের বিচিত্র হর্ম্ম্যরাজি নয়ন মনকে হরণ করিতে থাকে। ঘন পত্রাবলীর মধ্যে ইংরাজকর্ম্মচারিদের এক একটী গৃহ; দেখিলে যেন বিশ্রাম, শান্তি, সুস্থতা, ও নিরুপদ্রব সাংসারিক সুখের বাসভূমি বলিয়া মনে হয়। এই সকল শৈল শিখরে প্রাতঃ সন্ধ্যা কিছুক্ষণ করিয়া বসিলে লোকে অর্দ্ধেক ধার্ম্মিক হইয়া যায়। যাহা হউক জামালপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ এবং একটী ব্রহ্মমন্দির আছে। সমাজের সভ্যের সংখ্যা ১০।১২ জন হইবে। সকলেই বাঙ্গালি হিন্দুস্থানী সভ্য কেহ নাই।

উপাসনাদি বুধবার ও রবিবার দুই বেলা হইয়া থাকে। এবং একটী সঙ্গত সভাও আছে। কুচবিহারের বিবাহের আন্দোলন লইয়া এখানে সভ্যদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ হইয়াছে। উক্ত বিবাহ যে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিগর্হিত হইয়াছে, তাহা সকলেরই মত এবং জামালপুর প্রথম হইতেই বিবাহের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান বিবাদের কারণ অন্য-প্রকার। প্রতিবাদীদিগের মধ্যেই আবার দুই দল। এক দল বলেন যে কুচবিহারের বিবাহে যে যে প্রচারক লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা যতদিন প্রকাশ্যভাবে অনুতাপ না করিতেছেন অথবা সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিতেছেন ততদিন তাঁহাদিগকে বেদী দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। তাহা হইলে প্রতিবাদ করার ফল কি হইল? অপর দল বলেন উভয় সমাজের প্রচারকদিগকেই বেদী দাও। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী গুপ্ত এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু এই দ্বিতীয় মতাবলম্বী। ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধু প্রথম মতাবলম্বী। এই বিবাদ এতদূর প্রবল হয় যে তজ্জন্য লালবিহারী বাবু সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করেন এবং বেচারাম বাবু আচার্য্যের পদ ত্যাগ করেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু নামক একজন সভ্য সম্পাদক হইয়াছেন এবং তিনিই অধিকাংশ সময় আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। এখন এইরূপ চলিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন জামালপুরে আরও অনেক প্রকার সৎকার্য্যের আয়োজন আছে। তাহার অধিকাংশ কার্য্যের সহিত ব্রাহ্মদিগের যোগ আছে এবং অনেক কার্য্যের তাঁহারাই প্রধান উদ্যোগী। এখানে একটী মিডেলক্লাস স্কুল আছে; একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে, বেচারাম বাবু তাহার সম্পাদক; একটী সাধারণ পাঠালয় আছে; একটী যুবকদিগের সভা আছে; বেচারাম বাবু তাহার সভাপতি; একটী সমাজ-সংক্রান্ত দাতব্য সভা আছে তাহা হইতে শীতকালে দরিদ্রদিগকে বস্ত্র, নিরাশ্রয় লোকদিগকে গাড়িভাড়া, পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঔষধাদি দেওয়া হয়। এসমুদায় কার্য্যে ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উৎসাহ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম কেহই নাই। এখানকার ব্রাহ্মেরা অনেক পরিমাণে হিন্দুসমাজের শাসনাধীন। আমি এখানকার সমাজে এক দিন উপাসনা করি এবং আর একদিন "The Spirit and the Form" বিষয়ে একটী ইংরাজী বক্তৃতা করি। এখানকার অনেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছেন। এখানকার উপাসনা মন্দিরে স্ত্রীলোকদিগের বসিবার উত্তম স্থান আছে কিন্তু সেখানে কখন ও কোন স্ত্রীলোকের পদার্পণ হয় না। পরিবার মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে প্রবিষ্ট করিবার বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের চেষ্টা নাই।

মতিহারি।—জামালপুরের পর মতিহারিতে গমন করি। এবারে মুঙ্গেরের দ্বারকানাথ বাগচী মহাশয় আমার অনুগমন করেন। জামালপুরের পর মতিহারি বলিলে বোধ হয় যেন উভয় সমাজ অতি নিকটস্থ। জামালপুর দক্ষিণ-বেহারে অবস্থিত, মতিহারি উত্তর-বেহারে, নেপালের নিকটে অবস্থিত। মতিহারিতে যাইবার সময় পথে মোকামাতে এক দিবস অবস্থিতি করি। এখানে জন দুই ব্রাহ্ম আছেন কোন সমাজ নাই। কর্ম্মোপলক্ষে ২০।৩০ জন বাঙ্গালি বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন উপাসনাদি করা হয়। পর দিন মতিহারি যাত্রা করা যায়। মতিহারি যাইতে হইলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির বাড় ষ্টেশন হইয়া যাইতে হয়। বাড় হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটী লাইন আছে। গঙ্গা পার হইয়া ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়েতে আরোহণ করিলাম। ত্রিহুত দুর্ভিক্ষের চিরনিবাস-ভূমি, ত্রিহুতে পদার্পণ করিয়াছি স্মরণ করিয়াই মনে এক প্রকার নূতন ভাবের উদয় হইল। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দুইটী বিষয় নূতন দেখা গেল। প্রথমতঃ ভূমির এরূপ উর্ব্বরতা দক্ষিণে দেখি নাই, দ্বিতীয় যে দিকে চাহিয়া দেখি কেবল নীলের চাষ এবং মধ্যে মধ্যে তিন চারি মাইল অন্তর এক একটী নীল কুঠী। ভূমি এত উর্ব্বরা তবে লোকের এত দুরবস্থা কেন? এত নীল যদি বুনে তবে আহারোপযোগী শস্যত সেই পরিমাণে অল্প উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি নানা চিন্তা করিতে করিতে এবং আমার সহযাত্রি বন্ধুর সহিত আলাপ করিতে করিতে মুজঃফর পুরে উপস্থিত হইলাম। এটী ত্রিহুত জেলার প্রধান নগর। এখানে ২।৩ দিন যাপন করি। মুজঃফরপুরে অনেক বাঙ্গালি কার্য্যোপলক্ষে অবস্থিতি করেন। অনেকে ২৫।৩০ বৎসর আছেন, অনেকে বহুদিন হইল সেখানে বাস করিয়াছেন। বাঙ্গালিরাই এখানকার ধনী ও সমাজের নেতা বলিলে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অর্থোপার্জ্জন ও অর্থ-সঞ্চয় ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন দেশ হিতকর কার্য্যে উৎসাহ দৃষ্ট হয় না। না আছে একটা সভা, না আছে একটা ডিবেটিংক্লব, না আছে একটি ব্রাহ্মসমাজ কিছুই নাই। সেখানে যে শিক্ষিত বাঙ্গালি আছেন তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। মতিহারি মুজঃফরপুর হইতে ৫২মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত; যাইতে দুই দিন লাগে। আমরা কোন ক্রমে গিয়া মতিহারিতে উপস্থিত হইলাম। এখানে পূর্ব্বে সমাজ ছিল না; তিনি চারি বৎসর হইল একজন উৎসাহী ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বর-পরায়ণ ব্রাহ্ম কর্ম্মোপলক্ষে এই স্থানে আগমন করাতে তাঁহার যত্নে ক্রমে ক্রমে এখানে একটী সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। তাহার পর এক্ষণে বাঙ্গালিদের মধ্যে ১০।১২ জন সমাজে যোগ দিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে দুই জন সপরিবারে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। একজনের চরিত্র পূর্ব্বে অত্যন্ত শোচনীয় ছিল পানাসক্তি প্রভৃতি নিন্দনীয় সকল প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠানেই রত ছিলেন। এক্ষণে তাহাঁর যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিলে চমকৃত হইতে হয়! শান্ত, বিনীত, সত্য-প্রিয়, সম্পূর্ণ রূপে মাদক-বর্জ্জিত, দেখিলে স্বতঃই শ্রদ্ধার উদয় হয়। তিনি পূর্ব্বে পরিবারগণের যেরূপ অসুখ ও যন্ত্রণার কারণ ছিলেন এখন সেইরূপ সুখ ও উন্নতির কারণ হইয়াছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাহাঁর পরিবারে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। তাহাঁর ভবনে অবস্থিতি কালে নিজ গৃহ নয় এরূপ একদিন ও মনে হয় নাই। সেখানে আমরা এক সপ্তাহ বাস করি। প্রত্যহ

প্রাতে ভগ্নীদিগের সহিত পারিবারিক উপাসনা এবং প্রত্যহ সায়ংকালে ধর্ম্মালাপ ও সামাজিক উপাসনা হইত। এতদ্ভিন্ন সেখানকার স্কুলগৃহে একদিন ইংরাজীতে "Calims of the Brahmo Somaj" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়, এখানকার সম্পাদকের নাম বাবু রামচন্দ্র ঘোষ। তিনি সপরিবারে ব্রাহ্ম। এখানে ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ সভা দেখা যায় না। তবে হিন্দুস্থানীদের একটী আর্য্য সমাজ আছে। কিন্তু এক বৎসর পূর্ব্বে এখানে একবার অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়; শুনিলাম সে সময়ে এখানকার ব্রাহ্মেরা অ র কতিপয় বাঙ্গালি ভদ্র লোকের সহিত মিলিয়া দিবা রাত্রি লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে রোগীর সেবা ও ঔষধ সেবন করাইয়া বেড়াইতেন; দক্ষিণ হস্তে বেশ্যা, ডোম, মুচি, চণ্ডাল, সকলের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন, বিপন্ন ও পথ-পার্শ্বে পতিত লোকদিগকে স্কন্ধে করিয়া চিকিৎসালয়ে বহন করিতেন। এই রূপ শুনিলাম, তাহার ফলও দেখিলাম, এখানকার ভদ্র অভদ্র হিন্দুস্থানী বাঙ্গালি সকল লোকের ব্রাহ্মদিগের প্রতি ভালবাসা আছে। আমরা যে কয়দিন ছিলাম ব্রাহ্মবন্ধুগণ বিশেষ ব্রাহ্মিকা ভগ্নীগণ আমাদের এরূপ আতিথ্য ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, যে তাহা বোধ হয় কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। এখানে সমাজের উপাসনা মন্দির নাই। একজন ব্রাহ্মের ভবনে উপাসনা হয়। উপাসনাতে স্ত্রীলোকেরা যোগ দিয়া থাকেন। মতিহারি সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে সাধারন সমাজের সভ্য হইয়াছেন, এবং তাঁহারা সাধারণ সমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ বার্ষিক ২২ টাকা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঁকীপুর।—মতিহারি হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া আমরা বাঁকীপুরে গমন করি। বাঁকীপুর বা পাটনা বেহার রাজ্যের একটী সর্ব্বপ্রধান নগর। এই পাটনা বিভাগ ইতিহাসে নানা রূপে পরিচিত। কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন পাটলীপুত্র বলেন। যাহা হউক এই প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম শ্রীবৃদ্ধি হয়। এরূপ জনশ্রুতি শিক গুরু গোবিন্দ সিংহের জননী সসত্ত্বাবস্থায় তীর্থ স্থানে যাইতে যাইতে এই স্থানে তাঁহাকে প্রসব করেন। এই স্থান মুসলমানদিগের একটী প্রধান দুর্গ ছিল, এক্ষণে ইংরাজ গবর্নমেন্টের একটী প্রধান নগর, হইয়াছে। এখানে বহু সংখ্যক বাঙ্গালির বাস। অনেকে একেবারে বাস করিয়াছেন; অনেকে কার্য্যোপলক্ষে বাস করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এত গুলি শিক্ষিত বাঙ্গালি ভদ্র লোক আছেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজটীর অতিশয় দুর্দ্দশা। সভ্য সংখ্যা অল্প। তাঁহাদেরও বিশেষ অনুরাগ নাই। এক এক দিন উপাসনাই বন্ধ থাকে। যাঁহাদের যত্নে এক সময়ে সমাজটীর উন্নতি ছিল দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারাই এক্ষণে সমাজের প্রতি উদাসীন হইয়াছেন। সমাজের ও অবস্থা মুমূর্ষু প্রায়। উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণার্থ এক সময়ে কতকগুলি অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহা সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে। এখন গৃহ নির্ম্মাণের চেষ্টাও নাই। সম্পাদক মহাশয়কে নিজ কার্য্যে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিতে হয় সমাজের জন্য ভাবিবার সময় পান না। অন্যের ও বিশেষ অনুরাগ নাই। রমণীদের ত কথাই নাই। বাঁকীপুরে পীড়িত হইয়া কয়দিন থাকিতে হয়। তন্মধ্যে "The Conditions of National Life" বিষয়ে ইংরাজীতে একটী বক্তৃতা করি। এতদ্ভিন্ন সমাজে দুই দিন এবং একজন বন্ধুর পরিবারে এক দিন উপাসনা হয়।

অনুতাপ।

স্মৃতি!—তুই প্রেতিনীর মত
সঙ্গে আর ভ্রমিবি রে কত?
চক্ষে চক্ষে মিলে যবে, বড় ইচ্ছা হয় তবে,
দৃষ্টি তোর করি শক্তি-হত!
নিবাই প্রদীপ তোর, হৃদয়ের গৃহ মোর
হোক অন্ধতমে পরিণত।

সে আঁধার চায় ত পরাণ,
তোর দৃষ্টি যেখানে নির্ব্বাণ!
কিন্তু রে নিস্তার নাই, চাই তম, আলো পাই,
দৃষ্টি তোর যেন অগ্নিবাণ!
ভ্রূকুটী দেখিলে তোর, চিত্ত চমকিত মোর
দাব-দাহে দগ্ধ যেন প্রাণ!

শোন স্মৃতি!—পড়ি তোর পায়?
সেই চিত্র লুকালি কোথায়,
শৈশবের পথে ধরে, কোলে করি সমাদরে
আশা যাহা দেখা'ত আমায়?
দেখিয়া অবাক হয়ে, কতদিন ভুলে রয়ে
গেল কাল নিমেষের প্রায়।

ভাঙ্গিয়াছি কিরূপে তা গড়ি?
মনোরথ ভগ্ন কিসে চড়ি?
সে শৈশবে মনোহর, কল্পনাতে গড়ি ঘর
মনোসাধে পেতেছিনু খড়ি!
স্মৃতিতে রহিল লাজ, হৃদয়-প্রাঙ্গণে আজ,
সেই ঘর যায় গড়াগড়ি।

আর আশা করিতে ডরাই;
সব আছে সে সাহস নাই!
পশ্চাতে চাব না ভাবি, তবু সে করাল ছবি,
আনে স্মৃতি; যে দিকেতে চাই,
নিজের দুষ্কৃতি দেখি, লজ্জায় মুদিব আঁখি,
হৃদিপটে অঙ্কিত তাহাই।

দেখাবার অনেক ত আছে,
তাই কেন না আনিস কাছে?
ভারতের পুণ্য গাথা, অশেষ কীর্ত্তির কথা,
তাই দেখা। একি পাছে পাছে,
যথা যাই সঙ্গে যাও, সেই এক কথা কও,
—'কি করেছ মনে কিহে আছে?'

কুলবধূ-বসনে অনল
লাগে যথা; হইয়া চঞ্চল
যত ধায় তত বাড়ে, যত ঝাড়ে নাহি ছাড়ে,
ধক্ ধক্ জ্বলে রে কেবল।
মনের অঞ্চলে মোর, লেগেছে রে শিখা ভোর,
যত ঝাড়ি দ্বিগুণ প্রবল।

প্রাণে মোর হইয়াছে ক্ষত;
রক্ত-স্রোত তথা অবিরত!
কে জানে সে সমাচার, প্রাণে যে কি অশ্রু-ধার,
অন্তরাত্মা কাঁদিছে যে কত?
বিষ লাগে এ সংসার, বড় মিষ্ট অন্ধকার,
চিন্তা-চিতা যেখানে জাগ্রত।

প্রাণে কূপ স্বহস্তে খুঁড়িয়া,
কত আশা রেখেছি পুতিয়া।
তাদের কবর পাশে, বসে কাঁদি নিরাশাসে
আঁধারে তা যায় মিলাইয়া।
কাঁদি বড় অনুরাগে, সে কবর ভাল লাগে,
বাঁচি যেন সেখানে কাঁদিয়া!

সাধুচিত্ত,—সতীর সংসার,
চিন্তাগুলি সুখী পরিবার!
বসিয়া শয্যার পাশে, সুখিনী জননী হাসে,
ঘুমাইছে পুত্র-গুলি তাঁর!
নিদ্রিত সন্তান গণে, যত দেখে প্রতিক্ষণে
চায় চিত্ত দেখিতে আবার!

আমি যেন হৃদি-কারাগারে,
পুরিয়াছি শতেক চিন্তারে!
অন্ধকূপে বন্দী-প্রায়, কেঁদে কেঁদে তারা হায়
মিলাইছে গভীর আঁধারে।
কেহ করে হাহাকার, কেহ বা ভাঙ্গিছে দ্বার
ইচ্ছা নয় দেখি তাসবারে।

ধরা-গর্ভে অস্থির সাগর,
পথ কিন্তু না দেয় প্রস্তর!
অন্তরে গর্জ্জন তার হয়ে থাকে যে প্রকার
সেইরূপ আমার অন্তর!
অন্তরে ফাটিছে দম, মুখ বদ্ধ লৌহ-সম
প্রাণপিণ্ড কাঁপে থর থর।

একি ঘোর পাপীর যাতনা,
পাপী পারে করিতে কল্পনা!
আর যেন আমি কভু, এ পথে না যাই প্রভু
এই মাত্র এখন প্রার্থনা।
বল বুদ্ধি দেহ ক্ষয়, তব কার্য্যে যেন হয়
পূর্ণ নাথ কর এ বাসনা।

নিবেদন শুন জগৎ-পতি!
এ বিপদে তুমি মাত্র গতি।
হৃদয় আকাশে মোর, দুর্দ্দিন ঘেরেছে ঘোর,
পুণ্য-রবি হর হে দুর্গতি।
অন্ধেরে নয়ন দেও, দুষ্কর্ম্মে সুপথে লও
দুর্ম্মতিরে বিতর সুমতি!

তব কৃপা হে কৃপা-নিধান!
একমাত্র অশ্রয়ের স্থান।
কৃপাতে নির্ভর করি, আছি নাথ প্রাণ ধরি,
কর কর পদ-ছায়া দান।
তব কৃপা সুবাতাস যারে লাগে কিবা ত্রাস
তরে সিন্ধু গোষ্পদ সমান!

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লাহোর গমন করাতে সেখানকার বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি কয়েকজন উৎসবে যোগ দেন নাই।

গত ১৩ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার আমাদের উপাসকমণ্ডলীর অন্তর্গত সঙ্গত সভার বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "রক্ষণশীলতা ও আমূল সংস্কার" এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠার্থ উপস্থিত করেন। তাহা পঠিত না হইয়া তাহার সারাংশ মুখে মুখে বিবৃত করেন। অনেকগুলি লোক উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গত সভার আলোচনা দ্বারা অনেকের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি দৃঢ় হইতে পারে। সুতরাং সঙ্গত সভাতে যতই এইরূপ আলোচনা হয় ততই কল্যাণের বিষয়। আরও কয়েক অধিবেশনে এই প্রশ্নটী আলোচিত হইবে।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্থির করিয়াছেন কিছুদিন ঢাকা হইতে অবসর লইয়া সমস্ত পূর্ব্ববাঙ্গালা পরিদর্শন ও তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন। তিনি সম্প্রতি ময়মন সিংহে গমন করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি প্রচার সংস্থানে সাহায্যদাতাদিগের নাম গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইবার পর নিম্নলিখিত মহোদয়গণ দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন:—

		মাসিক	বার্ষিক
বাবু শ্রীনাথ দত্ত	বিশ্বনাথ		৫
,, উমেশচন্দ্র গুই	কলিকাতা	।০	
,, অভয়চরণ নাগ	ঐ	।০	
,, কুঞ্জমোহন রায়	ঐ	।০	
,, অমৃতলাল সিংহ	ঐ	।০	
,, রমণীমোহন সিংহ	ঐ	।০	
,, অনাথবন্ধু রায় (কাকীনিয়া ব্রাহ্মসমাজ)	কাকীনিয়া		৩
,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়			৫০

পূর্ব্ব প্রকাশিত সমেত মোট মাসিক ৫৩৮০ বার্ষিক ৩৬৮

বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিয়া তত্রত্য ব্রহ্মমন্দিরে ও উপাসকদিগের বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য আসাম প্রদেশে প্রচার কার্য্য এক প্রকার শেষ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারার্থ তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত গত কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য সাধারণ ব্রহ্মসমাজ বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছে দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম।

কিছু দিন হইল আমরা তেজপুর হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হই। পত্র প্রেরক উক্ত পত্রে পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্যের প্রচার বিবরণ দিয়া অবশেষে নিম্নলিখিত সংবাদ দিয়াছেন;—

"বোধ হয় মহাশয় জ্ঞাত আছেন যে যখন এইস্থানে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারী মোহন চৌধুরী আসেন, তখন হইতেই, "তেজপুর ব্রাহ্ম সমাজ' এই নাম ধারণ করতঃ মনুষ্য বিশেষের আধিপত্য ও অভিমত প্রবল রাখিবার জন্যই হউক, কি উক্ত সমাজের কোন কোন কর্ম্মচারীর অত্যাচার অন্যান্য প্রায় সমুদয় সভ্য সহ্য করিতে না পারিয়াই হউক, কি প্রচারক মহাশয়ের প্রদর্শিত ব্রহ্মোপাসনার নূতন নিয়মাদিতে কোন প্রকার পৌত্তলিক কুসংস্কৃত ভাব দৃষ্টি করিয়াই হউক কি অন্য যে কোন কারণ বশতঃই হউক, ভূতপূর্ব্ব তেজপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সমুদায় সভ্য প্যারী বাবুর কার্য্যে যোগ না দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া ও পূর্ব্ব সঞ্চিত তাঁহাদের হৃদয়ের ধর্ম্মভাব সজীব রাখিয়া আসিতেছিলেন। গত ৩১শে ভাদ্র রবিবার উক্ত সভ্যদিগের এক সাধারণ অধিবেশন হয়, তাহাতে নিম্ন লিখিত ৯টী নিয়ম করা হয়—

১। এই উপাসনা সমাজ "মধ্য আসাম উপাসনা সমাজ" নামে অভিহিত হইল।

২। এই উপাসনা সমাজ স্বাধীন সমাজ, অন্য কোন সমাজের শাখা বা অঙ্গীভূত নহে।

৩। একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করাই এই সমাজের মূল উদ্দেশ্য।

৪। এই সমাজের উপাসনা প্রতি সপ্তাহের শনিবার সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে হইবে।

৫। একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনাতেই মুক্তি ও পরিত্রাণ এই মূল সত্যে যাহার বিশ্বাস আছে, তিনিই এই সমাজের সভ্য হইবার অধিকারী; এই সমাজের সভ্য হইলেও অন্য কোন সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

৬। এই সমাজে বিশেষ কোন ব্যক্তি উপাচার্য্য থাকিবেন না, প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে সভ্যদিগের মধ্য হইতে এক এক মাসের জন্য একজন উপাচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

৭। ইংরেজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদক এই সমাজের কার্য্যাদি নির্ব্বাহের জন্য উপাসক মণ্ডলীর সভা আহ্বান করিবেন।

৮। এই সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইলেন।

৯। সম্পাদক নিয়মিত কার্য্য ব্যতীত অন্য বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইলে সভ্যদিগের অধিকাংশের মত নিয়া করিতে হইবে।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ এই "মধ্য আসাম উপাসনা সমাজের" উপাসক শ্রেণীভুক্ত হইলেন—

শ্রীযুক্ত বাবু চৈতন্যচরণ দাস।
" " তারকচন্দ্র রায় চৌধুরী।
" " প্রতাপচন্দ্র ঘোষ।
" " রাজমোহন দাস।
" " রামচন্দ্র মজুমদার।
" " মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
" " জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদীপত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ লিখিত প্রশ্ন গুলি এবং তাহাদের উত্তর তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। প্রশ্ন গুলি যে নিতান্ত অসার অথবা অসাময়িক তাহা বোধ হয় আপনি বিবেচনা করিবেন না। আমার বিশ্বাস এই, তাহাদেরপ্রকৃত মীমাংসা দ্বারা অনেকেরই মহোপকার হইবে।

(১) ঈশ্বর অনন্ত। বিশ্বের সৃষ্টি যত অধিক দিনই কল্পনা করা হউক না, তথাপি "অনন্ত' সম্বন্ধে তাহা সেদিনের বলিতে হইবে। সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের এত কাল ইচ্ছা হয় নাই, তবে সে দিনই বা কেন ইচ্ছা হইল? সে ইচ্ছার কারণ কি?

(২) আকাশ অসীম, আকাশেতেই সৃষ্ট তাবৎ পদার্থ স্থিতি করিতেছে অর্থাৎ এই জগতের আধার আকাশকে আমরা কখনই শূন্য দেখি না, কোন পদার্থ না কোন পদার্থ দ্বারা তাহা পূর্ণ থাকে আকাশের কেহ সীমা করিতে পারে না সুতরাং আকাশ অর্থাৎ আধার যখন অনন্ত হইতেছে, তখন এই সৃষ্টি অর্থাৎ আধেয় কেন না অনন্ত হইবে?

(৩) কোন কার্য্যের ব্যাপ্তি দেখিয়া আমরা কাল নিরূপণ করিয়া থাকি। কাল অনন্ত, সুতরাং কার্য্যও অনন্ত। অতএব কার্য্যের (শক্তির) আধার আমরা এবং জড় পদার্থ সকলও কেন না অনন্ত হইবে? —(ক)

(৪) অনেকেরই বিশ্বাস এই, "এই পৃথিবী আমাদের পরীক্ষার স্থান।" কিন্তু ইহা একটী স্থির সিদ্ধান্ত যে, পরীক্ষক পরীক্ষার পূর্ব্বে পরীক্ষার্থীর গুণাগুণ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ থাকেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, পরীক্ষা দিবার জন্যই আমরা যদি এই পৃথিবীতে আসিয়া থাকি, তবে আমাদের পরীক্ষক কে? যদি ঈশ্বর হন, তবে আমাদের কার্য্যানুষ্ঠানের অর্থাৎ পরীক্ষার পূর্ব্বে তিনি কি আমাদের গুণাগুণ বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকেন? (খ)

(৫) কেহ ধার্ম্মিক জ্ঞানী ও ধনীর সন্তান হইয়া সহজেই জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত এবং নানা সুখে সুখী হইতেছে, আবার কেহবা অধার্ম্মিক, অজ্ঞানী ও দুঃখীর সন্তান হইয়া নানা কষ্ট ভোগ ও পশ্বাচার দ্বারা সকলকে জ্বালাতন করিতেছে কেন? ইহার উত্তরে যাহারা বলিয়া থাকে যে "চেষ্টা করিলে সকলেই সমান হইতে পারে" তাহাদের কথা অতি অসার। চেষ্টা করিয়া কে কোথায় বুদ্ধদেব বা যীশু খ্রীষ্ট অথবা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বা রঘুডাকাত হইতে পারিয়াছে? শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্রদের জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হওয়া যত সহজ, এক জন ধাঙ্গড়পুত্রের জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হওয়াও কি তত সহজ? তর্কানুরোধে স্বীকারই করিলাম যে, চেষ্টা দ্বারা সকলে সমান হইতে পারে, কিন্তু তুমি ধনী, তোমার পুত্র জন্মাবধি নানা ভোগে ভোগী, নানা সুখে সুখী, আর আমি দুঃখী, আমার পুত্র জন্মাবধি পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া হাহাকার করিয়া বেড়ায় কেন? অতএব কি প্রকারে বিশ্বাস করিব, ঈশ্বর সকলকে সমান চক্ষে দৃষ্টি করেন? (গ)

(৬) অপরের জন্য প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে কি না? অর্থাৎ আমি পাপ করিলাম, বা পীড়িত হইলাম, আর তুমি সেই জন্য দুঃখ করিলে, অনুতাপ করিলে, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে, অমনই আমার পাপ গেল, রোগ গেল। ইহা হইতে পারে কি না? আমরা কেবল ইহারই উত্তর চাই। নতুবা "চিরকাল সকলেই পরের জন্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে এবং তাহাতে আমাদের আত্মগ্লানি হয় না, অতএব তাহা অবৈধ নহে"। আমরা এরূপ অকিঞ্চিৎকর উত্তর চাহি না। চিরকাল অনেকেই ভূত প্রেতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে ভূত প্রেতের অস্তিত্ব আছে এমন নহে, এবং পাপ কর্ম্ম করিয়াও অনেকে আত্মগ্লানি ভোগ করে না বলিয়া তাহা পুণ্য-কার্য্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। (ঘ)

৭। পশুদিগের আত্মা ও পরকাল আছে কি না? যদি বলেন—নাই, তবে তাহাদের ভয়, লোভ, স্মৃতি, বুদ্ধি, অনুচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তি সকলের আধার কে? জড়পদার্থের গুণ বুদ্ধি, ইচ্ছা ও স্মৃতি প্রভৃতি হইতে পারে কি না? যদি না পারে আর যদি এই পৃথিবীর কিছুরই ধ্বংস না হয় কেবল রূপান্তর হয় মাত্র, তবে পশুদিগের বুদ্ধি ইচ্ছা প্রভৃতির যেটী আধার কেবল যে সেইটীরই ধ্বংস হইবে তাহার প্রমাণ কি? (চ)

৮। আমি যদি আমার স্বর্গগত পিতার উদ্দেশে এইরূপ প্রার্থনা করি যে "হে পিতঃ! তুমি আমার মঙ্গলের জন্য আশীর্ব্বাদ কর" তবে তাহা সঙ্গত হইবে কি না? আমার মৃত পিতা আমার সেই প্রার্থনা যথার্থই শুনিতে পাইবেন কি না? তিনি তাহা শুনিতে পাইবেন কি না, যদি তাহার কোন স্থিরতা না থাকে তবে সেরূপ প্রার্থনা একরূপ কুসংস্কারের কার্য্য কি না? (ছ)

মোকামা বশম্বদ
২১ অক্টোবর ১৮৭৮ শ্রীভগবতীচরণ দে

(ক) ভগবতী বাবুর প্রথম তিনটী প্রশ্নের উদ্দেশ্য একই তাঁহার প্রথম যুক্তির উত্তরে বক্তব্য, যে, ঈশ্বরের কেন সৃষ্টির ইচ্ছা হইল, তাহা কিরূপে জানিব? যদি বলেন, ঈশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছা বিহীন অবস্থা কল্পনা করা যায় না, সুতরাং সৃষ্টি চিরকাল আছে; তাহাও নহে। তিনি তখন "সে মহিম্নি" আপন মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আনন্দ মাত্রে অবস্থিতি করিতেন। আমাদের এই ক্ষুদ্র আত্মাও কখন কখনও এই অবস্থাতে স্থিত হয়, যাহাকে শাস্ত্রে যোগের অবস্থা কহে। সুতরাং এ অবস্থা কল্পনার পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়। দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর এই, যাহা পদার্থান্তরের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় তাহা অপূর্ণ, যাহা অপূর্ণ তাহা স্বতন্ত্র নহে, যাহা স্বতন্ত্র নহে তাহা স্বয়ম্ভু নহে। এই মূল যুক্তির অনুসরণ করিয়া চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে জড় ও জীব এই উভয়ের মূলে কোন মূল শক্তি আছে। আকাশকে আপনি জড় বিহীন দেখেন নাই তাহাই কি প্রমাণ যে তাহা জড় বিহীন অবস্থায় কখনও ছিলনা? কাল পক্ষেও ঐ রূপ।

(খ) এই পৃথিবী পরীক্ষাস্থান নহে কিন্তু বিকাশের স্থান।

(গ) একটী গ্রাম আছে, পূর্ব্বে সেই গ্রামের সমুদায় বর্ষায় জল একটী নদী দিয়া বাহির হইয়াছে। কৃষকেরা স্বার্থ-লোভে বিংশতি বৎসর হইল সেই নদীটীর মুখ বন্ধ করিয়াছে; সেই জন্য গ্রামের জল আর নির্গত হইতে পারে না। সুতরাং গ্রামটীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সে গ্রামে যত সন্তান জন্মে পীড়িত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ভগবতী বাবু অপর গ্রামের বালক বালিকার সহিত তুলনা করিয়া কি বলিবেন, যে কতকগুলি বালক সুস্থ, কতকগুলি অসুস্থ, তবে ঈশ্বরের সুবিচার কোথায়? কখনই বলিবেন না। কারণ সে অসুস্থতার কারণ মানুষের অজ্ঞতা। এখানেও ঠিক সেইরূপ সমাজে যে কেহ ধনী বা নির্ধন হয় তাহা মানবের অজ্ঞতা ও দূষিত সামাজিক বা রাজ বিধির ফল।

(ঘ) এই প্রশ্নটীর উত্তর দিতে হইলে সমুদায় প্রার্থনা তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক। এখানে স্থানাভাব, পরে আলোচনা করা যাইবে।

(চ) কেবল স্মৃতি বুদ্ধি কেন স্নেহ, দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং পশুদিগের কোন প্রকার আত্ম-পদার্থ নাই, এরূপ সাহস করিয়া বলা যায় না। সন্দেহস্থল।

(ছ) ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে মৃত আত্মীয় দিগকে মনোগত ভাব জানান যায়—তাঁহাদের পক্ষে এ প্রার্থনা অসঙ্গত নয়। অনেকে আবার এরূপ বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের পক্ষে ইহা অসঙ্গত। ত, স.

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 44, Beniatola Lane, CALCUTTA.

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ১১শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৮০০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

ফরাসিরা আমোদপ্রিয় বলিয়া ইংরেজ কবি কাউপার তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন একজন ফরাসিকে একটী বাঁশী ও একটী স্ত্রীলোক দেও দেশে কে রাজা হইল সে ব্যক্তি তাহার তত্ত্ব রাখিবে না। অনেক নির্ব্বোধ ব্রাহ্মের সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যায়। একটু উপাসনা ও দুইটী ভক্তির কথা দেও, ব্রাহ্ম-সমাজের ইষ্টানিষ্টের দিকে তাহার দৃষ্টি থাকিবে না? অনেকে বলেন, "আমরা ভক্তি, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি চাই, নিয়ম তন্ত্র প্রণালী প্রভৃতি চাই না।" যেন এই উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক বৈরভাব আছে; একটী যেখানে থাকে অপরটী সেস্থানে থাকিতে পারে না। আমরা বলি ভক্তি, ধর্ম্মভাব, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রযত্নে রক্ষা কর, এতদভাবে কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বাঁচে নাই, বাঁচিবে না, বাঁচিতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া সমাজের ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে উদাসীন হইও না। কিরূপ মত সকল প্রচারিত হইতেছে, কিরূপ রীতি নীতি সকল প্রবর্ত্তিত হইতেছে, কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য চলিতেছে এ সকলের প্রতিও দৃষ্টি রাখ; ইহারই নাম নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করা। এরূপে কার্য্য করিলে ভক্তি বা ধর্ম্মভাবের ব্যাঘাতের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। বরং এতদভাবে অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত মত, কুসংস্কার, কুরীতি প্রভৃতি প্রবেশ করিবে, ব্যক্তি বিশেষের প্রভাব ও সমগ্র সমাজের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইবে, এবং অন্যান্য অশেষ প্রকারে সমাজের দুর্গতি উপস্থিত হইবে। আর ভক্তি ও নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা আছে এরূপ চিন্তাই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। সুবিখ্যাত স্পার্জিয়ন সাহেব, সুপ্রসিদ্ধ মার্টিনো, ও অনেক ব্রাহ্মের দীক্ষাগুরু পার্কার ইহাঁরা কি ধর্ম্মভাবে ও বিশ্বাসে ন্যূন? কিন্তু ইহাঁরা কি সকলেই নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য করেন নাই? অধিক কি যে ব্রাহ্ম নিজের চক্ষে দুই বিন্দু জল পড়িল বলিয়া সমাজের ইষ্টানিষ্টের প্রতি উদাসীন হইতে পারেন, যে মত প্রচারিত হয় হউক যেরূপে কার্য্য চলে চলুক বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন, আমরা তাঁহার নাম স্বার্থপরদিগের মধ্যে লিখিতে কুণ্ঠিত হইব না, এবং নিশ্চয় জানি ঈশ্বরের চক্ষেও তিনি স্বার্থপর বলিয়া গণ্য হইবেন। উভয় দিকেই সতর্ক থাক এই সৎপরামর্শ।

আমরা কেশব বাবু এবং তাঁহার দলের অনেক দোষ প্রদর্শন করিয়াছি; তাঁহাদের দোষ প্রদর্শন করাই যেন আমাদের ব্যবসায়ের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আমরা এক একবার ভাবি দূর হউক আর কিছু বলিব না কিন্তু অমনি তাঁহাদের কোন না কোন উক্তি বা কার্য্য এরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ দেখিতে পাই যে সেগুলির দোষ প্রদর্শন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। ব্রাহ্মেরা এই সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কথা কিরূপ নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিতেছেন স্মরণ করিয়া আমরা বিস্মিত হইতেছি। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে এই পত্রিকাতেই একটী আশ্চর্য্য সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদটী এই, কেশব বাবু তাঁহার দলস্থ প্রচারকদিগের নিকট এই মর্ম্মের একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখাইয়া লইয়াছেন যে তাঁহারা কখনও তাঁহার (কেশব বাবুর) বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন না। এই সংবাদ দাতা শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে তিনিও উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন। কেশব বাবুর পক্ষে যে সকল ব্রাহ্ম আছেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা এসংবাদ শুনিয়া কি করিলেন? কোনও ব্রাহ্ম কি প্রকৃত কথা জানিবার জন্য প্রচারক সভার সম্পাদককে পত্র লিখিয়াছেন, যদি লিখিয়া থাকেন কি উত্তর পাইলেন? বিজয় বাবু মিথ্যা কথা বলিয়াছেন কে সাহস করিয়া একথা বলিবেন! যদি তাহা না হয়, এরূপ সংবাদ শুনিয়া কি উপেক্ষা করা উচিত? সেই প্রতিজ্ঞা মুদ্রিত করিবার জন্য কি বাধ্য করা উচিত নয়? আবার শুন, বিজয় বাবু কিছুদিন হইল ঢাকা প্রকাশে একটী অত্যাশ্চর্য্য সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সে পত্রখানি স্থানান্তরে উদ্ধৃত করা গেল। বিজয় বাবু নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়া বলিতেছেন যে কেশব বাবু স্বমুখে তাঁহাকে বলিয়াছেন; " আমি বর্ত্তমানে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য পাইবে না। সত্য

আমার মধ্য দিয়া আসিবে। আমি জীবিত থাকিতে তোমরা ঈশ্বরের নিকট সত্য পাইতে পার না।” বিজয় বাবু কেবল এই কথা বলিতেছেন না, কিন্তু এই কথা অস্বীকার করিবার জন্য কেশব বাবুকে সাহস পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছেন। এস্থলে উচিত কি? হয় বল বিজয় বাবু মিথ্যাবাদী, না হয় বল কেশব বাবু অভ্রান্ত, না হয় বল যে বিজয় বাবুর স্মৃতির দোষ। যদি স্মৃতির দোষ হয় কেশব বাবু স্পষ্টাক্ষরে তাহা বলুন। সচরাচর যে ভাবে উত্তর দেওয়া হয় তাহা করিলে হইবে না। কোন ব্রাহ্ম মফস্বল হইতে কোন প্রচারককে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিবেন, প্রচারক উত্তর লিখিবেন “ও কথা শুনেন কেন? উহাঁরা অনেক মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছেন”। এরূপ উত্তর লিখিলে চলিবেনা। প্রশ্ন এই কেশব বাবু বিজয় বাবু প্রভৃতিকে ওরূপ মর্ম্মের কোন কথা বলিয়াছিলেন কি না? ব্রাহ্ম সমাজ ইহার “হাঁ” কি “না” উত্তর চান, এবং সে উত্তর প্রকাশ্য ভাবে প্রকাশিত হউক। যদি উত্তর না দেওয়া হয় তাহা হইলে কি ব্রাহ্মদিগকে অপমান করা এবং অপদার্থ লোকের ন্যায় ব্যবহার করা হয় না; ব্রাহ্মদিগের বিবেকের কি এমনি হীনাবস্থা যে এতবড় একটা ব্যাপার সকলে উড়াইয়া দিবেন; দেখা যাউক কি হয়।

উপসংহারে বিজয় বাবুকেও কিঞ্চিৎ অনুযোগ করি; তিনি কিরূপে এরূপ মত শুনিয়া এতদিন নিস্তব্ধ ছিলেন! ব্রাহ্মেরা দেখুন তাঁহার মত সত্যপ্রিয় এবং স্বাধীনচেতা ব্যক্তিও অন্ধভক্তি দ্বারা কতদূর আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন।

আমাদের নূতন উপাসক মণ্ডলীর একটী সঙ্গত সভা আছে। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রে তাহার অধিবেশন হয়। সম্প্রতি উক্ত সভায় একটী গুরুতর প্রশ্নের বিচার চলিতেছে? সে প্রশ্নটী এই, ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে কিঞ্চিৎ রক্ষণশীল হইয়া চলা ভাল কিম্বা আমূল সংস্কারে রত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে দুই প্রকার মত আছে। এক সম্প্রদায়ের লোক বলেন—দেশের লোক যে সংস্কারের জন্য প্রস্তুত নয় যদি সেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে দেশের লোকে তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে এবং তৎপরে তোমাদের দ্বারা আর দেশে সে সত্য প্রচার হইবে না। সমাজের মধ্যে থাকিয়া আস্তে আস্তে সমাজের লোককে সুপথে আনিবার চেষ্টা কর। আর এক সম্প্রদায়ের মত এই, যাহা অনিষ্ট ও পরিহার্য্য বিবেচনা কর কিম্বা অনুষ্ঠেয় মনে কর তাহা সমগ্রভাবে কর। প্রথম মতাবলম্বীদের অভিপ্রায় এই; লোককে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশে যদি আংশিক পরিমাণে নিজের সংস্কার ও বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে হয়, কর। সংক্ষিপ্ত ভাবে এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। এতৎসংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন আছে তাহার উত্তর দিতে হইলে একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে হয়, তবে একটী মাত্র মূল কথা বলা যাইতেছে। প্রত্যেক সত্য সম্বন্ধে মানবের দুই প্রকার কর্ত্তব্য আছে। প্রথম সে সত্য নিজে অবলম্বন করা, দ্বিতীয় সে সত্য প্রচার করা। যাঁহারা প্রচারের অনুরোধে সত্য অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত তাঁহারা গৌণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে মুখ্য কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত করিয়া থাকেন। আর জগদীশ্বর এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে সত্য অবলম্বন করাই সত্য প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়। সত্য প্রচার করি কেন? না, লোকে সেই সত্য অবলম্বন করিবে বলিয়া। তবে সত্য অবলম্বন লক্ষ্য, প্রচার উপায় মাত্র। যেখানে প্রচার আছে অবলম্বন নাই, তাহা লক্ষ্য-বিহীন উপায় মাত্র। তুমি বিধবা বিবাহ উচিত বলিয়া প্রচার কর কেন? না, লোকে বিধবা বিবাহ দিবে বলিয়া। তুমি তোমার বিধবা কন্যার বিবাহ দেওনা কেন? না, অবাধে প্রচার করিতে পারিব বলিয়া; অর্থাৎ লোকে বিধবা বিবাহ দিবে বলিয়া। মতটী তবে ন্যায়ের যুক্তিতে এই দাঁড়াইল;—তুমি বিধবা বিবাহ দিতেছ না, তাহার কারণ যে অন্যে বিধবা বিবাহ দিবে। তুমি যখন একটী কার্য্য কর্ত্তব্য এ জ্ঞান সত্ত্বেও কার্য্য করিতেছ না, তখন কিরূপে আশা কর যে সেই জ্ঞান প্রচারে অন্যে কার্য্য করিবে?

নভেল পাঠ্য কি না?

নভেল পাঠ করা উচিত কি না, এবং যদি উচিত হয় কিরূপ লোকের পক্ষে উচিত? এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের স্কুল ও কলেজ সকলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহার একটী মহৎ দোষ এই, যে তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা ভিন্ন হৃদয়ের বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চালনার দিকে দৃষ্টি রাখা হয় না। এই কারণে দেশীয় শিক্ষিত যুবকদিগের অনেকে হৃদয়-বিহীন, ধর্ম্মভাব-বিহীন ও মনুষ্যত্ব লাভের প্রতিজ্ঞা বিহীন হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয়। তাহারা নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের উন্নতি ভিন্ন অন্য উন্নতিকে ভাল বাসিতে শিখে না; ধর্ম্মের নামে বিদ্রূপ করে; ভদ্রতা ও সাধুতাকে উপহাস করে; দেশের কি সমাজের কোন হিতকর কার্য্যে তাহাদের চিত্তের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে না; এবং জ্ঞানাভিমানে স্ফীত হইয়া তাহারা অন্যের গুণের মর্য্যাদা অনুভব করিতে পারে না। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি আছে? এই হৃদয়-বিহীন মস্তিষ্ক চালনার ভাব এত প্রবল হইয়াছে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে কবিতার আদর নাই। আমাদের সংস্কার উৎকৃষ্ট কবিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট নভেল পাঠেও কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ের বিকাশ

হইতে পারে। কেবল তাহা নহে, সুচিত্রকরের ন্যায় নভেল লেখক যদি সাধুতার প্রতি আস্থা ও অসাধুতার প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে সৎরুচি ও সৎনীতি গঠনেও সাহায্য হয়। কিন্তু নভেল পাঠের পথে একটী মহৎ আশঙ্কা আছে। অপরিপক্ব-মতি যুবক যুবতী অনেক সময় এই জাতীয় কাব্য পাঠে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে তাঁহাদের অন্য সকল পাঠ বন্ধ হইয়া যায়। যাহাতে মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, চিত্তকে ধৈর্য্য ও বল প্রদান করে; সারবান্ সত্য সকল সংগৃহীত করে, এরূপ গ্রন্থ পাঠের প্রতি তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জন্মে। বলা বাহুল্য ইহা ও শোচনীয়। আমরা যদি কোন যুবক বা যুবতীকে কেবল নভেল পাঠে রত দেখি, ভাবি যে তাহার মন দিন দিন দুর্ব্বল ও অন্তঃসারশূন্য হইতেছে। অতএব, যে সকল যুবা পুরুষের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত পরিপক্ব এবং যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা বুদ্ধিবৃত্তির চালনাতে রত থাকিতে হয়, যাঁহাদের হৃদয়ের চালনার অন্য উৎকৃষ্টতর উপায় নাই, তাঁহাদের পক্ষে মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট কবিতা ও নভেল পাঠ করা নিন্দনীয় নহে।

নভেলের মধ্যে আবার দুই জাতীয় গ্রন্থ আছে। এক শ্রেণীর গ্রন্থকে ইংরেজীতে (Romance) এবং বাঙ্গালাতে অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ উপন্যাস বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে সার ওয়াল্‌টার স্কট ইহার প্রধান পথ প্রদর্শক এবং এদেশে বঙ্কিম বাবু সেই পথাবলম্বী। আমরা এই জাতীয় গ্রন্থকে ঘৃণা করি। ইহার দোষ এই, এতৎপাঠে পাঠক পাঠিকার মন অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত হয়। এই সকল গ্রন্থে যে কিছু সাধুতার চিত্র চিত্রিত হয় তাহার প্রতি আস্থা জন্মে, কিন্তু তৎসঙ্গে হৃদয়ে অনুকরণের আশা জন্মে না; কারণ সেই সাধুতার বিকাশকারী ঘটনাবলী সমুদায় অদ্ভুত ও অদৃষ্টচর। যাহাতে কেবল আমোদ দিবার অনুরোধে রুচিকে বিকৃত করে না, যাহাতে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত ঘটনাবলীদ্বারা অদ্ভুত গুণের বিকাশ করে না, কিন্তু যাহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যে এরূপ ঘটনা আমাদের প্রতি জনের প্রতি দিনের জীবনে ঘটিয়া থাকে এবং এই সকল সদ্গুণ তোমার আমার আয়াস সাধ্য, এবং অনুকরণীয়, আমরা সেই শ্রেণীর নভেলকেই ভালবাসি। আমাদের প্রতি দিনের কার্য্যের মধ্যেই স্বর্গ ও নরক উভয় থাকিতে পারে; সেইগুলি আবিষ্কার করাই নভেল লেখকের কার্য্য। সুচতুর, সুবিজ্ঞ ও হৃদয়বান্ লেখকের হস্তে লেখনী পড়িলে তিনি আশ্চর্য্য রূপে সমাজের দুর্নীতির সংশোধন, লোকের চরিত্রের উন্নতি প্রভৃতি করিতে পারেন। নতুবা যাঁহার কেবল রসিকতা আছে কিন্তু মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নাই; প্রতিভা আছে, হৃদয় নাই; লিপি-কৌশল আছে, ধর্ম্মানুরাগ নাই; আমোদ দিবার শক্তি আছে, শিক্ষা দিবার বাসনা নাই; তাঁহার হস্ত প্রসূত গ্রন্থ সকল সমূহ অকল্যাণের কারণ হয়। অতএব আমাদের মতের সার এই; এক বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে নভেল হস্তে দেওয়া উচিত নয়; অদ্ভুত ঘটনাবলী পরিপূর্ণ নভেল সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য; নভেল পাঠ করিয়া তাহাতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়; যাঁহাদিগকে কেবল মস্তিষ্কের চালনা করিতে হয় তাঁহাদিগের পক্ষে মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট নভেল বাছিয়া পাঠ করা পরামর্শ।

সামাজিক বিবেক।

এ শব্দটী নূতন। বিবেক বলিলে কি বুঝায় তাহা ব্রাহ্মমাত্রেই জানেন। যে বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে থাকাতে আমরা সৎ অসৎ ন্যায় অন্যায় বিচারে সমর্থ হই তাহার নাম বিবেক। এই বিবেক আমাদের প্রতি দিনের জীবনে কিরূপ কার্য্য করে তাহা সকলেই জানি। মনু এই বিবেককে "নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্য পাপেক্ষিতা মুনিঃ" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের দোষগুণ পরীক্ষা করা বিবেকের কার্য্য। বিবেকের আর একটী ধর্ম্ম এই, যতই প্রত্যেক কার্য্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করা যায় ততই ইহার তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি হয়। একদিকে যেমন বিবেকের দৃষ্টি সূক্ষ্ম হয় অপর দিকে মনুষ্যের চরিত্রে সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির সুফল প্রকাশ পাইতে থাকে। এরূপ ব্যক্তির চরিত্র দিন দিন পবিত্র ও পরিষ্কৃত হইয়া আসে। জ্ঞাতসারে কোন প্রকার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বা ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে ক্রমেই দুষ্কর হইয়া উঠে। কিন্তু আমরা অদ্য এরূপ বিবেকের উল্লেখ করিতেছি না। ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে যেরূপ এক প্রকার বিবেক আছে জন-সমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ এক প্রকার বিবেক আছে, তাহাকে সামাজিক বিবেক বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত বিবেক যেমন ব্যক্তি বিশেষের প্রত্যেক কার্য্যের ন্যায়ান্যায় বিচার করে, সামাজিক বিবেকও তেমনি সাধারণ ঘটিত কার্য্য সকলের দোষ গুণ বিচারে সর্ব্বদা নিযুক্ত। যে জাতির এই বিবেক সজাগ ও প্রস্ফুটিত তাহাদের সাধারণ ঘটিত কোন কার্য্যে অসত্য বা অন্যায় ব্যবহার প্রশ্রয় পাইতে পারে না। ব্যক্তিগত চরিত্রের ন্যায় তাঁহাদের সাধারণ নীতিও দিন দিন উন্নত হইয়া আসে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মনে কর, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রি-সভা একটী কার্য্য করিলেন; কোন জাতির সহিত কোন সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হইলেন; বা কোন দেশ অধিকার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অমনি দশ দিকে তাহার তন্ন তন্ন ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার আরম্ভ হইল। স্বার্থের দিক হইতে, দয়ার দিক হইতে, ন্যায়ের দিক হইতে, ধর্ম্মের দিক হইতে, সেই কার্য্য বা সেই অভিপ্রায় কিরূপ দেখায় তাহা প্রকাশ হইতে লাগিল। সে কার্য্য বা অভিপ্রায়ের মধ্যে যে কিছু নিন্দনীয় ভাব ছিল, তাহা সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল,

লোকের অসন্তোষ বিরক্তি ও ক্রোধের শিখা জ্বলিয়া উঠিল; যাঁহারা সেই কার্য্য করিয়াছিলেন, হয় তাঁহারা দণ্ডিত হইলেন, না হয় তাঁহাদিগকে সে প্রকার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সামাজিক বিবেক জাগ্রত বলিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে, সাধারণ ঘটিত বিষয়ে একটী কথা কহিতে হইলে লোককে সতর্ক হইয়া কথা কহিতে হয়।

আমরা চিরকাল যথেচ্ছাচারের মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছি। অন্যায় দেখিয়া উপেক্ষা করা, অত্যাচার দেখিয়া মৌনী থাকা, ও ধর্ম-বিগর্হিত ব্যবহার দেখিয়া সহ্য করা আমাদের অভ্যাস। এই সামাজিক বিবেকের অভাব আমাদের দেশে অনেক প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমতঃ সাধারণ ঘটিত কার্য্যে এবং ব্যক্তি ঘটিত কার্য্যে আমরা অনেক সময় প্রভেদ করিতে পারি না। কোন ব্যক্তি যদি কোন সাধারণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন আমরা সে কার্য্যকে তাঁহারই কার্য্য ভাবিয়া বসি; এবং তাহার ভালমন্দ বিবেচনার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। দ্বিতীয়তঃ কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে চলিতেছে না দেখিয়াও কিছু বলিতে সাহসী হই না, কারণ সাধারণ কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব জ্ঞানের অভাবে কার্য্যকারীর কিঞ্চিৎ ক্লেশ উৎপাদন করা অপেক্ষা সেই সাধারণ কার্য্যকে বিশৃঙ্খল হইতে দেওয়া প্রার্থনীয় মনে করি। এমন কি এই সামাজিক বিবেক দুর্ব্বল বলিয়া আমাদের দেশের লেখকেরা পর্য্যন্ত তাঁহাদের দায়িত্ব-চিন্তা বিহীন হইয়া লিখিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে একটী অসাবধান কথা বলিলে দশজনে চাপিয়া ধরে, সুতরাং বিশেষ প্রমাণ ও যুক্তি না থাকিলে কেহ কোন কথা বলে না, আমাদের দেশে সে জাগ্রত ভাব নাই, সুতরাং যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলে, প্রমাণ ও ফলাফল চিন্তার দিকে দৃষ্টি নাই।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে এই সামাজিক বিবেকের অভাব আমরা বিশেষ রূপে অনুভব করিতেছি। এক ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উল্লেখ করিলে আর অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন থাকে না। এই মন্দির সম্বন্ধে যাহা করা হইয়াছে, অন্য কোন সভ্য ও স্বাধীন দেশ হইলে কখনই এরূপ হইতে পারিত না। ব্যাপারটী এই, একটী প্রকাশ্য উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণের জন্য সাধারণের নিকট কতকগুলি অর্থ সংগৃহীত হইল; সেই অর্থে একটী গৃহও নির্ম্মাণ করা হইল; দশ বৎসর চলিয়া গেল সেই গৃহের ব্যবহার ও রক্ষার নিয়মাদির ভার সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ কোন ট্রষ্টি বা ট্রষ্টিগণের হস্তে অর্পণ করা হইল না; এই দশ বৎসরের মধ্যে ঐ মন্দিরের অর্থ সাহায্য-কারী এবং তত্রত্য উপাসকদিগের মধ্যে অনেকে বার বার ট্রষ্টি নিয়োগের জন্য অনুরোধ করিলেন তাহার প্রতি কর্ণপাত করা হইল না। তৎপরে বল-পূর্ব্বক অর্থ প্রদাতা ও উপাসকদিগের অনেককে উক্ত গৃহের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইল; তাঁহারা ট্রষ্টি নিয়োগার্থ পূর্ব্বে সভা আহ্বান করিবার অনুরোধ করেন, সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া ছয় মাসের নোটিস দিয়া মন্দিরের সাহায্যকারীদিগের একটী সভা আহ্বান করা হইল; দুই তিন মাস বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর, সে সভা হঠাৎ বন্ধ করা হইল; এবং পুনরায় আর এক প্রকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনে উক্ত গৃহের চাঁদাদাতাদিগকে আহ্বান করা হয় এ বিজ্ঞাপনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বার্ষিক সভাতে উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইবে বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইল। আমাদের সামাজিক বিবেক এরূপ দুর্ব্বল যে এতগুলি অবৈধ আচরণ আমরা উপেক্ষা করিতেছি। কেবল তাহা নহে; যদি কেহ এই সকল অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন আমরা তৎক্ষণাৎ ভাবিয়া বসি সে ব্যক্তি বিদ্বেষ বশতঃ সেইরূপ কথা বলিতেছে। সাধারণের বিষয়ে যে সকলের কথা কহার অধিকার আছে এবং কথা না কহাই অনুচিত হয় তাহা শিখিতে আমাদের এখনও বিলম্ব আছে। কেহ কেহ বলিতেছেন আমরা কেবল দোষানুসন্ধানে ব্যস্ত; ঠিক কথা। আমরা বাস্তবিক তাহাই করিতেছি কিন্তু কর্ত্তব্য বুঝিয়াই করিতেছি এবং যতদিন ব্রাহ্মেরা এইরূপ করিতে না শিখিবেন ততদিন করিব। রোগ যেরূপ প্রবল ঔষধ সেইরূপ প্রবল হওয়া উচিত। ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিতান্ত উদাসীন সুতরাং এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত প্রত্যেক কথা ও কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা এবং তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে দেখাইয়া দেওয়াই এই আলস্য ও ঔদাসীন্য নিবারণের উপায়। অতএব যাঁহারা আমাদিগকে বিবাদ পরায়ণ দেখিয়া বিদ্বেষী মনে করিতেছেন, তাঁহাদের সে মত মস্তকে থাক। বিবাদের এখন হইয়াছে কি? আরও বিবাদ চাই, তবে সামাজিক বিবেক প্রস্ফুটিত হইবে। অন্ততঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে আমরা এই পরামর্শ দিতেছি, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের সাধারণ বস্তু, ইহার ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে তাঁহাদের কথা কহিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমার অনুরোধে বা উঁহার অনুরোধে কথা না কহিলে আমাদের মধ্যে নানা প্রকার দোষ প্রশ্রয় পাইবে। অতএব তাঁহারা কাহাকেও ছাড়িবেন না। সত্য রক্ষা ও সমাজের ইষ্ট রক্ষা বিষয়ে কাহারও মুখাপেক্ষা করিবেন না। সর্ব্বদা বিবাদপরায়ণ হইবেন; কেবল এই মাত্র দেখিবেন সমাজের ইষ্ট চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন দুরভিসন্ধি সেই বিবাদের মূলে প্রবেশ না করে।

প্রেমের সুখ।

যদি কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন কি উপায়ে এই মানবজীবনকে চির সন্তোষের আলয় করা যায়? আমরা অমনি উত্তর দি, সর্ব্বদা সৎকার্য্যে রত থাকাই

শ্রেষ্ঠ উপায়। কার্য্যে আদিতে সুখ, মধ্যে সুখ অন্তেও সুখ। কোন প্রকার সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইব এই সংকল্পের উদয় মাত্র জীবনের জড়তা দূর হয়, আলস্য ঘুচিয়া যায়, বুদ্ধি-বৃত্তি উপায় চিন্তনে জাগ্রত হয়, এবং আশা প্রস্ফুটিত হয়। অতএব সৎকার্য্যের সংকল্পেই আত্মার অভ্যন্তরে এক প্রকার নবজীবনের সঞ্চার করে। সৎকার্য্যের মধ্যেও সুখ। যখন মনের ভাব কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে—আশা পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত হইয়াছে, চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে, তখন ও কত সুখ। অন্তের ত কথাই নাই। মনের ভাব যখন কার্য্যে সম্পূর্ণ রূপে পরিণত হয়, হৃদয়ের আশা সকল যখন সফল হইতে থাকে, সে আনন্দের তুলনা দিবার স্থান নাই। জীবনের তাৎপর্য্য তখন হৃদয়ঙ্গম করি; নিজের স্বাধীনতা ও মহত্ত্বের আভাস পাইয়া চিত্ত পুলকিত হয় এবং আশা, সাহস ও বিশ্বাসের মিলনে এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন পরিশ্রম প্রার্থনীয় কিম্বা বিশ্রাম প্রার্থনীয়? আমরা বলি পরিশ্রম প্রার্থনীয়। পক্ষীর আকাশে উড়িয়া যে সুখ; মৎস্যের জলে সন্তরণ করিয়া যে সুখ, মানবের বৃত্তি নিচয় বিকশিত হইবার অবসর পাইলেও সেইরূপ সুখ। এই শ্রম-সুখের আস্বাদন একবার যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে কার্য্যে রত থাকাই জীবন এবং আলস্যই মৃত্যু। তাঁহাদের মন সর্ব্বদা জাগ্রত, সর্ব্বদা সতেজ এবং সর্ব্বদা কর্ম্ম-পরায়ণ।

সর্ব্বদা কার্য্যে রত থাকার আরও অনেক সদ্গুণ আছে। এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার পরিশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রহরী (Work is best police-man) বলিয়াছেন। তাহার কারণ এই, এক ব্যক্তি যদি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শ্রমে রত থাকে, তৎপরে রজনী সমাগত হইলে সে যখন বিশ্রাম শয্যায় শয়ন করে, তখন নিদ্রা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে; এবং তাহার পাপ পথে গমন করিবার আর অবসর থাকে না। পৃথিবীতে যত প্রকার দুষ্কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় অনুসন্ধানে দেখা যায় শ্রম-বিহীন অলস ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিগণের দ্বারাই তাহার অধিকাংশ কৃত হইয়া থাকে। এই জন্য ইংরেজীতে একটী প্রবাদ আছে "নিষ্কর্ম্মার মন শয়তানের কারখানা বাড়ী।"

নিরন্তর সৎকার্য্যে রত থাকার আর একটী গুণ। সর্ব্বদা যাহার চিত্ত এক প্রকার না এক প্রকার সদনুষ্ঠানে রত থাকে, তাহার চিন্তা, কল্পনা, বাসনা প্রভৃতি, এমন কি তাহার স্বপ্ন পর্য্যন্ত, সেই সকল কার্য্যের মধ্যে বিচরণ করে; সুতরাং যে সকল চিন্তা ও যে সকল কল্পনা হৃদয়ে উদিত হইয়া মনুষ্যকে প্রলোভনে পতিত করে সে সকল চিন্তা ও কল্পনা সে ব্যক্তির মনে স্থান পায় না। যখন দেখি সে ব্যক্তি নির্জ্জন, অমনি দেখি সেই সকল কার্য্যের একটী না একটীর চিন্তা আসিয়া তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এইজন্য দেখা যায়, সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে রত থাকা চিত্তশুদ্ধির একটী সহজ ও প্রধান উপায়। পরিশ্রমের এত গুণ।

কিন্তু পরিশ্রম দুই প্রকারে করা যায়। এক স্বার্থ-সাধনে দ্বিতীয় পরার্থ-সাধনে। স্বার্থ-সাধনে পরিশ্রম অনেক লোকে করিয়া থাকে। ধন লালসায়, কিম্বা মান লালসায় লোকে দিবারাত্রি খাটিয়া থাকে। সে পরিশ্রমে যে কোন সুফল নাই, আমরা এরূপ বলি না; কিন্তু দেশ হিতকর, ও নর-হিতকর কার্য্যে রত থাকিলে আত্মার যেরূপ প্রশস্ততা, উদারতা ও বিস্তৃতি অনুভব করা যায় স্বার্থপর শ্রমে তাহা কখনই করা যায় না। মনুষ্যের দুইটী প্রধান শক্তি আছে, যাহা পশুদিগের নাই এবং যাহার গুণে মনুষ্য এত শ্রেষ্ঠ। প্রথম শক্তি, মিলিত সমষ্টিকে ভাল বাসা, দ্বিতীয় মানসিক সংস্কারকে বা বিশ্বাসকে ভাল বাসা। পশু আপনার বৎসকে ভাল বাসে, কিম্বা সহচর পশুকে ভাল বাসে, কিম্বা প্রভুকে ভাল বাসে; কিন্তু বৎসকুলের মিলিত সমষ্টিকে কিম্বা সহচরকুলের মিলিত সমষ্টিকে কিম্বা প্রভুর জাতির সমষ্টিকে ভাল বাসিতে পারে না। মনুষ্যের সে শক্তি আছে। আমরা কেবল রাম, হরি, শ্যামকে ভাল বাসি না কিন্তু সমগ্র জাতিকে ভাল বাসিবার ক্ষমতা আছে। এইরূপ মানসিক সত্তাকেও ভাল বাসিবার শক্তি আছে। এইজন্য ইংলণ্ড ইংরাজের নিকট, জর্ম্মনি জর্ম্মাণের নিকট এত প্রিয় যে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট তত প্রিয় হয় না।

এই অনুরাগের সংযোগ থাকাতে আবার পরার্থে শ্রম করিয়া সুখ হয়। তখন সুখের উভয় কারণ উপস্থিত থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, ব্রাহ্মসমাজ বলিলে অনুরাগ বিহীন ব্রাহ্মের নিকট একটী অনির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট জন-সমষ্টি বুঝায়; কিন্তু যে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন তাঁহার নিকট ইহা হস্ত পদ বিশিষ্ট জীব অপেক্ষাও আকার-বিশিষ্ট পদার্থ। অতএব ব্রাহ্মসমাজের জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা তাঁহার পক্ষে কিরূপ মধুর। অতএব ব্রাহ্ম যদি বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে ইচ্ছুক হন তাহার কার্য্য-ক্ষেত্র কত প্রসারিত! ব্রাহ্ম যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি যদি প্রকৃত হৃদয়বান্ লোক হন তাঁহার নিদ্রা যাইবার সময় থাকে না। অন্য দেশের কথা জানি না ভারতবর্ষের ত সকল কার্য্যই সমীপে পড়িয়া রহিয়াছে; ব্রাহ্মসমাজের ত কথাই নাই। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম। আমাদের এখন শ্রমের সময়, স্বার্থনাশের সময় পরীক্ষার জ্বলন্ত চিতার মধ্যে জীবনকে আহুতি দিবার সময়। পরিশ্রম, ভাবনা ও দরিদ্রতার ভার মস্তকে লইয়া আমাদিগকে কয়েক পুরুষ ধরিয়া অকালে বিলীন

হইতে হইবে। তাহাতে কি! এক জন সাধু বলিয়া গিয়াছেন, "গোধূম বীজ নষ্ট না হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না।" এই খাটিবার ভার বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে। এক অসহায় ব্রাহ্মের উপরে স্বীয় পরিবারের উন্নতির ভার, যে স্থানে থাকেন সে স্থানের লোকের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির ভার, এবং বিশেষ ভাবে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি চেষ্টার ভার পড়িয়াছে। তিনি এই সকল ভার মস্তকে লইয়া শ্রম করিতে করিতে অবসৃত হউন। বিশ্রাম তাঁহার জন্য নহে।

"উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে,
তা ও যদি হয় হোক রে কপালে।
বুঝিয়াছি বেশ দিতে হবে প্রাণ,
তবে যে জাগিবে ভারত সন্তান।
আর জন কত, ধরি এই ব্রত
খাটিয়া জীবন করি অবসান।"

উদার ধর্ম্মচর্চ্চা।

এক বিষয়ে জগতের যেন যুগান্তর উপস্থিত হইতেছে। এমন এক সময় ছিল, যখন খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিতেন যে বাইবেল ভিন্ন সৎশাস্ত্র নাই, এবং খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় ভিন্ন ঈশ্বরের প্রিয় ও অনুগৃহীত সম্প্রদায় নাই; মুসলমানেরা ভাবিতেন মহম্মদের পথানুবর্ত্তিগণই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এবং মহম্মদ প্রদত্ত গ্রন্থই স্বর্গীয় শাস্ত্র, হিন্দুরাও এরূপ মতে ন্যূন ছিলেন না। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে পণ্ডিতগণের গবেষণা এবং বিচার-শক্তির প্রভূত উন্নতির গুণে এবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এখন সমুদায় জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অতিশয় যত্ন সহকারে অধীত হইতেছে; কোথায় কোন সত্যরত্ন নিহিত আছে তাহা শ্রমসহকারে আবিষ্কৃত হইতেছে; দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষে সত্যের গৌরব ও অসত্যের অযশ ঘোষণা করা হইতেছে। এখন লোকে দেখিতেছে যে ঈশ্বর কোন জাতির নিকট আপনাকে অপ্রকাশিত রাখেন নাই, সকল জাতিই এক মানব প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া, একপথে বিচরণ করিয়া, এক সোপানে আরোহণ করিয়াছে। এখন বিশেষ গ্রন্থ বিশেষ জাতি, বিশেষ সত্য, এসকল আর নাই এবং এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতগণের চক্ষু মানব প্রকৃতিরূপ গভীর তত্ত্বের উপর পতিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঠিক এই সময়ে অভ্যুদিত হইয়া বলিতেছেন "নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, যার আছে ভক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাতিবিচার"। সময়ের প্রকৃতি যেমন উদার আমাদের ধর্ম্মের ভাব ও তদনুরূপ উদার।

আমরা কোন গ্রন্থে বা ব্যক্তিতে বা দেশে বদ্ধ নহি। আমাদের শাস্ত্র ও গুরু সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, খ্রীষ্টানের বাইবেল সমুদায় আমাদের পাঠ্য এবং আদরণীয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রশস্তভাব আছে বলিয়াই ইহার জয়ের আশা এবং এটীর যদি ব্যাঘাত করা হয় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণের পক্ষে হানি করা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট এত আদরণীয় হইয়াছে এই উদারতাই তাহার প্রধান কারণ।

ব্রাহ্মের মত যেরূপ উদার তাঁহার ধর্ম্ম-চর্চ্চাও সেইরূপ উদার হওয়া উচিত। অর্থাৎ তিনি যে কেবল এক জাতীয় গ্রন্থে বদ্ধ থাকিবেন, এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পড়িবেন তাহা হইবে না, তাঁহাকে যথাসাধ্য অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। গ্রন্থ পাঠের মধ্যে একটু অর্থ আছে। আমরা সর্ব্বদা যে জাতীয় গ্রন্থ পাঠ করি, অজ্ঞাতসারে তাহার অন্তর্নিহিত ভাব সকল আমাদের মনে সংক্রান্ত হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি অনেক পরিমাণে সেইরূপে নিয়মিত হয়। একজন যদি কেবল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অখ্রীষ্টীয় তাবৎ বিষয়ের প্রতি ঘৃণা জন্মিবে, ঈশ্বরকে রুদ্র ও প্রতিহিংসাপ্রিয় বোধ হইবে, পাপের জন্য অনুতাপ জন্মিবে এবং মধ্যবর্ত্তির আবশ্যকতা প্রতীতি হইবে। সেইরূপ যদি একজন কেবল বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠ করেন, বৈষ্ণব ভাবের গুণ এবং দোষ উভয়ই তাঁহার চিত্তে সংক্রান্ত হইবে। একদিকে তিনি প্রেমিক হইবেন; ঈশ্বরের নামে তাঁহার চক্ষে জল ধারা পড়িবে; প্রেমের চিত্রে, প্রেমের চিন্তায় মন ভুলিয়া যাইবে; কিন্তু অপরদিকে পবিত্রতা বিষয়ে চরিত্রের হীনতা জন্মিবে। সেইরূপ যদি কেহ কেবল হিন্দু শাস্ত্র সকল পাঠ করেন, হিন্দু শাস্ত্রের দোষগুণ উভয় তিনি প্রাপ্ত হইবেন। হিন্দু শাস্ত্রের গুণ এই, যে তাহা মনুষ্যের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে, সংসারকে অসার এবং ধর্ম্মকে সার বলিয়া প্রতীতি উৎপন্ন করে, চরিত্রের একপ্রকার স্নিগ্ধতা ও কোমলতা সম্পাদন করে। দোষ এই, ইহাতে বিশ্বাস ও কার্য্যের একতার শিক্ষা দেয় না এবং হৃদয়ে সে প্রতিজ্ঞা ও সাহসের উদয় করে না। অতএব ব্রাহ্ম যদি কেবল এতদ্দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রই আলোচনা করেন তাহা হইলে তাঁহার সে ধর্ম্মচর্চ্চা উদার হইবে না; তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় শাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

আমরা প্রায় দেখিতে পাই, সপ্তাহান্তে একদিন দুই ঘণ্টাকাল সামাজিক উপাসনাতে যোগ দেওয়া ভিন্ন অনেক ব্রাহ্মের আর কোন প্রকার ধর্ম্মচর্চ্চা নাই। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ যে ধর্ম্মচর্চ্চার একটী প্রধান উপায় তাহা অনেকে বিস্মৃত হন। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে প্রাচীন লোকদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বদা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পাঠ ও শ্রবণে তৎপর তাঁহারাই

সর্ব্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক লোক। বৈষ্ণব দিগের মধ্যে যাঁহারা নিত্য চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ভক্ত এবং খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা নিয়ম পূর্ব্বক প্রতিদিন বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারাই বাস্তবিক নিষ্ঠাবান। ব্রাহ্মকে যে কেবলই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে তাহা নহে। ব্রাহ্মের হৃদয় মনের চর্চ্চা চাই। অতএব তিনি সকল প্রকার গ্রন্থ পাঠ করিবেন কিন্তু বিশেষ ভাবে যথা সাধ্য নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিবেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে বাঙ্গালাতে ঐ প্রকৃতির অধিক গ্রন্থ পাওয়া যায় না। অদ্যাপি বাঙ্গালাতে পাঠোপযোগী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অতি অল্প হইয়াছে বলিলে হয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে এই একটী মহৎ কার্য্য-ভার রহিয়াছে। সে যাহা হউক ব্রাহ্মেরা দশজনে যেখানে আছেন সেখান কার সমাজ সংক্রান্ত একটী পুস্তকালয় থাকা উচিত। তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ সকল ক্রয় পূর্ব্বক পাঠ করিবেন এবং একজন পাঠ করিয়া অপরকে দিবেন। যাঁহাদের নিজের সঙ্গতি আছে তাঁহারা নিজের পুস্তকালয় রাখিবেন। পাঠের অভ্যাস কোন মতেই ম্লান হইতে দেওয়া উচিত নয়। শাস্ত্র-পাঠকে ব্রহ্মের শ্রবণ বলা যায়। এই শ্রবণের দ্বারা আত্মার চক্ষুকে মার্জ্জিত করে, চিন্তাশক্তি উদ্দীপ্ত করে, আত্মার ভিতরে দৃষ্টিকে প্রেরণ করে এবং ধর্ম্মকে মধুর করিয়া দেয়। হৃদয় মন এরূপ প্রস্তুত হইলে "নিদিধ্যাসন" সুফল প্রসব করে। নতুবা অপ্রস্তুত মনে উপাসনা করাতে অনেক সময় সে উপাসনা ও প্রার্থনা উপরে উপরে ভাসিয়া বড়ায়।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর পাঠ ও উপদেশের মর্ম্ম।

১৮ই কার্ত্তিক রবিবার।

পাঠ।

"যৎ কল্যাণ মভিধ্যায়েৎ
তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃস্যাৎ
সাধুরেব সদা ভবেৎ॥"

যাঁহারা কোন প্রকার ধর্ম্ম সংস্কার অথবা সমাজ-সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। "যৎ কল্যাণ মভিধ্যায়েৎ" অর্থাৎ যাহা কিছু কল্যাণ জনক, হিতকর বা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে, "তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ" অর্থাৎ তাহাতেই আপনাকে নিযুক্ত করিবে। যে কার্য্যে নিজের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল এবং যাহাতে অপরেরও মঙ্গল এরূপ কার্য্যে অবিচারিত চিত্তে রত হইবে। যাহা নিজের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিবে, যে সত্য নিজের বা দেশের পক্ষে শ্রেয়স্কর মনে করিবে তাহা তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করিবে। যে কুপ্রথা নিজের বা দেশের দুর্গতির কারণ, যাহাতে অধর্ম্ম ও অবিচার এবং পাপ ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এখন প্রশ্ন এই, সম্পূর্ণ বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে গিয়া যদি লোকের অপ্রিয় হইতে হয় তাহা হইলে কি হইবে। তাহারও উত্তর আছে। "ন পাপে প্রতি পাপঃ স্যাৎ" অনিষ্টকারির প্রতি অনিষ্টাচরণ করিবে না। কেবল তাহা নহে "সাধুরেব সদা ভবেৎ" সর্ব্বদা সাধু আচরণ করিবে; অর্থাৎ সর্ব্বদাই অসাধুতা দ্বারা সাধুতাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিবে। ব্রাহ্মের জীবনে এই উভয় ভাব মিশ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি কেবল এক দিকে নিজ বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য কর কিন্তু অপরদিকে অনিষ্টকারীর অনিষ্টাচরণে অথবা ঘৃণাকারীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশে প্রবৃত্ত হও; যদি অত্যাচার ও নির্য্যাতন করিল বলিয়া তাহাদের সহিত সদ্ভাব ও আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন কর, যদি তাহাদের সম্বন্ধে তোমার আচরণে সাধুতা, সদ্ভাব ও উদারতা প্রকাশ না পায়, তাহা হইলে তুমি দিন দিন লোকের হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং তোমাকে তাহারা ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। অথবা অপর দিকে যদি কেবল লোকের প্রতি তোমার শিষ্ট ব্যবহার থাকে; কেবল লোকানুরঞ্জনের চেষ্টা থাকে; কেবল সৌজন্য ও বন্ধুতা করিবার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজ বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিবার সাহস ও প্রতিজ্ঞা না থাকে, তাহা হইলে তোমার চরিত্র নিস্তেজ ও উন্নতি-বিহীন থাকিবে। অতএব ব্রাহ্মের পক্ষে সার পরামর্শ এই, তোমার জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকে যাহা কর্ত্তব্য ও উচিত মনে কর তৎক্ষণাৎ তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত কর অথচ অপর দিকে সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবার চেষ্টা কর। ইহার কোনটীকে শিথিল হইতে দিও না।

উপদেশের মর্ম্ম।

আমরা যে অন্ন পান গ্রহণ করিয়া শরীর রক্ষা করি। তাহার তিনটী প্রক্রিয়া আছে। গ্রহণ, পরিপাক ও পরিণতি। অন্ন জল যখন উদরসাৎ করা গেল, তখন অন্নগ্রহণ হইল; তৎপরে সেই অন্ন জল যখন উদর মধ্যে উত্তাপাদি সহযোগে আকারান্তর প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তাহা পরিপাকের অবস্থা; এবং সেই অন্ন জল যখন শোণিত রূপ ধারণ করিয়া দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দেহের বল ও শ্রী সম্পাদন করিতে লাগিল, তাহা পরিণতির অবস্থা। এই অবস্থাতে যতক্ষণ পরিণত না হয় ততক্ষণ আমরা অন্ন-গ্রহণের ফল হইল মনে করিব না।

অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে যেরূপ সত্য গ্রহণ সম্বন্ধেও সেই

রূপ। সত্য সকল ও তিনটী প্রক্রিয়া দ্বারা গৃহীত হয়। প্রথমতঃ আমরা জ্ঞান দ্বারা সত্য লাভ করি; তর্কশক্তিকে বিনিয়োগ করিয়া সেই সত্যের তাৎপর্য্য অবগত হই; তদ্দ্বারা নিজের ও জগতের কিরূপ উপকার তাহা অনুভব করি। ইহা সত্য-গ্রহণের অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ সত্য যখন জ্ঞান দ্বারা গৃহীত হইল, তখন তাহাকে হৃদয়ের অনুরাগ দ্বারা গ্রহণ করিতে হয়। সেই সত্যের প্রতি মনের প্রগাঢ় ভাল বাসা অর্পণ করিতে হয়; তাহার চর্চ্চাতে আনন্দ, তাহার প্রচারে আনন্দ, তাহার চিন্তাতে আনন্দ এইরূপ আসক্ত হইতে হয়। ইহাই পরিপাকের অবস্থা। অবশেষে সেই সত্য যখন কার্য্যে প্রতিফলিত হয় এবং তদনুসারে জীবন নিয়মিত হইতে থাকে, তাহাকে বলে পরিণতির অবস্থা।

ভাবিয়া দেখিলে জীবনকে বাস্তবিক উন্নত ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত করিতে গেলে তিনটী শক্তি চাই। প্রথম সত্য গ্রহণের উপযোগী মানসিক শক্তি চাই; দ্বিতীয় সেই সত্যকে হৃদয়ের অনুরাগের সহিত আলিঙ্গন করিবার উপযোগী ঐকান্তিতা বা নিষ্ঠা চাই; তৃতীয়, তদনন্তর বিশ্বাসানুরূপ আচরণ করিবার উপযুক্ত সাহস চাই। তবে দেখ জ্ঞান, নিষ্ঠা ও সাহস চরিত্রের মহত্ত্বের এই তিন প্রধান উপাদান। এতদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি কখনও বড় হয় নাই। যিনি সত্য প্রতীতি করিতে পারেন কিন্তু তাহার উপর একটু অনুরাগ নাই, এরূপ একটু নিষ্ঠা নাই যে সে জন্য কিঞ্চিৎ ক্লেশ বা ক্ষতি স্বীকার করিতে পারেন, তিনি কখনই মহত্ত্বের অধিকারী হইবেন না। আবার যিনি সত্যকে জ্ঞান দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহার প্রতি প্রীতিও আছে কিন্তু অনুষ্ঠানের উপযোগী সাহস ও মানসিক বল নাই, তিনি ও কাপুরুষ তাঁহার দ্বারা কখনও কোন মহৎ কার্য্য কৃত হইবে না। এই তিনের সমাবেশ ভিন্ন কোন জাতি অদ্যাবধি বড় হয় নাই; যাহারা বড় হইয়াছে তাহারা এই তিনের সমাবেশ নিবন্ধনই বড় হইয়াছে। ব্রাহ্মজীবন গঠনের পক্ষে ও মূল মন্ত্র এই। ঈশ্বর অন্নপান দেন শরীর রক্ষা ও তাহার পুষ্টিসাধনের জন্য, সত্যান্ন দেন চরিত্রের পুষ্টি সাধনের জন্য যে অন্ন গৃহীত হয় কিন্তু পরিপাক হয় না; উদরে যায় কিন্তু শোণিত হয় না; সে অন্ন গ্রহণ যেমন বিফল সেইরূপ যে সত্য জ্ঞানে প্রতিভাত হয় কিন্তু কার্য্যে প্রতিভাত হয় না তাহা লাভ করাও বিফল।

উদ্ধৃত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে "পরিত্রাণ ও স্বাধীনতা" প্রস্তাব পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। কারণ কেশব বাবুর প্রচারকগণ প্রকাশ্যরূপে মনুষ্যকে গুরু ও মধ্যবর্ত্তী স্বীকার না করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা গোপনে গোপনে মনুষ্য গুরু ও মধ্যবর্ত্তীর মত অনেক দিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।—

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, যখন আমাকে বিশেষরূপে ভক্তিশিক্ষা প্রদান করা হয়, সেই সময় গোপনে ধর্ম্ম শিক্ষার সময় কেশব বাবু আমাকে বলিলেন যে, "আমি তোমাদের মাতা, আমার স্তন্য পান করিয়া তোমরা পুষ্টিলাভ করিবে। আমি বর্ত্তমানে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য পাইবে না। সত্য আমার মধ্য দিয়া আসিবে। আমি জীবিত থাকিতে তোমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে সত্য লাভ করিতে পার না। তাহা হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন থাকে না। কেশব বাবু স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়া এক্থার প্রতিবাদ না করিলে আমি গ্রাহ্য করিব না।

প্রচারক উমানাথ বাবু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, "কর্ত্তার (কেশব বাবুর) সঙ্গে উপাসনা না করিলে আমার উপাসনা হয় না। অন্যের উপাসনা শ্রবণ করা চালভাজা চিবান মাত্র।"

ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় গত ২৬শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতা হইতে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার একস্থলে স্পষ্টতঃ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "আমাদিগকে যাহা বলুন, কিন্তু গুরুত্যাগের ভয়ানক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জগতের অনিষ্ট করিবেন না।"

উল্লিখিত কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মবন্ধুগণ বুঝিতে পারিবেন যে, কেশব বাবুর প্রচারকগণ কেশব বাবুকে গুরু এবং মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করেন কিনা? এবং কেশব বাবু তাহাতে সম্মতি দিয়া থাকেন কি না? এবিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

১লা আশ্বিনের বঙ্গবন্ধুতে "প্রত্যাদিষ্ট মহাজন" বলিয়া যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহাতে ও আমার উক্তি প্রমাণিত হইবে।

কেশব বাবু এবং তাঁহার দলস্থ লোকেরা "কার্য্যতঃ" যদি মনুষ্য-গুরু ও মধ্যবর্ত্তী মত পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ ভয়ানক মারাত্মক মত হইতে মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে একাধিপত্য নরপূজা ও মধ্যবর্ত্তিত্ব আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের পরমশত্রু সন্দেহ নাই। ঐ সকল মতের প্রতিবাদকারিগণই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত বন্ধু।

এখন ধর্ম্মতত্ত্ব আদেশ ছাড়িয়া বিবেক ধরিয়াছেন। কিন্তু কেশব বাবুর কন্যার বিবাহে তাঁহারা বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহারা কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন।

ঢাকা। নিবেদক
১২৮৫। কার্ত্তিক। শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শনের বিবরণ।

বাঁকীপুর হইতে আমরা প্রয়াগের অভিমুখে যাত্রা করি। পথিমধ্যে ডুমরাঁও নগরে দুই দিন বিলম্ব হয়। সেখানে কোন ব্রাহ্মসমাজ নাই বটে, কিন্তু একজন ব্রাহ্ম শিক্ষক আছেন। তিনি তখন পত্নী-বিয়োগে কাতর ছিলেন; তাঁহাকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা ডুমরাঁও নগরে অবতরণ করি। ডুমরাও একজন হিন্দু-রাজার অধিকার। নগরটী মহারাজার কর্ম্মচারী, দাস, দাসী, অনুচর ও পারিষদ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। কোন বিদেশীয় ভদ্রলোক নগরে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপযুক্ত রূপ আতিথ্য করিবার বিধি আছে। চাহিবা-মাত্র মহারাজার হস্তী, অশ্ব, গাড়ি প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই নগরের সন্নিকটে প্রাচীন ভোজরাজার স্থান বলিয়া একটী প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে, আমরা গিয়া দেখিলাম। এই ভোজ সেই ভোজ কি না? সে বিষয়ে সমূহ সন্দেহ। এ প্রদেশকে কিন্তু অদ্যাপি ভোজপুর বলিয়া থাকে। অনুসন্ধানে জানিলাম, সেই সকল অট্টালিকা ৫০০ শত বৎসরেরও পূর্ব্বের। সে স্থানে একটী বিল আছে, দেখিলে বোধ হয় কোন সময় গঙ্গার প্রবাহ সেই স্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল। ডুমরাঁও নগরে আমরা নগর-বাসিদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষয় কিছু বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম কিন্তু কর্ম্মচারিগণ আমাদিগকে কোন প্রকাশ্য স্থান দিতে সাহসী হইলেন না। শুনিলাম রাজা বড় আস্তিক হিন্দু এবং তাহাতে তাঁহার বিরক্তি হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক আমরা ডুমরাঁও হইতে এলাহাবাদ নগরে গিয়া উপনীত হইলাম।

এলাহাবাদ।—আজি কালি এলাহাবাদের শ্রী সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে চমকিত হইতে হয়। এক পার্শ্বে গঙ্গা, অপর পার্শ্বে যমুনা। মধ্যস্থানে প্রকাণ্ড সহর। সহরটীর চতুঃপার্শ্বে উদ্যান পরম্পরা। সে সকল স্থান অতি মনোরম। এখানে বাঙ্গালির সংখ্যা অনেক। কিন্তু তদনুরূপ সকলে একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার কোন আয়োজন দেখা যায় না। একটী ব্রাহ্ম সমাজ আছে; তাহা নামে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তাবৎ সমাজের মধ্য-বিন্দু স্বরূপ; কিন্তু ফলতঃ সমাজের অবস্থা বড় হীন। ব্রাহ্ম সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া ৭।৮ টীতে দাঁড়াইয়াছে। এই ৭ জনের মধ্যে ৫ জন সাধারণ সমাজের পক্ষ, দুই জন কেশব বাবুর পক্ষ। সম্পাদকের নাম শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ। ইনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম; ইঁহার পরিবার মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ভিন্ন আর এক জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম আছেন। তিনি ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে আমাদের বিরোধী। কলিকাতার ন্যায় এখানেও সম্পাদকের পদ লইয়া কিঞ্চিৎ বিবাদ হওয়াতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ প্রায় ৫ জন ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সে সময়ে স্বতন্ত্র স্থানে উপাসনা করিতেছিলেন। আমরা এলাহাবাদে পৌঁছিয়া তাঁহাদের বিবাদের মীমাংসা করিয়া উভয় দলকে পুনরায় একত্র করিবার কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তখনও তাঁহাদিগকে প্রস্তুত বোধ হইল না। এলাহাবাদে আমরা এক সপ্তাহ যাপন করি; ইহার মধ্যে প্রায় নিত্যই পারিবারিক উপাসনা হইত; এবং একদিন বাঙ্গালাতে ও আর এক দিন ইংরাজীতে বক্তৃতা করা যায়। এখানে অনেকগুলি হিন্দুস্থানী ছাত্র পাঠার্থ বাস করিতেছেন; তাঁহাদের মধ্যে কাহার কাহারও ভাল বিষয়ে উৎসাহ দেখা গেল। মনে হইল কোন উপযুক্ত লোক চেষ্টা করিলে, এই স্থানে হিন্দুস্থানীদের মধ্যে অনায়াসে অনেক কাজ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্ম-বন্ধুদিগের সে বিষয়ে চেষ্টা নাই। ব্রাহ্মসমাজে জামালপুরের বেচারাম বাবুর ন্যায় এক জন লোক থাকিলে অনেক কাজ হইত। তিনি হিন্দুস্থানীদিগকে লইয়া অনেক কাজ করিতে পারিতেন। এলাহাবাদ সমাজের দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য শীঘ্র বিশেষ উপায় অবলম্বন করা উচিত। এখানে যদি একজন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান প্রচারক স্থায়ী ভাবে কিছুকাল থাকেন, এবং তিনি নানা প্রকারে লোকের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে।

এলাহাবাদ হইতে আমরা লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি। কাণপুরে সমাজ নাই জানিতাম। যদিও আমাদের একজন বন্ধু সেখানে একাকী পড়িয়া আছেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি লক্ষ্ণৌ হইতে পঞ্জাবাভিমুখে যাইবার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব ভাবিয়া সেখানে অবতরণ করি নাই। এখন শুনিতেছি সেখানে হিন্দুস্থানীদের একটী সমাজ আছে। এ সংবাদ আমাদিগকে এলাহাবাদে কেহ দেন নাই। যাহা হউক এ সংবাদ পাইলে বোধ হয় তাহাও দর্শন করিয়া আসিতাম। লক্ষ্ণৌ নগরে আমরা অধিক দিন থাকিতে পারি নাই। চারি দিন মাত্র ছিলাম। লক্ষ্ণৌ নগর অযোধ্যার নবাবদিগের প্রাচীন বাসস্থান এবং ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান রঙ্গভূমি ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং এখানে দেখিবার এবং শুনিবার

অনেক পদার্থ আছে। লক্ষ্ণৌএর ন্যায় বিস্তীর্ণ ও সুন্দর সহর প্রায় দেখা যায় না। সমুদয় সহরটীকে একটী উদ্যান বলিলেই হয়। এখানে যে চারি দিন ছিলাম, কেবল সিপাহীবিদ্রোহের ভগ্নাবশেষ, নবাবদিগের কীর্ত্তি প্রভৃতি দেখিতেই দিন কাটিয়া যাইত। যে কয় দিন ছিলাম, প্রতিদিন রাত্রেই ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহিত উপাসনা ও আলাপাদি হইত। এখানকার ব্রাহ্মগণ বিবাহের বিরোধী, কিন্তু মধ্যপথাবলম্বী। এখানে একটী বিষয় দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। ৯।১০ জন ব্রাহ্ম আছেন তাঁহাদের অনেকেই আনুষ্ঠানিক। যে কয় জন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম আছেন, প্রায় সকলেই উপবীত ত্যাগী। এখানকার সম্পাদকের নাম শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন রায়। প্রতি রবিবার রাত্রে সামাজিক উপাসনা হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ রায় নামক একজন বিজ্ঞ প্রবীণ ও সদাশয় সভ্য এই উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রতি সকলের প্রগাঢ় আস্থা। কয়েক বৎসর হইল এখানকার ব্রাহ্মেরা উদ্যোগী হইয়া একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। অর্থাভাবে মন্দিরটী অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। কোন প্রকারে তাহার এক অংশ উপাসনার উপযোগী করিয়া লইয়া তাহাতে উপাসনা চলিতেছে। মন্দির গৃহটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। এখানেও হিন্দুস্থানীদিগের সমাজের সহিত যোগ নাই, এবং সেরূপ চেষ্টাও হয় না। স্ত্রীলোকদিগের বসিবার জন্য উপাসনা মন্দিরে স্থান দেখা গেল না। লক্ষ্ণৌ যেরূপ বিস্তীর্ণ সহর, এখানে ব্রাহ্মেরা মিলিত হইয়া আরও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিলে অনেক কাজ করিতে পারেন। লক্ষ্ণৌ নগরে আমাদিগের আরও কিছু দিন অবস্থিতি করিবার এবং দুই একটী বক্তৃতা দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠা কন্যার গুরুতর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া এই স্থান হইতেই হঠাৎ ফিরিয়া আসিতে হইল।

সংবাদ সার।

পাঁচ জন মেথডিস্ট দলভুক্ত খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক নবজীলণ্ড দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার অসভ্য লোকেরা তাঁহাদিগকে ধরিয়া আহার করিয়া ফেলিয়াছে।

কলিকাতার খ্রীষ্টানেরা ব্রাহ্মদিগের দেখা দেখি সংকীর্ত্তন এবং প্রীতি-ভোজ আরম্ভ করিয়াছেন। ৪ঠা নবেম্বর সোমবার কলিকাতার একটী মিসনরি স্কুলে তাঁহাদের একটী সভা হয়, তাহাতে সংকীর্ত্তন এবং অবশেষে প্রীতি ভোজ হইয়াছিল।

একখানি ইংলণ্ডীয় পত্রিকা পাঠে জানা গেল, কিছু দিন হইতে রোমান কাথলিকদিগের মত সকল ইংলণ্ডে জয় লাভ করিতেছে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ৫০০ শত জন মাত্র গণ্য লোক রোমান কাথলিক হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্র, অনেক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, অনেক পদস্থ লোক প্রভৃতি আছেন। গত ২০ বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ৮১৪টী মাত্র রোমান কাথলিক গির্জ্জা ছিল এবং তৎ সংক্রান্ত পুরোহিত প্রভৃতির সংখ্যা ১১১০ ছিল, বিগত বর্ষে হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে গির্জ্জার সংখ্যা ১৩১৫ এবং পুরোহিতের সংখ্যা ২০৮৭ হইয়াছে। ১৮৫৭ সালে পুরুষদিগের আশ্রমের সংখ্যা ২১টী মাত্র ছিল; গত বৎসরের গণনায় ৭৪ হইয়াছে। ১৮৫৭ সালে রমণীদিগের আশ্রমের সংখ্যা ৯৭ ছিল, এখন ২৩৭টী হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রোমান কাথলিক স্কুল কলেজ প্রভৃতির সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। সম্পাদক বলেন রোমান কাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের আশ্চর্য্য অধ্যবসায় এবং অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এই উন্নতির কারণ।

আমেরিকায় সম্প্রতি এক প্রকার জ্বর হইয়া লোক মরিতেছে। উক্ত জ্বর রোগাক্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ অনেকগুলি চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। তাহার একটী ভবনে একদিন হঠাৎ এক ব্যক্তি ধনাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং নিজের নাম ধাম ও পরিচয়াদি কিছু না দিয়া তাঁহার হস্তে ১০০০ সহস্র মার্কিন মুদ্রা চাঁদা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ ইংলণ্ডের একটী ভজনালয়ে একদিন প্রাতে উপাসনার পর দেখা গেল যে দানাধারের মধ্যে দশহাজার টাকার এক নোট রহিয়াছে। কে দিয়াছেন তাহার নাম গন্ধ নাই।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের একজন ধর্ম্ম প্রচারক অর্থ সংগ্রহের এক আশ্চর্য্য কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি দিন কত দেখিলেন যে তাঁহার দানাধারে দুয়ানি ভিন্ন পড়ে না। অতএব তিনি এই পরামর্শ করিলেন যে দুয়ানিগুলি ব্যাঙ্কে জমা না দিয়া ধরিয়া রাখিবেন। এইরূপে যখন ৯০০ শত টাকার দুয়ানি তাঁহার সিন্দুকে জমা হইল, তখন লোকে বাজারে আর অধিক দুয়ানি পায় না; কাজেই তাহারা শিকি এবং আধুলি ফেলিতে আরম্ভ করিল।

কিছু দিন হইল চীন দেশের একটী বিচারালয়ে একজনের মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হয়; বিচারপতি আজ্ঞা দিবার সময় বলেন, তোমার এ জগতে প্রাণদণ্ড এবং পরকালে ঘোর যাতনার হুকুম হইল।"

এক জন ভ্রমণকারী কিছু দিন হইল ইতালী দেশের একটী রোমান কাথলিক আশ্রম দর্শন করিবার জন্য

গমন করেন। সেখানকার একজন পুরোহিত তাঁহাকে একটী প্রকাণ্ড প্রদীপের নিকট লইয়া বলিলেন ঐ প্রদীপ গত ৫০০ শত বৎসর নির্ব্বাণ হয় নাই। ভ্রমণকারী শুনিবা মাত্র এক ফুৎকারে প্রদীপ নিবাইয়া বলিলেন "ঐ ত নিবিয়া গেল ?"

কলিকাতার ফিরিঙ্গীরা তাঁহাদের নিরাশ্রয় বিধবা দিগের জন্ত একটী আশ্রম খুলিতেছেন। ফিরিঙ্গীরা প্রায় সকলেই দরিদ্র। অনেক সময় একব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা স্ত্রী সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। হিন্দু সমাজের ন্যায় ফিরিঙ্গী সমাজে আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে থাকিবার নিয়ম নাই। সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে পড়িয়া অনেক হতভাগিনী স্ত্রীলোককে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ করিতে হয়, কাহাকেও বা বিবাহেচ্ছু পুরুষের অভাবে অতি শোচনীয় ভাবে দিন যাপন করিতে হয়। যাঁহারা এই আশ্রমটী খুলিতেছেন, এই জাতীয় রমণীদিগের সদ্গতি করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। উক্ত আশ্রমে বিধবাদিগকে রাখিয়া তাহাঁদিগের দ্বারা নানা প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করান হইবে, এবং তাঁহাদিগকে অন্যান্য প্রকারে জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষা দেওয়া হইবে। কত হিন্দু কুলকন্যা যে বাল-বিধবা হইয়া ক্লেশ পাইতেছে কে তাহা গণনা করিবে! ব্রাহ্ম সমাজে আজি এরূপ একটী আশ্রম খুলিলে অনেক হতভাগিনী তাহাতে আশ্রয় পাইতে পারে।

ব্রাহ্ম সমাজ।

বগুড়া হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ;—

"অত্র বগুড়াস্থ ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "পারিবারিক উপাসনা সমাজের" তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য বিগত ২৫ ও ২৬ কার্ত্তিক অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। * * অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা এই বৎসরের উৎসবের কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে উন্নতি দর্শনে আমরা শ্রীমন্ত বাবুর ধর্ম্মানুরাগিতাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি।"

বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা তাঁহাদিগের একটী সভাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী ধার্য্য করিয়াছেন।—

"সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত বরাহনগর ব্রাহ্ম সমাজ অঙ্গীভূত হইয়া যথাসাধ্য তাহার কার্য্যে সাহায্য করিবে স্থিরীকৃত হইল। বরাহনগর সমাজের সঙ্গীত পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পুস্তকে ভুক্ত করিবার জন্য পাঠান হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে বরাহনগর ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।"

উত্তর বাঙ্গালা (জলপাইগুড়ি) ব্রাহ্ম সমাজ নিম্নলিখিত প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন ;—

"শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পোষকতায় এবং উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে এক জন ভিন্ন সমুদায়ের সম্মতিক্রমে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অঙ্গীভূত হয়।" তাঁহারা শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন।

মতিহারি সমাজ পূর্ব্বেই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিবার প্রস্তাব স্থির করেন। সম্প্রতি তাঁহারাও শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীকে প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন।

মুলতান সমাজের সভ্যগণ নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটী প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন ;—

মুসলমান সমাজের সভ্যগণ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া সেবিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিবেন; কিন্তু তাহা বলিয়া অপর কোন একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়কে আবশ্যক মত সাহায্য করিবার কোন বাধা থাকিবে না ; তবে সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণ সমাজের অধিক দাওয়া থাকিবে।

আগামী সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে "থিষ্টিক রিবিউ" নামক একখানি বার্ষিক পত্রিকা, বিবাহ আন্দোলনের একখানি ইতিবৃত্ত, একখানি সঙ্গীত পুস্তক, ও একখানি ব্রাহ্ম-পঞ্জিকা প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই জন্য আমাদের অনেককেই কলিকাতায় থাকিতে হইতেছে।

দেরাডুন সমাজের উৎসব ১১ই নবেম্বর সম্পন্ন হইবার কথা ছিল, বোধ হয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। গাজিপুরের ব্রাহ্ম বন্ধুরাও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহাদিগকেও মাঘোৎসব পর্য্যন্ত নিরাশ হইতে হইবে।

কলিকাতার ব্রাহ্মদিগকে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, আগামী ১১ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সিন্দুরীয়াপটী পারিবারিক উপাসনালয়ের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে; প্রাতে ৭॥০ টার এবং সায়ং কালে ৭ টায় সময় উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা (ঢাকা) ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তথাকার আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৫০৲ টাকা করিয়া দিবার নিয়ম করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পীড়াদি বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে আরও অর্থ সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সপরিবারে রাণীগঞ্জে গিয়া বাস করিতেছেন। কুচবিহারের মহারাণী তাঁহার সঙ্গে আছেন। শুনিতে পাওয়া যায় রাণীগঞ্জের চতুঃপার্শ্বস্থ জমিদার ও ধনীরা তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিতেছেন। কেশব বাবুর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

ইং ১১ই জুন নাং ৩১শে অক্টোবর ১৮৭৮।

আয়।

এককালীন দান		৫৪৩৸১০
বার্ষিক দান		৪৫৲
মাসিক দান		৫৯৲
প্রচার কার্য্যে দান		১১৪॥০
প্রচারকদিগের পাথেয়		৫১৲
গচ্ছিত——		
মুলতান ব্রাহ্মসমাজ	৩৩৲	
ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ান	১৪॥০	৪৭॥০
		৮৬০৸১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর ব্যয়।

আনুকুল্যার্থে দান	২০৩৸/৫
উপাসনালয়ের বেঞ্চ ক্রয়	১০০৲
প্রচারকদিগের পরিবারের ব্যয়	১৫৫৲
প্রচারকদিগের পাথেয়	১৩৭॥০
তত্ত্ব-কৌমুদীর কিয়দংশ ব্যয়	১৫০৲
কার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীদিগের বেতন	৩৬৲
ঘরভাড়া	৫৲
ডাক ষ্টাম্পের মুল্য	১৭।৵১৫
টেলিগ্রামের ব্যয়	৬৲
বিজ্ঞাপন ও পত্রাদি ছাপাইবার ব্যয়	১৪৸৶০
বিবিধ ব্যয়	৮৸৫
	৮৩৪'৵৫
হস্তে ধনাধ্যক্ষ	২৬।৵৫
	৮৬০৸১০

আয়ের বিবরণ।

এককালীন দান।

সর্দ্দার দয়াল সিংহ	(অমৃতসর)	১৫০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস (স্বীয় কন্যার বিবাহোপলক্ষে দান		১৫০৲
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ	(কলিকাতা)	২৲
" " ব্রজেন্দ্রকুমার বসু (দুমরাও) স্বীয় মৃতাপত্নীর স্মরণার্থ দান		১০৲
" " উমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি	(মুঙ্গের)	২০৲
বগুড়া ব্রাহ্মসমাজ		৬৲
দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বাবু মতিলাল হালদার		২০৲
এক ভদ্রলোক		২৲
এক সন্ন্যাসী		২৲
শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র পাল	(শিলিগুড়ি)	৩৲
দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ		৬৲
সৈয়দপুরের কতিপয় বন্ধু		২৲
ধুবড়ির বন্ধুগণ		১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস দত্ত	(গোয়াল পাড়া)	৫৲
" " গুণাভিরাম বড়ুয়া	(নগাঁও)	৫৲
" " কে, জি, গুপ্ত	(পিরোজপুর)	৭৸১০
" " গৌরীশঙ্কর দে	(কুমিল্লা)	৫৲
" " গোপীমোহন ঘোষ	(ঢাকা)	৫৲
নগাঁও ব্রাহ্মসমাজ		৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায়	(আগ্রা)	১০৲
" " মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	(সাতক্ষীরা)	৫৲
" " শিবচন্দ্র দেব		১০৲
সর্দ্দার উত্তম সিংহ		৫৲
		৫৪৩৸১০

বার্ষিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী	(ইন্দোর)	৩৲
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	(আগড়পাড়া)	৲
" " শশিপদ বন্দোপাধ্যায়		১২৲
" " লক্ষ্মীকান্ত দাস	(বিশ্বনাথ আসাম)	॥০
" " লক্ষ্মণ সিংহ	(দার্জ্জিলিং)	৩৲
" " চন্দ্রশেখর ঘোষাল	(আগ্রা)	॥০
" " নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	(সমাস্তিপুর)	২৲
" " নবকুমার বিশ্বাস	(ঢাকা)	১৲
" " পার্শ্বনাথ দে	(ঐ)	১৲
" " চণ্ডীচরণ সিংহ	(মুঙ্গের)	১॥০
শ্রীমতী অম্বিকা দেব		৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র কুলভি	(কোন্নগর)	১৲
" " সত্যপ্রিয় দেব	(ঐ)	১৲
" " কালীশঙ্কর সুকুল	(কলিকাতা)	১৲
" " দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার	(ঐ)	১৲
" " কৃষ্ণকুমার মিত্র	(ঐ)	১৲
" " চন্দ্রশেখর দেব	(কোন্নগর)	॥০
" " মোহিনীমোহন মজুমদার	(কলিকাতা)	॥০
" " দ্বারকানাথ বসু	(বগুড়া)	১৲
" " গুরুচরণ মহলানবিশ		৩৲
" " দয়ালচন্দ্র ঘোষ		॥০
		৪৫৲

মাসিক দান।

বাবু ভগবান চন্দ্র বসু (কাটোয়া) দরুণ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের দান	৩০৲
" কালীনাথ দে (কুমিল্লা) নাং আগষ্ট ৬ মাসের	৬৲
" গোপাল চন্দ্র ঘোষ (শিবসাগর) জুন, জুলাই, আগষ্ট ৩ মাসের	৩৲
" শিবচন্দ্র দেব সেপটেম্বর অক্টোবর ২ মাসের	৪৲
" গুরুচরণ মহলানবিশ ঐ ঐ ২ মাসের	২৲
" পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত (পূর্ণিয়া) আগষ্টের	১০৲
" ভুবনমোহন দাস, সেপটেম্বর ও অকটোবর	৪৲
	৫৯৲

প্রচার কার্য্যে দান।

বাবু আনন্দমোহন বসু সেপটেম্বর, অকটোবর ও নবেম্বর ৩ মাসের	৬৯৲
" পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত (পূর্ণিয়া) সেপটেম্বর ও অকটোবর ২ মাসের	১৬৲
" ভুবনমোহন দাস ঐ ঐ	১৪৲
" গুরুচরণ মহলানবিশ ঐ ঐ	৪৲
কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ ঐ ঐ	৮৲
" দ্বারকানাথ বসু (বগুড়া) কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষের	১॥০
	১১৪॥০

প্রচারকদিগের পাথেয়।

লাহোর ব্রাহ্মসমাজ	৪০৲
বাবু মাধবচন্দ্র রায় (মজঃফরপুর)	২৲
" বিপিন বিহারী বসু (এলাহাবাদ)	৫৲
" শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ঐ	২৲
" নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য	২৲
	৫১৲

শ্রীশিবচন্দ্র দেব
সম্পাদক।

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEE & CO.'S PRESS,
44, AMHERST STREET.
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। ১৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০০ শক। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩,

আমাদের দেশের এমনি দুর্দ্দশা দাঁড়াইয়াছে যে বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করা কেন উচিত তাহাও আবার লোককে বুঝাইতে হয়! কপটতাচরণে দোষ কি ইহাও আবার বিচার এবং আলোচনা দ্বারা স্থির করিতে হয়। ভারতবর্ষের যে যে কারণে অধোগতি হইয়াছে, এই দুর্ভাগ্যটী তাহার মধ্যে প্রধান। অন্যান্য দেশে দেখি লোকে যাহা একবার উচিত বা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে, তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। পারে না পারে পরের কথা। ধর্ম্মের কথা দূরে থাকুক্ রাজনীতি বিষয়েও বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিবার জন্য লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। আমাদের দৃঢ় সংস্কার যে বিশ্বাস ও কার্য্যের একতা ভিন্ন কোন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয় না, কিম্বা কোন জাতি মহত্ব লাভ করিতে পারে না। লোকে স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য কিরূপ অসহ্য ক্লেশ বহন করিয়াছে, কিরূপ ভয়ঙ্কর নিগ্রহ সকল সহ্য করিয়াছে, তাহা দেখিলে অন্যের ধর্ম্মোৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে পারে এই আশায় আমরা "ধর্ম্মবীর" নাম দিয়া মধ্যে মধ্যে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবীরের জীবনচরিত প্রকাশ করিব। দুঃখের বিষয় যে আমাদিগকে খ্রীষ্টের শিষ্যদিগকে লইয়া আরম্ভ করিতে হইল। ইহার কারণ এ নয় যে আমাদের দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত একেবারেই মিলে না। আমরা তাহা মনে করি না; বরং যে দেশে কোমলস্বভাবা নারীরা পর্য্যন্ত ধর্ম্মার্থে সহমৃতা হইতেন, সে দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মবীরদিগের জীবনচরিত যেমন সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে ইতিহাসে নিবদ্ধ আছে আমাদের সেরূপ বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। যাঁহাদের নাম শ্রুত হয় তাঁহাদেরও প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করা দুষ্কর। যাহা হউক আমরা ক্রমে এদেশীয় ধর্ম্মবীরদিগেরও জীবনচরিত প্রকাশ করিব।

বকরূপী ধর্ম্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কি? যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন "প্রতিদিন অসংখ্য অসংখ্য জীব যমালয়ে গমন করিতেছে, অথচ যাহারা থাকে তাহারা স্থায়ী হইবার আশা করে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি!" কিন্তু এতদপেক্ষাও একটী আশ্চর্য্য ঘটনা প্রতিদিন জনসমাজে ঘটিতেছে। পুত্র কন্যার জন্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গেলে সচরাচর সে ধনের কিরূপ ব্যবহার হয় তাহা সকলেই দেখিতেছে অথচ আপনাকে বঞ্চিত করিয়া অনেকে অর্থ সঞ্চয় করিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য কি? আমরা সর্ব্বদাই শুনি "অমুক ধনী দশ লক্ষ টাকা রাখিয়া গেলেন এবং সন্তান অভাবে সেই গুলি উড়াইবার জন্য একটী পোষ্যপুত্র রাখিয়া গেলেন। প্রশ্ন এই, পরের সন্তানকে নিজ সন্তান করিয়া তাহাকে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী করিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাঁহারা জীবদ্দশায় যদি সেই সমুদায় অর্থ নানাপ্রকার সৎকার্য্যে দিয়া যাইতেন তাহা হইলে দেশের উপকার, তাঁহাদের চিত্তের সন্তোষ ও সমাজের অনিষ্ট নিবারণ হইত। এরূপ শুভ বুদ্ধি সুশিক্ষা ব্যতীত ঘটে না। অপরাপর সভ্য দেশে এক এক সময় এক এক জন ধনীলোক মরিবার সময় আপনার সমুদায় সম্পত্তি কোন না কোন সৎকার্য্যে দিয়া যান। তাহাও ভাল নয়। ইহাতেও হঠাৎ অধিক ধনলাভের যে অনিষ্ট ফল তাহা ঘটিয়া থাকে। অতএব এ সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম এই, যাঁহাদের অর্থ এত অধিক যে নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ ও স্ত্রীপুত্রের শিক্ষাদির ব্যয় ব্যতিরেকে অনেক অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তাহাদের পক্ষে জীবদ্দশায় নানা সৎকার্য্যে সেই অর্থ ব্যয় করা কর্ত্তব্য। অপরাপর ধর্ম্মসমাজের লোকেরা নিজ নিজ ধর্ম্মসমাজের জন্য যেরূপ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন তাহার সহিত তুলনায় ব্রাহ্মদিগের বিশেষ ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বিবেচনায় প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল ব্রাহ্ম যদি অন্ততঃ নিজ মাসিক আয়ের বিংশতি ভাগের এক ভাগ নিজ ধর্ম্মসমাজের উন্নতির জন্য দিবেন এরূপ নিয়ম করেন তাহা হইলেও ব্রাহ্মসমাজের অনেক দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যায়।

শিশুদের একটী ব্যবহার দেখিয়া কত সময় হাসা করিতে হয়। প্রাতঃকাল হইবা মাত্র পাঁচ গৃহস্থের ঘরের বালক বালিকা একস্থানে মিলিত হয়। পরস্পরের প্রতি তাহাদের এমনি আকর্ষণ যে গৃহে ধরিয়া রাখাই দুষ্কর। অথচ একত্র হইয়া তাহারা কি করে? না, খেলিবার সময় পরস্পরকে প্রহার, দংশন, নখাঘাত প্রভৃতি করিয়া বিবাদ-পরায়ণ হয়।

তবে দেখ তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে দুই প্রকার কার্য্যের কারণ আছে। এক প্রকার ভাব থাকাতে তাহারা একাকী থাকিলে অসুখী হয় এবং সঙ্গী অন্বেষণ করে; অপর প্রকার ভাব থাকাতে প্রহার, দংশন, নখাঘাত প্রভৃতিও করিয়া থাকে। এক জাতীয় শক্তি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়া মিলিত করে, অপর জাতীয় শক্তি বিবাদ-পরায়ণ করিয়া বিযুক্ত করে। ভাবিয়া দেখিলে, সমাজের গঠনের মূলেও এই দুই জাতীয় শক্তির কার্য্য দেখা যায়। বন্ধুত্ব, দাম্পত্যপ্রণয়, ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতি আমাদিগকে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ করে এবং বিবেক, স্বাধীনচিন্তা প্রভৃতি পরস্পরের দোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পর হইতে বিযুক্ত করে। এই উভয় শক্তির সামঞ্জস্য ভিন্ন সমাজ রক্ষা হয় না। যদি কেবল ভক্তি, কেবল বাধ্যতা, কেবল প্রণয় থাকে তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি, অত্যাচারের প্রতিবাদ প্রভৃতি থাকে না। সে সমাজ দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হয়। আবার অপর দিকে যদি কেবল প্রতিবাদ, কেবল দোষাবিষ্কার, কেবল তন্ন তন্ন বিচার, কেবল ছিদ্রানুসন্ধান থাকে এবং একত্র বন্ধনের উপযোগী বৃত্তি সকলের চালনা বন্ধ হয়, তাহা হইলে সে সমাজ অচিরে ভগ্ন হইয়া যায়।

যাহারা সমাজ গঠন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের এই উভয় শক্তির কার্য্য করিবার পথ রাখিয়া সমাজ গঠন করা কর্ত্তব্য। যদি এরূপ নিয়ম করা যায়, যে একজন কি দশজন যাহা করিবে তাহাই হইবে, অপরের বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার অধিকার থাকিবে না, কিম্বা যদি কোন কারণে একজনের প্রতি দশ জনের অনুরাগ এত প্রবল হয়, যে তাহারা আর সে ব্যক্তির দোষ দর্শন করিতে পারে না, তাহা হইলে সে সমাজে দিন দিন পাপ ও কুসংস্কারের শ্রীবৃদ্ধি; অপর দিকে যদি এইরূপ নিয়ম প্রতিষ্টিত হয় যে কেবল প্রতিবাদ করিতে হইবে, ভক্তি কৃতজ্ঞতা, অনুরাগ প্রভৃতির চর্চ্চাই প্রয়োজনীয় নয় তাহা হইলে আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সে সমাজ উৎসন্ন হইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ ভক্তি এবং সামাজিক বিবেক উভয়কে জাগ্রত রাখিতে হইবে। এখন প্রশ্ন এই, সামাজিক বিবেককে কিরূপে জাগ্রত রাখিতে হয় তাহা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু সামাজিক বন্ধনের উপায় কি! এখানে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ইংরাজদিগের মধ্যে "হুইগ" আছেন, টোরি আছেন, ত্রীশ্বর বাদী আছেন একেশ্বর বাদী আছেন, রোমানকাথলিক আছেন প্রোটেষ্টান্ট আছেন ইহাঁদের পরস্পরের সহিত বিবাদ ও যথেষ্ট হইয়া থাকে অথচ ইহারা সকলে একত্র দেশ রক্ষণ, দেশ শাসন প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁদের বন্ধন রজ্জু কি? ইহাঁদের বন্ধনরজ্জু ইংলণ্ডের প্রতি অনুরাগ। যদি একজন ইংরাজকে কোন দূরদেশে যন্ত্রণা দিয়া মারে, তৎক্ষণাৎ সকল শ্রেণীর ইংরাজের শোণিত উষ্ণ হইবে। তখন সে রোমান কাথলিক ছিল কি প্রোটেষ্টান্ট ছিল, ত্রীশ্বরবাদী ছিল কি একেশ্বরবাদী ছিল তাহা কেহ গণনা করিবে না। ইংরাজের যেমন ইংলণ্ডের প্রতি অনুরাগ, সেইরূপ যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সকল ব্রাহ্মের অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আমরা বিবাদ করিব, প্রতিবাদ করিব, কর্কশ কথা বলিব ও শুনিব অথচ আমাদের সমাজ ভগ্ন হইবেনা। যাঁহারা বলেন চুপ, চুপ, দুইটা দোষ থাকে থাক, বিবাদ পরিহার কর—সত্যাসত্যের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত কর; তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের মিলন নাই; আবার যাঁহারা কেবল বিবাদ করিতে পটু, যাঁহাদের বিবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজের হিতেচ্ছা হইতে জন্মে না কিন্তু অন্য কোন নিকৃষ্ট অভিসন্ধি হইতে জন্মিয়া থাকে আমরা বলি তাঁহাদিগের দ্বারা কখনও সমাজবন্ধন হইবে না। দুই বৃত্তির একত্র কার্য্য চাই—প্রহার কর কিন্তু যাঁহাকে প্রহার করিতেছ তাঁহার গুণের জন্য সমাদর করিতে ভুলিও না; পরস্পরের দোষ গুণ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার কর, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে অনুরাগ আছে, তাহাকে শিথিল হইতে দিও না।

কিছুদিন হইল ইংলণ্ডের খ্রীষ্টীয় যাজকদিগের একটী প্রকাণ্ড সভা হয়, তাহাতে অনেক গুলি প্রশ্ন বিচারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটী প্রশ্ন এই, "রঙ্গভূমির প্রতি ধর্ম্ম যাজকদিগের কি ভাব হওয়া উচিত। যিনি এ প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তিনি বলেন, যাজকদিগের রঙ্গভূমির সংস্কার করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মযাজকেরা ঘৃণাপূর্ব্বক রঙ্গভূমিকে পরিত্যাগ করাতে রঙ্গভূমির দুর্নীতি আরও বৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রশ্ন লইয়া অনেক বিতণ্ডা হয়। আমাদের দেশে রঙ্গভূমির আজিও এমত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, যে সে বিষয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে হয়। তবে ইহার আনুষঙ্গিক আর একটী প্রশ্ন আছে। ব্রাহ্ম কিরূপ আমোদ প্রমোদ করিবেন? নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদকে অনেকের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া সংস্কার আছে। মনে কর, একজন ব্রাহ্ম যদি সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বাড়ীতে আসিয়া আপনার স্ত্রী ও পুত্র কন্যা কি বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া কোন প্রকার ক্রীড়া করেন, তাহা হইলে আমরা সচরাচর মনে করি যে তাঁহার সেই টুকু কার্য্য যেন "অব্রাহ্ম কার্য্য"। কিন্তু আমরা বলি মানবের জীবনের এমন কোন ভাগ নাই যাহা ধর্ম্মের অধিকার ভুক্ত নহে; কিম্বা যেখানে ধর্ম্মের রশ্মি সকল প্রবেশ করা উচিত নয়। আমি যখন উপাসনা করি, যখন মন্দিরে যাই, যখন ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করি, তখনই আমি ব্রাহ্ম এবং যখন স্ত্রীকে ভালবাসি, যখন সন্তানকে কোলে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করি, যখন স্ত্রী পুত্রদিগকে লইয়া খেলা করি তখন আমি সংসারী ও অব্রাহ্ম এরূপ বিবেচনা সমূহ অনিষ্টের কারণ। সে অনিষ্ট দুই প্রকারে ঘটে। প্রথমতঃ স্বভাবের অনুরোধে মনুষ্য এ কার্য্য গুলি করে, অথচ নিকৃষ্ট কার্য্য হইল বলিয়া চিত্তের গ্লানি ভোগ করে; দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের সহিত সংযোগ না থাকাতে এ কার্য্য গুলির মধ্যে ও নিকৃষ্টতা প্রবেশ করে। ব্রাহ্মের জীবনের আদি, অন্ত মধ্য সর্ব্বস্থানেই ধর্ম্মভাব। মাতা যখন স্নেহপূর্ণ অন্তরে সুকোমল শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করান, ব্রাহ্ম তাহার মধ্যে যেমন পবিত্রতা দেখিতে পান

তেমনই সমস্ত দিনের শ্রমের পর স্বামী যখন সহাস্য বদনে পত্নীর পার্শ্ববর্ত্তী হন, প্রণয়িনী যখন সাদর সম্ভাষণে পতির অভ্যর্থনা করেন, সন্তানগণ যখন কোলাহল করিয়া আসিয়া পিতার জানুদেশ বেষ্টন করে, কৌতুক-কর উপন্যাস ও আমোদজনক ক্রীড়াতে যখন দুই এক ঘণ্টা অতিবাহিত হয় তখন তাহারও মধ্যে তিনি সেইরূপ পবিত্রতা দেখিতে পান। আমাদের কষ্ট শ্রম, ও চিন্তা পূর্ণ জীবনে সুখের ভাগ এত অল্প যে ইহার নির্দ্দোষ আমোদ বন্ধ করিয়া সে কষ্ট বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে ব্রাহ্ম তাঁহার উচ্চ ধর্ম্মভাবকে বিস্মৃত হইয়া কোন কার্য্য করিবেন না। আমোদ করিতে গিয়া লঘুচেতা হইবেন না; গল্প করিতে গিয়া পরনিন্দা করিবেন না; স্ত্রীকে ভালবাসিতে গিয়া ধর্ম্মানুরাগে বঞ্চিত হইবেন না; এবং কোন স্থলেই পবিত্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করিবেন না, তবে ক্রীড়ার অনুরোধে সদালোচনার সময় থাকে না, এরূপ আমোদ করা গর্হিত।

মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিধি কি? এই প্রশ্ন লইয়া ইউরোপে অনেক দিন আন্দোলন হইতেছে। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়দিগের মধ্যে মৃত ব্যক্তিকে সমাহিত করিবার প্রথা আছে। অনেকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে শবদাহ করাই শ্রেষ্ঠ বিধি বলিয়া স্থির হইতেছে। কিন্তু শবদাহের প্রতি দুইটী আপত্তি আছে। প্রথমতঃ শবের পক্ষে আবার দাহ অদাহ কি, ইহা সত্য কথা, কিন্তু তথাপি যাহাকে এক সময়ে এত ভাল বাসিতাম তাহার শরীর অগ্নিসাৎ করিবে; ইহা স্মরণ করিলেও প্রাণে আঘাত লাগে; দ্বিতীয়তঃ এই প্রথাতে মৃত ব্যক্তির কোন চিহ্নই থাকে না স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলোপ হইয়া যায়। যদি বল, যে মরিল তাহাকে আবার স্মরণ করিয়া ফল কি? এরূপ বলা উচিত নয়, আমার প্রপিতামহ বড় পণ্ডিত ছিলেন লোক মুখে গল্প শুনিয়াছি, এ স্মৃতিতে আমার কোন উপকার হয় কি না? এইরূপ যদি বংশের সকলের কোন না কোন প্রকার চিহ্ন থাকে তাহা হইলে যখনই তাহা দেখা যায় তখনই মনে ধর্ম্মভাব প্রবল হইতে পারে। এই কারণে বোধ হয় প্রাচীন গ্রীকদিগের ন্যায় উভয় প্রথা একত্র করা ভাল; অর্থাৎ মৃতদেহ পূর্ব্বে দাহ করিয়া তৎপরে তাহার কোন প্রকার চিহ্ন রক্ষা করিয়া তাহার গুণাবলীর কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিয়া রাখা মন্দ নয়। আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির সমাদর করিবার প্রথাই নাই। অধিক কি যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, যাঁহার যশঃ-সৌরভে জগত সুবাসিত, যাঁহার গুণাবলীর প্রশংসাতে অপর দেশীয় গ্রন্থসকল পরিপূর্ণ, জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার স্মৃত্যর্থ কি করিয়াছেন? বৎসর বৎসর ব্রাহ্মদিগের উৎসব হয়; কিন্তু রামমোহন রায়ের নাম কয়জন করে? শ্রীযুক্ত বাবু রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী প্রচার করিতেছেন। অপর গ্রাহকের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্ম গ্রাহকই জুটা ভার। বড় লজ্জার কথা! আমরা কলিকাতার ব্রাহ্মদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এবার উৎসবের সময় একদিন যেন রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যাপন করেন।

আমরা পূর্ব্বে পাঠকগণকে সংবাদ দিয়াছিলাম যে হাবড়ার মুনসেফ বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষের পুত্রের নাম "সাধারণ চন্দ্র" রাখা হইয়াছে। অদ্য দুঃখের সহিত সংবাদ দিতে হইল যে গোবিন্দ বাবু অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মফস্বলের বন্ধুরা তাঁহাকে জানিতেন না সুতরাং তাঁহাদের দুঃখ আমাদের ন্যায় গাঢ় হইবে না। তিনি সাধারণ সমাজকে অতি ভাল বাসিতেন বলিয়া পুত্রের নাম সাধারণ চন্দ্র রাখিয়াছিলেন। পাঠকগণ সাধারণ সমাজের নিয়মাবলীর মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট নিয়ম দেখিতে পান তাহার অনেকগুলি তাঁহার পরামর্শে প্রণীত। তিনি একজন বহুদিনের ব্রাহ্ম ছিলেন; যখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করেন, গোবিন্দ বাবু সেই সময় হইতে সমাজে যোগদেন। তদবধি ব্রাহ্মসমাজের উপর দিয়া কত ঝড় ও কত ঘটনা গিয়াছে তাঁহাকে কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি কার্য্যোপলক্ষে যখন যেখানে গিয়াছিলেন সকল স্থলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। দোষের মধ্যে ভাই বন্ধু প্রভৃতির অনুরোধে অনুষ্ঠান সম্বন্ধে একবার কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; সম্প্রতি সাধারণ সমাজ তাঁহার মনের মত হওয়াতে যেন তাঁহার উন্নতির জন্য মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এমন সময় তাঁহার ন্যায় একজন বুদ্ধিমান উৎসাহী ও সদ্বিবেচক বন্ধু হারাইলাম। যাঁহার মঙ্গল বিধানে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে তাঁহারই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক এবং আমাদের বন্ধুর পরকাল গত আত্মা সুখে ও শান্তিতে রক্ষিত হউক।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-কঞ্চুক।

ধর্ম্মভাব আন্তরিক বস্তু; তাহা মনুষ্যের চক্ষুগোচর নহে। কিন্তু হৃদয়ে যখন ধর্ম্মভাব থাকে তখন তাহা স্বভাবতঃ কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন ধার্ম্মিক ও সাধক লোকেও সাধনের সাহায্যার্থ কতকগুলি অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মনে কর একজন হরিভক্ত লোক আছেন। হরিনাম করিলে তাঁহার অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়; শ্বাস পুলক প্রভৃতি চিহ্ন সকল প্রকাশ পায়; তিনি সকল কথাতেই হরিকে স্মরণ করেন; সকল কার্য্যের মধ্যে হরিনাম উচ্চারণ করেন; এবং ভক্তিরস প্রধান গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকেন। এ গুলি ধর্ম্মভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়া। আবার মনে কর সেই ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে হরিনাম চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বদা অঙ্কিত করিয়া রাখিলে ভক্তি বৃদ্ধির সহায়তা হইতে পারে; এই বিবেচনা করিয়া তিনি নামাবলী প্রস্তুত করাইলেন; সর্ব্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কিত করিলেন; তুলসী নারায়ণের প্রিয় জ্ঞানে যত্ন পূর্ব্বক তুলসীর সেবা আরম্ভ করিলেন;

এ সকল সাধন-লব্ধ অনুষ্ঠান। এই উভয়বিধ অনুষ্ঠানই ধার্ম্মিকের ধর্ম্মভাবের চিহ্ন-স্বরূপ।

কালক্রমে লোকের দৃষ্টি এই চিহ্নগুলির উপরেই অধিক আসক্ত হয়। কেহ কেহ বা ধার্ম্মিক নামের যোগ্য হইবার বাসনায় এই গুলিকে ধর্ম্মের সার অঙ্গ ভাবিয়া বসে এবং কোন প্রকারে এই গুলির অনুকরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা-বশতঃ বাহিরের কার্য্য গুলি অবলম্বন করিয়া আত্ম-প্রতারিত হয়; মনে করে আমরা ধার্ম্মিক হইয়াছি। হরি সঙ্কীর্ত্তনের সময় কোন প্রকারে দুই বিন্দু অশ্রু-পাত, তুলসী সেবা, নামাবলী ধারণ প্রভৃতি করিয়া আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্ত মনে করে। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ধার্ম্মিক হইবার জন্য ব্যস্ত নয়, কিন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ব্যস্ত। হৃদয়ের অন্তরে ঈশ্বর প্রীতি নাই সে জন্য তাহাদের বড় দুখ নাই, কিন্তু লোকে যদি ঈশ্বর প্রেমিক বলে তাহা হইলেই পরম আনন্দ। এইরূপ লোকই উক্ত প্রকার ধর্ম্মের বহিরাবরণ গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উৎসুক।

যে স্থানে আন্তরিক সরল ভাব নাই কেবল বহিরাবরণের দিকে অধিক দৃষ্টি তাহাকে ধর্ম্ম না বলিয়া ধর্ম্ম-কঞ্চুক বলিয়া থাকে। পাছে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ধর্ম্ম-কঞ্চুক গ্রহণ করিয়া ফেলি, এই কারণে আমাদের সকলেরই সতর্ক থাকা উচিত। সতর্ক হইতে বলিবার কারণ এই যে অতি সৎ ও অতি সরল ব্যক্তিরাও সময়ে সময়ে অজ্ঞাতসারে এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া যান। সকল দেশেই ধার্ম্মিক লোকের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আচরণ আছে। যাহারা ধার্ম্মিক হইবার ইচ্ছা করেন তাঁহাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে পড়িয়া যায়। দেশের লোকে ও সেই আচরণ গুলিকে ধার্ম্মিকের আচরণ বলিয়া জানে, সুতরাং সে গুলি অবলম্বন করিলে সহজে ধার্ম্মিক নাম ও উপার্জ্জন করা যায়। যেমন আমাদের দেশে নিরামিষ আহার অথবা হবিষ্যাহার, সপাকে আহার, প্রাতঃস্নান, বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য, ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবেশন প্রভৃতি চিরকাল ধার্ম্মিকদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে সুতরাং যে ব্যক্তির আচরণে সে গুলি দেখি আমরা তাঁহাকেই ধার্ম্মিক বলিয়া থাকি। এই জন্য আমাদের মধ্যে যাঁহারা জন সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য ব্যস্ত তাঁহারা সচরাচর এই গুলি অবলম্বন করিয়া বসেন।

কিন্তু ধর্ম্ম-কঞ্চুককে ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করার একটী মহৎ দোষ আছে। এই গুলি অবলম্বন করিয়া অনেক সময় চিত্তের এক প্রকার ভ্রান্ত সন্তোষ জন্মে; এবং প্রকৃত ধর্ম্মের উপরে তত দৃষ্টি থাকে না। এই কারণে আমরা কত সময় দেখিতে পাই একজন বিষয়ী লোক নিত্য গঙ্গা-স্নান করেন, তাঁহার অঙ্গুলি সর্ব্বদাই হরিনামের মালা গণনায় ব্যস্ত; অথচ তিনি অন্যায় ও প্রতারণাপূর্ব্বক পরস্ব হরণে কুণ্ঠিত হন না। যেন একদিকের পুণ্যে অপরদিকের পাপ ক্ষয় হয়।

প্রকৃত ধর্ম্ম অন্য প্রকার ইহা অন্তরের বস্তু অনুভবের পদার্থ। এ বস্তু হৃদয়ে থাকিলে বাহ্যিক কার্য্যে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু কেবলমাত্র অনুষ্ঠান গুলি যিনি অবলম্বন করেন তিনি যে ইহাকেও পান তাহা নহে। অনুষ্ঠান দিয়া ধর্ম্মে প্রবেশ করিবার প্রয়াস অপেক্ষা ধর্ম্ম দিয়া অনুষ্ঠানে গমন কর। যে যে কাজ করিলে লোকে ধার্ম্মিক ভাবিবে তাহার জন্য প্রয়াস না পাইয়া, হৃদয়ে বাস্তবিক ঈশ্বর-প্রীতি আছে কি না দর্শন কর; চরিত্রে ধর্ম্ম থাকে কি না সে বিষয়ে সাবধান হও, আমরা দুই খানি চিত্র প্রদর্শন করিতেছি, একজন ব্রাহ্ম আছেন; ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাঁহার সাধক বলিয়া সুখ্যাতি; তিনি হবিষ্যাশী, রবিবার রবিবার উপবাস করেন; মৃগচর্ম্মে বসিয়া উপাসনা করেন; স্বহস্তে পাককার্য্য সমাধা করেন; শয্যা পরিহার পূর্ব্বক কম্বলে শয়ন করিয়া থাকেন; মুখে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের কথা; কিন্তু অপরদিকে তাঁহার হৃদয়টী শম্বুকের উদরের ন্যায় সংকীর্ণ; তিনি অত্যন্ত ক্রোধপরবশ; পরিবার পরিজনের উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই; ব্যবহারে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা নাই; মিথ্যা ও অন্যায় ব্যবহারে সঙ্কোচ নাই; ঈশ্বরের প্রতি আন্তরিক গভীর অনুরাগ নাই। এই এক জন। আর এক জন ব্রাহ্ম আছেন তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্মে বসেন না; হবিষ্যান্ন আহার করেন না; মৃৎপাত্র ব্যবহার করেন না; গম্ভীর গম্ভীর ধর্ম্মের কথা সর্ব্বদা ব্যবহার করেন না; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার আন্তরিক গভীর অনুরাগ, তাঁহার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রতিদিনের কার্য্য; তাঁহার হৃদয়টি উদার ও চিরপ্রসন্ন; তিনি প্রত্যেক কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত এবং অন্যায় ব্যবহারে সর্ব্বদা পরাঙমুখ; তাঁহার ধৈর্য্য ও তাঁহার সহিষ্ণুতা আদর্শস্থল; আপনার ন্যায় পরিবার পরিজনের উন্নতির দিকে তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি। এই আর একপ্রকার। আমাদিগকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন আমরা নিশ্চয় এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিকে অধিক ধার্ম্মিক বলিব। ফল কথা এই, ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়া অপেক্ষা আন্তরিক বস্তু ও চরিত্রের উন্নতির দিকে সকলের অধিক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাঁহার বাহিরে আড়ম্বর নাই; ধার্ম্মিক নাম লাভ করিবার জন্য প্রয়াস নাই; চরিত্রে ভাণের অংশ কিছুমাত্র নাই; অথচ চরিত্রের গুণে, প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণতার গুণে সকলের হৃদয়কে আকর্ষণ করেন, যাঁহার ধর্ম্মতৃষ্ণা অতি গভীর, ঈশ্বর-প্রীতি অতি গাঢ়; এরূপ লোক দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। সকল উপদেশের সার উপদেশ এই; "ধার্ম্মিক দেখাইবার চেষ্টা অপেক্ষা ধার্ম্মিক হইবার চেষ্টা অধিক কর।"

ব্রাহ্মবিবাহ ও ১৮৭২ সালের তিন আইন।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮৭২ সালের তিন আইন সম্বন্ধে পুনর্ব্বার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। গত বর্ষের আষাঢ় মাসে ও তৎপূর্ব্ব বর্ষের পৌষ মাসের পত্রিকায় আমাদের সহযোগী এই রাজবিধির বিরুদ্ধে দুইটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন; বর্ত্তমান প্রস্তাবে সেই

সকল যুক্তির পুনরুক্তি মাত্র করিয়াছেন। 'সমদর্শী নামক তৎকালীন যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত তাহাতে পূর্ব্ব প্রস্তাবদ্বয়ের প্রচুর সমালোচনা করা হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান পাঠকগণের মধ্যে হয়ত অনেকে সমদর্শীর পাঠক ছিলেন না সেই জন্য আমাদিগকে পুনর্ব্বার বর্ত্তমান প্রবন্ধটীর সমালোচনা করিতে হইতেছে।

আমাদের সহযোগীর ১৮৭২ সালের তিন আইন সম্বন্ধে এই কয়েকটি প্রধান আপত্তি; যথা;—

১। এই আইন ব্রহ্মবিবাহের বিধি নহে যেহেতু আস্তিকাবাদী নাস্তিক্যবাদী, সংশয়বাদী সকলেই ইহার আশ্রয়গ্রহণ করিতেছেন।

২। বিধিটী নিরীশ্বর, যেহেতু ঈশ্বর সমক্ষে যে বিবাহ হয় তাহা বৈধ না হইয়া বৈধতার জন্য মনুষ্যের সমক্ষে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

৩। এই আইন অনুসারে বিবাহ করিতে গেলে হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিতে হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা দেশের লোকের বিরাগভাজন হইতে হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে অতিশয় ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।

আমরা এই কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তিন আইন কেবল ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রথমে কেবল সেই জন্যই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় এবং উক্ত পাণ্ডুলিপিতে বিধিটীর নাম "ব্রাহ্মবিবাহ বিধি" দেওয়া হইয়াছিল। তৎকালে আদি ব্রাহ্মসমাজ ঐ নাম যাহাতে প্রদত্ত না হয় তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সুতরাং ব্যবস্থাপক সভা, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটী দল এরূপ বিরোধী হইলেন দেখিয়া ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। এখন যাঁহারা বলিতেছেন "বর্ত্তমান অবস্থায় বিধিটী যে আকারে রহিয়াছে তাহা কেবল নাস্তিকদিগের পক্ষেই উপযোগী ব্রাহ্মদিগের পক্ষে উহা গ্রহণীয় নহে" তাঁহারাই তৎকালে ব্রাহ্মদিগের উপযোগী বিবাহ বিধির পাণ্ডুলিপির বিরোধী ছিলেন। বোধ হয় আমাদিগের সহযোগীর তদ্বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে এবং তিনি এখন যদি "ব্রাহ্মবিবাহ বিধি" প্রস্তুত হইবার পক্ষে সহকারিতা করেন, আমরা সকলে আহ্লাদের সহিত আমাদের মনের মত একটি সুন্দর বিবাহ বিধি রাজপুরুষদিগের দ্বারা প্রণয়ন করিয়া লইতে পারি। কিন্তু তিনি যদি ১৮৭২ সালে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকেও পুনঃ পুনঃ এই বিধির দোষ প্রদর্শন করিতে হইত না এবং আমরাও একটী অসম্পূর্ণ বিধি লইয়া বিড়ম্বিত হইতাম না। যাহা হউক বর্ত্তমান অবস্থায় বিধিটীর আশ্রয় গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে কি কি আপত্তি থাকিতে পারে দেখা যাউক। আমাদের সহযোগীর একটী আপত্তি এই যে নাস্তিকাদি ধর্ম্মশূন্য ব্যক্তিরা এই বিধির আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে সুতরাং উহা অপবিত্র ও পরিহার্য্য। এই যুক্তিপথাশ্রয়ী হইলে আমাদিগকে অনেক বিষয়ই সংসারে পরিত্যাগ করিতে হয়। ধর্ম্মহীন লোকেরা যে অন্ন বস্ত্র গ্রহণ করে আমরা কি তাহা পরিত্যাগ করিব? অনেক লোক স্বার্থ সাধনের জন্য ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করে, আমরা কি তবে তাহা পরিত্যাগ করিব? লোকে ধনোপার্জ্জন করিয়া অনেক দুষ্ক্রিয়া করে, আমরা কি তবে ধনোপার্জ্জন করিব না? এই যুক্তি অবলম্বন করিলে সংসারে বাস করা হয় না। বিবাহ বিধি নাস্তিক অথবা সংশয়বাদীদিগের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। যাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিলে বিবেকের ও সত্যের পথে চলা হয় না এই আপত্তি করেন তাঁহাদিগের জন্যই বিধির সৃষ্টি হইয়াছে। রাজপুরুষেরা এইরূপ ব্যবস্থার আবশ্যকতা কিসে জানিতে পারিলেন এবং কে তাঁহাদের দ্বারে আবেদন করিয়াছিল? ব্রাহ্মেরা এই বিধির মূল এবং তাঁহাদের অনুরোধেই ইহার সৃষ্টি; কেবল প্রাগুক্ত কারণেই বিধিটীর ঠিক ব্রাহ্ম আকার. হইতে পারে নাই।

কিন্তু বিধিটী ঠিক ব্রাহ্মবিবাহ বিধি না হইলেও তদুপযোগী করিবার পক্ষে তাহাতে কোন নিষেধ নাই বরং উহার ১১ ধারায় স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থা আছে যে "যে পদ্ধতিতে হউক বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।" একজন ধর্ম্মহীন লোক ধর্ম্মানুপ্রাণিত কোন পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন না, কিন্তু ব্রাহ্মের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে আমাদের সহযোগী তাঁহার পুরাতন ভ্রম এপর্য্যন্ত সংশোধন করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে বিবাহ রেজিষ্টারি ও উপাসনাদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময়ে করিবার ব্যবস্থা থাকায় যদি এই সময়ের মধ্যে বর কন্যার মধ্যে কাহারও মৃত্যু হয় তাহা হইলে বিবাহটী নিরীশ্বর হইল; অথবা যদি রেজিষ্টারি উপাসনার পরে করা হয় তবে বিবাহ দ্বিতীয়বার করা হইল। আমাদের সহযোগীর একটী ভ্রম এই যে রেজিষ্টারি ও উপাসনাদি উভয়ই যে বিবাহ সম্পূর্ণতার পক্ষে প্রয়োজন তাহা তিনি বিবেচনা করেন নাই। বরকন্যাকে যে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে হয় তাহা বিবাহ নহে, কিন্তু তাহাদের বিবাহের যোগ্যতা সম্বন্ধে কেবল কয়েকটী বিষয় স্বীকার মাত্র, যথা, তাহাদের বয়ঃক্রম, পরস্পর সম্বন্ধ প্রভৃতি। সুতরাং প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার পর বর কন্যার মধ্যে অন্যতরের মৃত্যু হইলে বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু সংঘটন হইল, অতএব যখন বিবাহ হইলনা তখন "নিরীশ্বর বিবাহ" হইল একথা অপ্রাসঙ্গিক। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রম এই, তিনি বলেন উপাসনাদিদ্বারা বিবাহ হইবার পরে রেজিষ্টারি অর্থাৎ স্বীকৃতিপত্র স্বাক্ষর হইতে পারে। ১০ ধারায় ব্যবস্থা রহিয়াছে যে "বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বরকন্যা এবং তিন জন সাক্ষী রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে এক খানি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিবেন" ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বিবাহের পর প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে হয় না। যদিও তাহা হইত প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করা বিবাহ নহে।

মনুষ্যের সমক্ষে বিবাহ সম্পন্ন না হইলে যে তাহা বৈধ হয় না ইহা আমরাও স্বীকার করি না, কিন্তু তাহা করিলেই

যে বিবাহ অপবিত্র হয় তাহাও আমরা স্বীকার করি না। বিবাহ একটী সামাজিক ক্রিয়া, সুতরাং জনসমাজের সহিত উহার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। উপাসনাত্মক বিবাহ করিতে গেলে যেমন মনুষ্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, জন সমাজের সহিত আমাদের সম্বন্ধ থাকাতেও সেই রূপ মনুষ্যের সাহায্য প্রয়োজন। উপাসনার জন্য যে ব্যক্তিবিশেষের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, সমাজ তাঁহাকে নিযুক্ত করেন, সামাজিক অঙ্গ সম্পন্ন করিবার জন্য যে ব্যক্তিদিগের সাহায্য আবশ্যক, তিন আইনের বিধি অনুসারে তাহারা নিযুক্ত এই মাত্র প্রভেদ। যদি রেজিষ্ট্রার প্রভৃতির সমক্ষে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আচার্য্য ও পুরোহিতদিগের সমক্ষে করাও সেইরূপ নিষিদ্ধ হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান বিবাহ বিধি আশ্রয় করিতে হইলে হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিতে হয় ইহা অমূলক আশঙ্কা। বিধির কোন স্থানে এ প্রকার ব্যবস্থা নাই। বোধহয় আমাদের সহযোগী স্বীকৃতি পত্রের প্রথম প্রতিজ্ঞার প্রকৃত অর্থগ্রহণ না করায় এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়সিডিউলের মধ্যে এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা বাক্য আছে—

"আমি খৃষ্টীয়, য়িহুদী, হিন্দু, মুসলমান, পারসী বৌদ্ধ শিক অথবা জৈন ধর্ম্মাবলম্বী নই।" আমরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নহি, এঅবস্থায় এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে কি আপত্তি হইতে পারে? আমাদের সহযোগী ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম অথবা তাহার অঙ্গ জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এবিষয়ে মত দ্বৈধ আছে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলেন, তাঁহারা কি উহাকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন স্বীকার করেন না? বোধহয় আমাদের সহযোগী ও তাহা অস্বীকার করিবেন না, এবং প্রাগুক্ত অঙ্গীকার কেবল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে অবিশ্বাস জ্ঞাপক। যখন আমরা দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ দ্বারা কার্য্যতঃ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে অস্বীকার করিতেছি তখন কেবল বিবাহস্থলে ঐ রূপ একটী অঙ্গীকার করিলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথে অধিকতর ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে ইহা আমরা হৃদ্বোধ করিতে পারিলাম না। আমাদের জীবন, আমাদের উপদেশ, আমাদের মত সমস্তই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী, এমন কি আমাদের ব্রাহ্ম নাম পর্য্যন্ত আমাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে, অতএব সে সমস্ত পরিবর্ত্তন অথবা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে আমাদের সহযোগীর আশা কখনই পূর্ণ হইবে না।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই, তিন আইনটী যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তাহা আমরা বলিনা। ইহার কোন কোন ধারার পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়। কিন্তু ইহাতে এতগুলি প্রশংসনীয় বিধি দেখা যায়, সেগুলির জন্য আইনটী বড় প্রার্থনীয় এবং ব্রাহ্মদিগের পক্ষে গ্রহণকরা শ্রেয়ঃ মনে হয়। প্রথমতঃ ইহাতে বাল্যবিবাহ রহিত হইবে, দ্বিতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পুরুষ ও রমণীর বিবাহকে বৈধ করিয়া জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিবে, তৃতীয় বহু বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ হইবে; চতুর্থ "ইণ্ডিয়ান সকসেসন আক্ট" নামক দায়াধিকার সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট বিধি এই বিধি অনুসারে বিবাহিত দম্পতীর সন্তানদিগের পক্ষে খাটিবে। অতি গুরুতর আপত্তি ব্যতিরেকে এমন উৎকৃষ্ট বিধির সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হওয়া কর্ত্তব্য নয়। তত্ত্ববোধিনীর লেখকের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি যে কেন ইহার প্রতি এত আপত্তি করিতেছেন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি যদি বিধিটীর কোন অঙ্গের সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক মনে করেন চেষ্টা করুন আমরা প্রাণ পণে সাহায্য করিব।

উদারতা।

মহাত্মা যীশু শিষ্যদিগকে শিশুর ন্যায় হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শিশুদের সকলই গুণ, একটী বড় দোষ! তাহারা আপনার দিকটী ব্যতীত অন্য কোন দিক দেখিতে পায় না। সুন্দর ফুলটী ফুটিয়াছে, ওটী আমি চাই, আর কাহারও যে সেই ফুলটীর প্রতি তেমনি অনুরাগ থাকিতে পারে শিশু ইহা বুঝিতেই পারে না। মাতা রোগ গ্রস্ত হইয়া শয়নে আছেন, দারুণ শিরঃপীড়ায় মস্তক বিদীর্ণ হইতেছে; শিশু সেইখানেই আসিয়া নিজের অভীষ্ট কোন দ্রব্যের জন্য কাঁদিতেছে এবং হয়ত প্রহার করিতেছে। তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করাই বৃথা সে এক দিক ভিন্ন দুই দিক দেখিতে জানে না।

শৈশবের ন্যায় অসভ্যাবস্থারও স্বধর্ম্ম এই যে তাহা দুই দিক দেখিতে পায় না। অপরে সমস্ত দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া যে দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছে তাহা কেন কাড়িয়া লইতে নাই তাহা অসভ্য ও বর্ব্বর লোক বুঝে না। এই কারণে যখন নিজের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের চিন্তার উদয় হয়, তখন জানা যায় যে অসভ্যাবস্থা ঘুচিতেছে। কারণ তখন প্রবৃত্তির রাজ্যের অবসান হইয়া চিন্তার ও বিবেকের কার্য্য আরম্ভ হয়।

অনেকে বয়সে বৃদ্ধ হয়, সভ্য সমাজে বাসও করে অথচ ভিতরে শিশু ও অসভ্য লোকের ন্যায় অনুদারতা থাকে। তাহারা কোন মত বা কার্য্যের দুদিক দেখিতে পায় না। আমি যে মতটীকে যে ভাবে দেখিতেছি আর এক দিক হইতে আর একজন যে সেটীকে আর এক ভাবে দেখিতে পারে ইহা তাহারা বুঝিতে পারেনা। নিজে যে মতটী সরলভাবে বিশ্বাস করিতেছে তন্মধ্যে যে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি নাই তাহা বুঝিতে পারে, কিন্তু যাহারা তাহার প্রতি আপত্তি করিতেছে তাহারাও যে সরল ভাবে আপত্তি করিতেছে এবং তাহাদেরও যে দুরভিসন্ধি না থাকিতে পারে, ইহা তাহারা ধারণা করিতে অসমর্থ। এটী শিক্ষার দোষ। আমাদের অনেকেরই এইরূপ শিক্ষার দোষ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, আমরা পূর্ব্বপত্রে অদ্ভুত ঘটনাবলী পরিপূর্ণ নভেলের নিন্দা করিয়াছি, বঙ্কিম বাবু ঐ জাতীয় নভেলের ভক্ত ও লেখক। তিনি ভাবিলেন ইহারা আমার মতের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করে কেন? তবে নিশ্চয় বিদ্বেষ পরবশ হইয়া লিখিতেছে। ইহা ভাবিয়া তিনি লেখক কে অনুমানে স্থির করিলেন এবং বিদ্বেষের কারণ কল্পনায় নিযুক্ত হইলেন। এই এক প্রকার ব্যবহার। আর

এক প্রকার ব্যবহার এই যে তিনি ভাবিলেন ভাল ইঁহারা যে ঐ জাতীয় নভেলকে ঘৃণা করেন বলিতেছেন, ইহার যুক্তি কি? আমাদের যুক্তিগুলি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া দেখিলেন যদি সেগুলি যথেষ্ট বোধ না হইল, আরও যুক্তি আছে কি না প্রশ্ন করিলেন, আমরা আরও যুক্তি দিলাম, তাঁহার সহিত তর্ক বিতর্ক চলিল, অবশেষে হয় তিনি আমাদিগের ভ্রম প্রদর্শন করিলেন অথবা আমরা তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিলাম। প্রথম ব্যবহার শিক্ষার দোষ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় ব্যবহারে প্রকৃত উদারতা প্রকাশ পায়।

আর এক বিষয়ে এই শিক্ষার দোষ অতি শোচনীয় ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের কার্য্য ও চরিত্র বিচার করিবার সময় আমরা সচরাচর হৃদয়ের অনুদারতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয় দি। অনেকের পক্ষে কোন ব্যক্তির বা কোন গৃহস্থের কোন কুৎসা শুনিলে আর কোন প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক করে না। লোক মুখে তাহা শ্রবণ করাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। স্ত্রীজাতির কার্য্যাদির বিচার সম্বন্ধে আমাদের দেশে এই অনুদারতা বিশেষ প্রবল ও বিশেষ শোচনীয়। লোকের একটী কার্য্যের যে দশটী দিক থাকিতে পারে এই সকল অনুদার লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। মক্ষিকা যেমন শরীরের সুস্থ অংশ ত্যাগ করিয়া ক্ষত অংশই অন্বেষণ করে, সেই রূপ লোকের ছিদ্র ও ত্রুটী অন্বেষণ করাই যেন এই নীচ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদিগের কার্য্য। ভদ্র ও উদার লোকের নিয়ম এই তাহারা সহজে কাহারও কোন কার্য্যের অসৎ দিক দর্শন করেন না। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে কাহারও কোন নিন্দা শ্রবণ বা গ্রহণ করেন না। একজন ভাল ভাবে একটী কার্য্য করিতে পারে এবং মন্দ ভাবেও সেই কার্য্যটি করিতে পারে, তুমি যে মন্দ ভাবটি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ কর ইহার প্রমাণ কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল শিক্ষার দোষ। মতসম্বন্ধীয় উদারতা লাভের প্রধান উপায়, পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সংঘর্ষণ। যতই আমরা আমাদের বিরুদ্ধ মত সকল শুনিব ততই সে সম্বন্ধে উদারতা জন্মিবে। আপাততঃ ক্লেশ হইবে, বিরক্তি হইবে, আক্রোশ হইবে, কিন্তু ক্রমেই দেশের লোকের মন প্রস্তুত হইয়া আসিবে। আমরা এক বার একটী গল্প শুনিয়াছিলাম, মৃত জন ষ্টুয়ার্ট মিল একবার একখানি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, ঐ প্রবন্ধ প্রকাশ করার কিছু দিন পরে তিনি সংবাদ পাইলেন যে বিখ্যাত পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসর তাঁহার মত সকলের প্রতিবাদ করিয়া একখানি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন কিন্তু অর্থের অসচ্ছল বশতঃ মুদ্রিত করিতে পারিতেছেন না, তখন মিল গোপনে স্পেনসরকে পত্র লিখিয়া তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করিলেন এবং মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ের সাহায্য করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন। ইহাকে বলে সত্য প্রিয়তা এবং উদারতা।

লোকের কার্য্য এবং চরিত্রের বিচারের সময় স্থির চিত্তে তাহার সকল দিক দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। যাহার বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই তাহা বিশ্বাস করিব না; যাহার কোন প্রকার ভাল ভাব থাকিতে পারে তাহার মন্দ ভাব সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে রাখিয়া লোকের কার্য্যাদির বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

মতভেদ হইলেই যে আমাদের হৃদয়ের ভেদ হয়, তাহার কারণ এই যে আমরা বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোককে কেবল বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ভাবি না, কিন্তু সেই সঙ্গে অসৎ লোক মনে করি। যদি তাহা মনে না হয় তাহা হইলে আর অন্যান্য বিষয়ে মিলিত হইবার ব্যাঘাত হয় না। আমরা এই সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের প্রতিবাদ করিলাম আমরা কি উক্ত সম্পাদককে অশ্রদ্ধা করি? কখনই নহে। কেশব বাবুকে যাঁহারা বাস্তবিক মধ্যবর্ত্তীর ন্যায় করিয়া বিবেচনা করেন আমরা তাঁহাদিগকে হয়ত ব্রাহ্ম বলিব কি না সন্দেহ, তাঁহাদের মতের প্রতি আমাদের এতদূর আপত্তি, কিন্তু যাঁহারা এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি; সরল লোক বলিয়া বিশ্বাস করি, ধর্ম্ম তৃষ্ণাবান বলিয়া প্রশংসা করি কিন্তু ভ্রান্ত বলিয়া শোক করি; এই মাত্র। সেণ্ট পলকে যেমন ভক্তি করি অথচ ব্রাহ্ম ভাবি না, সেইরূপ তাঁহাদিগকেও ভক্তি করিব, কিন্তু ব্রাহ্ম ভাবিব না। ইহাতে অনুদারতা কোথায়?

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র ও উন্নত বিধি অনুসারে পারিবারিক সমুদায় কার্য্য এবং গার্হস্থ্য সমুদায় অনুষ্ঠান করা যে কতদূর আবশ্যক তাহা অনেকব্রাহ্ম চিন্তা করিয়া দেখেন না। আমি ত ব্রাহ্ম, আমি ত উপাসনাশীল, আমি ত সপ্তাহে সপ্তাহে মন্দিরে যাই, আমি ত কোন প্রকার পৌত্তলিক ক্রিয়াতে লিপ্ত হই না তবে আর কি? স্ত্রী আমার বাধ্য নন, তিনি বিপরীত গামিনী; বাড়ীতে মা আছেন জ্যেষ্ঠ সহোদর আছেন; গুরুজনের গঞ্জনা সহ্য করার অপেক্ষা যেমন চলিতেছে চলিতে দেওয়াই ভাল, অনেক ব্রাহ্ম এইরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন। এইরূপ ভ্রান্ত বিবেচনার ফল তাঁহারা নিজ জীবনেই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের ধর্ম্মোৎসাহের অর্দ্ধেক অংশ আত্মীয় স্বজনের সহিত বিবাদেই পর্য্যবসিত হয়; কারণ তাঁহারা যে নিশ্চিন্ত থাকেন তাহা নহে, প্রতি কার্য্যেই তাঁহাকে তাঁহার বিশ্বাস-বিরুদ্ধ আচরণে লিপ্ত করিবার চেষ্টা করেন। কন্যাটী ১১ বৎসরের হইল, আমাদের ব্রাহ্ম-বন্ধু চিরদিন বাল্য-বিবাহকে নিন্দনীয় বলিয়া অনুভব করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কি করেন, গৃহিনী নিতান্ত অপ্রস্তুত, আত্মীয় স্বজন নিতান্ত প্রতিকূল, তিনি যে সাহসের ত্রুটী নিবন্ধন এতদিন পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হন নাই, সেই সাহসের ত্রুটীই এসময়ে তাহাঁকে বিশ্বাস বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে রত করিল। এইরূপ অনেক ব্রাহ্ম, স্বার্থ পর ধর্ম্ম সাধন করিয়া তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকেন।

অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই, পাঠকগণ যদি অনুধাবন করিয়া দেখেন দেখিতে পাইবেন যে জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম মানবের হৃদয়কে অধিকার করিয়া আছে, নানা প্রকার

গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের সহিত যোগ থাকাই তাহার একটী প্রধান কারণ, আমাদের গৃহের সুখ দুঃখের সহিত যে সকল ভাবের যোগ, সে সকল ভাব আমাদের অতি প্রিয়। এমন যদি কোন বন্ধু থাকেন, যিনি আমাদের সুন্দর পুত্রটী জন্মিলে আসিয়া আনন্দ করিয়াছেন, প্রিয় কন্যাটীর মৃত্যুর সময় আসিয়া আমাদের সঙ্গে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, আমোদ প্রমোদের দিনে আমাদের পরিবার মধ্যে আসিয়া ক্রীড়া করিয়াছেন। আবার বিপদ ও দারিদ্রের দিনে আসিয়া কায়িক ও মানসিক শ্রম দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন; আমাদের পুত্রকন্যাগুলি নিতান্ত শৈশবে যাঁহার জানুতে বসিয়া চারি দন্তে হাস্য করিয়াছিল এবং এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত ও যুবক যুবতী হইয়া যাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আলাপ করিয়া থাকে যদি এমন বন্ধু কেহ থাকেন তবে সে বন্ধুর প্রতি আমাদের কত প্রগাঢ় অনুরাগ হয়? সেইরূপ আমাদের স্ত্রীপুত্রগণ যখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে তাহাদের জীবনের সর্ব্বত্র দেখিতে পায়, যখন তাহারা আমাদের প্রিয় দর্শন পুত্রের জাতকর্ম্মে নামকরণে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পায় এবং অপরদিকে সংসারে ঘোরতর বিপদের দিনেও সেই নাম শুনিতে পায়, তখন আর তাহাদের পুরাতন প্রথা সকল পরিত্যাগের দুঃখ থাকে না, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ আমাদের পুত্রকন্যাগণ যেরূপ গৃহে প্রতিপালিত হইবে সেই রূপ শিক্ষা লইয়া বর্দ্ধিত হইবে, ইহা অনেক ব্রাহ্ম ভুলিয়া যান। ব্রাহ্মবন্ধু! তুমি উপাসনাশীল হইলে তাহাতে কি? তোমার পুত্রকন্যা যখন একদিন তোমার গৃহে পরমেশ্বরের নাম শুনিল না; তুমি বলিলে পৌত্তলিকতা পাপ, কিন্তু তাহাদের মাতা যখন বাক্যে ও কার্য্যে বলিলেন তুমি ভ্রান্ত; তাহারা যখন তাহাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে অসত্য, কুসংস্কার ও অসদ্ভাব প্রভৃতি দর্শন করিতে লাগিল, তখন তোমার ব্রাহ্ম হওয়ার ফল কি? সেই শিশুরাই সৌভাগ্যবান, যাহারা জননীর স্তনদুগ্ধ পান করিতে করিতে পবিত্রতার বায়ু সম্ভোগ করে, যাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়, যাহারা ধীর, প্রশান্ত, ও ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতার ক্রোড় হইতে ধর্ম্মানুরাগিণী, উপাসনাশীলা, সচ্চরিত্রা মাতার ক্রোড়ে বিহার করিতে পায়। যে ধর্ম্মসাধন পরিবারকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে বিচরণ করে আমরা তাহাকে ঘৃণা করি।

চতুর্থতঃ যাঁহারা একবার সাহস করিয়া অনুষ্ঠানে অগ্রসর হন তাঁহাদের চিত্তের এরূপ এক প্রকার প্রশস্ততা ও স্ফূর্ত্তি উপস্থিত হয় যে তাহার বর্ণনা হয় না। যেমন যত সত্য উপার্জ্জন কর ততই সত্যোপার্জ্জনের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তেমনি যত বিবেক ও বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য কর ততই বিবেক ও বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিবার সাহস ও শক্তি বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি সাহস করিয়া একটী সত্য কথা বলিতে পারে তৎপরে তাহার দশটী সত্য কথা বলিবার সাহস ও শক্তি বর্দ্ধিত হয়। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য জ্ঞানে আপনার সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্মোন্নতি সাধনে সমর্থ হয় নিশ্চয় জানিবে যে সে ব্যক্তির কর্ত্তব্য জ্ঞান তাহাকে আরও অনেক মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ করিবে; যে বাস্তবিক কপটতার ভয়ে উপবীতটী ফেলিতেছে, নিশ্চয় জানিবে যে তাহার সরল ব্যবহারের শক্তি সেই সঙ্গে দশগুণ বর্দ্ধিত হইতেছে।

অতএব আমরা ব্রাহ্মদিগকে সমুদায় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি, এ বিষয়ে শিথিল হইবেন না। শিথিলতাতে মহা অনিষ্ট। একটু সাহস চাই। দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে সংগ্রাম অপরিহার্য্য সে সংগ্রামে কাতর হইলে কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা সমাজের দুর্গতি দূর হইবে না। একটু দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায় চাই। মনে কর আমার স্ত্রীকে পড়াইলে ও তাঁহাকে উপাসনা স্থানে লইয়া গেলে মাতা ঠাকুরাণী বিরক্ত হন, আমি সে বিরক্তি গ্রাহ্য করিব না। স্ত্রীকে লইয়া যাইব। মা যে নির্য্যাতন করেন তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিব এবং পত্নীকে সহ্য করিতে বলিব। মা তাঁহাকে যত কুসংস্কারের কথা বলিবেন আমি তদধিক তদ্বিরুদ্ধ কথা শিখাইব। আমার নবজাত পুত্র কিম্বা কন্যার নামকরণ কোনক্রমেই পৌত্তলিক মতে করিব না। স্ত্রীকে বুঝাইয়া প্রস্তুত করিব, কেবল তাহা নহে তাহা পরব্রহ্মের উপাসনা পূর্ব্বক করিব; যদি গুরুজন বাড়ীতে স্থান না দেন, স্বামী স্ত্রী স্থানান্তরে গিয়া করিব; যদি তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন সে অসন্তোষের ভার সানন্দচিত্তে বহন করিব, কিন্তু কার্য্যটী করিব, ছাড়িব না। কেশব বাবু যাহা করিয়াছিলেন তাহাই এবিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার প্রথম পুত্রের যখন নামকরণ হয়, তখন তাঁহার বাটীর গুরুজন সকলে ঘোরতর প্রতিবাদী হইয়াছিলেন; কিন্তু কেশববাবু তখন তাঁহাদের আপত্তির প্রতি কর্ণপাত করেন নাই; পৈতৃক ভবনে তাঁহার অধিকার ছিল সুতরাং তিনি যখন সেই ভবনে পুত্রের নামকরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলে বিরক্ত হইয়া সে ভবন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন; কেশববাবু তথাপি নিরস্ত হইলেন না। কেশববাবু উপাসনাস্থানে আপনার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া যাওয়াতে তাঁহার গুরুজন তাঁহাকে বহুদিন স্বীয় ভবন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নিজ সংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই। এরূপ ধর্ম্ম সংগ্রামের দিন কি অবসান হইয়াছে? ব্রাহ্মগণ কি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি দেশ মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে? আমাদের সকলের গৃহ কি ঠিক ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহ হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে এ আলস্য, এ জড়তা, এ ভীরুতা কি নিন্দনীয় নয়? আমাদের অতি গভীর বিশ্বাস যে ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা ভারতবর্ষের ভূরি ইষ্ট সাধিত হইবে, কিন্তু এক্ষণে তাহার কিছুই হয় নাই। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজে আবার নূতন বল বীর্য্য নিয়োগ করা চাই। সে বল বীর্য্য নিয়োগ করে কে? আমাদের মধ্যে সেরূপ লোক কই? আমরা প্রার্থনা করি ঈশ্বর আমাদের এই মর্ম্মভেদী প্রশ্নের সদুত্তর দিবার লোক আনিয়া দিন।

ধর্ম্ম বীর।

অদ্য আমরা খ্রীষ্টের সর্ব্ব প্রধান শিষ্য মহাত্মা পলের বিষয় কিছু বলিব। কেহ কেহ ইঁহাকে মানবকুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এরূপ ভাবিবার অনেক কারণ আছে। পল সত্যপ্রিয়তা ও ধর্ম্মতৃষ্ণার আদর্শ স্থলে ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। এই বলিলেই যথেষ্ট হয় যে তিনি তাঁহার সময়ের একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন; তিনি যদি অন্যান্য যুবা পুরুষের ন্যায় সংসারের ধন মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন, তাঁহার ধন মানের অপ্রতুল থাকিত না; তিনি যখন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি যিহুদীদিগের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন; তিনি যদি তাহাদের মধ্যেও থাকিতেন তাহা হইলে পরম সমাদরে জীবন শেষ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি এ সকলের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করিলেন না, যেই খ্রীষ্টের প্রচারিত মত সকল তাঁহার সত্য বলিয়া প্রতীতি হইল অমনি সম্পদ, সুখ, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রতি অন্ধ হইয়া তাহা অবলম্বন করিলেন। করিয়া লাভ এই হইল যে লোকে বেত্রাঘাত করিয়া নগর হইতে নগরে বিদায় করিল; কতবার প্রাণ সংশয় হইল; কতবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন; কতবার গুরুতর প্রহারে মৃত প্রায় হইলেন। তথাপি নিরস্ত হইলেন না। কিন্তু দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে খ্রীষ্টের নাম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি যখন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন তখন নিজের হস্তে তাম্বু সেলাই করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে পরিশ্রম করিয়া নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন; এক দিনও নিজ গৌরব প্রচার করেন নাই; বরং যেখানে দেখিতেন যে লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেছে তখন তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন। একবার গ্রীসদেশের লোক তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে পূজা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, বাইবেলে এরূপ উক্ত হইয়াছে যে পল সে সময়ে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আপনার বস্ত্রাদি ছিঁড়িয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আর এক বার পল রোম নগর হইতে শুনিলেন যে কোরিন্থ নগর বাসিগণ কেহ তাঁহার দলে কেহ বা অন্য কোন প্রচারকের দলে হইয়া বিবাদ করিতেছে তখন তিনি তিরস্কার করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন "আমি শুনিলাম তোমরা কেহ বল আমি পলের; কেহ বল আমি এপোলোসের; কেহ বল আমি কিফাসের কেহ বা বল আমি খ্রীষ্টের। "খ্রীষ্ট কি এত ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন, পল কি তোমাদের জন্য মরিয়াছে না তোমরা পলের নামে দীক্ষিত হইয়াছ? আমি ঈশ্বরকে ধন্য বাদ করি যে আমি তোমাদিগকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করি নাই কারণ তাহা হইলে লোকে ভাবিত আমি বুঝি তোমাদিগকে আমারই নামে দীক্ষিত করিয়াছি।"

তিনি তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা, ও আন্তরিক ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে সহস্র পুরুষ ও রমণীর হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু একদিনও নিজ গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহাকে খ্রীষ্টের অপেক্ষাও মহৎ লোক মনে হয়, কারণ বাইবেলে খ্রীষ্টের যে চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ঈশ্বরের অবতার রূপে বিদিত হইবার যে বিলক্ষণ ইচ্ছা ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ লোকে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তিনি বার বার স্পষ্টাক্ষরে আপনাকে দ্বার স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া না গিয়া যাহারা অন্য উপায়ে স্বর্গরাজ্যে গমন করিবার প্রয়াস করে তাহাদিগকে চোরের ন্যায় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ব্যবহারেও এই রূপ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, যে তাঁহাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিশেষ প্রসন্নতার চিহ্ন সকল প্রকাশ করিতেন; যাহারা তাঁহার এরূপ অভিমানের কথা শুনিয়া বিদ্রূপ করিত, তাহাদিগকে তিনি কাল সর্পের বংশ বলিয়া অভিসম্পাত করিতেন। জন তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তিনি প্রকাশ্য সভার মধ্যে আদর করিয়া জনের বক্ষস্থলে মস্তক দিয়া থাকিতেন, সেই জনের প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাহার গূঢ় কারণ পাওয়া যায়, জন তাঁহাকে পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেক এরূপ দৃষ্টান্ত আছে, কয়েক জন স্ত্রীলোক আপনাদের আলুলায়িত কেশজাল দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়াছিল, অমনি তিনি তাহাদের প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তিনি কথায় কথায় পূর্ব্বকার ভবিষ্যদ্বাণী সকল স্মরণ করাইয়া দিয়া আপনার অবতারত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন। আমাদের বাইবেল পাঠ করিয়া খ্রীষ্টের সম্বন্ধে যেরূপ সংস্কার হইয়াছে তাহাই বলিলাম। এই কারণেই অনেক খ্রীষ্টানেরা বলিয়া থাকেন, হয় খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বল না হয় ঈশ্বর বিত্তাপহারী প্রবঞ্চক বল। যাহা হউক আমরা খ্রীষ্টের অপেক্ষা পলকে বড় লোক মনে করি। যে ব্যক্তি নিজের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত সে সরল ভাবে আপনাকে বড় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের যে দোষ আছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে ঈশ্বরের কার্য্য করিতে গিয়া আপনার মহত্ব ও আপনার গৌরব একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় সেই প্রকৃত বড় লোক। এই জন্যই আমরা পলকে খ্রীষ্টের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী গণ্য লোক মনে করি, যাহা হউক পলের জীবন চরিত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

র মৃত্যুর পর ৩৩ বৎসর গত হইলে প্রতিপক্ষগণ খ্রীষ্টের একজন প্রধান শিষ্য ষ্টিফেনকে অতি নৃশংসরূপে হত্যা করে, তখন সেই জনতার মধ্যে পলের নাম প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তাঁহার নাম সল ছিল। বাইবেলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে লোকে যখন হতভাগ্য ষ্টিফেনকে আকর্ষণ করিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গেল এবং ইষ্টক প্রস্তর প্রভৃতির আঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণ হত্যা করিতে লাগিল তখন একজন যুবা পুরুষ সেই সমুদায় হত্যাকারীর বস্ত্রাদি রক্ষণের ভার লইয়া বসিয়া ছিল। এই যুবা পুরুষ সল। তাঁহার বাল্য জীবন সম্বন্ধে এই মাত্র জানা যায় যে তিনি

টারসস্ নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বাল্যকালে সুন্দররূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

ষ্টিফেনের মৃত্যুর পর এক বৎসরকাল পল কেবল নগরে নগরে খ্রীষ্টের শিষ্যদিগের অন্বেষণ ও নির্যাতন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার ভয়ে খ্রীষ্টিয়গণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং তিনি বহু সংখ্যক পুরুষ ও রমণীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে কিছুদিন যায় একদিন পল য়িহুদীদিগের দলপতির আদেশক্রমে ডামস্কস নগরবাসি খ্রীষ্টের শিষ্যদিগকে বন্দী করিতে যাইতেছেন এমন সময় পথিমধ্যে হঠাৎ এক অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আলোক তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হইল। ঐ আলোকের উজ্জ্বল জ্যোতিতে তাঁহার দৃষ্টি অন্ধীভূত হইয়া গেল। তিনি ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া আছেন এমন সময় সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্য হইতে দৈববাণী হইল "সল সল তুমি আমাকে নির্যাতন করিতেছ কেন?" সল জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভু তুমি কে? তখন খ্রীষ্ট নিজের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যদিগের নিকট গিয়া দীক্ষিত হইবার পরামর্শ দিলেন। পল অন্ধ অবস্থায় ডামস্কস গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই আখ্যায়িকার একটী সুন্দর অর্থ করা যায়। পল একাকী ডামস্কসে যাইবার সময় খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যাইতেছিলেন। হঠাৎ ঐ ধর্ম্ম সত্য বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। এই আলোক দর্শন মাত্র তিনি আনন্দ ও অনুতাপে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং সংসারের অপর সকল সুখের প্রতি অন্ধ হইয়া গেলেন।

যাহা হউক খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহাকে তাহাদের ঘোর শত্রু বলিয়া জানিত, তাহারা প্রথমে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইল। কিন্তু তাঁহার সরলতা ও তাঁহার নিষ্ঠা দর্শনে সকলের আপত্তি চলিয়া গেল। পল ডামস্কস নগরে তাঁহার স্বজাতীয়দিগের ধর্ম্ম মন্দিরে গিয়া তাঁহার দীক্ষা পরিবর্ত্তন ও খ্রীষ্টের পুনরভ্যুত্থান প্রভৃতির বিষয় প্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমে য়িহুদীগণ তাঁহার প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়া উঠিল যে তাহারা তাঁহার প্রাণসংহার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এস্থানে তাঁহার কিরূপ বিপদ ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা তিনি নিজেই করিয়াছেন। "ডামস্কস নগরে নগর-রক্ষক রাজার অনুমতি অনুসারে আমাকে ধৃত করিবার জন্য সমুদায় নগর সৈন্য দ্বারা অবরোধ করিয়াছিল। আমাকে বন্ধুরা একটী গবাক্ষ দিয়া একটী ধামাতে করিয়া নামাইয়া দেন, আমি তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাই।" ডামস্কস হইতে পল জিরুসালম নগরে গমন করিলেন। সেখানেও খ্রীষ্টিয়গণ হঠাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চাহিল না। অবশেষে বার্ণাবাস নামক একজন শিষ্য তাঁহার প্রতি অনুকম্পা করিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টের প্রচারকদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। পল নিত্য নিত্য অপরাপর শিষ্যের সহিত নানা স্থানে গতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সর্ব্বত্রই অকুতোভয়ে তাঁহার ধর্ম্ম মত প্রচার করিতে লাগিলেন, সুতরাং জিরুসালমে যে সকল গ্রীকজাতীয় লোক ছিল তাহাদেরও সহিত ঘোরতর তর্ক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে গ্রীকদিগের ক্রোধ তাঁহার প্রতি এত অধিক হইল যে তাহারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টায় ফিরিতে আরম্ভ করিল। এমন কি তাহাদের উপদ্রব এত অধিক হইয়া উঠিল যে জিরুসালমের প্রচারকদিগের পক্ষে তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়াই দুর্ঘট হইয়া পড়িল। তাঁহারা গোপনে পলকে তাঁহার জন্মভূমি টারসস্ নগরে প্রেরণ করিলেন। পল টারসস্ নগরে গমন করিলে বার্ণাবাস আবার তাঁহাকে আনিতে যান। উভয়ে একত্র আণ্টায়ক নগরে বৎসরাধিক কাল বাস করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই নগরে সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বিপক্ষদিগের দ্বারা খ্রীষ্টান নামে অভিহিত হন। তৎপরে পল এবং বার্ণাবাস উভয়ে একত্র হইয়া সাইপ্রস দ্বীপে যাত্রা করিলেন। পল যেখানে যান সেই খানেই উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচার করেন। পিসিডিয়া দেশস্থ অণ্টায়ক নগরে তিনি যখন উপস্থিত হইলেন তখন সর্ব্ব প্রথমে য়িহুদীদিগের ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা গুণে লোক অবাক্ হইয়া গেল এবং তাহার পরদিন য়িহুদী ভিন্ন অন্যান্য ভদ্রলোক তাঁহার কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। তাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতায় নগরে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সমুদায় নগরের লোক তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য আসিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে য়িহুদীরা স্বজাতীয় পুরুষ ও রমণীদিগকে লওয়াইয়া একরূপ নির্যাতন আরম্ভ করিল, যে তাঁহাদিগকে প্রাণ রক্ষার জন্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। ক্রমশঃ

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯ ডিসেম্বর রবিবার ৪৫নং বেনিয়াটোলা ভবনে অপরাহ্ণ ৩টা ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি উক্ত সভায় আলোচিত হইবে।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্য বিবরণ।

২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিয়োগ।

৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার জন্য একজন সভ্যের শূন্য পদ পূরণ।

৪। অবান্তর নিয়ম প্রণয়ন।

৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর ৩৩ ধারার মর্ম্মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাগৃহ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী স্থিরীকরণ।

৬। বিবিধ।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

সংবাদসার।

ইংলণ্ডে জর্জ্জ মুলর নামে একজন সাহেব আছেন, তিনি বহু দিন এক অত্যাশ্চর্য্য প্রণালীতে তাঁহার কার্য্য চালাইতেছেন। তিনি তাঁহার মাসিক ব্যয়ের জন্য কোন সভার নিকট বেতন

গ্রহণ করেন না; কিম্বা কাহারও নিকট ভিক্ষা করেন না। তাঁহার অভাব হইলেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। প্রথমে তিনি যখন এই নিয়মে কার্য্য আরম্ভ করেন তখনকার অপেক্ষা এখন তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; এখন তিনি কেবল আপনার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন না কিন্তু একটী প্রকাণ্ড অনাথ নিবাস প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অনেক গুলি বালক বালিককে আশ্রয় দিয়া শিক্ষা দিতেছেন। কেবল প্রার্থনা মাত্র সহায় করিয়া তাঁহার এই প্রকাণ্ড কার্য্য সুচারু রূপে চলিতেছে। সম্প্রতি একখানি বিলাতি পত্রে দেখা গেল যে উক্ত অনাথ বালক বালিকাদিগের শিক্ষাদান কার্যে আরম্ভ অবধি অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহার ৭৮৪০০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং এই সমুদায় অর্থ তিনি প্রার্থনা করিয়া পাইয়াছেন

স্পেন দেশে এক্ষণে প্রায় ৪০০০০ সহস্র রোমান কাথলিক ধর্ম্ম যাজক ও ৩০০০০ সহস্র (নন) তাপসী আছেন। যে সে ব্যক্তি বাইবেল পাঠ করে রোমান কাথলিকেরা তাহা ভাল বাসে না; সুতরাং এই সকল তপস্বী ও তপস্বিনী যাহাতে স্পেনে বাইবেল প্রচার না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা সম্প্রতি পোপকে বলিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যে কেহ বাইবেল প্রচারের সাহায্য করিবে, সে পোপের অভিসম্পাত ভাগী হইবে।

বেহারে যেমন মুন্সী প্যারী লাল বিবাহের ব্যয় বিষয়ক সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এদেশে কায়স্থদিগের মধ্যেও যেমন কেহ কেহ সে বিষয়ে সচেষ্ট আছেন, সেইরূপ ইংলণ্ডে ও একটী সভা হইয়াছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় ব্যয়ের সংক্ষেপ করাই তাহার উদ্দেশ্য। মৃতদেহ সমাহিত করিতে সচরাচর যেরূপ ব্যয় হয় তাহার সংস্কার পূর্ব্বক ব্যয়ের লাঘব করিবার জন্য উক্ত সভা চেষ্টা করিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রোমান কাথলিকদিগের বাইবেলের প্রতি বড় আক্রোশ। প্রথমে যিনি লাটিন হইতে বাইবেল ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, তাঁহার নাম রবার্ট টিণ্ডেল। তাঁহাকে সেই অপরাধে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়। গত ৬ই অক্টোবর তাঁহার মৃত্যুর সাম্বৎসরিক গিয়াছে।

একটী খ্রীষ্টীয় পত্র বলেন যে গত বর্ষে ভারতবর্ষে ৮০০০ জন বয়স্ক লোক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকের প্রতি লোকের কত আদর তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার গুণে বৎসর বৎসর অসংখ্য পুস্তক বিক্রীত হইয়া থাকে। কলিকাতায় একটী সভা গত তিন মাসে ৪৫০০ টাকার গ্রন্থ বিক্রয় করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের এই প্রচার এক প্রকার বন্ধ আছে বলিলেই হয়।

আমেরিকার যে সকল ধর্ম্ম প্রচারক এখানে ধর্ম্ম প্রচারার্থ বাস করিতেছেন তাঁহারা এক একটী সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। উক্ত সভা সকল এতদর্থ কত ব্যয় করেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার একটী সভা গত বৎসর প্রচারার্থ ৪৮২২০৪ ডলার ব্যয় করিয়াছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে দেশে মাদক সেবন বৃদ্ধি হইতেছে। মাদকের শুল্কের হিসাবে গবর্ণমেণ্টের যে আয় হয় তাহা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে! ১৮৭৫ সালে বঙ্গদেশে মাদকের শুল্কের হিসাবে ৫৬ লক্ষ টাকা আয় হয়; ১৮৭৬ সালে ৬০ লক্ষ, ১৮৭৭ সালে ৬২ লক্ষ এবং ১৮৭৮ সালে ৬৮ লক্ষ টাকা।

জাপান একটী সামান্য দ্বীপ। সেখানেও অন্যূন ১০৪ জন প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরী আছেন। ইহাঁদের মধ্যে আমেরিকাবাসী ৭৭ জন এবং অপর ২৭ জন অন্যরূপ।

জাপানে দিন দিন শিক্ষার উন্নতি হওয়াতে শিক্ষিত যুবকদগের প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিতেছে। সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত। এক দিন দুই জন বৌদ্ধ যাজক বলে যে সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহাতে কতকগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্র তাহাদিগকে উপহাস ও বিদ্রূপ করে; এই কারণে সেখানকার সামান্য লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া উক্ত যুবকদিগকে ভয়ানক প্রহার করিয়াছে।

আয়র্লণ্ডে রোমান কাথলিক অনেক। সেখানে এক ব্যক্তি আপনার গবাক্ষের গায় "বিশ্বাসে পরিত্রাণ" এই কয়েকটী কথা লিখিয়া দেয় এই অপরাধে সেখানকার রোমান কাথলিক পুরোহিতগণ সামান্য লোকদিগকে তাহার প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য উৎসাহিত করে; তদনুসারে তাহারা সেই ব্যক্তির বাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে।

স্পেনের লোক চিরকাল প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে উৎপীড়ন করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এক জন প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরির প্রতি স্পেনের লোকে ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছে এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছে। যে সংবাদ পত্র প্রথমে এই সংবাদ প্রচার করে, স্পেনের সংবাদ-পত্র-তত্ত্বাবধারক বিরক্ত হইয়া সেই পত্রের প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কিছুদিন হইল আমেরিকাতে "ইয়লোফিভার" নামক এক প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া বহু সংখ্যক লোক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ঘোর বিপত্তির সময় খ্রীষ্টীয় পাদরিগণ এবং অনেক সহৃদয় পুরুষ ও রমণী নিজ প্রাণের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আর আর রোগীদের ঘরে ঘরে তত্ত্বাবধান ও সেবা করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপ পরোপকার ব্রত পালন করিতে গিয়া তাঁহাদের অনেকে অসময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদনুষ্ঠান ও পরোপকার ব্রতের ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। আমাদের এই কলিকাতাতে কত ইংরেজ ও আমেরিকান রমণী অবিবাহিত থাকিয়া দ্বারে দ্বারে ধর্ম্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছেন দেখিলে প্রশংসা করিতে হয়। অপরের সাহায্য করা দূরে থাকুক ব্রাহ্মসমাজে বন্ধু বান্ধবের বিপদের সময় সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি এখনও জন্মে নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

রঙ্গপুর সমাজের সভ্যগণ বিধিপূর্ব্বক আপনাদের সমাজকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত করিয়াছেন।

বোয়ালিয়া সমাজের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ তাঁহাদের আগামী উৎসবের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে ওসমানপুরের ব্রাহ্মগণ সেখানকার সমাজটীকে পুনর্জ্জিবিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কলিকাতার আহিরীটোলাতে অল্প দিন হইল একটী উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রথম দিন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গিয়া সমাজটীর প্রতিষ্ঠা করেন তদবধি শনিবার শনিবার ইহার উপাসনা কার্য্যাদি চলিতেছে।

লাহোর হইতে এক ব্যক্তি এই প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, যাঁহাদের যজ্ঞোপবীত আছে তাঁহাদিগকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলা যুক্তি সঙ্গত কি না? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর অনুসারে যাঁহাদের পৌত্তলিকতার সহিত কোন প্রকার সংশ্রব আছে তাঁহারা আনুষ্ঠানিক পদবাচ্য নহেন। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে উপবীত পৌত্তলিকতা বা জাতিভেদের চিহ্ন নহে; কিন্তু ব্রাহ্মসাধারণের মতে উপবীত উক্ত উভয় কুপ্রথারই চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যাঁহারা বাস্তবিক অনুষ্ঠানে অগ্রসর তাঁহাদের পক্ষে উপবীত না রাখাই উচিত।

কলিকাতার ন্যায় ময়মন সিংহেও জন কএক কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্ম বলপূর্ব্বক মন্দির অধিকার করিয়া অধিকাংশ ব্রাহ্মকে প্রকারান্তরে সমাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। সম্প্রতি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে তাড়িত ব্রাহ্মেরা উক্ত কয় ব্যক্তির নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিবেন। মন্দির সাধারণের সম্পত্তি তাহাতে সাধারণের অধিকার। দুই চারি জনে মনে করিলে তাহা অধিকার করিতে পারে কি না এই প্রশ্নের মীমাংসা করাই উক্ত অভিযোগ উত্থাপনের উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ময়মন সিংহে মানব জীবন বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অধোগতির কারণ অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করেন। বিজয় বাবু শীঘ্র ঢাকাতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন।

গত ২৬শে নবেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতাস্থ সিন্দূরীয়াপটী পারিবারিক সমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক উৎসব ক্রিয়া অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং রাত্রিতে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম এই;—তিনি বলিলেন যে সকল বৃক্ষ শীঘ্র মরে তাহারা শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। কদলী ধান্য প্রভৃতি এক বৎসরের মধ্যেই জন্ম মৃত্যু দর্শন করে; কিন্তু অশ্বত্থের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অশ্বত্থের ন্যায় বহুকাল স্থায়ী বৃক্ষ সুতরাং ইহার বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ৫০ বৎসর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নহে; ইহা ভারত বর্ষের অতিপ্রাচীন কালেও ছিল। তবে রূপান্তরে ছিল এইমাত্র প্রভেদ; কখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম নির্জ্জন বনে কখনও তাহা সজন নগরে কখন কেবল পুরুষের মধ্যে কখনও বা পুরুষ রমণী উভয়ের মধ্যে কখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম উদাসীনের কুটীরে কখনও ইহা গৃহস্থের গৃহে অবস্থাগত প্রভেদ মাত্র। ইহার বিশ্বব্যাপী বীজ সর্ব্ব স্থানে অঙ্কুরিত। বর্ত্তমান সময়ে আমরা এক নূতন বেশে ইহাকে আমাদের দেশে দর্শন করিতেছি। ইত্যাদি। উপসংহারে তিনি ব্রাহ্মদিগকে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের রক্ষার জন্য বার বার উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

প্রধান আচার্য্য মহাশয় ত্বরায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া তিব্বত দেশের অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তিব্বত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রধান স্থান। তিনি গতবৎসর চীনদেশে গিয়া বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় অনেক ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছেন এবার তিব্বতে গিয়া লামা অর্থাৎ বৌদ্ধ পুরোহিত দিগের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় পঞ্জাবে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিকাতায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন।

মুদ্রাযন্ত্রের লোকেরা মধ্যে ২ অতি অদ্ভুত ভুল করিয়া থাকে, গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে এক স্থানে "মুলতান সমাজের" স্থলে মুসলমান সমাজ হইয়া গিয়াছে। মুলতানের বন্ধুগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

জামালপুর সমাজের সভ্যগণ পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় পাবনা সমাজও নাকি তাঁহাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত নিয়োগীকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধির কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি দেব মহাশয়কে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে দার্জ্জিলিঙ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সেখানে একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের নিকট অদ্য সাহায্য কারীদিগের নামের একটী তালিকা প্রেরিত হইয়াছে, স্থানাভাববশতঃ তাহার সমস্তটি মুদ্রিত করা গেল না। ঐ তালিকা দেখিয়া জানা গেল যে তালিকাটি প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে— ২৮৩৸৵০ আনা সংগৃহীত হইয়াছিল। আর একটি আনন্দের বিষয় এই তালিকাটির মধ্যে অনেক গুলি ইউরোপীয় ভদ্র লোকের নাম দেখা গেল। ইহাঁদের কেহ কেহ ৫০ টাকা পর্য্যন্তও অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার শুনা যাইতেছে যে তথাকার ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মচারি লায়ড সাহেব নাকি তৎপরে ২০০ শত টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

বাঘ আঁচড়া গ্রামে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবার আছে। ১৬ই পৌষ সেখানকার সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব। সেখানকার ব্রাহ্মগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন প্রচারককে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

গত রবিবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্র মোহন বসুর কন্যার নামকরণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

Printed and Published by Ashootosh Ghosal, at the Roy Press, 44, Beniatola Lane, CALCUTTA.

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ১৪শ সংখ্যা। } ১লা পৌষ, রবিবার, ১৮০০ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতী চরণ দের এক খানি পত্র যথা স্থানে প্রকাশিত হইল। ভগবতী বাবু আমাদিগের প্রতি যে অনুযোগ করিয়াছেন তাহা করিবার তাঁহার অধিকার আছে। তাঁহার প্রথম পত্রের আমরা যেরূপ উত্তর দিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ এই, তাঁহার প্রশ্নগুলির সবিশেষ উত্তর দিবার স্থান ছিল না। যাহা কম্পোজ করা হইয়াছিল তাহাও স্থানাভাব বশতঃ মুদ্রিত করিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক আমরা ভগবতী বাবুর এই পত্রের একটী যুক্তি নিন্দনীয় মনে করিলাম। কিয়ৎ পরিমাণে কপটতাচারণ না করিলে সংসারে বাস করা যায় না; সংসারে বাস করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত; সুতরাং কিয়ৎ পরিমাণে কপটতাচরণ করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এরূপ যুক্তি করা বড় ভ্রমের কার্য্য হইয়াছে। মানব সমাজ গঠনের ভার মানবের হস্তে। যদি আমাদের সমাজ এরূপ হয় যে তাহার মধ্যে থাকিতে হইলে ন্যায় সত্য বা পবিত্রতার ব্যাঘাত করিতে হয় তাহা হইলে মনে করিব সেই সমাজের গঠনের মূলেই দোষ আছে। তাহার অর্থ এ নয় যে, সংসারে বাস করিবার অনুরোধে ঐ গুলিকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে, সংসারে বাস করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা যদি সে সংসারকে এমন করিয়া তুলি যে তথায় বাস করিতে গেলেই ধর্ম্ম হারাইতে হয়, সে অপরাধ ঈশ্বরের নয়। মনে করুন এই ভাবেই বলা যায়, অনাবৃত্ত স্থানে না থাকিয়া রাত্রিকালে কোন প্রকার আচ্ছাদনের মধ্যে থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত; কিন্তু এক ব্যক্তি যদি এরূপ করিয়া আপনার ঘর নির্ম্মাণ করে, তাহার দ্বার গুলি এমন ক্ষুদ্র করে যে প্রবেশ করিতে গেলেই মস্তকে আঘাত লাগে কিম্বা তাহার চারিদিক এমনি রুদ্ধ করে যে বায়ুর গতায়াত বন্ধ হয় এবং সে গৃহে কোন ক্রমেই স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না, তাহা হইলে কি কেহ বলিবেন যে গৃহের মধ্যে থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, কিন্তু গৃহের মধ্যে থাকিতে গেলেই মস্তক ভাঙ্গিতে হয় অথবা স্বাস্থ্য হানি করিতে হয় অতএব কিয়ৎপরিমাণে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সেই গৃহ সম্বন্ধে যেমন আমরা বলিব যে সে ঘর ভাঙ্গিয়া আবার নির্ম্মাণ কর; তাহাকে স্বাস্থ্যের উপযোগী করিয়া লও; সেইরূপ যে জনসমাজে থাকিতে গেলে আংশিক পরিমাণে সত্য ন্যায় বা পবিত্রতার ব্যাঘাত করা আবশ্যক, সে সমাজ সম্বন্ধেও বলিব তাহাকে ভাঙ্গিয়া নির্ম্মাণ কর, এবং বাসের উপযোগী করিয়া লও। মস্তক ভাঙ্গিয়া ঘরে থাকিও না কিন্তু ঘর ভাঙ্গিয়া মস্তক রক্ষা কর, সেইরূপ সত্য ভাঙ্গিয়া সংসারে থাকিও না কিন্তু সংসার ভাঙ্গিয়া সত্যকে রক্ষা কর।

উপরে যাহা উক্ত হইল তাহাতে একটী বিষয়ের আবশ্যকতা অতি সুন্দর রূপে প্রতীত হইতেছে। গৃহস্থের গৃহের বায়ু যেমন সময়ে সময়ে দূষিত হয়, তখন যে তাহার মধ্যে বাস করে তাহারই স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সেই রূপ জনসমাজের বায়ু সময়ে সময়ে অত্যন্ত দূষিত হয়। মনে কর, রাজবিধির দোষে এবং অন্যান্য সামাজিক রীতি নীতির দোষে কোন সমাজের এরূপ দুরবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে তাহার মধ্যে ধার্ম্মিকের আদর নাই, ন্যায়ান্যায়ের বিচার নাই, অধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা নাই; অত্যাচারের প্রতি বিরাগ নাই; সত্য পথে থাকিতে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; ভদ্রতা করিলে প্রবঞ্চিত হইতে হয়; সেখানে ধনী লোক অসচ্চরিত্র হইলেও কেবল ধনের অনুরোধে সম্ভ্রম পায়, পরপীড়ক পরদ্রোহী লোকেরা অবাধে সমাজে মুখ তুলিয়া বেড়ায়, যদি সমাজের এমন অবস্থা হয়, তবে সে সমাজ পুনর্গঠন করা অর্থাৎ সমাজ সংস্কার করাই এই সকল দুর্গতি নিবারণের উপায়। ধর্ম্মবিহীন সমাজের প্রধান লক্ষণ এই যে, সে সমাজ মধ্যে সাধুতা অপেক্ষা ধনের অধিক আদর হইয়া থাকে। আমি কিরূপে ভদ্র হইব, কিরূপে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক হইব, এ চেষ্টা অপেক্ষা কিরূপে ধনীদের দশজনের একজন হইব ও সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যে একজন বলিয়া পরিচিত হইব, এই আকাঙ্ক্ষাই লোকের মনে প্রবল হয়। লোকের দৃষ্টিকে এই সকল লালসার বস্তু হইতে প্রকৃত ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-প্রীতির দিকে আকৃষ্ট করাই ধর্ম্ম প্রচারকদিগের কার্য্য। এবং সমাজকে এই উন্নতভাবে গঠন করিবার চেষ্টা করাই সমাজ সংস্কারকদিগের কর্ত্তব্য।

অনেক সময় আমরা পরের চক্ষে আপনাদিগকে দেখিয়া থাকি। আমাদের চরিত্রে যে দুই এক রতি প্রকৃত ধর্ম্মভাব থাকে তাহার অনুরোধে অনেক সময় আমরা জনসমাজে অন্ততঃ বন্ধু সমাজে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকি। যেখানে যাই লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া সমাদর করে। অবশেষে আমরা নিজেও আপনাদিগকে প্রকৃত ধার্ম্মিক মনে করিতে থাকি। ইহার নাম পরের চক্ষে আপনাকে দেখা। এইরূপ ভ্রম জন্মিবামাত্র, হৃদয়ের যে গভীর ব্যাকুলতার জন্য ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই টুকুর ব্যাঘাত হয়। অতএব লোক প্রশংসার মধ্যেও সময়ে সময়ে আপনাকে আপনার চক্ষে দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। আবার স্থল বিশেষে পরের চক্ষেও আপনাকে দেখিতে হয়। যে কারণে প্রশংসার স্থলে আমরা পরের চক্ষে আপনাকে দেখি, সেই কারণেই নিন্দার স্থলে পরের চক্ষে আপনাকে না দেখিয়া নিজের চক্ষেই আপনাকে দেখি। অতি সূক্ষ্মদর্শী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন প্রায় সকলেই আপনার দোষের প্রতি অন্ধ। এই কারণে লোকে আমার চরিত্রের যে দোষ দেখিতে পায়, আমি তাহা পাই না। এ স্থলে নিন্দাকারীর চক্ষে আপনাকে দেখিবার চেষ্টা করিলে বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

বোধ হইতেছে এবার মাঘোৎসবের সময় আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠাতার স্মৃত্যর্থ কিছু করা হইবে। আমরা রামমোহন রায়ের প্রতি এত দিন যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি তাহা ভাল হয় নাই। এবারে রামমোহন রায়ের জন্য একটী দিন সকলে একত্র হইতে হইবে। সেদিন রামমোহন রায়ের জীবন চরিত পাঠ, রামমোহন রায়ের সংগীত গান, রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম মত সম্বন্ধে বিচার প্রভৃতি হওয়া কর্ত্তব্য। রামমোহন রায় ট্রষ্টডিডে যে উদার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন আমরা এখনও তাহাকে পরিত্যাগ করি নাই, কখনও যে পরিত্যাগ করিতে হইবে এরূপ বোধ হয় না। আমাদের এক দিকে যেমন অনেক বিবাদের কারণ আছে, আর এক দিকে তেমনি কতকগুলি মিলনের স্থান আছে। যে স্থলে মিলনের সম্ভাবনা সেই স্থলে এক একবার মিলিত হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

একবার আমাদের কতিপয় আত্মীয় লোক একটী দোকান খুলিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বীয় দোকানের সকল দ্রব্যের নির্দ্ধারিত মূল্য করিয়াছিলেন। একবার কয়েকজন ইউরোপীয় একটী দ্রব্য ক্রয় করিতে আসিল। সে দ্রব্যটীর মূল্য জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাহার নির্দ্ধারিত মূল্যটী বলিয়া দিলেন। তাহাতে উক্ত ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস হইল না; কিয়ৎক্ষণ পীড়াপীড়ির পর তাহারা অন্যত্র গেল এবং সেখানে গিয়া দেখিল যে সকলেই সেই দ্রব্যের তদপেক্ষা অধিক মূল্য চায়। তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল; "বাবু তোমরা কি ব্রাহ্মসমাজ?" আমাদের এইরূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্ম যেখানে থাকিবেন সেই খানেই লোকে তাঁহার ধর্ম্ম-ভীরুতার পরিচয় পাইবে। লোকে ব্রাহ্মকে কর্ম্মচারী রাখিয়া জানিবে ব্রাহ্ম কর্ম্মচারীর ন্যায় কর্ম্মচারী পাওয়া দুষ্কর; ব্রাহ্ম শিক্ষক রাখিয়া দেখিবে ব্রাহ্ম শিক্ষকেরা যেরূপ উৎসাহ, অনুরাগ ও সহিষ্ণুতার সহিত শিক্ষা দেয় এরূপ প্রায় দেখা যায় না; ব্রাহ্ম দোকানদারকে দেখিয়া ভাবিবে, এইরূপ দোকানদার যদি অধিক হয় তবে আর বাজারে আসা যাতনা বোধ হইবে না। ব্রাহ্মসমাজ যদি এইরূপে আমাদের জীবনের সকল বিভাগে নিজ শক্তি প্রসারিত করিতে পারেন তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম সার্থক। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে কোন কোন ব্রাহ্মের সুরা ব্যবসায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। সুরার ব্যবসায় ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত। যে দ্রব্য বিষের ন্যায় দেশের অসংখ্য যুবকের প্রাণ হরণ করিতেছে—যাহা দিন দিন গৃহস্থের ঘরে দরিদ্রতা, প্রতিবেশিমণ্ডলে অশান্তি ও সমাজে দুর্নীতি বিস্তার করিতেছে ব্রাহ্ম হইয়া সেই দ্রব্য অপরকে ঢালিয়া দেওয়া উচিত হয় না।

বৈরাগ্যের ধর্ম্মের একটী প্রধান দোষ যে উহা মানব প্রকৃতিকে নিকৃষ্ট মনে করে! পত্নী যে পতির অনুরাগিণী হন, পতি যে পত্নীর প্রণয়াসক্ত হন; মাতা যে সন্তান বাৎসল্যে আবদ্ধ হন, এ সকল বৈরাগ্যের ধর্ম্মের চক্ষে সাংসারিক মোহ ও নিকৃষ্ট ভাব। এ সকল বন্ধন যত ছিন্ন করা যায় ততই ভাল। "ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ কারু নয়" এরূপ সঙ্গীত এই প্রকার ভাব হইতেই উত্থিত। আমরা ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী। এগুলি নিকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, এই গুলিই মানব প্রকৃতির দর্শনীয় সুন্দর পদার্থ; এই গুলিই ধর্ম্মসাধনের সোপান। যেমন গিরি পৃষ্ঠবাহী নির্ম্মল নির্ঝরের শব্দ শ্রবণে সুখ, দর্শনে সুখ ও তাহার নিকট উপবেশনে সুখ সেইরূপ সংসারে প্রীতির এই সকল কার্য্য দর্শন শ্রবণেও সুখ। যাঁহার প্রাণে অনেক ভালবাসা আছে; যাঁহার হৃদয় কোমল, স্নিগ্ধ ও প্রীতিতে পূর্ণ এরূপ লোকের নিকট বসিলেও সুখ। তবে সংসারী এবং ব্রাহ্মে প্রভেদ এই যে ব্রাহ্মের প্রীতি ধর্ম্মভাবে অনুরঞ্জিত ও প্রভাত কালের সূর্য্যালোকে উজ্জ্বলিত নির্ঝরের ন্যায়। সংসারীর প্রীতি অন্ধকারে প্রবাহিত নির্ঝরের ন্যায়।

আমরা গতবারের পত্রিকাতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-কঞ্চুক এই উভয়ের প্রভেদ প্রদর্শন করিয়াছি। এবারে তাহার কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। বিলাতের একখানি সংবাদ পত্রে দেখা গেল গ্লাসগো নগরের কতকগুলি লোক একটী ব্যাঙ্ক খুলিয়া অনেক লোকের অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিয়া সম্প্রতি ব্যাঙ্কটী তুলিয়া দিয়াছে। যে সকল লোক এই প্রতারণা কার্য্যে লিপ্ত ছিল তাহাদের মধ্যে একজন এমনি ভক্ত খ্রীষ্টান ছিলেন, যে তিনি সোমবারের সংবাদ পত্র পড়িতেন না, কারণ, সোমবারের কাগজ লিখিতে সম্পাদকদিগকে রবিবার পরিশ্রম করিতে হয় এবং সেই কাগজ পড়িলে সম্পাদকদিগকে বাইবেলের আজ্ঞা লঙ্ঘন বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়। বাইবেলের আজ্ঞা পালন বিষয়ে

যাঁহার এত পরিষ্কার জ্ঞান, তিনিই প্রতারণা পূর্ব্বক কতক-গুলি নিরপরাধ লোকের অর্থ হরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই সঙ্গে আমাদের ভাল একটী গল্প স্মরণ হইতেছে। ইউ-রোপে স্পিনোজা নামে একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অদ্বৈতবাদ-মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি যিহুদীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু যিহুদী ধর্ম্মে বিশ্বাস পরিত্যাগ করাতে তাঁহার স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নাস্তিক ও ঈশ্বরবিদ্বেষী বলিয়া তাড়াইয়া দেয়। স্পিনোজার প্রচলিত ধর্ম্ম সকলের প্রতি অনাস্থা জন্মিবার কারণ এই, তিনি যখন দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে কতকগুলি মুদ্রা আনিবার জন্য এক বৃদ্ধা রমণীর নিকট প্রেরণ করেন। বৃদ্ধা বড় ভক্ত খ্রীষ্টান ছিলেন। বাইবেল হস্তে ভিন্ন থাকিতেন না; প্রভুর নাম ভিন্ন কোন কথাই কহিতেন না। স্পিনোজা যখন তাঁহার নিকট গিয়া পিতার পত্র দিলেন তখন তিনি বাই-বেল পাঠ করিতেছিলেন। বৃদ্ধা পত্র পাঠান্তে মুদ্রাগুলি বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখস্থিত টেবলে রাখিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। স্পিনোজা দেখিলেন যে বৃদ্ধা অঙ্গুলি দ্বারা একটী মুদ্রা টেবলের কাষ্ঠ দ্বয়ের সন্ধিস্থান দিয়া নীচে ফেলিয়া দিল, মনে করিল বালক বুঝিল না। পরে স্পিনোজা যখন ঐ মুদ্রা গণনা করিতে গেলেন তখন বৃদ্ধা বলিতে লাগিল "কি আর গণিবে তুলিয়া লও" তাহার ইচ্ছা নয় যে গণা হয়। গণনাতে তাহার প্রতারণা প্রকাশ পাইল। স্পিনোজা বলেন তদবধি তাঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের আড়ম্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল। যে ব্যক্তি প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি এত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার নিজের সাধুতার কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। স্পিনোজার জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে, এক সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, কোন ধনীলোক মৃত্যু শয্যায় তাহার সমুদায় সম্পত্তি তাঁহাকে দিয়া যাইতেছে। তিনি পুত্র কলত্র বিহীন লোক, তাঁহার অর্থের প্রয়োজন ছিল না; স্বহস্তে কাচ পরিষ্কার করিয়া যে কিছু উপার্জ্জন করিতেন তাহাতেই যথেষ্ট হইত সুতরাং এই সংবাদ শুনিয়া তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। উদ্বিগ্ন হইবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। উক্ত ধনীর একজন অপেক্ষাকৃত হীনা-বস্থ সহোদর ছিল; স্পিনোজা ভাবিলেন সে ধন তাহারই পাওয়া উচিত। এই চিন্তা করিয়া তিনি সত্বর সেই ধনীর ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; গিয়া নিজের নামাঙ্কিত উইল খানি ছিন্ন করিয়া সেই ধনীকে স্বীয় ভ্রাতার নামে উইল করিতে বাধ্য করিলেন। বলিলেন "আমি ধন লইয়া কি করিব, আমি নিজে যাহা উপার্জ্জন করি তাহাতেই যথেষ্ট হয়।" প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রিয়তা ও ধর্ম্ম-কঞ্চুক-প্রিয়তা দুই স্বতন্ত্র পদার্থ।

ঈশ্বর-গ্রস্ত আত্মা।

আমরা বালককালে ভূতগ্রস্ত লোকের গল্প শুনিতাম। একদিন একজন লোক একাকী গভীর রাত্রে কোন প্রান্তর দিয়া আসিতেছিল। সেই বিজন প্রান্তরের মধ্যে এক বট-বৃক্ষ। সে ব্যক্তি যখন সেই বট বৃক্ষের তলে উপস্থিত হইল, অমনি সহসা তাহার সর্ব্বশরীর যেন কম্পিত হইতে লাগিল, যেন কি এক প্রকার বায়ু তাহার চারিদিকে বহিল, যেন কি একপ্রকার স্পর্শ সে অনুভব করিতে লাগিল, যেন কি এক প্রকার অদ্ভুত শব্দ তাহার শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল! সে যতই অগ্রসর হয় ততই আর সে লোক নাই। তাহার ভাষা আর এক প্রকার হইয়াছে; তাহার দৃষ্টি আর এক ভাব অবলম্বন করিয়াছে; তাহার কার্য্য-কলাপ বিসদৃশ ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভূতগ্রস্ত লোকের ন্যায় সময়ে সময়ে ঈশ্বর গ্রস্ত আত্মার কথা শ্রবণ করা যায়। সকলেই রাত্রি যোগে বেড়ায় কিন্তু সকলকেই যেমন ভূতে ধরে না, সেইরূপ সকলেই ঈশ্বর ঈশ্বর করে কিন্তু সকলেই ঈশ্বর গ্রস্ত হয় না। ভূতগ্রস্ত হইবার পক্ষে যেমন বিশেষ স্থল, বিশেষ দিন ও বিশেষ অবস্থা আবশ্যক, ঈশ্বর-গ্রস্ত হইবার পক্ষেও সেইরূপ আত্মার অবস্থা বিশেষ আবশ্যক। পূর্ব্বাবধিই সে অবস্থা প্রস্তুত হইতে থাকে। একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাই-তেছে। চৈতন্যের বিষয় স্মরণ কর। তিনি গৃহ পরিত্যাগের পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, কিছুতেই তাহার প্রাণের প্রবল পিপাসা দূর হইতেছিল না। এই অবস্থায় তাঁহার মনটা বহুদিবসাবধি চঞ্চল, বিরক্ত ও অস্থির হইয়া রহিয়াছিল। একদিন তিনি শয়নাগারে শয়ন করিয়া আছেন, বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া পার্শ্বে নিদ্রিতা, চৈতন্য একাকী জাগ্রত এবং চিন্তান্বিত। যতই ভাবেন তাঁহার মনের বেগ প্রবল হয়, যেন কি একপ্রকার সুরভি নিশ্বাস তাঁহার মনে বহিতে থাকে, যেন কি এক প্রকার অশ্রুত শব্দ অন্তরের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। তিনি বধূর শয্যা পরি-ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন। যতই অগ্রসর হন, আর সে চৈতন্য নাই। যেখানে চারু কেশ ছিল সেইখানে মুণ্ডিত মস্তক; যেখানে সুন্দর বসন ছিল সেখানে কৌপীন; যেখানে মধুর হাস্য ছিল সেখানে অশ্রু জল; যে মুখে রহস্য কৌতুক প্রভৃতি ছিল সেই মুখে পাপীর পরিত্রাণের সমাচার। ভাষা, ভাব ও কার্য্য সমুদায় যেন আর এক প্রকার হইল।

কেবল বড় বড় লোকেই কি এইরূপ ঈশ্বর-গ্রস্ত হয়, তাহা নহে। যে বিশেষ অবস্থাটীর নাম করিয়াছি, সেই অবস্থাতে উপস্থিত হইলে তোমার আমার মনেও উক্ত প্রকার ঐশী শক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। কেবল ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধেই কি আত্মা ঈশ্বর-গ্রস্ত হয়, তাহাও নহে। সত্য, ন্যায় প্রেম ও পবিত্রতা এই চারিটীর প্রত্যেক বিষয়েই লোকে ঈশ্বর-গ্রস্ত হইতে পারে। বিখ্যাত জন হাওয়ার্ড একবার ফরাশি দেশে গিয়া কারাগারে বন্দী হন। কারা-বাস কালে অপরাপর বন্দীদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। কিছু দিন পরে তিনি মুক্ত হইলেন বটে কিন্তু সে চিন্তাটী তাঁহাকে ছাড়িল না; ঈশ্বর ঐ স্থানে তাঁহাকে ধরিলেন অর্থাৎ তাঁহার আন্তরিক নিঃস্বার্থ দয়ারূপ সূত্রকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার আত্মাতে ঐশী

শক্তির আবির্ভাব হইল। তিনি দেশে দেশে কারাগার দেখিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পরিশ্রম, ব্যয়, বিপদ, প্রভৃতি বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। যতই অগ্রসর হন উৎসাহ, অনুরাগ ও উদ্যম বৃদ্ধি হয়। অবশেষে ইউরোপের প্রায় সমুদায় দেশ পর্য্যটন করিয়া রুসিয়া দেশের এক বৃদ্ধা ও অসহায় স্ত্রীলোকের সেবা করিতে গিয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। এখানে দয়ার মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মা ঈশ্বরগ্রস্ত হইয়াছিল।

এইরূপ গ্রানভিল শার্প নামে ইংলণ্ডে একজন লোক ছিলেন। তিনি একজন সামান্য মসিজীবী লোক ছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার ভ্রাতার ঔষধালয়ে বসিয়া আছেন এমন সময় একজন পীড়িত, ভগ্নকায়, মুমূর্ষু-প্রায় কাফ্রি তথায় উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি ক্রীত দাস,—তাহার প্রভুর সহিত ইংলণ্ডে আসে। নির্দ্দয় প্রভুর দারুণ প্রহারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত। তাহাকে রোগগ্রস্ত ও মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার প্রভু তাহাকে মরিবার জন্য রাজপথে ছাড়িয়া দেয়। এই অবস্থায় সে উক্ত ঔষধালয়ে আগমন করে। শার্প তাহাকে দেখিবামাত্র জঘন্য দাস ব্যবসায়ের বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাকে আশ্রয় দিলেন। সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে লাগিল, ভাবিল আর বিপদ নাই। কিয়ৎকাল পরে তাহার প্রভু তাহাকে পুনরায় সুস্থ ও সবল দেখিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক বন্দী করিল। শার্প সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তৎকালের উকীল ও বিচারপতিদিগের কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল না; তিনি নিজের দৈনিক শ্রম হইতে যে কিছু সময় উদ্বৃত্ত করিতে পারিতেন তাহা ব্যবহার শাস্ত্র পাঠে যাপন করিতে লাগিলেন। কোথা দিয়া দিন রাত্রি যাইতে লাগিল তাঁহার জ্ঞান থাকিল না; অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অবিশ্রান্ত চিন্তা ও অবিশ্রান্ত পাঠ করিতে করিতে তিনি নিজের কার্য্য একেবারে ভুলিয়া গেলেন। প্রবল বায়ুর দিনে গৃহে অগ্নি লাগিলে সেই অগ্নি যেমন দেখিতে দেখিতে গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ উৎসাহাগ্নি যেন শার্পের মনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ফেলিল। এখানে বিবেক সূত্র অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর শার্পকে অনুপ্রাণিত করিলেন। শার্প অজ্ঞাতসারে ঈশ্বর-গ্রস্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই ক্ষুদ্র অগ্নি একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড হইয়া পড়িল; এক গৃহ হইতে শত গৃহে অগ্নি লাগিয়া গেল। এবং "ইংলণ্ডের অধিকৃত দেশে পদার্পণ মাত্র ক্রীত দাসের দাসত্ব থাকিবে না" এই উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভিতরের কথা এই। তুমি আমিও ঈশ্বরগ্রস্ত অর্থাৎ অনুপ্রাণিত হইতে পারি। স্বার্থ ও বিষয়াসক্তিকে জলের ন্যায় জ্ঞান কর, সেই জলে যখন অন্তরাত্মা সিক্ত থাকে তখন তাহাতে স্বর্গীয় অগ্নি ধরে না। যখনি সম্পূর্ণ স্বার্থ কিম্বা অন্য কোন অভিসন্ধি বিহীন হইয়া ন্যায়, সত্য, প্রেম বা পবিত্রতা অনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবে তখন দেখিবে যে আত্মার অঙ্গে সেই অগ্নি লাগিতেছে। প্রার্থনা ও সাধন দ্বারা আত্মাকে এই অবস্থাতে উপস্থিত করাই ধর্ম্ম-সাধনের একটী প্রধান লক্ষ্য। এই এক প্রকার প্রত্যাদেশ। এইরূপ লোকই প্রকৃত প্রত্যাদিষ্ট লোক। সংসারের লোক যে কার্য্যকে নির্ব্বোধের কার্য্য বলে এইরূপ লোকে সেই কার্য্য করে; সাধারণ লোকে যে কথা বলে না, তাহারা সেইরূপ কথা বলে, সুতরাং প্রত্যাদিষ্ট লোকের সকলই বিচিত্র।

গঠন কার্য্য।

"অনেক দিন হইল আমরা ভাঙ্গিতেছি, এস এখন আমরা গড়ি" আমাদের পরস্পরকে এই কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগকে সংগঠন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু এখন কি গড়িব? একটী সমাজ গড়িব; উপাসনা প্রণালী গড়িব; প্রচার প্রণালী গড়িব, অনুষ্ঠান পদ্ধতি গড়িব এবং সর্ব্বোপরি একটী উপাসনা-মন্দির গড়িব। সমাজ গড়িবার উপায় আমরা ইতিমধ্যেই অবলম্বন করিয়াছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ব্রাহ্মসমাজ সকলকে মিলিত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু লোকের আজিও আমাদের প্রতি বিশ্বাস এবং নির্ভর জন্মে নাই, কারণ আমরা বিশ্বাস উৎপত্তির উপযোগী বিশেষ ফল এখনও প্রদর্শন করি নাই। বিশ্বাস ও আস্থা কালসাপেক্ষ, আমরা কালের মুখাপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু নিয়মতন্ত্র প্রণালী বল, প্রতিনিধি সভা বল, ব্রাহ্মপত্রিকা বল, বার্ষিক বিবরণ বল, সমুদায় সমাজবন্ধনের বাহ্য উপায় মাত্র। যে আকর্ষণে একটী আত্মা অপরটীর সহিত বাঁধা পড়ে, যদ্দ্বারা একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ইষ্টক এক সঙ্গে গাঁথিয়া যায় সে আকর্ষণ ভিতরের বস্তু, সে যোগ অন্তরের প্রীতির যোগ। ভক্তি এবং ঈশ্বরপ্রীতির অভাবে এটী কখনও থাকে নাই, থাকিবে না। অন্যান্য সভা বা সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না, ধর্ম্মসমাজ গঠন পক্ষে ত অন্ততঃ এই নিয়ম। অতএব এদিকে ও আমাদিগকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং আমরা রাখিব।

উপাসনা প্রণালী, প্রচার প্রণালী ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রভৃতি গঠন করিব; কিন্তু বিলম্ব হইলে ক্ষতি নাই, তাহাও আমরা আগামী বর্ষে করিব। সম্প্রতি একটী বিষয়ের আমাদের বড় অভাব হইয়াছে। যে সকল উপাসক কেশব বাবু বলপূর্ব্বক বেদী অধিকার করাতে মন্দির ত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহারা বহুদিন উপাসনার গৃহ-শূন্য হইয়া বেড়াইতেছেন। ব্রাহ্মদের যদি বিবেক থাকে, তবে বিষয়টী বিচার করুন; তাঁহাদের যদি ন্যায়ান্যায় জ্ঞান নির্ব্বাণ না হইয়া থাকে তবে সেই ধর্ম্ম বুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করুন। এ ব্যবহারটী কেমন? প্রায় দুই শত লোক যাঁহারা এক সময়ে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করিতেন, তাঁহারা এখন নিরাশ্রয় হইয়া

উপাসনার্থ পরের দ্বারস্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সেই মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গত ৬।৭ বৎসর যাহাতে মন্দিরের ট্রষ্টডীড হয় সে জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গত ৯ বৎসর মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা করিয়াছেন; তাঁহারা জানিতেন যে মন্দিরে তাঁহাদের অধিকার; তাঁহারা জানিতেন যে আচার্য্য উপাসক-মণ্ডলীর অনভিমতে বেদীতে বসিতে পারেন না; অন্ততঃ কেশব বাবু বসিবেন না। কিন্তু তাঁহারা কি দেখিলেন? না, সেই মন্দির ট্রষ্টি বিহীন হইয়া এক ব্যক্তির সম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই বেদী সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য হইল না। যাঁহাকে তাঁহারা বেদী দিতে চাহিলেন না, তিনিই বলপূর্ব্বক সেই বেদী অধিকার করিলেন। সুতরাং সেখানে থাকিতে আর কাহার প্রবৃত্তি হয়? যদি বল, এত দিন বিলম্ব হইল কেন? একটু যুক্তি আছে। গত মার্চ্চ মাসের শেষে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মন্দিরের ট্রষ্টি নিযুক্ত হইবে বলিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। দেখিয়া আশা হইল কয়েক মাস অপেক্ষা করিলে নিয়মতন্ত্র-প্রণালী সঙ্গত উপায়ে কিছু করা যাইতে পারে। সেরূপ চেষ্টাও আরম্ভ হইল। মন্দির পরিত্যাগী ব্রাহ্মেরা বহু কষ্টে মন্দিরের চাঁদা দাতাগণের নাম সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। এটী যখন জ্ঞাত হইল, তখন হঠাৎ সেপ্টেম্বরের সভা বন্ধ করা হইল; এবং পূর্ব্বকার বিজ্ঞাপনটী পরিবর্ত্তিত করিয়া আর এক ভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। যে ভাবে কার্য্য করা হইতেছে, তাহাতে ভদ্র উপায়ে কিছু হইবার আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। অভদ্র উপায়ে করিবার ইচ্ছা নাই। রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিতে অনেকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতেও আমাদের প্রবৃত্তি নাই, কারণ তদ্দ্বারা বন্ধুদিগকে লোকের নিকট আরও উপহাসাস্পদ করা হইবে। অতএব সে ইচ্ছাও আমরা করি না। এখন অনন্যগতি হইয়া আমাদিগকে স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অর্থ কোথা হইতে আসিবে জানি না। ব্রাহ্মেরা অধিকাংশই দরিদ্র ও নিরন্ন, এ অর্থ কে দিবে তাহাও জানি না; কিন্তু উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ আবশ্যক তাহাতেও সন্দেহ নাই; এবং ইহা ধ্রুব বিশ্বাস যে আমাদের এ অভাব থাকিবে না। কেশব বাবু এমনি ব্যাপারটী করিয়াছেন যে লোকের নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিতেও লজ্জা হয়। অর্থ সাহায্য চাহিলেই লোকে বলিবে যদি তোমরাও গৃহকে ব্রহ্মমন্দিরের ন্যায় এক ব্যক্তির সম্পত্তি কর। আমরা একবার দেখিয়া শিখিলাম, এরূপ ভ্রমে বোধ হয় আর আমরা পড়িব না। সমুদায় সংগৃহীত অর্থ পূর্ব্বাবধিই উপযুক্ত ট্রষ্টিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। যাঁহারা এতদিন উভয় দলের মিলনের আশা করিয়া আসিতেছেন, এ সংবাদে তাঁহাদের নিরাশা বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু নিরুপায়। তাঁহারা যেন মনে মনে এই প্রশ্ন গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করেন। (১) ভাল, লোকে যেন কেশব বাবুর প্রতি আক্রোশের বাড়াবাড়ি করিল, তিনি কেন আচার্য্য এবং সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিলেন না? তাহাতে তাঁহার কি ক্ষতি হইত? (২) তিনি কেন বলপূর্ব্বক বেদী অধিকার করিলেন? (৩) যিনি আপনাকে ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তি জ্ঞান করেন, তাঁহাকে সম্পাদক করিয়া কোন নিয়মতন্ত্র প্রণালী চলা সম্ভব কি না? (৪) যিনি আপনাকে অভ্রান্ত গুরু বিবেচনা করেন, তাঁহাকে লইয়া ব্রাহ্মদের কোন কার্য্য চলিতে পারে কি না? স্বতন্ত্রতার কারণ পূর্ব্বে যাহা ছিল, আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন তাঁহাদের যাহা ইচ্ছা করুন, আমাদেরও যাহা কর্ত্তব্য বোধহয় করি। যদি এক দিনও উপাসনা না করিতাম, যদি প্রার্থনা কি পদার্থ না জানিতাম, যদি "সত্যমেবজয়তে" এ কথা প্রাণে প্রাণে না মানিতাম, যদি ধর্ম্মবল ও বিশ্বাসবল অপেক্ষা অর্থবল, বুদ্ধিবল, বা লোকবলের উপর অধিক নির্ভর করিতাম, তাহা হইলে এক দিন নিরাশ হইতাম, কিন্তু অসহায় অবস্থার সহায় যিনি তাঁহারই আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন অভাব থাকিবে না।

সাক্ষাৎ দেবতা।

যাহা সম্মুখে দেখি তাহাতে বিশ্বাস অধিক হয়। যাহা স্বচক্ষে দেখি স্বকর্ণে শুনি তাহাতে আর সংশয় হয় না; যাহার সহিত সহবাস করি তাহার সহিত সৌহার্দ্দ ও প্রণয় অনুরাগ জন্মে। ভক্তিভাজন পিতাকে যে আজন্ম দেখিতে পায় নাই তাহার পিতৃভক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, যে তাঁহাকে দেখিয়াছে, তাঁহার বাৎসল্য উপভোগ করিয়াছে, তাঁহার সাহায্যে জ্ঞানধর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার পিতৃভক্তি কেমন প্রগাঢ়! স্নেহের মূর্ত্তি জননীর অঙ্ক হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পর্য্যন্ত যে তাঁহার স্নেহ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, তাহাকে কি মাতৃভক্তি শিক্ষা দিতে হয়? কিন্তু যে হতভাগ্য সন্তান এই সকল সম্ভোগ ও সন্দর্শন করে নাই সে এই ভূদেব দেবীদিগের মর্য্যাদা কি বুঝিবে? সেইরূপ ঈশ্বরকে যে স্বয়ং সাক্ষাৎ দেখে নাই, যে স্বয়ং তাঁহার প্রেম অনুভব করে নাই, স্বয়ং তাঁহার মহিমা দর্শন করে নাই, স্বয়ং তাঁহার পবিত্রতা উপলব্ধি করে নাই, সহস্র গুরু, সহস্র গ্রন্থ তাহার নিকট আনিয়া দেও সে কি করিবে? অন্ধ যেমন তেজোময় সূর্য্যের রূপ দেখিতে পায় না, পুষ্পের সুকোমল কান্তি দেখিতে পায় না, সেই ব্যক্তিরও তদনুরূপ অবস্থা।

যে ধর্ম্ম মনুষ্যকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর দর্শন করিতে দেয় না, তাহা আত্মার দুর্গতির কারণ। অন্যমুখাপেক্ষী ধর্ম্মের এই কয়েকটী প্রধান অনিষ্টকর ফল।

১। আত্মার স্বাভাবিক ভাবগুলি স্ফূর্ত্তি পায় না।

২। অবিশ্বাস ক্রমে ক্রমে আত্মাকে অধিকার করে।

৩। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ সাধনের ব্যাঘাত হয় ও তন্নিমিত্ত ভক্তি, ও প্রীতি বৃদ্ধি হইতে পারে না।

৪। মনুষ্য বা গ্রন্থ বিশেষকে অধিক বিশ্বাস করায় অনেক সময়ে ভ্রমে ও পাপে পতিত হইতে হয়।

৫। সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি হয়।

মনুষ্যাত্মার শক্তি কত তাহা এপর্য্যন্ত কেহ পরিমাণ করিতে পারে নাই। পর্ব্বতনিবাসী অসভ্যজাতিরা একটী বৃক্ষ বা শিলা খণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বলিয়া পূজা করিয়া যে শক্তিকে চরিতার্থ করে, জ্ঞানবিজ্ঞানে সমুন্নত আত্মা তাঁহাকে অগম্য অপার বলিয়াও মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারেন না। যত সেই শক্তিকে সীমার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিবে ততই সে সংকীর্ণ হইবে, আর যত তাহাকে প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র দিবে, ততই সে স্ফূর্ত্তি পাইবে। একজন অসভ্য গারো মহাপণ্ডিত ও ধার্ম্মিক নিউটনকে দেখিলে তাহাকে দেবতা জ্ঞান করিবে। পৃথিবীর গুরুরা আত্মার এই মুক্তভাবকে স্ফূর্ত্তি পাইতে দেয় না। তাহারা শিষ্যের জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতার আদর্শ হইয়া, নিজের যাহা ভ্রম তাহা শিষ্যদিগকেও শিক্ষা দেয়। এইজন্য ধর্ম্মজগতে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায়। ইউরোপীয় দেশে একজন মৃত অবতারকে মানে, তিনি তাহাদের নিত্যগুরু; তাঁহার যাহা কিছু ভ্রম ছিল তাহা খৃষ্টীয় সমাজে আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূজিত হইয়া আসিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন কেহ স্বয়ং ঈশ্বর সমীপে যাইতে চেষ্টা করিও না, কাহারও সে অধিকার নাই, আমার সঙ্গে সঙ্গে চল। যে স্বয়ং যাইতে প্রয়াস করিবে সে চোর। অবতারের এ অনুজ্ঞা ও শাসন কেহ অতিক্রম করিতে পারে নাই। সেইজন্য প্রথম শতাব্দীর ভ্রম এই উনবিংশ শতাব্দীতেও অনুষ্ঠিত হইতেছে। আদি গুরু বলিয়াছিলেন ঈশ্বর পাপীকে অনন্ত নরকে দগ্ধ করেন, অদ্যাকার শিষ্যও সেই কথা বিশ্বাস করিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন কেহ স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারে না, অদ্যকার শিষ্য সেই জন্য সেই মৃত অবতারের দোহাই দিয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন।

একজন নিত্য অবতার মানিলে যে অনিষ্ট নূতন২ অবতার মানিলে তাহা অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট। নিত্য অবতারকে লোকে ক্রমে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাঁহার মৃত্যুর পর লোকে কালক্রমে নিজের অধিকার বুঝিতে পারে। খৃষ্টসমাজে তাহার লক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু নূতন নূতন জীবন্ত অবতার বড় ভয়ানক পদার্থ। তাঁহারা সর্ব্বদাই শিষ্যের পশ্চাতের শৃঙ্খল হস্তে করিয়া বেড়ান। কেহ তাঁহাদের একটী অনুজ্ঞা অতিক্রম করিলে তাহাকে নির্যাতন করেন, তাহাদের বুদ্ধিকল্পনা অন্যাপেক্ষা প্রবল হইলে সকলকেই আপনার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। রোমান কাথলিক দিগের পোপ ও আমাদের দেশের গুরু ইহাই করেন। তাঁহারা মনুষ্যাত্মার পরম শত্রু, তাহার স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে স্ফূর্ত্তি পাইতে দেন না। এক একটী অমর আত্মা কত বল ধারণ করে, তাহারা ঈশ্বর ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কত নব নব সত্য আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মধ্যানরূপ পরমাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাহারা জড়বৎ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। মনে কর বিজ্ঞানশাস্ত্রের এইরূপ এক এক জন অবতার যদি মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানের কি দশা হইত? যদি টলিমি বিজ্ঞান-জগতের নিত্য-গুরু থাকিতেন, আমরা কি প্রকৃত সৌরজগতের মত জানিতে পারিতাম? ক্রাইষ্ট খৃষ্টধর্ম্মজগতের নিত্য-গুরু হওয়ায় যে অনিষ্ট হইয়াছে, টলিমি বিজ্ঞান-জগতের নিত্য-গুরু হইলেও সেই দুর্গতি হইত। অবতার! তুমি কোটি কোটি অমরাত্মার ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি অস্বীকার করত নিজ মাহাত্ম্য স্থাপন করিতে কি একবারও শঙ্কিত হও না! এই সমস্ত জীবন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গকে অসাড় তুষার কণা মনে করিতে ভীত হও না।

একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন যে ধর্ম্মজগতে উন্নতির চিহ্ন দেখা যায় না। আদি কালে যে সকল সত্য ও ধর্ম্মনীতি প্রকাশিত হইয়াছে, আজপর্য্যন্ত কেহ তাহা অপেক্ষা একটী নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এ কথা অনেকদূর সত্য, কিন্তু ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহাই মূলদেশে নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাইব। আদি অবতারেরা চিন্তার দ্বার একবারে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, ধর্ম্ম কি এরূপ নির্জীব পদার্থ যে সকল বিষয়েই উন্নতি আছে আর তাহার অধিকারের মধ্যে কেবল জড়তা, কেবল অনুকরণ, কেবল কুসংস্কার? কত লোক যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ অবিশ্বাসের অধীন হইয়াছে তাহা বলা যায় না। লোকচক্ষে অথবা পুস্তকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে দর্শন করায়, লোকে ক্রমে অবিশ্বাসের অধীন হয়। কত দিন অন্যের মুখে সত্য পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায়? বিশেষতঃ যখন সেই পুরাতন কথার চমৎকারিত্ব চলিয়া যায়, যখন জ্ঞান-জগতের চতুর্দ্দিকের উন্নতির সহিত তুলনায় তাহার সত্যতার প্রতি সংশয় উপস্থিত হয়, যখন বিজ্ঞানের চক্ষে সেই আদিম কালের কথা উপন্যাসের মত অলীক বোধ হয়, তখন মনুষ্য ধর্ম্মের প্রতি একবারে বিশ্বাস শূন্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেশীয় সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ অন্বেষণ করিলে প্রতীত হইবে যে লোকে গুরুর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস শূন্য হওয়ায় শেষে ধর্ম্ম ও সত্যকেও পরিত্যাগ করিতেছে। আমরা বাল্যকালে যে সকল উপন্যাসকে ধর্ম্ম বলিয়া শিখিয়াছিলাম, জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তৎসমূহের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় আমাদের সুশিক্ষিত যুবকেরা পুরাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কিছু নূতন সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মের প্রতিই উদাসীন হইয়াছেন। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নাস্তিকতার এত প্রাবল্য তাহারও এই কারণ।

কিন্তু যদি প্রথম হইতেই ধর্ম্মযাজকেরা আপনাদিগের শিষ্যগণকে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ সাধনের উপদেশ দিতেন, যদি তাঁহারা শিষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যবর্ত্তী না হইতেন, অথবা যদি পুস্তকবিশেষকে অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী বলিয়া শিষ্যের নিকট প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে তাহারা সাধনের বলে ক্রমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করিত। নিজে সাধন না করিলে মনের ও হৃদয়ের ভাব সকল স্ফূর্ত্তি পায় না। ঈশ্বর আমাদের স্বভাবকে এরূপ বিচিত্র করিয়া

গঠন করিয়াছেন যে সকলে এক ভাবের আশ্রয় লইয়া ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। যাহার আত্মাতে যে ভাব প্রবল তিনি সেই ভাবকে অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে যেরূপ সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারেন অন্য প্রকারে সেরূপ কদাচ হইবে না। গুরু বলিলেন ন্যাস কর, শিষ্যের ইচ্ছা নাম সংকীর্ত্তন করি; গুরু বলিলেন, সহস্রনাম জপ কর, শিষ্যের ইচ্ছা অন্তরের মধ্যে একবার অন্তরাত্মাকে ধ্যান করি; এইরূপ ইচ্ছা ও রুচির বৈষম্য জন্য প্রকৃত সাধনের ব্যাঘাত হওয়ায় ঈশ্বরভক্তি সঞ্চার হয় না।

জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা এই গুরুগণ। সত্যের সহিত সত্যের মিল হয়, অসত্যের সহিত অসত্যের কখন মিল হয় না। ঈশ্বরের এই পরমাশ্চর্য্য কৌশলের ফল এই যে যত সম্প্রদায় অসত্যের উপর স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য নাই। ক্রাইষ্ট বলিলেন আমি ঈশ্বরের নির্ব্বাচিত পুরোহিত, মহম্মদ বলেন আমি শেষ ও সর্ব্ব প্রধান পুরোহিত, তাহাদের মধ্যে ঐক্য হওয়া কি সম্ভব? কিন্তু যখন এইরূপ প্রেরিতের প্রভুত্ব চলিয়া যায় এবং লোকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে শিক্ষা করে, তখন সত্য আবিষ্কৃত হইতে থাকে এবং সত্যে সত্যে মনুষ্যে মনুষ্যে মিলন হয়। পূর্ব্বে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়েরা হিন্দু সম্প্রদায়কে যেরূপ ধর্ম্মহীন ও পতিত জ্ঞান করিত এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের যাঁহারা অবতারের প্রভুত্ব হইতে একবারে মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা আমাদিগের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। আত্মাকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে দেও, সে সত্য অনুসন্ধান করিবে, এবং সত্যের সহিত সত্যের বিরোধ না থাকায় সকল আত্মা শেষে একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় হইবে। কেবল ধর্ম্মপ্রচারকদিগের দোষে এই বাঞ্ছিত অবস্থাটী উপস্থিত হইতেছে না।

এই সত্য প্রচার করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয় হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ দেন, ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। আর কোন ধর্ম্মে এই মূলসত্যের প্রতি সমধিক সমাদর নাই। যদি কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মূলমন্ত্রটী বিস্মৃত হইয়া তন্মধ্যে মধ্যবর্ত্তিতার মত আনয়ন করেন, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম শত্রু; তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোকের নিকট অপরাপর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ন্যায় ঘৃণিত করিয়া তুলিবেন এবং তিনি সত্য প্রচার না করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রচার করিবেন। যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের পূজা করিয়াছেন অথবা ব্রহ্মচিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন ঈশ্বর তাঁহাদের নিকট কেন প্রিয় বলিয়া বোধ হন? তাঁহারা তাঁহাকে আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, দুঃখের সময় তাঁহার দ্বারস্থ হইলে তাঁহারা শান্তি পান, গৃহের তিনি গৃহদেবতা বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে পরম চরিতার্থ মনে করেন, এই সকল কারণেই ঈশ্বর তাঁহাদের প্রিয়। কিন্তু এই নৈকট্য বিনাশ কর—বল, গুরু বলিয়া দিলে তবে ঈশ্বর আসিবেন, তবে কথা শুনিবেন, তবে পূজা গ্রহণ করিবেন, আর ঈশ্বর তত প্রিয় হইবেন না; তখন গুরু অধিক প্রিয় হইবেন। তখন ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেও গুরুর অপ্রসন্নতা, অশান্তির কারণ হইবে। গুরুরা যে বলেন ঈশ্বর বড় প্রিয় সামগ্রী তাহা কোথা হইতে বলেন? তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরকে পূজা করিয়াছেন বলিয়াই এই সত্যটী জানিয়াছেন। আত্মা যতই ঈশ্বরের নৈকট্য উপলব্ধি করিতে পারিবে ততই তাহার বিশ্বাস প্রগাঢ় হইবে, উপাসনা মধুর হইবে এবং কার্য্য পবিত্র হইবে। যখন ঈশ্বর সকলের একমাত্র প্রভু হইবেন, তখন আর সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে না, ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলে এক সম্প্রদায় হইয়া সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবে। সেই সুখের দিন দেখিতে ইচ্ছা হয়।

ব্রাহ্ম-বিবাহ ও ১৮৭২ সালের ৩ আইন।

এই আইন সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদকের আপত্তি এবং সেই সকল আপত্তি খণ্ডন পক্ষে যুক্তি আমরা পূর্ব্ববারে একটী প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অদ্য আমরা সেই আইনের ভাষাদ্বারাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে উক্ত আইনের প্রকৃত মর্ম্ম কি?

১। এই আইনের হেতুবাদ এই "যে সকল ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়, কি য়িহুদী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি শিখ, কি জৈন ধর্ম্ম স্বীকার না করেন তাঁহাদের বিবাহের প্রথার বিধান করা এবং কোন কোন বিবাহের বৈধতা বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে তাহা বিধিবদ্ধ করা বিহিত এই হেতুক" ইত্যাদি। উল্লিখিত কয়টী ধর্ম্ম অস্বীকার করিলেই যে সমুদায় ধর্ম্ম অস্বীকৃত হইল বোধ হয় আমাদের সহযোগীও তাহা বলিবেন না। তবে এই বিবাহ বিধি নিরীশ্বর নহে প্রমাণ হইল কি? এই আইন যখন ব্রাহ্মদিগের প্রার্থনানুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এই কয়টী ধর্ম্মে অবিশ্বাসজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাপাঠ নিশ্চয়ই যখন ব্রাহ্মদিগকে প্রধানতঃ লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, তখন ব্যবস্থাপক সভা ব্রাহ্মধর্ম্মকে কোন প্রকারেই এই কয়টী ধর্ম্মের একটীরও অন্তর্গত অথবা সমব্যাপক মনে করেন নাই। কে না জানে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সেশ্বর, নিরীশ্বর নহে? ইহাতেই দেখা যায় যে আইন প্রণেতাগণও ইহাকে কেবল নিরীশ্বরবাদীদিগের আইন করিবেন এরূপ কল্পনা করেন নাই। বাস্তবিক কথা এই যে এই আইন যেমন নিরীশ্বর-বাদিদিগের তেমনই সেশ্বর-বাদিদিগের জন্য! সেবার এবং নিরীশ্বর-বাদিদিগকে আমাদের সহযোগী যদি ভিন্ন ভিন্ন আইনের অধীন করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে তিনি ভৌতিক আধিভৌতিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত প্রচলিত নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে প্রণয়ন করিবার জন্য যথাস্থানে প্রার্থনা করেন। নাস্তিকগণও এই আইনের সাহায্যে অকপট চিত্তে আপনাদিগের বিবেকানুমোদিত পথে চলিতে সমর্থ হইবেন ইহা কি এই আইনের কোন অগৌরবের কারণ?

২। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, ঈশ্বরসমক্ষে যে বিবাহ হইল ব্রাহ্মগণ এবং ব্যবস্থা—প্রণেতাগণ তাহাকে বিবাহ বলিয়া স্বীকার করেন, কি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করাকে বিবাহ বলিয়া গণনা করেন? এই বিষয়ে আইনের ভাষা কি তাহা দেখা যাক।

(১) উদ্ধৃত হেতুবাদের শেষাংশ এই, "কোন কোন বিবাহের বৈধতা বিষয়ে সন্দেহ।" উক্ত বিবাহ বিবাহ কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা তাৎকালিক প্রচলিত রাজবিধি অনুসারে বিবাহ কি না, অর্থাৎ রাজবিধি যে সমুদায় বিবাহের সন্তানগণকে দায়াদ বলিয়া স্বীকার করেন সেইরূপ বিবাহ কি না সেই সম্বন্ধে সন্দেহ। ইহাতে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, ঈশ্বর সমক্ষে উপাসনা পূর্ব্বক যে বিবাহ হয়, তাহা বিবাহ বলিয়া কেন গণনীয় হইবে না তাহা কেবল আমাদের সহযোগীই জানেন।

(২) "১০ ধারা, বিবাহ সাধন হইবার পূর্ব্বে বিবাহার্থী উভয় ব্যক্তি এবং তিন জন সাক্ষী রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাৎ এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠের প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিবেন।' ইত্যাদি। "১১ ধারা। রেজিষ্ট্রারের এবং যে তিন জন সাক্ষী প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করেন তাহাদের সাক্ষাতে বিবাহ সাধন করা যাইবে। [illegible] সাধন করিবার যে প্রথা থাকুক, সেই প্রথানুসারে সাধন হইতে পারিবে, কিন্তু রেজিষ্ট্রারের ও সাক্ষীদের সাক্ষাৎ বর কন্যা পরস্পর "আমি তোমাকে আপন বৈধপত্নী (বা পতি) বলিয়া বরণ করিলাম" এই কথা যেন কহেন ইতি।"

এই দুই ধারাতে যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে সহযোগী তাহার কি প্রকার অর্থ করিতে চান তাহা আমরা জানি না; কিন্তু নিম্ন রেখাঙ্কিত পদ কয়েকটির অর্থ আমরা এই বুঝিতে পারি যে তদ্দ্বারা বিবাহ প্রথার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর সে প্রথার অন্তর্ভূত নহে। সেই প্রথানুসারে অনুষ্ঠানই প্রকৃত বিবাহ, সেই বিবাহকে রাজবিধিসঙ্গত করিবার জন্য কয়েকটী নিয়ম যে উল্লঙ্ঘিত হইবে না প্রতিজ্ঞা পত্র কেবল তাহারই জ্ঞাপক। যে প্রতিজ্ঞা পত্রে বরকন্যা স্বাক্ষর করেন তাহার অবিকল অনুলিপি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

দ্বিতীয় তফসিল।

(১০ ধারা দেখ।)

যে প্রতিজ্ঞাপত্রে বরের স্বাক্ষর করিতে হইবেক তাহা এই:—

আমি শ্রীঅমুক নির্দ্দেশ মতে এই বাক্য কহিলাম।

১। আমি বর্ত্তমান সময়ে অস্ত্রীক।

২। খ্রীষ্টীয়, কি য়িহুদীয়, কি মুসলমান, কি পারসী, কি বৌদ্ধ, কি শিখ কি জৈন, ধর্ম্ম স্বীকার করি না।

৩। আমার অষ্টাদশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

৪। আমি যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করি কিম্বা কন্যা শ্রীমতী অমুকী যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন তদনুসারে এবং ১৮৭২ সালের ৩ আইনের ২-ধারার (৪) প্রকরণের উপবিধিমতে বর কন্যার মধ্যে যে প্রকারের কুটুম্বিতা কি জ্ঞাতিত্ব থাকিলে বিবাহ অবৈধ হয়, আমাদের মধ্যে সেই প্রকারের কুটুম্বিতা কি জ্ঞাতিত্ব নাই।

[এবং বরের একবিংশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে]

৫। আমার সঙ্গে শ্রীমতী অমুকীর বিবাহ হওন বিষয়ে আমার পিতা (কিম্বা বিষয় বিশেষে আমার অভিভাবক) সম্মতি জানাইয়াছেন ও তাহা অন্যথা করেন নাই।

৬। এই প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে কোন মিথ্যা উক্তি থাকিলে, এবং আমি সেই উক্তি মিথ্যা জানিয়া বা বোধ করিয়া বা সত্য না জানিয়া ঐ কথা কহিলে আমার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইহা জ্ঞাত আছি।

শ্রীঅমুক (বর)

যে প্রতিজ্ঞাপত্রে কন্যার স্বাক্ষর করিতে হইবে তাহা এই।

শ্রীমতী অমুকী আমি নির্দ্দেশমতে এই বাক্য কহিলাম।

১। আমি বর্ত্তমান সময়ে অপতিকা।

২। খ্রীষ্টীয়, কি য়িহুদীয়, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি পারসী, কি বৌদ্ধ কি শিখ, কি জৈন ধর্ম্ম স্বীকার করি না।

৩। আমার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

৪। আমি যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করি এবং বর শ্রীঅমুক যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন, তদনুসারে এবং ১৮৭২ সালের ৩ আইনের ২ ধারার (৪) প্রকরণের উপবিধিমতে বর ও কন্যার মধ্যে যে প্রকারের কুটুম্বিতা বা জ্ঞাতিত্ব থাকিলে বিবাহ অবৈধ হয় আমাদের মধ্যে এই প্রকারের কুটুম্বিতা বা জ্ঞাতিত্ব নাই।

[কন্যা বিধবা না হইলে এবং তাহার একবিংশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে এই পদও লিখিতে হইবে।]

৫। শ্রীমান অমুকের সঙ্গে আমার বিবাহ হওন বিষয়ে আমার পিতা (কিম্বা বিষয় বিশেষে আমার অভিভাবক) সম্মতি জানাইয়াছেন ও তাহা অন্যথা করেন নাই।

৬। এই প্রতিজ্ঞা পত্রের মধ্যে কোন মিথ্যা উক্তি থাকিলে এবং আমি সেই উক্তি মিথ্যা জানিয়া বা বোধ করিয়া বা সত্য না জানিয়া ঐ কথা কহিলে আমার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ইহা জ্ঞাত আছি।

(স্বাক্ষর) গ ঘ। (কন্যা)

উক্ত শ্রীঅমুক ও শ্রীমতী অমুকী আমাদের সাক্ষাৎ এই পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

চছ
জঝ
টঠ } তিন জন সাক্ষী

এই প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠ করিয়া পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে ইহা বিবাহ প্রতিজ্ঞা কি না। বিবাহ প্রতিজ্ঞা এই অথবা ইহারই অনুরূপ যথা—"আমি সর্ব্বসাক্ষী পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সহিত উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম এবং তোমাকে আমার বৈধ পত্নী

(অথবা পতি) রূপে গ্রহণ করিলাম।" পাঠকবর্গ এখন অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, নিয়ম প্রতিপালন জ্ঞাপক প্রতিজ্ঞা এবং উদ্বাহ প্রতিজ্ঞাতে কত প্রভেদ। ১১ ধারা অনুসারে রেজিষ্টার ও সাক্ষিদের সাক্ষাতে "আমি তোমাকে আপন বৈধ পত্নী (বা পতি) বলিয়া বরণ করিলাম" এই বাক্যটী বলিতে হয় বটে কিন্তু তাহা প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষরের অঙ্গীভূত নহে; সর্ব্বত্রই তাহা বিবাহস্থলে উল্লিখিত উদ্বাহ-প্রতিজ্ঞার সঙ্গে একীভূত রূপে বলা হইয়া থাকে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রতিজ্ঞা পত্রের লিখিত নিয়ম কয়টী কি সুনীতি-সঙ্গত, না তদ্বিষয়ে আপত্তির কোন কারণ আছে? যদি নীতিবিরুদ্ধ ধর্ম্মবিগর্হিত কোন কথাতে স্বাক্ষর করিতে হয় তাহা হইলে সকলের পক্ষেই তাহা নিষিদ্ধ। কিন্তু আমরা সকলেই যখন এই নিয়মগুলির অন্ততঃ কয়েকটী অতি সুন্দর মনে করি, এবং যদি কোনটিকে সুন্দর মনে না করি, তাহা হইলেও তাহাতে আপত্তির কোন হেতু দেখিতে পাই না; তখন এই প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিবার বাধা কি? স্বীয় মনোমধ্যে ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া যে সমুদায় সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক ব্রাহ্মের করা উচিত, সেইরূপ কোন কথা প্রকাশ্যরূপে মনুষ্যের সাক্ষাতে জ্ঞাপন করা কি দূষণীয়? সহযোগীর ন্যায় বিজ্ঞ লোক কি জন্য এই আইনের মধ্যে এই সমুদায় নিরর্থক আপত্তির হেতু দেখিতে পান তাহা বাস্তবিকই আমাদিগের নিকট দুর্ব্বোধ্য।

দ্রষ্টব্য।

মফঃস্বলের যে সমুদায় সমাজ প্রতিনিধি মনোনীত করিতেছেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তৎ তৎ স্থানীয় প্রতিনিধিও নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ অধ্যক্ষ সভার বিজ্ঞাপনে তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে অনুষ্ঠেয় কার্য্যের তালিকা প্রকাশিত হইবে সুতরাং প্রতিনিধিগণের মধ্যে কেহ ঐ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তাঁহার মত ও বক্তব্য পত্র দ্বারা জানাইতে পারিবেন। মফঃস্বল সমাজ সকলের প্রতিনিধি কলিকাতাস্থ না হইয়া স্থানীয় হওয়াই সমধিক বাঞ্ছনীয় বলিয়াই নিয়মাবলীর দ্বাদশ ধারার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। সমাজ সকলের অবগতির জন্য তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"অনুপস্থিত সভ্যগণের অধিকার।

১২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা অধ্যক্ষ সভার কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত সভ্যগণ সম্পাদকের নিকট পত্র দ্বারা অধিবেশনের বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজ মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। সভার মত নির্দ্ধারণ কালে ঐ সমস্ত মতও গণনীয় হইবে।"

দেখা যাইতেছে অনেক স্থলে এক অপেক্ষা অধিক সমাজ কোন এক ব্যক্তিকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া পাঠাইয়াছেন। যে সমুদায় সমাজ সম্পর্কে এইরূপ ঘটিতেছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া "কোন এক ব্যক্তি এক অপেক্ষা অধিক সমাজের প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না" নিয়মাবলীর ২০ ধারার এই তৃতীয় প্রকরণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্য কোন প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া পাঠাইবেন। এপর্য্যন্ত যাঁহারা ভিন্ন ২ সমাজের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন, সকলের অবগতির জন্য আমরা তাঁহাদের নামের তালিকা ব্রাহ্মসমাজ স্তম্ভে প্রকাশ করিলাম। পরে যাঁহারা মনোনীত হইবেন, তাঁহাদেরও নাম ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা আনন্দের সহিত ব্রাহ্মপাঠকগণকে সংবাদ দিতেছি যে আগামী ৭ই মাঘ রবিবার বেলা অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ একটী সভা হইবে। তাহার কার্য্য নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইবে।

বিষয় ও বক্তা।

১—শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা।

২—রামমোহন রায়ের প্রণীত গান।

৩—রামমোহন রায়ের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা—শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৪—রামমোহন রায় প্রণীত ব্রহ্মসংগীত।

৫—রামমোহন রায় বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। } শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু।

৬—রামমোহন রায় প্রণীত ব্রহ্মসংগীত।

৭—তত্ত্ববোধিনী হইতে রামমোহন রায়ের বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের প্রদত্ত বক্তৃতা পাঠ—শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী।

৮—রামমোহন রায় প্রণীত ব্রহ্মসংগীত।

শেষে সকলে আদি ব্রাহ্মসমাজে গিয়া সমস্বরে ঈশ্বর বন্দনা।

নিম্নলিখিত সমাজগুলির জন্য তৎপার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন। রামপুরহাট—বাবু যদুনাথ রায়, কোন্নগর—বাবু সাতকড়ি দেব, পূর্ব্ব বাঙ্গালা (ঢাকা)—বাবু দিননাথ সেন অথবা ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, উত্তর বাঙ্গালা (জলপাইগুড়ি) পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, মতিহারী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, সিরাজগঞ্জ—বাবু নীলাম্বর গুঁই, জামালপুর—পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, দিনাজপুর—বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী, দারজিলিঙ—বাবু আশুতোষ বসু, কাঁকিনিয়া—বাবু রাধাকান্ত ঘোষ, বরিসাল—বাবু সর্ব্বানন্দ দাস, পাবনা—পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন, আসাম ব্রাহ্মসমাজ (নওগাঁ)—গুণাভিরাম বড়ুয়া।

বাঘআচড়া, কুমারখালী, রামপুর বৌয়ালিয়া এবং পাবনায় প্রচারার্থ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন বিগত ২৯ শে অগ্রহায়ণ কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছেন।

আগামী মাঘোৎসবের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য বিগত ২৬ শে অগ্রহায়ণ বুধবার হইতে প্রতি দিন প্রাতঃসন্ধ্যা নিয়মিতরূপে উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। প্রাতে ৯৩ নং কলেজ ভবনে, এবং সায়ংকালে ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার ভবনে উপাসনা হইতেছে। রবিবার প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময়, অপরাপর দিবস প্রাতঃসন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়।

মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণের জন্য তত্রত্য সভ্যগণ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। প্রায় শতাধিক টাকা ইতঃপূর্ব্বেই সংগৃহীত হইয়াছে।

স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের উদ্যোগে মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ সংসৃষ্ট একটী দাতব্য বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে সংগৃহীত অর্থ সুনিয়মে ব্যয়িত হয়, তজ্জন্য শীঘ্রই একটী সভা আহূত হইবে।

তথাকার ডাকঘরের দুই জন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে কতকগুলি টাকার গরম কাপড় খরিদ করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছেন।

বিগত ২৮ শে এবং ২৯ শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ও শনিবার ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাত্রিংশৎ সাংবৎসরিক উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শুক্রবার প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত উপাসনা করেন। সায়ংকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মজীবন বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিবার কথা ছিল কিন্তু তিনি হঠাৎ পীড়িত হওয়াতে ডাক্তর প্রসন্নকুমার রায় সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর বাঙ্গলায় উক্ত বিষয়েই বক্তৃতা করেন। শনিবার প্রাতে বাবু রজনীকান্ত ঘোষ বি, এ, উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে পুনরায় উপাসনা হয়। সায়ংকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনা করেন। উৎসবের সঙ্গীত তত্রত্য কতিপয় ব্রাহ্মমহিলা দ্বারা সম্পন্ন হয়। উৎসব উপলক্ষে বাবু কৈলাসচন্দ্র নন্দী একখানি "এমুয়েল" প্রকাশ করিয়াছেন।

জব্বলপুর ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সমাজের সভ্যসংখ্যা ৫ জন অপেক্ষা ন্যূন হওয়াতে তাঁহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

উত্তর বাঙ্গালা এবং দারজিলিঙ ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছেন।

বিগত ২৬ শে অগ্রহায়ণ বুধবার সিবিলিয়ান বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের প্রথম পুত্রের নামকরণ অতি সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তথাকার সাংবৎসরিক উৎসবের দিন আগামী ১১ই পৌষ।

মুলতান ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তত্রত্য উপাসনা গৃহ স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন।

আমেদাবাদ প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক তত্রত্য সমাজের সপ্তম সাংবৎসরিক উৎসবে যোগদানার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

৯৩ কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে বিগত ১৯ শে অগ্রহায়ণ বুধবার শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দেব ও রাধানাথ দেব ভ্রাতাদ্বয়ের এবং ২ রা পৌষ সোমবার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাসের মাতৃশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অভিপ্রায় মতে আগামী (১৮৭৯) বর্ষের নিমিত্ত একখানি ব্রাহ্মপঞ্জিকা প্রকাশ করিবার উদ্দেশে প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-বিবরণ অবগতার্থ কতিপয় প্রশ্নযুক্ত সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদকগণকে পৃথকরূপে পত্র লেখা হইয়াছে তাহাতে নিম্নলিখিত সমাজ সকল হইতে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু অবশিষ্ট সমাজ গুলি হইতে অদ্যাবধি কোন প্রত্যুত্তর না আসাতে উক্ত পঞ্জিকা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারিতেছে না। এই পঞ্জিকা আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, অতএব অবশিষ্ট সমাজ সকলের সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট আমাদিগের এই প্রার্থনা যে তাঁহারা স্ব স্ব সমাজের বিবরণ অবিলম্বে প্রেরণ পূর্ব্বক বাধিত করেন।

কলিকাতা, চুনাপুকুর, সিন্দুরিয়াপটী, তালতলা, বরাহনগর, বরিসাল, বাগআঁচড়া, বারুইপুর, বোয়ালিয়া, বরহমপুর, ভাগলপুর, কুমারখালী, কোন্নগর, ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা, দার্জিলিং, দিনাজপুর, ফরিদপুর, হরিনাভি, হাজারিবাঘ, হুগলি, জলপাইগুড়ি (উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ), ঝিনাইদহ, কাঁকিনিয়া, কালীকচ্ছ, মালদহ, মালিপাড়া, মেদিনীপুর, মুদিয়ালী, মুরশিদাবাদ, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, পচম্বা, পিরোজপুর, রামপুর হাট, রাঁচি, শ্রীরামপুর, শাহাপুর, শিবগঞ্জ, ত্রিপুরা, মুঙ্গের (বেহার ব্রাহ্মসমাজ), মতিহারী, গয়া, জামালপুর, আরা, বালেশ্বর, ঐ প্রদেশীয় সমাজ, কটক, উৎকল সমাজ, ধুবড়ি, নওগাঁ, শিলং, আগ্রা, বেরিলী, কানপুর, ডেরাডুন, শিমলা পর্ব্বত, জব্বলপুর, লাহোর সৎসভা, পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ, বোম্বাই প্রার্থনাসমাজ, অহমেদাবাদ সমাজ, কৈরা, পুনা, বরদা, বেঙ্গলোর (৩ সমাজ), সালেম।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

"বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করা কেন উচিত" এবং "কপটাচরণে দোষ কি" একথা কোথায় উঠিয়াছিল, অথবা কেই বা এ প্রশ্ন আপনাকে করিয়াছিল তাহা আমরা জানি না।

কিন্তু তিনি যিনিই হউন, ১৬ ই অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার প্রথমেই "আমাদের দেশের এমনই দুর্দ্দশা দাঁড়াইয়াছে যে বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করা কেন উচিত তাহাও আবার লোককে বুঝাইতে হয়" প্রভৃতি আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমি পাঠ করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; কারণ আপনার তাহা উত্তর দেওয়া হয় নাই প্রশ্নকারীকে তিরস্কার করা হইয়াছে মাত্র। অপর, মানব সমাজের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, ধর্ম্মপ্রচারকেরা কোন কালেই সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে দিতে বড় একটা সম্মত ছিলেন না। তাঁহাদের ইহাই ইচ্ছা যে, সাধারণ লোকে তাঁহাদের মতে মত দিয়া চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া মেষ-শাবকের ন্যায় তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়! আমাদের কেশব বাবুরও এইরূপ ইচ্ছা বিলক্ষণ বলবতী ছিল। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, যদি কেহ তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়াছে তিনি অমনই তাহাকে নাস্তিক, অবিশ্বাসী প্রভৃতি বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন। সকলে স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, ইহা তাঁহার বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, তিনি বরাবরই জ্ঞানের প্রতি অত্যাচার করিয়া আসিয়াছেন। (সঙ্গত সভা প্রভৃতি কেবল নামে, সাক্ষীগোপাল মাত্র ছিল।) ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, 'ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞানলাভে ব্রাহ্মেরা এক প্রকার বঞ্চিত হইয়া আছেন।' যাহাহউক এক্ষণে আপনারাও অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সেই পথাবলম্বী হইতেছেন, ইহা আমার দুঃখের দ্বিতীয় কারণ। আমি জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহারাই বা কি এত ঈশ্বর ও ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন? ইহা নিশ্চয় যে, তাঁহারা যে অন্ধকারের মধ্যে, একজন সামান্য ব্রাহ্মও সেই অন্ধকারের মধ্যে আছেন। শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মেরা মনে মনে অভিমান করিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব সকল তাঁহারা এক প্রকার জানিয়া লইয়াছেন, সুতরাং আর অনুসন্ধান ও আলোচনার প্রয়োজন নাই, অপর সাধারণ ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের মত ও পথাবলম্বী হইয়া চলিলেই তাহাদের পরিত্রাণ!!! এইটী ব্রাহ্মসমাজের একটী সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে, ইহা দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই রোগের জন্যই কেহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হন নাই। যদি কেহ সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তবে তিনি হয় নাস্তিক অবিশ্বাসী, না হয় মূর্খ নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কৃত অথবা উপেক্ষিত হইয়া থাকেন!!

আপনি হাস্যই করুন আর যাহাই করুন, বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য ও কপটতাচরণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন নিতান্ত সামান্য নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা বলেন জাতীয় ভাব ও সমাজ রক্ষার জন্য কতকটা পরিমাণে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে কোন দোষ হইতে পারে না, কিন্তু অন্য "দলের" ব্রাহ্মেরা বলেন দোষ হইয়া থাকে। উভয় দলেরই স্ব স্ব মত সমর্থনের যুক্তি আছে। আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, বিশ্বাসানুরূপ সকল কার্য্য করিতে কেহ কখনও পারে নাই, এখনও পারিতেছে না এবং ভবিষ্যতেও যে পারিবে তাহারও কোন আশা ভরসা নাই, যেহেতু মনুষ্য অপূর্ণ জীব। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে কার্য্য না করিলে এ-সংসারে যে কিছুতেই চলিতে পারে না তাহা বলিতেও আমরা প্রস্তুত হইতেছি। ঈশ্বর এ সংসারে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, ইহা পরিত্যাগ করিবার আমাদের অধিকার নাই এবং যাহা না করিলে এখানে কোন ক্রমেই চলিতে পারে না, তাহা করিলে আমরা অপরাধী হই কি না তাহা বলিতে সাহস করিতে পারি না। আপনি হয় তো বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিয়া প্রাণ দিয়াছেন এমন দুই একজনের নাম করিবেন, কিন্তু তাঁহারা একটী বিশ্বাসানুরূপ কার্য্যের জন্য প্রাণ দিয়াছেন অথচ অপর কোন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেও ত্রুটি যে করেন নাই তাহা প্রদর্শন করাও আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হইবে না। ব্রাহ্মসমাজে যখনই কপটতার কথা উঠিয়াছে তখনই জাতিভেদ ও উপবীতকে লইয়া টানাটানি হইয়াছে—একদল ব্রাহ্মের যত আক্রোশ জাতিভেদ ও উপবীতের উপর। আমরা নিজেই জাতিভেদ ও উপবীত গ্রহণ প্রথার বিরোধী, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, যাঁহারা উপবীত ও জাতিভেদের নাম শুনিলে "কপটতা" "কপটতা" বলিয়া চীৎকার ধ্বনিতে মেদিনী বিকম্পিত করিয়া তুলেন, তাঁহারা আবার অন্যান্য বিষয়ে প্রতিদিন দশ গণ্ডা কপটাচরণ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। তাঁহারা তো বিশ্বাস করেন সকল জাতিই সমান, জিজ্ঞাসা করি তবে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত একজন মেতরের সহিত একত্রে আহারাদি করিতে পারিলেন না কেন? মেতরদিগের মধ্যে যেন গুণবান সন্তান নাই পাওয়া গেল, কিন্তু জিজ্ঞাসা এই, তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কেন একজন মুসলমান সন্তানকে নিজ কন্যা দান করিতে পারিলেন না? ইহা কি বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ নহে? তাঁহাদের তো বিশ্বাস এই, পৃথিবীতে প্রাকৃতিক যাহা কিছু ঘটনা হইতেছে তাহা সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের হস্তদ্বারাই সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, দুর্ভিক্ষের জন্য, মহামারীর জন্য, নিজ প্রিয়জন বিয়োগ জন্য "ঈশ্বর! তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হইল, তুমি ধন্য, তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হই" একথা না বলিয়া কেন তাঁহারা হাহাকার করেন? তাহা কি বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ নহে? তাঁহারা তো বিশ্বাস করেন যে, ধন ও পদের অপেক্ষা গুণের সম্মান করাই উচিত, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহাদের সম্মুখে যদি একজন নাস্তিক অথবা অত্যাচারী গবর্ণর জেনেরেল আর একজন ঈশ্বরপরায়ণ সাধু অথচ বড় দুঃখী লোক উপস্থিত হন তবে তাঁহারা কাহার অধিকতর সম্মান করিবেন? গবর্ণর জেনেরেলের কি নহে? ইহা কি বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ ও কপটতা নহে? অতএব বিশ্বাস ও কপটতা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন নিতান্ত সামান্য নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইহা অসম্ভব নহে, আপনি

যে প্রশ্নকে সামান্য মনে করেন, অপরে হয় তো তাহাকে গুরুতর মনে করিতে পারেন, আবার অপরে যে প্রশ্নকে সামান্য মনে করেন, আপনি হয় তো তাহাকেই গুরুতর মনে করিতে পারেন। সকলেই যে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এমন কিছু হিন্দুদের বেদে, খৃষ্টানদের বাইবেলে, মুসলমানদের কোরাণে, এবং ব্রাহ্মদের সংক্ষ জ্ঞানে লেখা নাই—কি মূর্খ, কি পণ্ডিত সকলের জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের অবারিত দ্বার। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যিনি যে প্রশ্ন করুন না কেন, উপহাস ও তাচ্ছিল্য না করিয়া, নাস্তিক অথবা মূর্খ না বলিয়া শ্রদ্ধা ও স্নেহের সহিত যথাসাধ্য তাহাকে তাহার সদুত্তর দেওয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। আপনারা ভবিষ্যতে এবিষয়ের জন্য সাবধান হন, ইহা আমার একান্ত প্রার্থনা। বিশ্বাস ও কপটতা সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, কেবল যে তাহা উপলক্ষ করিয়াই আমি এই পত্র খানি লিখিলাম তাহা নহে, আমার ইহা লিখিবার অন্য আর এক কারণও আছে, সে কারণ এখানে প্রকাশ করিবার তত প্রয়োজন দেখিতেছি না।

মোকামা } বশম্বদ।
৭ ই ডিসেম্বর ১৮৭৮ } শ্রীভগবতী চরণ দে।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

কেশব বাবু সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তদ্বিষয়ে কেহ কেহ আমাকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিতেছেন। সকলকে উত্তর দেওয়ার সুবিধা নাই বলিয়া আমার এই পত্রখানি পাঠাইতেছি, আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া অনেকের সন্দেহ দূর করিবেন।

কেশব বাবু সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। যাঁহারা আমাকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবশ্যই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। কেশব বাবুর সহিত আমার শত্রুতা ছিল না, এখনও নাই। কেবল ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার কথা বলিতে হইতেছে। এতদিন যে সে সকল কথা কেন বলি নাই, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আমিও তাঁহার অন্যান্য প্রচারকের ন্যায় অন্ধ হইয়াছিলাম। অনেক সময় ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা শুনিয়া মনের মধ্যে সংগ্রাম হইত, কিন্তু পুনর্ব্বার অন্ধতাতে পতিত হইতাম।

কেশব বাবু স্বয়ং আমাকে মুখে যে সকল কথা বলিয়াছেন এখন তাহা যদি অস্বীকার করেন, তবে সত্যেরই অবমাননা করিবেন। স্বয়ং ঈশ্বর তাহার সাক্ষী।

আমাকে লোকে অস্থির চঞ্চল প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করিতেছে। তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। যখন যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই প্রতিপালন করিব। তজ্জন্য চিরদিন বরং অস্থির থাকিতে অভিলাষ করি। কিন্তু কোন বিষয়কে অসত্য জানিয়াও স্থায়ীভাবে তাহার অনুসরণ করাকে কপটতা মহাপাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি।

যাঁহারা আমাকর্তৃক পত্রিকায় প্রকাশিত কথা কেশব বাবুর মুখে স্বকর্ণে শ্রবণ করেন নাই তাঁহাদিগের প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই। এজন্য কেশব বাবুর নিকটই উত্তর চাহিয়াছি। বরং চন্দ্র সূর্য্যের প্রত্যক্ষতা বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু আমার উক্ত কথায় বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। আমি স্বয়ং স্বকর্ণে কেশব বাবুর মুখে শ্রবণ করিয়াছি।

একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই আমাদিগের উপাস্য দেবতা এবং পরিত্রাতা। এমন অবস্থায় একজন মনুষ্যের মান রক্ষার জন্য এত ব্যস্ততা কেন?

আমি আশা করি ব্রাহ্মসমাজকে মনুষ্যের আধিপত্য ও মধ্যবর্ত্তিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

সন ১২৮৫। } শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
২৬ শে অগ্রহায়ণ }

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক				৩
শ্রীযুক্ত বাবু		কালিশঙ্কর শুকুল	কলিকাতা	১৲
"	"	দ্বারকানাথ বিশ্বাস	দেবীগঞ্জ	২৲
"	"	শ্রীনাথ মিত্র	কলিকাতা	২৸০
"	"	রাইচরণ মজুমদার, মহেশ্বরপাশা (ডাকখরচা)		|৵০
"	"	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২।০
"	"	কালীকুমার ঘোষ	ঐ	১।০
"	"	লোকনাথ মৈত্র	ঐ	২।০
"	"	দ্বারকানাথ মল্লিক	ঐ	১৲
"	"	সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	এলাহাবাদ	২৸০
"	"	মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	তেজপুর	৩৲
"	"	বিপিনবিহারী বসু	এলাহাবাদ	৩৲
"	"	রাখালচন্দ্র সেন	কলিকাতা	২।০
"	"	কালীকুমার চক্রবর্ত্তী	সদরবাগিচা	১৲
"	"	হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	মতিহারী	৩৲
"	"	ভুবনমোহন কর	দিনাজপুর	৩৲
"	"	ক্ষেত্রমোহন ধর	কলিকাতা	২।০
"	"	প্রসাদদাস মল্লিক	ঐ	২।০
"	"	উমাচরণ ঘটক	মতিহারী	৩৲

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯ ডিসেম্বর রবিবার ৪৫ নং বেনিয়াটোলা ভবনে অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। নিম্ন লিখিত বিষয় গুলি উক্ত সভায় আলোচিত হইবে।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্য বিবরণ।

২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিয়োগ।

৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার জন্য একজন সভ্যের শূন্য পদ পূরণ।

৪। অবান্তর নিয়ম প্রণয়ন।

৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর ৩৩ ধারার মর্ম্মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী স্থিরীকরণ।

৬। বিবিধ।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

এবার সাধারণব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রের নূতন স্থাপন করিয়া তত্ত্বকৌমুদী বাহির করিতে হইল, এজন্য ১লা পৌষের পত্র প্রকাশ হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে, গ্রাহক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

Printed and Published by E. C. Bose, at Sadharun Brahmo Somaj Press, No. 93, College Street, Calcutta.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

১ম ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। | ১৬ ই পৌষ, সোমবার, ১৮০০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ফ্যারাডের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। তিনি ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিৎদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণী গণ্য লোক ছিলেন। যখন ইংলণ্ড যুড়িয়া তাঁহার যশ, শত শত ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ শ্রবণ-প্রার্থী হইয়া আসিতেছে, প্রতিদিন চারিদিকে তাঁহার প্রশংসা শ্রুত হইতেছে, এরূপ সময়ে লোকে প্রতি রবিবার বৈকালে দেখিত যে ফ্যারাডে ইংলণ্ডের শিক্ষিত লোকদিগের ঘৃণিত এক সামান্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ভজনালয়ে ভজনা করিতে যাইতেছেন। সেখানে গেলে যে তাঁহার মান সম্ভ্রমের কিছু ব্যাঘাত হইবে তিনি সে গণনাই করিতেন না। এই সংবাদ শুনিয়া আমাদের ফ্যারাডের প্রতি দশগুণ ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। এরূপ বিশ্বাসের সরলতা ও সাহস দেখিলে আনন্দ হয়। অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির ঠিক বিপরীত ব্যবহার দেখা যায়। তাঁহারা যত দিন স্কুল কি কলেজে থাকেন, ততদিন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন। বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন; তখন বড় দলে ব্রাহ্মদিগের নিন্দা বিদ্রূপ শুনিয়া আর ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হন না। এইরূপ অনেক যুবাপুরুষ ইংলণ্ডে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জিত হন না; কারণ সেখানে ব্রাহ্মনামের আদর কিন্তু তাঁহারাই যখন এখানে প্রত্যাগমন করেন এবং এখানে আসিয়া শিক্ষিত ও সুসভ্যদিগের দশজনের একজন হইয়া উঠেন, তখন আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন। এরূপ লোক দিগকে আমরা দুর্ব্বলচিত্ত ও অপদার্থ মনে করি। প্রকৃত শ্রদ্ধার উপযুক্ত লোক হইতে গেলে একটু সাহস চাই।

আমরা অনেকদিন একটী বিষয়ের জন্য ক্লেশ অনুভব করিয়া আসিতেছি। আমরা যখন মফস্বলে যাই, তখন মফস্বলবাসি ব্রাহ্মগণ আমাদিগের কিরূপ অতিথি সৎকার করেন, আমাদিগকে সুখে রাখিবার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হন, তাহার বর্ণনা হয় না। তাঁহাদের সৌজন্য সস্নেহ ভাব ও ব্যস্ততা দেখিয়া আপ্যায়িত হইতে হয়। কিন্তু বর্ষে বর্ষে উৎসব উপলক্ষে যে সকল মফস্বলবাসি ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা কলিকাতায় আগমন করেন তাঁহাদের থাকিবার স্থানাভাবে বিশেষ অসুবিধা হয়। উৎসবে ব্যস্ত হইয়া কেহ তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না; নিজ নিজ পরিবার মধ্যে বন্ধুদিগকে স্থান দিয়া তত্ত্বাবধান করিবার সাধ্য অনেকের নাই; দশজনে একত্র হইয়া তাঁহাদের থাকিবার জন্য অন্ততঃ এক একটী বাড়ী স্থির করিয়া রাখিলেও চলে, তাহাও অনেক সময় হয় না। এইজন্য আমরা সময়ে সময়ে মফস্বলের ব্রাহ্মদিগকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। অসন্তোষের সম্পূর্ণ কারণ আছে। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের এই ত্রুটী বহুদিন হইয়া আসিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যেন এবারে এ কলঙ্ক মোচন করিবার চেষ্টা করেন।

অনেক ব্রাহ্মের আর এক প্রকার দুর্ব্বলতা দেখিয়াছি। তাঁহারা এক সময় যখন অনুষ্ঠানের বাতাসের মধ্যে ছিলেন, তখন সাহস দেখে কে? পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না; বন্ধু বান্ধবদিগকে স্বীয় পরিবার মধ্যে স্বাধীনভাবে মিশিতে দিতে সঙ্কুচিত হইতেন না; নিজ বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে লোকের মুখাপেক্ষা করিতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আর এক প্রকার বাতাসে গিয়া পড়িলেন। কার্য্য ও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। গৃহিণীর উপাসনালয়ে গমন বন্ধ হইল; কঠোর অবরোধ প্রথা আবার দেখা দিল; ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিবার হইতে অদর্শন হইতে লাগিল। অনুসন্ধান করিলে ইহার মূলে লোকভয় দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস অনুসারে আমি কার্য্য করিব; লোকে প্রশংসা করে করুক, নিন্দা করে করুক। এই ভাবে কার্য্য করিতে যাঁহারা প্রস্তুত নন, তাঁহারা চরিত্র শব্দটীর প্রকৃত অর্থ এখন ও বুঝিতে পারেন নাই। লোকানুরাগ বিষয়ী লোকের স্বর্গ; সুতরাং তাহারা তৎপর হইয়া লোকানুরঞ্জনের প্রয়াস পায়। এবং বড় বড় লোক দেখিয়া বন্ধুতা করিবার চেষ্টা করে। ব্রাহ্ম বিষয়ী লোক একজন দরিদ্র অথচ শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মের সহিত মিত্রতা করিতে তত ব্যস্ত হইবেন না, কিন্তু একজন ব্রাহ্মবিদ্বেষী লোক যদি বড় লোক হয় তথাপি তাহার পশ্চাতে লগ্ন হইয়া কোন প্রকারে তাহার অনুরাগভাজন হইবার প্রয়াস করিবে। প্রকৃত ধার্ম্মিক যিনি কাহারও

মিত্রতা বা শত্রুতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। আমার বিশ্বাস ও ধর্ম্ম বুদ্ধি অনুসারে আমি কার্য্য করিয়া যাই বন্ধু হও ভাল, শত্রু হও ক্ষতি নাই। কোন মানবের বন্ধুতার এত মূল্য নয় যে সেজন্য আমি কপটতাচরণ করিব। তবে ধার্ম্মিক ব্যক্তির কাহারও প্রতি অসদ্ভাব নাই; লোকে শত্রু হইলে তিনি কাহারও শত্রু হন না। তিনি সকলের হিতৈষী মিত্র, এই মাত্র। ভীরু, পরমুখাপেক্ষী, ও কাপুরুষ ব্যক্তি কখনও ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিতে পারে না।

সুপ্রসন্ন চিত্তের ন্যায় সুখকর পদার্থ কি আছে? কিন্তু এই রোগ, শোক, বিবাদও অনুতাপ পূর্ণ সংসারে চিত্তের সুপ্রসন্নতা রক্ষা করাই দুষ্কর। যাঁহারা ধর্ম্মপথের পথিক তাঁহারাও অনেক সময় ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না। সাধারণতঃ সাধকদিগের সংস্কার এই যে আমাদের প্রকৃতি-নিহিত প্রবৃত্তি সকলকে যত বলপূর্ব্বক দমন করা যায় ততই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে ভাল। এই সংস্কার পরতন্ত্র হইয়া তাঁহারা বিধিমতে স্বীয় প্রকৃতিকে দমন করিবার চেষ্টা করেন। যেমন, কেহ স্বভাবতঃ সুরসিক ও আমোদপ্রিয়, তিনি আপনার আমোদপ্রিয়তাকে নিন্দনীয় জ্ঞানে হয়ত ক্রমাগত তাহা দমন করিয়া স্বীয় প্রকৃতিকে গম্ভীর ও মৌন-প্রিয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টা করাতে এই হয়, যে কখনও তাঁহার জয় কখনও বা প্রকৃতির জয় হয়। কখনও বা তাঁহার অট্টহাস্যে ঘর ফাটিয়া যাইতেছে, কখনও বা তিনি নিজের প্রতি ঘৃণা করিয়া মৌনাবলম্বন করিতেছেন; কখনওবা তিনি হৃদয়ের বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনকে প্রেমে ভাসাইতেছেন; কখনও বা তাহাদিগকে আসক্তির প্রধান কারণ ও সাধন পথের মহৎ অন্তরায় জ্ঞানে বিরক্তি প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার চিত্তে প্রসন্নতা নাই। ব্রাহ্মের পক্ষে সৎপরামর্শ এই,—তোমার প্রকৃতি অনুশীলন করিয়া দেখ; যাহা নিন্দনীয় নয় তাহাকে অকারণ নিন্দনীয় মনে করিওনা; সর্ব্বদা নিজ বিশ্বাস ও বিবেক অনুসারে কার্য্য কর; ভ্রম হইলে ফলাফল বিবেচনা না করিয়া সংশোধন কর; ত্রুটী হইলে মানামানের বিচার না করিয়া সমগ্রভাবে স্বীকার কর; অপরাধ হইলে ক্ষতি লাভের গণনা না করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিজ ত্রুটীর জন্য যে ক্ষতি হয় তাহা নিজের স্কন্ধে লইবার জন্য প্রস্তুত হও এবং কার্য্য করিয়া ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা কর; দেখিবে, সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবে।

স্থির শুভ সংকল্প ধার্ম্মিকের হৃদয়ের একটী প্রধান গুণ। সংসার মধ্যে সর্ব্বদাই রুচি ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটিয়া থাকে; সকলকেই মনের অনভিমত কার্য্য ও ঘটনা দেখিতে হয়। এই সকল অবস্থাতে পতিত হইলে লোকের চিত্ত বিক্ষেপ জন্মিয়া থাকে; শুভ সংকল্প স্থির থাকে না। পুত্রটী মনের মত হইল না; তাহার শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলাম; ভবিষ্যতে যাহাতে সুখে থাকিতে পারে তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য প্রয়াস পাইলাম; কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধ পথগামী হইল। সহধর্ম্মিণী যিনি, তিনি বিরুদ্ধাচারিণী, সংসারের যে পথে যাই কেবল রুচি ও প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন করি। এরূপে কত লোককে সংসারে বিরক্ত ও উত্যক্ত হইতে হয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক যিনি তিনি এই সকল বিক্ষোভজনক ঘটনার মধ্যে পতিত হন বটে কিন্তু তাঁহার শুভ সংকল্প কখনও হৃদয়কে পরিত্যাগ করে না। যাহাদের দুর্ব্ব্যবহারে তিনি উত্যক্ত হন, তাহাদেরই কল্যাণ-কামনা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। মানবপ্রকৃতির দুর্ব্বলতা বশতঃ যদিও সময়ে সময়ে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় তথাপি বিক্ষোভ কিঞ্চিৎ উপশম হইবা মাত্র সেই কল্যাণ-কামনা পুনরায় হৃদয়কে অধিকার করে। জগতে সুদৃশ্য পদার্থ অনেক আছে কিন্তু ঈশ্বরের অনুগত সন্তানের জীবনের এই সংগ্রামের ন্যায় সুদৃশ্য কিছু নাই।

"নরের নরত্ব, পশুত্ব দেবত্ব,
এ সংগ্রাম বিনা নর, দেব কি না,
কে আর প্রকাশে? রক্ত স্রোতে যার
বক্ষস্থল ভাসে; কিন্তু তবু প্রাণ
কভু ম্লান নয়, শুভ ইচ্ছা ময়,
যার খরতর শরে জয় জয়,
তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান,
নরত্ব দেবত্ব একস্থানে তার।"

ঐক্য কাহাকে বলে? কিরূপ ঐক্য আমাদের প্রার্থনীয় তাহা সর্ব্বাগ্রে স্থির করা কর্ত্তব্য। মনে কর আমরা একশত জন আছি। এই এক শত জনের যদি এক মত, এক রুচি, একভাব, এক কার্য্য হইয়া যায় সেইরূপ ঐক্য কি প্রার্থনীয়? অনেকে মনে মনে বোধহয় এইরূপ ঐক্য প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের বাসনা মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ, সে বাসনা কখনও চরিতার্থ হইবে না। প্রথমতঃ এরূপ ঐক্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নয়, কখনও হয় নাই, এবং যদি হয় তাহা হইলে অনিষ্ট জ্ঞানে দুঃখিত হওয়া উচিত। কারণ তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে হয় এক ব্যক্তির প্রভাবে অপর ব্যক্তিরা এতদূর স্বতন্ত্রতা-বিহীন হইয়াছে যে তাঁহাদের নিজের আর কিছু নাই; নতুবা এক ব্যক্তির ভয়ে তাঁহারা এতদূর স্বভাব গোপন করিতেছেন যে বাহিরে স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হয় না। এই উভয় প্রকার অবস্থাই অতি শোচনীয়। এখন প্রশ্ন এই, আর কোন প্রকার ঐক্য আছে কি না? আর এক প্রকার ঐক্য আছে তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর একটী গ্রাম আছে, সেই গ্রামে একটী "উন্নতি বিধায়িনী" সভা আছে। মনে কর সভার সভ্যগণ ৫০০ শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। একদিন সেই অর্থ কিরূপে ব্যয় হয় এই বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সভ্যদিগের মধ্যে একজন বলিলেন

সেই অর্থে একটী ভগ্ন পথের সংস্কার করা কর্ত্তব্য; আর এক-জন বলিতেছেন গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাহা অর্পণ করা ভাল; তৃতীয় ব্যক্তি বলিতেছেন সেই অর্থে কতকগুলি দরিদ্র বালকের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করাই শ্রেয়; এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছে। এখানে প্রণালীতে মতভেদ কিন্তু মূলে ঐক্য। সে অর্থ যে গ্রামের উপকারার্থ ব্যয় হওয়া বিধেয় তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। তবে সেই উপকারের তারতম্য লইয়া বিরোধ। এখানে ঐক্য ও অনৈক্যের সমাবেশ।

সেইরূপ যে ঐক্যের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্যের সমাবেশ থাকে না, তাহা কখনই স্থায়ী শুভ ফল জনক হয় না। ইহা আমাদের দৃঢ় সংস্কার। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঐক্য আমাদের লক্ষ্য। আমাদের যে যে স্থানে মিলন হয় সেখানে একত্র কার্য্য করিব এবং যেখানে মতভেদ সেখানে স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিব। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের কোন স্থানে মিলন এবং কোন স্থানে স্বতন্ত্রতা তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। এবং যে যে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য। জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয় এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হয়, ইহা কোন্ ব্রাহ্মের না ইচ্ছা। তবে কোন্ প্রণালীতে কার্য্য করিলে সেই ইচ্ছা সফল হইতে পারে এই বিষয়েই মতভেদ। যাহার পক্ষে যে প্রণালী যুক্তিযুক্ত বোধ হয় তিনি সেই প্রণালীতেই কার্য্য করিবেন। তাহাতে ভাবনা কি? আদি সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রথমে প্রচার করিয়াছেন আমরা তদনুসারে কার্য্য করিতেছি; জাতিভেদ প্রথা পূর্ব্বাবধিই ব্রাহ্মসমাজে গর্হিত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে আমরা কার্য্যে তাহারই অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে কি স্বতন্ত্রতা বলে? যদি কার্য্য প্রণালী বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈষম্য থাকে তাহা থাকুক সে জন্য দুঃখ কি? কোন ব্রাহ্মের যদি ১৮৭২ শালের ৩ আইন গ্রহণের প্রতি ভয়ানক আপত্তি থাকে, তিনি না হয় গ্রহণ করিবেন না। আমাদের আপত্তি নাই আমরা গ্রহণ করিব। প্রণালীগত সামান্য মতভেদের জন্য কাহারও দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। এ সকল প্রভেদ গুরুতর প্রভেদ বলা যায় না।

মানব প্রকৃতির উন্নতিশীলতা।

জগতের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুই প্রকার মত আছে। এক প্রকার মতানুসারে জগতের অবস্থা আদিম কালে অতিশয় উন্নত ছিল ক্রমে জগত অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। এই প্রকার সংস্কার হইতেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি প্রকার যুগের উৎপত্তি হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মতেও আদিমকালে জগত স্বর্গসুখের আধার ছিল। মানবের আদিম পিতা মাতা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন অপরাধে শাপগ্রস্ত হইয়া সেই সুখের অবস্থা হইতে চ্যুত হন; তদবধি মানব সন্তান সেই অপরাধ ভার লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং মানব সমাজ ও মানব জীবন কলঙ্কের আধার হইয়া দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। এই মতাবলম্বীদিগের মতে পৃথিবী পাপভারপ্রপীড়ীত, ও অধোগতিপ্রবণ; মানব নিজে সেই সঙ্গে অধোমুখে ধাবিত সুতরাং মানবের দ্বারা এই ভূভার হরণের আশা নাই। ভূভার হরণ করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরের অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। এই কারণেই অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রে দশাবতারের উল্লেখ দেখা যায়; খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে ও খ্রীষ্টাবতারের কথা শ্রবণ করা যায়।

দ্বিতীয় প্রকার মত এই—মনুষ্য সমাজ আদিম অসত্য, অপূর্ণ ও হীন অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নতি ও সুখের অবস্থাতে আরোহণ করিতেছে। মনুষ্য আদিমকালে বর্ব্বর ছিল; আম মাংসে উদর পূর্ণ ও তরুশাখাতে বাস মনুষ্যের জীবন ধারণের উপায় ছিল। সেই অবস্থা হইতে এক এক পদ অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান সময়ের সুসভ্য অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তাহারই চর্চ্চা এবং বিকাশ দ্বারা এই অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। যে মনুষ্য পূর্ব্বে বজ্রের ধ্বনি শুনিয়া তরুকোটরে, বা গহ্বরমধ্যে লুকাইত, ঝঞ্ঝাবাতের কঠোর গর্জ্জন শুনিয়া ভয়ে ভয়ে পূজা করিত, সেই মনুষ্য এখন আকাশের বজ্র ধরিয়া পৃথিবীতে আনিতেছে, ঝঞ্ঝাবাতের গভীর গর্জ্জন তুচ্ছ করিয়া বিস্তীর্ণ সাগরের বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছে। বর্ত্তমান মানব আদিম মানবের স্বপ্নগোচর দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রভূত উন্নতি সাধনের জন্য ঈশ্বরের অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক হয় নাই। তাঁহার প্রদত্ত শক্তির গুণেই মনুষ্য নিজেই সমুদায় করিতেছে। কেবল যে গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি দুই চারিজনে করিয়াছে তাহা নহে, বর্ত্তমান উন্নতি অসংখ্য মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টার সমষ্টিভূতফল।

এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে আর এক সম্প্রদায় লোক আছেন তাঁহারা অস্মদ্দেশীয়দিগের ন্যায় দশাবতার স্বীকার করেন না—খ্রীষ্টীয়দিগের ন্যায় একাবতারও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহারা ভূভার হরণার্থ বিশেষ বিশেষ ঈশ্বরাদিষ্ট—ব্যক্তির আবির্ভাব স্বীকার করেন। এরূপ মতের মূলে ও প্রাগুক্ত সংস্কার লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাঁহারাও কিয়ৎপরিমাণে সমুদায় মানবসমাজকে কলঙ্কিত ও ঈশ্বর প্রাপ্তির অযোগ্য মনে করেন। তাঁহাদের নিকট সমুদায় মানবসমাজ পঙ্কের ন্যায় এবং এক একটী মহাপুরুষ এক একটী পদ্মের মত। তাঁহারা না জন্মিলে মানবের ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার আশা থাকে না।

আমরা বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধেও উক্ত প্রক্রিয়া দেখিতে পাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে যে জগত অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা আমরা মনে করি না। লোকে সচরাচর বলিয়া থাকেন, "সেকালের লোক ভাল ছিল।" এরূপ সংস্কার জন্মিবার একটী গূঢ় কারণ আছে। ভূত কালের বিষয় আমরা ইতিবৃত্তেই পাঠ করি। কিন্তু সে কালে যে সকল পাপ, অত্যাচার, অপরাধ, প্রভৃতি ছিল তাহা কোন ইতিবৃত্তে লিখিত থাকে না। কেবল স্থূল স্থূল ঘটনা ও

কীর্ত্তি গুলির বিষয় লিখিত থাকে। ভূত কাল বলিতে গেলে সেই গুলিই মনে পড়ে, সুতরাং বিমিশ্র ভক্তির উদয় হয়। তাহার সহিত তুলনায় বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখি? না অমুক পরস্ব হরণ করিতেছে, অমুক দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, অমুক পরদারাভিমর্শণ করিতেছে, অমুক যশোলিপসু হইয়া প্রবঞ্চনা পরায়ণ হইতেছে। এই সকল দেখিয়া বর্ত্তমান কালের প্রতি বিরক্তি জন্মে। সে যাহা হউক ধর্ম্ম সম্বন্ধেও আমরা মনুষ্য প্রকৃতিকে দুর্গতি প্রাপ্ত মনে করি না; এবং এই অধোগতি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরের অবতীর্ণ হওয়া বা কোন ঐশী-শক্তি সম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক মনে করি না। যে আত্মনিহিত শক্তির বলে মনুষ্য জ্ঞান সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঞ্চে উঠিয়াছে, সেই আত্মনিহিত শক্তির বলে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও নিজ লক্ষ্য স্থানে পৌছিবে। জ্ঞান ও সভ্যতা রাজ্যে যেমন অনেক সহায় আছেন, ক্ষুদ্রের নিকট ক্ষুদ্র সাহায্য মহত্তের নিকট মহৎ সাহায্য পাওয়া গিয়া থাকে; ধর্ম্ম জগতেও সেইরূপ মনুষ্যের সহায় অনেক আছে। আমি অধম ও নিকৃষ্ট লোক, ঈশ্বরের কৃপার অনুপযুক্ত, অন্ধকারে বিচরণ করাই আমার নিয়তি; আমার সাধন ও চেষ্টা দ্বারা আমার পরিত্রাণের কোন উপায় হইতে পারে না; আমার পরিত্রাণের জন্য একজন তেজস্বী পুরুষ আসিবেন; তিনি কলঙ্কের অতীত; তাঁহার পদ প্রান্তে আমার আত্মাকে বাঁধিয়া দিলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্বর্গে যাইতে পারিব নতুবা আমার গতি নাই; এরূপ সংস্কার প্রাচীনকালের কুসংস্কারের ভগ্নাবশেষ মাত্র। তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কার সমূলে বিনাশ করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয় হইয়াছে। যে আত্মা আত্মপ্রভাব ও দেব-প্রসাদ এই উভয় মাত্র অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হইতে সাহসী নয় তাহার পরিত্রাণ সাধন করা কোন সাধুর সাধ্যায়ত্ত নহে। যে উন্নতি নিজের প্রকৃতিনিহিত শক্তির বিকাশ দ্বারা সাধিত হয় না, তাহা সিঞ্চিত জলের ন্যায় দুইদিনে শুখাইয়া যায়। মনুষ্যকে যদি কোন শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হয় তাহার নিজ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। যাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনুষ্যকে পর-পদলগ্ন লতা বিশেষের ন্যায় করিতে চান; ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি অপেক্ষা মানব বিশেষের শক্তির দিকে দৃষ্টিকে অধিক আকর্ষণ করেন, তাঁহারা মানবের মিত্র না হইয়া শত্রুর কার্য্য করেন। মনুষ্য গুরু! তুমি দূরে দণ্ডায়মান হও; তোমার দ্বারা যে সাহায্য হইয়াছে সেজন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম, কিন্তু আমার মুক্তিরাজ্যে ঈশ্বর ও আমার মধ্যে অন্য ব্যবধান নাই। তুমি সে স্থানে কেহ নও।

ঈশ্বর গৃহদেবতা।

পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে সকলেই স্ব ২ ধর্ম্মের আদর্শানুসারে আপনাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যাঁহার যে উপাস্য দেবতা তিনি তাঁহাকে অতিক্রম ও পরিত্যাগ করিয়া কোন কার্য্য করেন না। বস্তুতঃ ধর্ম্ম সমস্ত জীবনে আধিপত্য না করিলে ধর্ম্মের কোন অর্থই নাই। যাঁহারা দেব দেবীর প্রতিমাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা যে কেবল পূজার সময়েই তাঁহাদিগের স্মরণ মনন করেন তাহা নহে; কিন্তু যাহাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায়, প্রত্যেক গৃহকর্ম্মে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সেই দেবতাকে সাক্ষি করিয়া তাহা সম্পন্ন করেন। এইরূপে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কার্য্য দেখিবা মাত্র তাহাদের উপাস্য দেবতা, বিশ্বাস, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি কি তাহা অবগত হওয়া যায়। তাহাদের গৃহে প্রবেশ কর, তাহাদের পুস্তকালয়ে, চিত্রপটে এমন কি আহার্য্য ও পরিচ্ছদেও তাহাদের বিশ্বাস ও ধর্ম্মের চিহ্ন দেখিতে পাইবে। তাহাদিগের সহিত একদিন বাস কর, আলাপ ও আচরণে ক্রীড়া ও আমোদনে তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। বিশ্বাসীর জীবনে ধর্ম্মের ভাব এইরূপ অনুস্যূত হইয়া থাকে।

এই ছবির সহিত ব্রাহ্মের গৃহ মিলাইয়া দেখ। সেখানে প্রবেশ করিয়া যদি তাহার বিশ্বাস ও ধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে চিত্রিত দেখিতে না পাও, তদ্দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে তাহার জীবনে এখনো ধর্ম্মের অধিকার স্থাপিত হয় নাই; তাহার বিশ্বাসের এখনো পরিপক্কতা জন্মে নাই এবং তাহার লক্ষ্য এখনো স্থির হয় নাই। যখন প্রকৃত বিশ্বাস অন্তরকে অধিকার করে, তখন উপাসনা ও কার্য্যে অনৈক্য থাকে না। সেবক সকল কার্য্যেই স্বীয় প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়। ঈশ্বর যাঁহার প্রভু, তিনি তাঁহার আদেশে সকল কার্য্য করেন। প্রভুর একটী আদেশ পালন করিব, অন্যটী করিব না, ইহা প্রকৃত সেবকের লক্ষণ নহে। কেবল এই বিশ্বাস ও লক্ষ্যের অস্থিরতার জন্য ব্রাহ্ম ভজনালয়ে বিশ্বাসী ও ভক্ত এবং গৃহে ও সমাজে অবিশ্বাসী ও অভক্ত হন। এতদিনের পর ব্রাহ্মেরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন আনুষ্ঠানিক ও অনমুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম আবার কি? ইহার সহজ উত্তর এই বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ব্রাহ্ম। ধর্ম্ম যদি কেবল মত হয় তাহার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না ধর্ম্ম ও জীবন একই বস্তু।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে বদ্ধমূল হইতেছে না কেন? ব্রাহ্মজীবন অতি অল্প বলিয়া। ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ শোচনীয় ইহার ভবিষ্যৎ ও সেইরূপ শোচনীয়। আমরা শুনিতে পাই শতাধিক ব্রাহ্মসমাজ ও সহস্রাধিক ব্রাহ্ম ভারতবর্ষের স্থানে ২ আছে। যদি তাহা যথার্থ হইত তাহা হইলে আমাদের কি সামান্য বল? ঈশ্বর করুন তাহাই হউক। কিন্তু ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে আমরা একশত প্রকৃত ব্রাহ্মও দেখিতে পাই না। যদি ব্রাহ্মের গৃহে ঈশ্বর পূজিত না হয়, যদি তাহার পুত্র কন্যাগণ শিশু বয়স হইতে ঈশ্বরের পূজা করিতে না শিখে, তবে কে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাচার ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের নিকট প্রচার করিবে? যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে যথার্থ ভাল বাসেন এবং তাহাকে আপনার ও স্বীয় পুত্র পৌত্রদিগের ইহকাল ও পর কালের আরাম

ত্মান মনে করেন তাহাদের মনে এই প্রশ্ন উদিত হইবেই, কিন্তু যাঁহারা কেবল একটী পরিবর্ত্তন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমাদর করেন, ইহাতে উন্নত ভাব অনেক আছে ইহা দ্বারা জ্ঞানবৃত্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে চরিতার্থ হয়, ইহা সভ্য সমাজের উন্নতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে, কেবল এই মাত্র যাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভাল বাসিবার কারণ তাহাদিগের নিকট তাহার স্থায়িত্ব বিষয়ে প্রগাঢ় যত্ন প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। পক্ষান্তরে যাঁহারা কেবল সাময়িক উত্তেজনায় মনের ভাব সকলকে কৃতার্থ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বাস করেন, সেই উত্তেজনার কারণ চলিয়া গেলেই তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকেও পরিত্যাগ করিবেন। তাহাঁরা স্ব ২ গৃহকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবী উন্নতির শিক্ষালয় করিবেন না, এবং আপনাদের পুত্র পৌত্রদিগকে তাহার ভাবী প্রচারক করিবার জন্য ও যত্ন করিবেন না।

ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন করিতে হইলে ত্যাগ স্বীকার সর্ব্ব প্রথমেই আবশ্যক। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবেন, তাহাঁরা যদি তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া না আসেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করা বৃথা। বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিব ও সেই বিশ্বাস প্রচার করিব এই প্রতিজ্ঞা না থাকিলে সমাজ গঠন হইতে পারে না। যাহাঁরা মনে করেন যে তাহাঁদের স্বতন্ত্র সমাজের আবশ্যকতা নাই তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়াই এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। আমরা প্রাচীন সমাজে থাকিয়া আমাদের নূতন আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে পারি কি না তাহা যদি স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে তাহা অসাধ্য চেষ্টা মাত্র। প্রাচীন সমাজে আমাদের কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কি সামাজিক কোন আদর্শ ই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত আমাদের আলোক ও অন্ধকারের প্রভেদ। হিন্দু ধর্ম্ম একেশ্বরবাদের ধর্ম্ম এবং তাহার চরমলক্ষ্য ব্রহ্মোপাসনা তাহা সত্য, কিন্তু সেই লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া উপাসকেরা এখন উপায় গুলিকেই সার করিয়াছেন, এমন কি যদি কেহ সেই চরম লক্ষ্যকে সাধন করিতে লয় এবং অবলম্বিত উপায় গুলিকে প্রকৃত জ্ঞান না করে, সমাজ তাহাকে কখনই আপনার অঙ্গীভূত জ্ঞান করিবে না। তবে তন্মধ্যে থাকিয়া আমরা ও আমাদিগের পুত্র পৌত্রগণ কিরূপে আমাদের আদর্শানুসারে ধর্ম্মসাধন করিতে পারি? আমরা ইচ্ছা করি যে আমরা সমস্ত গৃহ কার্য্যে সেই গৃহ দেবতাকে পূজা করি অন্য কাহারও পূজা করিব না, প্রাচীন সমাজে থাকিয়া তাহা অসম্ভব। প্রাচীন গৃহস্থের গৃহে দেব দেবীর স্থানে সেই দেব দেবের সিংহাসন সংস্থাপিত হইবার আশা এখনো অনেক দূরে রহিয়াছে আমরা ইচ্ছা করি আমাদের সমাজও আমাদের উচ্চ আদর্শে গঠিত হয়—সেখানে জাতিভেদ না থাকে, বিবাহের নিয়ম সংস্কৃত হয়, কিন্ত প্রাচীন সমাজ তাহার বিরোধী। অবস্থায় প্রাচীন সমাজে থাকিয়া আমাদের আদর্শানুরূপ কার্য্য করিবার আশা কোথায়? কেহ বলিবেন প্রাচীন সমাজকে উন্নত করিয়া লও। আমরা তাহাই করিতেছি, কেবল উপায় বিষয়ে প্রভেদ। সম্প্রতি যদিও আমরা পরস্পরের বৈষম্যের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছি, কিন্তু পরিণামে আমরা মিলিত হইব সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম যদি স্বীয় আদর্শকে স্থির রাখিয়া কার্য্য করিতে পারেন তাঁহার দৃষ্টান্ত তাহার প্রতিবেশীকে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করিবে। সত্যের বল ও সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার; শত্রুও সত্য প্রচার করিলে সত্য কাহারও নিকট অনাদৃত হয় না। সত্যকে ম্লান ও প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কেহ সমাজকে উন্নত করিতে পারেন না; কিন্তু যিনি সত্যের বিশ্বস্ত সেবক হইয়া তাহা পালন ও প্রচার করেন তিনিই জয়লাভ করেন।

ব্রাহ্মগণ যদি সত্যপালনে ভীত না হইয়া স্ব স্ব জীবনকে বিশুদ্ধ করিতে পারেন, যদি তাহাঁদের গৃহ সত্যের আলয় হয়, তাহাঁরা যদি সপরিবারে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া স্ব স্ব গৃহে ঈশ্বরের পূজা করেন, তাহাঁদের স্ত্রী পুত্র যদি ভক্তিযোগ অনুসারে ঈশ্বরের সেবা করেন, তাহাঁদের গৃহের সেই শোভা দেখিয়া প্রতিবেশীর মন নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু কপট অর্দ্ধানুরাগী ব্রাহ্মের দৃষ্টান্ত জগতের লোককে সত্যের প্রতি উদাসীন ও তাহার অবলম্বিত ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগী করিবে। যিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ সত্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন তাঁহার দৃষ্টান্তে জগতের কি উপকার ও উন্নতি হইতে পারে? কেবল মুখের কথাতে কাহার হৃদয় আকর্ষণ করা যায় না, জীবনের দৃষ্টান্ত আবশ্যক।

অসারের মধ্যে সার।

শিশুরা হৃদয়ের প্রীতির পরিমাণ করিয়া দেখায়। মাতাকে কত ভালবাস বলিয়া প্রশ্ন করিলে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দেখায়। এইরূপে পিতাকে এক হস্ত, ভাই ভগ্নীকে অর্দ্ধ হস্ত, কাহাকেও বা এক অঙ্গুল দেখাইয়া দেয়। যাহার প্রতি অনুরাগ নাই তাহার নাম করিলে শিশু হয়ত এক অঙ্গুলের দশ ভাগের এক ভাগ প্রদর্শন করে। শিশুরা এরূপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমরা জানি যে জড়পদার্থের ন্যায় দীর্ঘ প্রস্থ দিয়া প্রীতির পরিমাণ হয় না। দীর্ঘ প্রস্থ দ্বারা যদি পরিমাণ না হইল তবে কি পরিমাণের আর কোন প্রকার উপায় আছে? প্রীতিসূচক কার্য্য প্রীতির পরিমাণের একউপায়। যে অনুরক্ত হয় সে অনুরাগের কথা বলে, অনুরাগসূচক দ্রব্যের উপহার দেয়; অনুরাগের পাত্রের সেবাতে তৎপর হয়; তাহার ক্লেশে ক্লেশ প্রকাশ করে ইত্যাদি অনেক প্রকার চিহ্ন আছে। কিন্তু তাহাতেও কি সকল সময়ে প্রীতির প্রকৃত গভীরতা অনুভূত হয়? একটী শিশুকে কোন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত মনে কর। মনে কর তাহার জননী শোকার্ত্ত হইয়া তাহার রোগ শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। প্রতিবেশবাসি এবং প্রতিবেশবাসিনী

বহুসংখ্যক পুরুষ ও রমণী দেখিতে আসিয়াছে। তাহারা কেহ হায় হায় করিতেছে; কেহ শিশুটীর যাতনা দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছে; কেহ শিশুর গুণ বর্ণনা করিতেছে; কেহ তাহার জননীর দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিতেছে: তাহারা সকলেই শোকাবিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহাদের সেই শোকের সহিত সেই শয্যাপার্শ্বাসীনা মাতার শোকের তুলনা কর। প্রতিবেশিদিগের ন্যায় তাঁহার শোকের প্রকাশ নাই—তিনি হায় হায় করিতেছেন না, সন্তানের গুণ বর্ণনা করিতেছেননা, নিজের ভাগ্যের নিন্দা করিতেছেন না; কেবল মাত্র অধোবদনে বসিয়া বিন্দু বিন্দু চক্ষের জল ফেলিতেছেন। বাহিরের কার্য্য দেখিয়া যদি হৃদয়ের প্রীতির পরিমাণ হয়, তবে ত তিনি সে অংশে হীন। ইহাতে কি এই প্রমাণ হইবে, সেই জননীর বাৎসল্যের গভীরতা অপেক্ষা প্রতিবেশিদিগের বাৎসল্য অধিক। এ কথা বলিতে কে সাহস করিবেন?

হৃদয়স্থ প্রীতির পার নাই অথচ মনুষ্য জীবনে এবং মনুষ্য সমাজে যাহা কিছু সুন্দর পদার্থ আছে এই প্রীতিই তাহার মূল। যদি নরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জননীর মধুর স্নেহ উপভোগ না করিতাম, যদি সাধ্বী পতিপরায়ণা রমণীর পবিত্র প্রণয়ের শত শত নিদর্শন না দেখিতাম, যদি ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহ ও অনুরাগের মধ্যে বর্দ্ধিত না হইতাম, যদি সমাজের চতুর্দ্দিকস্থ বন্ধুবান্ধবের স্নেহপূর্ণ সহাস্যমুখ সর্ব্বদা দর্শন না করিতাম, তাহা হইলে আমরা এই সংসারকে বাসের উপযুক্ত স্থান মনে করিতাম কিনা বিশেষ সন্দেহ।

এইরূপ মনুষ্য সমাজের ইতিবৃত্ত মধ্যে মানবের সহৃদয়তার যে সকল দৃষ্টান্ত আছে তাহা যদি দূর করিয়া দেওয়া যায় এবং কেবল মনুষ্যের বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং চাতুরীর দৃষ্টান্ত সকল রক্ষা করা যায় তাহা হইলে যে দৃশ্য অবশিষ্ট থাকে তাহা দেখিতে কাহার ইচ্ছা হয়? কে না তাহা দেখিয়া ঘৃণাতে চক্ষু আবরণ করে?

প্রীতি এরূপ সুখের বস্তু এবং প্রয়োজনীয় পদার্থ। এই কারণে আমরা জগতের সুখ-শান্তি ও শ্রী সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পক্ষে জ্ঞান অপেক্ষা প্রীতিকে প্রার্থনীয় মনে করি। সম্পূর্ণ পার্থিব এবং মানবীয় প্রীতি যখন এত আবশ্যক তখন ঈশ্বর-প্রীতি যে কতদূর আবশ্যক তাহা কি বলিতে হইবে? এতদ ভাবে মানবের আত্মা সৌরভ-বিহীন পুষ্পের ন্যায় এবং মধু বিহীন ভাণ্ডের ন্যায়। এই প্রীতি থাকিলে আর সমুদায় প্রীতি উন্নত ও পরিষ্কৃত হয় এবং এতদভাবে আর সমুদায় নিম্নগামী ও মলাসংযুক্ত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মরাজ্যের পথিকদিগের এই ঈশ্বরপ্রীতিকে লক্ষ্য করা উচিত। সমুদায় ভজন সাধনের চরম লক্ষ্য এই। ইহাই ধর্ম্মজীবনরূপ বৃক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল। প্রতিদিনের উপাসনাতে আমাদের এই দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যদি দেখি যে দশবৎসর ব্রাহ্মসমাজে আছি কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি বা নির্ভর বৃদ্ধি হয় নাই তবে এ দশ বৎসর ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করা পণ্ড হইয়াছে বিবেচনা করিব। আবার অপর দিকে যদি সহস্র লোক মিলিত হইয়া আমাকে অবিশ্বাসী বা অধার্ম্মিক বলে কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাই যে পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ ও নির্ভর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা হইলে সহস্র লোকের কথা অগ্রাহ্য করিব।

এই প্রীতি কিরূপে লাভ করা যায় তাহা বলিয়া দেওয়া দুষ্কর। কোন প্রকার বাহ্য নিয়মে ইহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। যদি কাহাকেও বলিয়া দি যে তিনি বৈরাগ্যের দ্বারা শরীর শোষণ করিলে ঈশ্বরকে পাইবেন, তিনি হয় ত শরীর শোষণ করিবেন অথচ এই প্রার্থনীয় পদার্থটী পাইবেন না। হৃদয়ের আন্তরিক ব্যাকুলতা ভিন্ন এ পদার্থ কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় না। সেই ব্যাকুলতা যাঁহার চিত্তে প্রবল হইবে তিনিই এই বন্ধনে ঈশ্বরের সহিত বদ্ধ হইতে পারিবেন। এ রাজ্যে নিজে রোদন করিয়া অপরকে কাঁদাইতে হয়; নিজে ব্যাকুল হইয়া অপরকে ব্যাকুল করিতে হয়। নিজে পিপাসাগ্রস্ত হইয়া অপরের পিপাসা প্রবল করিতে হয়। বৈষ্ণবদিগের একটী সঙ্গীতে চৈতন্যের এইরূপ বর্ণনা আছে। "গোরা আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই!" বাস্তবিক ধর্ম্মপ্রচারের মূল মন্ত্র এই। যে আপনি না পতিত হয়, তাহাকে "সামালিও ভাই!" একথা বলিতেও হয় না। যে নিজে প্রেমের অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে না সে কখনও অপরের প্রেমাশ্রুপাত করাইতে পারে না। অতএব ব্রাহ্ম! নিজের পরিত্রাণ বল, নিজের আত্মার সুখ শান্তি বল, আর জগতের ধর্ম্মের উন্নতি বল, আন্তরিক ঈশ্বর-প্রীতি ভিন্ন কোন পক্ষেই কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার ত্রৈমাসিক বিবরণ।

গত ২৫এ সেপ্টেম্বর দিবসীয় অধ্যক্ষ সভার অধিবেশনে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হয়। তদবধি এ পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে ইহার অধিবেশন হইয়া উপস্থিত কার্য্য সকল নির্ব্বাহিত হইয়াছে, কেবল শারদীয় অবকাশে অধিকাংশ সভ্য কলিকাতায় না থাকায় এক দিবসের অধিবেশন স্থগিত ছিল। বিশেষ কারণ ব্যতীত প্রতি বুধবার সন্ধ্যার একঘণ্টা পরে ইহার অধিবেশন হইয়াছে এবং প্রতি অধিবেশনে অধিকাংশ সভ্যই উপস্থিত হইয়াছেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কার্য্য সম্পাদনের সুবিধার জন্য কয়েকটী সব-কমিটী নিযুক্ত করেন, কমিটীর প্রধান কার্য্যগুলি ইহাদিগের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে, এইজন্য ইহাদিগের বিবরণ প্রথমে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১—প্রেস বা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনার্থ সব-কমিটী—শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, বিপিনবিহারী রায়, গুরুচরণ মহলানবিস, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ও উমেশচন্দ্র দত্ত সব কমিটীর সভ্য এবং বাবু ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক নিযুক্ত হন।

এই সব কমিটীর যত্নে ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস নামক একটী মুদ্রাযন্ত্র সমুদায় উপকরণ সহিত ১৭০০, টাকা মূল্যাবধারণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনে গৃহীত হইয়াছে এবং এই মুদ্রাযন্ত্র 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রেস' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ও বিপিনবিহারী রায় যেরূপ পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এই মুদ্রাযন্ত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূল্য প্রদান ও উন্নতি সাধনার্থ প্রায় ২০০০।৩০০০ টাকা ঋণ করিতে হইতেছে, তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

Resolved that a Press with the necessary printing materials be purchased on behalf of the Sadharan Brahmo Somaj and a loan of Rs. 2,000 be raised for the purpose and that Babus Durga Mohun Das, Ananda Mohun Bose, Sib Chundra Deb, Guru Churn Moholanabis, and Kali Nath Datta having kindly undertaken to contract the loan on their personal responsibility and in their own names, the Sadharan Brahmo Somaj undertakes to pay monthly the above named gentlemen any interest, not exceeding 12 per cent. per annum, that may have to be paid on the loan, to liquidate the principal by instalments and to give to them an unconditional lien on the press and the types and other materials until the whole of the principal sum is paid.

ভবানীপুর সাপ্তাহিক সংবাদ প্রেসের ম্যানেজার বাবু ঈশানচন্দ্র বসু এই প্রেসের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ইহার তত্ত্বাবধানার্থ নিম্নলিখিত সভ্যগণ লইয়া একটী স্থায়ী সব কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে:—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু বিপিনবিহারী রায়, বাবু গুরুচরণ মহলানবিস ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।

২—Publication বা পুস্তক প্রচার সব কমিটী। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, কেদার নাথ রায়, সুন্দরী মোহন দাস ইহার সভ্য এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একখানি সঙ্গীত পুস্তক সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রচার জন্য ইহাঁদিগের প্রতি ভারার্পণ করা হয়। ইহাঁরা সপ্তাহে ২।৩ বার অধিবেশন করিয়া প্রায় সমুদায় ব্রাহ্মসঙ্গীত পুস্তক হইতে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত সঙ্কলন করিয়াছেন এবং অনেকগুলি নূতন সঙ্গীতও তৎসঙ্গে সংযোজন করিয়া সুন্দর প্রণালীবদ্ধ একখানি পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পুস্তক মুদ্রাযন্ত্রস্থ, মাঘোৎসবে প্রচারিত হইবার আশা করা যায়। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু সুন্দরীমোহন দাস এই পুস্তক খানির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে সঙ্গীত পুস্তক ব্যতীত Brahma Almanak, Blue Book, Theistic Review এবং আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা এই কয়েকখানি পুস্তক প্রচারার্থ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং ভিন্ন ২ ব্যক্তিগণের উপর তাহাদিগের সঙ্কলন ভার অর্পণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মপঞ্জিকা সম্পাদক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়া মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় ভারতবর্ষের প্রায় ৭০টী ব্রাহ্মসমাজ তৎসম্বন্ধীয় বিবরণ ইহাতে মুদ্রিত করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ব্লু-বুক সংগ্রহের ভার বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র দেব ও কালীনাথ দত্তের উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহার কোন কোন অংশ ইতিপূর্ব্বে হইতে মুদ্রিত হইতেছে। Theistic Review ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ইহার ভার গ্রহণ করেন। ইহাতে যে যে বিষয় প্রকাশিত হইবে, তাহার আদর্শ মুদ্রিত হইয়া সমুদায় ব্রাহ্মসমাজে প্রেরিত হইয়াছে, এবং অনেক ব্রাহ্মসমাজের রিপোর্ট ইহাতে প্রকাশ করিবার জন্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং পুস্তকখানি যেরূপ প্রণালীতে রচিত হইবার কল্পনা হয়, তাহা সিদ্ধ হওয়া অধিক সময় সাপেক্ষ, এই জন্য ১১ই মাঘের মধ্যে প্রস্তাবিত আকারে তাহা প্রকাশিত হইবার পক্ষে আশঙ্কা দাঁড়াইতেছে। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণের তালিকা বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার কোন কোন অংশ সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা আবশ্যক, তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন হইবার আশা করা যায়।

৩—সভ্যসংগ্রহ সব-কমিটী। সভ্য—বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, হরকুমার রায় চৌধুরী, কেদার নাথ রায়, হরিচরণ রায় উমেশচন্দ্র দত্ত, গোপালচন্দ্র মল্লিক। সম্পাদক—বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র। এই সব কমিটী কলিকাতার ভিন্ন ২ স্থান হইতে সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেকগুলি ব্রাহ্মিকার নাম সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করিবার জন্য উপস্থিত করিয়াছেন।

৪—উপাসনা গৃহস্থাপন সব-কমিটী। বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, গুরুচরণ মহলানবিস, হরিচরণ রায়, দোকড়ি ঘোষ, কালীনাথ দত্ত, কেদার নাথ রায়, নেপাল চন্দ্র মল্লিক এই সব-কমিটীর সভ্য এবং বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ—সম্পাদক নিযুক্ত হন। সম্প্রতি এই কমিটী নিম্নলিখিতরূপে পুনর্গঠিত হইয়াছে:—সভ্য (কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিবরণ দেখিতে হইবে।)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণের অর্থ-সাহার্য্য সংগ্রহ জন্য একখানি আবেদন পত্র মুদ্রিত হইয়া দাতব্য স্বাক্ষর করাইবার চেষ্টা হইতেছে, ইতিমধ্যে প্রায় ২৩০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী একটী স্থান অনুসন্ধানার্থ সব কমিটীর সভ্যগণ অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। আহ্লাদের বিষয় অবশেষে মহানগরের হিন্দু অধিবাসীদিগের এক প্রকার মধ্যস্থলে ও বড় রাস্তার ধারে প্রায় ১ বিঘা ৪॥ কাঠা ভূমি পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার বায়নাপত্রও করা হইয়াছে। এই স্থান কলি-

কাতা ট্রেণিঙ আকাডেমীর সম্মুখবর্ত্তী, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের অব্যবহিত পশ্চিম পার্শ্বস্থ। ভূমি যত পাওয়া গিয়াছে, আবশ্যক না হইলে ।৩ বা ॥০ কাঠা পরে বিক্রয় করিলেও চলিতে পারে। আর একটী বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই, ব্রাহ্মসমাজের চিরমিত্র কোন সদাশয় মহাত্মার নিকট হইতে এ সম্বন্ধে বিশেষ অর্থ সাহায্য পাইবার আশা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঈশ্বর কৃপায় মাঘোৎসব উপলক্ষে এই ভূমিতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহের ভিত্তি প্রস্তর সংস্থাপিত হইবার আশা হইতেছে। যাহাহউক গৃহনির্ম্মাণার্থে ন্যূনাধিক ৩০ হাজার টাকার প্রয়োজন, তজ্জন্য ব্রাহ্ম সাধারণ ও ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশেষ চেষ্টাপর হইতে হইতেছে।

তত্ত্বকৌমুদী সবকমিটী—সভ্য বাবু কালীনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত ও গুরুচরণ মহলানবিস।

ফাইনান্স বা অর্থ সম্বন্ধীয় সব কমিটী—সভ্য বাবু গুরুচরণ মহলানবিস, দোকোড়ী ঘোষ এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই দুই সব-কমিটীর কোন কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

অবান্তর নিয়ম প্রণয়নার্থ সব-কমিটী—সভ্য বাবু শিবচন্দ্র দেব, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, উমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দ মোহন বসু. এবং রজনীকান্ত নিয়োগী।

ইঁহারা কতকগুলি উপবিধি সংগ্রহ করিয়াছেন, অদ্যকার সভার গোচরার্থ অর্পণ করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য নির্ব্বাহার্থ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা ও টুণ্ডলা, পরিদর্শনকরিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন। লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, মীনমীর প্রভৃতি স্থানে তিনি যেরূপ সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন এবং সাধারণব্রহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ভিন্ন২ স্থানীয় লোকদের চিত্ত যেরূপ আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। কলিকাতায় নানা কার্য্য উপস্থিত হওয়াতে শিবনাথ বাবুকে পুনরাহ্বান করিতে বাধ্য হওয়া যায়। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যেমন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পূর্ব্ব প্রান্তে সেইরূপ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন অসীম যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া প্রচার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ইনি আসামের ধুবড়ী, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, বিশ্বনাথ, শিবসাগর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া উৎসাহকর বক্তৃতা ও উপাসনা দ্বারা অনেকের মৃতকল্প আত্মাকে সজীব এবং অনেক মৃতপ্রায় সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন। ইনি পীড়িত হইয়া মধ্যে কলিকাতায় প্রত্যাগত হন, কিন্তু পুনরায় প্রচারে বহির্গত হইয়া বাঘআঁচড়া, কুমারখালী, বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকিয়াও ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া সাধারণের মনে ধর্ম্মোৎসাহ উত্তেজিত করিয়াছেন। বাবু কালীনাথ দত্ত পূর্ণিয়া অঞ্চলে গমন করিয়া প্রায় এক পক্ষ কাল তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন এবং তৎপরে ভাগলপুর, জামালপুর ও মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ সকলেও উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছেন। বাবু গনেশ চন্দ্র ঘোষ পূর্ব্ববাঙ্গালার কয়েকস্থানে প্রচার করেন, পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেহার অঞ্চলে যান। মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিয়া যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সাহায্য করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ সুপ্রশস্ত হইয়াছে, প্রচারকসংখ্যা সেরূপে অধিক না হওয়াতে অনেক ব্রাহ্মসমাজের আহ্বানপত্র অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। এই স্থলে উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের অসাধারণ ধর্ম্মোৎসাহের প্রশংসা না করিয়া নিরস্ত হওয়া যায় না। তিনি রাজকীয় গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অবকাশ সময় চতুর্দ্দিকস্থ স্থানসকলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ ক্ষেপণ করিয়াছেন এবং সাধারণ সমাজের কার্য্যের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাস অবধি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ-কমিটীর হস্ত হইতে প্রচারবিভাগের ভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, এই কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আপাততঃ মাসিক ৩০০ টাকার প্রয়োজন। এই অর্থ সংস্থান জন্য প্রার্থনা-পত্র মুদ্রিত করিয়া ভিন্ন২ স্থানের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম মহোদয় গণের নিকট প্রেরিত হয়। আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, গত ৩ মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত সমাজ ও মহোদয়গণ নিম্নলিখিত পরিমাণ দাতব্য স্বীকার করিয়াছেন:—

	মাসিক	বার্ষিক	এককালীন
কাকিনীয়া ব্রাহ্মসমাজ		৩্	২৫্
মতিহারী "		২২্	
জামালপুর "		৩্	
সিরাজগঞ্জ "		৩্	
বাবু চণ্ডীচরণ সেন	৫্		জানুয়ারি হইতে
" রাখালচন্দ্র রায়	১্		ঐ
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়		৫০্	
" শ্রীনাথ দত্ত		৫্	
" উমেশচন্দ্র গুহ	॥০		
" অভয়াচরণ সিংহ	।০		
" কুঞ্জমোহন রায়	।০		
" অমৃতলাল সিংহ	।০		
" রমণীমোহন সিংহ	।০		
" আনন্দচন্দ্র রায়, সিলিগুড়ী	২্		
" প্রমদাচরণ সেন	॥০		
" উমাচরণ দাস, ভবানীপুর	১্		
" ভুবনমোহন কর			

প্রচার ফণ্ডে এ পর্য্যন্ত মাসিক আয় ৮৮৫০ হইয়াছে। অধিক অর্থাগম না হইলে প্রচার কার্য্য সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হওয়া সুকঠিন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভা সংগঠনার্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণার্থ অনুরোধ করা যায়। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মসমাজ সকল নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে তাঁহাদিগের প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেনঃ—

১—উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

২—বরাহনগর	বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩—দার্জ্জিলিঙ	" আশুতোষ বসু
৪—পাবনা	" রামকুমার বিদ্যারত্ন
৫—বরিশাল	" সর্ব্বানন্দ দাস
৬—জামালপুর	" রামকুমার বিদ্যারত্ন
৭—দিনাজপুর	" রজনীকান্ত নিয়োগী
৮—কোন্নগর	" সাতকড়ী দেব
৯—মতিহারী	" শিবনাথ শাস্ত্রী
১০—কাকীনিয়া	" রাধাকান্ত ঘোষ
১১—সিরাজগঞ্জ	" নীলাম্বর শুঁই
১২—রামপুর হাট	" যদুনাথ রায়
১৩—পূর্ব্ববাঙ্গালা	" দীননাথ সেন বা ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়
১৪—নওগাঁ	" গুণাভিরাম বড়ুয়া
১৫—মুলতান	" শিবনাথ শাস্ত্রী
১৬—রঙ্গপুর	" উমেশচন্দ্র দত্ত
১৭—সিলঙ	" রামকুমার ভট্টাচার্য্য
১৮—ত্রিপুরা	" আনন্দমোহন বসু

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আয়।

১১ জুন হইতে ২৮ডিসেম্বর ১৮৭৮ পর্য্যন্ত।

এককালীন দান	৪৫৪৸১০
উপাসনালয়ের বেঞ্চ ক্রয় জন্য দান	১০৲
বার্ষিকদান	৮৪।০
মাসিকদান	১১৪৲
ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর অবশিষ্ট দান	১২৲
	৭৬৫৲১০

প্রচার কার্য্যার্থ দান।

এককালীন দান	৩২৲
বার্ষিকদান	২৲
মাসিকদান	২৩৫৲
প্রচারকদিগের মাথের	৫৫৲
	৩২৪॥০
তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য	২৭১৸১০
ক্ষুদ্র পুস্তকবিক্রয় ইত্যাদি	।/১০
গচ্ছিত	৪৭৷৷০

আয়ের সমষ্টি—১৪০৮৵১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর ঋণ পরিশোধ	২০৩৸/৫
উপাসনালয়ের বেঞ্চ ক্রয়	১০০৲
প্রচারকদিগের পরিবারের ব্যয়	৩০৯৲
প্রচারকদিগের পাথেয় ইত্যাদি	১৮০।৶০
তত্ত্ব কৌমুদীর ব্যয়	৪৯০।৫
কর্ম্মচারীদিগের বেতন	৬২৲
ঘর ভাড়া	১০৲
বিবিধ ব্যয়	৭৬।৶১০
ব্যয়ের সমষ্টি	১৪৩১৸৶০
আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়	২২৸১০

নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট হইতে সদ্ভাব ও সহানুভূতি-পূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ উৎসাহ লাভ করা গিয়াছে ;—

বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

যশোবন্ত পুরুষোত্তম মাণারিকার
বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সম্পাদক।

রামচন্দ্র বিনায়ক রণজিৎ
বোম্বাই সোহম্ সমূহ সমাজের কমিটীর সভ্য।

শেষোক্ত মহাত্মা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিগৃহীত বিবাহ-পদ্ধতি পাইবার অভিলাষী হইয়া পত্র লিখেন, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অদ্যাপি কোন পদ্ধতি স্থিরীকৃত না হওয়াতে বাবু দুর্গামোহন দাসের কন্যার বিবাহের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, আপাততঃ তাহাই দেখিবার অনুরোধ করা গিয়াছে।

মুলতান ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মসমাজশাসন বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহকারিতা করিবেন বলিয়া তাহাদিগের কৃত এক নির্দ্ধারণ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সমাজ সাধারণ-সমাজকে পঞ্জাবের প্রচার কার্য্যে অর্থ সাহায্য দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং উক্ত অঞ্চলে স্থায়ী প্রচার ব্যবস্থা কিরূপ স্থির করা গিয়াছে জানিতে চাহিয়াছেন। মাঘোৎসবের পরে এ বিষয় বিবেচিত হইবে বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তর দেওয়া গিয়াছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে, পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক উক্ত সমাজের পঞ্চদশ বার্ষিক রিপোর্ট এবং উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক স্থানীয় সমাজের রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন।

আমরা অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি অধ্যক্ষ সভার এক জন গণনীয় সভ্য বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ গত ৯ই অগ্রহায়ণ পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন ; কার্য্য নির্ব্বাহক সভাভুক্ত না হইয়াও যত্ন পূর্ব্বক তাহার কার্য্য সকল নির্ব্বাহের সাহায্য করিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর অনেক সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য সাধনের তিনিই প্রধান কারণ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী হইয়া তিনি তৎসংক্রান্ত সভায়

সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সব-কমিটীর গৃহীত ভার যাহাতে অবিলম্বে সুনির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চিন্তা, পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

অধ্যক্ষসভার গোচরার্থ জ্ঞাপন করা যাইতেছে শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগরে বদলী হইয়াছেন এজন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া পক্ষে তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়াছেন। তাঁহার পদে অপর কোন সভ্যকে নিযুক্ত করা আবশ্যক।

মাঘোৎসবের সময় নিকটবর্ত্তী। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সম্পাদক এতদুপলক্ষে মফঃস্বলের ব্রাহ্ম গণকে কলিকাতায় আহ্বান করিবেন এবং যাঁহারা আসিবার ইচ্ছা জানাইবেন তাঁহাদিগের জন্য গৃহাদির বন্দোবস্ত করিবেন। সাম্বৎসরিক উৎসব যাহাতে সুনির্ব্বাহ হয়, তাহার সুব্যবস্থা করা আবশ্যক। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উদ্যোগে এ বৎসর একটী নূতন আনন্দকর কর্ত্তব্য সাধিত হইবে—উৎসবোপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপক রাজা রাম-মোহন রায়ের স্মরণার্থ সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মের সম্মিলন। আ সমাজের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকরণার্থ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন ও নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব
সম্পাদক।

সংবাদসার।

ইউরোপে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটী প্রচারিত হইতেছে এবং পোপ ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। "উপাসনাকালে জানিয়া শুনিয়া অথবা কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য কোন প্রটেষ্টাণ্ট-উপাসনাস্থলে, অথবা প্রকাশ্য গৃহে প্রবেশ করা স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ। যে সমুদায় গায়ক প্রটেষ্টাণ্ট উপাসনালয়ে সঙ্গীত এবং বাদ্য করিবার জন্য বেতন গ্রহণ করে তাহারা সাংঘাতিক পাপে পাপী। যে সকল মুদ্রাকর এবং অক্ষর-যোজক অন্য ধর্ম্মের পুস্তক মুদ্রিত করে তাহারা পোপ কর্ত্তৃক অভিশম্পাতগ্রস্ত হয়। স্থপতি, পরিমাপক, এবং পরিদর্শক যে কেহ প্রটেষ্টাণ্ট উপাসনালয়ে শিল্পোন্নতি সাধনোদ্দেশে সাহায্য করে, তাহারা বিনষ্টদিগের মধ্যে পরিগণিত; রাজ মজুর এবং নিম্ন শ্রেণীস্থ কারীকরগণ, যদি কোন প্রকার অপবাদজনক-ব্যাপার-সংঘটিত না হয় এবং রোমান কাথলিক ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা বশতঃ কার্য্য না করে কেবল তাহা হইলেই মুক্তি লাভ করিবে।"

যাহারা ঈশ্বরে পূজার জন্য নয়, কিন্ত কোন বিশেষ বিশেষ প্রিয় উপদেষ্টার উপাসনা শ্রবণ মানসে ভজনালয়ে গমন করেন, তাঁহাদিগের অনুপযুক্ত ভাবের নিন্দা করিয়া ইংলণ্ডের কোন সংবাদ পত্র দুইটী ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার একটী ঘটনা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। কোন স্থানের উপাসনালয়ের উপাচার্য্যের অনুপস্থিতিতে স্থানীয় খ্যাতি-সম্পন্ন কোন যাজক সেই দিবস বেদীতে উপবিষ্ট হইবার জন্য আহূত হওয়াতে কতকগুলি উপস্থিত উপাসক দ্বারে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিল। যাহারা ইতঃপূর্ব্বেই তাহাদিগের আসন পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক কুরুচির পরিচয় দিয়া উপাসনা গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে সেই যাজক বেদীতে আরোহণানন্তর সংগীত পুস্তক হস্তে করিয়া বলিলেন "যাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত আগত হইয়াছেন তাঁহারা সংগীতে যোগ দান করুন, ইত্যবসরে যাঁহারা পাদরী সি—কে পূজা করিতে আসিয়াছেন তাঁহারা প্রতিগমন করুন, আর কেহই প্রতিগমন করিলেন না।

কোর্ট জারনেল নামে একখানি সংবাদপত্রে ১০,০০,০০০ টাকা বাৎসরিক আয় বিশিষ্ট এক মৃত সম্ভ্রান্ত কৃপণের আশ্চর্য্য একটী বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে। তিনি নরফোক ষ্ট্রীট, ষ্টেণ্ডে একটী অতি মলিন গৃহে এক মাত্র পুরাতন গাউন পরিধান করিয়া তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। পরিধান করিবার উপযুক্ত এক প্রস্ত পোষাকও তাঁহার ছিল না। এইরূপে তিনি ৩৮ বৎসর সুদীর্ঘ জীবন যাপন করেন।

বিগত অক্টোবর মাসে দুইটী দুর্ঘটনা হইয়াছিল—তন্মধ্যে একটী লিভরপুলস্থ কোন নাট্যশালায় অগ্নি সংলগ্ন হওয়ার মিথ্যা কোলাহল জনিত, অপরটী আমেরিকার কোন উপাসনা মন্দির হইতে ক্ষুদ্র একখণ্ড প্রাষ্টার খসিয়া পড়া নিবন্ধন। মানসিক স্থৈর্য্য অভাবে এই উভয় ঘটনাতেই অনেক প্রাণনাশ ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডের কোন উপাসনালয়ে ইহার ঠিক বিপরীত একটী ঘটনা ক্রীষ্টিয়ান লাইফ সম্পাদক শ্রুত হইয়াছেন। সেই উপাসনালয়ে অগ্নি সংলগ্ন হইবার বিষয় আচার্য্যের চাকর জানিবামাত্র সে আস্তে আস্তে বেদীস্থ আচার্য্যকে তাহা অবগত করে। তিনি উপাসকদিগকে তাড়াতাড়ি না করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবার জন্য শান্তভাবে বলাতে তাহারা তাহাই করিল এবং যদিও তাঁহারা অগ্নির সন্নিহিত স্থান দিয়া চলিয়া গেলেন তথাপি অগ্নি তাহাদের কাহার মস্তকের একটী কেশও স্পর্শ করিল না।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থ নিম্ন লিখিত প্রার্থনা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসাধারণের স্বত্বাধিকার এবং ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ৮ মাস হইল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি সভ্য যে রূপ অবস্থায় উক্ত সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর

মধ্যে ঐক্যবন্ধন সংস্থাপন এবং নিয়মতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্পাদন উদ্দেশে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বর কৃপায় ও ব্রাহ্মসাধারণের স্নেহানুগ্রহে অল্পকাল মধ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র চেষ্টার যেরূপ ফললাভ করিয়াছেন তাহা আশার অতীত বলিতে হইবে। যাহাহউক এই নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের একটী গুরুতর অভাব রহিয়াছে—ইহার একটী উপাসনা গৃহ নাই। ব্রাহ্মমাত্রেই স্বীকার করিবেন উপাসনার সুব্যবস্থাই ব্রাহ্মসমাজের জীবন ও স্থায়িত্বের মূল, সুতরাং উপাসনা গৃহ অভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিরাশ্রয় অবস্থায় অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের এই অভাব মোচন নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় আমরা তজ্জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কিন্তু সঙ্কল্পিত কার্য্যটী বহু ব্যয়সাধ্য। কলিকাতা মহানগরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী একটী উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে ন্যূনাধিক ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদিগের সহানুভূতি ও স্নেহানুগ্রহ আছে, তাঁহারা সকলে সাহায্যদান করিলে আমাদিগের অভাব পূর্ণ ও মনোরথ সিদ্ধ হওয়া কখনই অসম্ভব ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মসাধারণ এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য দান করিবেন, অবশ্যই আশা করিতেছি। তদ্ভিন্ন কি হিন্দু, কি মুসলমান কি খৃষ্টান যে সম্প্রদায়ের লোক হউন,—ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মপ্রচারে যাঁহাদিগের অনুরাগ আছে, প্রত্যেক সাধু উদ্যমের সহায়তা করিতে যাঁহারা অগ্রসর, সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের চেষ্টা দেখিলে যাঁহারা উৎসাহ দান করিয়া থাকেন এবং দেশহিতকর যে কোন প্রকার কার্য্য হউক, তৎপ্রতি যাঁহাদিগের সহানুভূতি আছে, আমরা তাঁহাদিগেরও নিকট সাহায্যলাভের আশা করি। অতএব দেশীয় বিদেশীয় ধর্ম্মানুরাগী সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের বিনীত বিবেদন, তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা গ্রহণ করেন এবং যথোচিত অর্থানুকূল্য প্রদান পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণের সহায়তা করেন। শ্রদ্ধার সহিত যিনি যাহা দান করিবেন, তাহাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা র সহিত গৃহীত হইবে।

এস্থলে সাধারণের বিদিতার্থ নিবেদন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাগৃহ যে উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত হইতেছে, তাহা যাহাতে সুসম্পাদিত হয় এবং ইহার উপর ব্যক্তিবিশেষের কোন আধিপত্য যাহাতে কদাপি স্থাপিত হইতে না পারে, তজ্জন্য প্রথম হইতেই বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইবে। গৃহনির্ম্মাণ সমাধা হইলেই ইহার রীতিমত "ট্রষ্ট ডিড্" প্রস্তুত হইবে এবং উপযুক্ত ট্রষ্টিগণ নিয়োগ করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে ইহার রক্ষার ভার সমর্পণ করা হইবে। অর্থ সাহায্য দাতা মহাশয়দিগের পরামর্শ লইয়া আমরা এ সকল বিষয় স্থির করিব।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমত্যনুসারে)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়,
৯৩ কলেজষ্ট্রীট—কলিকাতা।
১৮৭৮। ১০ই ডিসেম্বর।

নিবেদক
শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
শ্রীআনন্দমোহন বসু।
শ্রীদুর্গামোহন দাস।
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য্য।
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।

উপাসক মণ্ডলীর এককালীন দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু
(বৈশাখ ২৫ ভাদ্র ২৫) ৫০৲
" অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় (বৈশাখ) ২৲
" শশিভূষণ বিশ্বাস
(বৈশাখ ২৲ ভাদ্র ১৲) ৩৲
" কালীনাথ দত্ত (বৈশাখ ১৲ আশ্বিন ১) ২৲
" যাদবলাল রায় (বৈশাখ) ১৲
" আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় (বৈশাখ) ১৲
" যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈশাখ) ১৲
" উপেন্দ্রনাথ পাল (বৈশাখ) ৷৷০
" কৈলাসচন্দ্র বসু (বৈশাখ) ৷০
" ত্রৈলোক্যনাথ দেব
(বৈশাখ ৷৷০ আশ্বিন ১৲) ১৷৷০
" কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈশাখ) ।০
শ্রীহট্টবাসী ছাত্রগণ (বৈশাখ) ১
শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রভৃতি (বৈশাখ) ২৷০
" বিপিনচন্দ্র রায় (বৈশাখ) ১৲
মুসলমানপাড়ার বাসার ছাত্রগণ
(বৈশাখ ২৷৷০, আষাঢ় ২৲, শ্রাবণ ৸৵০) ৫৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
(জ্যৈষ্ঠ ১, আষাঢ় ৷৷০) ১৷৷০
একজন বন্ধু (জ্যৈষ্ঠ) ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় (হাবড়া)
(জ্যৈষ্ঠ) ২৲
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (জ্যৈষ্ঠ) ২৲
" মহেন্দ্রনাথ দাঁ
(জ্যৈষ্ঠ ১৲ আষাঢ় ১৷৷০) ২৷৷০
" প্রসন্নকুমার ঘোষ (মিরজার্ফার্স লেন)
(জ্যৈষ্ঠ) ১৲
" মোহিনীমোহন মজুমদার (জ্যৈষ্ঠ) ৷৷০
" রাজকুমার মল্লিক (জ্যৈষ্ঠ) ।০
" অদ্বৈতচন্দ্র মল্লিক (জ্যৈষ্ঠ ২৲ শ্রাবণ ১) ৩

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক
(জ্যৈষ্ঠ ১৲ আষাঢ় ১৲ আশ্বিন ১৲) ৩৲
„ যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (আষাঢ়) ॥০
„ দুর্গাদাস নন্দী (আষাঢ়) ।০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রাপ্ত

দঃ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস (আষাঢ়) ১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ (আষাঢ়) ২৲
„ দ্বারকানাথ বিশ্বাস (আষাঢ়) ।০
তালতলা ব্রাহ্মসমাজ (আষাঢ়) ২৲
শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসু (আষাঢ়) ।৵০
„ কুঞ্জলাল লাহা (আষাঢ়) ॥০
একটী বন্ধু (আষাঢ়) ১৲
যুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক (শ্রাবণ) ১৲
„ ভুবনমোহন দাস (ভাদ্র) ১০৲
„ গুরুচরণ মহলানবিশ (ভাদ্র) ৪৲
„ শিবচন্দ্র দেব (ভাদ্র) ২৲
„ রসিকলাল পাইন (ভাদ্র) ৩৲
„ প্রসন্নকুমার ঘোষ (পঞ্চাননতলা) (ভাদ্র) ১৲
„ সুরেন্দ্রনাথ দাস (ভাদ্র) ১৲
„ দোকড়ী ঘোষ (ভাদ্র) ১৲
„ শ্রীনাথচন্দ্র ঘোষ (ভাদ্র) ১৲
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র (ভাদ্র) ॥০
„ রমণীমোহন সিংহ (ভাদ্র) ॥০
„ কৈলাসনাথ গুহ (ভাদ্র) ॥০
„ গগনচন্দ্র দাস (ভাদ্র) ১
„ নবকান্ত গুহ (ভাদ্র) ।০
„ সুন্দরীমোহন দাস (আশ্বিন) ॥০
„ শরৎচন্দ্র মিত্র (আশ্বিন) ৫৲
„ নীলমণি চক্রবর্ত্তী (আশ্বিন) ২৲
„ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (আশ্বিন) ॥০
ব্রাহ্মসমাজ কমিটী (বৈশাখ ৪৲ আষাঢ় ৫৲) [illegible]

মোট ২৩[illegible]

উপাসক মণ্ডলীর আয় ব্যয় বিবরণ।

১৮০০ শকের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।

আয়

এককালীন দান সংগ্রহ বাঃ পাখা, বেঞ্চ, লেম্প ইত্যাদি ২৩৯৸০

উপাসক মণ্ডলীর চাঁদার দান সংগ্রহ
দঃ আষাঢ় ১৮।/০
দঃ শ্রাবণ ১৮॥০
দঃ ভাদ্র ১৭৸০
দঃ আশ্বিন ১১॥৶০
দঃ কার্ত্তিক ৮।০
দঃ অগ্রহায়ণ ১॥০
দঃ পৌষ ৸০
দঃ মাঘ ॥০

৭৭।০

হাঃ জমা শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু
বাঃ পাখা ২৫৲
ঐ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন ঘোষ
বা বেঞ্চ ১৲
ঐ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র ঘোষ
বাঃ বেঞ্চ ৯৲
ঐ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ
বাঃ লেম্প তৈল ইত্যাদি ৩০৸৫

৬৫৸৫

৩৮২৸৫

ব্যয়

বেহালা খরিদ ১ টা ৬৲
খোল খরিদ ১ টা ৪৸/০
বড় হাতপাখা ২ খানা ১৲
টানা পাখা ৫ খানা ৫০৲
বেঞ্চ খরিদ ২৪ খানা ১৬৮৲
লেম্প খরিদ ১০ টা মাঃ চিমনি ও ৩ টা ডোম ২৪।৶১০

২৫৪।১০

মাহিয়ানা হিঃ
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ৭০
পাখা টানা বেয়ারা ৯।৵০
পুরস্কার দান ১৸৵০
বেহালা ওয়ালা ১॥০

৮৬৸০

ঘরভাড়া হিঃ ৮৲
উপাসক মণ্ডলীর নামের তালিকা ছাপাইবার কাগজ ইত্যাদির ব্যয় ৪/১০
শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এককালীন দান ১॥৵০
ক্ষুদ্রব্যয়
তৈল, বাতি, কাগজ, পেনসিল পাখাটানান ইত্যাদি ২০।১৫

৩৭৫৲১৫

[illegible]তহবিল ৭॥৶১০

৩৮২৸৫

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে আগামী ১৩ই মাঘ ২৫শে জানুয়ারি শনিবার বেলা অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় কলিকাতায় টাউনহলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইবেক। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হইবেক।

কার্য্যবিবরণ।

বার্ষিক রিপোর্ট।
প্রচার বিবরণ।
নূতন সভ্য মনোনীত করা।
কর্ম্মচারি নিয়োগ।
নূতন অধ্যক্ষসভার সংগঠন।
বিবিধ।
সভাপতির বক্তৃতা।

৩রা জানুয়ারি ১৮৭৯ } শ্রীশিবচন্দ্র দেব সম্পাদক।

Printed and published by E. C. Bose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, Calcutta.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ।
১ম সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ২৷০

করুণাময় ঈশ্বরের প্রসাদে তত্ত্বকৌমুদীর বয়ঃক্রম একবৎসর পূর্ণ হইয়াছে, অদ্য ইহা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। জন্ম হইয়াই প্রথমবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ সংগ্রাম অনলের মধ্যে ইহাকে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছে, তাহাতে ইহা কোমল কমনীয় ভাব প্রকাশের তাদৃশ অবসর পায় নাই, কঠোর কর্ত্তব্য সাধন করিতে অনেক সময় ইহাকে কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছে। এজন্য ইহার যে অপরাধ হইয়াছে সহৃদয় পাঠক তাহা কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন। প্রথম বর্ষে ইহার যে সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা দৃষ্ট হইয়াছে আমরা সাধ্যানুসারে তৎসংশোধনের চেষ্টা করিব। যাঁহারা গতবর্ষে ইহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ইহার আয়ুবৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। বন্ধুগণের শুভ ইচ্ছা এবং [illegible]পর নির্ভর করিয়া তত্ত্বকৌমুদী নূতন বর্ষের [illegible]নে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ গত মাঘোৎসব উপলক্ষে যে সভাধিবেশন হয়, তাহাতে তাঁহার আশ্চর্য্য কার্য্য কলাপ শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্মরণার্থ কোন স্থায়ী অনুষ্ঠান করা আবশ্যক বলিয়া অনেক ব্রাহ্মই উৎসাহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎপরে ৪ মাস গত হইল, আজিও তাহার কোন সূচনা হইতেছে না। ইহাতে এবৎসরের মধ্যে এসম্বন্ধে যে কোন কার্য্য হইবে আমাদিগের বিশ্বাস হয় না। আমরা শুনিতেছিলাম ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন সভা এবিষয়ের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়া রাজার উপযুক্ত কোন স্মরণচিহ্ন স্থাপনোদ্দেশে দেশস্থ সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিবেন। ইহা হইলে বড় আহ্লাদের বিষয় হয় বটে, কিন্তু ইহা কবে হইবে তাহার স্থিরতা কি? এ বিষয়ে ব্রাহ্মগণের অন্যের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। তাঁহারা আপনাদিগের যেমন সাধ্য তদনুসারে চেষ্টা আরম্ভ করুন, এক বৎসরে না হউক দুই তিন বৎসর চেষ্টা করিয়াও উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর মঙ্গল সাধনার্থ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মরণচিহ্ন স্থাপন জন্য উদ্যোগ করিলে ভারতবাসী সকল শ্রেণীর লোকই সহায়তা করিবেন অবশ্যই আশা করা যায়।

মান্দ্রাজ ব্রাহ্মসমাজ কিছুকাল বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল—এমন কি গতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ কমিটী হইতে যে সকল চিঠী পত্র উক্ত সমাজের সম্পাদকের নামে প্রেরিত হয় তাহা ফিরিয়া আইসে এবং তাহাতে সমাজ উঠিয়া গিয়াছে এই রূপ প্রকাশ পায়। সম্প্রতি এই সমাজ "Southern India Brahmo Samaj" নামে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং ইহার সভ্যগণ ইহার উন্নতি সাধন জন্য বিশেষ উৎসাহের সহিত চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এসমাজের কতকগুলি বিজ্ঞাপন পত্র আমাদিগের নিকট আসিয়াছে, কিন্তু তাহা তদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত হওয়াতে আমরা পাঠে অসমর্থ হইয়া দুঃখিত হইলাম। এই সমাজ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোপযোগী অনেক গুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে দেখি[illegible] আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অন্যতম সভ্য লাহোর নিবাসী পণ্ডিত বসন্ত রামের মান্দ্রাজ গমন তত্রত্য ব্রাহ্মগণের পক্ষে উৎসাহকর হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইনি সেখানে বক্তৃতাদি দ্বারা অনেকের মন ব্রহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

নিরাশা।

আশাই মনুষ্য জীবনের সম্বল। আশা না থাকিলে জীবন ভারবহ হইত। "দুঃখের পর সুখ, অন্ধকারের পর আলোক" এই ভাবিয়া মনুষ্য কত সময় ঘোর দুঃখের মধ্যেও হৃদয়কে সান্ত্বনা দেয়। ভয়ানক দারিদ্র্য, উৎকট রোগ প্রভৃতি নানা কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে আশার ন্যায় বন্ধু আর কে আছে? সাংসারিক জীবনেও যেরূপ, ধর্ম্ম জীবনেও সেইরূপ। আশা ভিন্ন ধর্ম্ম জীবন থাকিতে পারে না। কারণ নিরাশা ও অবিশ্বাস দুই একই পদার্থ। ধর্ম্ম জীবনের প্রথমাবস্থায় অনেক সময় নিরাশা আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করে। প্রথমে যখন মনুষ্য হৃদয় ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়, উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতি সকলই নূতন, সকলই সুমিষ্ট বোধ হয়। পরে

যখন পাপের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হয়, উপাসনার মধুরতা ক্রমে পুরাতন হইয়া আসে, সংসার তাহার এক একটী প্রলোভন আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করে, নানাবিধ কার্য্যে মনুষ্য জড়ীভূত হইয়া পড়ে, অনেক চেষ্টা করিয়াও হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে সহজে লইয়া যাইতে পারে না তখনই নিরাশা রূপ ভয়ানক শত্রু আসিয়া আমাদিগকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। প্রথমাবস্থায় যখন ক্রমাগত কিছুদিন হৃদয়ের অবস্থা ভাল থাকে, মনুষ্য অসাবধান ও শিথিল হইয়া পড়ে, অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা হ্রাস হয়, অহঙ্কার আসিয়া হৃদয়কে আক্রমণ করে, ছিদ্র পাইয়া পুরাতন অভ্যস্ত পাপ সকল একে একে মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে। এই অবস্থায় নিরাশা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতে থাকে। নিরাশা ভয়ানক শত্রু। যাহার মনে হইল "আমার কিছু হইবে না" তাহার প্রার্থনার পথ রুদ্ধ হইল, কারণ তাহার মনে হয় যে "প্রার্থনাই করি আর যাহাই করি আমার কিছুতেই কিছু হইবে না।" এ অবস্থায় মনুষ্য আরও পাপের দিকে যাইতে থাকে। এই নিরাশার মূলে অবিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নাই। বস্তুতঃ নিরাশা অবিশ্বাসের রূপান্তর মাত্র। যত দিন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, ততদিন নিরাশা কখনই হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। কিন্তু যাহার তাহাতে অবিশ্বাস হইল, সে আর প্রার্থনা করিবে কি রূপে? মনুষ্য যত কেন পাপী হউক না, হৃদয়ে আশা ও বিশ্বাস থাকিলে তাহার সম্বন্ধে ভয় নাই। কারণ, তাহার রোগের ঔষধ রহিয়াছে, তাহার নিকট প্রার্থনার পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু নিরাশা রূপ ভয়ানক রোগ যাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে এ ঔষধ ব্যর্থ। কেন না, তাহার প্রার্থনার ফল সম্বন্ধেও নিরাশা। অনেক স্থলে নিরাশাই আমাদের পতনের এক মাত্র কারণ। এ অবস্থায় চিন্তা প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস দৃঢ় করা একটী প্রধান উপায়।

ধর্ম্মজীবনে জোয়ার ভাঁটা আছে। কিছু দিন উপাসনা সরস হইল, মন পবিত্রতার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইল; আবার কিছু দিন নীরস, শুষ্কভাব, পাপের অবস্থা। যাঁহার ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই স্বীকার করিবেন যে সবদিন সমান যায় না। একদিন বা ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন কৃতার্থ হইল, হৃদয় বিগলিত হইল, আবার একদিন বা ব্যাকুলতার অভাবেই হউক, বা চিত্তসংযমের অভাবেই হউক, অথবা কোন পাপাসক্তির প্রাবল্য হেতুই হউক, নিরাশ মনে উপাসনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। কখন বা কিছু দিন ক্রমাগত হৃদয়ের অবস্থা ভাল গেল; প্রত্যহই সরস উপাসনা, প্রত্যহই ভক্তিতে হৃদয় আর্দ্র, প্রত্যহই ঈশ্বরের পবিত্র ভাবে হৃদয় পূর্ণ; তাহার পর আবার কিছু দিন হয়ত সেই ভাবের অভাব হইল, হৃদয় শিথিল হইয়া আসিল, কি যেন আসিয়া ঈশ্বরের মুখ প্রচ্ছন্ন করিয়া দিল, চারিদিক শুষ্ক, অন্ধকারে পরিপূর্ণ। কত [illegible] সহিত সাংবৎসরিক উৎসবের দিকে চাহিয়া [illegible] আসিল; দূরদেশ হইতে আশাপূর্ণ হৃদয়ে সকলে উপস্থিত হইলেন; তৎকালীন বিশেষ সাধন, উপাসনাদিতে হৃদয় উন্নত হইল। বৎসরের সম্বল হইল। প্রফুল্ল চিত্তে উৎসবের পর সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এক সপ্তাহ, এক মাস, দুই মাস চলিয়া গেল। ক্রমে সে ভাব ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল; হৃদয় শুষ্ক হইতে লাগিল; উপাসনা ভাল হয় না; উচ্চ আদর্শ হইতে জীবন অনেক দূরে পড়িয়া গিয়াছে। ইহা ধর্ম্মজীবনের ভাঁটার অবস্থা। কাহারও কাহারও পক্ষে এই অবস্থা বহুদিন স্থায়ী হয় এবং তখনই লোকে নিরাশার পথের পথিক হয়। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে ইহার কিছুই নূতন ব্যাপার নয়। সকলেরই জীবনে এই ভাঁটার অবস্থা মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে। কেবল যে ব্যক্তি বিশেষের জীবনে এই ভাঁটার অবস্থা উপস্থিত হয় তাহা নহে। কখন কখন সমুদয় ধর্ম্মসমাজে এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজেই কতবার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, কিছু দিন বেশ প্রেমভক্তির স্রোত চলিল, সকলেরই মুখ প্রফুল্ল ও উৎসাহপূর্ণ, দেখিলেই বোধ হয় হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে আর্দ্র হইয়াছে। আবার তাহার পরই কিছুদিন শুষ্কতার অবস্থা, প্রেমের অভাব, উৎসাহের অভাব। ইহা দেখিয়া কখন নিরাশ হওয়া উচিত নহে। ঈশ্বর যখন স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের নেতা, যখন ইহার মধ্যে তাঁহার হস্ত কার্য্য করিতেছে, তখন ইহার সম্বন্ধে নিরাশার ভাব পোষণ করা পাপ। ব্রাহ্মসমাজের মস্তকের উপর দিয়া অনেক বিপদ্ চলিয়া গিয়াছে; অনেক কলহ বিবাদ বিসম্বাদে ইহাকে আন্দোলিত করিয়াছে। তাহা দেখিয়া ভীত হওয়া উচিত নহে। মনুষ্যের যাহা কিছু তাহা চলিয়া যাইবে, আর যাহা কিছু ঈশ্বরের তাহা অনন্তকাল পর্ব্বতের ন্যায় অটল থাকিবে, মনুষ্য সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার তিল প্রমাণ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের রাজ্যে যাঁহারা প্রাণপণে আশাসূত্র ধরিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী, তাঁহাদিগের জীবন কখন বিনষ্ট হয় না; যাঁহারা নিরাশ হন, তাঁহারা আপনাদিগের মৃত্যু আপনারা আনয়ন করেন।

সীতা চরিত্রের প্রভাব।

এদেশীয় নারী প্রকৃতিতে যে সকল উৎকৃষ্ট গুণ দেখা যায়, তাহাতে ভারতের এত হীনাবস্থাতেও তাহার মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে এবং হিন্দুদিগের গৃহ সকলের পবিত্রতা আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা করিতেছে। ভারত অঙ্গনা যেরূপ পতিব্রতা, কষ্টসহিষ্ণু, স্বার্থ ত্যাগশীলা, প্রলোভনে অচঞ্চলা, শান্তস্বভাবা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা পৃথিবীতে এরূপ অতি অল্প দেখা যায়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ জাতীয় নারী চরিত্র কোন আদর্শ চরিত্র দ্বারা গঠিত হইয়াছে প্রতীত হইবে। ভারতের প্রত্যেক নারীর চক্ষের সমক্ষে ও হৃদয় দর্পণে কোন্ আদর্শ চরিত্র অবিনশ্বর অক্ষরেও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে? ইহার উত্তর সীতার চরিত্র। জন্মদুঃখিনী সীতা চিরজীবন দুঃখেতেই যাপন করিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবন পবিত্রতার

খনি হইয়া নারী জাতিকে ধর্ম্ম শিক্ষা দানে নিযুক্ত রহিয়াছে।

সীতা রাজর্ষি জনকের কন্যা। জনক যেমন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন, তিনি আপনার কন্যাকে সেইরূপ ধর্ম্মের উচ্চ নীতিতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। সীতা যে নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় বাক্যেতে নয়, কিন্তু প্রথম হইতে তাঁহার জীবনে প্রকাশিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য রাজ্য সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী বেশে বনবাসে গমন করিলেন, সীতা তখন তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রাজকন্যা রাজবধূ ইচ্ছা করিলে সুখ সম্পদের মধ্যে অনায়াসে বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক সে সকল তৃণবৎ পরিহার করিয়া স্বামীর সেবার জন্য দুঃসহ ক্লেশভার মস্তকে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার সহিত বনচারিণী হইলেন। "সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হওয়াই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম" এ নীতি তিনি আপনার জীবনে বাল্যকালেই পরিণত করিলেন। বনে পর্ণকুটিরে বাস, ফলমূল ভক্ষণ, বনচর মৃগ সকলের সহিত আলাপ পরিচয় এইরূপে জীবনপাত করিতে হইল, কিন্তু স্বামীর সহিত থাকিয়া সীতা ইহাতেই স্বর্গ সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ সুখও কি স্থায়ী হইল? অল্প দিন পরে নিশাচর রাবণ আসিয়া তাঁহারে হরণ করিয়া লইয়া গেল। চেড়ী বেষ্টিত করিয়া অশোকবনে তাঁহাকে রাখিয়া দিল। এই খানে সীতার চরিত্রের বিশেষ পরীক্ষা। প্রলোভন ও বিভীষিকা উভয়ই একত্র হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট করিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পতিগত অটলচিত্ত বিচলিত করিতে পারিল না। যে রাবণ রাজার প্রতাপে ত্রিভুবন কম্পিত, সীতা তাহার কোপে দৃক্‌পাতও করিলেন না। সাধ্বী নারীর দুঃসহ তেজ দুর্ব্বৃত্ত রাবণ সহ্য করিতে পারিত না, ভয় প্রদর্শন করিতে আসিয়া তাহাকে কম্পিত কলেবরে প্রতিগমন করিতে হইত। রাবণ রাজার পুরীতে অতুল সম্পদ, সুভগ সুরম্য সুশোভন সকলি ত্রিজগতের বাঞ্ছিত ধন, তাহা দিয়া রাবণ তাঁহার চরণ সেবার অভিলাষী হইল, সকল রাণীকে তাঁহার দাসী করিয়া দিবে বলিল, কিন্তু তথাপি তাহার কিছুতেই সীতার চিত্তকে অণুমাত্র আকৃষ্ট করিতে পারিল না। এই সময়ে সীতার যে ভয়ানক অবস্থা তাহা স্মরণ করিয়া কাহার না হৃৎকম্প হয়? স্বামীকে বনে হারাইয়া আসিয়াছেন, কোথায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন? কখনও কাহাকে যে আবার দেখিতে পাইবেন তাহারই বা আশা কোথা? চতুর্দ্দিকে চেড়ীগণ রাবণের বশবর্ত্তী হইবার জন্য তাঁহাকে লইয়াইতেছে এবং কেবল তর্জ্জন গর্জ্জন তিরস্কার ও প্রহার করিতেছে, এ অবস্থায় প্রাণ ধারণ করা অসম্ভব। সীতা তথাপি যথার্থ বীরনারীর ন্যায় সকল তাড়না ও যন্ত্রণা বহন করিতে লাগিলেন, প্রাণপতির উদ্দেশে জীবন ধারণ করিয়া রহিলেন। রাম রাবণে যুদ্ধ হইল, রাক্ষস বংশ নির্ব্বংশ হইয়া যখন সীতার উদ্ধার সাধিত হইল, তখন রাম তাঁহাকে লইয়া অযোধ্যাতে গমন করিলেন। অযোধ্যাতে রাজ্য সুখ কিয়ৎকাল অনুভব করিতে না করিতে সীতার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইল, সেই প্রাণ প্রিয়পতি যাঁহার জন্য তিনি দুর্ব্বহ ক্লেশ বহন করিয়াও প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে বর্জ্জন করিলেন। পূর্ণগর্ভা সীতা বাল্মীকির তপোবনে আশ্রয় পাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। দুই বীরতনয় প্রসব করিলেন, তাঁহারা অল্পকালে বিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে লইয়াও সুখ ভোগ করা সীতার ভাগ্যে ঘটিল না। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে পুত্রদ্বয় মধুর সঙ্গীতে সভাজন সকলকে মোহিত করিলে রামচন্দ্র পৌর জনের ঐকান্তিক আগ্রহে সীতাকে পুনারনয়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইবে, রামচন্দ্রের মুখ হইতে এই বাক্য বিনির্গত হইবা মাত্র সীতা মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

সীতা যদি চিরজীবনই দুঃখভোগ করিলেন, তবে কি জন্য জীবন ধারণ করিলেন? অনেকের মনে এই প্রশ্ন হইতে পারে এবং অনেকে সীতাকে অতি দুর্ভাগ্যা বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃপা অশ্রু বর্ষণ করেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সীতার ন্যায় জীবন কে ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যবতী রমণী কে আছেন? ভারত সন্তান কৃপাচক্ষে না চাহিয়া আনন্দ বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আত্মসুখের জন্য যাহার জীবন, তাহার জীবন অতি নিকৃষ্ট পশু জীবন। জগতের মঙ্গলের জন্য যাহার জীবন তাহার জীবনই প্রকৃত মূল্যবান্ ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভাজন। সীতার জীবন যে ধর্ম্মদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অমর ও চিরজীবন্ত হইয়া ভারত গৃহ সকলকে পবিত্র ও সুখী করিতেছে। আজি যদি তিনি ইহা দেখিতে পান, সমুদায় জীবনের কষ্ট যন্ত্রণা কি নিমেষে বিস্মৃত হইয়া যান না? আপনার জীবনে আরো অধিক কষ্ট বহন করিয়াও যদি নারীকুলকে স্বর্গীয় ধর্ম্মের শিক্ষা দেওয়া যায় তাহার জন্য কি উৎসাহিত হন না?

বর্ত্তমান সময়ে ভারতনারীগণের পরিত্রাণ জন্য পুনরায় সীতার আবির্ভাব প্রার্থনীয় হইয়াছে? কোন নারী পরের সুখের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, সীতার ন্যায় দুঃখ বহন করিয়া ধর্ম্মব্রত পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ? ব্রহ্মনিষ্ঠ পিতা বা গুরুর উপদেশে অলৌকিক ধর্ম্মদৃষ্টান্ত জগতে প্রদর্শনে করিতে কে উৎসাহবতী? ব্রাহ্মসমাজ যদি এরূপ রমণী থাকেন, তিনি কুল পবিত্র করিবেন, ব্রাহ্মসমাজকে ধন্য এবং ভারতকে কৃতার্থ করিবেন। তিনিই যথার্থ ভাগ্যবতী নারী বলিয়া অমর কীর্ত্তি লাভের উপযুক্ত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক রিপোর্ট।*

এই পুস্তক খানি পাঁচ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৮৭৮ সালের সমাজ সংক্রান্ত রিপোর্ট, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী,

* ৮পেজি ইংরাজি ও বাঙ্গালা ১৩০ পৃষ্ঠা পরিমিত মূল্য ৵০ আনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে প্রচার বিবরণএবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে ব্রাহ্মসমাজ সকলের ইতিবৃত্ত প্রকটিত হইয়াছে। প্রথম পরিচ্ছেদে সমাজের কার্য্যসাধনোপযোগী ও কৃতজ্ঞতাসূচক কয়েকটী নির্দ্ধারণ আছে। "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অবস্থা এবং ভাবী আশা" সম্বন্ধে সভাপতি একটী বক্তৃতা করেন বলিয়াও উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা প্রকাশিত না হওয়াতে পাঠকগণের কৌতূহল অতৃপ্ত থাকিবে। এই বক্তৃতাটী যেরূপ সারবতী হইয়াছিল, তাহাতে ইহা সাধারণের গোচর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অধ্যক্ষ সভায় যে সকল প্রতিনিধির নাম গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের প্রতিনিধি একজন ব্রাহ্মিকার নাম দৃষ্ট হইল, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটীই গত বর্ষের কার্য্যের প্রকৃত রিপোর্ট, এই জন্য সাধারণ ব্রাহ্মগণের জ্ঞাপনার্থ আমরা সংক্ষেপে ইহার প্রধান বিষয় গুলির উল্লেখ করিব। ইহাতে প্রবিসন্যাল কমিটী, ব্রাহ্মসমাজ কমিটী এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বিবৃত হইয়াছে। কুচবিহার বিবাহের বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াই কলিকাতার কয়েকটী ব্রাহ্ম একত্র হইয়া একটী প্রবিসন্যাল কমিটী করেন, তাঁহারা বিবাহ সম্বন্ধে বাবু কেশব চন্দ্র সেন ও সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত পত্রালাপে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা কেশব বাবুর নিকট হইতে কোন উত্তর পান না। ৮০টী সমাজে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে ৫৭টী সমাজ হইতে উত্তর পান। ইহার মধ্যে ৩টী সমাজ মাত্র বিবাহের সপক্ষতা করেন, ৪টী সমাজ মতামত প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ৫০টী সমাজ বিবাহের প্রতিবাদ করিয়া পত্র লেখেন। এই শেষোক্ত পত্র গুলির স্থূলমর্ম্ম যদিও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সবিস্তার প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যে চিন্তাশীলতা ও জীবন্ত ভাব কতদূর বর্ত্তমান রহিয়াছে, পাঠকগণ স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেন। কমিটী অধিকাংশ সমাজের এবং ব্রাহ্মসমাজের মতদ্বারা সমর্থিত হইয়া ২৮এ ফেব্রুয়ারি টাউন হলে প্রকাশ্যরূপে বিবাহের প্রতিবাদ করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করেন। এই সভাতে কেশব বাবুর প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মগণ আস্থাশূন্যতা স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ কমিটী স্থাপন করেন। ব্রাহ্মসমাজ কমিটী ৬ মাস কাল মাত্র জীবিত ছিলেন, ইহার মধ্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ কমিটী সকল ব্রাহ্মসমাজের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করেন এবং যথাসাধ্য আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মতন্ত্রের অধীন করা যে ইহার একটী বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, সে বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিয়াও বিফলমনোরথ হন। উক্ত সমাজের নেতৃস্থানীয় মহাশয়গণ সমাজকে একচেটিয়া করিয়া রাখিবেন, ইহাতে সাধারণ ব্রাহ্মগণের কোন অধিকার দিবেন না, ইহা দৃঢ় প্রতীত হওয়াতে ব্রাহ্মসমাজ কমিটী ২১টী সমাজ ও ৩২৫ জন ব্রাহ্মের অভিপ্রায়ানুসারে নিয়মতন্ত্র প্রণালীবদ্ধ একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনার্থ টাউন হলে ১৮৭৮ সালের ১৫ই মে এক সভা আহ্বান করেন, তাহাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার কার্য্য প্রণালীর নিয়মাদি নির্দ্ধারণার্থ সর্ব্বারম্ভে নিযুক্ত হন, আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ কমিটী ধর্ম্মপ্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিতে থাকেন। সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাহ্মসমাজ কমিটী অবসর গ্রহণ করেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যারম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভা প্রতিসপ্তাহে মিলিত হইয়া ইহার উপস্থিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, নিয়মাবলী নির্দ্ধারণের পর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে সেই ভার সমর্পিত হইল, অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন ৩ মাসান্তে হইতে লাগিল। অধ্যক্ষসভা "তত্ত্বকৌমুদী" নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছেন, মফস্বল ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন, পুস্তক প্রচারের এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ের ভূমি সংস্থানের জন্য এক একটী সব কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে একত্র হইয়া উপস্থিত কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার অবলম্বিত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধন জন্য কয়েকটী সবকমিটী নিযুক্ত হয়, তাহারাও যত্ন সহকারে আপনাদিগের ভার নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী মুদ্রাযন্ত্র ও উপাসনাগৃহের জন্য একখণ্ড ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ব্রহ্ম সঙ্গীত ও পঞ্জিকা প্রভৃতি কয়েক খানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের ভার আপাততঃ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং বাবু গগনচন্দ্র ঘোষের উপর অর্পিত হয়, তদ্ভিন্ন কলিকাতা ও অপরাপর স্থানের কয়েকটী উৎসাহী ব্রাহ্মও ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের অনেক সহায়তা করেন। প্রচারকগণ রামপুরহাট, ভাগলপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, বাঁকীপুর, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, লাহোর, মূলতান, বগুড়া, দারজিলিং, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ধুবড়ী, নওগাঁ, শিবসাগর, বিশ্বনাথ, শিলং, তেজপুর, গৌহাটী, পাবনা, রামপুরবোয়ালিয়া, কুমারখালী, বাগআচড়া, ময়মনসিংহ, ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। কার্য্যের আধিক্য প্রযুক্ত অনেক সমাজের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত সমাজ সকল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন :—উত্তর বাঙ্গালা, বরাহনগর, দার্জিলিং, পাবনা, বরিশাল, জামালপুর, দিনাজপুর, কোন্নগর, মতিহারী, ত্রিপুরা, কাকীনিয়া, সিরাজগঞ্জ, রামপুরহাট, পূর্ব্ব বাঙ্গালা, নওগাঁ, মুলতান, রঙ্গপুর, শিলং, ও বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজ।

১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশুদ্ধ আয় ১৩০৯৷/৫ এবং ব্যয় ১৪৪১৷৴৫ হইয়াছে। আয় অপেক্ষা ব্যয় ৩২ টাকা অধিক হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাগজ না হইয়াও ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন পত্র ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়া যেরূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য রিপোর্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছে। সমাজের অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুগণকেও যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করা হইয়াছে।

রিপোর্টে গতবর্ষের যে কার্য্য বিবরণ আছে তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের গতবর্ষের আভ্যন্তরিক সংবাদ রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন ইহার ন্যায় ঘটনাপূর্ণ বৎসর ব্রাহ্মসমাজে প্রায় সমাগত হয় নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তির পরবর্ত্তী ঘটনা সকল অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকলই অধিক স্মরণীয় ও আলোচ্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রিপোর্টে তাহার সবিস্তার বর্ণনা যদিও সুসঙ্গত নহে, কিন্তু একটী অতিরিক্ত অধ্যায়ে তাহার সমাবেশ হইলে রিপোর্ট খানি অধিক হৃদ্য ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আমরা আশা করি এ অভাব কোন প্রকারে পূর্ণ করা হইবে। যাহা-হউক রিপোর্টে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা দ্বারা সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও ইহার কার্য্য প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা গতবৎসর ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য কিরূপ সাহস, একতা ও একাগ্রতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার ভাবী মঙ্গলের পথ কত প্রশস্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ঘোর পরীক্ষার সময় প্রবিসন্যাল কমিটী, তাহা হইতে ব্রাহ্মসমাজ কমিটী এবং তাহা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পর পর যেরূপ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ সংরক্ষণ ও তাহার উন্নতি সাধন জন্য ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত জাজ্বল্যমানরূপে কার্য্য করিয়াছে কে না স্বীকার করিবে? মনুষ্য-নেতৃবিহীন হইয়াও সাধারণ ব্রাহ্মগণ সদ্ভাবে মিলিত হইতে পারেন, এবং এক যোগে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মগণের পক্ষে কি সামান্য সুসংবাদ, কি সামান্য ভাবী আশার কথা!

ক্রমশঃ

ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা।

(১)

সেণ্ট্ আণ্টনি নামক এক জন অত্যন্ত ধর্ম্ম পরায়ণ লোক ছিলেন। তিনি বনের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর সাধনে কালাতি-পাত করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে এক দিন তিনি এইরূপ কঠোর সাধনে নিযুক্ত আছেন এমন সময়ে স্বর্গ হইতে দৈববাণী হইল "আণ্টনি! আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরে এক জন পাদুকাকার আছে, তুমি তাহার তুল্য ধার্ম্মিক হইতে পার নাই।" আণ্টনি এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া যাত্রা করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সেই পাদুকাকারের আলয়ে গমন করিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক উন্নত ব্যক্তি তাহার ভবনে আসাতে পাদুকাকার অত্যন্ত বিস্মিত হইল। তদনন্তর সেণ্ট আণ্টনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি ভাবে জীবন যাপন কর আমাকে বল।" পাদুকাকার কহিল "মহাশয়! আমি জীবনে বিশেষ কিছু সৎকার্য্য করি নাই; আমার জীবন অতি যৎসামান্য: আমি এক জন দরিদ্র পাদুকাকার; আমি প্রাতঃকালে যখন গাত্রোত্থান করি এই নগরস্থ সকলের জন্য, বিশেষতঃ আমার যে সকল প্রতিবেশী ও দরিদ্র বন্ধু আছেন তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করি; তৎপরে আমার কার্য্যে গমন করি এবং সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করি এবং মিথ্যা ব্যবহার হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি, কারণ আমি প্রতারণাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা করি; একারণ, আমি যখন কাহারও নিকট কোন অঙ্গীকার করি, তাহা প্রকৃত ভাবে পালন করি; আমি আমার স্ত্রী ও সন্তান-গণকে লইয়া এইরূপ দীনভাবে কালযাপন করি এবং আমার বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরের অনুগত হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করি। এই আমার সামান্য জীবনের ইতিহাস।"

(২)

একদা একটী কৃষক ক্ষেত্রমধ্যে কার্য্য করিতে করিতে দেখিতে পাইল একদল শিকারী অশ্ব চালনা পূর্ব্বক তাহার ক্ষেত্রের সমীপবর্ত্তী হইতেছে। অশ্বের পদমর্দ্দনে তাহার ক্ষেত্রের বিলক্ষণ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া ক্ষেত্রপতি আপনার বৃত্তিভোগী একটী বালককে ডাকিয়া আদেশ করিলেন "ক্ষেত্রের ফটকের নিকট গমন করিয়া দ্বার অবরুদ্ধ কর এবং তথায় প্রহরীরূপে থাকিয়া যাহাতে কোন প্রকারে কেহ প্রবেশ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাক।" আজ্ঞা-নুসারে বালক দ্বারদেশে উপস্থিত হইল, তৎকালেই শিকা-রীগণও তথায় আসিয়া পড়িল। তাহারা আসিয়াই বাল-ককে অবিলম্বে দ্বারমুক্ত করিতে বলিল। বালক তাহার প্রভুর আদেশ ও সেই আদেশ লঙ্ঘনে আপনার অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া দ্বার উন্মোচনে অস্বীকার করিল। ভয় প্রদর্শন অথবা পুরস্কারের প্রলোভন উভয়ই ব্যর্থ হইল। একজনের পর আর এক জন বলিবার নিমিত্ত সম্মুখীন হইল, কিন্তু সকলেরই যত্ন নিষ্ফল হইল, বালকের প্রতিজ্ঞা স্থির তরই রহিল। অনতিবিলম্বে সেই দলের অন্যতম ব্যক্তি অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিলেন "বালক তুমি আমাকে কি চিনিতে পারিয়াছ? আমার নাম ডিউক অব্ ওয়েলিংটন, আজ্ঞাবহেলন অপরাধ সহ্য করিতে আমি একান্তই অনভ্যস্ত। আমি তোমাকে দ্বার উদ্ঘাটন করিতে আদেশ করিতেছি, দ্বার উন্মোচন কর, আমি এবং আমার বন্ধুগণ প্রবেশ করি।"

বালক আপনার মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া হস্তে লইল, সমস্ত ইংলণ্ড যাঁহাকে সম্মাননা করিয়া আপনাদিগকে

কৃতার্থ মনে করে তাঁহার সম্মুখে অনাচ্ছাদিত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিল, এবং দৃঢ় স্বরে অবনত বদনে উত্তর করিল "আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে আমি আমার প্রভুর আজ্ঞা অবহেলন করিব, ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্ ইহা কখনই ইচ্ছা করিবেন না। আমি এই দ্বার রুদ্ধই রাখিব এবং আমার প্রভুর স্পষ্ট অনুমতি ভিন্ন কেহই ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পাইবেন না।"

বালকের প্রত্যুত্তরে যার পর নাই আনন্দিত হইয়া স্থবির-শ্রেষ্ঠ রণবীর ডিউক আপনার মস্তক হইতে টুপি উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন "প্রলোভন কি ভয় প্রদর্শন ইহার অন্যতর উপায় যে বালকের মনে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মাইতে অক্ষম, আমি তাহাকে সম্মান করি। এই রূপ একদল সৈন্য পাইলে আমি কেবল ফরাসিদিগকে পরাস্ত করিতে পারি তাহা নহে, সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে সক্ষম।" বালকের হস্তে একটী স্বুবর্ণ মুদ্রা অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ ডিউক্ অন্যদিকে চলিয়া গেলেন, বালক নৃত্য করিতে করিতে স্বকার্য্যে চলিল এবং যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল "বাহবা, বাহবা! নেপোলিয়ান্ যাহা করিতে পারেন নাই, আমি তাহা করিয়াছি। আমি ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্‌কে ফটকের বাহিরে রাখিয়াছি।"

স্তুতি ও প্রার্থনা।

হে অদ্ভুত দেবতা! যখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় নাই, তখন তুমি তোমার অনন্ত স্বরূপে বর্ত্তমান ছিলে, তোমার স্তুতিবাদ করিবার কে ছিল? সৃষ্টি অবধি কতকাল পর্য্যন্ত অসীম আকাশ অগণ্য সূর্য্য তারা গ্রহ চন্দ্র বক্ষে ধারণ করিয়া গভীর নিস্তব্ধভাবে তোমার চরণ প্রদক্ষিণ করিয়াছে! মনুষ্যের ভাষা আজি তোমার স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ভাষার শক্তি কি যে তোমার অপার মহিমার এক বর্ণ প্রকাশ করিতে পারে! তুমি মনুষ্যকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য তাহার চক্ষুর সমক্ষে তোমার অসীম অনির্ব্বচনীয় মহিমার এক কণিকা মাত্র প্রকাশ কর, মনুষ্য ভাষাদ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে চায়। কিন্তু মনুষ্য-ভাষায় তোমার মহিমার যাহা ব্যক্ত হইল তাহা কিছুই নহে, যাহা অব্যক্ত রহিল তাহাই সকলি। বাগ্মীর বাক্য, কবির কবিত্ব, লেখকের লেখনী যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিল, তোমার মহিমা বর্ণনায় সকলে পরাভব মানিল। হে দেব! সকলের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া নিজে যে অব্যক্ত তাহাই রহিলে। ধন্য জগদীশ! তোমার মহিমা ধন্য!

দীনবন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু ইহা যখন অন্তরে উপলব্ধি করি তখন দীনতা পরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা অন্তরে বলবতী হয়। আমার কিছুতেই কায নাই, আমার সর্ব্বস্ব যাক্, আমার ধন যাক্ মান যাক্ জ্ঞান বুদ্ধি গুণ গরিমা সকলি যাক্। অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু আমার বলিয়া গৌরব করিবার আছে সকলি যাক্। আমি নিতান্ত দীন হইয়া তোমার সিংহাসনের তলে পড়িয়া থাকি। দীননাথ, যাহাদের আমার বলিয়া অহঙ্কার করিবার কিছু আছে, তাহারা কখনই তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে চাহিতে পারে না। যাহারা আত্ম ভোগের যথেষ্ট সামগ্রী তাহাদের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ দেখে, তাহারা কেন তোমাকে চাহিবে? তোমাতে তাহাদের কি প্রয়োজন? হে গতিনাথ, তুমি দীনহীন না করিলে, কে এই সংসারে দীন হীন হইতে পারে? তুমি দয়া করিয়া যাহার সর্ব্বস্ব হরণ কর, বলপূর্ব্বক যাহার ধন ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লও, সেই কাযে কাযেই গতিহীন হইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়। যেখানে তাহার ধন সেই খানেই তাহার মন, সে আর তোমাকে ছাড়িতে পারে না। সে তখন তব ধনে ধনী হয়, তব বলে বলী হয়, তব গুণে গুণী হয়। দিব্যধামে, দীনতার এইরূপ পুরস্কার হইয়া থাকে। হে দীন হীনদিগের হৃদয় ধন, তুমি একবার আমার যাহা কিছু আছে সকলি আত্মসাৎ কর, আমি দীন হীন হইয়া তোমাকে দীননাথ দীন বন্ধু বলিয়া, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব ধন করিয়া লই, আমার মনের সকল সাধ পূর্ণ করি।

গীত।

[সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে।]

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

এস এস এস আজি শুভদিনে শুভক্ষণে,
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি মিলে ভ্রাতা ভগ্নীগণে।
আর কি বিলম্ব সয়, হেরিতে সে পুণ্যালয়,
পূজিব যেখানে সবে, নিত্য সনাতনে।
হইবে সত্যের জয়, ইথে আর কি সংশয়,
তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে;
পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি, এই মহাবাক্য স্মরি,
সাহসে নির্ভর করি, এস সবে প্রাণ-পণে।
শীঘ্র কর আয়োজন, সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন, শুভ সংকল্প সাধনে;
পরব্রহ্ম নাম স্মরি; বিশ্বাস পত্তন করি,
পবিত্র ব্রহ্মমন্দির উঠাও হে উঠাও গগনে।
ঐ পুণ্য নিকেতনে, দেখিব প্রেম নয়নে,
সংসারে স্বর্গের শোভা, বড় আশা আছে মনে;
এস তবে এস ভাই, বিলম্বেতে কার্য্য নাই,
শুভ আশীর্ব্বাদ চাই, দীননাথের শ্রীচরণে।

রাগিণী ললিত—আড়াঠেকা।

হলো কি আনন্দ আজি, অপরূপ দরশনে;
একি শুভ সমাগম পিতার পুণ্য-ভবনে!
মিলে যত ভগ্নী ভ্রাতা, যেন ফুল্ল তরুলতা,
সরলতা পবিত্রতা, খেলিছে চন্দ্রবদনে।

ভাবেতে বিবশ প্রায়, এ উঁহার মুখে চায়,
আত্ম পর জ্ঞান হারা, ধারা দুনয়নে;
উঠেছে প্রেমলহরী, কি আনন্দ মরি মরি,
নাচিছে হৃদয় সবার, প্রাণে প্রাণ পরশনে।
সম্মুখেতে শান্তিধাম, স্বর্গরাজ্য যার নাম,
তবে আর কেন ভুলি, সংসারের প্রলোভনে॥
ছাড়ি মোহ কোলাহল, চল সবে চল চল,
পাপ তরে এত আশা, সেই সুখ নিকেতনে।

ধর্ম্মগ্রন্থের সারসংগ্রহ।

সলোমনের প্রবচন।

১০। ধার্ম্মিকা রমণী লাভ করে এমন সৌভাগ্য কাহার? কারণ মণি মাণিক্য অপেক্ষা এরূপ স্ত্রীরত্নের মূল্য অধিক।

১১। তাঁহার স্বামী তাঁহার হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাহইতে কোন অপচয়ের আশঙ্কা নাই।

১২। তিনি যাবজ্জীবন স্বামীর ইষ্ট সাধন করিবেন, কখন অনিষ্ট করিবেন না।

১৩। তিনি পশম ও পাট যত্ন পূর্ব্বক আনয়ন করেন এবং আনন্দের সহিত তাহা লইয়া শিল্পজাত প্রস্তুত করেন।

১৪। তিনি বণিকের তরণীর ন্যায় দূর হইতে আপনার খাদ্য সংগ্রহ করেন।

১৫। রাত্রি অবসান হইবার পূর্ব্বে তিনি গাত্রোত্থান করেন এবং পরিবার সকলের আহারের ও দাসীদিগের কার্য্যের ব্যবস্থা করেন।

১৬। তিনি এক খণ্ড ভূমি বিবেচনা পূর্ব্বক ক্রয় করেন এবং আপনার পরিশ্রমে দ্রাক্ষা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন।

১৭। তিনি সবলে কটি বন্ধন করেন, বাহুতে বল ধারন করেন।

১৮। তিনি আপন কার্য্যের সুফল আস্বাদন করেন, রাত্রিকালে তাঁহার দীপ নির্ব্বাণ হয় না।

১৯। তিনি চরকাতে এক হস্ত রাখেন এবং অন্য হস্তে নাটাই ধরেন।

২০। দুঃখী দরিদ্রদিগের প্রতি তাঁহার সদয় হস্ত প্রসারিত হয়।

২১। তাঁহার পরিজনেরা শীতে কষ্ট পাইবে বলিয়া তিনি ভীত হন না, কারণ তাহারা সকলেই উষ্ণবস্ত্রে আবৃত।

২২। তিনি নিজে বস্ত্র চিত্র বিচিত্র করিয়া বুটি তুলেন এবং রেসমী মূল্যবান বসন পরিধান করেন।

২৩। তাঁহার স্বামী যখন দেশস্থ বৃদ্ধদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, তখন তাহাকে চিনিতে পারা যায়।

২৪। তিনি উত্তম পট্টবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন এবং বণিকদিগকে কটিবন্ধ বিক্রয় করিতে দেন।

২৫। শ্রম-শক্তি ও আত্মসম্ভ্রম তাঁহার ভূষণ; তিনি ভাবীকালে আনন্দোল্লাস করিবেন।

২৬। তিনি মুখ খুলিলে জ্ঞানের কথা বাহির হয় এবং তাঁহার জিহ্বাগ্রে দয়ার ব্যবস্থা।

২৭। তিনি তাঁহার স্বামীর সকল কার্য্য অবহিত চিত্তে নিরীক্ষণ করেন এবং আলস্যের অন্ন ভোজন করেন না।

২৮। তাঁহার সন্তানগণ উঠিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করেন এবং তাঁহার স্বামীও তাঁহার প্রশংসা করেন।

২৯। "অনেক রমণী সাধুতার পরিচয় দিয়াছেন, তুমি তাহাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ।"

৩০। মনুষ্যের অনুগ্রহে বিশ্বাস নাই শরীরের রূপলাবণ্যও অসার, কিন্তু যে নারী ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলেন, তিনি প্রশংসনীয়।

৩১। তাঁহার স্বহস্তের পরিশ্রমের ফল তাঁহার হস্তগত হউক এবং তাঁহার আপনার কীর্ত্তি নগর দ্বারে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করুক।

সংবাদসার।

গত ৬ই মে আলবার্ট হলে "ব্যাণ্ড অব হোপ" নামে একটী সভা সংগঠিত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার মাদক সেবন পরিত্যাগ ও তাহার দমন চেষ্টা করা ইহার উদ্দেশ্য। বাবু কেশব চন্দ্র সেন এই সভার সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সভাটী স্থায়ী হইয়া নামের সার্থকতা সাধন করিতে পারে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

ইউরোপের নানা স্থানে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা হইয়া উদার ধর্ম্মের মত প্রচারিত হইতেছে। সম্প্রতি সুইডেনে উদার মতাবলম্বী কতকগুলি ব্যক্তি মিলিত হইয়া দুইটী সভা স্থাপন করিয়াছেন, একটীর নাম সানিসোকার্ণেস সামফণ্ড অর্থাৎ সত্যানুসন্ধায়ী সমাজ, দ্বিতীয়ের নাম "ফ্যারা টাঙ্কেন্স ব্যানার" অর্থাৎ স্বাধীনতার বন্ধুদল। প্রথম সমাজ ১৮৭১ সালে পশ্চিম গথলাণ্ডে স্থাপিত হয়। ইহার মূল মত এই —সত্যই একমাত্র লক্ষ্য, প্রজ্ঞাই সর্ব্বোচ্চ শাস্ত্র। ঈশ্বর এবং পরকালের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস চাই। ধর্ম্ম প্রজ্ঞার আদেশ, বুদ্ধিজীবি লোকদিগের মধ্যে প্রীতিই বন্ধন, মনুষ্যদিগের সাধারণ ও পারিবারিক দায়িত্ব আছে; ধর্ম্ম এক কিন্তু তাহার প্রকাশ বহু প্রকার, অতএব বিভিন্ন মতের প্রতি উদারতা অবলম্বন আবশ্যক। ধৈর্য্য ও সুশিক্ষাই শত্রুদমনের অস্ত্র। দ্বিতীয় সমাজ ১৮৭৭ সালে পূর্ব্ব গথলাণ্ডের মটালা নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মূল মত এই:— সকলে স্বাধীনভাবে এবং মনুষ্যকৃত নিয়ম দ্বারা বাধা প্রাপ্ত না হইয়া আপনার আপনার আধ্যাত্মিক অভাব অনুসারে যাহাতে অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা এবং যে অন্ধ ধর্ম্মপ্রণালী মনুষ্যের স্বাধীন চিন্তাকে মনুষ্যের শাসন বা জ্ঞানকারী দৈবশাস্ত্রের অধীন করিতে চায় যতদূর সাধ্য দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিপক্ষতা করা। কথা অপেক্ষা চরিত্র দ্বারা আপনাদিগের মত প্রচার ইহাদিগের

উদ্দেশ্য। ইহারা উদার ধর্ম্মের পুস্তক সকল ক্রয় করিয়া অল্পমূল্যে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকে।

আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেট্‌স প্রদেশে একেশ্বরবাদী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আশ্চর্য্য শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ইউরোপ হইতে উপনিবেশীরা আসিয়া ১৬২০ খৃষ্টাব্দে প্লাই-মাউথে যে ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করেন তাহা এবং সালেমমাস, ওয়াটার টাউন, রক্‌সবরী ও ডর্চেষ্টারে যে সকল পিউরিটান গির্জ্জা ছিল তাহা এবং বোষ্টনের প্রথম ও দ্বিতীয় ধর্ম্মমন্দির একেশ্বরবাদীতে পরিণত হইয়াছে। ১৭০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে ৩৯টী পিউরিটান মন্দির স্থাপিত হয়, সে সকলই একেশ্বরবাদী হইয়াছে। এক বোষ্টন নগরে ৩১টী একেশ্বরবাদী ধর্ম্মমন্দির, এত মন্দির আর কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দৃষ্ট হয় না। হারবার্ড কলেজের শেষ ৭ জন সভাপতিই এই মতাবলম্বী। একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদল যত বৃদ্ধি হইতেছে, খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ততই বিলুপ্ত হইতেছে এবং খৃষ্টানধর্ম্মের দুর্গ ভঙ্গীয়ান হইতেছে।

ক্রক হারফোর্ড নামক এক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের মতে সমুদায় খৃষ্টীয় জগৎ—অন্ততঃ প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় ঈশ্বরের একত্বের উপরে অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে এবং ঈশ্বর বিষয়ে জটিল ও সূক্ষ্ম লক্ষণের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতেছে। তাঁহার মতে বিজ্ঞানালোচনায় জগতের বহিরাবরণেই এক ঈশ্বরের অসীম শক্তি, প্রেম ও মঙ্গলেচ্ছা দর্শনে হৃদয়ে যে কোমল পবিত্র ভক্তিভাবের আবির্ভাব হইতেছে, তাহাই এই বিশ্বাসের মূল কারণ।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গত সপ্তাহে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি বাঁকীপুরে কয়েকদিন থাকিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। তথাহইতে এলাহাবাদ ও আগ্রা হইয়া অমৃতসরে গমন করিবেন।

আমাদিগের নগাঁওস্থ কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন "গত ২৯ এ বৈশাখ পরমহংস বাবুর শ্রাদ্ধ হইয়াগিয়াছে।

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ৯ ঘটিকার সময় তেজপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন মহাশয় প্রচারক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরীকে লইয়া নগাঁও উপস্থিত হন। সোমবার তত্রত্য ইংরেজীস্কুল গৃহে "গৃহধর্ম্ম" বিষয়ে একটী বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতাস্থলে মহাপুরুষের ব্যাখ্যা শুনিয়া ও অন্যান্য ভাবে স্থানীয় লোকেরা বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে আসিয়া প্যারী বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু কথায় কথায় এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়া বেদীর কার্য্য করাই এবং আমরা তাঁহাদের করতলস্থ হই, কিন্তু আমাদের কাহার নিকট হইতে সে বিষয়ে সায় না পাওয়াতে গত কল্য তেজপুর চলিয়া গিয়াছেন।"

পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরে গিয়াছেন। তথাহইতে বাগআচড়া গ্রামের ব্রাহ্মপরিবার সকলের তত্ত্বাবধান করিয়া যশোহর পরিদর্শন করিবেন। যশোহর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন।

সিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়া বাবু গণেশ চন্দ্র ঘোষ তথায় গমন করিয়াছেন।

গত ১৯এ মে সোমবার রাত্রি ৭॥টার সময় শ্রীযুক্তবাবু আনন্দমোহন বসুর দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

সৈয়দপুরের বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থানীয় এজেণ্ট হইয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন স্মরণার্থ গত ২রা জ্যৈষ্ঠ ঢাকায় ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের ভবনে তত্রত্য সভ্যগণ উৎসব করেন, বাবু রজনীকান্ত ঘোষ বি এ আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভাবী আশা বিষয়ে একটী উপদেশ দেন।

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ স্ব প্রচারিত ৩৫ খান পুস্তক দান করিয়াছেন। আমরা আশা করি অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণ এই পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধনার্থ যথাসাধ্য সাহায্য দান করিবেন।

প্রাপ্ত।

অনুরাগ।

(উপদেশের সারাংশ)

স্কটলণ্ডের পার্ব্বতীয় প্রদেশে পুরাকালে ঈগল্ পক্ষীর বড় অত্যাচার ছিল। এই সকল বৃহদাকার হিংস্র পক্ষীগণ পর্ব্বতের উচ্চ উচ্চ শৃঙ্গে আপনাদের কুলায় নির্ম্মাণ করিত এবং সময়ে সময়ে পর্ব্বতনিম্নস্থ গ্রামে আসিয়া মেষশাবক ও অবগণ্ড শিশুসন্তানদিগকেও তুলিয়া লইয়া তাহাদের রক্ত মাংস দ্বারা আপনাদের উদর পূর্ত্তি করিত। কথিত আছে একদা একটী রমণী তাঁহার এক মাত্র শিশুসন্তানকে লইয়া গৃহ প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছিলেন। শিশুটী তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া বিস্তৃত নয়নে আকাশের অনন্ততা দেখিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে অধরে নির্ম্মল হাস্য বিকশিত করিয়া চারিদিগে মনের আনন্দে আপনার হস্ত পদ সঞ্চালন করিতেছিল। এমন সময়ে সহসা একটা ভীষণাকার "ঈগল" আসিয়া তাহাকে তুলিয়া লইল এবং আকাশে উড়িয়া গেল। পুত্রহারা জননী চীৎকার করিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার চীৎকার ধ্বনিতে পাড়া প্রতিবাসী সকলে একত্রিত হইয়া শিশুর উদ্ধারের জন্য পক্ষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া পক্ষীটা আপনার কুলায়ে শিশুকে রাখিয়া, সমবেত লোকের চীৎকার ধ্বনিতে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। প্রতিবাসী

সকলে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ সাহস করিয়া এই পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে প্রয়াস পাইলেন না। এমন সময় একটী যুবা সৈনিক পুরুষ শিশুর উদ্ধার সাধনের জন্য কৃতসংকল্প হইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পর্ব্বতের মধ্য দেশ পর্য্যন্ত গিয়াই তিনি এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন যে আর একপদও আরোহণ করিবার ক্ষমতা রহিল না। তিনি সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন এবং ধীরে ধীরে অবরোহণ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু একদিকে যখন এই সবলকায় সৈনিক যুবা পর্ব্বতের মধ্যদেশ আরোহণ করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইবার চেষ্টা দেখিতেছিলেন, তখন অপরদিকে একটী দুর্ব্বলা রমনী পর্ব্বতের সেই মহোচ্চ শৃঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি পক্ষীর কুলায় হইতে সন্তানটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া প্রফুল্ল মুখে পর্ব্বতাবরোহণ করিতেছেন দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ব্রাহ্মবন্ধু! আপনি বলিতে পারেন এই রমণীর হৃদয়ে এমন কি পদার্থ ছিল যাহা দ্বারা তিনি তাঁহার দুর্ব্বল ও কোমল দেহ লইয়া এই দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গ অধিরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? আপনি কি বলিতে পারেন কিসের প্রভাবে রমণী যুবা সৈনিক পুরুষ অপেক্ষা শারীরিক বল ও শ্রমসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে সহস্রগুণে হীন হইয়াও এই দুষ্কর কার্য্য অবলীলাক্রমে সাধন করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন? এবং কিসের অভাবেই বা যুবক সৈনিক রমনী অপেক্ষা সহস্রগুণে সবল ও শ্রমশীল হইয়াও পর্ব্বতের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াই শ্রান্ত শরীরে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন? যে পদ গৃহ প্রাঙ্গনের বহির্দেশ হয়ত কখনও চারণ করে নাই—যে পদ সমতল রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া কখনও বন্ধুর গ্রাম্যমাঠে বিচরণ করে নাই—সেই পদ কিসের প্রভাবে এই বন্ধুর শৈলোপরি অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করিল? এবং যে পদ আজীবন কেবল বন্ধুর ভূমিতে সঞ্চারিত হইয়াছে, যে পদ কতশত পর্ব্বতশৃঙ্গ পরিমিত পাদচালনায় উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, কিসের অভাবে সেই পদ আজ অৰ্দ্ধ পথ অতিক্রম করিয়াই একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িল? ব্রাহ্মবন্ধু জিজ্ঞাসা করি সেই পদার্থ কি?—সেই পদার্থ অনুরাগ। রমনীর সন্তানের প্রতি অনুরাগ ছিল, বলিয়াই তিনি সহজে এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অনুরাগবলে বলী হইয়াছিলেন বলিয়াই এই রমনী দুর্ব্বলকায়া হইয়াও সবলকায় শ্রমসহিষ্ণু সৈনিককে পরাস্ত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। সৈনিকের হৃদয়ে অনুরাগ ছিলনা সুতরাং তিনি নানা প্রকার ক্ষতি-লাভ গণনা করিয়া ধীরে ধীরে পর্ব্বতারোহণ করিতেছিলেন। একটী প্রস্তরে পদবিক্ষেপ করিয়া তিনি বহুচিন্তা ও ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া প্রস্তরান্তরে পদবিক্ষেপ করিতেছিলেন। কিন্তু রমনীর মনে অনুরাগ ছিল; তাঁহার মনে ক্ষতিলাভের চিন্তার আধিপত্য ছিল না। তিনি আপনার সন্তানকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন সুতরাং তিনি দ্রুতবেগে পর্ব্বতারোহণ করিতেছিলেন; এবং যখন যুবাপুরুষ "এই প্রস্তর খণ্ড আমার ভার সহ্য করিবে কিনা" "এই শৈল খণ্ডে নির্ভর করিলে আমার পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে কি না?" "পড়িয়া গেলে বাঁচিবার আশা থাকিবে কিনা?" ইত্যাদি নানা প্রকার চিন্তা ও যুক্তি করিয়া পর্ব্বতের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন রমণী তীরবেগে ধাবমান হইয়া পর্ব্বতের উচ্চতর শৃঙ্গ অধিকার করিয়া আপনার শিশু সন্তানের উদ্ধার সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অনুরাগ তাঁহার হৃদয়ে ছিল বলিয়া ক্ষতিলাভ চিন্তা তাঁহার মনে উদ্রেক হয় নাই। অনুরাগ ছিল বলিয়া অটল হৃদয়ে তিনি এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সংসাধিত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

বন্ধুগণ! আমরা বলিয়া থাকি ঈশ্বরকে প্রীতি করাই আমাদের ধর্ম্মের সার। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগ কি ব্রাহ্মগণের জীবনে প্রতিভাত হইয়া থাকে? বলিতে দুঃখ হইতেছে যে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরানুরাগীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ব্রাহ্মগণ যদি প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী হইতেন, তবে ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ হিন্দুসমাজে নিবিষ্ট থাকিতেন না। প্রকৃত অনুরাগী হইলে কি আমরা ধর্ম্ম পথে বিচরণ করিবার সময় এত ক্ষতি লাভ গণনা করিতাম? অনুরাগের ত লক্ষণ ইহা নহে। আমাদের হৃদয়ে অনুরাগের অগ্নি প্রজ্বলিত হয় নাই বলিয়াই আমরা এত নীচ, এত কাপুরুষ, এত হীনপ্রাণ। বন্ধুগণ! একবার ঈশ্বরানুরাগ হৃদয়ে প্রজ্বলিত করুন, দেখিবেন ব্রাহ্মসমাজের শ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মগণ! ঈশ্বরপ্রেমে আপনাদিগকে নিমজ্জিত করিতে শিক্ষা করুন, দেখিবেন আর আপনাদের কিছু অসাধ্য থাকিবে না। আজি যে সমুদায় সামাজিক কুপ্রথা দেখিয়া আপনারা ভীত হইতেছেন, যাহাদিগকে উন্মূলিত করিবার জন্য ললাট নিঃসৃত ঘর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াও সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না—ব্রাহ্মবন্ধুগণ! একবার ঈশ্বরানুরাগের দ্বারা হৃদয়কে পরিশোধিত করিয়া লউন, দেখিবেন কাল এই সমুদায় হিমাদ্রি সদৃশ বাধা বিপত্তি আপনাদিগের সবল হস্তের স্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। জননীর মত ঈশ্বরকে ও সত্যকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করুন, দেখিবেন আপনারা স্বর্গের দেবতা হইতে সমর্থ হইবেন, আপনাদের দ্বারা জগতের ইষ্ট সাধিত হইবে, ভারতের কোটী নর নারী দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইবে। ভারতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঈশ্বর আপনাদিগের হৃদয়ে তাঁহার অনন্ত প্রেমের স্রোতঃ খুলিয়া দিউন, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা।

প্রেরিত।

মহাশয়,

ব্রাহ্মসমাজের কএকটী দোষোল্লেখের সময় উপস্থিত হইয়াছে, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্র খানি মুদ্রিত করেন, বাধিত

হইব। ব্রাহ্মেরা এই দোষ গুলি দেখিয়াও দেখেন না শুনিয়াও শুনেন না। ঔদাসীন্য যে তাঁহাদিগকে কোথায় নিক্ষেপ করিবে জানি,না। যদি সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী পত্রস্থ বিষয় গুলি চিন্তারাজ্যে স্থান দেন, তবে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইতে পারে; এবং ভাবী অমঙ্গল নিবারণ হইতে পারে, এই জন্যই প্রকাশ্য পত্রিকাতে দোষ লিখিতে হইল।

১ম দোষ:—নিরঙ্কুশ বিবাহেচ্ছা। যখনই যে ব্যক্তি বিবাহ করিতে উৎসুক হইলেন, তখনই তিনি বিবাহসূত্রে বদ্ধ হইলেন। পাত্রাপাত্র বিচার অনেক স্থলে হয় না; চরিত্র কদাচিৎ গণনায় স্থান পায়; অবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করা হয় না। যে ব্যক্তি বিবাহের ব্যয় ভারও বহন করিতে অক্ষম; যে ব্যক্তি গ্রাসাচ্ছাদন ব্যতীত রোগে অথবা বিপদে কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে অসমর্থ; যিনি সন্তানদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় নির্ব্বাহে অপারগ, এমন কি ভরণপোষণের জন্যও যাহার সংস্থান নাই, এই প্রকারের নিঃস্ব—দুঃস্থ—ব্যক্তিগণও বিবাহ কণ্ডূয়নে অধীর হইয়া দিখিদিক জ্ঞান শূন্য হন; এবং যে প্রকারেই হউক শীঘ্র শীঘ্র একটী "ঘটস্থাপনা" করিয়া বসেন। যে বিবাহেচ্ছা ভাবী অপগণ্ড শিশুদিগের শোচনীয় পরিণামের প্রতি দৃক্‌পাত করে না; যে ইচ্ছা অবোধ অবলাকে দুঃখসাগরে ভাসাইতে ব্যথিত বা কুণ্ঠিত হয় না; যে ইচ্ছা দরিদ্রতা-জনিত অসংখ্য দোষকে আলিঙ্গন দিতে উদ্যত; সেই ইচ্ছা প্রকৃত পক্ষেই নিরঙ্কুশ। আজ কাল জীবন ধারণ যে প্রকার সংগ্রাম বিশেষ হইতেছে, ভারত যে প্রকার দিন দিন নির্দ্ধন হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অল্প আয়ে বিবাহ করা মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে আরও বিশেষ আপত্তির কারণ আছে;—তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া নাগরিক জীবন যাপন করিতে হয়, গ্রাম্য জীবনাপেক্ষা নাগরিক জীবন অধিকতর ব্যয়-সাধ্য; তাহাদিগের মধ্যে বিশেষরূপে আধুনিক পাশ্চত্য সভ্যতা প্রবিষ্ট হইয়া বিলাসভাণ্ডার অযথারূপ বৃদ্ধি করিয়াছে। এমতাবস্থায় যথেষ্ট আয় না হইলে বিবাহ করা বিড়ম্বনা বিশেষ। কিন্তু অনেকেই বিবাহ কণ্ডূয়ণে ছিন্ন-মনা হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম হইয়া পড়েন।

এই কণ্ডূয়ন-পরবশ ব্যক্তি আত্ম-বিস্মৃতি দোষে দোষী হইতে পারেন, কিন্তু যে যে ধীর বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এতাদৃশ বিবাহে মুক্তকণ্ঠে সহানুভূতি প্রদান করেন, অথবা এতাদৃশ বিবাহ যোজনা করিয়া দেন, আমার বিবেচনায় তাঁহারা অধিকতর অপরাধী। বিষপানোন্মুখ ব্যক্তির নিকট বিষপাত্র ধারণ, আর দারিদ্র-বিবাহে সায়দান, একই শ্রেণীর পাপ।

কেহ বা বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় তাহাকে সমুচিত গ্রাসাচ্ছাদন দিতে অথবা রোগে সুচিকিৎসা করাইতে পারিলেন না,—স্ত্রী অকালমৃত্যু গ্রাসে পতিত হইলেন। ৩।৪ মাস অতীত হইতে না হইতে অন্য একব্যক্তি নিজের কন্যাদায় তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া নিস্তার পাইলেন। কেহ বা পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম হইয়া বিধবার মূলধন দ্বারা ব্যবসা আরম্ভ করিলেন,—স্ত্রীর বুট, কোট ইত্যাদি যোগাইতে মূলধন পর্য্যন্ত ও আত্মসাৎ করিলেন; এবং পরিশেষে দেউলিয়া হইয়া অনাথিনী বিধবার সর্ব্বনাশ করিলেন! কেহ বা আধুনিক পাশ্চত্য সভ্যতানুযায়ী জুয়াচুরি আরম্ভ করিলেন! কেহ বা ধর্ম্ম প্রচারক হইলে "পরের মাথায় কাঁঠাল ভ,ঙ্গা যায়" দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের "ভেক নিলেন"! অতিঅল্প সময়ের মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজে এতাদৃশ ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যক্তিগত উদাহরণ দূষণীয় না হইলে ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইত।

"সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হয়, নতুবা ধর্ম্ম-সাধন হয় না,—বিবাহে মনুষ্যের হাত নাই, ঈশ্বর ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়"—এক সময়ে এই ভয়ানক মত ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করাতেই দারিদ্র বিবাহ প্রশ্রয় পাইয়াছে। বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ অহর্নিশি "হা! অন্ন! হা! অন্ন! করিলে যে কি ধর্ম্ম সাধনা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। যত শীঘ্র এই ভয়াবহ মত লয় প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মসমাজের ততই কল্যাণ।

নিরঙ্কুশ বিবাহের কণ্ডূয়ন ও তৎপ্রবর্ত্তক উল্লিখিত দূষণীয় মত, দিন দিন হ্রাস না হইলে, ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃ দরিদ্রদলে পরিপূর্ণ হইবে; এবং ভাবীবংশ দরিদ্রতাজনিত বহুবিধ অবশ্যম্ভাবী দোষে কলঙ্কিত হইবে। (ক্রমশঃ।)

বিবাহভঙ্গ।

আপনার গত ১লা জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে 'শ্রীভ' স্বাক্ষরিত "বিবাহ ভঙ্গ প্রথা প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা?" বিষয়ে যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে আপনি যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ ভ্রম দৃষ্ট হওয়াতে আমি তাহার সংশোধনের জন্য নিম্নে নিবেদিতেছি।

বিবাহবন্ধন বিশেষ বিশেষ স্থলে ছেদন হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি, এবং ব্রাহ্মবিবাহসম্বন্ধে ৩ আইনটী যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই তাহাও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু পত্রপ্রেরক উক্ত আইনে বিবাহচ্ছেদ হইবার কোন বিধি না থাকার বিষয় যে লিখিয়াছেন বাস্তবিক তাহা নহে, উক্ত আইনের ১৭ ধারাতে বিবাহবন্ধন বিলোপ করিবার উপায় স্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—

"১৭ ধারা। এই আইন মতে যে যে বিবাহ সাধন হয়, বিবাহবন্ধন বিলোপ কারণার্থ ভারতবর্ষীয় আইন সেই সেই বিবাহের প্রতি বর্ত্তে, ও সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও তল্লিখিত কারণে, কিম্বা এই আইনের ২ধারায় (১) বা (২) বা (৩) বা (৪) প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন প্রযুক্ত উক্ত কোন বিবাহ ব্যর্থ ও অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশিত হইতে পারিবে।"

এই ধারাতে "বিবাহ বিলোপ করণার্থ ভারতবর্ষীয় আইন" বলিয়া যে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ১৮৬৯ সালের ৪আইনকে (The Indian Divorce Act, of 1869) লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে। এই আইনে যে যে কারণে

বিবাহবন্ধন চ্ছেদন হইবার যোগ্য তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, পত্রপ্রেরক তাহা দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন।

শ্রীশ।

মহেশপুর ধর্ম্মসমাজ।

বিগত বৈশাখ মাসের প্রথম রবিবার জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী মহেশপুর গ্রামে একটী "ধর্ম্ম সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠার দিন প্রথমে অনেক গুলি দরিদ্রকে তণ্ডুল বিতরণ করা হইয়াছিল। সমাজের ঐ রূপ দান দেখিয়া স্থানীয় অনেকেই অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া ইহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন। সাপ্তাহিক উপাসনায় প্রায় ৩০।৪০ জন যোগ দিতেছেন।

মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে মহেশপুর গিয়া " ধর্ম্ম সভার " অবস্থা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বার্ষিক ৩ তিন টাকা দান স্বাক্ষর করিয়া আসিয়াছেন। মহেশপুর ধর্ম্ম সভা তাঁহার উক্ত দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন এবং আমরা তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহিতা গুণের বার বার সুখ্যাতি করিতেছি। এইরূপ ধর্ম্মোৎসাহী ব্রাহ্মের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইবেক, ততই ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইবেক।

পরিশেষে আমরা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করিতেছি যে যে সকল যুবকের উৎসাহে উক্ত সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম স্থায়ী হউক।

বশম্বদ।

শ্রীঃ—

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ

দান সংগ্রহ।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০০
শিবচন্দ্র দেব	১০০০
তস্য পরিবার	৫০
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	১০০
বাবু রাধিকানারায়ণ ঘোষ	৫০
,, জগমোহন বসু	৫০
,, উপেন্দ্রনাথ মিত্র	৫০
,, বিহারীলাল বসু	৫০
,, বিপিনকৃষ্ণ বসু	৩৫
,, আনন্দমোহন বসু	৩০
,, কেদারনাথ কুণ্ডার	২৭
,, দুর্গামোহন দাস	২৫
,, গিরীশচন্দ্র দেব	২৫
,, উমেশচন্দ্র দত্ত	২৫
রাজা দিগম্বর মিত্র	১০
বাবু প্যারীমোহন মিত্র	১০
,, চারুচন্দ্র বসু	১০
,, সাতকড়ি দেব	১০
,, গোপালচন্দ্র দেব	১০
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
শ্রীমতীকুমুদিনী ঘোষ	১০
,, ক্ষেমদা মিত্র	১০
ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়	১০
বাবু জয়গোপাল সেন ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১০
,, মণিলাল মল্লিক ও পুত্রদ্বয়	১০
,, ভগবানচন্দ্র বসু	১০
,, জয়গোপাল ঘোষ	৮
,, প্রেমচাঁদ বড়াল	৮
,, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ	৮
,, ভুবনমোহন দাস (বরাহনগর)	৭
,, বিহারীলাল রায় মিত্র	৭
,, বেণীমাধব বসু	৫।।০
,, বরদাদাস বসু	৫
,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
,, প্রসন্নকুমার ঘোষ	৫
,, একবন্ধু (বরাহনগর)	৫
লাহোর ব্রাহ্মসমাজ	৫
শ্রীমতী শরৎকুমারী	৫
,, প্রিয়নাথ রুদ্র	৫
,, ব্রজনাথ দাস	৫
,, যাদবচন্দ্র দেব	৫
,, দুকড়িঘোষ	৫
,, মদনগোপাল সিংহ	৫
,, কাশীনাথ বসু	৫
,, কালীনাথ দত্ত	৫
,, অক্ষয়কুমার মিত্র	৫
,, যজ্ঞেশ্বর সিংহ	৫
,, পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	৫
,, যাদবচন্দ্র ঘোষাল	৫
,, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৪
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ	৪
,, আশুতোষ মিত্র	৪
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রুদ্র	৪
,, রামচন্দ্র মিত্র	৪
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টি	৬৩৸০
	২৩৪৯।১০

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নির্ম্মাণের আয়ব্যয় বিবরণ।

মোট আয়।

দান সংগ্রহ	২৩৪৯।১০
কোং কাগজের সুদ	৯৯৵০
অন্য প্রকার আয়	১৮।১৫
	২৪৬৭।৶৫

ব্যয়।

ইটের মূল্য	৬৮১
টাইলইট	৮২।৶০
সুরকি	২৩৩৸/১০
চূণ	৪৩৩।০
কলিচূণ	২৫॥৶১৫
বালি	৪৫॥০
বিলাতি মাটী	৭।০
শালকাট	৩০২
সেগুণ কাষ্ঠ	৩৪৪॥/৫
রাজ ও মজুরের বেতন	৪৮৪৸৶৫

ছুতার মিস্ত্রীর বেতন	১৯২৸/১৫
খোয়াভাঙ্গাই	২৫৮৵০
রঙ্গকরার ব্যয়	৭১॥৶১৫
লৌহও পিত্তলের সাজ	৭৪।৴০
বারাণ্ডার লৌহচাল	১১০৸
বিবিধব্যয়	১৯৩৶১০
	৩৩০৯৶১৫
ঋণ	৮৪১৸১০

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বাণীকান্ত রায়চৌধুরী	শ্রীপুর	১
,, ,, রজনীকান্ত নিয়োগী	কলিকাতা	২।০
,, ,, শিবচন্দ্র সেন	অমৃতসর	৩
,, ,, উত্তর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ	এলাহাবাদ	১॥০
,, ,, গোলোকচন্দ্র দে	কাছাড়	৩
,, ,, চন্দ্রশেখর ঘোষাল	আগ্রা	৩
,, ,, নগেন্দ্রচন্দ্র কর	বান্দা	৩
,, ,, আশুতোষ বসু	জামালপুর	৩
,, ,, মধুসূদন রাও	কটক	৩
,, ,, শিবচন্দ্র সিংহ	দানাপুর	৩
,, ,, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	হটুগঞ্জ	২
,, ,, ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	মরেলগঞ্জ	৩
,, ,, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	পুবর্ড়ী	৩
,, ,, কুচবিহার ব্রাহ্মসমাজ	কুচবিহার	৩
,, ,, দ্বারকনাথ রায়	পাবনা	৩
,, ,, উমেশচন্দ্র রায়	সারা	৩
,, ,, বিপীনবিহারী ঘোষ	সারা	৩
,, ,, কুড়নমল্লিক	কলিকাতা	।০
,, ,, কৃষ্ণকুমার দাস	নোয়াখালী	৩
,, ,, ভুবনমোহন সেন	ফরিদপুর	৩
,, ,, শ্রীনাথ গুহ	ফরিদপুর	৩
,, ,, কৈলাশচন্দ্র বাগচী	সিরাজগঞ্জ	৩
,, ,, রাধানাথ দাস	ময়মনসিংহ	১॥০
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র বসু	কলিকাতা	১
,, ,, কিশোরীমোহন রায়	ময়মনসিংহ	১
,, ,, জয়রাম দাস	জগদানন্দপুর	১
,, ,, দুর্গাকুমার বসু	শ্রীহট্ট	৩
,, ,, দুর্গাচরণ সরকার	ময়মনসিংহ	৬
,, ,, মহেশপুর ধর্ম্ম সভা	মহেশপুর	১॥০
,, ,, ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী	দার্জ্জিলিং	৩

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯ এ জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৩ টার সময় মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে—

১। ত্রৈমাসিক রিপোর্ট।

২। সভ্য মনোনয়ন।

৩। প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগ বিষয়ক নিয়ম প্রণালী।

৪। বিবিধ।

১৩ নং মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা
১৮৭৯। ১ লা জুন

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সম্পাদক।

আগামী ২৯এ জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীট ১৩ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়দ্বয় বিবেচিত হইবে:—

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের ট্রষ্ট ডিড।

২। প্রচারক দিগের শিক্ষা ও নিয়োগ বিষয়ক নিয়ম প্রণালী।

১৩ নং মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।
১৮৭৯। ১লা জুন।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	৴০
পঞ্জিকা	॥০	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	৴০	১০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	৴০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	১০
কৃতজ্ঞতা	১০	১০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93. College Street, Calcutta. June 1879

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ । ৩য় সংখ্যা । ১লা আষাঢ়, শনিবার, ১৮০১ শক । ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০ । বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২০ মফস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা ।

অনেকের মধ্যে এরূপ সংস্কার আছে যে যিনি যত দীর্ঘ উপাসনা করিতে পারেন, তিনি তত ধার্ম্মিক। যিনি ক্রমাগত তিন চারি ঘণ্টা ধ্যান করিতে পারেন, অর্দ্ধঘণ্টা বা ততোধিক কাল ধরিয়া সুদীর্ঘ প্রার্থনা করিতে পারেন, তাঁহার জীবন যেরূপই হউক না তিনিই প্রকৃত যোগী। একেবারে অধিক সময় ধরিয়া ধ্যান, ধারণা বা উপাসনা, প্রার্থনা করা যে বিশেষ সাধন-সাপেক্ষ তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সর্ব্বস্থলেই যে তাহা প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ তাহা নহে। প্রকৃত যোগী তিনিই, যাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা ঈশ্বরের দিকে। সকল ধর্ম্মসমাজেই এরূপ লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সুদীর্ঘ প্রার্থনা উপাসনা করিতে পারেন, অথচ সে প্রার্থনা উপাসনাতে তাঁহাদের জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না। অনেক সময় হয়ত কেহ একঘণ্টা বা দুইঘণ্টা উপাসনা করিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রকৃত উপাসনাহ ইল পাঁচ মিনিট, অবশিষ্ট সময় চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সকলের পক্ষেই যে এরূপ ঘটে, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য কে কত অধিকক্ষণ ধরিয়া উপাসনা করিতে পারেন সে দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সমস্ত দিন, নানাবিধ কার্য্যস্রোতের মধ্যে যাহাতে প্রার্থনার ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকে, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। মুখে অনেক ক্ষণ ধরিয়া কতকগুলি কথা বলিলেই যে প্রকৃত প্রার্থনা হইল তাহা নহে এবং সকলে সকল সময় সেরূপ করিতেও পারেন না। কিন্তু হৃদয় সর্ব্বদাই ঈশ্বরের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি পাত করিতে পারে, হৃদয়ের সাধু ইচ্ছা সর্ব্বদা স্বর্গের দিকে ধাবিত হইতে পারে। সুতরাং মনুষ্য জীবনে এমন মুহূর্ত্ত মাত্রও সময় নাই যে সময় উপাসনার ভাবে হৃদয় পূর্ণ থাকা অসম্ভব। যেরূপ নিশ্বাস প্রশ্বাস আমাদের শারীরিক বা মানসিক কোন কার্য্যের ব্যাঘাত করে না, কিন্তু সকল কার্য্যের মধ্যেই সমভাবে চলিতে থাকে, সেইরূপ যে প্রার্থনা আমাদের আত্মার নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বরূপ, যাহাদ্বারা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সুরক্ষিত হয় এবং অন্তরস্থিত পবিত্রতার অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহাও তদ্দ্বারা অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে চলিতে পারে, তাহাতে অন্যকার্য্যের কোন ব্যাঘাত হয় না এবং অন্যকার্য্যেও তাহার কোন ব্যাঘাত করিতে পারে না। কারণ প্রার্থনার স্বভাব এরূপ সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক এবং ইহা আত্মার এরূপ গূঢ় প্রদেশকে ভেদ করে, যে প্রকৃত ব্যাকুলতা থাকিলে জড়জগতের কিছুতেই ইহার স্রোত শুষ্ক বা রুদ্ধ করিতে পারে না। নানাবিধ কার্য্যের ভারে, অথবা সাংসারিক বস্তুর প্রলোভনে যাহার প্রর্থনার ভাব শুষ্ক করিতে পারে তাহার হৃদয়ে প্রকৃত ব্যাকুলতা নাই। মনুষ্যর মনের গতি এত দ্রুত এবং চিন্তাশক্তি এত প্রবল যে কোন কার্য্যই সেই গতি রুদ্ধ করিতে পারে না, কোন কার্য্যই মনের একাগ্রতা ও কার্য্যকারিতাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। জগতে এমন কোন কার্য্য নাই যাহা আমাদের আত্মার শক্তিকে এত পূর্ণ ভাবে অধিকার করিতে পারে যে আমাদের চিন্তা ও ভাব অন্যদিকে যাইতে পারে না। কৃপণ লোক সহস্র কার্য্যের মধ্যেও নিজের অর্থের বিষয় চিন্তা করে ; সে যে কার্য্যে লিপ্ত থাকুক না তাহার মন তাহার ভাণ্ডারের দিকেই পড়িয়া থাকে। যশ বা উচ্চ পদ যাহার জীবনের লক্ষ্য সে সকল কার্য্যের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য যাহাতে সুসিদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকে। লোভী ব্যক্তির হৃদয় সর্ব্বদাই আহার স্পৃহনীয় সামগ্রীর দিকে। আর্কিমিডিসের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্নান প্রভৃতি সামান্য কার্য্যের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে কার্য্যস্রোতকে চালিত করেন এবং যে দিকে চালিত করিলে হৃদয়ের বিশেষ প্রিয় উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়, সমস্ত কার্য্য, চিন্তা ও ইচ্ছা সেই দিকে প্রবাহিত করেন। সেই রূপ প্রত্যেক ব্রাহ্মের সকল কার্য্যের মধ্যে, জীবনের প্রিয় লক্ষ্য সেই হৃদয়েশ্বরের বিষয় চিন্তা এবং তাঁহার নিকট হৃদয়ের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত। অনেক কার্য্যেরই মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিরাম আছে, সকল কার্য্যেরই মধ্যে কিছু না কিছু অবসর পাওয়া যায় এবং সেই সময়ে স্বর্গের দিকে আত্মার গভীর প্রার্থনা উত্থিত হইতে পারে। আমরা যতই মনোযোগের সহিত কার্য্যে নিযুক্ত হই না, আহারই করি আর ভ্রমণই করি, বাণিজ্যই করি আর পাঠেই নিযুক্ত থাকি, তাহার মধ্যেও আমরা ঈশ্বরের দয়ার বিষয় চিন্তা করিতে পারি, কিছুতেই তাহার ব্যাঘাত করিতে পারে না।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে দৈনিক একবার, দুইবার কেহবা তিনবার প্রার্থনা করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহাদের উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময়ে তাঁহারা চক্ষু নিমীলিত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা করেন, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই আর তাঁহাদের সে উপাসনার ভাব থাকে না। সংসারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আর ঈশ্বরকে স্মরণ থাকে না। প্রত্যেকের পক্ষে যে উপাসনার বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদের হৃদয়ের যেরূপ অবস্থা, সংসারের দিকে যেরূপ সহজে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, কার্য্য স্রোতের মধ্যে আমরা যেরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ি, তাহাতে এরূপ সাধন না থাকিলে হয়ত অনেকের উপাসনাই হইত না। উপাসনার জন্য বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। অনেক সময় আমাদের ব্যাকুলতার অভাব বশতঃ উপাসনা করিতে ইচ্ছাই হয় না। কিন্তু উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক অভ্যাস বশতঃ বা কর্ত্তব্যবোধে ঈশ্বরের সন্নিহিত হইতে চেষ্টা করিলেও আত্মার যথেষ্ট উপকার হয়। কারণ উপাসনা আত্মার পক্ষে ঔষধ ও পথ্য উভয়েরই কার্য্য করে। কিন্তু কেবল নির্দ্দিষ্ট সময়ের উপাসনাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে ইহা বলাই আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। প্রাত্যহিক নির্দ্দিষ্ট উপাসনা ব্যতীত সমস্ত দিন মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন জীবন থাকিতে পারে না। সমস্তদিন যেরূপেই কাটিয়া যাউক না কেন, দিনের মধ্যে কোন এক বিশেষ সময়ে ঈশ্বরের সহিত আমাদের যোগ হইলেই যে যথেষ্ট হইল তাহা নহে। আমাদের জীবনের লক্ষ্য এই যে সমস্ত দিন উপাসনার ভাবে হৃদয়পূর্ণ থাকে, সমস্ত দিন আত্মার দৃষ্টি ঈশ্বরের দিকে থাকে। এইজন্য অবসর পাইলেই ঈশ্বরের দিকে আত্মাকে পরিচালিত করা উচিত। এইরূপ সাধনে আত্মাকে অভ্যস্ত না করিলে কখনই ঈশ্বরের সহিত প্রকৃত যোগ সংস্থাপিত হইতে পারে না এবং আত্মার প্রকৃত উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে না। সংসারের প্রলোভনের মধ্যে চলিতে চলিতে এমন অনেক গভীর অভাব আমাদের নয়ন পথে পতিত হয়, এমন সামান্য সামান্য বিষয়ে আমাদের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, যে সে সকল অভাব ও ত্রুটি আমরা উপাসনার সময় হয়ত দেখিতে পাইনা। এই সকল অভাব যখনই আমরা বুঝিতে পারি তখনই তাহা দূর করিবার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তাহা হইলে সেই সকল অভাবের মূলে উপযুক্ত সময়ে আঘাত পড়ে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই প্রার্থনা রাখিয়া দিই, তাহা হইলে সেই অভাব প্রথম দেখিয়া হৃদয়ে যেরূপ ব্যাকুলতা হইয়াছিল সে ব্যাকুলতা না থাকিতে পারে। রোগ যখনই বুঝিতে পারা যায় তখনই তাহার প্রতীকার করা উচিত। নতুবা উপযুক্ত সময় বহির্ভূত হইয়া গেলে রোগের বৃদ্ধি হইতে পারে এবং তখন প্রতীকার করা অধিকতর দুরূহ হইয়া উঠে।

ধর্ম্মপ্রচার।

ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত লোকের যে অবিশ্বাস হইয়াছে বলা বাহুল্য। কোন চিন্তাশীল ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা এখন প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না। এই জন্য বলিতে হইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি উপযুক্ত সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে। যাঁহারা এখন ধর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তাঁহারা কেবল একেশ্বরবাদেই বিশ্বাস করেন। দুই চারিজন সংশয়াত্মাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলে অধিকাংশ শিক্ষিত লোক ঈশ্বরবাদী, কিন্তু তাঁহারা সমাজের প্রাচীন কঠোর শাসনের হস্ত হইতে সহসা নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিয়া সমাজের অনুরোধে যে পুরোহিতদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদেরই হস্তে আপনাদিগকে ও আপনাদিগের স্ত্রী পুত্রদিগকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেহ বলিবেন তাঁহারা ভীরু; তাঁহাদিগের উপর দেশের আশা ভরসা কি? সত্য; কিন্তু কয় ব্যক্তি প্রকৃত বীর হইতে পারে? গণনা করিয়া দেখিলে জগতে এইরূপ ভীরু লোকের সংখ্যাই অধিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভীরুর যাহা কার্য্য সে তাহাই করিতেছে, কিন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে বীর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্যক্ রূপে সাধন করিতেছেন? কয়েকজন বীর পুরুষ লক্ষ লক্ষ ভীরু ব্যক্তিদিগকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, সকল দেশের ইতিহাসেই দেখা যায়। সকল বিষয়েই দেখা যায় বীরের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু ভীরু লোকই অধিক। যদিও পুরুষ জাতি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী জাতি তাহা পারে না। পুরুষ নাস্তিক অনেক দেখিবে, কিন্তু অন্ততঃ ভারতবর্ষে স্ত্রী নাস্তিক নাই। পুরুষদিগের মধ্যে যাহারা বিজ্ঞানাদির আলোচনা করেন, তাঁহারা কেহ কেহ সংশয়ী হয়েন, কিন্তু সাধারণ শ্রমজীবী লোকেরা ধর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। সাধারণ লোক ও স্ত্রী জাতিরাই এখন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক হইয়াছে। সময়ের পরিবর্ত্তন, বিজ্ঞানাদির উন্নতি, চিন্তার স্বাধীনতা এখনো হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরে ও শ্রমজীবিদিগের কুটীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ঐ দুইটী স্থান কখনই স্বাধীন চিন্তার শিক্ষাগার হইতে পারে না, উহা বিশ্বাস শিক্ষা করিবার বিদ্যালয়। চিন্তাশীল লোকেরা ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব বিষয়ে যাহা মীমাংসা করিবেন, তাহাদিগের নিকট প্রচারিত হইবা মাত্র তাহা বিশ্বাসে পরিণত হইবে। একমাত্র বিশ্বাসই তাহাদিগের জীবন। সূক্ষ্ম স্থূল বিচার দ্বারা, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব স্থির করিবার তাহাদের অবসর নাই এবং ক্ষমতাও নাই, কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহাদিগকে যাহা স্থির করিয়া দিবেন তাহাই তাহারা বিশ্বাস করিবে। জগতের সাধারণ নর নারী এই রূপে ধর্ম্ম

গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্ম এইরূপেই তাহাদের বিশ্বাস ভূমিকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহারা নিজের চিন্তার বলে সেই বিশ্বাসকে অন্যাধারে লইয়া যাইতে পারে না। সেই জন্য সকল দেশের ন্যায় এদেশেও ধর্ম্মসংস্কারকের আবশ্যকতা আছে এবং মধ্যে মধ্যে এক এক জন ধর্ম্ম সংস্কারক অভ্যুদিত হইয়া সাধারণ লোকদিগের বিশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মের ভাব, বিশ্বাসের তেজস্বিতা, ভক্তির গাঢ়তা, প্রেমের মধুরতা, বৈরাগ্যের অকৃত্রিমতা সন্দর্শনে লোকে দলে দলে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছে, চিরন্তন বিশ্বাসের বস্তুকে পরিবর্ত্তন করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা প্রকাশ করে নাই। ভগবদ্ভক্ত চৈতন্য যখন নর নারীর বিশ্বাসকে শত শত দেব দেবীর আরাধনা হইতে কেবল এক মাত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনে আকর্ষণ করিলেন, তাহারা তাঁহার ভক্তি প্রেম ও বৈরাগ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পথগামী হইল। ইহা সামান্য ব্যাপার নহে! এক দিকে ৩৩ কোটি দেবতা অপর দিকে এক হরিনাম! কত কালের বিশ্বাস! তাহাকে অন্যাধারে লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে! কিন্তু শিশু যেমন অপরের ক্রোড় হইতে সহজেই মাতৃ ক্রোড়ে যায়, চৈতন্যের কথায় লোকে সেইরূপ ৩৩ কোটি দেবতা ছাড়িয়া হরিনাম গ্রহণ করিল।

কিন্তু চিন্তাশীল লোকদিগের উপরেও চৈতন্যের কর্ত্তৃত্ব ছিল, তিনি তাহাদিগকেও স্বীয় পাণ্ডিত্যের বলে আপনার মতাবলম্বী করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল; যাঁহারা কেবল তাঁহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহাদিগকে দর্শন শাস্ত্রের যুক্তি দ্বারা পরাজয় করিয়াছিলেন। কেন চৈতন্যের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, দেশ বিদেশে কেন তিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহার রহস্য আমরা এখন বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার ধর্ম্মতত্ব, ধর্ম্মমত যেমন তৎকালীন দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার সহিত সমঞ্জস ছিল, তাঁহার ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমও সেই রূপ অকৃত্রিম, তেজস্বী ও অসাধারণ ছিল।

ধর্ম্ম মানবসাধারণেরই আবশ্যক, অতএব তাহা সাধারণের উপযোগী হইতে পারে, এরূপ সমস্ত উপকরণ তাহাতে থাকিবে। দুর্ব্বলাধিকারীরা যাহাতে সহজে ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, তদুপযোগী উপকরণ তাহাতে যেমন আবশ্যক, সেইরূপ যাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য করিয়া ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সেই স্বাভাবিক নির্দ্দোষ ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবারও উপকরণ আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই দুইটী উপকরণই কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম দার্শনিক যুক্তি দ্বারা উপধর্ম্ম সমূহের অলীকতা প্রমাণ করিয়াছেন, আবার ভক্তি ও বিশ্বাসের সহজ উপায় সকল প্রদর্শন দ্বারা সাধারণকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু এতদুভয়ের কোনটীই প্রকৃতরূপে কার্য্যকারক হইতেছে না। ব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা যাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিতে হইবে, তাহাদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে হইলে সেইরূপ প্রমত্তা ভক্তি ও তীব্র বৈরাগ্য প্রদর্শন করা আবশ্যক। অর্দ্ধভাব দ্বারা তাহা সংসিদ্ধ হইতে পারে না। ব্রাহ্ম অর্দ্ধেক বৈরাগী অর্দ্ধেক সংসারী হইতে যান ইহাতেই আমাদের দেশের লোকে ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারে না। তাঁহারা পূর্ণমাত্রা বৈরাগ্য দেখিয়াছেন এরূপ অর্দ্ধ মাত্রা বৈরাগ্যে তাঁহাদের বিশ্বাস কিরূপে হইতে পারে? যদি কয়েকজন প্রকৃত বৈরাগী প্রচারক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া সুখী হইতে পারিতাম। আমাদের প্রচারকদিগের যে ভক্তি ও বৈরাগ্য নাই তাহা আমি বলিতেছি না; এক এক জন যথার্থ নমস্য ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁহাদের বৈরাগ্য ও ভক্তিভাব স্ফূর্ত্তি পাইবার অনেক বাধা বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারা যে প্রণালীতে ভক্তি বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়াছেন সে প্রণালীর দোষ একটী প্রধান বাধা। স্ত্রী পুত্র অথবা ধন ঐশ্বর্য্য লইয়া যে বৈরাগ্য তাঁহাদের লক্ষ্য তাহা তাঁহারা নিজেই শিক্ষা করিতে পারেন না, অন্যকে শিক্ষা দিয়া কিরূপে আকর্ষণ করিবেন? ঐ অবস্থায় ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ হওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রমত্ত বৈরাগ্য লাভ হয় না। কিন্তু তাঁহারা লোককে কি শিক্ষা দেন? "প্রমত্ত বৈরাগী" হও; সংসার ধন মান সকল পরিত্যাগ কর, এ সকল পাপ। এ সকল উপদেশ একবারে সংসার ত্যাগী হইতে বলে, কিন্তু তাঁহারা ইহার বাক্যার্থ গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন, তাঁহারা বলেন ইহার ভাব মাত্র গ্রহণ কর। চিন্তাশীল লোকেরা তাহা করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে এই রূপ উপদেশ প্রহেলিকাবৎ হইয়া উঠে। একজন চিন্তাশীল ব্রাহ্ম সহজেই হৃদ্বোধ করিতে পারেন যে আচার্য্য অথবা প্রচারকেরা অট্টালিকায় বাস করিলে পাপগ্রস্ত হন না, ব্রহ্মপরায়ন গৃহস্থ হইয়া গৃহ ধর্ম্ম পালন করিলেও প্রত্যবায়ভাগী হয়েন না, কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ লোকে গার্হস্থ ও বৈরাগ্য ধর্ম্মকে দুই স্বতন্ত্র আশ্রমের ধর্ম্ম জ্ঞান করে। অতএব আমাদের বর্ত্তমান প্রচার প্রণালী সাধারণ লোকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে আমাদের প্রচার প্রণালী উপযোগী কিনা দেখা যাউক। উপরে যেরূপ প্রমত্ত বৈরাগ্যের কথা বলা হইল শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার বিরোধী। সাধারণ লোকে যেরূপ বিশ্বাসকেই সার ধর্ম্ম জ্ঞান করে, শিক্ষিতেরা তাহা কখনই করিবেন না। তাঁহারা জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য না থাকিলে সেরূপ বিশ্বাস অবলম্বন করিবেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এ বিষয়েও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু যেমন ভক্তি বৈরাগ্যের বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্দ্ধ পথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, জ্ঞান ও বিশ্বাসের সামঞ্জস্যের সময়েও সেইরূপ। আচার্য্য যাহা বলিবেন তাহা অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় অপমানিত জ্ঞান করেন। অদ্য যিনি তাহাদিগের সহিত রাজসভায় প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপস্থিত হইলেন, কল্য তিনি সংসারের অনিত্যতা ও বৈরাগ্য বিষয়ে উপদেশ দিলে তাহারা তাঁহার কার্য্য ও উপদেশের অসংলগ্নতা দেখিয়া

তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃই বীতরাগ হইতে পারেন। এক দিকে শিক্ষিত লোকেরা ব্রাহ্মদিগকে যেমন অপদার্থ ও নির্ব্বোধ মনে করেন, অপর দিকে ব্রাহ্মেরাও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে যেন অসুর বা দৈত্য মনে করেন; ইহাদের প্রকৃতি যেন মানবপ্রকৃতি নয়; ইহাদের ভগবান যেন স্বতন্ত্র; ইহাদের মনে ভক্তি, বিশ্বাস প্রেম কিছুই নাই। পরস্পরকে এইরূপ অনুদার চক্ষে দৃষ্টি করায় পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবধান প্রস্তুত হইতেছে যে একের অন্যের উচ্ছেদের জন্যও ক্রমে সংকল্প করাও অসম্ভব নহে। সকল লোক এক প্রণালী এক ভাব দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এরূপ আশা করায় তাহার এই বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে। এক জন শ্রমজীবিকে তুমি একটী কথা বলিলে সে যেমন বিশ্বাস করিবে এক জন শিক্ষিত ব্যক্তি সেইরূপ করিবে এ আশা দুরাশা। এক জন সংকীর্ত্তনের সময় নৃত্য করে বলিয়া সকলেই সেইরূপ করিবে ইহা অসম্ভব। কেহ ভাবপ্রধান, কেহ জ্ঞানপ্রধান; কেহ সহজেই উত্তেজিত হয়, কেহ হয় না। কাহার মনের ভাব প্রকাশের স্বাভাবিক শক্তি অধিক, কাহার অল্প; কেহ প্রমাণ প্রয়োগ ভিন্ন সহজে কোন বিষয় বিশ্বাস করে না, কেহ শ্রবণ মাত্রেই বিশ্বাস করে; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি আছে। তাহারা সকলেই এক উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা যদি অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী প্রণয়ন না করি, তাহা হইলে চিরকালই এইরূপ পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও অনুদারতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় আর একটী কারণে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে প্রবেশ করিতে ভীত হয়েন। তাঁহারা দেখেন যে ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের মধ্যেই প্রবল বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন। দুই জন ব্রাহ্মের মধ্যে যদি মতভেদ হয়, তাহারা পরস্পরকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করেন। এক জন যদি দশটী মতের মধ্যে দুইটীতে অবিশ্বাস করেন, তাহাকে অমনি অবিশ্বাসী, নাস্তিক, প্রবঞ্চক, ধর্ম্মহীন, নীতিবর্জ্জিত, পাষণ্ড প্রভৃতি দুর্নাম মালায় সজ্জিত করিয়া রাজপথে সাধারণ সমক্ষে একটী দৈত্য বলিয়া প্রদর্শন করা হয়। অনেকে স্ব স্ব ভাগ্যেও এরূপ নির্য্যাতন একদিন ঘটিতে পারে ইহা ভাবিয়া শত হস্ত দূরে পলায়ন করেন। অতএব আমরা নিজেই প্রচারের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছি। মন্দিরে আমরা পাপীদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি কিন্তু আপনারা তাহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বার হইতে তাড়াইয়া দি।

এইরূপ অনুদার ভাব ও উৎপীড়ন দেখিয়া শিক্ষিত লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের ছায়া স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন না। যে সমাজে তাঁহারা বাস করেন, সেখানেও তাঁহারা যে সকল অত্যাচার দেখেন ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই দেখেন; সেখানে থাকাতে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যেমন মধ্যে মধ্যে কার্য্য করিতে হয়, ব্রাহ্মসমাজে আসিলেও সেই ভয়, তবে তাহারা একটী প্রাচীন ও প্রকাণ্ড সমাজ ত্যাগ করিয়া নব্য ও ক্ষুদ্র সমাজে কেন আসিবেন? বরং সেখানে তাঁহাদের একটী সুবিধা আছে—সেখানে তাঁহারা লোকের অধিকতর সম্মান ও সমাদর লাভ করেন, দুই একটী সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করিলেও কেহ বড় উৎপীড়ন করে না। হিন্দুসমাজ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে উদার হইয়াছে, অন্ততঃ তাহার সহিষ্ণুতা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে! ব্রাহ্মসমাজ যদি তদপেক্ষাও অনুদার ও অসহিষ্ণু হয়, ব্রাহ্মদিগের জীবনের যদি কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য না থাকে, কেবল যদি দুই একটী উৎকৃষ্ট মতই ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র আকর্ষণ হয়, তাহাহইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের আর বড় আশা ভরসা নাই। জ্ঞানের অহঙ্কার, ধার্ম্মিকতার অভিমান ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে, ধর্ম্মানুপ্রাণিত জীবনের সৌন্দর্য্য—বিনয়, সহিষ্ণুতা, প্রেম, জিতেন্দ্রিয়তা—সেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে না, বরং সেই পরিমাণে হ্রাস হইতেছে। একথা আমরা উপাসনার সময় ঈশ্বরের নিকট স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু মনুষ্যের নিকট স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। উদারতা সম্বন্ধে দুইটী বিষয় চিন্তা করা উচিত। যেমন আমরা একদিকে পাপ অপবিত্রতা ও অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিব না, সেইরূপ যাহাদের জীবনে ঐ সমস্ত দোষ দেখা যায়, তাহাদিগকে কেবল কটূক্তি দ্বারা বিদায় করিয়া দিব না। পবিত্রতার সৌন্দর্য্য দেখাইয়া অপবিত্রতাকে জয় করাই যথার্থ জয়; প্রেম বিদ্বেষকে জয় করিবার একমাত্র উপায়; অবিশ্বাসকে জয় করিতে হইলে যুক্তি ও বিশ্বাস উৎপাদক অপরাপর উপায় অবলম্বন করিতে হয়। সামাজিক অসচ্চরিত্রতা ও অপবিত্র ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য সামাজিক দণ্ড আবশ্যক, কিন্তু বিশ্বাসের অভাব, মতের অনৈক্য দূরীকরণ জন্য সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। এক জন ব্রাহ্ম বিশ্বাসের বিভিন্নতা জন্য একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে যেমন দণ্ড বিধান ও উৎপীড়ন করিতে পারেন না, সেইরূপ অপর একজন ব্রাহ্মকেও পারেন না। কাহার সহিত মতের অনৈক্য হইলে তাহাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে হইবে। আমাদের স্মরণ করা উচিত যে অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের মধ্যেও যেমন আমাদের মধ্যেও তেমনি পরস্পরের মতের অনৈক্য আছে, অতএব পরস্পরে যদি সহিষ্ণু না হইয়া পরস্পরকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করি তাহাহইলে জগতে অশান্তি বৃদ্ধি হয়। যাহারা সংশয়ী বা অবিশ্বাসী তাহাদিগের প্রতি সহিষ্ণু ব্যবহার করিয়া শারীরিক বলে নহে আধ্যাত্মিক বল দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে হইবে। অবিশ্বাস ও অপবিত্রতা বৃদ্ধি হইতে দেওয়া যেমন উদারতার অপব্যবহার, সেইরূপ যাহার সহিত মতের অনৈক্য হয় তাহাকে ঘৃণা ও উৎপীড়ন করাও অনুদারতা। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের কোন কোন বিষয়ে সংশয় অথবা অবিশ্বাস আছে বলিয়া তাহাদিগকে নাস্তিক, দুরাচারী, ধর্ম্মহীন পাষণ্ড প্রভৃতি কটূক্তি বর্ষণ করিলে তাহাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের দ্বার হইতে বিদায় করা হইবে; আমাদের অনুদারতা দেখিয়া তাহারা আমাদিগের সংসর্গে আসিতে কখনই ইচ্ছা করিবে না। আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি

অনেক সময়ে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ছায়া স্পর্শ করিতে চাহেন না। শিক্ষিত লোকেরা মনে করেন ব্রাহ্মেরা অতিশয় অজ্ঞ ও অশিক্ষিত এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশের বিজ্ঞতম লোকদিগের গভীরতম চিন্তা, প্রবীণতম অভিজ্ঞতা, প্রশস্ততম শিক্ষা এবং বিশুদ্ধতম আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সমঞ্জস নহে। যাঁহারা যথার্থ চিন্তাশীল তাঁহারা এরূপ মনে করেন না, যে ধর্ম্ম কেবল তর্ক যুক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা মীমাংসিত হয়; যে মনুষ্য কেবল নিজের জ্ঞানের বলে ধর্ম্মের গভীরতম ভাবসকল উপলব্ধি করিতে পারে; যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে ধর্ম্মের নিগূঢ়তম সত্য এবং মধুরতম, শান্তিপ্রদ ভাব সকল উপলব্ধি করিতে পারে। সকল লোকেই এইরূপ ঈশ্বরদ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না; যাঁহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মভাব দ্বারা প্রবুদ্ধ, যাঁহাদিগের আত্মা স্বভাবতঃ সত্যদ্বারা অনুরঞ্জিত, সেই সকল বিশেষ গুণান্বিত মহাত্মারা তাঁহাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কতকগুলি অমূল্য সত্য, গভীরতম ভাব উপলব্ধি করেন, তাহাই আত্মার ধর্ম্মান্ন ও শান্তিবারি হয়। জ্ঞান পথাবলম্বী-দিগের প্রতি বক্তব্য এই যে কেবল তর্কদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব লভনীয় নহে—"অনায়ান্ হ্যতর্ক্যমণু প্রমাণাৎ"। ইনি অণু হইতে সূক্ষ্মতর এবং তর্ক দ্বারা অগম্য। তর্কের পথ অনিশ্চয়তাতে পরিপূর্ণ; যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য, বোধগম্য, তর্কদ্বারা তাহাও নিঃসংশয় রূপে প্রমাণিত হয় না, তবে যাহা ইন্দ্রিয়গম্য নহে, যাহা মনের অতীত তাহা কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে? জ্ঞান ও তর্কের অতীত আর একটী পথ আছে; এমন একটী স্থান আছে যাহা আবিষ্কার করিতে পারিলে আত্মাতে সত্যের নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হয়। সেই পথে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ, জ্ঞান, ও তর্কের পথে তাহার বিপরীত ফল। ধর্ম্মের আবশ্যকতার বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় কেবল শান্তি ও আনন্দের জন্য ধর্ম্ম প্রার্থনীয়। যদি ধর্ম্মের আলয়ে আসিয়া তাহা লাভ করিতে না পারা যায় তবে আর কোথায় যাইব? ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন দুইটী স্বতন্ত্র বিষয়, ধর্ম্ম তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, তর্ক যুক্তি আবশ্যক বটে; কিন্তু যদি ধর্ম্মের সাধনের পথে না গিয়া কেবল তত্ত্বের পথে থাকা যায়, তাহাহইলে চিরকাল অশান্তি ভোগ করিয়াই চলিয়া যাইতে হয়। অতএব সেই পথটী অতীব বাঞ্ছনীয় যেখানে আসিলে

"অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।"

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্মিক যোগ সংস্থাপন করিয়া কামনা ও বুদ্ধি—জনিত হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইতে পারে। এই পথটী জ্ঞানের অন্যতর পথ, জ্ঞানের অন্যতর একটী অধিকার আমাদের আছে, তাহার সাধন করিলে আত্মাতে ঈশ্বরের মহদ্ভাব সকল প্রতিভাত হয়, পবিত্রতা, প্রেম, ভক্তি, বিনয়, উদারতা প্রভৃতি দ্বারা আত্মা অনুরঞ্জিত হয়। যখন জ্ঞান ও অধ্যাত্ম যোগের এইরূপ শুভ পরিণয় হয়, তখন একদিকে ভ্রম ও কুসংস্কার দূর হয় এবং অন্যদিকে ভক্তি ও পবিত্রতা দ্বারা আত্মা অনুরঞ্জিত হয়।

"এখনই।"

ইংরেজী ভাষায় এইরূপ একটী আখ্যায়িকা আছে যে কোন সময়ে পাপনায়ক সয়তান আপনার প্রধান মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কি প্রকারে পৃথিবীর মানবকুলকে বিপথ-গামী করা যায় এই চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় অবিশ্বাস নামক দূত নিবেদন করিল "মহারাজ, আমার প্রতি এই ভার অর্পণ করুন, আমি যাইয়া অবিলম্বে আপনার ইচ্ছা সম্পন্ন করিয়া আসি।" সয়তান জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি উপায় স্থির করিয়াছ?" অবিশ্বাস উত্তর করিল "আমি যাইয়া বলিব হে মানব! তুমি কেন কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যা ঈশ্বরে বিশ্বাস পূর্ব্বক নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া থাক? ঈশ্বরকে কে কখন্ দর্শন করিয়াছে? দেখ, বিজ্ঞান বিবিধ প্রমাণ দ্বারা ক্রমে সিদ্ধ করিয়াছে যে যে সমুদায় পদার্থ জগতে ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইয়াছে, সে সমুদায়ই কল্পনা। আবার ভাবিয়া দেখ সত্তাবান বস্তু মাত্রই যত কাল আছে তত কাল এক ভাবেই আছে, মানুষও কোন দ্রব্যকে চিরদিন সেই দ্রব্যই মনে করে। কিন্তু ঈশ্বর যে বস্তু তৎসম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞান যখন যুগে যুগে এতদূর পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন সেই বস্তুর সত্তা বিষয়ে আর কেন সন্দিহান না হও? তোমরা অসত্য সংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথেচ্ছ আহার বিহার করিয়া জীবনাতিপাত কর।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সয়তান বলিল "মানব মনের যে কিরূপ গঠন তাহা বলিতে পারি না। শত শত চেষ্টাতেও আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস দূর করিতে পারি নাই। যাহাদিগকে ভৌতিক তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়া বহু আয়াসে অনেক দূর লইয়া আসিলাম তাহারাও সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইল না। আমার মত এখন এই যে এ প্রকার উপায় কার্য্যকর হইবে না।" দ্বিতীয় দূত নিবেদন করিল—"মহারাজ, আমাকে প্রেরণ করুন আমি যাইয়া মনুষ্য সমাজে এই শিক্ষা দেই, যে ঈশ্বর আছেন এ কথা ঠিক্ বটে, কিন্তু তিনি দুর্জ্ঞেয়, কেহ তাঁহার বিষয় জানিতে পারে না। তবে কেন আর বৃথা সময় হরণ করিবে? পরকাল মনুষ্যের আশা নির্ম্মিত স্থান, বস্তুতঃই যে আছে ইহার কোন প্রমাণ নাই। সেই জন্য ভবিষ্যতের আশায় কেন বর্ত্তমানকে অতীত হইতে দেও? আশু সুখ উপভোগ করিয়া সময় যাপন কর।" সয়তান উত্তর করিল "বস্তু আছে ইহা স্বীকার করিলে তাহার প্রকৃতি কি ইহা জানিবার জন্য মনুষ্য স্বভাবতঃ ব্যাকুল হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলে এবং তাঁহার প্রকৃতি জানিলে পরলোকে অবিশ্বাস উৎপাদন আর কি প্রকারে সম্ভব? তোমার এই উপায়ও ব্যর্থ হইবে।" বিলম্ব নামা তৃতীয় দূত বলিল "মহাশয়, আমার মনে হইতেছে যে আমি যাইয়া এই

কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে পারিব। আমি বলিব, ঈশ্বর আছেন, পরকালও আছে; ঈশ্বরকে পূজা করা উচিত, পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়াও উচিত; জীবন পবিত্র করিবার চেষ্টা করা উচিত, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাও উচিত। কিন্তু এত ব্যস্ততা কেন? আজ না হয় কাল হইবে।" এই বাক্যে সকলেই অনুমোদন করিল।

বহুকালদর্শী দশানন রণশায়ী হইলে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র উপদেশপ্রার্থী হইয়া যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, তখন মুমুর্ষুপ্রায় রাবণ তাঁহাকে সংক্ষেপে বলেন "সকল উপদেশের সার কথা এই যে সৎ ইচ্ছা মনে উদিত হইবা মাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিবে, নতুবা তাহা আর করা হইয়া উঠিবে না।" এই স্থলে রাবণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

আপনাপন অতীত জীবন আলোচনা করিলে আমরা কি শত শত ঘটনায় দেখিতে পাই না যে "এখনই" এই কথার প্রতি অনবধানতা বশতঃ আমাদের অনেক অধোগতি হইয়াছে, অনেক সৎকার্য্য আর করা হয় নাই? "কাল" আমাদের পক্ষে অনেক স্থলে কাল হইয়াছে—এ পর্য্যন্ত আর সেই "কাল" উপস্থিত হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে কিনা তাহাও অনিশ্চিত। হয় আমরা অতীত বিষয় চিন্তা করিয়া হর্ষ বিষাদে সময় অতিবাহিত করিতেছি, না হয় ভবিষ্যতের দিগে চাহিয়া আছি, "এখন" সম্বন্ধে আমরা নিতান্তই উদাসীন। কত সত্য জানিলাম, সময় তাহার উজ্জ্বলতা ক্রমে মলিন করিয়া ফেলিল, জীবনে যে সেই সত্য পরিণত করিয়া প্রকৃত সত্যবান্ হইতে হইবে ক্রমে তাহা ভুলিয়া গেলাম। কত পাপের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে সময়ে সময়ে বিদীর্ণ করিয়াছে, কিন্তু কাল হইতে জীবন সংশোধন করিব মনে করিয়া সময়ের হস্তে আপনার ভার প্রদান করিলাম—কালে সেই অনুতাপ বিস্মৃত হইলাম, পাপের অশুচি স্পর্শ ক্রমে সুখকর অনুভূত হইতে লাগিল, প্রতিজ্ঞার বল ক্ষীণ হইল, "এখনই" যাহা হইত "কাল" আর তাহা হইল না। কত সাধুকার্য্য করিবার জন্য মন সময় সময় নৃত্য করিয়াছে, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম "কাল" প্রাণগত চেষ্টা এই বিষয়ে নিয়োগ করিব, রাত্রি প্রভাত হওয়ার অপেক্ষা—সে "কাল" এর সহিত সাক্ষাৎ আজও হয় নাই, জীবনের সে শুভ দিন না আসাতে কত শোকাশ্রু নির্জ্জনে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। "এখনই" এই কথাটীর মূল্য পৃথিবী জানে নাই, অন্ততঃ স্বীকার করে নাই। প্রতি জীবনে এবং সমাজে যাহা হইয়াছে তাহার জন্য "এখনই" এই কথার নিকট প্রত্যেকেই ঋণী। সমুদায় সাধনতন্ত্রের মূলমন্ত্র এই চারি অক্ষরময় শব্দ "এখনই"।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব।

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে যেপ্রকার কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হয়, আমরা সংক্ষেপে তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়াছি। রাত্রিকালীন দৃশ্যটী সমধিক উৎসাহকর হইয়াছিল এবং তাহাতে যে সকল বক্তৃতাদি হয়, তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, আমরা তাহা যথাযথ প্রকাশ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথমে একটী অতি সুদীর্ঘ ও সময়োপযোগী মনোহর বক্তৃতা করেন, আমরা তাহার সারভাগ মাত্র স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

তিনি বলিলেন, "একটী গল্প আছে, চারি জন পর্য্যটক ভ্রমণ করিতে করিতে পথে একটী মৃত জন্তুর অস্থি দেখিতে পান। অস্থিটী কোন্ জন্তুর ইহা জানিবার জন্য তাঁহাদিগের কৌতূহল হইল। এই চারি জনের মধ্যে এক জনের অস্থি যোজনা, এক জনের মাংস যোজনা, তৃতীয়ের রক্ত সঞ্চার এবং চতুর্থের প্রাণ সঞ্চার বিদ্যায় অধিকার ছিল। সকলের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রথমোক্ত পর্য্যটক মৃত জন্তুর সমুদায় অস্থি গুলি সংযোজনা করিয়া একটী কঙ্কাল সজ্জিত করিলেন। তখন দ্বিতীয়টী তাহাতে মাংস এবং তৃতীয়টী রক্ত যোজনা করিলেন। জন্তুটী দেখিতে দেখিতে একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্র বলিয়া প্রকাশিত হইল। তখন এরূপ দুর্দ্দান্ত জন্তুকে জীবন দান করিয়া তাঁহারা ভয়ঙ্কর বিপদ্ আনয়ন করিবেন কি না, ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন এতদূর করিয়াছেন, কৌতূহল সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিবার জন্য এবং চতুর্থ ব্যক্তির বিদ্যা পরীক্ষার জন্য জন্তুশরীরে জীবন দানের জন্য সকলে সমুৎসুক হইলেন। জীবন দান করিবা মাত্র দুর্দ্দান্ত পশু আপনার ভয়ঙ্কর বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রথমতই জীবনদাতাদিগকে আক্রমণ করিল এবং পরে আরও শত সহস্র লোকের উপর পড়িল। চারি জন ব্যক্তি যাহাকে উৎপন্ন করিয়াছিল, তখন চারি শত ব্যক্তি তাহাকে দমন করিতে পারিল না এবং জনসমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইল।

গল্পে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, ধর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে তাহার সত্যতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। প্রথমে দুই চারি জন ব্যক্তি মিলিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে বা দলকে ধর্ম্মক্ষমতা প্রদান করেন, সেই ব্যক্তি বা দল প্রথমে নিতান্ত নিরীহ ও নির্জ্জীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কালে তাহারা প্রভূত বল প্রাপ্ত হইয়া জনসমাজে ভয়ানক অত্যাচার উপস্থিত করে। দুই চারি জন ব্যক্তি প্রথমে যাহাকে ধর্ম্মক্ষমতায় ভূষিত করিয়াছিল, পরে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহার ভয়ে কম্পিত এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়াও তাহার বিনাশসাধনে সমর্থ হয় না। আর্য্যগণ প্রথমে যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া সরস্বতীতীরে বাসস্থাপন করেন, তখন তাঁহাদিগের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল, ব্রাহ্মণগণের প্রতাপ কিছুই ছিল না। কিন্তু একটী শ্রেণীর হস্তে ধর্ম্মের রক্ষণ ও যাজনভার সমর্পণ করাতে তাহার ক্ষমতা শেষে এতদূর দাঁড়াইল যে তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবার বিধি হইল, এক গাছা সূত্রের ভয়ে কত কত রাজা ও সাধারণ লোককে শশব্যস্ত হইতে হইল। পৌরহিত্যের অত্যাচারে সমুদায় ভারত প্রপীড়িত।

ক্ষুদ্র জনসমাজ প্রথমে যে ব্রাহ্মণের ক্ষমতা সৃজন করিয়াছিল, পরে বৃহৎ জনসমাজও তাহার অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতেছে না।

ইউরোপখণ্ডে পোপের এত অসীম ক্ষমতা কোথা হইতে হইল? তাঁহার চরণতলে রাজা ও সম্রাটদিগের মুকুট অবলুণ্ঠিত, তাঁহার বাক্য ঈশ্বরবাণী বলিয়া পূজিত, তাঁহার বিরুদ্ধে একটী বাক্‌স্ফূর্ত্তি করে কাহার সাধ্য? খৃষ্টানগণ প্রথমে পিটারের আসনে এক জনকে বসাইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া মানিলেন, কালে তিনিই তাঁহাদিগের ধন প্রাণ ধর্ম্ম ও স্বাধীনতার একাধিপতি হইয়া তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছাচার করিতে লাগিল। পোপের ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে দমন করিবার জন্য কত চেষ্টা, পরিশ্রম, সংগ্রাম ও রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত করিতে হইল! সকল ধর্ম্মসমাজেই ধর্ম্ম ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার হইয়া জনসমাজের বিষম ভীতি ও অনিষ্টের কারণ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত শিশু, এখন ইহার ক্ষমতার উন্মেষ হয় নাই। কিন্তু এ সমাজেও ধর্ম্মক্ষমতা অপব্যবহারের কারণ সম্পূর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই আশঙ্কা নিবারণার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আবির্ভূত হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণী বিশেষ অসীম ক্ষমতাপন্ন হইয়া পরে তাহারই ভয়ে সমুদায় জনসমাজকে কম্পান্বিত হইতে না হয়; সাধারণের সমবেত ক্ষমতার উপর ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের ক্ষমতা প্রবল না হয় এবং সাধারণের স্বত্বাধিকার হইতে কেহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে না পারে, এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধন জন্য ইঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সাধারণ সমাজ সেই জন্য নিয়ম তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহার গঠন প্রণালী ও নিয়মাবলী যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন, ইহাতে ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের আধিপত্য লাভের স্থান নাই। কেহ অনুচিত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া সাধারণের উপর অত্যাচার করিবার প্রয়াস পাইলে তাঁহাকে অনায়াসে দমন করিবার ক্ষমতা সাধারণের হস্তে রহিয়াছে। যাঁহার যে গুণ ও ক্ষমতা আছে, তাহা একত্র করিয়া সকলে সাধারণ সমাজের উন্নতির সহায়তা করুন, ইহা সাধারণের সম্পত্তি, চিরকাল সাধারণের স্বাধীনতা ও স্বত্বাধিকার রক্ষা করিয়া সকলের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবে।

পরে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিলেনঃ—

মহাভারতে লিখিত আছে, যদুবংশীয় কুমারগণ ক্রীড়া প্রসঙ্গে শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া সমাগত ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষিগণ! ইঁহার গর্ভে কি সন্তান হইবে? দিব্যচক্ষু ঋষিবৃন্দ যদুকুল ধুরন্ধরদিগের পরিহাস অবগত হইয়া বলিলেন, ইহার গর্ভে কুলনাশক মুষল প্রসূত হইবে।

যদুকুলতিলক কৃষ্ণ ও বলরাম শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নগরে প্রচার করিয়া দিলেন কেহ সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করিতে পারিবে না।

কিছু দিন পরে রামকৃষ্ণ প্রভাস তীর্থে গমন করেন, সেখানে যদুকুমারগণ অপরিমিত সুরাপান করিয়া উন্মত্ত হইলেন, এবং পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যদুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ যদুবীরদিগের বিয়োগজনিত শোক যন্ত্রণায় কাতর হইয়া সমাধি যোগে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই সময়ে মহামনা অর্জ্জুন দ্বারকায় উপনীত হইয়া শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া যদুকুল রমণীদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে পঞ্চাল প্রদেশে কতকগুলি দস্যু আসিয়া বলপূর্ব্বক যদুরমণীদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া চলিল। অর্জ্জুন গাণ্ডীবে জ্যা-যোজনা করিতে সক্ষম হইলেন না, এবং দিব্যাস্ত্রসকল তাঁহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল না। অর্জ্জুন নিতান্ত অপমানিত হইয়া মলিন বদনে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

বেদব্যাস বলিলেন, অর্জ্জুন! শোক করিও না, সমস্তই কাল সাপেক্ষ। কালে লোকের উন্নতি হয়, কালে অবনতি হয়। যদুবংশীয়েরা ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগের হইতে বলবীর্য্য প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন ভক্তিসাধকের কতকগুলি বাধা আছে। তাহার মধ্যে একটীর নাম তরঙ্গ-রঙ্গিণী। লোকে ভক্তসাধক বলিয়া নানা প্রকারে দান করিতেছে, ভক্ত ধনবান হইলেন। ক্রমে অর্থে আসক্তি জন্মিল। বড় মানুষ হইতে অভিলাষ হইল, সুতরাং সাধক সংসার সাগরের তরঙ্গে পড়িয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন। এজন্য ইহাকে তরঙ্গ-রঙ্গিণী কহে। প্রথমে যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, তখন ব্রাহ্মসমাজকে স্বর্গ বোধ করিতাম। ব্রাহ্ম নাম শুনিলে আহ্লাদ হইত, দশ ক্রোশ ব্যবধানে এক জন ব্রাহ্মভ্রাতা বাস করিতেছেন, ইহা শ্রবণ মাত্র পদব্রজে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। যত দিন আদি সমাজের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তত দিনই ব্রাহ্মসমাজের শান্তির অবস্থা ছিল।

কেশব বাবু প্রভৃতি আমরা কয়েক জন ব্রাহ্মভ্রাতা আদি সমাজ হইতে পৃথক হইয়া দুঃখীর বেশে দেশে দেশে প্রাণপণে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। সকলে আগ্রহ ও আহ্লাদ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যে চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইল।

ক্রমে প্রচারকদিগের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হইল, অনেকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, কুটীর ছাড়িয়া অট্টালিকায় উঠিলেন, দ্বারে দ্বারবান নিযুক্ত হইল, এই তরঙ্গ রঙ্গিণীর মধ্যে পড়িয়া প্রচারকগণ ডুবিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদিগের মনে অহঙ্কার হইল, মনে করিলেন আমরাই ধার্ম্মিক আর কেহ ধার্ম্মিক নাই। ধর্ম্ম জীবন্ত সর্প। ইহাকে লইয়া ক্রীড়া করা মহা বিপদের কারণ। প্রচারকগণ সেই জীবন্ত সর্পের সঙ্গে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যাহা বলিবেন ও করিবেন তাহাই ধর্ম্ম, ধর্ম্ম আর কিছু নহে।

অদ্য পৌত্তলিকতা পাপ, কল্য তাহা ধর্ম্ম। কারণ কেশব বাবুর কন্যার বিবাহে পৌত্তলিকতা হইল তাহা অধর্ম্ম হইতে পারে না।

এই রূপে কেশব বাবুও তাঁহার শিষ্যগণ ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতার অপব্যহার করিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাদিগের হইতে স্বর্গের শক্তি কাড়িয়া লইলেন। দয়াময় ঈশ্বর জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ইহা তাঁহার প্রতিজ্ঞা। এজন্য ধর্ম্ম প্রচার শক্তি তিনি স্বর্গে লুকাইয়া রাখিলেন না, সেই মহতী স্বর্গীয় শক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রূপে পরিণত করিলেন। ব্রাহ্মবন্ধুগণ! সাবধান, যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অবিচলিত রাখিতে চান, তাহা হইলে সকলে একহৃদয় এক প্রাণ হউন। যিনি যত কার্য্য করিতে পারেন করুন, কিন্তু কেহই স্বীয় স্বীয় কার্য্যের সফলতা দেখিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিবেন না। কাহারও কার্য্যকে ছোট কার্য্য মনে করিবেন না। পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করিবেন। ভক্তির সহিত উপাসনা করিবেন, সাধন ভজন করিবেন, কিন্তু তরঙ্গ রঙ্গিণীতে ডুবিবেন না। আপনারা যে শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করুন। শক্তির অপব্যবহার করিয়া শক্তিহীন হইবে না।

যদুবংশের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজ ধ্বংস হইবে না, কিন্তু যিনি জীবন্ত সর্প ধর্ম্ম লইয়া ক্রীড়া করিবেন তিনি সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিবেন।

সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নাম ঘোষণা করুন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্বীয় মহিমা বিস্তার করিবে। আমরা দলের সৃষ্টি করিব না, হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিব না। কোন মনুষ্য আমাদিগের নেতা হইতে পারিবেন না। এক মাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বর আমাদিগের একমাত্র নেতা।

আমরা প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিব, অথচ প্রত্যেকে পরস্পরের শাসনাধীন থাকিব। প্রকৃতির মধ্যে যেমন একতা এবং বিচিত্রতা আছে, আমাদিগের মধ্যেও সেই রূপ একতা এবং বিচিত্রতা থাকিবে। আংশিক ধর্ম্মভাবকে আমরা উৎসাহ দিব না ধর্ম্মের পূর্ণ ভাবই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য।

দয়াময় ঈশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক, তিনি কৃপা করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করুন।"

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা লক্ষিত হয়। একজন সুনিপণ চিত্রকর একটী ছবি দেখাইয়া আবরণের মধ্যে বসিয়া আর একটী সুন্দর ছবি আঁকিতেছেন প্রথম ছবিটী দেখা শেষ হইল, হঠাৎ আবরণ তুলিয়া ভিতরের সেই সুন্দরতর ছবিটী দেখাইলেন। আবার আবরণের মধ্যে আর এক সুন্দর ছবি আঁকিতে লাগিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হইলেই আবরণ তুলিয়া তাহাই সম্মুখে ধারণ করিলেন। এইরূপ নবতর সুন্দরতর ছবি প্রদর্শনেই চিত্রকর নিযুক্ত রহিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমকার ভাব এক প্রকার ছিল, তাহা যখন নির্জীব প্রায় হইয়া আসিল, অনেকে মনে করিল ইহার জীবন এই বারেই শেষ হইল, তখন ঈশ্বর আর এক ভাবে ব্রাহ্মসমাজকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিলেন। যখন তাহার প্রভা ম্লান হইল, উজ্জ্বলতর বর্ণে ইহার ছবি আঁকিয়া সর্ব্বসমক্ষে ধারণ করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এত দিন আবরণের মধ্যে চিত্রিত হইতেছিল, ঈশ্বর তাহা যেন যথা সময়ে সকলের চক্ষের নিকট প্রকাশ করিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের ভাব ও কার্য্য দর্শন করেন, তাঁহারা ইহার পরিণাম বিষয় সর্ব্বদা আশঙ্কা করেন। কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বর যখন ইহার মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন ইহা নব জীবন পূর্ণ হইয়া নব ভাবে সংগঠিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুপ্রকাশিত হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহা এখন বহুদিনের চিত্রিত ছবির ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে একবৎসর পূর্ব্বে কল্পনাতেও কে ইহাকে আনিতে পারিয়াছে? যাঁহারা ইহার এক একটী অঙ্গ হইয়া সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা কে কোথায় ছিলেন? এত বিসদৃশ পদার্থ সকল সম্মিলিত হইয়া আশ্চর্য্য গূঢ় ঘটনা পরম্পরা সংঘটিত হইয়া ইহার বর্ত্তমান আকার নির্ম্মিত ও কার্য্য নিয়মিত হইয়াছে যে তাহার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত জাজ্বল্যমান প্রকাশিত। গত এক বৎসরের মধ্যে এই সমাজ দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা ইহার অঙ্গীভূত লোকদিগের দ্বারা কোন কালে সম্পন্ন হইতে পারিবে তাহা অন্যে কি, তাঁহারা নিজে কখনই আশা করি পারেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের হস্তে অসম্ভব সম্ভব হয়; তাঁহার ইচ্ছাস্রোত আপনার কার্য্য আপনি সম্পন্ন করিয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ইতি মধ্যে অতি অল্প কার্য্য করিয়াছেন এবং এক বৎসরের মধ্যে অধিক কি আশা করা যাইবে? কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই অল্প সময়ের মধ্যে যে ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন, তদুপরি শত শত বৎসরের কার্য্য সংসাধিত হইতে পারিবে। ব্রাহ্মসমাজে সাধারণ ব্রাহ্মগণের স্বত্বাধিকার স্থাপন করা, সাধারণের মধ্যে সম্মিলন সূত্র বন্ধন করা এবং কোন মনুষ্য নেতার অধীন না হইয়া সাধারণে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সাধারণ হিতার্থ কার্য্য করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মগণ যদি সচেতন থাকিয়া স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জগতে একটী অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া সমাদৃত হইবে এবং যাঁহারা ইহার অঙ্গীভূত হইয়া ইহাকে পবিত্র নিষ্কলঙ্ক ভাবে রক্ষা করিবেন তাঁহাদিগের অশেষ কল্যাণ লাভ হইবে। ঈশ্বর এক মাত্র নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার পবিত্র অভিপ্রায় পথে উৎসাহ সহকারে ও অকুতোভয়ে বিচরণ করুন. সাধারণ সমাজের ভবিষ্যৎদৃশ্য অধিকতর মনোহর ভাবে প্রকাশিত হইবে।"

স্তুতি ও প্রার্থনা।

মেদিনীপুর গোপগিরিতে ব্রহ্মোপাসনা।

হে অখিল নাথ! কোথায় তুমি নাই। নির্জ্জন গহনে, কি সজন নগরে; সুনীল সাগর তরঙ্গে, কি মহোচ্চ পর্ব্বত

শৃঙ্গে; শস্যপূর্ণ প্রান্তরে কি নীরস মরুভূমিতে. কোথায় তুমি নাই। সাগরপর্ব্বতকানন সমন্বিত এই বিশাল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তোমার প্রকাশ! আবার সুনীল আকাশ পথে অগণ্য গ্রহ তারকাপুঞ্জে তোমারই প্রকাশ। তুমি কোথায় নাই? এই যে জনশূন্য ক্ষুদ্র পর্ব্বতে বসিয়া আমরা তোমার উপাসনা করিতেছি. এখানেও তুমি। হে প্রভো! তোমাকে যেন সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া কৃতার্থ হই। তুমি বামে, তুমি দক্ষিণে, তুমি উর্দ্ধে, তুমি অধোতে তুমি সম্মুখে তুমি পশ্চাতে; তুমি ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ হইয়া স্থিতি করিতেছ। তুমি আমাদের নিকট। তুমি আমাদের যত নিকট এত নিকটে আর কিছুই নয়। মৎস্য সকল যেমন জলে মগ্ন হইয়া আছে; আমরা সেইরূপ তোমাতে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু ইহা বলিলেও হইল না। তুমি আমাদের এত নিকটে যে কোন দৃষ্টান্তেই তাহা বুঝা যায় না। আমরা তোমাতে, তুমি আমাদিগের মধ্যে। জড় জগৎ আমাদের শরীরের তত নিকট নহে, তুমি আমাদের আত্মার যত নিকট।

সকল জগৎ তোমার গুণ সংকীর্ত্তন করিতেছে। নদী পর্ব্বত, সাগর, কানন, গ্রাম, নগর, এক মহানিনাদে তোমার গুণ গান করিতেছে; আকাশ যেন তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে। যিনি তোমার প্রেমে প্রেমিক, তিনি শুনিতে পান ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থান হইতেই তোমার মহিমা কীর্ত্তন উত্থিত হইতেছে। এই প্রতি নক্ষত্র তোমার মহিমা গান করিতেছে, সৌরজগৎ হইতে সৌরজগতে তোমার মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। এই ক্ষুদ্র গিরিও তোমার মহিমা গান করিতেছে, এই তরুলতা সকল;—এই সুন্দর পক্ষী সকল তাহারই সঙ্গে তান ধরিয়াছে। হে প্রভো! আমরা জ্ঞান ধর্ম্মে অধিকারী মনুষ্য হইয়া কি এই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাসংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া জন্ম সার্থক করিব না?

প্রাচীন মহর্ষিগণ, এই প্রকার নির্জ্জন প্রদেশে, কাননে বা পর্ব্বতে বসিয়া তোমার অর্চ্চনা করিতেন, আমরা তাঁহাদের সন্তান পরম্পরা; অদ্য আমরা তাঁহাদের ন্যায় এই সুন্দর নির্জ্জন প্রদেশে তোমার পূজা করিতেছি। তাঁহাদের মুখ হইতে যে "সত্যং জ্ঞান মনন্তং" মহাবাক্য সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিনিঃসৃত হইয়াছিল, আমরা অদ্য এখানে তাহাই উচ্চারণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।

আহা! এস্থান কেমন মনোহর! এই পর্ব্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে তাহার কি সুন্দর শোভা! হে প্রভো! এই নদীর নির্ম্মল জলের ন্যায় আমাদের হৃদয়কে নির্ম্মল কর। এই নদী যেমন নিরন্তর আপনার গম্য স্থানের দিকে ধাবমান হইতেছে, আমাদের জীবন নদীও সেই রূপ অবিশ্রান্ত গতিতে অনন্তকাল সাগরের দিকে ধাবিত হইতেছে। নদী আপনার পথে যাইতে যাইতে সংসারের কতই হিতসাধন করিতেছে। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ জীবকে তৃষ্ণার জল দান ক্ষুধার অন্নদান করিয়া নদী আপনার পথে চলিয়াছে। হে প্রভো! আমাদের জীবন কি সেই রূপ হইবে? যেমন আমরা জীবন পথে চলিয়া যাইব, তেমনি কি আমাদের উভয় পার্শ্বের লোকসকল আমাদের জীবন দ্বারা উপকৃত হইবে? হে প্রভো! এই নদীর ন্যায় জগতের সেবা করিতে করিতে আমাদের এই জীবন নদী কি প্রবাহিত হইয়া অনন্তকাল সাগরে গিয়া মিশিবে না? এইতো হৃদয়ের আশা। এ আশা কি পূর্ণ হইবে নাথ!

এই গোপগিরিতে তোমার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। গোপগিরি মনে হইলেই তোমার উপাসনা মনে হয়। যে সাধু এই পর্ব্বতের নামের সহিত উপাসনার সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তিনি ধন্য। এই পবিত্র গোপগিরিতে অনেকবার তোমার উপাসনা হইয়াছে; তোমার নাম কীর্ত্তন হইয়াছে। আমরা অদ্য এখানে তোমার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। হে প্রভো! নমস্কার! তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার!

সঙ্কীর্ত্তন।

চঞ্চল অতি, ধাওল মতি, নাথ তরে ভব ভুবনে,
শশী ভাস্কর, তারা নিকর, পুছত সলিল পবনে।
(ও কেউ দেখেছ না কি, আমার হৃদয়নাথে)
হে সুরধুনী, সাগর-গামিনী, গতি তব বহুদূরে (সাগর সম্ভাষিতে)
হেরিলে কি তুমি, ভরমিয়া ভূমি, যাঁর তরে আঁখি ঝরে।
(তোমার ধারার মত)
মিহির ইন্দু, কোথা সে বন্ধু, দিটি তব বহু দূরে,
(গগন মাঝে যে থাক) (বল্‌লে বল্‌তেও পার)
হেরিছ নগর, সরসী সাগর, নাথ মম কোন্ পুরে?

ব্রাহ্মসমাজ।

সুদূরবর্ত্তী বাঙ্গালোরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, তাহা অতি আনন্দকর। তথায় তিনটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী তদ্দেশবাসী একটী সৈনিক দল লইয়া সংগঠিত। গত ৩১এ মে ইহার অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালোরের ব্রাহ্মগণ একটী উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ উদ্যোগী হইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে কতক টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন, এ অঞ্চল হইতেও চাঁদা সংগ্রহের জন্য প্রার্থনাপত্র পাঠাইয়াছেন। আমরা আশা করি বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ এই শুভ উদ্দেশে বাঙ্গালোরস্থ ব্রাহ্মগণকে যথা সাধ্য সাহায্য প্রদান করিবেন।

মান্দ্রাজে পণ্ডিত বসন্তরাম হিন্দু ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বিষয়ে ইংরাজীতে যে একটী বক্তৃতা করেন, তাহার মুদ্রাঙ্কিত কয়েক খণ্ড পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির সাহায্য দানার্থ মুক্তহস্ত। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণে ইতিপূর্ব্বে তিনি ৫০০ টাকা দান করেন। ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়া ৮০০ টাকা ঋণ হইয়াছে কোথা হইতে সংবাদ পাইয়া এই

ঋণ পরিশোধের জন্য দার্জ্জিলিং হইতে বাবু শিবচন্দ্র দেবের নামে এক চেক পাঠাইয়াছেন। এই অযাচিত বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শিবচন্দ্র বাবু যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা স্থানাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজের গৃহ সংস্কারার্থ বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। এই প্রাচীন সমাজটী অনেক কাল মুমুর্ষুপ্রায় ছিল, ইহার পুনরুজ্জীবনের বার্ত্তা শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কোন্নগরের নিকটে "সাধন কানন" বলিয়া বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যে উদ্যান ছিল এবং যাহা তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের জন্য উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, তাহা সম্প্রতি বিক্রীত হইয়াছে।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুর বাগআঁচড়া ও যশোহর ভ্রমণ করিয়া গত সপ্তাহে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, তিনি ঢাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঁকীপুরে কয়েক দিবস বক্তৃতা ও উপাসনাদি করেন, তৎপরে এলাহাবাদ আগ্রা ও টুণ্ডলা হইয়া গত ১১ই জুন লাহোরে পৌঁছেন। কয়েক দিবস তথায় অবস্থিত করিয়া অমৃতসরে গমন করিয়াছেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি রাজা রামমোহন রায়ের সহচর স্থবিরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম বাবু চন্দ্রশেখর বসু অল্পদিন হইল মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাঁহার অটল উৎসাহ ছিল।

বাবু পদ্মহাস গোস্বামীর মৃত্যুতে বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু গুরুনাথ দত্ত সাধারন ব্রাহ্মসমাজের স্থানীয় এজেন্ট হইয়াছেন।

বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ শিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থানে ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি শান্তিপুর ও রাণাঘাটেও ব্রাহ্মদিগকে লইয়া উপসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন।

শান্তিপুরে বাবু হলধর মল্লিকের (বাগআঁচড়া নিবাসী) তৃতীয় পুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠান গত ৫ই জুন সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু গণেশ চন্দ্র ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পূর্ণিয়া প্রার্থনাসমাজের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব গত ৮ই জুন রবিবার হইতে তিন দিবস ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত গমন করেন। বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্তের বাটী সংলগ্ন বাঙ্গালায় উৎসব সুসম্পাদিত হয়। রবিবার প্রাতে উপাসনা ও ধর্ম্মজগতে নিদ্রাভঙ্গের আবশ্যকতা বিষয় উপদেশ হয়। মধ্যাহ্নে শাস্ত্র পাঠ আলোচনা ও কথোপকথন হয়। অপরাহ্নে উৎসব স্থলে ২০০ শতাধিক ভিক্ষুকের সমাগম হয়, তাহাদিগকে ।০, ৶০, ।০ আনা করিয়া পয়সা দান করা হয় এবং ৫০ জন অন্ধ খঞ্জকে এক এক খানি কম্বল বিতরণ করা হয়। তৎপরে ময়দানে অনাবৃত স্থলে পণ্ডিত বনয়ারি লালও পণ্ডিত কানাইলাল পাঁড়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দী ভাষায় এক একটী বক্তৃতা করেন। রাত্রিকালে যথারীতি উপাসনা হয় এবং "পূর্ণতা জীবনের লক্ষ্য" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। সোমবার প্রাতে উপাসনা ও প্রীতিই ধর্ম্মের সার এই বিষয়ে উপদেশ হয়। রাত্রিকালে পুনরায় উপাসনা এবং ধর্ম্মের কঠিন ও সহজ ভাব বিষয়ে উপদেশ হয়। মঙ্গলবার প্রাতে উপাসনা ও বিশ্বাস ধর্ম্ম জীবনের প্রধান অবলম্বন এই বিষয়ে উপদেশ হয়। রাত্রিকালে বাঙ্গালায় একটী বক্তৃতা হয়, বিষয় "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের আবশ্যকতা। স্থানীয় কয়েকটী পদস্থ লোক ও অন্যান্য শ্রোতৃগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেরিত। (১)

২। দ্বিতীয় দোষ—ব্যভিচার। ব্যভিচার দোষ যে সময় সময় ব্রাহ্মসমাজকে স্পর্শ করে নাই, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হয়। ব্যভিচার ঘটিয়াছে ইহা যেমন সত্য, তাহা স্থানে স্থানে শাসিত হয় নাই বরং প্রশ্রয় পাইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ সত্য। দেখা গিয়াছে এরূপ স্থলে যিনি জানিতে পান, তিনিই বলেন "চুপ",—"নিজেদের দোষ—গৃহ ছিদ্র—ইহা বলিতে নাই।" এইরূপ "চুপ চুপ" করিতে করিতেই চুপে চুপে রোগ বদ্ধমূল হইয়াছে; এবং কোথাও কোথাও তাহা প্রকাশ পাইতেছে। দোষ যাহা তাহা নিজের হউক বা অন্যের হউক, সকলের পক্ষেই দোষ। সততা চতুরতার

(১) ব্রাহ্মসমাজ এখন একটী প্রকৃত সমাজ রূপে গঠিত হয় নাই, সুতরাং ইহার মধ্যে সামাজিক শাসন অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই, একারণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সমধিক স্বেচ্ছাচারিতা এবং তজ্জনিত কুফল লক্ষিত হইবে আশ্চর্য্য নহে। এ দোষ সকল প্রবল হইয়া শিশু সমাজকে বিনষ্ট না করে তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। কিন্তু কোন ব্যক্তি বা স্থান গত দোষকে গত ব্রাহ্মসমাজের দোষ বলিয়া উল্লেখ করিলে অন্যায়োক্তি হয়। ইহাতে দুইটী অপকার হইয়া থাকে (১) যে সমাজ পবিত্রতার আদর্শে এবং বিশুদ্ধ সামাজিক পদ্ধতিতে গঠিত হইবার উপক্রম করিতেছে তাহা আত্মমর্য্যাদা হারাইয়া নিরুৎসাহ ও ভগ্ন হইয়া পড়ে। (২) বাহিরের লোকে ইহাকে যথার্থই কলঙ্কের আধার মনে করিয়া ইহার সীমাস্পর্শ করিতে শঙ্কিত হয়। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যদি কোথায়ও কোন বিশেষ দোষ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কখনও তিষ্ঠিতে পারিবে না। ব্রহ্মসাধারণ মত বজ্রধ্বনিতে ইহাকে বিতাড়িত করিবে এবং চতুর্দ্দিকস্থ জনসমাজ যাহাদিগের সহস্র চক্ষু ব্রাহ্মদিগের দোষ দর্শনে ও দোষানুসন্ধানে নিযুক্ত তাহারা বিদ্রূপ ও ঘৃণা দ্বারা ইহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক দমন করিতে ত্রুটি করিবে না। যাহাহউক ব্রাহ্মসমাজে সর্ব্বত্র এরূপ উত্তাপ থাকা আবশ্যক যে দোষী ব্যক্তি ইহার মধ্যে আসিয়া সংশোধিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। স।

আশ্রয় লইলেই, ধর্ম্ম বিদায় গ্রহণ করে; এবং এই নিমিত্তই ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম অনেক সময়ে অধিকারভ্রষ্ট হয়। যাহা হইবার হইয়াছে, এখনও সতর্ক হইলে পরিণাম রক্ষা পায়। যাহারা ঘটনাচক্রে পড়িয়া একবার কলুষিত হইয়াছেন, সমাজ তাহাদের সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত থাকা কল্যাণকর; এবং ন্যায়তঃ তাহাদিগকে সমাজের কোনও কোনও অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য। আর যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বারম্বার অথবা প্রতিনিয়ত, ব্যভিচারে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাহাদিগকে সমাজ মধ্যে গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য।

৩ য় দোষ—স্বেচ্ছাচার বা যথেচ্ছাচার। সকল দেশে, সকল সমাজেই, পরস্পর সামাজিক আচার ব্যবহারের অনুমোদন ও প্রতিবন্ধকতা, অধিকার ও অনধিকার আছে। কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে দেখি বাধাশূন্য সুবিধা ও অনধিকার শূন্য অধিকার বিরাজ করিতেছে। পরস্পরের ব্যবহারের সর্ব্বত্রই নির্দ্দিষ্ট সীমা রহিয়াছে, সেই সীমাতিক্রমণ দোষাবহ। সীমা নির্দ্ধারণ যে সহজ ব্যাপার নয়, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে সীমা নির্দ্ধারণ যে একান্ত অসাধ্য নয় ইহাও প্রমাণ করা যাইতে পারে। মনে করুন কোন অবিবাহিত যুবক অবিবাহিতা কুলকন্যার পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত তাহার নিকট প্রণয়সূচক পত্র লিখিতেছে, বিবাহ প্রস্তাব করিতেছে, প্রেমোচ্ছ্বাস-সুলভ কবিতা দ্বারা অবোধ অবলার কোমল প্রাণে প্রেমোদ্দীপন করিতেছে, কোথাও তাহারা নির্জ্জনে প্রণয় প্রসঙ্গ করিতেছে, অথবা সুদূর পরিভ্রমণ করিতেছে; ইত্যাদি। এই প্রকারের অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যায়, যাহা পাশ্চত্য সভ্যতার মাহাত্ম্যবলে ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে; অথচ যাহাতে আপাততঃ বহির্দৃষ্টিতে কোন দোষ পরিলক্ষিত হয় না; বরং যিনি দোষ করিতে যান, অথবা সন্দিগ্ধ কটাক্ষ পাত করেন, ব্রাহ্মেরা তাহাকে কলুষিতমনা বলিয়া তিরস্কার করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এতাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার যখন কুত্রাপিও সুফল প্রসব করে নাই, তখন ইহা ভয়াবহ ও অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হওয়া সঙ্গত কি না? আমার বিবেচনায় কেবল মাত্র দুই শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা এবম্ভূত যথেচ্ছাচারের পোষকতা করিয়া থাকেন। এক শ্রেণী নির্ব্বোধ, অপর, চতুর দুশ্চরিত্র। নির্ব্বোধ ব্যক্তি সূক্ষ্মদর্শন বর্জ্জিত, সুতরাং মৌলিক দোষ দর্শনে অক্ষম; পক্ষান্তরে চতুর-দুশ্চরিত্র ব্যক্তি সতত গূঢ়াভিলাষ সিদ্ধির সুযোগান্বেষী, সুতরাং স্বাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দোষ সমর্থন পটু। প্রথম শ্রেণী কৃপাপাত্র, দ্বিতীয় শ্রেণী দণ্ডার্হ। ব্রাহ্মসমাজে প্রথম শ্রেণী লোক বহুতর, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকও নিতান্ত বিরল নহে। কিন্তু বলুন দেখি অন্ততঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন্ ব্যক্তি কোন্ দিন কোন্ প্রকারের সামাজিক শাসনে শাসিত অথবা অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন? আমি ত দেখি না। পক্ষান্তরে দেখা যায় যে ব্রাহ্মসমাজে চতুর দুশ্চরিত্র লোকেই মুক্তকণ্ঠ, উন্নতগ্রীব এবং স্ফীতবক্ষ।

৪ চতুর্থ দোষ;—ব্রাহ্মসমাজ পতিত-পাবন ও অবারিত দ্বার। যে স্থান হইতে, যে অবস্থায়, যে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মদের দলভুক্ত হইতে চাহেন, তিনিই সিদ্ধকাম হন এবং ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকা বলিয়া সাদরে পরিগৃহীত হন। মিথ্যাবাদী, সুরাপায়ী, উৎকোচগ্রাহী, ব্যভিচারী প্রভৃতি সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিও যদি একবার নিমীলিত নেত্রে উপাসনা দেখাইতে পারেন, এবং "সাধনা ভ্রাতৃভাব, বৈরাগ্য সাধন" প্রভৃতি কয়েকটা "গদ বান্ধা" কথা কণ্ঠস্থ রাখিতে পারেন, তবেই তাঁহার "সাত খুন মাপ"। সে ব্যক্তি সর্ব্বত্র সালিঙ্গনে অভ্যর্থিত ও সকল পরিবারে সাদরে পরিগৃহীত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল যে, যতই সময় অতিবাহিত হইতে থাকে, ততই এতাদৃশ ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় বিভৎসমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

ব্রাহ্মসমাজে কি এই প্রকারের লোক পরিগৃহীত হয় নাই? হইয়াছে, এবং তাহাদের সংখ্যাও অল্প নয়, পরন্তু তাহারা এতাদৃশ অনুষ্ঠান করিতেও ক্রটী করেন নাই, যাহাতে বর্ত্তমান সময়ে অনেক সচ্চরিত্র ব্রাহ্মই তাহাদের দলস্থ এক জন বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন, অথবা হওয়া উচিত। অনেক পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইবে ব্রাহ্ম সমাজ কতক পরিমাণে রমুলসের রোম নির্ম্মাণের ন্যায় নির্ম্মিত হইতেছে। যদি ঘটনা এইরূপই চলিতে থাকে, এবং ব্রাহ্মেরা ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন না করেন, তবে শীঘ্রই এবম্ভূত সমাজের উচ্ছেদ সাধিত হইবেন!

২৩এ বৈশাখ ১২৮৬ সাল ঢাকা। একজন ব্রাহ্ম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহনির্ম্মাণার্থ-সাহায্য।

ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত	১৪:৮৯৷৷০
শ্রীযুক্ত বাবু হরমোহন বসু, ময়মনসিংহ	১০০
,, ,, কানাইলাল পাইন, কলিকাতা	৩০
,, ,, প্রসন্নকুমার বসু, ফরিদপুর	২৫
,, ,, বিশ্বনাথ রায়, লক্ষ্ণৌ	৫০
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতক্ষিরা	৪০
,, ,, শ্রীনাথ দত্ত, বিশ্বনাথ আসাম	১০০
,, ,, হরিচরণ রায় কবিরাজ, কলিকাতা	১৫০
,, ,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্বার	১০
,, ,, যাদবচন্দ্র গোস্বামী, বসিরহাট	৩০০
,, ,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, দারজিলিং	৫০
,, ,, উপেন্দ্রনাথ মিত্র এবং তাঁহার পরিবার, কলিকাতা	৫০
,, ,, শশিভূষণ বিশ্বাস, কলিকাতা	২৫
,, ,, উমাচরণ রায়, ঐ	১০
,, ,, বিপীনবিহারী রায়, ঐ	৬০
,, ,, নীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ	১০
,, ,, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ঐ	১০
,, ,, উমাচরণ দাস, ভবানীপুর	৩০

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র কুয়াঁর, পোষ্টাফিস		১৫
,, ,, নির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ		১০
,, ,, প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ট্রাবেলিং পোঃ আঃ এলাহাবাদ		৫০
,, ,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, তেজপুর		৫০
,, ,, তারকচন্দ্র রায়,	ঐ	২০
,, ,, পদ্মহাস গোস্বামী, নওগাঁও আসাম		৩০
,, ,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার,	ঐ	২০
,, ,, গুরুনাথ দত্ত,	ঐ	১৫
,, ,, হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	৫
,, ,, আনন্দরাম গোস্বামী,	ঐ	২
,, ,, রামদুর্ল্লভ মজুমদার,	ঐ	৫০
,, ,, গোলোকচন্দ্র ঘোষ, শিবসাগর, আসাম		৩০
,, ,, তারণচন্দ্র সরকার, কৃষ্ণনগর		১০০
,, ,, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ	৫০
,, ,, ভগবানচন্দ্র বসু, (মালখানগর)	ঐ	৪০০
,, ,, জে, সি, সরকার,	ঐ	৬০
,, ,, রামতনু লাহিড়ী,	ঐ	১
,, ,, দ্বারিকানাথ সরকার,	ঐ	১২০
,, ,, যদুনাথ রায়,	ঐ	২০
,, ,, বীরেশ্বর মিত্র,	ঐ	৫০
,, ,, প্রসন্নকুমার বসু,	ঐ	২৫
,, ,, বারাণসী রায়,	ঐ	১০
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	২৫
,, ,, চন্দ্রনাথ ঘোষ,	ঐ	৫
,, ,, মৃত্যুঞ্জয় রায়,	ঐ	২৫
,, ,, যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১০
,, ,, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	ঐ	২৫
,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত,	ঐ	২৫
,, ,, আনন্দগোপাল গুঁই, পাবনা		৩
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	২
,, ,, বিপীনবিহারী বাগচী,	ঐ	৩
,, ,, শশিকুমার চৌধুরী,	ঐ	১
মোট		১৬৪৫১॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯ এ জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৩ টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে—

১। ত্রৈমাসিক রিপোর্ট।

২। সভ্য মনোনয়ন।

৩। প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগ বিষয়ক নিয়ম প্রণালী।

৪। বিবিধ।

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৮৭৯। ১ লা জুন } শ্রীশিবচন্দ্র দেব। সম্পাদক।

আগামী ২৯এ জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়দ্বয় বিবেচিত হইবে:—

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের ট্রষ্ট ডিড।

২। প্রচারক দিগের শিক্ষা ও নিয়োগ বিষয়ক নিয়ম প্রণালী

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা। ১৮৭৯। ১লা জুন। } শ্রীশিবচন্দ্র দেব সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	॥০	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	১০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	১০
কৃতজ্ঞতা	১০	১০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93. College Street, Calcutta. June 1879

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ়, রবিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥ মফস্বল ঐ ৩

যাঁহারা বলেন ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে সত্য অপহরণ করিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা ঠিক্ কথা বলেন না। ঠিক কথা বলিতে গেলে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সত্য অপহরণ করিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম সংরচিত হইয়াছে। হিন্দু বলেন তাঁহার শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণতন্ত্র, খৃষ্টান বলেন তাঁহার নূতন ও পুরাতন বাইবেল, মুসলমান বলেন তাঁহার আলকোরাণেই সকল সত্য আছে, তদ্ভিন্ন লোকে সত্য আর কোথায় পাইবে? কিন্তু এই সকল ধর্ম্মপুস্তকে যাঁহাদিগের আবিষ্কৃত সত্য সকল লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহারাত এসকল পুস্তক পাঠ করেন নাই, তাঁহারা সত্য কোথায় পাইলেন? আর ব্যাস মনু বাল্মীকি ও শিব, মুসা ঈসা, ডেবিড, ইসায়া এবং মহম্মদ ইহাঁরা কোন্ উৎস হইতে সত্য লইয়া মনুষ্য লোকে প্রচার করিলেন? সেই উৎসব ব্রাহ্মধর্ম্ম, স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার সত্য ও ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভাবে মনুষ্যের নিকট প্রচার করিলেন, মনুষ্য তাহার সহিত আপনার কল্পনা কামনা প্রভৃতি মিশাইয়া এক এক উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মূলে, ইহা হইতে সকল ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মহাধর্ম্ম সকল ধর্ম্ম অবশেষে বিলীন হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সম্প্রতি "আর্য্য নারী সমাজ" নামে ব্রাহ্মিকাদিগের একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। কেশব বাবুর পদ্ম-কুটীর প্রাসাদে ইহার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই সভা হইতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য কতকগুলি পুরাতন ব্রত গৃহীত ও নূতন ব্রত প্রণীত হইয়াছে—যথা সাবিত্রী ব্রত, লীলাবতী ব্রত, দ্রৌপদী ব্রত, নাইটিঙ্গেল ব্রত, বিক্টোরিয়া ব্রত ইত্যাদি। প্রাচীন ও নব্য রমণীগণের প্রশংসিত এক একটী গুণ উপার্জ্জনের জন্য এ প্রকার সুব্যবস্থা হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু এই সভার নূতনবিধ নামকরণ দেখিয়া আমাদিগের একটু আশঙ্কা হইতেছে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মিকা সমাজের পরিবর্ত্তে যদি এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকে, আশঙ্কা করিবার বিলক্ষণ কারণ আছে। এক্ষণে দেখা যায়, কৃতবিদ্যদলের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতে চান, অথচ হিন্দু নাম পৌত্তলিকতা-সূচক বা মুসলমানদিগের প্রদত্ত অপমানজনক মনে করেন, তাঁহারা 'আর্য্য নামের' আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মদিগের হইতে একটী স্বতন্ত্র দল বলিয়া পরিচয় দিতে চান। ভারতবর্ষীয় সমাজের অধিনায়কদিগের যে কারণে হউক, কুচবিহার বিবাহের পর হইতে 'হিন্দুত্বের' প্রতি সমধিক অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। তাঁহারা একবারে 'হিন্দু' নাম গ্রহণে সাহসী না হইয়া আর্য্য নামে আপনাদিগের নারীগণের সভাকে অভিহিত করিয়াছেন বোধ হয়। ব্রাহ্মনাম অপেক্ষা আর্য্য নাম যে ব্রাহ্মদিগের আকর্ষণের বস্তু হইয়া থাকে, তাঁহারা হিন্দুসমাজ দ্বারা আরও আকৃষ্ট হইয়া কবলিত না হন, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য উন্নত-তর ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকেও অজ্ঞাতসারে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া না ফেলেন এ বিষয়ে যেন সাবধান থাকেন।

সুপ্রসিদ্ধ মনিয়ার উইলিয়মস, কিছু দিন হইল, এথিনিয়ম নামক পত্রে ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে একটী প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাতে এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা সুবিস্তৃত বা সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ না হইলেও ইহার প্রতি তাঁহার চিন্তা ধাবিত ও সদ্ভাব প্রকাশিত দেখিয়া আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও অতি উদার সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে একটী কথা লিখিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ হয়। তাঁহার মতে রাজা সংস্কৃতে সুশিক্ষিত ছিলেন না, পণ্ডিতদিগের সাহায্যে শ্লোকাদি সংগ্রহ করিয়া লইতেন। ইহা রামমোহন রায়ের যশের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। যে রামমোহন রায় ১৮টী ভাষা জানিতেন, বাইবেলের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ জন্য অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া মূল বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বাল্যকালাবধি যিনি সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থ অনুশীলনে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, যিনি শাস্ত্র বিচারে এ দেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়া অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তিনি সংস্কৃতে শিক্ষিত ছিলেন না, এ কথা যার পর নাই বিস্ময়কর। অন্য ইংরাজ একথা বলিলে সহজে হাস্য করা যাইত। মনিয়ার উইলিয়ম্স ইউরোপীয় সমাজে সংস্কৃতে পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন এক ব্যক্তির প্রতি এরূপ অপসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত

ক্ষোভের বিষয়। তাঁহার উক্তির কোন প্রমাণ আছে কি না, আমরা জানিতে চাই।

উপাসনাগৃহের ট্রষ্টডিডের পাণ্ডুলিপি ও তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মসহ এক খানি পত্র ইংরাজীতে মুদ্রিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অভিপ্রায় গ্রহণার্থ তাঁহাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ট্রষ্টডিডের মধ্যে যে যে বিষয় আছে, তাহা বাঙ্গালায় সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছেঃ—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণোদ্দেশে যে ভূমিখণ্ড ক্রয় করা হইয়াছে, তাহা ট্রষ্টিদিগের হস্তে ন্যস্ত হইবে। এই ট্রষ্টিগণ অতঃপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী সাধারণ অধিবেশনে মনোনীত হইবেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হইয়া ভূমি রক্ষা করিবেন। তাঁহারা একটী উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি দিবেন, তথায় কোন প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত সংস্পৃষ্ট না হইয়া এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই উপাসনা হইবে। কিন্তু উপাসনাগৃহের এক বা অধিক আচার্য্য নিয়োগের ক্ষমতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের থাকিবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমতিক্রমে উপাসনাগৃহ কখন কখন নীতি ধর্ম্ম বা সাধারণ হিতকর বিষয়ক বক্তৃতার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ভূমির অবশিষ্ট অংশে আচার্য্য বা প্রচারকদিগের জন্য গৃহনির্ম্মাণ হইতে পারিবে অথবা ট্রষ্টিগণ তাহা অপরকে পাট্টা দিতে পারিবেন, কিন্তু সম্পাদক ও সভাপতির সম্মতি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে ট্রষ্টিগণ এ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। মন্দির ব্যতীত অবশিষ্ট ভূমি বিক্রয়ের ক্ষমতাও ট্রষ্টিদিগের থাকিবে, কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কোন নিয়মিত বা বিশেষ সভার অধিকাংশ সভ্যের নির্দ্ধারণ অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে ট্রষ্টিগণের সে ক্ষমতা থাকিবে না। নূতন সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষমতাও ট্রষ্টিগণের থাকিবে, কিন্তু সে ক্রীত সম্পত্তি সমাজের হইবে। ট্রষ্টিরা ভূমি পাট্টা দিয়া যে সেলামী পাইবেন কিম্বা ভূমি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইবেন, তাহা সম্পাদক ও সভাপতির হস্তে অর্পন করিতে হইবে।

ট্রষ্টিদিগের মধ্যে যদি কোন এক ব্যক্তি বা সকলেই পরলোকগত হন, কিম্বা অবসর গ্রহণে ইচ্ছুক হন অথবা কার্য্য করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ পূর্ব্বানুরূপ ক্ষমতা দিয়া তাঁহাদিগের স্থলে এক বা অধিক ট্রষ্টি নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার দুই তৃতীয়াংশ উপস্থিত সভ্যের মতে উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এক বা সকল ট্রষ্টিকেই অবসৃত করিতে পারিবেন। ট্রষ্টিদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণিত হইল। ট্রষ্টিদিগকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অণুমাত্র অপব্যবহার না হয়, তাহার জন্য যতদূর সাধ্য পূর্ব্বসাবধানতা গ্রহণ করা হইয়াছে।

উদারতা।

যদি ঈশ্বরের অনন্তভাব ও আপনার ক্ষুদ্রতা প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাহাহইলে উদারতা স্বভাবতঃই হৃদয়কে অধিকার করে। উদারতাই ধর্ম্মের পুরস্কার। যাঁহার চিত্ত উদার হয় নাই, তিনি ধর্ম্মের প্রসাদ উপভোগ করিতে অসমর্থ। আমাদের উপাস্য দেবতা ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি জগদ্বাসী সকলের পিতা, সকলের মুক্তিদাতা তিনি মহৎ আমরা সকলে ক্ষুদ্র, তিনি সকলের আশ্রয় আমরা সকলে তাঁহার আশ্রিত, জগতের সকল নরনারী তাঁহার পবিত্র সিংহাসনের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে গলবস্ত্রে পূজোপহার লইয়া সমাগত হইতেছি, পরলোকবাসী, ইহলোকবাসী, সাধু অসাধু, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সকলেই তাঁহার বন্দনা করিতেছি এই চিন্তা আত্মাকে উদার করে, সকল জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, অবস্থাভেদ তুচ্ছ করে। প্রকৃত উদারচিত্ত ব্যক্তির নিকট ব্রহ্মমন্দির ও দেবমন্দিরের প্রভেদ থাকে না, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিচার থাকে না; যে ব্যক্তি যেখানে যে কোন নামে অথবা যে কোনরূপে সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির পূজা করে, উদারচিত্ত ব্যক্তি তাহা দেখিয়া ঈশ্বর প্রেমে উৎফুল্ল হন।

এই পৃথিবীতে মনুষ্যের অবস্থা অসম। কেহ ধনী কেহ দরিদ্র, কেহ পণ্ডিত কেহ অজ্ঞ, কেহ সাধু কেহ অসাধু, অতএব উদারতা ব্যতীত মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিতে পারিত না। ধনীর পক্ষে দরিদ্রের প্রতি উদার ব্যবহার করা যেমন প্রয়োজন, ধনীর সম্বন্ধে দরিদ্রেরও সেইরূপ। জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞদিগের সম্বন্ধে উদার ব্যবহার না করিলে তাঁহার জ্ঞান বৃথা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মহীন লোকদিগের প্রতি উদার ব্যবহার না করিলেও তাঁহার ধার্ম্মিকতা অর্থশূন্য বাক্য হইয়া পড়ে। অনুদার লোকেরা যদিও আপনারা অন্যের সম্বন্ধে উদারতা প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু অন্যেরা তাহাদের সম্বন্ধে উদার ব্যবহার করে তাহা তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এস্থলে অনুদার ব্যক্তিও উদারতার গুণ স্বীকার করিয়া থাকে।

যদি উদারতা না থাকে, তাহাহইলে লোকের সহিত সংসারে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠে। আমার সহিত যাহার সমান অবস্থা নহে, তাহার প্রতি আর সদ্ব্যবহার করা যাইত না। দুই ব্যক্তির কখন সমান অবস্থা হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং দুই ব্যক্তিতে সদ্ভাব থাকাও অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠে; সংসার একটী রণক্ষেত্র হয়।

অহঙ্কার, অজ্ঞান, কুসংস্কার এই তিনটী উদারতার শত্রু। যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান ও ধর্ম্মের অভিমানে সর্ব্বদা স্ফীত থাকে, তাহার হৃদয়ে উদারতা বাস করিতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানী অথবা ধার্ম্মিক ব্যক্তি উদারচিত্ত হন, কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞান ও ধর্ম্মমদে মত্ত, তাহার হৃদয় অনুদারতাতে পরিপূর্ণ থাকে। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যখন ধর্ম্মের অনন্ত আদর্শের সহিত স্বীয় অবস্থার তুলনা করেন, তখন তাঁহার মস্তক অবনত হয় এবং অভিমান করিবার কিছুই দেখিতে

পান না। কিন্তু অল্প মাত্র ধর্ম্মসাধন করিয়াই যাহার মস্তক ঘূর্ণিত হয়, সে ব্যক্তি আর আপনার সমান লোক দেখিতে পায় না এবং স্বপ্নাবেশে মনে করে আপনি অসামান্য দৈবগুণবিশিষ্ট হইয়াছে। তাহার চিত্ত ক্রমে এরূপ অনুদার হইয়া পড়ে, যে কেহ তাহার অধীনতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছু হইলে তাঁহাকে অভিসম্পাত করে। জগতে এইরূপ ভ্রান্ত ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তির সংখ্যা বিরল নহে এবং ইহাদের দ্বারা জগতের প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যের যে সমস্ত উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিষয় ইতিহাসে পাঠ করা গিয়াছে, তাহা এই সকল লোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

একবার অপরাপর তত্ত্বরাজ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ সেখানে তত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের কেমন বিনয় ও নিরহঙ্কার ভাব। একজন আজীবন তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিয়া বলিলেন আমি ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রের তটদেশে বসিয়া বালকের ন্যায় উপল সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু অনন্ত জ্ঞান সাগর আমার সম্মুখে বিস্তৃত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। বিজ্ঞান তত্ত্বদর্শীরা আপন আপন অনুসন্ধান ও আলোচনায় নিযুক্ত থাকেন, জ্যোতির্ব্বিৎ ভূতত্ত্ববিৎকে অভিসম্পাত করেন না এবং মনস্তত্ত্ববিৎ আপনাকে অভ্রান্ত বা দৈবশক্তি সম্পন্ন মনে করেন না। যাহার যেরূপ রুচি ও শক্তি তিনি সেই প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত; কবি প্রকৃতির বর্ণনায়, জ্যোতির্ব্বিৎ গ্রহ নক্ষত্রের আলোচনায়, উদ্ভিজ্জতত্ত্বানুসন্ধায়ী ওষধি বনস্পতির নিয়মাদি অনুসন্ধানে, প্রাণিতত্ত্ববিৎ জীবরাজ্যের অশেষ কৌশল চিন্তায় এইরূপ প্রত্যেকে নিজ নিজ আলোচনায় নিযুক্ত আছেন এবং একজন অপরের কার্য্যেকে অসার জ্ঞান করেন না। পরস্পর পরস্পরের আবিষ্কৃত সত্যকে আদরে গ্রহণ করিতেছেন এবং জগতের অন্যান্য লোক তাহাদিগের নিকট অশেষ ঋণে আবদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা আমাদের অবিদিত নাই। তাঁহারা কাহাকেও অবিশ্বাসী ও নাস্তিক বলিয়া কারাবদ্ধ করিতেছেন, কাহাকেও বা অন্যান্য উপায়ে উৎপীড়ন করিতেছেন। ধর্ম্মানুসন্ধায়ীরা পরস্পরের প্রতিও এইরূপ ব্যবহার করিয়াথাকেন। বিনয় ও উদারতা ধর্ম্মজগতে এ পর্য্যন্ত সমাদৃত হইল না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য অভ্যুদিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পাইবে না। তিনি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও তত্ত্বানুরাগীদিগকে উদারহৃদয়ে আলিঙ্গন করিবেন। তিনি অনুদারতা বিনাশ করিতে গিয়া নূতন বিধ অনুদারতার সূত্রপাত করিবেন না। কি প্রকারে তিনি এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন আমরা এস্থলে তাহার আভাস প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সকলের আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রকৃতি যেমন এক প্রকার হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মভাবও এক প্রকারে বিকাশিত হয় না। কাহার বৈরাগ্যের ভাব অধিক, কাহার প্রেমের ভাব অধিক; কেহ নির্জ্জনে তপস্যা করিতে ভাল বাসেন, কেহবা উৎসাহের বেগে উন্মত্ত হইয়া অপরের সহিত ধর্ম্মসাধন করিতে ভাল বাসেন। কাহার ভক্তিভাব প্রবল, কাহার জ্ঞান প্রধান এইরূপ প্রকৃতি ভেদে ধর্ম্মানুরাগ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিকাশিত হইয়া থাকে। যাঁহারা বলেন যে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য ভক্তি সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে, তাঁহারা অসাধ্য সাধনের পরামর্শ দেন। যাহার হৃদয় বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে তাহাকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখে কাহার সাধ্য? যে ব্যক্তি ভাবে উন্মত্ত তাহাকে যোগ সাধনের পরামর্শ দিলে কি হইবে? প্রকৃতি আপনার গতি অনুসারে কার্য্য করিবে। বদ্ধভাবের মধ্যে ধর্ম্মসাধন হইতে পারে না। প্রকৃতিকে মুক্তভাবে কার্য্য করিতে দেও, দেখিবে জগতে কেমন বিচিত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা স্ব স্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে এই সত্য আদৃত হয় না, তাহা একটী ছাঁচে সকল আত্মাকে গঠন করিবার প্রয়াস করে, সুতরাং তাহাতে আত্মার স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ হইতে না পাওয়ায় ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বীরা আমাদিগকে ধর্ম্মের একটী মাত্র পথ, সাধনের একটী মাত্র সোপান প্রদর্শন করেন; যিনি সেই মার্গ অবলম্বন না করিবেন তাঁহার মুক্তি লাভ হইবে না, এই তাহাদের নির্দ্দেশ। চৈতন্যকে কি ভরদ্বাজ করা যাইতে পারে? জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের বিচিত্রতাতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বিচিত্রতা রক্ষা করিয়া প্রমুক্তভাবে আত্মাকে ধর্ম্মসাধন করিতে শিক্ষা দেন! দেখা গিয়াছে অনেক সময় অসহিষ্ণুতা নিবন্ধন ব্রাহ্মগণ এই প্রকৃতি-বৈষম্য হেতু ধর্ম্মভাবের তারতম্য জন্য পরস্পরকে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। যিনি উন্মত্ত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন, তিনি তদ্বিপরীত প্রকৃতির সাধককে বৌদ্ধ ব্রাহ্ম, শুষ্ক জ্ঞানী, প্রভৃতি অবজ্ঞাসূচক অভিধান প্রদান করিয়া থাকেন; আবার যিনি "শান্তমুপাসীত" পন্থাবলম্বী, তিনি উন্মত্ততাপ্রিয় সাধকদিগকে "ব্রাহ্মগোল"-প্রিয় বলিয়া উপহাস করেন। ধর্ম্মরাজ্যে এই প্রকারেই অনুদারতা প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মগণ যদি এই সময় হইতে সতর্ক না হয়েন, ব্রাহ্মসমাজও অনুদারতা দোষে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে।

অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতিশয় উদার ও প্রশস্ত মত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অপরাপর সকল ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন। কোন সম্প্রদায় যে একবারে সত্য হইতে ভ্রষ্ট, মুক্তির পথ যে কাহার নিকট হইতে অবরুদ্ধ আছে ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন প্রচার করেন নাই। ঈশ্বরের সূর্য্য যেমন পাত্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলোক ও উত্তাপ প্রদান করে, তাঁহার সত্যও সেইরূপ সকলের সম্পত্তি। কেহ তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহের ভাজন, কেহ তাহাহইতে বঞ্চিত, সত্য রাজ্যের এ প্রকার নিয়ম নহে। ব্রাহ্মগণ যেখানে সত্য দেখেন আদরের সহিত শ্রদ্ধার সহিত, ঈশ্বরের সত্য বলিয়া তাহা গ্রহণ করেন। বেদ, বাইবল, কোরাণ সকলই তাঁহাদের নিকট আদরণীয়। এরূপ উদারতা জগতে আর কখন দেখা যায় নাই। চিরকাল এইরূপই হইয়া আসিতেছে যে যিনি বেদমার্গানুসারী, তিনি

কোরাণ ও বাইবলকে ঘৃণা করেন, যিনি কোরাণ অথবা বাইবল পন্থানুবর্ত্তী, তিনি অপরকে পতিত ও সত্যভ্রষ্ট জ্ঞান করেন; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই অনুদারতার স্রোতকে একবারে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই অনুদারতা নিবারণ করিতে গিয়া এক প্রকার নূতন অনুদারতার আশঙ্কা আছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ কেহ এক দিকে এত ঝুকিয়া পড়িতেছেন, যে আবার সেই পুরাতন অনুদারতা আর এক বেশে উপস্থিত হইতেছে। কেহ কোন সাধক বিশেষ অথবা গ্রন্থ বিশেষকে সকল সত্যের প্রস্রবণ জ্ঞান করেন এবং যিনি সে ভাব অবলম্বন করিতে না পারেন তাঁহাকে ভক্ত শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করা হয় অথবা তন্মধ্যে গণ্য করা হয় না। যাহাদের ঐরূপ ঝোঁক আছে, তাঁহারাই প্রকৃত ভক্ত বলিয়া আদৃত হন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার সত্য তরণীকে এই সমস্ত গুপ্ত শৈল হইতে রক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে। এক দিকে যেমন সাধকের রুচি অনুসারে তাঁহার কোন সাধু বিশেষ অথবা গ্রন্থবিশেষের অনুসরণ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে, অপরদিকে কেহ তাঁহার রুচি অনুসারে বিশ্বাস করিতে না পারিলে তাহাকেও স্বীয় রুচি অনুসারে চলিবার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

যে বিদ্বেষ ও অনুদারতার জন্য ধর্ম্ম প্রচারকগণ পরস্পরকে ঘৃণা করেন, তাহা বিনাশ করাও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত। একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্মালম্বীরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী দিগকে তাহাদের মন্দিরে প্রচার করিতে দেন না। ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্মমন্দিরেও কি সেই প্রাচীন কুসংস্কারও বিদ্বেষ আধিপত্য করিবে? অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ভ্রাতা কি বলেন তাহা শুনিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? তিনি কি কোন সত্য পান নাই, কেবল অসত্যই কি প্রচার করিতেছেন? খৃষ্টীয় সম্প্রদায় অতিশয় সসাম্প্রদায়িক হইয়াও এ বিষয়ে এখন অনেক উদারতা অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহারা আপনাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রচারকদিগকে নিজ নিজ উপাসনালয়ে কার্য্য করিতে দেন। যদিও সকলের মধ্যে এই প্রকার উদারভাব সঞ্চারিত হয় নাই, কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা দৃষ্ট হইতেছে। এমন কি কোন কোন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকদিগকেও তাঁহাদের বেদী ছাড়িয়া দিয়াছেন। কালবশে শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যে উদার প্রশস্ত ব্যবহার ক্রমে প্রচলিত হইতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ অসাম্প্রদায়িকতার অভিমান করিয়াও যদি অপরাপর সম্প্রদায়ের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন, তাহাহইলে লজ্জার কথা। ঘৃণা অথবা ভয় হইতে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি হইয়াছে। ঘৃণা সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম দোষী না হউন, কিন্তু ভয় অথবা কুসংস্কার অনেক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে অনুদারতা আনয়ন করিতেছে। আমরা এই ভয় করি যে অন্যধর্ম্মাবলম্বী আমাদের মন্দিরে ধর্ম্মোপদেশ দিলে পাছে আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কিছু বলে, পাছে কাহার মন টলিয়া যায় অথবা কোন দুর্ব্বল বিশ্বাসীর কোন অনিষ্ট হয়। এরূপ আশঙ্কা উন্নত হৃদয়ের লক্ষণ নহে। যাঁহাদের পরস্পরের ধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস সম্বন্ধে একতা নাই, তাঁহারা হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইয়া উপাসনা করিতে পারেন না সত্য; কিন্তু অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাঁহারা সম্মিলিত হইতে পারেন। যতদূর পরস্পর ঐক্য হইয়া কার্য্য করা যায়, তাহা করিতে পারিলেও হৃদয় অনেক প্রশস্ত হয়।

সেই "বিচিত্র শক্তি পুরুষ পুরাণ," আমাদিগের আত্মাকে বিচিত্র গুণের আধার করিয়াছেন। কাহার প্রেমের ভাব অধিক, কাহার জ্ঞানের ভাব অধিক; কেহ প্রমত্ত হইয়া তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন, কেহ বা শান্তভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে ভাল বাসেন। এইরূপ বিচিত্র ভাবে মনুষ্য চিরকালই তাঁহার সাধনা করিবে। বিচিত্রতাতে জড় জগতের যেমন সৌন্দর্য্য, অধ্যাত্ম জগতেরও সম্বন্ধে সেইরূপ।

আদিব্রাহ্মসমাজ ও বিদেশীয় সত্য।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি এই একটি দোষারোপ করিয়াছিলেন যে উক্ত সমাজে বেদ বেদান্তের যথোচিত সমাদর নাই। আমরা তদুত্তরে বলিয়াছিলাম যে, সাধারণ সমাজে বেদ বেদান্তের সম্পূর্ণ সমাদর আছে, কিন্তু সাধারণসমাজ আদিসমাজের ন্যায় বেদ বেদান্তেই বদ্ধ থাকিতে চাহেন না। সত্য মাত্রই ঈশ্বরের সত্য। সুতরাং স্বদেশীয় হউক আর বিদেশীয় হউক, সত্য শ্রদ্ধা ও আদরের বস্তু। সাধারণ সমাজ বিদেশীয় শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে বেদ বেদান্তের সমুচিত সমাদর নাই, তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক এবার সে অন্যায় দোষারোপ ছাড়িয়াছেন। আমরা আদিসমাজকে অনুদারতা দোষে দূষিত করিয়াছি বলিয়া, তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক কেবল আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী বলেন "আদিসমাজ, ঈশ্বরের সত্য বিদেশীয় বা স্বদেশীয়ই হউক, তাহা গ্রহণ করিতে অবশ্য প্রস্তুত, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বিশেষ বক্তব্য আছে; স্বগৃহে অন্নের অভাব হইলে পরগৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াই সঙ্গত।" তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের ইহাই অভিপ্রায় যে বেদ বেদান্তে সত্যের অভাব নাই; সুতরাং বিদেশীয় কোন গ্রন্থে সত্য অন্বেষণ করার প্রয়োজন নাই কেবল তাহাই নহে, উহা করিলে অসঙ্গত কার্য্য করা হয়। যখন "স্বগৃহে অন্নের অভাব হইলে পরগৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াই সঙ্গত সুতরাং তাঁহার মতে যখন স্বগৃহে অন্নের অভাব নাই, তখন পরগৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়া অবশ্য অসঙ্গত। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে সত্যের কিছুমাত্র অভাব নাই। হিন্দুশাস্ত্রের প্রশংসাকারী জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্যের যে কিছুমাত্র অভাব

নাই, তিনি (ইউরোপীয় পণ্ডিত) বস্তুতঃ তাহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

আমরা মনে করি সত্য অনন্ত, ধর্ম্ম অনন্ত; সুতরাং মনুষ্যরচিত কোন গ্রন্থে তাহা বদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা ধর্ম্মকে পরিমিত পদার্থ মনে করেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, কোন শাস্ত্র বা গ্রন্থ ধর্ম্মকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্ত, অসীম। প্রত্যেক আত্মা অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। ধর্ম্মের কয়েকটি মাত্র সত্য আমরা এখানে জানিয়াছি। অনন্তকাল পর্য্যন্ত নূতন নূতন সত্য শিক্ষা করিব। প্রত্যেক আত্মার পক্ষে অনন্ত পরলোকে যেমন, মানবজাতি সম্বন্ধে এই পৃথিবীতেও সেই রূপ। আমাদের ভক্তিভাজন মহর্ষিগণ বা ঈশা, মুসা, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ, কাহারও উপদেশে আধ্যাত্মিক সত্যের পরিসমাপ্তি হয় নাই—হইতে পারে না। কোন মনুষ্যে বা শাস্ত্রে কেমন করিয়া সত্য সীমাবদ্ধ হইবে? একটি ক্ষুদ্র জলপাত্রে কি প্রশান্ত মহাসাগরকে বদ্ধ করা যায়? অনন্ত ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, আত্মাতে ও জড়জগতে সত্য রত্ন সকল ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যেক আত্মা অনন্তকাল পর্য্যন্ত এবং মনুষ্যজাতি চিরকাল বংশপরম্পরায় সেই সকল একটি একটি করিয়া সংগ্রহ করিতে থাকিবে। বৈজ্ঞানিক সত্য যেমন অনন্ত, আধ্যাত্মিক সত্যও সেইরূপ অনন্ত; সেই জন্য কোন মনুষ্য বা গ্রন্থ তাহাদিগকে সীমা করিতে পারে না। বেদবেদান্ত সৃষ্টির পর একাল পর্য্যন্ত মনুষ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং চিরকালই হইবে। সুতরাং কোন শাস্ত্র মনুষ্যকে বদ্ধ করিতে পারে না। বেদ, বাইবল বা কোরাণ কোন শাস্ত্র সম্বন্ধেই আমরা তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের ন্যায় বলিতে পারিনা যে ইহাতে সত্যের অভাব নাই।

এস্থলে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলিতে পারেন যে, যাহা বেদবেদান্তে নাই, এমন কোন সত্য বা ভাব বিজাতীয় কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা বলি যখন ভিক্ষার্থী হইয়া পরগৃহে যাইতেই বারণ, তখন কেমন করিয়া জানা যাইবে যে তথায় সত্য আছে কি না।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, ব্রাহ্মসমাজ যেমন এক দিকে বেদ-বেদান্ত হইতে উপকার লাভ করিয়াছেন, অপর দিকে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণের নিকটেও অনেক শিক্ষা করিয়াছেন। কেবল বেদ বেদান্তের কথা বলিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। প্রধান আচার্য্য মহাশয় যেমন বেদ-বেদান্ত হইতে মহান্ সত্য সকল শিক্ষা করিয়া তাহা ব্রাহ্মসমাজকে শিখাইয়াছেন, সেইরূপ তিনি ব্রাউন, ক্যাণ্ট, ফিক্‌টি কুজান প্রভৃতির গ্রন্থে জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মদিগকে তাহা বিতরণ করিয়াছেন।

জরম্যান পণ্ডিত ফিক্‌টির লিখিত এক খানি পুস্তক * পাঠ করিয়া প্রধানআচার্য্য মহাশয় তাঁহার কোন বন্ধুকে এক পত্রে বলিয়াছিলেন যে, "এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমার চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।" এতদ্ভিন্ন মহাত্মা থিওডোর পার্কার, ফ্রান্সিস নিউম্যান প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় ব্রাহ্মলেখকদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ যে প্রভূত উপকার লাভ করিয়াছেন ইহা ব্রাহ্মদিগের অবিদিত নাই। পার্কার ও নিউম্যানের নিকট শত শত ব্রাহ্ম উপকার ঋণে ঋণী। সমঞ্জীভূত উন্নতির মত;—জ্ঞান, হৃদয়, বিবেক, ভক্তি, প্রভৃতি মানব প্রকৃতির সমুদয় বিভাগের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্মসাধন,-যাহা এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, যাহা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মগণ বেদ-বেদান্তের কাছে নয়, আমেরিকার থিওডোর পার্কারের কাছে শিক্ষা করিয়াছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের নিকট ব্রাহ্মগণ অনেক শিখিয়াছেন। বৈদান্তিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজে যে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, ইহার মূল পাশ্চাত্য জ্ঞান। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ ইংরেজীভাষায় সুশিক্ষিত না হইলে আজও ব্রাহ্মসমাজকে বৈদান্তিক ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইত, যোনিভ্রমণ প্রভৃতি কুসংস্কারে আস্থা রাখিতে হইত।

একাকী যোগসাধন করা হিন্দু শাস্ত্রের শিক্ষা। সপ্তাহে সপ্তাহে সামাজিক উপাসনায় মিলিত হওয়া খ্রিষ্টিয়ানদিগের রীতি। মুসলমানদিগের মধ্যেও সামাজিক উপাসনা আছে। খ্রিষ্টিয়ানদিগের অনুকরণেই আমাদিগের মধ্যে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, এক দিবস রাজা রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান খ্রিষ্টানদিগের উপাসনালয় হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কোন বন্ধু বলিলেন যে আমাদিগের এই প্রকার একটি করিলে ভাল হয়। রাজা, সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন অর্থাৎ তিনি এবিষয়ে "বৈলাতিক অনুকরণ" করিলেন। সামাজিক উপাসনা বাস্তবিক একটি "বৈলাতিক অনুকরণ।"

আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ নিবন্ধ করা বেদ বেদান্তের প্রধান শিক্ষা। সংসারের হিতকর কার্য্যে জীবন সমর্পণ করা উহার প্রধান শিক্ষা নহে। সে প্রকার শিক্ষা একেবারে নাই এমন বলিতেছি না; কিন্তু উহা তাহার প্রধান শিক্ষা নহে। সেই জন্য কেবলমাত্র বেদ বেদান্তে বদ্ধ থাকিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য তৎকালীন গবর্ণর জেনারাল সাহেবকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে কেবল মাত্র বেদান্তাদি শাস্ত্র শিক্ষাদ্বারা ছাত্রগণ সংসারের প্রতি বৈরাগী হইবে। অল্পদিন হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই উক্ত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈদান্তিক ধর্ম্মে যোগ ও ধ্যানের ভাব প্রধান। খ্রিষ্টধর্ম্মে প্রার্থনার ভাব প্রধান। সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রথমে প্রার্থনার ভাব তাদৃশ ছিল না। এমন কি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ফাইল ও মাঘোৎসব নামক গ্রন্থ হইতে আমরা প্রমাণ

* Way to the Blessed Life by Fichte,

করিয়া দিতে পারি যে এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রার্থনার উপকারিতা এক প্রকার অস্বীকার করা হইয়াছিল।

প্রার্থনার ভাব ক্রমে কয়েক জন ব্রাহ্মদ্বারা ব্রাহ্মসমাজে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে। তম্মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র-সেন অগ্রগণ্য। কিন্তু তাঁহারা প্রার্থনার ভাব কোথা হইতে পাইলেন? তাঁহারা তজ্জন্য খ্রীষ্টীয় জগতের নিকট ঋণী।

"স্বগৃহে অন্নের অভাব হইলে পরগৃহে ভিক্ষার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হওয়াই সঙ্গত।" একথায় যথার্থই আমরা আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইয়াছি। সংসারের সঙ্কীর্ণতা আধ্যাত্মিক জগতে আনা হয় কেন? আধ্যাত্মিক জগতে আমার ঘর ও পরের ঘর নাই। অখিল ব্রহ্মাণ্ডই আমার ঘর; সকল জীব এক পরিবার; যিনি জগতের বিধাতা তিনিই এপরিবারের অভিভাবক। সত্য যেখানে থাকুক, আসিয়া, ইউরোপ, বা আমেরিকায়; বেদে, কোরাণে বা বাইবলে সে আমার ঘরেই রহিয়াছে। তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক মহাশয়কে বিনীতভাবে বলিতেছি, তিনি সংসারের সংকীর্ণতা আর ধর্ম্মজগতে যেন না আনেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যদি এই প্রকার সংকীর্ণ ভাবে চলিতেন, তাহা হইলে তিনি মুসলমান কবি হাফেজের রত্নভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্ন সকল সংগ্রহ করিতে নিশ্চয়ই সংকুচিত হইতেন।

বিদেশীয় শাস্ত্র হইতে অবশ্য সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। যে সময় অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক ছিলেন, সে সময়ের পত্রিকায় এ প্রকার ভাবের অনেক কথা পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আদিসমাজ হইতে যেসকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও এ প্রকার উদার মত অনেক আছে।

বিদেশীয় গ্রন্থ হইতে ভাব সকল অবশ্য সংগ্রহ করিতে হইবে; তবে তাহা স্বদেশে প্রচার করিতে হইলে দেশের লোকের রুচির অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ যে প্রকারে ও যেরূপ ভাষায় বলিলে লোকের রুচিবিরুদ্ধ না হয়, যতদূর সম্ভব, সেইরূপ করিয়া প্রচার করিতে হইবে। আদিসমাজ হইতে প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে কি লেখা আছে দেখুন।

As there are various ways of illustrating religious & moral truth, those adopted by other nations in their religious writings, are deserving of careful study, and the beauties of those writings of transfusion into their (of the members of the Samaj) own sermons, discourses and hymns after casting them in national moulds of thought and dressing them in national imagery & national modes of expression so as not to interfere with the Hindu aspect of the Samaj.

আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, আধ্যাত্মিক সত্য অনন্ত। মনুষ্য চির উন্নতিশীল সুতরাং কোন মনুষ্যে বা গ্রন্থে সত্য বদ্ধ থাকিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে ব্রাহ্মসমাজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার আলোক লাভ করিয়াছেন। সত্য সম্বন্ধে আপনার ও পর নাই। স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকল সত্যই আপনার; উদারভাবে সমগ্র জগৎকে এক পিতার ঘর জানিয়া সকল স্থান হইতে সত্য সংগ্রহ করিতে হইবে। সত্য আমরাও নয়, তোমরাও নয়, সকল সত্যই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের। তবে সত্য প্রচারকালে দেশীয় রুচির অনুবর্ত্তী হওয়াই বিধেয়।

ঈশ্বরপ্রেম।

যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? আমি মহাত্মা ঈশার কথায় তাঁহাকে বলিব যে ঈশ্বরকে তোমার সমুদায় শরীর, সমুদায় মন, সমুদায় হৃদয় ও সমুদায় আত্মার সহিত ভাল বাস এবং তোমার প্রতিবাসীগণকে আপনার মত ভালবাস তবেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সমস্ত নীতি, সমস্ত আদেশ তোমার দ্বারা পালিত হইবে। প্রেম ব্রাহ্মধর্ম্মের সার পদার্থ। আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ হইতে এই শব্দটী তুলিয়া দাও, আজ ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে ঈশ্বর প্রেম ও মনুষ্য প্রেম এই দুইটী কথা অপসারিত করুন, দেখিবেন আর ব্রাহ্মধর্ম্মে, ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিবে না। দেখিবেন ব্রাহ্মধর্ম্মের এই অলৌকিক জগন্মনোবিমোহকারী সৌন্দর্য্য রাশি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সার উপদেশ ঈশ্বরকে প্রেম কর, ঈশ্বর প্রেম ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবিত থাকিতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন ঈশ্বরকে ভাল বাস। কি ভয়ানক কথা! ক্ষুদ্র মানব, কীটস্যকীট মনুষ্য, জগতের ধূলিকণা অপেক্ষাও হীন মানবসন্তান আমরা কি করিয়া সেই মহান্ অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ভাল বাসিব! ঈশ্বরকে ভাল বাস, একথা শুনিলে যে প্রাণ মন স্তম্ভিত হইয়া যায়! পাপে তাপে মলিন মানব আমরা, আমরা কি সাহসে সেই পবিত্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ প্রশান্ত ঈশ্বরের সিংহাসনের নিকট আমাদের কলঙ্কিত হৃদয়ের সামান্য প্রেমোপহার লইয়া উপস্থিত হইব? ক্ষুদ্র কীটস্যকীট মনুষ্য আমরা কি প্রকারে সেই নিরাকার নিরঞ্জন মহান ঈশ্বরকে ভাল বাসিব! ঈশ্বর প্রেম সামান্য কথা নহে। ঈশ্বর প্রেমিক আমরা কিরূপে হইব!

ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসিতে হইলে প্রথমতঃ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন। তাঁহার শক্তি, তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, তাঁহার অনন্ত দয়া ও অপরিসীম প্রেমের বিষয় আমাদিগের জীবনের প্রাত্যহিক কার্য্যে অনুভব করিতে হইবে। কেবল শুষ্ক জ্ঞান থাকিলে হইবে না। কেবল রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া তন্নিহিত ঐশ্বরিক জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির কথা জানিয়া রাখিলে হইবে না। হৃদয়ে, আত্মার মধ্যে এই সমুহ ঐশিক শক্তিকে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রেম অজস্রধারে আমাদিগের উপর

বর্দ্ধিত হইতেছে এই ভাবটীকে হৃদয়ের প্রত্যেক বৃত্তির সঙ্গে, মনের প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গে এবং আত্মার প্রত্যেক অভিলাষের সঙ্গে চিরকালের জন্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রথিত করিয়া রাখিতে হইবে; এবং তাহা হইলেই আমরা ঈশ্বর-প্রেমিক হইতে পারিব। যখন আমরা প্রকৃতরূপে উপলব্ধ করিতে পারিব যে ঈশ্বরের অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অসংখ্যধারে আমাদের শরীর মনের উপর অহর্নিশ বর্দ্ধিত হইতেছে, যখন আমরা স্পষ্টরূপে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিব যে মহান প্রশান্ত ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত জ্ঞানরাশি অহর্নিশ আমাদিগের হিতসাধনে নিয়োজিত করিতেছেন, তখন আমাদিগের আত্মা স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি প্রেমভরে নত হইয়া পড়িবে। জগতের ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর ভালবাসার পরিবর্ত্তে যখন আমরা হৃদয়ের প্রেম ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত প্রতিদান অনুসন্ধান করিয়া পাই না; যখন সংসারের একটী বন্ধু আমাকে প্রেমালিঙ্গন করিলে, তাঁহাকে আবার প্রেমালিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারি না; যখন সংসারের ক্ষুদ্র মানুষের প্রেমদৃষ্টি লাভ করিলে তাহার প্রতি প্রেমদৃষ্টিতে না চাহিয়া থাকিতে পারি না, তখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইয়া, যিনি আপনি আসিয়া অযাচিতভাবে আমার উপর অজস্রধারে তাঁহার প্রেম বর্ষণ করেন, যিনি কতবার অপমানিত হইয়াও শত শত বার লাঞ্ছিত হইয়াও আমাকে চিরকাল একিভাবে ভাল বাসিতেছেন, তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কি আমি কখনও থাকিতে পারিব? মানুষ যতই কেন অকৃতজ্ঞ, পাষাণহৃদয় হউক না, যদি সে একবার প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের প্রেম উপলব্ধি করিতে পারে, তবে তাহার পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইবে, তাহার শুষ্ক হৃদয়-তরুও প্রেমভক্তির মনোহার পুষ্প ও নবীন পল্লবে সুসজ্জিত হইবে। কেবল একবার প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করুন যে ঈশ্বর—স্বর্গের ঈশ্বর আপনাকে ভাল বাসিতেছেন আর কি সাধ্য যে আপনি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন?

অতএব যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসেন, তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, জ্ঞান, দয়া ও প্রেমে যাঁহাদের সম্পূর্ণ ও জীবন্ত বিশ্বাস আছে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক ভাব ঈশ্বরের পবিত্র চরণোদ্দেশে অর্পণ করেন—ঈশ্বরের গভীর সত্তার মধ্যে দিনরাত্রি নিমজ্জিত থাকিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে পরমাত্মার সান্নিধ্য উপলব্ধি করেন, এবং তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে থাকিয়া জীবনের সমস্ত কার্য্য সমাধা করেন। প্রেমিকের নিকট, এইটী সংসারের কার্য্য, এইটী ঈশ্বরের কার্য্য এরূপ প্রভেদ নাই। তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে দিন রাত্রি ব্যস্ত। যাহা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া এক বার প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছেন, কেবল তাহাতেই তিনি তাঁহার সমস্ত মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়োগ করেন, এবং যাহা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য নয় বলিয়া তিনি একবার বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সে কার্য্য সম্পাদন করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তাঁহার ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য তিনি প্রাণ দান করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ঈশ্বরে তাঁহার অনুরাগ এত অধিক যে তিনি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মুহূর্ত্তকাল থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্যের জন্য তিনি মুহূর্ত্তকালের জন্যও আপনার বৃত্তিনিচয় প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন না।

এই দুঃখ যন্ত্রণাময় সংসারে ঈশ্বর প্রেমিকই একমাত্র নিরাপদ। এই অশান্তির আধার জগতে ঈশ্বর প্রেমিকই প্রকৃত শান্তি সুখ উপভোগ করেন। ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম, অনন্ত দয়া ও অনন্ত জ্ঞানে তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়া সংসারের ভয়াবহ বিঘ্ন বিপদ সমূহও তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে বাসিতে আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব ভুলিয়া যান। ঈশ্বরের পবিত্র ও জ্ঞানময় ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছার মিলন হয় এবং ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি যেমন ঈশ্বর-প্রদত্ত সুখসম্পদকে হাস্য মুখে গ্রহণ করেন, সেইরূপ দুঃখ যন্ত্রণাকেও তাঁহার হৃদয়-দেবতার নিকট হইতে সমাগত দেখিয়া সস্মিত ও প্রসন্ন মুখে আলিঙ্গন করেন। জগতে প্রকৃত শান্তি তাঁহারই। ভ্রান্ত মনুষ্য শান্তি শান্তি করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, কিন্তু জানে না যে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক না হইলে এ জগতে শান্তি লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

কিন্তু ঈশ্বর প্রেমিক হইলে যে কেবল শান্তি লাভ করা যায় ইহাই নহে। ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসিতে পারিলে যত সহজে চরিত্র সংগঠিত হয় আর কিছুতে তত সহজে সুন্দর মনোমোহনকারী চরিত্র লাভ করা যায় না। প্রেমের একটা প্রধান ধর্ম্ম এই যে প্রণয়পাত্রের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহার অনুকরণ করা। যিনি ঈশ্বরকে অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত জ্ঞানের নিলয়, অনন্ত করুণার সাগর, অনন্ত প্রেমময়, ও পরম ন্যায়বান্ জানিয়া প্রকৃতরূপে ভাল বাসিতে পারেন, তাঁহার হৃদয় আপনা আপনিই শত সহস্র বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই পবিত্র আদর্শের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে প্রয়াস পাইবে, এবং এই চেষ্টায়, এই উদ্যোগে, মানব চরিত্রের যত উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে অন্যবিধ কোন উপায়ে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ঈশ্বর আমাদিগকে ভাল বাসেন, মহান্ পবিত্র ঈশ্বর ক্ষুদ্র মলিন মানবকে ভাল বাসেন, এজন্য ত তাঁহাকে ভাল বাসা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধেই যে তাঁহাকে ভাল বাসিবে তাহা নহে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে চিত্ত স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে আনন্দের সহিত নিযুক্ত হইবে। তাঁহাকে ভাল বাসিলে মনুষ্য যেমন একদিকে অপূর্ব্ব সুখ শান্তি লাভ করে, অপর দিকে চরিত্রে পবিত্র ভাব ধারণ করে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ও জগতের প্রভূত ইষ্টসাধনে সমর্থ হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৮৭৯ সালের ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

এপ্রেল হইতে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসের মধ্যে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ কয়েকটী সব কমিটীর কার্য্য বিবরণ উল্লিখিত হইতেছে ;—

ট্রষ্ট ডিড সব কমিটী।—গত অধ্যক্ষসভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের টষ্টডিড প্রস্তুত করিবার বিশেষ ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার উপর অর্পণ করা হয়। ট্রষ্টডিড কমিটী বিশেষ পরিশ্রম ও দক্ষতা সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহারা ট্রষ্টডিড প্রণয়ন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিবেচনার্থ অর্পণ করেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কয়েক বারের অধিবেশনে তাহা বিচার ও আবশ্যক মতে সংশোধন পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে তাহা কৌন্সিলীকে দেখাইয়া লন। পরে সেই কৌন্সিলীর অনুমোদিত ডিড উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়া দেন। এই মুদ্রিত ডিড সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মফস্বলস্থ ও কলিকাতাস্থ প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া এ সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এজন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণের পরামর্শ গ্রহণার্থ তাঁহাদিগের নিকটও ট্রষ্টডিড প্রেরিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কয়েক স্থল হইতে অভিপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ সভ্যের মন্তব্য এখনও হস্তগত হয় নাই।

বিলডিং কমিটী।—এই কমিটী একজন উপযুক্ত আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা উপসনা গৃহের নক্সা (Plan) নূতন প্রস্তুত করাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিবেচনার্থ অর্পণ করিয়াছেন। দুই জন কণ্ট্রাক্টর গৃহ নির্ম্মাণের ভার গ্রহণার্থ যেরূপ টেণ্ডার দিয়াছেন, তাহাও কমিটীতে সমর্পণ করিয়াছেন।

বিলডিং ফণ্ড কমিটী।—ইহাঁরা এ পর্য্যন্ত সমুদায়ে ১৯৫০০০ টাকা স্বাক্ষর করাইয়াছেন ও তন্মধ্যে ৮৮১৫ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকাংশ স্বাক্ষরকারীর দাতব্য কিস্তীবন্দী করিয়া মাস মাস আদায় করা হইতেছে এবং অনেকে স্ব স্ব দাতব্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিয়মিত রূপে প্রদান করিতেছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কমিটী আশা করেন আর এক মাসের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে। কিন্তু কমিটীর এই আশা চাঁদা সংগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব যাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দাতব্য অচিরাৎ প্রদান করেন এবং অন্যান্য বন্ধুগণ নূতন চাঁদা স্বাক্ষর বা এককালীন অর্থ সাহায্যদানে অগ্রসর হন কমিটী ইহা একান্ত ব্যগ্রতার সহিত প্রার্থনা করিতেছেন।

লাইব্রেরী সব-কমিটী।—ইতিমধ্যে কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ স্বপ্রকাশিত ৩৫ খানি পুস্তক পুস্তকাগারে প্রদান করিয়া যথেষ্ট সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তক গুলির অধিকাংশ যে ব্রাহ্ম সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পত্তি ইহা বলা বাহুল্য। আদিব্রাহ্মসমাজের এই বদান্যতার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

মিসন বা প্রচার সব-কমিটী।—চারি পাঁচটী অধিবেশনে বিবেচনা করিয়া প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগ জন্য নিয়মাবলীর পাণ্ডু লিপি প্রস্তুত করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী বর্ষের রিপোর্টের বিষয়াদি সংগ্রহ করিবার জন্য একটী নূতন সব কমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও রজনীকান্ত নিয়োগী ইহার সভ্য এবং শেষোক্ত মহোদয় ইহার সম্পাদক। ইহাঁরা সকল ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রক্ষার জন্য পত্রালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিবরণও সংগ্রহ করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আয় ব্যয়ের হিসাব ঠিক্ করিয়া মঞ্জুর করিবার জন্য বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী সম্মানিত অডিটার নিযুক্ত হইয়াছেন।

এজেণ্ট।—গত ৩ মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ নিম্নলিখিত স্থান সকলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেণ্টের কার্য্য করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য :—

নাম	স্থান
শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীকান্ত দাস	বিশ্বনাথ আসাম।
,, ,, মধুসূদন রাও	কটক।
,, ,, বিপিনচন্দ্র পাল	
,, ,, জগচ্চন্দ্র দাস	শিবসাগর।
,, ,, সর্ব্বানন্দ দাস	বরিশাল।
,, ,, জগচ্চন্দ্র গুপ্ত	
,, ,, দ্বারকানাথ সিংহ	জব্বলপুর।
,, ,, চন্দ্রশেখর ঘোষাল	আগ্রা।
,, ,, শশিভূষণ সেন	দিনাজপুর।
,, ,, ভুবনমোহন কর	
,, ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কুচবিহার।
,, ,, কৈলাসচন্দ্র সেন	সৈয়দপুর।
,, ,, গুরুনাথ দত্ত	নওগাঁ।
,, ,, উমাচরণ ঘটক	মতিহারী।
,, ,, দীননাথ গুপ্ত	হাজারীবাগ।
,, ,, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	নড়াইল।
,, ,, রামলাল সাহা	সেরাজগঞ্জ।

প্রচার কার্য্য—শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ বৈশাখের প্রথমে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনের জন্য আহূত হন। তিনি উক্ত স্থানে ৩।৪ দিবস অবস্থিতি ও তত্রত্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সিলিগুড়ি, সৈয়দপুর, নাটোর, সারা ভ্রমণ করেন। জ্যৈষ্ঠের প্রথমে সিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবে আহূত হইয়া গমন করেন। তথা

হইতে কুমার খালি, শান্তিপুর, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জ্যৈষ্ঠের প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করিয়া উৎসবের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। তৎপরে তিনি প্রায় এক মাস কাল বাগআঁচড়া, নড়াল, যশোহর নগর ও যশোহর জেলার অন্য কয়েকটী স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গত চৈত্র মাসে কৃষ্ণনগরে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও উপাসনা গৃহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। বৈশাখের প্রথমে পাবনায় সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চল ভ্রমণার্থ যাত্রা করেন। তিনি প্রথমে বাঁকীপুরে প্রায় এক সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন, বক্তৃতাস্থলে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত অনেক লোকে উপস্থিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। অনেকে উপাসনা গৃহের সাহায্যার্থ স্বাক্ষর করিয়াছেন। তৎপরে তিনি এলাহাবাদ, আগ্রা ও টুণ্ডলা হইয়া লাহোরে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হন ও তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ ও বাগ্মিতায় স্থানীয় লোকদিগের চিত্তাকর্ষণ করেন। লাহোর হইতে অমৃতসরে গিয়া সর্দ্দার দয়াল সিং কর্ত্তৃক পরমসমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মে মাসের শেষাংশে মেদিনীপুরে গমন করিয়া তত্রত্য ব্রাহ্ম ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত লোকাদিগের দ্বারা সাদরে গৃহীত হন। তিনি ব্রাহ্মদিগের অনুরোধে তত্রত্য সমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং ধর্ম্ম ও দেশহিতকর বিষয়ক কয়েকটী বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের মনে ধর্ম্মভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়াছেন। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সমধিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত জুন মাসের প্রথমে পূর্ণিয়া প্রার্থনা সমাজের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করেন। তথায় তিনদিন উৎসবে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন এবং বক্তৃতা করেন। তাঁহার নিকট অবগত হইয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করা গেল যে "পূর্ণিয়াতে ব্রাহ্মসমাজ নূতন স্থাপিত হইলেও যতগুলি লোক তাহাতে যোগ দিয়াছেন, উপাসনায় বিশেষ অনুরাগী এবং তাঁহারা সকলেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য। ইহা তত্রত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সুবিজ্ঞ সভ্য বাবু পার্ব্বতীচরণ গুপ্তের সাধু দৃষ্টান্তের ফল।'

জলপাইগুড়ির বাবু চণ্ডীচরণ সেন কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুরোধে রঙ্গপুরে গমন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও উপাসনাগৃহের জন্য অর্থ সংগ্রহের সাহায্য করেন।

সাধারন ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সভ্য গ্রীষ্মাবকাশে শ্রীহট্টে গমন করেন। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের প্রতি যেপ্রকার সমাদর প্রদর্শন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইঁহারা স্থানীয় ব্রাহ্মগণের অনুরোধে সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী সভ্য আত্মীয়গণ কর্তৃক নিপীড়িত ও বিষয় সম্পত্তিচ্যুত হইয়াও যেরূপ উৎসাহের সহিত সমাজের সহিত যোগ দিয়াছেন এবং ধর্ম্ম-শূরত্ব প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতেছেন, তাহা একান্ত আশাপ্রদ।

বিশেষ আহ্লাদের সহিত আর একটী সুসংবাদ অবগত করা যাইতেছে, মুক্তাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে ছাত্রদিগের একটী উপাসনা সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং কয়েক সপ্তাহ ইহার কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছে। ৪০।৫০ জন ছাত্র বিশেষ উৎসাহ সহকারে ইহাতে যোগ দিয়া থাকেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় গত এপ্রেল মাসে কৃষ্ণনগরে প্রচারার্থ গমন করিয়া গুরুতর পীড়াক্রান্ত হন। সেই জন্য তিনি দুই মাসের অবকাশ লইয়া স্বাস্থ্য লাভার্থ দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছেন। তিনি অনেক পরিমাণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে স্থানীয় সমাজে উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আশা করি তিনি অবিলম্বে সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহায়তা করিতে সক্ষম হইবেন।

উপরে যে সকল স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারের বিষয় বর্ণিত হইল, তদ্ভিন্ন উড়িষ্যা, বাঙ্গালোর নওগাঁ, হাজারিবাগ, মতিহারী, বগুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারকের জন্য প্রার্থনা করিয়া পত্র সকল আইসে। ইঁহাদিগের অনুরোধ অদ্যাপি রক্ষা করিতে না পারিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা অত্যন্ত দুঃখিত আছেন, আশা করেন অবিলম্বে প্রচারকের অভাব দূর হইয়া ধর্ম্ম-প্রচারের অধিকতর সুব্যবস্থা হইতে পারিবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অনেক সহৃদয় ব্যক্তি পত্র লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে ইংলণ্ডের কুমারী কলেট, বাঙ্গালোরের রামস্বামী চেটী এবং মান্দ্রাজ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

সাংবৎসরিক উৎসব।—গত ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে উপাসনা এবং অপরাহ্নে সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হয়। উক্ত দিবস এতদুপলক্ষে ঢাকানগরেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তত্রত্য সভ্যগণ কর্ত্তৃক একটী উৎসব সম্পন্ন হয়।

প্রতিনিধি।—শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু ভবানীপুর নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। উত্তরবাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত নিয়োগীকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন, কিন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বে দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়াতে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার জন্য উত্তরবাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক উক্ত সমাজ মন্দিরের ট্রষ্টি ডিডের অভিপ্রায়ানুসারে নূতন ট্রষ্টি নিয়োগ করিবার ভার গ্রহণার্থ কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করেন, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আনন্দের সহিত এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মৃত্যু।—অত্যন্ত শোকের সহিত জ্ঞাপন করিতে হইতেছে, গত ১৯এ বৈশাখ নগাঁও ব্রাহ্মসমাজের সুযোগ্য আচার্য্য ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্য বাবু পদ্মহাস গোস্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আসাম অঞ্চলে যেরূপ জলন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত তিনি ধর্ম্ম-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপনাবধি ইহার উদ্দেশ্য সাধনের যেরূপ সহায়তা করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

স্তুতি ও প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীর ঈশ্বর! অবিশ্বাসী মনুষ্য তোমার পানে চায় না বলিয়া তুমি তাহার রক্ষার ও প্রতিপালনের জন্য সর্ব্বক্ষণ যে কত আয়োজন করিতেছ তাহা দেখিতে পায় না। সে মনে করে তাহার নিজের হিত সে নিজে যতটুকু সাধন করিল ততটুকু হইল, আর দয়া করিয়া কোন মনুষ্য যদি কখন তাহার কোন উপকার করিল নতুবা তাহার আর উপায় নাই। কিন্তু তোমার ন্যায় হিতসাধন ও উপকার কে করিতে পারে? মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া জগতের রাজা হইয়া বসিয়া আছ, অনিমেষে স্নেহের চক্ষে দেখিতেছ, আর যাহাতে প্রকৃত কল্যাণ হইবে তাহা বুঝিয়া প্রেমভরে প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য স্বয়ং সুব্যবস্থা করিতেছ। তোমার এই ভাব না দেখিলে কাহারও ভয় ভাবনা দূর হয় না। বিশ্বাসী সন্তান তোমার এই ভাব দেখেন, তাহাতেই এত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, আশাপূর্ণ ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া থাকেন। তোমার বিশ্বাসী সন্তানের আশা তাহার আপনার ও সংসারের উপরে অল্প, কিন্তু তাহার সকল আশা ভরসা, তোমারই উপরে সংস্থাপিত। অনন্ত করুণাধার পিতা তুমি, অনন্ত স্নেহময়ী মাতা তুমি, তোমার উপর যে আশা ভরসা স্থাপন করিতে পারে তাহার আর সুখ সৌভাগ্যের অভাব কি?

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

(কেগো বসে অন্তরালে—সুর)

কোথা পেলে এ সুহাসি।
কাহার কোমল করে পেয়েছ কোমল কান্তি, সুবিমল সুগন্ধরাশি।
নিভৃত নির্জ্জন স্থানে, হাসিতেছ আপন মনে,
দেখলে এ হাসি নয়নে, বিমোহিত হন যোগীঋষি।
পবনের সঙ্গে মিলে, আনন্দেতে হেলে দুলে, হেসে২
ঢলে ঢলে কার কোলে পড়িছ খসি?
কি মোহিনী শক্তি ধর, রূপেতে বিমুগ্ধ কর, হাসিতে
মন চুরি কর, নিঃশব্দে স্বস্থানে বসি।
মল্লিকা গন্ধরাজ গোলাপ, ঘুচাও আমার চিরবিলাপ,
করে দেও তাঁর সঙ্গে আলাপ, যিনি আছেন
অভ্যন্তরে পশি।
যে তোমাদের হাসাতেছে, আনন্দেতে ভাসাতেছে,
ইচ্ছা হয় তাঁহারে পেলে, ভালরূপে ভালবাসি।

ব্রাহ্মসমাজ।

বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মের জন্য পত্র লিখিয়াছেন। ইহাঁকে তত্রত্য কতকগুলি বিদ্যালয়ের পরিদর্শন এবং স্থানীয় ৩টী সমাজের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি এই পদের প্রার্থী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। দূর স্থান হইতে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের জন্য আহ্বান আসিতেছে ইহা অত্যন্ত আশার কথা। ভারতের ধর্ম্মসংস্কারের জন্য যাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ আছে, তাঁহারা এই সময় প্রস্তুত হউন, তাঁহাদিগের জীবন সার্থক করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

গত ৮ই জুলাই মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই কার্য্য সম্পাদনার্থ বাবু কালীনাথ দত্ত কলিকাতা হইতে গমন করিয়াছেন।

গত ৬ই জুলাই রবিবার মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে ছাত্রদিগের উপাসনা সভার কার্য্য পুনরারব্ধ হইয়াছে। বাবু আনন্দমোহন বসু এই দিবসের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ৫০ সংখ্যক ছাত্রের সমাগম হইয়াছিল। প্রতি রবিবার প্রাতে ৭ টার সময় এই সভার কার্য্য হইবে।

আগামী ১৩ই রবিবার প্রাতে ৭॥ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর মাসিক উপাসনা হইবে ও অপরাহ্ণ ৫টার সময় উহার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হইবে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েক দিবস অমৃতসরে থাকিয়া পুনরায় লাহোরে আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় তাঁহার অনেকগুলি বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহের ট্রষ্টডিডের যে পাণ্ডুলিপি ইংরাজীতে প্রস্তুত ও কৌন্সিলী দ্বারা অনুমোদিত হইয়া মুদ্রাঙ্কণান্তে সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম বাঙ্গালাতে অনুবাদিত করিয়া আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। সকল সভ্য এ সম্বন্ধে আপনাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবেন। যাঁহারা মূল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন নাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে অবগত করিবেন।

নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নূতন এজেণ্ট হইয়াছেন:—

বাবু দীননাথ গুপ্ত—হাজারিবাগ।

,, বিপিনচন্দ্র পাল—কটক।

(বাবু মধুসূদন রাওর সহিত।

,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—নড়াইল।

গত ২৯ এ জুন রবিবার অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহার কার্য্য বিবরণ আগামী বারে প্রকাশ করা যাইবে। এবারে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট মাত্র প্রকাশিত হইল।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দোষারোপের প্রতিবাদ।

মহাশয়! ব্রাহ্মসমাজ এখনও শিশু, এখন হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাহাতে কোন প্রকার দূষিত ভাব প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য সতর্ক থাকা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা বলিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষের দোষ বা স্থানীয় দুই একটী লোকের চরিত্র ঘটিত দোষ, সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলী বা ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে অর্পণ করা নিতান্ত অবিবেচনা ও অনুদারতার কার্য্য।

আপনার ১ লা আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে ঢাকার "একজন ব্রাহ্ম" স্বাক্ষরিত এক খান প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। ঢাকার পত্রপ্রেরক ব্রাহ্মসমাজে ব্যভিচার দর্শন করিয়া ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। কোন স্থানীয় দুই একটী লোকের চরিত্র দর্শন করিয়া তিনি সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের উপর এই কলঙ্কভার অর্পণ করিয়া থাকিবেন। স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের চরিত্র শোধনের ভার স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের উপর, কিন্তু তাহা লইয়া প্রকাশ্য পত্রিকায় আন্দোলন করা নিতান্ত লজ্জাকর। যদি ব্রাহ্মসমাজে ঐ দোষ সংক্রামক হইত, তাহা হইলে আমিও পত্র প্রেরককে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতাম। আমি অনেক ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিয়াছি, অনেক ব্রাহ্মের সহিত একত্রে বাস করিয়াছি; তাহাতে আমার যত দূর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার বলে বলিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের এখনও এমন শোচনীয় অবস্থা হয় নাই যে, ব্রাহ্মসমাজে ব্যভিচার দোষ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে হয়।

ব্রাহ্মসমাজের যুবক ও কুমারীরা কি প্রকৃতির লোক? আমি যত দূর জানি তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাঁরা জ্ঞান ও চরিত্রের জন্য আদরণীয়। আপনার পত্রপ্রেরক ব্রাহ্ম-যুবকদিগের মধ্যে নির্ব্বোধ ও অসৎ ভিন্ন অপর শ্রেণীর লোক দেখিতে পান নাই!! ইহা কি তাঁহার অনুমানের মীমাংসা—না সত্য?

ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত দোষ কি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে—দেখিতে পাইব যে, মত বিভেদ-জনিত বিদ্বেষই ব্রাহ্মসমাজের মহান্ দোষ ও পরম শত্রু। কেহ যদি অসত্য আচরণ করেন, সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ করা উচিত, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাকে বিদ্বেষ চক্ষে দেখিতে হইবে এইটী নিতান্ত অনুদারতার কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনুদারতাই ব্রাহ্মসমাজে বিদ্বেষের অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছে। যেখানে বিদ্বেষ, সেখানে শান্তির জন্য কে আসিবে? ব্রাহ্মগণের এখন জানা উচিত যে, এই বিদ্বেষ যদি স্থায়ী হয়, তাহাহইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারিবে না।

দারজিলিং }
২০ এ আষাঢ় } অনুগত
শ্রীরামকুমার ভট্টাচার্য্য।

দারজিলীং ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব।

বিগত ১৫ ও ১৬ই আষাঢ় শনিবার ও রবিবার দারজিলীং ব্রাহ্মসমাজের নব মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবে বঙ্গবাসী, পর্ব্বতবাসী ও ইংরাজদিগকে আহ্বান করাতে সকলেই যোগ দিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহোদয়দ্বয় আন্তরিক যোগ দেওয়াতে, আমাদের সামাজিক নির্জ্জীবিতার স্থানে যে নব জীবন ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের অতিশয় আনন্দের বিষয় যে এই হিমাদ্রি শিখরস্থ ক্ষুদ্র সমাজটী দুই বৎসর কাল নানা বিঘ্ন বিপত্তি ও দুর্দ্দৈব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ পরম কারুণিক জগদীশ্বরের কৃপায় তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সমাজের যেটী বিশেষ অভাব ছিল, তাহাও পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র সমাজটী স্থানীয় ব্রাহ্মগণের উৎসাহে ও যত্নে এবং সর্ব্ব সাধারণের আনুকূল্যে একটী নিজস্ব গৃহ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন সমাজটীর স্থায়িত্ব বিষয়ে অনেক পরিমাণে ভরসা বৃদ্ধি হইয়াছে। উৎসব নিবন্ধন যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার একটী সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১৫ই আষাঢ় প্রাতঃকাল ৬ ঘটিকার সময় পুরাতন উপাসনা গৃহে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। তৎপরে সদলে নবমন্দির প্রদেশে গমনানন্তরএকটী সঙ্গীত হইলে ও বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় একটী প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মগণ নব মন্দিরে প্রবেশ করেন। ৭ ঘটিকার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মন্দির প্রতিষ্ঠার উপাসনা করেন। বিষয় কার্য্যে অনবকাশ বশতঃ ঐ দিবস ৯টা হইতে অপরাহ্ণ ৬ টা পর্য্যন্ত আর কোন কার্য্য হয় না।

৬টার সময় পাদরী ডাল সাহেব মহোদয় দারজিলীং ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

অপরাহ্ণে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আত্মজন বন্ধু বিষয়ে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন ও ঈশ্বর প্রেমে

কতদূর প্রেমিক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

সায়ংকালে বিদ্যারত্ন মহাশয় "ঈশ্বর আমাদিগের আদি-কবি এবং মানব দেহ ও বিশ্ব তাঁহার কাব্য" তদ্বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শেষে সায়ংকালীন উপাসনা হইয়া কার্য্য বন্ধ থাকে।

তৎপর দিবস রবিবার ১৬ই আষাঢ়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন এবং সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করেন।

এই দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে ব্রাহ্মগণের সদালাপ হয়। তাহার ফল এই সভ্যগণ সমাজগৃহের সম্মুখে একটী দানাধার স্থাপনের সংকল্প করেন এবং উহাতে যে সকল অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা দরিদ্রদিগের দুঃখ মোচনার্থ ব্যয়িত হইবে এরূপ স্থিরীকৃত হয়। আর একটী কার্য্য হয় তাহা এই :—রাত্রিতে একটী অবৈতনিক পাঠশালা খুলিয়া স্থির হয় দরিদ্র সন্তান-গণের যাহাতে সাধারণ শিক্ষা প্রাপ্তি বিষয়ে সুগম পথ আবি-ষ্কার হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা হইবে। তৎপরে উপাসক মণ্ডলীর সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। তাহাতে দুইটী পার্ব্বতীয় ও এক জন বঙ্গবাসী নূতন সভ্য মনোনীত হন।

সায়ংকালে সমাজের বার্ষিক সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত পাঠ করা হইলে, বিদ্যারত্ন মহাশয় ধর্ম্মবল সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী এরূপ মনোহর হইয়াছিল যে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েও ধর্ম্মভাব উচ্ছ্বসিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই।

তৎপরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সায়ংকালীন উপাসনা করেন এবং উপদেশ দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন যে এই হিমালয় পর্ব্বতে আর্য্য সন্তানগণ কেবল যে অর্থ সঞ্চয়েই উন্মত্ত থাকিবেন এরূপ ঈশ্বরাভিপ্রায় নয়, এটী আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্ম সঞ্চয়ের প্রসিদ্ধ স্থান, তবে আমরা পবিত্র আর্য্য সন্তান হইয়া কেন সে বিশাল আর্য্য ধর্ম্ম ভাবের অপলাপ করি ইত্যাদি। রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু মহাশয়ের বাসায় ব্রাহ্মগণের প্রীতিভোজন হইলে উৎসব কার্য্য শেষ হয়।

উপসংহার কালে ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গম্ভীর ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় সর্ব্ব সাধারণেই যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি নাই। এখন যদিও হৃদয় সংসার কার্য্যে পুনরায় ব্রতী হইয়াছে, তথাপি সে বিমলানন্দ হৃদয় হইতে অপহৃত হয় নাই। এই শৈলরাজশিখরে এরূপ ভাবে ধর্ম্মোৎসব আর কখন যে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না।

দারজিলীং ১৮ই আষাঢ় সন ১২৮৬ সাল। জনৈক ব্রাহ্ম।

বিজ্ঞাপন।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93. College Street, Calcutta. July 1879

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, বুধবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩৲

বিলাতের স্পর্জন সাহেবের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি একজন যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতা শক্তি অসাধারণ। তিনি বলিতে বলিতে উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠেন, এবং লোকে শুনিতে শুনিতেও মোহিত হইয়া পড়ে। তাঁহার চরিত্র ও বক্তৃতাশক্তির এমনি আকর্ষণ যে, তাঁহার উপাসনালয়ে নিয়মিত উপাসক মণ্ডলীর সংখ্যা আট সহস্র। তিনি পঁচিশ বৎসর অতুল উৎসাহের সহিত খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কিছুদিন হইল তাঁহার উপাসকমণ্ডলী তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য তাঁহাকে ৬, ২৩৩ পৌণ্ড, অর্থাৎ ৬২, ৩৩০ টাকা উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ইহার এক পয়সাও নিজে গ্রহণ না করিয়া, আশ্চর্য্য মহানুভবতার সহিত সমস্ত টাকা সাধারণের উপকারার্থ দিয়াছেন। তিনি এতদুপলক্ষে বলিয়াছিলেন; "আমি যখন লণ্ডনে আসিয়াছিলাম, তখন হইতে আমি এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সেবা করিব। আমি আপনাকে এবং আমার যাহা কিছু আছে, ও ভবিষ্যতে যাহা কিছু পাইব তাহা ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিব। তিনি আমাকে যে অন্নপান যোগাইবেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। এই রূপে আমি জীবন যাপন করিয়াছি। লোকে আমাকে ধনবান ব্যক্তি মনে করে; সেই জন্য কখন কখন আমার নিকট শত শত পৌণ্ড ঋণ প্রার্থনা করে। আমি কখন ধনী হই নাই; এবং কখন হইব না। তথাচ আমি ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী; কেন না এসংসারে আমি যাহা চাই তাহাই প্রাপ্ত হই।" ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারকের জীবন। যেখানে এত মহত্ব সেখানে যে লোক আকৃষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

প্রকৃত মহত্ব দেখিলে কে না মোহিত হয়? মহাত্মা ডেবিড হেয়ার আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। আজ হেয়ার সাহেবের নামে কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত না হইবে? ত্রিশ বৎসরের অধিককাল হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য এই কলিকাতা নগরে বর্ষে বর্ষে প্রকাশ্য সভা হইতেছে। কিছু দিন হইল উক্ত সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মেডিকেলকালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত স্মিথসাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "হেয়ার সাহেব পরোপকার ব্রতে জীবনক্ষেপণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর দিনে এত বৃষ্টি হইয়াছিল যে, ঘরের বাহিরে যাওয়া দুষ্কর। তথাচ তাঁহার মৃতশরীর সমাধিস্থানে লইয়া যাইবার সময়, ৫০০০ পাঁচ সহস্র ব্যক্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিল। তাঁহার হিন্দুছাত্রগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্কন্ধে করিয়া তাঁহার শব বহন করিবেন।

ইংলণ্ডে যখন ডগ্‌লাস জিরল্‌ডের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বিষয়ে একটি লোক লিখিয়াছিলেন, "যত লোক জিরল্‌ডের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন, প্রত্যেকে তাঁহার সমাধির উপরে একটি একটি ফুল ফেলিয়া দিলে, তাহা পর্ব্বতাকার হইয়া উঠে। হেয়ার সাহেব সম্বন্ধেও সেই রূপ। যত লোক হেয়ার সাহেবের নিকট উপকার লাভ করিয়াছিল, সকলেই যদি তাঁহার কলেজ স্কোয়ারস্থ প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে একটি একটি পুষ্প নিক্ষেপ করেন, তাহা হইলে সে উপহার রাশিও সামান্য উচ্চতা লাভ করে না।"

লাহোরের সিবিল মিলিটরি গেজেট বলেন, "এক্ষণে ভারতবর্ষে ১১৯ টি ব্রাহ্মসমাজ আছে। কেবল কলিকাতা, নগরেই ২০টি, সমস্ত বঙ্গদেশে ৫৪; আসামে ৭, ছোট নাগপুরে ৩; বিহারে ৭; উড়িষ্যায় ২; উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ৪; মধ্য প্রদেশে ১; পঞ্জাবে ৫; সিন্ধুদেশে ৩; গুজরাটে ৩; বোম্বাই ৬; মান্দ্রাজে ৬; ইহার মধ্যে ৪৪ টি সমাজের নিজের উপাসনামন্দির আছে। এই সকল সমাজ হইতে ১৮ খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার ছয় খানি ইংরাজীতে; নয় খানি বাঙ্গালায়; হিন্দি ভাষায় একখানি: উড়িয়ায় একখানি; ইংরেজী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় একখানি। মফঃস্বলে সমাজ সকলের স্কুল ভিন্ন, কলিকাতাতেই চারিটি স্কুল আছে।"

নির্ভর।

আধ্যাত্মিক জগতের অতি গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া মহাত্মা ঈশা বলিয়াছিলেন;—"তোমাদিগকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি শিশুতুল্য না হইলে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ

করিতে পারিবে না।” ধর্ম্মজগতে প্রবিষ্ট হইতে চাহিলে প্রথমতঃ শিশু হইতে হইবে। শিশুর সেই চিত্তের নির্ম্মলতা, সেই মনোহর নির্ভরের ভাব, সেই অবিচলিত বিশ্বাস শিক্ষা করিতে না পারিলে কেহ প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারেন না। শিশুটী ক্ষুধিত হইলে কেমন মধুরভাবে মাতার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে, ভীত হইলে কেমন সরল অন্তঃকরণে মাতার ক্রোড়ে দৌড়িয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, ক্লিষ্ট হইলে কেমন প্রীতি ও বিশ্বাসের সহিত মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া দুঃখের লাঘবতা অনুভব করিয়া থাকে; আবার সুখের সময়ও সে কেমন সুন্দরভাবে মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে থাকে। শিশু জগতে মাতা ভিন্ন আর কাহাকে জানে না। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আশায় নিরাশায়, মাতাই তাহার এক মাত্র আশ্রয়। জগতে মাতাই শিশুর সর্ব্বস্ব। সুখের সময় মাতার ক্রোড়েই নৃত্য করে, দুঃখের সময় মাতার বক্ষে মাথা রাখিয়াই কাঁদিতে থাকে; ভয়ের সময় মাতার ক্রোড়েই আশ্রয় গ্রহণ করে, আর কোন কামনা হইলে তাহার জন্য মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাহার কি অবিচলিত বিশ্বাস! কি মধুর আত্ম সমর্পন! কি মনোহর প্রীতি! ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস, ঈশ্বরের হস্তে এই প্রকার সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ, ও এই মত সমুদায় মনের সহিত ঈশ্বরকে ভাল না বাসিতে পারিলে কাহার স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশাধিকার জন্মিবে না।

যাঁহারা এইরূপ শিশু হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য! তাঁহাদের মত সুখী জগতে কেহ নাই। জগতের ভ্রান্ত নরনারী চারি দিকে ব্যাকুল হইয়া সুখের অন্বেষণে ভ্রমণ করে, কিন্তু জানে না যে কেবল সেই শিশু হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহারা প্রকৃত ও নিত্য সুখে সুখী হইতে পারিবে। সংসারের নরনারী ধর্ম্মের সুখ দেখিতে পায় না। ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিলে যে কি সুখ তাহা তাহারা অনুভব করিতে পারে না। তাহাদের চক্ষুতে ধর্ম্মরাজ্যে কেবল ক্লেশ, ও নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। তাহারা দেখে যে ধার্ম্মিক হইতে গেলেই সংসারের যাহা কিছু সুখ তৎসমুদায়ে জলাঞ্জলি দিতে হয়। ধার্ম্মিক হইতে হইলে ইন্দ্রিয় সুখকে পদদলিত করিতে হয়, ধনমানের সুখকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে হয়; শারীরিক সুখকে অনেক সময়ে বিশ্বাস ও কর্ত্তব্যের সম্মুখে বলিদান করিতে হয়। সংসারের লোক ইহা অপেক্ষা কোনও উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর সুখ জগতে আছে বলিয়া জানে না। তাই তাহাদের চক্ষে ধর্ম্ম একটী ক্লেশের ব্যাপার—ধর্ম্মরাজ্য কেবলই কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু যাহারা একবার শিশু হইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন ধর্ম্মে কত সুখ।

ঈশ্বরে নির্ভর করিতে পারিলে আর মানুষ অসুখী থাকিতে পারে না। অশান্তি আর মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে ঝটিকা উত্থিত করিতে সমর্থ হয় না। চিরদিন তিনি হৃদয়ের প্রশান্ততা ভোগ করিয়া থাকেন। সুখের স্রোত অনবরত তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে। সংসারের বিপদ প্রলোভন তাঁহাকে ভীত বা প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হয় না। শিশু যেমন মাতার ক্রোড়ে বসিয়া সমস্ত বাহিরের বিপদ হইতে আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া থাকে, ঈশ্বরের ক্রোড়ে তাঁহার আত্মাকে স্থাপিত করিয়া তিনিও সেইরূপ আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া থাকেন। সুখের সময় তিনি কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরের ক্রোড়ে নত হইয়া পড়েন এবং ঈশ্বরের দয়ার অনন্ততা দেখিয়া আপনি অনন্ত সুখ সাগরে ভাসমান হন। আবার ঘোর দুঃখ বিপদের সময়েও তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া পড়ে না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার উপর তাঁহার নির্ভর। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন তাঁহার আর কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। “ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিয়া” এক হইয়া গিয়াছে। তাই ঘোর দুঃখ বিপদের সময়েও তিনি ঈশ্বরের ক্রোড়ে বসিয়াই আপনার চিত্তের প্রশান্ততা রক্ষা করেন। প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যু হইল আর ধার্ম্মিক “ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক”—এই বলিয়াই আপনার শোক জর্জ্জরিত চিত্তকে সান্ত্বনা করিলেন। সংসারের ঘোর দারিদ্র্য আসিয়া তাঁহার মস্তকের উপর পতিত হইল, আর ধার্ম্মিক “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক” বলিয়া সমুদায় দুঃখ যন্ত্রণা বহন করিলেন। ঈশ্বরের অধীন থাকিয়া তাঁহার নিজের ইচ্ছাকে তিনি ঈশ্বরের মঙ্গলেচ্ছার বশীভূত করিয়া রাখেন এবং ইহাতে যে সুখ তাহা সৌভাগ্যক্রমে যিনি একবার জীবনে ভোগ করিয়াছেন, তিনিই সুন্দররূপে অনুভব করিতে পারেন, অপরের নিকট সে সুখ অনুভবনীয় নহে। ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভর না করিলে সংসারের জঞ্জাল হইতে কেহ কখনও নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন না। সংসারের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। কাঁচা ফলকে বৃক্ষচ্যুত করিতে অনেক প্রয়াস লাগে, কিন্তু ফল সুপক্ব হইলে আপনি বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়ে। সেইরূপ ঈশ্বরে নির্ভর না করিলে পাপ ও সংসারের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন ব্যাপার; কিন্তু এক বার ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখিলে, একবার তাঁহার হস্তে প্রাণ মন সমুদায় অর্পণ করিতে পারিলে সংসারের পাপ ও অধীনতা হইতে মানবাত্মা আপনা আপনি বিমুক্ত হয়। এক বার ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া তাঁহার দয়া ও মঙ্গলেচ্ছার উপর আপনার জীবনের ভিত্তি স্থাপন কর, আর সমস্ত পৃথিবী তোমার পদতল হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ুক তুমি তাহাতে ভীত বা চিন্তিত হইবে না। এক বার ঈশ্বরে নির্ভর করিতে পারিলে সংসারের সমুদায় সুখকে, আত্মা অবলীলাক্রমে কর্ত্তব্যের আদেশে পদদলিত করিতে সমর্থ হয়।

এই নির্ভর দুই প্রকার হইতে পারে, আংশিক নির্ভর ও পূর্ণ নির্ভর। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তটী সংসারের ও শেষোক্তটী ধর্ম্ম রাজ্যের। ধর্ম্মরাজ্যে আংশিক নির্ভরে চলিবে না।

হে ব্রাহ্ম! তুমি যদি আংশিক নির্ভর করিয়াই আপনার চিত্তকে সান্ত্বনা করিতে পার, তবে তুমি ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছ কেন? যাহারা দৈনিক উপাসনা করে না, যাহাদের নিকট ধর্ম্মজগৎ কেবল স্বপ্নের দৃশ্য, তাঁহারাওত ঈশ্বরের উপর আংশিক নির্ভর করিয়া থাকে। আংশিক নির্ভর নিরাশাসম্ভূত। মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্রপোত ভাসিতেছে। মহা ঝড় উপস্থিত। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া পোত খানিকে কোথায় লইয়া চলিল, তাহার ঠিকানা নাই। তরঙ্গমালার ভীষণ আঘাতে পোত ভগ্নপ্রায় হইয়া গেল। এমন সময় শুনিয়াছি এক জন নাস্তিকও বলিয়াছিলেন "হে ঈশ্বর তোমার কৃপা ভরসা"—কিন্তু এই উক্তি কি নির্ভরের উক্তি না নিরাশার উক্তি? যখন সংসার সমুদ্রে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতে থাকে, নানাপ্রকার দুঃখ দারিদ্র আসিয়া যখন তাহার ক্ষুদ্র জীবন তরণীকে মগ্নপ্রায় করিয়া ফেলে ও যখন এই ভীষণ অবস্থায় পড়িয়া সংসারী দিশাহারা হইয়া আপনার পথ খুঁজিয়া পায় না, তখন সেওত ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্ম কি এইরূপ নির্ভর করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? তবে তিনি ব্রাহ্ম হইলেন কেন? ব্রাহ্ম আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন করিবেন। ব্রাহ্মের নির্ভর পূর্ণ নির্ভর হইবে, আংশিক নির্ভর নহে। ব্রাহ্ম শিশুর ন্যায় সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আশায় নৈরাশ্যে যখন যে অবস্থায় থাকেন, সকল সময়েই ঈশ্বরের উপর পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিবেন; এবং সকল অবস্থায় সমানভাবে "ঈশ্বর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"—এই মূল মন্ত্র জপ করিয়া আপনার জীবনকে প্রকৃতরূপে সুখী ও উন্নত করিবেন। "ঘোর বিপদেও" ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে দয়াময়ই বলিবেন ও সুখ দুঃখে সমভাবে হৃদয়ের প্রশান্ততা রক্ষা করিয়া আপনার আত্মাকে স্বর্গধামে পরিণত করিবেন।

মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর।

শিশুটি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, আর সৌন্দর্য্যে পিতা-মাতার হৃদয় আপ্লুত করিতেছি। তাহার লাবণ্যময় মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিয়া জনক-জননী বাহ্যজগতের শোক তাপ ভুলিয়া যাইতেছেন, মনে করিয়াছেন এ সুখাবগাহন আর ফুরাইবে না। দেখিতে দেখিতে শিশুটি আর এ পৃথিবীতে নাই; পিতা-মাতার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল, কোন্ দানব শিশুটিকে লইয়া অন্তর্হিত হইল, কে পিতামাতার আনন্দের ঘরে দুঃখ হুতাসন জ্বালাইয়া দিল? দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যের কি এই নিয়ম? জীবের সঙ্গে কি তিনি এইরূপ উৎকট ব্যঙ্গে প্রবৃত্ত আছেন? সুখের ছায়া দেখাইয়া কি জীবকে অধিকতর দুঃখে নিমগ্ন করা তাঁহার অভিপ্রায়? অন্ধজনক জননীর বার্দ্ধক্যের এক মাত্র অবলম্বন, প্রাণসম পুত্র ইহলোক হইতে চলিয়াগেল, অযত্নে ও অনাহারে অন্ধ পিতা মাতা হৃদয়ের বেদনায় বিধাতাকে অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে চির দিনের মত এ অরাজক রাজ্য হইতে বিদায় লইল। মহা পরাক্রান্ত ঈশ্বর যদি দয়াময়, তাঁহার রাজ্যে এ মর্ম্মভেদী নিষ্ঠুরতা কেন? শত শত মনুষ্য যাহারা ঈশ্বরকে গ্রাহ্য করে না, ধর্ম্ম ও নীতি অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়া কেবল পৃথিবীর পাপ ভার বৃদ্ধি করিতেছে, নৈতিক ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া মনুষ্য নামের কলঙ্ক হইয়াছে, তাহারা অতুল ধন সম্পদে সুখী হইয়া পৃথিবীকে তৃণাপেক্ষাও তুচ্ছ বোধ করিতেছে, আর যাহারা ঈশ্বরের ও দেশের সেবায় আপনাদিগের প্রাণ, মন, ধন, সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গতুল্য করিতেছে, তাহারা দুঃখ যন্ত্রণায় জীর্ণ শীর্ণ ও লোকগঞ্জনায় নিষ্পেষিত হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে দিন কাটাইতেছে। কৃষক উলঙ্গদেহে শরীরের রক্ত জল করিয়া বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা করিতেছে, জমিদার তিল প্রমাণ পরিশ্রম না করিয়া সেই শস্যে আপনার শস্যাগার পূর্ণ করিতেছে। কৃষক শূন্যহস্তে গৃহে ফিরিয়া সপরিবারে দুর্ভিক্ষ দ্বারা কবলিত হইতেছে। দয়ার সাগর ঈশ্বর যিনি, যাঁহার নিকট ধনী ও নির্ধনের প্রভেদ নাই, তাঁহার রাজ্যে এ অবিচার, এ বৈষম্য কেন? ঈশ্বরও কি ধনীর মুখাপেক্ষা করেন, অসত্যের প্রশ্রয় দেন? প্রাচীন কাল হইতে জ্ঞান গরিমা ও শক্তি সামর্থ্যে গৌরবান্বিত কত কত দেশ হীনবীর্য্য ও হীনপ্রাণ হইয়া পরাধীনতার দুশ্চেদ্য নিগড়ে নিষ্পেষিত হইতেছে, কত কত প্রাচীন সৌভাগ্যের পতন হইতেছে। মঙ্গলে অমঙ্গল, সুখে দুঃখ, সৌভাগ্যে দুর্ভাগ্য, উন্নতিতে অবনতি আনয়ন করাই কি দয়াময় ঈশ্বরের কার্য্য?

আপাততঃ এই সমুদয় বৈষম্য দেখিয়া হৃদয় সন্দেহে দোলায়মান হয়। যাহাদিগের বিশ্বাস কেবল মতে অবস্থিত অথবা অন্য হইতে সংক্রামিত, তাঁহারা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিবেন হয়ত ঈশ্বর দয়াময় নন। আমরা এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিব।

যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া স্বীকার না করা যায় তবে এ প্রশ্নের সহজেই মীমাংসা হয়। যাঁহারা এই মতাবলম্বী তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর দয়াময় একথা সত্য, কিন্তু অনন্ত শক্তির অভাব হেতু জীবের দুঃখে কাতর হইয়াও দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কিন্তু ব্রাহ্ম এ মতে বিশ্বাস করেন না, কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময়। ঈশ্বর আপনার অনন্তশক্তিতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনার অভ্রান্তশক্তিতে এই বিশ্ব চালাইতেছেন। অনন্তশক্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। ঈশ্বর সৃষ্টিকালে যে অভ্রান্ত নিয়মে এই বিশ্বকে আবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। কাহার্ সাধ্য সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রণীত নিয়মের ব্যতিক্রম করে। এই জগৎ সৃষ্টি কাল হইতে সেই একই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চলিতেছে। জগতের নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, সেই হেতুই জগতের এত সমৃদ্ধি ও উন্নতি। যদি ক্লান্ত পথিককে সুস্থ করিবার জন্য সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে লুক্কায়িত হয় অথবা পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইবার জন্য সূর্য্য মধ্য যামিনীতে উদিত হয়, যদি ব্যক্তি

বিশেষের সুবিধার জন্য রাত্রির পর দিন না আইসে, অথবা কোন পীড়াগ্রস্ত লোকের রোগোপশমের জন্য গ্রীষ্ম ঋতুতে শীতের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে এই পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিয়মে পৃথিবী সুখের স্থান হইয়াছে। যদি ব্যক্তি বিশেষের সুবিধার জন্য নিয়মের পরিবর্ত্তন হয়, তবে সমুদয় পৃথিবীকে এক ব্যক্তির জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়। ঈশ্বরের নিয়ম পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিতেছে; মানুষ আপন দোষে অমঙ্গল আনয়ন করে। আহার না করিলে শরীর ধারণ করা যায় না, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। এই নিয়ম পালন করিলে কত সুখ। কিন্তু যদি তুমি উপযুক্ত আহার না দিয়া তোমার নয়নানন্দকর সুকুমার শিশুর প্রাণ নাশের কারণ হও, তাহাতে কি নিয়ম কর্ত্তার অপরাধ হয়? যদি ঈশ্বর আহারের নিয়ম করিতেন আর আহার্য্য বস্তুতে পৃথিবী পূর্ণ করিয়া না দিতেন, তবে ঈশ্বরকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর যাহা বলিয়া অভিশাপ দেও সঙ্গত হইত। ধার্ম্মিক! তুমি ধর্ম্মাভিমানে নত হইয়া ধন-সম্পত্তি তুচ্ছ করিতেছ, বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিয়া অনাহারে শরীরকে ক্লিষ্ট করিতেছ, সুতরাং অতুল বিভবশালী ঈশ্বরের পৃথিবীতে তোমার মস্তক রাখিবার স্থান নাই। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে সুখের অভাব নাই, ধনের অভাব নাই, অবারিত দ্বার, লুণ্ঠন কর আর সম্ভোগ কর। ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়ম পালন কর, সুখে থাকিবে; ভঙ্গ কর দুঃখ পাইবে। ঈশ্বরের দয়ার পার নাই। কত দিন হীন অচেতন ও পরাধীন জাতি তাঁহার কৃপাবলে সুদিন পাইয়াছে। যে জাতি এইরূপ তাঁহার সুনিয়মে আপন অঙ্গ ঢালিয়া দিবে, যদিও বহুদিন তাহার সৌভাগ্য অস্তমিত হইয়াছে, আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। যাঁহার নিয়মে মৃত জাতি জীবন পায়, তাঁহাকে দয়াময় না বলিয়া আর কোন্ নামে সম্বোধন করিব? দয়াময় ঈশ্বরের শুভ নিয়মচক্র নিয়ত ভ্রাম্যমান হইতেছে, তাহা স্পর্শ করিবা মাত্র দুঃখ যন্ত্রণা ঘুচিয়া যায়। চক্রের ঘর্ষণে উৎপীড়ক দলিত হয়, নিপীড়িত, দৃঢ় নিগড় ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্ম বিবাহ।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বিগত আষাঢ় মাসের পত্রিকায় ব্রাহ্মবিবাহ রেজিষ্টরি করার বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার অনেক গুলি কথা বলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে উক্ত বিষয়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তিনি তাহার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার কথাগুলি এক একটী করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিব।

আমরা বলিয়াছিলাম যে, সাধারণ সমাজের কোন কোন সভ্য বিবাহ রেজিষ্টরি করা ভাল বাসেন না; তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন, "যখন সাধারণ ব্রাহ্মদিগের বিবাহ, প্রচলিত অপৌত্তলিক হিন্দুরীতিক্রমে নির্ব্বাহ হয় না, তখন তাহা অসিদ্ধ। সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন হিন্দু প্রণালীতে বিবাহের এই তিনটী প্রধান অঙ্গ। এই সমস্ত অঙ্গ রক্ষা করিয়া অপৌত্তলিক বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহ করা হিন্দুরীতি। সাধারণ সমাজ এই হিন্দুরীতি রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং এতদ্দেশীয় নিয়মানুসারে তাঁহাদের বিবাহ অসিদ্ধ। অসিদ্ধ বিবাহের সিদ্ধি এবং সন্তান সন্ততির দায়াধিকারে অব্যাঘাত এই জন্যই আইনের সৃষ্টি। তত্ত্বকৌমুদী যাহাই বলুন না, কিন্তু কোন ব্রাহ্ম সাধারণ সমাজের নূতন উদ্ভাবিত পদ্ধতিক্রমে বিবাহ করিয়া এবং ঐ অসিদ্ধ বিবাহ রেজিষ্টরি না করাইয়া সন্তান সন্ততিকে যে বিপদস্থ করিতে পারেন, আমরা তাহা বুঝি না, ফলতঃ আমরা এ কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।"

উদ্ধৃত অংশটী সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিব। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের মতে, "সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন, হিন্দু প্রণালীতে বিবাহের এই তিনটী প্রধান অঙ্গ। এই তিন অঙ্গ রক্ষা করিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করা হিন্দুরীতি; এই হিন্দুরীতি রক্ষা না করিলে এতদ্দেশীয় নিয়মানুসারে বিবাহ অসিদ্ধ।

এই কথাগুলিতে আমরা আস্থা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কোন ব্রাহ্মবিবাহে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমন থাকিলে অর্থাৎ আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ হইলেই যে তাহা সিদ্ধ হইল, ইহা কে বলিল? আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। স্বীকার না করিবার কারণ কি বলিতেছি।

ব্রাহ্ম বিবাহ রাজদ্বারে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না, এই বিষয় লইয়া যখন আন্দোলন চলিতেছিল, তখন উক্ত বিষয়ে এতদ্দেশীয় অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে বলেন যে উক্ত বিবাহ অসিদ্ধ। নবদ্বীপ, বারাণসী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের পণ্ডিতগণ এ কথা বলিয়াছিলেন। কেবল উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের বিবাহ নয়, তাঁহারা আদি সমাজের পদ্ধতিঅনুযায়ী বিবাহকেও স্পষ্টাক্ষরে অসিদ্ধ বিবাহ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। সেই সকল ব্যবস্থা প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আবশ্যক হইলে আমরা পুনর্ব্বার তাহা প্রকাশ করিতে পারি। বঙ্গদেশের প্রায় সমুদায় খ্যাতনামা পণ্ডিত, সকল প্রকার প্রণালীর ব্রাহ্মবিবাহকেই অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়াছিলেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ সকল প্রকার ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন যে, "উল্লিখিত ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতির কোনও পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শক্যাঙ্গের অর্থাৎ নান্দীমুখাদির পরিত্যাগ হয় এই হেতু ঐ বিবাহ সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে না।" এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলেন

"উল্লিখিত ব্রাহ্ম বিবাহের কোনও পদ্ধতি অনুসারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা আমাদিগের মতে সিদ্ধ ও বৈধ হইতে পারে না।"

স্বেচ্ছাবশতঃ শক্যাঙ্গ অর্থাৎ কৃতসাধ্য যে অঙ্গ তাহা না করিয়া বিবাহ করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। সমস্ত পণ্ডিতই এই কথা বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ, কুশণ্ডিকা ইত্যাদি না করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি বলেন, "লিখিত আধুনিক উভয় প্রকার পদ্ধত্যনুসারে নিষ্পন্ন বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র মতে সিদ্ধ নহে। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি বলেন যে, "শাস্ত্রানুসারে এই উভয়বিধ বিবাহ সিদ্ধ হয় না, ও বৈধ হয় না।" পণ্ডিত-বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন "ব্রাহ্ম বিবাহের যে দুই পদ্ধতি প্রচলিত আছে তদনুসারে অনুষ্ঠিত বিবাহ-কার্য্য হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ ও বৈধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।" পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "আমি উভয় পদ্ধতির অনুষ্ঠানাদির বিবরণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলাম। এই দুয়ের যে কোন পদ্ধতি অনু-সারে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা আমার মতে সিদ্ধ ও বৈধ নহে।"

পরলোক গত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় বারাণসী গমন করিয়া অগ্নিসংস্কারবিহীন বিবাহানুষ্ঠানের পক্ষে কয়েকজন পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন কাশাস্থ অধ্যাপকগণ প্রকৃত অবস্থা সকল জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা বারাণসী নিবাসী প্রসিদ্ধনামা হরি-শ্চন্দ্রের গৃহে এক প্রকাণ্ড সভা করিয়া বিচার পূর্ব্বক ইহাই স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্ম বিবাহ কখন বৈধ ও সিদ্ধ নহে। শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী, বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রায় চল্লিশ জন প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্রাহ্ম বিবাহের অবৈধত্বাপক্ষে ব্যবস্থা প্রদান করেন। সে ব্যবস্থা আমা-দিগের নিকটেই রহিয়াছে, আবশ্যক হইলে প্রকাশ করিতে পারি।

যখন দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী বিবাহকে অসিদ্ধ বলিয়াছেন, তখন তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক যে কোন্ সাহসে তাহাকে সিদ্ধ বলিলেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বাপুদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি কাশীর পণ্ডিতগণ স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়া-ছিলেন, যে যাহারা বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে নিশ্চয় পতিত; এবং হিন্দু বিবাহের যে সকল অঙ্গ আছে, তাহার কোন একটি অঙ্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে কোন বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে না।

আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারে এ পর্য্যন্ত যে সকল বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, হিন্দু বিবাহ হইলেও, সে সকলই যে অবৈধ আমরা এ প্রকার কিছু নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি না। যত দিন এ বিষয়ে হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা উঠিয়া তাহার নিষ্পত্তি না হইতেছে, ততদিন নিশ্চিত রূপে কিছুই ঠিক হই-তেছে না। এখন আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যখন নবদ্বীপ ও বারাণসী প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানের প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তখন অন্ততঃ ইহা বলিতেই হইবে যে উক্ত বিবাহের বৈধতা অনিশ্চিত ও সন্দেহের বিষয়। আমরা আশা করিতে পারি যে, ভবিষ্যতে আদিসমাজের বিবাহ ও অন্য প্রকার কয়েকটী ব্রাহ্মবিবাহ যাহা রেজিষ্টরি করা হয় নাই, তাহা বৈধ ও সিদ্ধ বলিয়া রাজদ্বারে গণ্য হইবে; কিন্তু প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ যে প্রকার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে এখন অন্ততঃ কিছুই ঠিক করিয়া বলা যায় না।

রেজিষ্টরি করা বিবাহকে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক এবারেও নিরীশ্বর বিবাহ বলিতে ছাড়েন নাই। বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মো-পাসনা হইয়া যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, সে বিবাহকে কোন্ বিবেচনায় নিরীশ্বর বলা হইল, ইহার উত্তরে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্ম বিবাহ রেজিষ্টরি করিলে, রেজিষ্টরি মুখ্য কার্য্য, এবং উপাসনা গৌণ কার্য্য মাত্র। বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য রেজিষ্টরি করিতেই হইবে; উপাসনা কর আর না কর তাহাতে বিবাহের সিদ্ধতা সম্বন্ধে কিছুই আসে যায় না। সুতরাং এ প্রকার বিবাহকে তিনি নিরীশ্বর বিবাহ বলা সঙ্গত মনে করেন।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক এস্থলে যার পর নাই ভ্রমে পড়ি-য়াছেন। ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা নিশ্চয়ই মুখ্য। রেজিষ্টরি কর আর নাই কর, ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্ম বিবাহের সর্ব্ব প্রধান অঙ্গ। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক যথার্থই বলিয়া-ছেন যে, কোন বিবাহে যদি ব্রহ্মোপাসনা না হয়, এবং তাহা যদি রেজিষ্টরি করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সে বিবাহ রাজদ্বারে বৈধ ও সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি সে বিবাহকে কেহ কি ব্রাহ্মবিবাহ বলিতে পারে?

যদি কখন নাস্তিক প্রভৃতি মতাবলম্বীদিগের মধ্যে এ প্রকার বিবাহ ঘটে, তবে তাহাকে অবশ্য কেহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিবে না। আমরা বলি যে, ব্রাহ্মবিবাহের প্রধান অংশ, সার অংশ, মুখ্য অংশ, ব্রহ্মোপাসনা; রেজিষ্টরিই হউক আর যাহাই হউক, তাহা অবশ্য গৌণ। কোন একটী বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইল, কিন্তু রেজিষ্টরি হইল না। অবশ্য সকল ব্রাহ্মই তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিবেন। কিন্তু মনে করুন, কোন একটী বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইল না, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক রেজিষ্টরি করা হইল। ইহা নিশ্চয়, কোন ব্রাহ্ম, কোন ব্যক্তিই, এই শেষোক্ত বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিবেন না। সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে, রেজিষ্টরি না হইলে ব্রাহ্মবিবাহ হয়, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা না হইলে কখনই হয় না, তখন তর্কশাস্ত্রানুসারে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্ম বিবাহের অপরিত্যাজ্য মুখ্য অংশ।

আর একটী কথা। রেজিষ্টরি আইন হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মবিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি তখন ব্রাহ্মবিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই

আইনের প্রতীক্ষা করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ফলাফলের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে তাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন। যখন আইন হইল, তখন আবশ্যক বিবেচনায় তাঁহারা স্ব স্ব বিবাহ রেজিষ্টরি করিয়া লইলেন। কিন্তু যদি অদ্যাবধি আইন না হইত তাহাতেই বা কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরের নামে বিবাহ করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। রাজনিয়ম বিবাহের অনুকূল হয়, ভালই, না হয় ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই তাঁহাদের মনের ভাব। ব্রহ্মের অপেক্ষা স্বার্থ যাহার অধিক প্রিয়, সে হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিতে আসিবে কেন? তবে যে স্থলে পাত্রী ধনবানের কন্যা সে স্থলে স্বতন্ত্র কথা। আমরা সর্ব্ব সাধারণ ব্রাহ্মের বিষয় বলিতেছি।

কিন্তু আদিসমাজের বিবাহের বিষয়েই বা কি? ব্রহ্মোপাসনা কি সে বিবাহের মুখ্য অঙ্গ? কখনই নহে। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক নিজেই বলিতেছেন যে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ও বৈদিকমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিবাহ হইলেই তাহা সিদ্ধ হয়। তিনিতো ব্রহ্মোপাসনা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বলিতেছেন না। তবে কি আমরা ইহাই বলিব যে, আদি সমাজের মতানুযায়ী বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা গৌণকার্য্য মাত্র। মনে করুন একটি বিবাহে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ও বৈদিকমন্ত্রোচ্চারণ হইল, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা হইল না। সে বিবাহ কি সিদ্ধ হইবে না? তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়েরই মতে ইহা নিশ্চয় সিদ্ধ ও বৈধবলিয়া গণ্য হইবে। তবে সাধারণ সমাজের বিবাহ লইয়া এত টানাটানি কেন?

ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করার বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় অনেক কথা বলিতেছেন। কিন্তু আমরা আদিসমাজের উদ্বাহপদ্ধতি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া বিবাহ ব্রত গ্রহণ বিষয়ে উহার কোন স্থানে কিছুমাত্র নাই। একটি স্থানেও দেখিলামনা যে, বর ও কন্যা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছে যে, তাহারা যাবজ্জীবন উদ্বাহ-ব্রত পালন করিবে। দুই একটি স্থলে কেবল বর, কন্যাকে "দেবকামা" ঈশ্বর নিষ্ঠ হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কি হইল? ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া উদ্বাহপ্রতিজ্ঞা কোথায়? আদিসমাজের যেমন একটি বিশুদ্ধ হিন্দুপদ্ধতি আছে, খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের সেই প্রকার আর একটি আছে। উক্ত পদ্ধতি অনুসারেও কয়েকটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নবীন বাবু আদিসমাজের পদ্ধতির ঐ অভাবটি বুঝিতে পারিয়া তাহা আপনার পদ্ধতিতে পূরণ করিয়া দিয়াছেন।

এস্থলে আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি যে যখন আদি-সমাজের বিবাহেই বিবাহের সিদ্ধতাজন্য ব্রহ্মোপাসনা অপরিত্যাজ্য মুখ্য অংশ হইল না, এবং যখন উক্ত পদ্ধতিতে কোন স্থলেই ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিবাহব্রত গ্রহণ করা হয় নাই, তখন রেজিষ্টরি লইয়াই এত মারামারি কেন?

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন, "যিনি মনে করেন রেজিষ্টরি করা না করা বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তিনি গবর্ণমেণ্টের রেজিষ্টরি আইনের মর্ম্মই বুঝিতে পারেন নাই। হিন্দু বিবাহে সম্প্রদানাদি কার্য্যের ন্যায় প্রণালী পরিশুদ্ধ ও অঙ্গপূর্ণ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই রেজিষ্টরি করিতে হইবে।"

রেজিষ্টরি করিতেই হইবে, না করিলে বিবাহ নিশ্চয়ই অসিদ্ধ হইবে, এ কথা ঠিক নহে। রেজিষ্টরি লইয়া এত আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক যদি একবার রেজিষ্টরি আইনটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে এ কথা বলিতেন না। আমরা বিবাহ রেজিষ্টরি আইনের ১৯ ধারাটী উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকবর্গ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের কথার কোন মূল নাই।

19. Nothing in this Act contained shall affect the validity of any marriage not Solemnized under its provisions, nor shall this Act be deemed directly or indirectly to affect the validity of any mode of contracting marriage; but if the validity of any such mode shall hereafter come into question before any court, such question shall be decided as if this Act has not been passed.

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, রেজিষ্টরি করিলেই বিবাহ করা হইল। বাস্তবিক তাহা নহে। আইনের অভিপ্রায় এই যে, বিবাহানুষ্ঠান হইবার পূর্ব্বে সেই বিবাহকে রাজদ্বারে নিশ্চিতরূপে বৈধ ও সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিবার জন্য পাত্র ও কন্যা তাহা রেজিষ্টরি করিয়া লইতে পারেন, আমরা উক্ত আইন হইতে নিম্নে আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি দেখিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, রেজিষ্টরি করা বিবাহ নহে।

10 *Before this marriage is solemnized,* the parties and the witnesses shall in the presence of the Registrar, sign a declaration in the form contained in the second Schedule to this Act.

১০। বিবাহ সাধন হইবার পূর্ব্বে বিবাহার্থী উভয় ব্যক্তি এবং তিন জন সাক্ষী রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাৎ এই আইনের দ্বিতীয় তফশীলের নির্দ্দিষ্ট পাঠের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলিয়াছেন, যে বিবাহ রেজিষ্টরি করা সমাজে প্রচলিত হইলে "তখন হইবে এই, আজ একটী যুবা কোন রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন, কিছু দিন পরে আর একটী অপেক্ষাকৃত রূপবতী তাঁহার অদৃষ্টে জুটিয়া গেল। যুবা ধর্ম্মনিয়মে নহে, মুখ্যত রাজনিয়মে বদ্ধ, সে নিয়ম ভঙ্গে পারলৌকিক

ভয় কি আসিবে? তিনি স্বচ্ছন্দে ছলে বলে পূর্ব্ব পরিণীত স্ত্রীকে ত্যাগ করিলেন এবং হিন্দু সমাজের চৌদ্দ পুরুষে যাহা কখন দেখে নাই সেই সকল লীলা দেখাইতে লাগিলেন।"

আমরা জিজ্ঞাসা করি যাঁহারা হিন্দু মতে বিবাহ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক লোক কি এমন দেখা যায় না যে তাঁহারা অসচ্চরিত্র হইয়া কার্য্যতঃ স্ত্রী ত্যাগ করেন, অথবা আর একটী বিবাহ করিয়া বসেন? হিন্দু সমাজতো বহু বিবাহে আপত্তি করেন না, সুতরাং কার্য্যতঃ স্ত্রী ত্যাগ হিন্দু সমাজে অতি সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক বলিতে পারেন যে, যাহার ধর্ম্ম ভয় আছে, সে তেমন গর্হিত কাজ কখনই করে না। আমরা বলি যাঁহারা বিবাহ রেজিষ্টরি করিয়া লইবেন, তাঁহাদের মধ্যেও যাঁহাদের ধর্ম্ম ভয় আছে তাঁহারা কখনই তেমন গর্হিত কার্য্য করিবেন না। উভয় পক্ষেই সমান কথা হইল।

সমান কথাই বা কই? বিবাহ রেজিষ্টরি করিলে সে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া অন্য বিবাহ করা সহজ ব্যাপার নহে। অন্য বিবাহ করিলে আইনানুসারে সাতবৎসর কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হয়। হিন্দু মতে বিবাহে সে সকল কোন আপদ্ বালাই নাই। সুতরাং কেহ ইচ্ছা করিলেই অক্লেশে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আর একটী বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহ রেজিষ্টরিআইনানুসারেও স্ত্রীত্যাগ হইতে পারে, কিন্তু আদালতে স্ত্রীর ব্যভিচার নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিতে না পারিলে তাহা হইবার উপায় নাই। আমাদের বিবেচনায় ইহা অতি সুনিয়ম।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন, "যে প্রণালীতে নাস্তিকেরা স্বচ্ছন্দে যোগ দিতে পারে তাহা ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালী বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করিব? নাস্তিকেরা কখনই ব্রাহ্মবিবাহ প্রণালীতে যোগ দিতে পারে না। তাহারা অবশ্য বিবাহ রেজিষ্টরি করিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে রেজিষ্টরি করা ও ব্রাহ্মবিবাহপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ।

আমরা হৃদয়ের বিবাহ, সামাজিক বিবাহ ও রাজনিয়মানুসারে বিবাহের বিষয় যাহা বলিয়াছিলাম, আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা ঠিক্ উত্তর হয় নাই। তিনি বীরের ন্যায় সদর্পে বাণত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা লক্ষ্যস্পর্শ করে নাই। না করিবারই কথা। তিনি লক্ষ্যটি ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই। দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে উহা তাঁহার আক্রমণের অতীত।

তিনি বলিয়াছেন, "হৃদয়ের বিবাহ যে কি এতদ্দেশে তাহা প্রচলিত নাই। সুতরাং এস্থলে তাহা লইয়া বিচার চলিতে পারে না।" হৃদয়ের বিবাহের অর্থ আর কিছুই নহে, বর কন্যার মনোমিলন। এদেশে বিবাহ বিষয়ে অভিভাবকদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব, সুতরাং পাত্র ও পাত্রী পরস্পরকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বামী স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতেছে কি না সে বিষয়টী আদবে দেখা হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মবিবাহে সে প্রকার হওয়া কখনই উচিত নহে; হইলে আমরা তাহাকে কখনই ব্রাহ্মবিবাহ বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, এখন আমাদের অভিপ্রায় স্পষ্টতর করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি।

ব্রাহ্মবিবাহ মাত্রেই তিনটি ভাব থাকা উচিত। প্রথম, বর ও কন্যা পরস্পরকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বামীস্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিবেন; এই অংশটির নাম দেওয়া গেল হৃদয়ের বিবাহ। কিন্তু এই হৃদয়ের বিবাহ হইলেই কি সকল হইল? কখনই না। সামাজিক ভাবে বিবাহ চাই। মনে করুন, কোন অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে অকৃত্রিম ভাল বাসিলেন, মনে মনে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পরস্পরকে স্বামীস্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন। এমন সময় তাঁহাদের বলা হইল যে, তোমরা পুরোহিত প্রভৃতি ডাকিয়া সামাজিক নিয়মানুসারে বিবাহ কর। তাঁহারা বলিলেন "সেকি, তাহা হইলে যে ঈশ্বরের অবমাননা করা হইবে। আমরা যখন ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে পরস্পরকে স্বামীস্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তখন পুরোহিত হউক আর যে হউক, কোন তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে মন্ত্রপাঠ করিলে ঈশ্বরের অপমান। ঈশ্বরের সাক্ষিতা যথেষ্ট হইল না, আবার মানুষের সাক্ষিতা চাই? আমরা যখন ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তখন আবার পুরোহিত বা সমাজের কোন ব্যক্তির সম্মুখে প্রকাশ্যরূপে বিবাহ না করিলে, প্রকৃত বিবাহ হইল না, ইহা আমরা স্বীকার করি না।" সে পাত্র কন্যা তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের ন্যায় বলিতে পারেন "ঈশ্বরকে গৌণকল্পে রাখিয়া পুরোহিতের ("রেজিষ্ট্রারের") সাক্ষিতায় বিবাহসিদ্ধ করা হইতেছে। "এস্থলে স্বয়ং পুরোহিত ("রেজিষ্ট্রার") ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতেছে, সুতরাং ইহাতে ঈশ্বরের অবমাননা ভিন্ন আর কি হইতে পারে।"

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় দেখুন যে কেবল ঈশ্বর সাক্ষী করিলেই বিবাহ হয় না। সমাজ সে প্রকার বিবাহকে বিবাহ বলিয়াই স্বীকার করে না। পাত্রকন্যা নির্জ্জনে কেবল ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিলে সমাজের লোক তাহাকে বিবাহই বলিবে না। সেই জন্যই আমরা বলি যে কেবল ঈশ্বরের সাক্ষিতাতে সামাজিক ভাবে বিবাহ হয় না। মনুষ্যের সাক্ষীতা চাই। মনুষ্যের সাক্ষিতা ভিন্ন যখন কোন বিবাহই জনসমাজে বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না, তখন রেজিষ্ট্রারের সাক্ষিতাতেই এত আপত্তি কেন? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে মনুষ্যের সাক্ষিতা বিবাহ "সিদ্ধির নিদান।" তদ্ভিন্ন কোন বিবাহই সিদ্ধ হইতে পারে না। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয় এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি রামচন্দ্রের দলিল রেজিষ্টরি করার যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা কোন প্রকারেই সংলগ্ন হইতেছে না।

আমরা আলোচনা দ্বারা দেখিলাম যে, আদি সমাজের

বিবাহ, কি অন্য যে কোন ব্রাহ্ম-বিবাহ রেজিষ্টরি করা না হয়, তাহার বৈধতা সন্দেহের বিষয়। রেজিষ্টরি করিলে যে ঈশ্বরের অপমান বা জনসমাজের কোন অনিষ্ট করা হয়, ইহা অতি অসার কথা। যাঁহারা অপক্ষপাতী হইয়া সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই প্রতীতি জন্মিবে যে ব্রাহ্মবিবাহ রেজিষ্টরি করাই কর্ত্তব্য। রেজিষ্টরি করিলে "নিরীশ্বর বিবাহ" হয়, ইহা অতি অন্যায় ও অসার কথা।

ঊনচল্লিশটি বিশ্বাস।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। দিন দিন যে প্রকার অবনতির পর অধিকতর অবনতির দিকে উক্ত সমাজ ধাবিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে যথার্থই অত্যন্ত আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। কেশব বাবু ও তাঁহার প্রচারকগণের জীবন সম্বন্ধে অধোগতি দেখিলে, আমরা অবশ্যই দুঃখিত হই; কিন্তু যদি দেখি যে, তাঁহারা কেবল নিজের অনিষ্ট করিতেছেন এমন নহে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতে বসিয়াছেন, তাহা হইলে আমাদিগকে শতগুণ অধিক দুঃখিত হইতে হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় মধ্যবর্ত্তিতার মত তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের প্রচারিত থিইষ্টিক কোয়াটরলি রিভিউ নামক এক নূতন পত্রিকায় ব্রাহ্মের বিশ্বাস (The Brahmo's Creed) বলিয়া তাঁহারা একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহাতে ঊনচল্লিশটি বিশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে বিংশ বিশ্বাসটি এই "I believe Jesus Christ to be the Chief of all prophets and teachers" আমি বিশ্বাস করি যিশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর প্রেরিত ও গুরুদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। খ্রীষ্টকে "ঈশ্বর প্রেরিত" সর্ব্ব প্রধান গুরু বলিয়া বিশ্বাস করা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একটী বিশ্বাস হইয়া দাঁড়াইল!! আমাদের সুস্পষ্টরূপ স্মরণ হইতেছে কেশব বাবু এক সময় বলিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টকে প্রতারক বলিয়া মনে করিয়াও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। কিন্তু আজ এ আবার কি দেখিতেছি! আমরা চিরকাল এই মনে করিয়া আসিতেছি যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মতামতের সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই।

কেবল উহাই নহে। ভ্রান্তি অনেক দূর গড়াইয়াছে। পঞ্চবিংশ বিশ্বাসটী দেখুন।

"I believe in the inspiration and truth-teaching power of some of the leaders of the Brahmo Samaj, and eminently of Keshub Chander Sen. &c.

আমি ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রত্যাদেশে ও সত্য শিক্ষা দিবার শক্তিতে বিশ্বাস করি; এবং সর্ব্বাপেক্ষা কেশবচন্দ্র সেনের এইরূপ শক্তি আছে বিশ্বাস করি।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে এই সকল কথা বাতুলের প্রলাপ তুল্য মনে করিয়া হাস্য করিতেছেন। আমরা তাহা করিতে পারি না, ব্যাপারটি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে; হাঁসিবার বিষয় নয়। এখন কথা হইতেছে এই; হয়, আমরা বলিব কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ ব্রাহ্ম নহেন, নয় আমরা ব্রাহ্ম নহি। তাঁহাদের সঙ্গে আমরা আমাদিগকে এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারি না। অন্য সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিশেষ গৌরব এই যে, ইহাতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে ব্যবধান নাই। ব্রাহ্মসমাজ জন্মদিন হইতে এই শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। এখন যদি ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে একটা মানুষ খাড়া করা হয়, তবে তাহাকে আর কেমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিব? এক জন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন, যে মন স্বর্গে নরক সৃষ্টি ও নরকে স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারে। ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে সেই কথা ঠিক্ খাটিয়াছে। মানুষ আপনার মনের দোষে ব্রহ্ম পূজার স্থানে নরপূজার আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে;—সত্য রাজ্যে অসত্যের কলঙ্ক অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

অনেকে আমাদিগকে উক্ত প্রবন্ধটি বিশেষরূপে সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের এখন সে প্রবৃত্তি নাই। সমালোচনা আর কি করিব? এত কাল পরে কি ব্রাহ্মদিগকে এই বুঝাইতে হইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন মানুষ দণ্ডায়মান নাই; যে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত, কোন মানুষের প্রতি মতামতের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। পঞ্চাশৎ বৎসরের উন্নতি, এত বক্তৃতা, এত জ্ঞানালোচনা, এত উপাসনার পর কি ইহাই হইল? আমরা হৃদয়ে বড় বেদনা পাইয়াছি। বিশেষ করিয়া সমালোচনা করিতে এখন প্রবৃত্তি নাই।

ব্রাহ্মসমাজ সকলের এখন কর্ত্তব্য কি? তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলুন যে, কেশব বাবুর ধর্ম্ম ও তাঁহাদের ধর্ম্ম এক নহে। জগৎকে এ কথা বিশেষ করিয়া জানান হউক। ব্রহ্মে যিনি বিশ্বাস করেন, ব্রহ্মের যিনি পূজা করেন, তিনিই ব্রাহ্ম। মানুষের প্রতি বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। শত শত কেশবচন্দ্র সেন যদি রসাতল যান, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম লেশমাত্র বিচলিত হন না। আমাদের উপায়, গতি, মুক্তি, আরাধ্য, সুখ, সম্পদ সকলই ব্রহ্ম। তাঁহাকে লইয়া, তাঁহারই জন্য আমরা জীবনপথে অগ্রসর হইতেছি।

যদি ভাই হইয়া আমার নিকট আগমন কর, আমি তোমাকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিব, আর যদি তুমি আমার ও আমার ঈশ্বরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াও, তবে, হে মানুষ! তুমি দূর হও। তুমি বড় লোক হইতে পার, তোমায় অসাধারণ শক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু আমার ঈশ্বরের মুখ ঢাকিবার;—তাঁহার সহিত অব্যবহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নষ্ট করিবার তোমার কোন অধিকার নাই। তুমি যাহা দিতে পার না, তাহা কাড়িয়া লইও না।

উপসংহারকালে আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে একটি গুরুতর সময় আসিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, আর কি না, তাহা এখন অন্য লোকের বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। সেই জন্য তাঁহারা এখন পরিষ্কার করিয়া লোককে বলুন যে, প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি; কেশব বাবুর ধর্ম্ম যে তাঁহাদের ধর্ম্ম নহে তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ স্পষ্ট করিয়া জগতের সম্মুখে ব্যক্ত করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি।

১। সচ্চরিত্র, উপাসনাশীল ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি প্রচারক বলিয়া নিযুক্ত বা প্রচারার্থী বলিয়া গৃহীত হইবেন না।

২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞানানুসারে এবং যতদূর সম্ভব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

৩। প্রচারকগণ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন:—(১) (অনিয়মিত) প্রচারক, (২) সম্মানিত (Honorary) প্রচারক, (৩) নিয়মিত (Ordinary) প্রচারক।

৪। যে সকল ব্যক্তি বিষয় কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অবকাশ মতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাঁহারা অনিয়মিত প্রচারক নামে অভিহিত হইবেন।

৫। যে সকল ব্যক্তি প্রচার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন অথচ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কোন অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিবেন না, তাঁহারা সম্মানিত প্রচারক বলিয়া অভিহিত হইবেন।

৬। যে সকল ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, তাঁহারা নিয়মিত প্রচারক বলিয়া অভিহিত হইবেন।

৮। অনিয়মিত ও সম্মানিত প্রচারকগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার প্রকাশ্য নির্দ্ধারণ দ্বারা প্রতি দুই বৎসরান্তে মনোনীত হইবেন।

৭। প্রচারক সভা বিবেচনামতে বিনা পরীক্ষায় অথবা আবশ্যক বোধ করিলে কোন প্রকার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া যাঁহাদিগকে অনিয়মিত ও সম্মানিত প্রচারক রূপে গ্রহণ করিবার অনুরোধ করিবেন, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

৯। প্রচারসভা নামে একটী সভার হস্তে, প্রচারার্থী সকল নির্ব্বাচন, তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রণালী, অধ্যাপক ও পরীক্ষক নির্দ্ধারণ এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যক নিয়ম ব্যবস্থাপনের ভার থাকিবে, এই সভা সর্ব্বদা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

১০। যে বৎসর প্রচার সভা নিযুক্ত হইবে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সেই বৎসর অধ্যক্ষ সভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বে এই সভা নিযুক্ত করিবেন।

১১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক সভ্য ভিন্ন অপর কেহ প্রচার সভার সভ্য হইতে পারিবেন না।

নিয়মিত প্রচারকদিগের শিক্ষা প্রণালী।

১২। দুইটী বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রচারার্থীদিগকে বিভিন্ন প্রণালীতে শিক্ষা দান করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে:—(১) যাহাতে তাঁহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে পারেন, (২) যাহাতে তাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে পারেন।

১৩। প্রচারার্থীদিগকে অন্যূন এক বৎসর কাল ছাত্রাবস্থায় শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে এবং অন্যূন এক বৎসর কাল প্রচার ব্রতে প্রবেশার্থী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

১৪। প্রচারার্থীগণ নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় সন্তোষ জনকরূপে উত্তীর্ণ হইলে প্রচার ব্রতে প্রবেশার্থী (Probationer) বলিয়া নিযুক্ত হইবেন। প্রবেশার্থীদিগের কার্য্য, শিক্ষা ও চরিত্র সন্তোষজনক বিবেচনা করিলে প্রচারক সভা তাঁহাদিগকে প্রচারক রূপে নিযুক্ত করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় প্রস্তাব করিবেন।

১৫। প্রবেশার্থী অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য দান আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

১৬। প্রচার সভা কোন ব্যক্তিকে প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাঁহার নিয়োগের নির্দ্দিষ্ট সময় প্রকাশ্য পত্রে বিজ্ঞাপন করিবেন। নিয়োগার্থী সম্বন্ধে কোন ব্রাহ্মসমাজ বা ব্যক্তি বিশেষ কোন মতামত প্রকাশ করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহা বিবেচনাস্থলে গ্রহণ ও আবশ্যক মতে তাহার অনুসন্ধান করিয়া নিয়োগ বিষয় স্থির করিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপন দিবার এবং নিয়োগ করিবার দিবসের মধ্যে ন্যূন কল্পে দুই মাসের ব্যবধান থাকিবে।

১৭। আবশ্যক বিবেচনা করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা কোন প্রচারককে কোন বিশেষ স্থান বা বিভাগের ভার নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রদান করিয়া তথায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১৮। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমতি বা অনুমোদন ক্রমে নিয়মিত বা সম্মানিত প্রচারকগণ প্রচার ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকর অন্যবিধ কার্য্যেরও ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১৯। চরিত্র দোষ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে অবিশ্বাস অথবা অন্য কোন গুরুতর কারণে আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কোন প্রচারককে প্রচার কার্য্য হইতে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন।

২০। এ প্রকার নির্দ্ধারণ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত প্রচারকের আত্মসমর্থন জন্য যথোচিত সুযোগ প্রদান করা হইবে। কোন প্রচারকের পদচ্যুতি বিষয়ক প্রস্তাব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার পরবর্ত্তী দুই অধিবেশনে সমর্থিত না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এই দুই অধিবেশনের দ্বিতীয়টী, মূল প্রস্তাব যে অধিবেশনের দিবস গৃহীত হইবে, তাহার অন্যূন তিন মাস পরে হওয়া আবশ্যক।

সংবাদসার।

বিলাতের সুবিখ্যাত পাদ্রি ডীন ষ্টান্লি সম্প্রতি খৃষ্ট ধর্ম্মের ত্রিত্ববিষয়ক মতসম্বন্ধে তাঁহার উপাসনালয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এই তিনের মধ্যে তাঁহার মতে, পিতা ধর্ম্মের প্রাকৃতিক বিভাগ, পুত্র ঐতিহাসিক বিভাগ, এবং পবিত্রাত্মা ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক বিভাগ প্রকাশ করে। তিনি আরও বলেন যে, লোকের মত ও বিশ্বাস যাহাই কেন হউক না, তিনি যদি ন্যায়পথে চলিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার তিন ঈশ্বরকে সম্মান করা হয়। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে যে, কোন কোন খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মযাজক খৃষ্টধর্ম্মের কুসংস্কার সকলকে যুক্তিসঙ্গত আকার দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অমূলক বিশ্বাস সকলের দিন যে শেষ হইয়া আসিতেছে উহা তাহারই এক প্রমাণ। ষ্টান্লি সাহেব শেষ কথাটী উত্তম বলিয়াছেন। মত অপেক্ষা চরিত্র ও জীবন যে অধিকতর মূল্যবান্ ইহা জগতে যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল।

আমাদের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ইংলণ্ডে সুরাপান কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সম্প্রতি আবার বিপদের উপর বিপদ ঘটিতেছে। সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে অহিফেন সেবন দিন দিন প্রবল হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিলে অন্য কোন উপায় নাই। ভারতবর্ষ অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও ইংলণ্ডের অনুসরণ করিতেছেন। এ দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ যত কৃতকার্য্য হউন আর নাই হউন, বিলাতি সুরাবণিকেরা যে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইতেছেন সে বিষয়ে আর লেশ মাত্র সংশয় নাই।

শ্রীযুক্ত ভয়সি সাহেব কেশব বাবুর খৃষ্ট বিষয়ক বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন যিশুখৃষ্টের প্রশংসা করা উচিত, কিন্তু কেশব বাবু তাঁহার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়াছেন। যিশুখৃষ্টের উপদেশ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উহা ভাল বটে, কিন্তু নির্দ্দোষ নহে। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম গৃহস্থের পক্ষে সম্পূর্ণ সঙ্গত হইতে পারে না। দাম্পত্য কর্ত্তব্য, সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য, জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য পরিশ্রম ইত্যাদি গার্হস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে খৃষ্টের কোন উপদেশ নাই। কেশব বাবু যে, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া উপধর্ম্মে পতিত হইতেছেন, ভয়সি সাহেব ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের বোধ হইল যে তিনি কোন কোন বিষয়ে কেশব বাবুর অভিপ্রায় পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ।

সভার নাম।

১। এই সভার নাম "কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ" হইল।

সভার উদ্দেশ্য।

২। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, নীতি, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ক সকল প্রকার সত্যানুসন্ধান ও তাহার প্রচার করা, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিস্তার দ্বারা ঐক্য বন্ধন স্থাপন করা, পরস্পরের কি বৈষয়িক কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা করা, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত সকল প্রকার দেশহিতকর (সমাজ হিতকর) কার্য্যের অনুষ্ঠান করা এই সভার উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য।

৩। ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, জগৎ কারণ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানময়, সর্ব্বশক্তিমান্, মঙ্গলময়, নিত্য, নিয়ন্তা, নিরাকার, এক মাত্র, অদ্বিতীয়, স্বতন্ত্র, পরিপূর্ণ, পরম ন্যায়বান্, প্রেমময় ও পবিত্র। এক মাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁহার প্রতি প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। কোন সৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে ঈশ্বর জ্ঞান, বা ঈশ্বরের সমান জ্ঞান, বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান না করা।

কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার না করা।

সভ্য হইবার নিয়ম।

৪। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক নহেন, এবং কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অন্যূন বার্ষিক ১৲ এক টাকা অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন, তাঁহারাই এ সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া কোন প্রভেদ থাকিবে না।

সভ্যদিগের অধিকার।

৫। সভ্যেরা সমাজের কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং রহিত করিতে পারিবেন। সভায় কোন বিষয় প্রস্তাব করিতে এবং বিবেচ্য বিষয়ে মত দিতে পারিবেন।

সভ্যের অধিকার লোপ।

৬। যদি কোন সভ্য এক বৎসরের দাতব্য দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যে পরিশোধ না করেন, অথবা প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস অস্বীকার করেন, অথবা চরিত্র

ঘটিত কোন অতি জঘন্য দোষে লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে সমাজের বিবেচনা মতে তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করা যাইবে।

সভার কর্ম্মচারী।

৭। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের এক জন সম্পাদক এবং এক জন ধনরক্ষক থাকিবেন। ইহাঁরা সভ্যদিগের দ্বারা বার্ষিক অধিবেশনে এক বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। বৎসরান্তে পুনরায় তাঁহারা মনোনীত হইতে পারিবেন। প্রয়োজন হইলে বৎসরের মধ্যেও তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবেন। সম্পাদকের নিয়োগ "কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের" ট্রষ্টীদিগের অনুমোদন সাপেক্ষ।

কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য।

৮। সম্পাদক সমাজের কাগজ পত্র, পুস্তকাদি ও দাতব্যের হিসাবাদি রক্ষা করিবেন; সভা আহ্বান করিবেন; সভার ধার্য্য বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবেন।

ধনরক্ষক সমাজের প্রাপ্য অর্থাদি সংগ্রহ করিবেন ও আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন, এবং সাধারণতঃ সকল বিষয়ে সম্পাদকের সাহায্য করিবেন।

সভার অধিবেশন।

৯। প্রতি মাসে একবার এই সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। সাম্বৎসরিক উৎসবের পর বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যূন তিনজন সভ্য আবশ্যক বোধ করিলে বিশেষ সভা আহূত হইবে। অথবা কোন বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে সম্পাদক বিশেষ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

পাঁচ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে না। উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে এক জন সভাপতি হইবেন। সভাস্থ সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে সকল বিষয় ধার্য্য হইবে। সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমান অংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি মত দিবেন, সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবে।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের সহিত এই সমাজের সম্বন্ধ।

১০। সামাজিক উপাসনা ব্রাহ্মদিগের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করা যায়, অতএব সকল ব্রাহ্মেরই রোগ বা বিপদ, অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে অপারক না হইলে সামাজিক উপাসনায় যোগ দেওয়া উচিত।

"কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ মন্দির" ব্রাহ্মসাধারণের উপাসনার জন্য ট্রষ্টীদিগের হস্তে অর্পিত আছে। এই সমাজের সভ্যগণ উক্ত সমাজ মন্দিরে প্রতিদিন অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে সামাজিক উপাসনার জন্য মিলিত হইবেন।

তথায় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহার্থ এক জন বা আবশ্যক হইলে ততোধিক সচ্চরিত্র আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মকে, আচার্য্য নিযুক্ত করিবেন, এবং যতদিন তিনি বা তাঁহারা উক্তকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ততদিন ট্রষ্টীগণের অনুমতি লইয়া উক্ত মন্দিরের উত্তর খণ্ডে সপরিবারে বাস করিতে পাইবেন। কোন বিশেষ কারণে তাঁহার অনুপস্থিত ঘটিলে উপস্থিত ব্রাহ্মদিগের মধ্য হইতে একজন উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। এই সমাজের সভ্যগণ ট্রষ্টডিডের প্রথম নিয়মানুসারে বিশুদ্ধ উপাসনা প্রণালী স্থির করিবেন। উপাসনা কার্য্যের জন্য আচার্য্য, গায়ক, বাদক, ও গৃহ রক্ষকের বেতন এবং আলোক ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় হইবে, সভ্যেরা তাহার ভার গ্রহণ করিবেন। মন্দির সংস্কার অথবা বর্দ্ধিত করিবার আবশ্যক হইলে ট্রষ্টীগণ ও সভ্যগণ সমবেত চেষ্টাদ্বারা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। সমাজ মন্দিরের অবস্থার উপর এই সমাজের সভ্যদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।

উৎকল ব্রাহ্ম সমাজ।

বিগত ১লা জুলাই উৎকল ব্রাহ্ম সমাজের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে নিম্ন লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

প্রাতঃকাল ৬টা হইতে ৭টা সঙ্গীত।
৭টা—৯৷৷০ প্রাতঃকালীন উপাসনা।
উড়িয়া সম্পাদক মধুসূদন রাও কর্তৃক।
মধ্যাহ্ন ১৷৷ টা হইতে ২ টা সারকথা পাঠ।
২টা হইতে ৩টা পাঠ ও ব্যাখান আচার্য্য যদুমনি ঘোষ, ও বিপিন চন্দ্র পাল।
৩ টা হইতে ৪টা দেশহিতকর বিষয়ক আলোচনা ও প্রার্থনা।
৬৷৷০—৯৷৷০ সঙ্কীর্ত্তন।
৯৷৷০—১০৷৷০ উপাসনা আচার্য্য যদুমনিঘোষ।

উৎসব উপলক্ষে তিনজন ব্রাহ্ম প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আপনার উপবীত ও একজন আপনার মালা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিন জনই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইবেন এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

বিগত ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার উৎকল ব্রহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বর্ষের কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হয়।

১ম। এই বৎসরের জন্য বাবু যদুমনি ঘোষ আচার্য্য, বাবু মধুসূদন রাও সম্পাদক, ও বাবু দীনবন্ধু দাস কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হউন।

২য়। বাবু বিপিন চন্দ্র পাল সহকারী আচার্য্য নিযুক্ত হউন।

এই বৎসরের জন্য নিম্ন লিখিত কার্য্য প্রণালী অবলম্বিত হউক।

১ম—উড়িষ্যা প্রচার বিভাগ।

(ক) কটক—সাপ্তাহিক ও মাসিক উপাসনা, সাপ্তাহিক সঙ্গত সভা। মাসিক বক্তৃতা বাঙ্গালা, উড়িয়া ও ইংরাজি ভাষায়।

(খ) বালেশ্বর—আগামী বৎসর অন্ততঃ একবার প্রচারক প্রেরণ।

(গ) পুরীতে প্রচারক প্রেরণ করিবার জন্য চেষ্টা পাওয়া হইবে।

২য় মান্দ্রাজ প্রচার বিভাগ।

আগামী শীতের সময় একজন সুযোগ্য প্রচারকের উপযুক্ত সভ্যকে মান্দ্রাজে প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

কতিপয় সভা এই সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে, তাঁহাদের পাথেয় সমাজকে বহন করিতে হইবে না।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য অর্থ দান।

পূর্ব্ব বারের বিজ্ঞাপিত		১৬১৫১॥০
বাবু অমল দেব বন্দ্যোপাধ্যায়,	রামপুরহাট	৫
,, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,	,,	১৫
,, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	বরিসাল	৩০
,, রামদাস সেন,	মাতলা	২০
,, বরদানাথ হালদার,	লক্ষীপুর	৬০
,, বৈকুণ্ঠনাথ দাস, প্লিডার,	হাইকোর্ট	১০০
,, বেনিমাধব রায়,	বান্দা	৩০
,, চন্দ্রকুমার রায়,	রামপুরহাট	৪
,, চণ্ডিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	সিকদারপুর	১
,, দ্বিজদাস দত্ত,	বালেশ্বর	৫০
,, দুর্গাচরণ লাহা,	কলিকাতা	৩০
,, দ্বারকানাথ দত্ত,	”	২৫
,, ফনীন্দ্রমোহন বসু,	শ্রীপুর	১০০
,, গোপালনারায়ণ মজুমদার,	কলিকাতা	১
,, গোপালচন্দ্র দাস,	ভবানীপুর	১০
,, হরিলাল রায়,	কলিকাতা	১০
,, হরিদাস মিত্র,	”	১০
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	”	২০
,, হরকালি দাস,	হাবড়া	৫
,, হরি দাস শ্রীমানি,	কলিকাতা	১
,, হরিশ্চন্দ্র ঘোষ,	ভবানীপুর	৫
,, হেমচন্দ্র পাল,	কলিকাতা	১
,, হৃদয়মোহন বসু,	শ্রীপুর	১০০
,, হরিনাথ দত্ত,	যশোর	৫
,, যদুনাথ রায়,	রামপুরহাট	৫০
,, যোগেন্দ্রনাথ দে,	বরাহনগর	৩৫
,, জয়পাল মিত্র,	হাবড়া	৫
,, জগৎহরি সেন,	ভবানীপুর	২
,, জগৎচন্দ্র সরকার,	”	১০
,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	মালদা	২০০
,, একটী বন্ধু,	”	১০
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত,	কলিকাতা	১০০
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়,	রামপুরহাট	১
,, কেদারনাথ মিত্র,	কলিকাতা	১০
,, কুঞ্জবিহারী মল্লিক,	,,	৫
,, কেদারনাথ বসু,	ভবানীপুর	৫
একটী বন্ধু,	পুরী	৫০
বাবু কেশবচন্দ্র দাস,	ভবানীপুর	৫
,, লক্ষিনারায়ণ সেন,	,,	৫
,, লক্ষিকান্ত দাস, বিশ্বনাথ আসম		৫০
,, মথুরানাথ রায়,	কলিকাতা	১০
মাইট	ভবানীপুর	২
বাবু এন, সি বন্দ্যোপাধ্যায়	ভগলপুর	১০০
বাবু ললিতমোহন আঢ্য	তালতলা	২৫
,, ও, সি, মল্লিক	ভগলপুর	৫০
,, গোপালচন্দ্র দত্ত,	কলিকাতা	২
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস,	হাবড়া	২০
	মোট	১৭৮১৩॥০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. July 1879.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৫ম সংখ্যা। { ১৬ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের স্কন্ধে একটি গুরুতর ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত না তাঁহারা একটি উপযুক্ত উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্যে কৃত কার্য্য হইতেছেন, ততদিন কোন ক্রমেই তাঁহাদের নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে। যাঁহার যেমন ক্ষমতা তিনি এবিষয়ে তদনুরূপ সাহায্য করিতে পারেন। কেহ যেন এ প্রকার মনে না করেন যে, আমি সামান্য লোক, আমার সামান্য ক্ষমতা, আমি কি করিব? চেষ্টা করিলে কিছু করিতে পারেন না, এ প্রকার লোকের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি না। সম্প্রতি বিলাতের একখানি পত্রিকায় আমরা একটি সুন্দর ঘটনার বিষয় পাঠ করিয়াছি। ঘটনাটি এই;—কোন উপাসনালয়ে এত অধিক লোক উপস্থিত হইতে লাগিল যে, স্থানের সমাবেশ হয় না। পাদ্রিসাহেব তাঁহার উপাসক মণ্ডলীকে বলিলেন যে অপেক্ষাকৃত একটী প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক হইয়াছে। তিনি তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করিলেন না। এক দিবস পাদ্রি সাহেব বলিলেন যে, যদি প্রত্যেকে আপনার সাধ্যমত অল্প অল্প সাহায্য করেন, তাহা হইলেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে; যদি প্রত্যেকে কয়েক খণ্ড করিয়া ইষ্টক দেন, তাহাহইলে অনায়াসে উপাসনা গৃহ প্রস্তুত হইয়া যায়।

অপর সকলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বালক এই কথা শুনিল। সে ভাবিল আমি উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণের জন্য কয়েক খণ্ড ইষ্টক দিব। ইহা ভাবিয়া বালকটী একটী ক্ষুদ্র গাড়ী লইয়া কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে এক ইষ্টক নির্ম্মাতার নিকটে গিয়া বলিল, দেখুন, আমাদের পাদ্রি সাহেব বলিয়াছেন যে, অধিক লোক বসিতে পারে, এ প্রকার একটী বড় উপাসনা গৃহ প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই জন্য যদি উপাসকমণ্ডলীর প্রত্যেকে কয়েক খণ্ড করিয়া ইষ্টক দান করেন, তাহা হইলেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। আমার পয়সা নাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ছয় খানি ইষ্টক দান করেন, তাহা হইলে আমি বড় বাধিত হই। আমি সে ইষ্টক কয়খানি লইয়া গিয়া আমাদের পাদ্রি সাহেবকে দিব। ইষ্টক ব্যবসায়ী বালকের সরলভাব ও উৎসাহ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ ছয় খানি ভাল ভাল ইষ্টক দিয়া তাহার ক্ষুদ্র গাড়ী বোঝাই করিয়া দিলেন। বালক সানন্দমনে পাদ্রি সাহেবের নিকট আসিয়া "এই আমার অংশ গ্রহণ করুন!" বলিয়া ছয় খানি ইষ্টক দিল। পাদ্রি সাহেব তাহার এই সরলউৎসাহ দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং এই কথা তাঁহার উপাসক মণ্ডলীর অপর সকলকে বলিলেন। বালকের সাধু দৃষ্টান্তে সকলের উৎসাহ এত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইয়া উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। কেহ যেন মনে না করেন যে তিনি কিছু করিতে পারেন না। অতি সামান্য ব্যক্তি;—নিতান্ত ক্ষুদ্র বালকদ্বারাও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতা।

ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যমণ্ডলীর ভ্রাতৃসম্বন্ধে বিশ্বাস করেন; সেই জন্য সকল দেশের নর নারীকে তাঁহারা ভ্রাতা ভগ্নি বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ঈশ্বরের পবিত্র মানব পরিবারকে জাতিভেদদ্বারা ইতর বিশেষ করিয়া দৃষ্টি করেন না। সকল দেশের সাধুদিগকে তাঁহারা শ্রদ্ধা ও সমাদর করেন, এবং জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া সেই সমাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি শ্রদ্ধেয়। কি চৈতন্য কি ঈশা, কি মহম্মদ কি কনফুসা, সকলেই তাঁহাদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। রুচি ও ভক্তি অনুসারে কেহ এক জনকে অধিক সম্মান করেন কেহবা অপরকে করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা একের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহারই শিষ্যত্ব অবলম্বন করেন না। যদিও কেহ নিজ ভক্তির প্ররোচনায় কোন সাধু বিশেষকে অধিকতর সমাদর করিতে পারেন, কিন্তু সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে সেই ব্যক্তিবিশেষের পদানত করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার সহিত সমঞ্জস নহে। এই প্রকার একদেশদর্শনের দোষে জনসমাজ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। জগতে যত ধর্ম্মসম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, তাহা মনুষ্যবিশেষের পন্থাবলম্বন করিয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। ভক্তিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে আমাদিগকে সাম্প্রদায়িকতার আবর্ত্তের মধ্যে লইয়া যায়। খৃষ্টের পন্থাবলম্বীরা এই প্রকারে পরি-

চালিত হইয়া জগতের অপর সকল লোককে ধর্ম্ম শূন্য ও সত্য হইতে বঞ্চিত জ্ঞান করেন; মহম্মদীয়েরাও অপর সকল সম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন এবং ধর্ম্মহীন বলিয়া নির্যাতন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই দ্বিবিধ দোষ হইতে রক্ষা করিয়া উদারতার পথে লইয়া যান। তিনি যেমন সকল সাধুকে ভক্তি করিতে শিক্ষা দেন, সেইরূপ কোন সাধুবিশেষের পশ্চাদনুগামী হইয়া অপরকে ঘৃণা করিতে নিষেধ করেন। যাঁহারা এই উদার পথ অবলম্বন না করিয়া সাধু বিশেষকে সকলের পূজ্য ও আদর্শ স্বরূপ করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতাকে বিনাশ করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সূত্রপাত করেন।

মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, অন্যকে আপনার পথাবলম্বী করিতে ইচ্ছা করে। ইহা যেমন একটী মহদ্গুণ, সেইরূপ অবস্থা বিশেষে ইহা একটী প্রধান দোষরূপে পরিণত হয়। যখন মনুষ্য উদারতাদ্বারা অনুচালিত হইয়া প্রীতির অনুরোধে অন্যকে স্বীয় পথাবলম্বী করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহার সেই কার্য্যের মধ্যে ধর্ম্মের মহত্ত্ব লক্ষিত হয়। যে আমার প্রিয় তাহাকে আমার সকল প্রিয় সামগ্রীর অংশভোগী করিতে স্বভাবতঃই মনের অনুরাগ হয়। ইহা প্রেম ও উদারতার লক্ষণ। কিন্তু আর এক প্রকারে মনুষ্য অন্যকে স্বীয় পথানুবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। মনুষ্য বল, অত্যাচার, শাসন প্রভৃতি দ্বারা কখন কখন অন্যকে স্বরুচির অনুগামী করিবার চেষ্টা করে। ইহার মধ্যে প্রেম নাই, উদারতা নাই, কেবল স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার, শাসন, নিয়ম এই সমস্ত প্রধান উপায়। ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল এইরূপে গঠিত হইয়া থাকে, এবং এই জন্য সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ ও বিবাদ। মনুষ্যের অসহিষ্ণুতার জন্য অনেক সময়ে সত্যও লোকের নিকট অনাদৃত হয় এবং সাধুব্যক্তিদিগেরও অবমাননা হইয়া থাকে। একটু সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে হয়ত একটী সত্য অনায়াসে প্রচারিত হইতে পারিত, কিন্তু মনুষ্য কালবিলম্ব সহ্য করিতে পারিল না। আপনার ইচ্ছার বেগ সংবরণ করিতে পারিল না, খড়্গ ধারণ করিল, অমনি তাহার সত্যপ্রিয়তার প্রতি লোকের সংশয় উপস্থিত হইল এবং তাহার বাক্যের প্রতি অনাস্থা জন্মিল। কেবল প্রেম দ্বারা লোকের হৃদয় অধিকার করিতে পারা যায়। একটুকু প্রেম ও উদারতার অভাব হইলে আর কাহার হৃদয় অধিকার করা যায় না। সেরূপ লোক সত্য প্রচার করিতে কখনই সামর্থবান্ হইতে পারে না।

কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারউপদেশ অবহেলা করিয়া তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িকভাব আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন। থিইষ্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক পত্রে "ব্রাহ্মের বিশ্বাসের" যে একটী তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা গতবারে তদ্বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছি। ঐ তালিকা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে লেখকের বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল, যে তাঁহার নিজের মত ও ব্রাহ্মসমাজের মত দুইটী স্বতন্ত্র কথা। যখন তিনি ব্রাহ্ম মাত্রের বিশ্বাস বলিয়া কতকগুলি মূল মত প্রকাশ করিতেছেন, তখন যাহা ব্রাহ্ম সাধারণের মত, কেবল তাহাই তন্মধ্যে সন্নিবেশ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহার নিজের অথবা দুই চারি জন ব্রাহ্মের মতকে সাধারণের মত বলিয়া প্রচার করা গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম সাধারণের বিশ্বাস কি, তাহা অতি সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত অনুসন্ধান না করিয়া যদৃচ্ছা একটী তালিকা প্রকাশ করিলে ব্রাহ্ম সাধারণকে জনসমাজের নিকট দায়ী করা হয়। উক্ত প্রস্তাবলেখক যদি এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, যে সমস্ত মত কতকগুলি ব্রাহ্ম বিশ্বাস করেন, তাহা সমগ্র ব্রাহ্মের মত বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করা গর্হিত কার্য্য নহে, তাহা হইলে তিনি ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব অবগত নহেন। আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মগণ ঐ প্রস্তাব পাঠ করিয়া তাহার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যাঁহারা ঐ সমস্ত মত বিশ্বাস করেন তাঁহারাও বলিবেন যে, উহা ব্রাহ্মসাধারণের মত বলা সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। আমরা এস্থলে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। উক্ত বিশ্বাসাবলীর সংখ্যা নিরূপণ কার্য্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে যে প্রকার অনুকরণ করা হইয়াছে তাহা হাস্যজনক। খৃষ্টধর্ম্মে ৩৯টী বিশ্বাস সূত্র আছে, ব্রাহ্মধর্ম্মেও ঠিক সেই উনচত্বারিংশ সূত্র নির্ণীত হইয়াছে। অষ্টত্রিংশ নহে, চত্বারিংশ নহে, ঠিক উনচত্বারিংশ! যেন একটী ন্যূনাধিক্য হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষতি বা অগৌরব হইত! আমাদের পাঠক বর্গ জানেন উক্ত উনচত্বারিংশ সূত্রের মধ্যে এই তিনটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যথা ;—

"২০। আমি বিশ্বাস করি যিশু খৃষ্ট সকল সাধু ও ধর্ম্মশিক্ষকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম"।

"২১। সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের ফলোপধায়িতায় আমি বিশ্বাস করি, এবং বাইবেল ও হিন্দু শাস্ত্রাধ্যয়নের বিশেষ ফলোপধায়িতায় আমার বিশ্বাস আছে।"

"২৫। ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন অধিনায়ক ঈশ্বরাদিষ্ট হয়েন এবং তাঁহাদের সত্য শিক্ষা দিবার ক্ষমতা আছে এবং প্রসিদ্ধ রূপে কেশবচন্দ্রসেনের এই রূপ শক্তি আছে, আমি বিশ্বাস করি।"

বোধ হয় কয়েকজন ব্রাহ্মভিন্ন আর কেহ এই সূত্র ত্রয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। আমরা ব্রহ্মসাধারণের নামে প্রকাশ্যে এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাসূচক মতত্রয়ের প্রতিবাদ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের মধ্যে এই মতত্রয় এ পর্য্যন্ত পরিগণিত হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে যে সাধারণের এবম্প্রকার সাম্প্রদায়িক মত হইবে তাহা আমরা আশা করিতে পারি না। অদ্যাপি আদেশবাদ লইয়া ব্রাহ্মসমাজে মতদ্বৈধ রহিয়াছে, ব্যক্তিবিশেষ কি পরিমাণে আদিষ্ট অথবা উদ্বুদ্ধ তাহা নির্ণয় করা এখনো সময়সাপেক্ষ। বিশেষতঃ ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মভাব লইয়া কোন ধর্ম্মের মূলসূত্র সকল প্রণয়ন করিলে, তাহা কখনই সাধারণের গ্রাহ্য

হইতে পারে না। অদ্য একজন বলিলেন যে, কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হইয়া থাকেন, কল্য আর একজন বলিবেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তদপেক্ষাও অধিক, এবং পরশ্ব অন্যতর ব্যক্তি বলিবেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমকক্ষ আর কেহই নহেন। আমরা কি ইহা লইয়াই বৃথা তর্ক বিতর্কে সময়ক্ষেপ করিব? এই সকল ধর্ম্মাত্মারা আমাদিগকে যে, অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ, গ্রহণ ও জীবনে প্রতিপালন করি এই পর্য্যন্ত আমাদের অধিকার, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ তাহা নির্ণয় করা আমাদের কার্য্য নহে, সে অধিকার ঈশ্বরেরই আছে। মনুষ্য অপরকে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হইবেই হইবে। তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, তিনি অন্তর্য্যামী নহেন, তিনি যে বিচার করিবেন তাহা প্রকৃতি, জাতীর ভাব, বাল্যসংস্কার, নিজের ধর্ম্মের বিশেষভাব প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইবে। যে ব্যক্তি যে, প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বাস ও শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, যে প্রকার গুরুর নিকট অনুশিষ্ট হইয়াছেন, যে প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহার রুচি সেইরূপ হইয়াছে। যিনি বাইবেল অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি ঈশা ও পলের পক্ষপাতী হইবেন; যিনি নিরবচ্ছিন্ন বেদবেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি আর্য্য ঋষিগণের পক্ষপাতী হইবেন। ব্রাহ্মসমাজেই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অতএব ব্যক্তি বিশেষকে সাধারণের পূজ্য বলিয়া প্রচার করা যে কিরূপ অনিষ্টাবহ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। ধর্ম্মের মূলসূত্রে এরূপ সত্য সকল সন্নিবেশ করা উচিত যাহাতে সাধারণের কোন প্রকার মতদ্বৈধ নাই।

ধর্ম্মের উন্নতি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বাস্তবিক উন্নতি হইতেছে কি অধোগতি হইতেছে? মনুষ্য সমাজ অগ্রসর হইতেছে কি পশ্চাদ্ গমন করিতেছে? কেহ কেহ বলেন যে জ্ঞান সম্বন্ধে জগতের উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু মানব সমাজের ইতিহাস আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে মনুষ্যের অধোগতি হইতেছে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা এই যুক্তি অবলম্বন করেন যে, অধিকাংশ জাতিই আদিম অবস্থাকে পবিত্রতার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করে। সত্য যুগকে সকলেই ধর্ম্মের আভরণে বিভূষিত মনে করে। সত্যযুগে অধর্ম্ম ছিল না, মনুষ্যের সহিত দেবগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্বন্ধ ছিলেন, এবং মনুষ্যের পাপ নিবন্ধনই সেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়াছে। অধিকাংশ জাতিরই এইরূপ বিশ্বাস। তাঁহারা আরও বলেন যে সমাজ বন্ধন সম্বন্ধেও এইরূপ। মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় অধিবাসীর অল্পতা, পরস্পর ভয় এবং সার্ব্বজনিক দরিদ্রতা নিবন্ধন, সমাজ রক্ষার জন্য ন্যায়ের উপরই সমাজের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, যখন ধন ও অধিবাসীর সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং শিল্পচাতুর্য্য ও বলবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ভয়ের ভাব হ্রাস হইয়া আইসে, তখন তাহার সঙ্গে পাপের স্রোতও প্রবল হয়, লোকে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করে, সমাজবন্ধন বিলুপ্ত হয় এবং অন্য কোন জাতি আসিয়া তাহাদিগকে পদানত করে। এইরূপ যুক্তি দ্বারা তাঁহারা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রবিনা, মনুষ্য হৃদয়ে স্বাভাবিক যে ধর্ম্ম ভাব নিহিত আছে তাহা মনুষ্যের পক্ষে যথেষ্ট হয় না, তদ্দ্বারা মনুষ্য চিরদিন অগ্রসর হইতে পারে না।

প্রথম যুক্তিটী নিতান্ত অসঙ্গত ও অমূলক। সত্যযুগ সম্বন্ধে মনুষ্যের এই বিশ্বাস যে কল্পনা নহে কে বলিল? সে সময়ের কি কোন ইতিহাস আছে? সত্যযুগ বলিয়া যে মনুষ্য সমাজের একটী সময় ছিল, এবং সে সময়ে যে সকলে ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু ছিলেন তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ ত ঐ সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রই; এবং সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রকেই যে অভ্রান্ত ঈশ্বর বাক্য বলিয়া বিশ্বাস না করে তাহার পক্ষে ঐ ধর্ম্মশাস্ত্র কিরূপে প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে? সত্যযুগ সম্বন্ধে যে কিছু মত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কবিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। হোমর ও বর্জ্জিল, বাল্মীকি ও ব্যাস, যে দেবতার সহিত মনুষ্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই কি বৈজ্ঞানিক যুক্তি স্বরূপে গৃহীত হইবে? তাঁহারাও কবি ছিলেন। কবিকল্পনার উপর জন শ্রুতি স্থাপিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাকে কখন সত্যের ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এবং তাহার উপর কোন গভীর যুক্তি স্থাপিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় যুক্তিটী আপাততঃ শুনিতে সঙ্গত বোধ হয় বটে। সকল পুরাতন জাতিরই ইতিহাসে দেখা যায় যে, কিছুদিন জাতীয় ধর্ম্মভাব প্রবল থাকে এবং তৎকালে সেই জাতি উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। ক্রমে লোকের মন শিথিল হইয়া আইসে; প্রথমে বিলাস প্রিয়তা, ক্রমে পাপ আসিয়া সমাজের মূলক্ষয় করিতে থাকে। এবং তখন সেই জাতির উন্নতি ও প্রতাপ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অন্য অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মশীল জাতি আসিয়া তাহাকে পদানত করে। গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল দেশ পুরাকালে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের ইতিহাস ইহার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু এ স্থলে একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বিশেষ বিশেষ জাতির উন্নতি বা অধঃপতন দেখিয়া সমগ্র জগতের উন্নতি বা অধোগতির বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা কখনই যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। প্রত্যেক জাতির উন্নতি কালে তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব যতদূর প্রস্ফুটিত হইয়াছে, জগতকে সেই পরিমাণে উন্নতির দিকে লইয়া গিয়াছে। তাহার পর সেই জাতি পাপের স্রোতে ভাসমান হইতে পারে, নরকে পতিত হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবী তাহার নিকট হইতে যে ভাব লাভ করিয়াছে তাহা আর কেহ অপহরণ করিতে পারে না। পৃথিবী যে জ্ঞানের পথে উন্নত হইতেছে—

তাহা কি ভাবে? পুরাতন জাতিদিগের সঞ্চিত জ্ঞান কি সেই উন্নতির পক্ষে সাহায্য করে নাই? সেই সকল জাতির পরবংশীয়েরা ত আবার অজ্ঞান সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে? কত অসভ্য জাতি ত অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত হইয়া রহিয়াছে? তথাপি কে অস্বীকার করিবে যে মনুষ্য সমাজের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে? ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল সুসভ্য জাতির চেষ্টায় জ্ঞানালোকের বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতেছে, কালে যদি সেই সকল জাতি বিলুপ্ত বা হীনপ্রতাপ হইয়া যায়, এবং নূতন জাতি আসিয়া তাহাদের সঞ্চিত জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও বৃদ্ধি করে তাহা হইলে কি বলিব না যে জন সমাজ জ্ঞানের পথে উন্নত হইতেছে? সেই রূপ যদি ও অনেক জাতি ধর্ম্মের উচ্চ সোপান হইতে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাহারা তাহাদের বিকাশের অবস্থায় যে সকল উচ্চ ধর্ম্মভাব জগৎকে দিয়া গিয়াছে তাহাদ্বারা যে সমগ্র জগতের ধর্ম্মভাব উন্নত হইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবে? পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য লোকে পাপ বলিয়া মনেই করিত না, প্রত্যুত অনেক সময় ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত, এখনকার উন্নত ধর্ম্মের জ্যোতিতে তাহার মধ্যে কত বিকৃত ভাব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা কি উন্নতির লক্ষণ না অধোগতির লক্ষণ? ফলতঃ কুসংস্কারে হৃদয় নিতান্ত বিকৃত না হইলে কখনই কেহ বলিতে পারেন না যে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে জগতের অধোগতি হইতেছে। যে স্বাভাবিক নিয়মে জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সেই স্বাভাবিক নিয়মেই ধর্ম্মেরও উন্নতি হইতেছে ও হইবে।

ধর্ম্মবীর ইগ্নেসিয়স।

ধর্ম্ম যুদ্ধে মৃত্যোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং।
ব্রাহ্মধর্ম্ম।

প্রাচীন রোমের ভগ্নাবশেষ মধ্যে কলিশিয়ম (Colesium) সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য দৃশ্য। শিল্প ও বিজ্ঞান মিলিয়া পুরাতন জগতে কি সাধিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা যদি উপলব্ধি করিতে চাও, তবে রোমের এম্ফিথিয়েটরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আইস। এমন বিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্যের আদর্শ, শুনিয়াছি, জগতে আর দ্বিতীয় পাওয়া যায় না। যাঁহারা ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের লিখিতবিবরণ পাঠ করিলেও মন বিস্ময় পূর্ণ হয়। কিন্তু কলিশিয়মের শিল্পের বিষয় বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অনেকেই অবগত আছেন যে এই কলিশিয়ম রোমিয়গণেরপ্রমোদভূমি ছিল; এবং ইহাতে যে সকল দৃশ্য রোমের অভ্যুন্নতির সময়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহে অভিনীত হইত, তাহা স্মরণে আসিলেও শরীর কম্পিত হয় ও মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার ও ঐকান্তিক নিষ্ঠুরতা দেখিয়া হৃদয় রক্তস্রোতে প্লাবিত হয়। এই কলিশিয়মে অসংখ্য দাস দাসী তাহাদের রোমীয় প্রভুদিগকে আমোদ প্রদান করিবার জন্য শৃঙ্খলমুক্ত সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বন্য হিংস্র জন্তুগণ দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে। এই কলিশিয়মের মৃত্তিকা নর রক্ত দ্বারা কোন দিন দিবারাত্র রক্তিম থাকিত; এবং এই কলিশিয়মে প্রাথমিক খ্রিষ্টিয়ানগণের মধ্যে অনতাল্প সংখ্যক ব্যক্তি আপনাদের জীবন অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ এই মহাত্মাগণের মধ্যে কতিপয় প্রধান বীরপুরুষের জীবনী তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

মহর্ষি ঈশা যখন শেষবারে জেরুসলমে যাইতেছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণের মনে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে ঈশার কথিত স্বর্গরাজ্যে এবার তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিবেন; এবং কেহ কেহ নিকটবর্ত্তী "স্বর্গরাজ্যে" প্রবেশ করিবেন বলিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলেন, যে কে কোন্ স্থান অধিকার করিতে পাইবেন তাই লইয়া তাঁহারা বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঈশা সমুদায় অবগত হইয়া একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং নিকটস্থ একটী শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিয়া শিষ্যবর্গকে বলিলেন I say unto you unless you be converted, and become as little children, you shall not enter into the Kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humbule himself as this little child, he is the greater in the Kingdom of heaven." তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা যে পর্য্যন্ত শিশুর মত না হইবে সে পর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব যে ব্যক্তি যে পরিমাণ এই ক্ষুদ্র শিশুটীর মত আপনাকে নম্র করিতে পারিবে, স্বর্গরাজ্যে তাঁহারই তত উচ্চ আসন পাইবার অধিকার। এই ভাগ্যবান শিশুটীর নামই ইগ্নেশিয়স্।

সেণ্ট ইগ্নেশিয়সের শৈশব সময়ের কোনও বিবরণ আমরা জানি না। প্রথমতঃ এণ্টিয়ক্ নগরীর বিশপরূপে তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেণ্টপিটার এই মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা; এবং তৎসময়ে সমস্ত রোম রাজ্য মধ্যে এণ্টিয়কের মণ্ডলীই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। পিটার রোম নগরীতে আগমন করিলে পর সেণ্ট ইভোদিয়স্ এণ্টিয়কে তাঁহার স্থানে বরিত হন এবং তাঁহার পরেই ইগ্নেশিয়স্ এই পদ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে ট্রেজান রোম রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তিনি দাসিয়েনের রাজা দেসিবিলাসকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, এবং তাঁহার অধীনস্থ সমগ্র ভূভাগ আপনার করতলে আনয়ন করেন। পর বৎসর জিত দাসিয়ানগণের সহায়কারী পার্থিয়েন ও আর্ম্মিনিয়ানগণের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন; এবং এণ্টিয়ক নগরে পদার্পণ করিয়া, তাঁহার দেবদেবীর সমক্ষে যাহারা বলি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে তাহাদের সকলের প্রতি বিষম দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করেন। ইগ্নেশিয়স্ তাঁহার উৎকৃষ্ট জীবন ও জলন্ত উৎসাহগুণে খৃষ্ট প্রচারিত সত্যের প্রতি এণ্টিয়কবাসীগণের এত আস্থা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, শত শত নরনারী আসিয়া তাঁহার মণ্ডলীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। খৃষ্টীয়

সম্প্রদায়ের এই উন্নতি দেখিয়া পৌত্তলিকগণের চক্ষে কণ্টক বিদ্ধ হইতে লাগিল; এবং তাঁহাদের প্ররোচনায় ট্রজান ইগ্নেশিয়স্‌কে ধৃত করিয়া আনিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইগ্নেশিয়াস্‌ ইচ্ছা করিলে সেখানে তখন এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মণ্ডলীকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন, এবং তাহাতেই তিনি সম্রাটের আজ্ঞা অবনত মস্তকে বহন করিবার জন্য তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীকে অনুরোধ করিয়া, আপনাকে অবাধে সম্রাটের সেনাগণের হস্তে অর্পণ করিলেন। ইগ্নেশিয়াস্‌ তখনই সম্রাট্‌ সমক্ষে নীত হইলেন এবং তিনি এণ্টিয়ক নগর হইতে দেবদেবীর উপাসনা তুলিয়া দিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এই অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। ট্রজান গর্ব্বিতস্বরে সেই বৃদ্ধ অথচ নির্ভীক বিশপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "রে দুরাচার! কে তুই, যে এত স্পর্দ্ধার সহিত কেবল আমাদের আদেশ অবহেলা করিস্‌ এমন নহে, অপরকেও আমাদিগের আজ্ঞা অবমাননা করিবার জন্য প্রণোদিত করিতেছিস্‌?" বিশপ ধীরভাবে উত্তর করিলেন। "আমি দুরাচার নই। দুরাচারেরা নরকে যাইবে; খৃষ্টিয়ানদের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমার ঈশ্বরকে আমি যতক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, ততক্ষণ আপনি আমাকে দুরাচার বলিয়া আহ্বান করিতে পারেন না। আমি যে ঈশ্বরের উপাসনা করি, তাঁহার সেবকের দৃষ্টিতেও নারকীয় প্রেতগণ কম্পিত কলেবর হয়। আমার হৃদয়ে যিশু খৃষ্ট বাস করিতেছেন; তিনি এক মাত্র স্বর্গীয় প্রভু, এবং সমস্ত বিশ্ব সংসারের রাজা; তাঁহার দয়া আমার মস্তকোপরি থাকিলে আমি শয়তানের সমুদায় ক্ষমতা পদদলিত করিতে সমর্থ হই।"

সম্রাট্‌ বলিলেন—"কে সে, যে আপনার হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধারণ করিতে পারে?"

বিশপ উত্তর করিলেন—"যে ঈশাতে বিশ্বাস স্থাপন করে ও বিশ্বস্তভাবে তাঁহার কার্য্য করে।"

সম্রাট্‌—"তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না যে আমরাও আমাদের অমর দেবগণকে হৃদয়ে ধারণা করিয়া থাকে? তুমি কি দেখনা যে তাঁহারা আমাদিগকে কত সহায়তা করেন এবং তাঁহাদের সহায়তা বলে আমরা আমাদিগের শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইতেছি?" ইগ্নেশিয়স্‌ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেনঃ—"আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। আপনারা যাঁহাদিগকে দেবতা বলিতেছেন, তাঁহারা নরকের সয়তান। প্রকৃত ঈশ্বর "একমেবাদ্বিতীয়ং।" তিনিই এই আকাশ মণ্ডল, এই পৃথিবী ও এই সাগরের এবং যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ের স্রষ্টা। যিশুখৃষ্ট তাঁহার একমাত্র সন্তান এবং তাঁহাকেই আমি বিনীতভাবে ভজনা করি।"

সম্রাট্‌—"এই খৃষ্ট কে?—যাঁহার নাম তুমি এই মাত্র উচ্চারণ করিলে তিনি কি সেই খৃষ্ট যিনি পাইলেট কর্ত্তৃক ক্রুশবিদ্ধ হন?"

বিশপ—"আমি তাঁহারই কথা কহিতেছিলাম।"

"তবে কি তুমি এই ক্রুশহত ঈশাকে তোমার হৃদয়ে ধারণা কর?"—সম্রাট্‌ ঈষদ্‌ উপহাস করিয়া এই কথা বলিলেন।

বিশপ এই প্রশ্নের অনুকূল উত্তর প্রদান করিলেন। সম্রাট্‌ কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া ইগ্নেশিয়সকে বন্দী করিয়া রোম নগরে লইয়া যাইবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সমস্তপথ মানসিক সুখ ও শান্তিতে অতিবাহিত করিয়া ইগ্নেশিয়স ১০৭ খৃঃ অব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে রোমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বহু দিনের সাধ ছিল যে পৃথিবীর অধীশ্বরী রোম নগরী দর্শন করিয়া নয়নযুগল তৃপ্ত করিবেন। আজ তাঁহার সেই আশা মিটিল। কিন্তু রোম দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল না। এই সমগ্র পৃথিবীর সুবিখ্যাত রাজধানীর চরম অবস্থা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি রোমের জন্য করযোড়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার মনোহর প্রার্থনার শেষ অক্ষর উচ্চরিত হইতে না হইতেই সেনাগণ তাঁহাকে লইয়া কলিশিয়মে উপস্থিত হইল।

কলিশিয়মে সেই সময়ে গ্লেডিয়েটরদিগের খেলা হইতেছিল। কলিশিয়ম লোকে লোকারণ্যময় হইয়াছে। লক্ষাধিক লোক একত্রিত হইয়া, নর রক্তে আপনাদের চক্ষুর পিপাসা মিটাইতেছে। এক একটী করিয়া গ্লেডিয়েটার হত হইতেছে আর সেই লক্ষাধিক প্রাণীর সমবেত স্বরে রোমের গগন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। সমস্ত দর্শকবৃন্দ রক্তপান করিতে করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; এবং একটী দাস বিনষ্ট হইলেই "সকলে ইহার পর কে আসিবে"—এই চীৎকার করিতেছে। একটী হতভাগা বিনষ্ট হইল, সমস্ত দর্শক শ্রেণী একস্বরে, ভীষণ, উন্মাদ-সূচক চীৎকার করিয়া উঠিল; এমন সময়ে ইগ্নেশিয়াস্‌ সেখানে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ চক্ষু যুগপৎ পূর্ব্বদ্বারের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং এক দল সেনা একটী শীর্ণকায় বৃদ্ধকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া আনিতেছে দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। রাজপ্রতিনিধি সমক্ষে আসিয়া ইগ্নেশিয়স দণ্ডায়মান হইলেন। প্রতিনিধি তাঁহার গম্ভীর মুখশ্রী, শুভ্র কেশরাশি, জীর্ণ হস্তপদ দেখিয়া কোমলভাবে বলিলেন "আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে তুমি এত উপবাস ও পথকষ্ট সহ্য করিয়া এখনও জীবিত রহিয়াছে। এখন অন্ততঃ আমাদের দেবদেবীর সমক্ষে বলিদান করিতে স্বীকৃত হও এবং তোমাকে এই ভীষণ ও আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে ও আমাকে তোমার প্রাণনাশ করিবার কঠোর কর্ত্তব্যসাধন হইতে রক্ষা কর। ইগ্নেশিয়াস্‌ প্রশান্তভাবে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া রাজপ্রতিনিধিকে বলিলেন, "তোমার মিষ্ট বাক্য দ্বারা তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করিতে ও আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে প্রয়াস পাইতেছ; কিন্তু জানিও যে এই অনিত্য জীবনের প্রতি আমার কোন মমতা নাই। আমি ঈশার নিকট যাইতে ইচ্ছা করি। আমি কেবল তাঁহার জন্যই জীবন

ধারণা করি এবং আমার আত্মা তাঁহার নিমিত্তই ব্যাকুল হইয়াছে। সমুদায় যন্ত্রণাকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করি এবং তোমার প্রদত্ত স্বাধীনতাকে আমি পদাঘাত করি।" এই সাহসপূর্ণ উত্তর শুনিয়া প্রতিনিধি আর আপনার ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অমনি কর্ম্মচারীগণকে আজ্ঞা করিলেন "ইহার হস্ত পদ বন্ধন কর ও দুইটা সিংহকে ইহার উপর ছাড়িয়া দাও।" প্রণয়পাত্রের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কাহার না প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হয়। যে ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসে তাঁহার মন কি ঈশ্বরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার সময় বিষাদ মেঘে আবৃত হইতে পারে? ইগেশিয়সের অধরে হাস্য বিকশিত হইল। সহাস্য মুখে তিনি আপনার প্রাণ মন সমুদায় ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া গম্ভীরভাবে আপনার ভাগ্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুইটী গর্ত্তের মুখ খুলিয়া দেওয়া হইল এবং দুইটী ভীষণ সিংহ ময়দানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সহসা সমস্ত কলিশিয়মে প্রশান্ততা ও গাম্ভীর্য্যের আবির্ভাব হইল। লক্ষাধিক প্রাণীর শ্বাস শব্দে যে স্থান মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে কোলাহলময় ছিল, এখন সেখানে একটী সামান্য ক্ষুদ্র সূচী পতনের শব্দ পর্য্যন্তও শুনা যাইতে পারে। সেই লক্ষ প্রাণীর শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সকলে অনিমেষ লোচনে কলিশিয়মের মধ্যস্থ প্রাঙ্গণ ভূমির প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সেই বৃদ্ধ বিশপের ভাগ্যফল প্রতীক্ষা করিতেছে। সিংহদ্বয় গর্জ্জন পূর্ব্বক অগ্রসর হইল। এক মুহূর্ত্তে ইগেশিয়সের আত্মা এই দুঃখ যন্ত্রণাময় পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, তাঁহার দেহ ক্ষুধিত জন্তুদ্বয়ের উদরস্থ হইল—ধর্ম্মের এই বিশ্বাসী ভৃত্যের রক্তে প্রাঙ্গণ ভূমি অনুরঞ্জিত হইল। নৃশংস রোমিয়গণের চক্ষু পরিতৃপ্ত হইল। কিন্তু তাহারা জানিতে পারিল না যে এই ধর্ম্মবীরের প্রত্যেক রক্ত বিন্দু হইতে শত শত খৃষ্টিয়ান জন্ম গ্রহণ করিবেন ও তাঁহাদের প্রতাপে রোমের চির আদৃত এপলো, ভিনাস প্রভৃতি দেবতাগণ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইবেন।

কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ।

চারি পাঁচ বৎসর গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁহার জনৈকবন্ধু কলিকাতা নগরে প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়া কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণের কতকগুলি দূষনীয় মতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। তখন সর্ব্বসাধারণের নিকট সে সকল কথা নূতন; সুতরাং লোকে শুনিয়া অবাক্ হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের কথার যাথার্থ্যের বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে সংশয় হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে দূষিত কুসংস্কার সকলের স্থান পাওয়াই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কথার মূলে সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহারা অধিক করিয়া বলিয়াছেন। এ প্রকার সংশয়ের একটি বিশেষ কারণ এই ছিল যে, শিবনাথ বাবু ও তাঁহার বন্ধু, কেশব বাবুদিগের যে সকল দূষনীয় মতের কথা বলিয়াছিলেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের সাক্ষ্য ভিন্ন তাঁহারা অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই। যদি তাঁহারা কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরদিগের নিজের লেখা হইতে তাঁহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই সংশয়ের কারণ থাকিত না। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সে সংশয় দূর হইতে আরম্ভ হইল। কেশব বাবু প্রভৃতি নিজেই আপনাদের কুসংস্কারমূলক মত সকল প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। একেবারে সকল কথা বলা হইল না। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে প্রকাশ হইতে লাগিল। কখন স্পষ্ট করিয়া, কখন রূপকদ্বারা অস্পষ্ট ভাবে, সাবধানে প্রকাশ করা হইতে লাগিল। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা কেশব বাবুকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, "আমার এমন অনেক মত আছে যাহা অদ্যাবধি তোমাদিগকে বলি নাই। এখন বলিলে গ্রহণ করিতে পারিবে না। উপযুক্ত সময়ে বলিব।" কেশব বাবু তাই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার মত বাহির করিতে লাগিলেন; এবং নিজের বুদ্ধি ও কল্পনার সাহায্যে মত সকলকে বর্দ্ধিত ও অনুরঞ্জিত করিতেও লাগিলেন। একদিন কেশব বাবু বলিলেন যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল কথা সকল স্থানে বলিতে পারি না। যাহা প্রচারক কয়েক জনের নিকট বলিতে পারি তাহা হয়তো সঙ্গত সভায় বলিতে পারি না। আবার যাহা সঙ্গত সভায় বলিতে পারি, তাহা ব্রহ্মমন্দিরে বলিতে পারি না। আবার যাহা ব্রহ্মমন্দিরে বলিতে পারি, তাহা হয় তো টাউনহলের বক্তৃতায় বলিতে পারি না।" কেশব বাবু অল্পে অল্পে তাঁহার সকল কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও সেই সকল ক্রমে ক্রমে প্রচার করিতে ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি পত্রে লিখিতে লাগিলেন।

কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনায় তাঁহাদের জঘন্য দূষিত মত সকল সর্ব্বসাধারনের নিকট যে প্রকার প্রকাশ হইয়া পড়িল, এমন পূর্ব্বে কখন হয় নাই। সে ঘটনাটি কুচবিহারবিবাহ। বিশেষ বিধান, আদেশ, মহৎলোক প্রভৃতি মতের কথা তাঁহারা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছিলেন সত্য; কিন্তু পূর্ব্বে সকলে সে সকল মতের গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন নাই। এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। যাহা গোপনে অন্ধকারে ছিল, তাহা উজ্জ্বল দিবালোকে প্রকাশিত হইল। জগতের লোক দেখিয়া অবাক্ হইল। কেশব বাবু ব্রহ্মমন্দিরের বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলেন যে, ঈশ্বর বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার হস্তে ভারতের ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্বে, মধ্যবর্ত্তিতা সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ প্রকটিত হইল। রবিবাসরীয় মিরার স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, এদেশে কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য বিশেষরূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই গুরুতর কার্য্যের বিশেষ ভার তাঁহাদেরই হস্তে, আর কাহারও হস্তে ইহা নাই। রবিবাসরীয় মিরার সুস্পষ্টরূপে বলিলেন যে, যাহাদিগকে

ভগবান্ বিশেষরূপে নিযুক্ত করেন নাই, তাঁহাদের এখানে আসিবার অধিকার নাই; "No admittance." লিখিয়া তাঁহারা অন্যলোকের আসিবার পথ বন্ধ করিয়াছিলেন।

টাউনহলে কেশব বাবু তাঁহার চিরঅবলম্বিত লুকোপিয়া পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন যে, তিনি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ নহেন। কেন না তাঁহার পাপ আছে। কিন্তু তিনি ভগবানের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার আদেশ ভিন্ন তিনি কিছুই করেন না, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য, তিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বলিলেন এই, যে তিনি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ নহেন, অথচ তিনি সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ। সকল কথাই প্রকাশ হইয়া গেল।

যখন প্রথম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ষ্টেট্স্ম্যান সম্পাদক বলিয়াছিলেন যে, কেশববাবুদিগকে ছাড়িয়া নূতন একটি দল করার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে মত ভেদ এত অধিক নাই যে, স্বতন্ত্র হইয়া একটি নূতন দল করা আবশ্যক হইতে পারে। তখন অনেকে ষ্টেট্স্ম্যানের কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে কথা বলিবার দিন নাই। কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণের সঙ্গে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের আকাশ পাতাল প্রভেদ। অনেক প্রভেদ সত্বেও তাঁহাদের সঙ্গে আমাদিগকে এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এখন তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। "ব্রাহ্মের বিশ্বাস" বলিয়া তাঁহাদের এক খানি নূতন ত্রৈমাসিক পত্রে তাঁহারা যে প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাতে আর আমরা মনে করিতে পারি না যে, তাঁহারা ও আমরা একধর্ম্মাবলম্বী। এত দিনের পর আমাদের জ্ঞাতিত্বপর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

মানুষ আপনার দুষ্কার্য্য সকল গোপন করিয়া রাখে। দেখা যায় যে, যদি তাহার মধ্যে দুই একটি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে অনেকসময় লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া সকল কথাই বলিয়া ফেলে। কেশব বাবুরা কুচবিবার বিবাহ উপলক্ষে সাধারণের নিকট লজ্জিত ও অপদস্থ হইয়া ভাবিলেন আর লুকাচুরি করিয়া কাজ কি, এখন সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেও। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা সব কথাই যে প্রকাশ হইয়াছে, এমন নহে। তাঁহারা যাহা পারেন নাই, তাহা বাবু বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে।

এখন যে প্রকার অবস্থা উপস্থিত, তাহাতে ব্রাহ্মসাধারণের ও ব্রাহ্মসমাজ সকলের কর্ত্তব্য কি? আমরা পূর্ব্ববারেই বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মগণ ও ব্রাহ্মসমাজ সকল স্পষ্ট করিয়া জগতের সমক্ষে ব্যক্ত করুন যে, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও কেশব বাবুদের ধর্ম্ম এক পদার্থ নহে। যিনি মনে করেন যে, ভগবান্ বাছিয়া বাছিয়া কয়েক জন লোকের হস্তে ব্রাহ্মসমাজের ভার দিয়াছেন; অপর কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই, যিনি মনে করেন যে, বর্ত্তমান সময়ে কেশব বাবুর স্কন্ধে ভারতের ভার অর্পিত হইয়াছে; সুতরাং অবনত মস্তকে তাঁহার অনুসরণ না করিলে পরিত্রাণ নাই; যিনি মনে করেন, যে কোন বিবাহ বাল্যবিবাহ ও পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত হইলেও, যদি কেশব বাবু বলেন যে তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট তবে অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; যিনি মনে করেন যে যিশু খ্রীষ্টকে সর্ব্ব প্রধান গুরু বলিয়া স্বীকার করা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী অঙ্গ; যিনি মনে করেন যে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়কগণের মধ্যে কেশব বাবুকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রত্যাদিষ্ট ও উদ্বুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বিশ্বাস, আমরা তাঁহাকে কিছু বলিতেছি না। এখন আমরা ব্রাহ্মদিগকে বলিতেছি। সময়ে সময়ে মুসলমান খ্রিষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অনেক কথা বলা আবশ্যক হইবে; সুতরাং কেশব বাবুর শিষ্যগণকেও সময়ে সময়ে কোন কোন কথা বলিতে হইবে। কিন্তু এখন আমরা ব্রাহ্মদিগকেই বলিতেছি। ব্রাহ্মগণ এখন স্পষ্টাক্ষরে জগতের সমক্ষে ব্যক্ত করুন যে, কেহ যেন কেশব বাবুদের প্রচারিত মতকে,—ধর্ম্মতত্ব ও মিররের কথাকে তাঁহাদের কথা বলিয়া গ্রহণ না করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক পদার্থ, কেশব বাবুর ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। যাঁহারা ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে অব্যবহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিনাশ করিয়া ফেলেন, কেমন করিয়া আর তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলিব, বুঝিতে পারি না। কেশব বাবু পূর্ব্বে এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সত্য; এখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে আর ব্রাহ্ম বলিতে পারি না। তিনি মহা পুরুষ হইতে পারেন, প্রত্যাদিষ্ট হইতে পারেন, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, তিনি ব্রাহ্ম নহেন। কেশব বাবু সম্বন্ধে এ সকল কথা বলিতে আমাদের যার পর নাই ক্লেশ হয়। কিন্তু কি করিব, সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে। কেহ যেন এমন মনে না করেন যে কেশব বাবুর অভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু ক্ষতি হইবে। যিনি চন্দ্র সূর্য্যকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই চিরদিন সত্যকে ধারণ করিয়া আছেন। শত সহস্র কেশব বাবুর পতনে লেশমাত্র সত্যের হানি হইবে না।

এক্ষণে যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বীরের ন্যায় প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্যসাধন করুন। তাঁহাদের দ্বারা ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইবে, হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইবে। ভয় নাই, ভাবনা নাই।

সংবাদসার।

যে সকল ব্যক্তি নাটকাভিনয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, নানা কারণে ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তাহাদের অধোগতি হইবার সম্ভাবনা; এবং তাহা হইয়াও থাকে। আমাদের দেশে দিন দিন নাটকাভিনয় প্রবল হইতেছে। উহাতে যে, কিছুমাত্র উপকার হইতেছে না আমরা এ প্রকার বলিতে পারি না। কিন্তু একটুকু উপকারের সঙ্গে যে অনেক অনিষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। এ বিষয়ে বিলাতের অবস্থা কতক

পরিমাণে এখানকার অনুরূপ। তথায় উক্তরূপ অনিষ্ট নিবারণ জন্য সম্প্রতি একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। যে সকল পাদ্রি সাহেবেরা মনে করেন যে, নাটকাভিনয় দ্বারা জনসমাজের মঙ্গল সাধন হইতে পারে, তাঁহারা অভিনেতা ও অভিনেত্রী দিগের ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন জন্য তাঁহাদিগকে লইয়া একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ জন ধর্ম্মযাজক ও কয়েক জন প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী এ সভায় যোগ দিয়াছেন। সভার বাৎসরিক চাঁদা এক সিলিং অর্থাৎ আট আনা মাত্র। আমাদের দেশে এইরূপ কি ইহার অনুরূপ কোন সভা কি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না?

আমরা এক খানি বিলাতিপত্রে পাঠ করিলাম যে, তথাকার জনৈক পাদ্রি রেভেরেণ্ড সামুয়েল মার্টিন সাহেব এক দিন তাঁহার উপাসনালয়ে এই উপদেশ দিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ঈশ্বরের কার্য্য করিতে পারেন। এই উপদেশের পর একটী স্ত্রীলোক মার্টিন সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধা; যার পর নাই সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়! জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সপ্তাহে অর্দ্ধ ক্রাউন (পাঁচ সিকা) আমার সম্বল; এবং আমার বয়স ষাট বৎসর হইয়াছে। আমার দ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে?" কি উত্তর দিবেন বুঝিতে না পারিয়া মার্টিন সাহেব তৎক্ষণাৎ হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি কৃপা করিয়া এমন সদ্বুদ্ধি দান করুন যে, সে বৃদ্ধা বুঝিতে পারেন, যে কেমন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে সক্ষম হইবেন। কয়েক সপ্তাহ পরে মার্টিন সাহেবের সহিত সেই বৃদ্ধানারীর পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধা আনন্দের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয় আমি কিছু কাজ পাইয়াছি। একটি অনাথ দরিদ্র বালক পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। এসংসারে তাহাকে যত্ন করিবার কেহই ছিল না। আমি তাহাকে আমার ঘরে আনিয়াছি ও আমার রন্ধনশালায় খড় বিছাইয়া তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছিলাম।" এই বালকটি বৃদ্ধার যত্নে পালিত হইয়া মানুষের মত হইল। ক্রমে তাহার একটি কর্ম্ম যুটিল। বৃদ্ধা মাতার ন্যায় তাহাকে স্নেহ করিতেন, তাহাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন ও তাহার সকল প্রকার কার্য্য করিতেন। বালক তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত। বৃদ্ধা আর একটি অনাথ বালককে ঘরে আনিয়া সেই রূপ মানুষ করিয়া তুলিলেন। ক্রমে একটি তৃতীয় বালকও জুটিয়া গেল। সৌভাগ্য ক্রমে তিনটি বালকই সৎ স্বভাবান্বিত যুবক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে বৃদ্ধা মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তাঁহারা তাঁহাকে সমাহিত করিতে লইয়া গেলেন। মার্টিন সাহেব সমাধি স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সময়োচিত উপাসনা করিলেন। তিনটি যুবা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, সেই বৃদ্ধা নারী প্রকৃত মাতার ন্যায়ই তাঁহাদের উপকার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিলে তাঁহাদিগকে চিরকাল ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইত; অথবা তদপেক্ষা অধমতর অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিতে হইত।"

যে রমণীর কথা বলা হইল তিনি লিখিতে পড়িতে প্রায় কিছুই জানিতেন না। জরা জীর্ণ শরীর, ও দরিদ্রতার কশাঘাতে সর্ব্বদা প্রপীড়িত ছিলেন; অথচ তিনি যে প্রকার মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে কে বলিতে পারেন যে, আমার অবস্থা এত হীন যে, আমি ইহ সংসারের হিতসাধন জন্য কিছুই করিতে পারি না? "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভার অধিবেশন।

বিগত ২৯শে জুন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ অপরাহ্ণ সার্দ্ধ ছয় ঘটিকার সময় ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমতঃ পূর্ব্ব সভার কার্য্য বিবরণ পঠিত ও সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইলে, উপাসনা মন্দির সম্বন্ধীয় ট্রষ্ট ডিডের বিষয়ে নিম্নলিখিত মহাশয়গণ যে সকল মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন সহকারী সম্পাদক তাহা সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়,
" রামধন মজুমদার,
" কৈলাসচন্দ্র সেন,
" উমেশচন্দ্র সেন,
সরদার দয়াল সিং
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী,
বাবু শশধর ভাদুড়ী,
" কেদার নাথ কুলভী,
" চন্দ্রশেখর ঘোষাল,
" রামচন্দ্র ঘোষ,

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসুর পোষকতায় ও সর্ব্ব সম্মতিতে শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল লাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসুর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ট্রষ্ট ডিডের পাণ্ডুলিপি ও তৎসঙ্গে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখনো অনেকগুলি পত্র পাইবার প্রত্যাশা থাকাতে, উক্ত বিষয়ের বিচার আপাততঃ রহিত থাকে।

সহকারী সম্পাদক সভাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, বাবু পরমহংস গোস্বামীর মৃত্যু হওয়াতে অধ্যক্ষ সভায় তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসু নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বর্ত্তমান সভাদ্বারা মোহিনী বাবুর নিয়োগ দৃঢ়ীকৃত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার রায় চৌধুরির পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে ট্রষ্ট ডিডের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে যে পত্র প্রেরিত হইয়াছে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ এবং সংক্ষেপে বাঙ্গালা ভাষায় ট্রষ্ট ডিডের তাৎপর্য্য "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রে প্রকাশ করা হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল লাহা, শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ বিশ্বাসের স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র পঠিত হইল। উহাতে এই প্রকার লিখিতছিল যে, দরিদ্র এবং অনাথ ব্রাহ্মপরিবারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য, ব্রাহ্মপরিবারদিগের সাহায্যকারী কমিটি (Brahma Family Relief Fund Committe) নামে একটী কমিটি সংস্থাপিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রস্তাব করিলেন যে এই প্রস্তাবটী সভা গ্রাহ্য করেন, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল লাহা উহার পোষকতা করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই প্রস্তাবমত কার্য্য হইলে, ব্রাহ্মগণ পরিবার প্রতিপালনে অক্ষমতা সত্ত্বেও বিবাহ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। দ্বারকাবাবুর মতে ব্রাহ্মগণ নিয়মিতরূপে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া যদি একটি প্রভিডেণ্ট ফণ্ড (Provident Fund) করিতে পারেন; তাহাতে প্রস্তাবিত উপায় অপেক্ষা অধিকতর উপকার হইবার সম্ভাবনা। প্রভিডেণ্ট ফণ্ড করিলে দুস্থ পরিবারদিগের সাহায্য হইবে, অথচ আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস প্রস্তাব করিলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহালানবিস পোষকতা করিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এক্ষণে উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ জন্য ব্যস্ত, সুতরাং দুস্থ পরিবারদিগকে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য একটি কমিটি হইতে পারে কি না, এ বিষয়ের বিচার আপাততঃ রহিত থাকে। পণ্ডিত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় বলিলেন যে, এখনই কোন কোন অনাথ ব্রাহ্মপরিবারকে সাহায্য দানের অবশ্যকতা রহিয়াছে, সুতরাং এ প্রস্তাবটি এখন রহিত করা বিধেয় নহে। সকলে বিবেচনা করিলেন যে, সে সাহায্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা হইতে পারে; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপাততঃ এত বড় গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারেন না।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সন্ধ্যা প্রায় সাত ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীআনন্দমোহন বসু,
সভাপতি।
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত,
সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

বিজ্ঞাপন অনুসারে বিগত ২৯ এ জুন ১৮৭৯, অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে এই সভার অধিবেশন হয়। নিম্ন লিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতি।
" " শিবচন্দ্র দেব, সম্পাদক,
" " দুর্গামোহন দাস,
" " গুরুচরণ মহলানবীস,
" " কালীশঙ্কর সুকুল,
" " উমেশচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক,
" " রজনীকান্ত নিয়োগী,
" " ভগবানচন্দ্র বসু,
" " চণ্ডীচরণ সেন,
" " ফণীন্দ্রমোহন বসু,
" " গণেশচন্দ্র ঘোষ,
" " দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
" " হরকুমার রায়,
" " উমেশচন্দ্র বসু,
" " ভুবনমোহন দাস।

একটী সংক্ষেপ প্রার্থনার পর পূর্ব্ব সভার কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপর সহকারী সম্পাদক, কার্য্যাধ্যক্ষ সভার বিগত তিন মাসের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। উক্ত কার্য্যবিবরণ তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার রায়চৌধুরীর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, যে কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল তাহা গ্রাহ্য হয় এবং তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যে হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন এবং যাহা অডিটারদিগের দ্বারা উপযুক্তরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহা গ্রাহ্য হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবীসের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত দাস গুপ্ত,
" " অম্বিকাচরণ সেন গুপ্ত,
" " নবকুমার সমাদ্দার,
" " শশীকুমার বসু,
" " অশ্বিনীকুমার গুহ,
" " রোহিণীকুমার গুহ,
" " কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী,
,, ,, দ্বারকানাথ সরকার,
,, ,, ভগবানচন্দ্র বসু,
,, ,, তারণচন্দ্র সরকার,
,, ,, গুরুগোবিন্দ পাটাদার,
,, ,, হরিনাথ দাস,
,, ,, মনর্ভা বুচিয়া পান্টালু,
,, ,, হলধর মল্লিক,
,, ,, রজনীকান্ত মল্লিক,
,, ,, রামধন মজুমদার,
,, ,, কেদারনাথ জোয়ারদার,
,, ,, হরিচরণ মজুমদার,
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র সাহা,
,, ,, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার,
,, ,, হরিপদ বসু,
,, ,, প্যারীলাল অধিকারী,
,, ,, তারিণীচরণ সান্যাল,
,, ,, ঈশ্বরচন্দ্র অধিকারী,
,, ,, গোপালচন্দ্র মজুমদার,
,, ,, হেমচন্দ্র
,, ,, বর্দ্ধেশ্বর সান্যাল,
,, ,, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ,
,, ,, মুকুন্দনাথ বসু,
,, ,, হরিচরণ সেন,
,, ,, দুর্গানন্দ সেন,
,, ,, মধুসূদন পাইন,
,, ,, মোহিনীমোহন বসু,
,, ,, শশীভূষণ বসু,
,, ,, লালনচন্দ্র মজুমদার,
,, ,, হীরালাল বসু।

শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসুর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, নিম্নলিখিত মহাশয়গণও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীকান্ত রায়চৌধুরী,
,, ,, জগদীশচন্দ্র বসু,

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব করিলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার পোষকতা করিলেন যে, মতসংগ্রহ জন্য সভ্যগণকে জ্ঞাপন করা হয় নাই বলিয়া, প্রচারকদিগের নিয়োগ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপির বিচার অদ্যকার সভায় রহিত থাকে। ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু বলিলেন যে, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা প্রচারকদিগের নিয়োগ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর বিচার হইবে বলিয়া সংবাদ পত্রে তিন সপ্তাহ বিজ্ঞাপন দিয়া এখন অনায়াসে বলিলেন যে, তাঁহারা নিয়ম-প্রণয়ন জন্য সবকমিটীর নিকট হইতে উহা এখনও প্রাপ্ত হন নাই। এই দোষের জন্য বর্ত্তমান সভা হইতে কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে দোষী স্থির করা হউক।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর শুকুল ফণীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। অনেকতর্ক বিতর্কের পর সভা কর্ত্তৃক প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইল। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যান্য সভ্যগণ কোন দিকেই মত প্রকাশ করিলেন না। তখন পূর্ব্বকার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, পরলোকগত শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মহাস গোস্বামীর স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসুকে অধ্যক্ষ সভার সভ্যরূপে নিযুক্ত করা হয়।

ইহার পর শ্রীযুক্ত বাবু তুকড়ি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল লাহা, ও শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বিশ্বাসের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র, সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন। উহাতে এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, অনাথ দরিদ্র ব্রাহ্ম পরিবারদিগের সাহায্যের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হউক। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে উক্ত পত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত করা হয়।

সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরীর লিখিত একখানি পত্র পাঠ করিলেন। উহাতে এইরূপ লিখিতছিল যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, অথচ যাঁহাদের কার্য্যের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত কিছু মাত্র সামঞ্জস্য নাই। প্রসন্নবাবু এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূল মত সকল প্রত্যেক সভ্যের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হয় যে, তাঁহারা উহা স্বাক্ষর করিয়া একসপ্তাহ মধ্যে পুনঃ প্রেরণ করেন; এবং তাঁহাদের সেই সকল মতে বিশ্বাস থাকিলে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে বার্ষিক বা মাসিক চাঁদা দিলে সভ্য থাকিতে পারিবেন।

সভার মতে উক্ত প্রস্তাব অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইল; কেন না সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মেই ইহা রহিয়াছে যে, সময়ে সময়ে ইহার সভ্যদিগের বিশ্বাস ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে এবং আবশ্যক বোধ হইলে তাঁহাদের নাম সভ্যশ্রেণী হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের পোষকতায় ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ভূমির পরিমাণ এবং অর্থের অবস্থানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরের পরিমাণ ও আকার নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা এবং উক্ত মন্দির নির্ম্মাণজন্য অর্থব্যয় সম্বন্ধীয় সকল ক্ষমতা কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে দেওয়া হয়।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীআনন্দমোহন বসু—সভাপতি।
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী অদ্যাববি পঞ্জাবে রহিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ সকলে উপাসনার কার্য্য করা ভিন্ন, তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গলায় কয়েকটি প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণজন্য অর্থ সংগ্রহ বিষয়েও তিনি কৃতকার্য্য হইতেছেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান চন্দ্র বসু মহাশয়কে, সাধারণব্রাহ্মসমাজ মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যের সমুদায় ভার প্রদত্ত হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ট্রষ্টডিডের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মহাশয়গণ পরামর্শ দান করিয়াছেন বলিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন ;—

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু।
,, ,, ক্ষীরদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ, (পুরী)
,, ,, শরৎচন্দ্র মজুমদার (নওগাঁ)
,, ,, দ্বারকানাথ বসু।
,, ,, রামচন্দ্র ঘোষ।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আশা করেন যে, আর যে সকল মহাশয়ের নিকট উক্ত ট্রষ্টডীডের পাণ্ডুলিপি প্রেরিত হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিপ্রায় পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি মফঃস্বল ব্রাহ্মসমাজের সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সেই বৃত্তান্ত গুলির প্রত্যেকটির নীচে লেখকের নাম থাকা উচিত ছিল। ভুল ক্রমে তাহা হয় নাই। না হওয়াতে কেহ কেহ বৃত্তান্তগুলির যথার্থ্য পক্ষে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কার্য্য নির্ব্বাহক সভাদ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলাম।

আগরা ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর ঘোষাল।
বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ, ,, ,, রমানাথ দাস।
বেরিলি, ,, ,, কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
বহরমপুর, ,, ,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
বোম্বাই প্রার্থনাসমাজ, ,, ,, যশবন্ত পুরুষোত্তম মনরিকর
দারজিলিং, ,, ,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।
ডেরাডুন, ,, ,, গোপালচন্দ্র সরকার।
ফরিদপুর, ,, ,, শশীভূষণ।
গৌহাটি, ,, ,, হৃদয়নাথ দাস।
হাজারিবাগ, ,, ,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
জলপাইগুড়ি, ,, ,, নবীনচন্দ্র ঘোষ।
জামালপুর, ,, ,, আশুতোষ বসু
মতিহারী, ,, ,, রামলাল দত্ত।
বেহার (মুঙ্গের) ব্রাহ্মসমাজ, ,, ,, নবকুমার রায়।
মুলতান, ,, ,, লালা রলারাম।
নওগাঁ, ,, ,, পরমহাঁস গোস্বামী।
পাবনা, ,, ,, দ্বারকানাথ রায়।
পঞ্জাব (লাহোর) ,, ,, বেণীপ্রসাদ।
রামপুর হাট, ,, ,, যদুনাথ রায়
রাঁচি, ,, ,, ডি, কে, অধ্যায়েত।
সিলং, ,, ,, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়
উৎকল, ,, ,, যদুমণি ঘোষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন।

বিগত ২৯ এ জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৩ টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে এই সভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে নিম্নলিখিত সভাগণ উপস্থিত ছিলেনঃ—

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন
,, ,, উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ,, ,, হরকুমার রায়চৌধুরী
,, ,, ফণীন্দ্রমোহন বসু ,, ,, গণেশচন্দ্র ঘোষ
,, ,, দুর্গামোহন দাস ,, ,, শিবচন্দ্র দেব
,, ,, আনন্দমোহন বসু ,, ,, রজনীকান্ত নিয়োগী
,, ,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ,, কালীশঙ্কর সুকুল
,, ,, গুরুচরণ মহলানবিশ ,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত

ঈশ্বরের নিকট একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা হইয়া কার্য্যারম্ভ হইল। তৎপরে সম্পাদক কর্ত্তৃক গত সভার কার্য্যবিবরণ পঠিত হইয়া তাহা সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর সহকারী সম্পাদক কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গত তিন মাসের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে, বাবু হরকুমার রায়চৌধুরীর পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ধার্য্য হইল, যে পঠিত কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইয়া তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয়।

নববর্ষোপলক্ষে রচিত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

মন সাধে আজি নাথ, পূজিব তবচরণে।
শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বন্ধুগণে॥
সম্বৎসর কাছে ছিলে, কত সুখ শান্তি দিলে,
দুখ অশ্রু মুছাইলে, নিরুপম কৃপাগুণে॥
"জীবন প্রবাহ হায়, কাল সিন্ধু পানে ধায়,"
তব পদ তরি বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে॥
দূর হরে চিন্তা ভয়, দূর হরে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে দুখীর হৃদয়াসনে॥

প্রেরিত।

শিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার শিলাইদহ ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও রাত্রিতে উপাসনা, বৈকালে নগর কীর্ত্তন ও দরিদ্রদিগকে চাউল, পয়সাদি বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গণেশ চন্দ্র

ঘোষ মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন, তাঁহার জীবন্ত উপদেশও বক্তৃতাতে সকলে উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

শিলাইদহের অতি সন্নিকটস্থ খুরশেদপুর গ্রামের বালকেরা বিগত পাঁচ বৎসর হইতে বালা ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী সমাজ স্থাপন করিয়াছে। শিলাইদহের ব্রাহ্মসমাজের উৎসব দেখিয়া বালকেরা প্রথমে ঐ আয়োজন করে—বৎসরের মধ্যে অন্য কোন দিনে ঐ সমাজের অধিবেশন হয় না—কেবল ১৭ ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে শিলাইদহ সমাজের উৎসবের পরে ২।৩ দিনের মধ্যে ১ দিন অধিবেশন ও উৎসব হইয়া থাকে। বালকদের অনুষ্ঠানটী বড় আশাজনক; উঁহাদের উৎসাহ ও যত্ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী এই সমাজের সম্পাদক। সুরেন্দ্র শিক্ষিত, জ্ঞানবান্ এবং ইঁহার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা দেখা যাইতেছে। এবার শ্রদ্ধের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ১৯ এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে উপস্থিত থাকিয়া উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং নীতিগর্ভ উপদেশে বালকদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। বালকেরা ঐ ১৯ এ তারিখে বৈকালে নগর কীর্ত্তন করিয়াছিল এবং পর দিবসে দুঃখীদিগকে চাউল পয়সা বিতরণ করিয়াছিল। উঁহাদের উৎসাহ দেখিয়া আশার উদয় হয়। জগদীশ্বর উঁহাদের ধর্ম্মজীবন বিধিমতে গঠন করুন।

একান্ত বশম্বদ।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐসকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

ব্রাহ্ম গ্রাজুয়েট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী ব্রাহ্মের প্রয়োজন। বেতন ৬০ টাকা। তাঁহাকে বাঙ্গালোরে কয়েকটী বিদ্যালয় পরিদর্শন ও ৩ টী সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। প্রার্থীগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট অনুসন্ধান করিলে অপরাপর বিষয় জানিতে পারিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	।৭	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	⁄৴০	৴১০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	⁄৴০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৶০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১॥০	/০
Morning & eveing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচনা	১।	/০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. July 1879.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, শনিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের থিয়িষ্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজে যে চারিটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটীতে প্রায় একই লোক ছিল। ব্রাহ্মপবলিক ওপিনিয়নের জনৈক পত্রপ্রেরক এই কথাটীর অসত্যতা পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে নরপূজা লইয়া যে প্রথম আন্দোলন হয়, বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তাহার প্রবর্ত্তক। ইঁহারা চতুর্থ বা বিবাহের আন্দোলনভিন্ন আর কোনটীতেই যোগ দেন নাই। প্রত্যুত বিজয় বাবু দ্বিতীয় অর্থাৎ কতকগুলি ব্রাহ্মিকার জন্য যবনিকার বহির্ভাগে আসন নির্দ্দেশের আন্দোলন এবং তৃতীয় অর্থাৎ ভারতাশ্রমসম্বন্ধীয় লাইবেল মোকর্দ্দমার আন্দোলনে কেশব বাবুর প্রকজন প্রধান প্রতিপোষক ছিলেন। যদুবাবু দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্দোলনে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন; তথাচ সত্যবাদী রিভিউ সম্পাদক বলিয়াছেন, যে কেশব বাবু ও তদনুবর্ত্তী প্রচারকদিগের বিরুদ্ধে, যে কোন আন্দোলন উঠিয়াছে, তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে তাহাতেই যোগ দিয়াছেন।

দ্বিতীয় আন্দোলনকারীদিগের মধ্যে বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, দুর্গামোহন দাস, ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রধান। ইঁহার মধ্যে কাস্তগিরী মহাশয় অন্য কোন আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন না, দুর্গামোহন ও দ্বারকানাথ বাবু প্রথম ও তৃতীয় আন্দোলনে কোন সংস্রব রাখেন নাই, কেবল মাত্র শেষ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। এরূপ সত্য হইলেও রিভিউ সম্পাদক বলেন যে, বিবাহ আন্দোলনকারীদিগের অধিকাংশ, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকে একত্র মিশাইয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপবিষ্ট করাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন!!

তৃতীয় আন্দোলনের প্রধান প্রবর্ত্তক সাপ্তাহিকসমাচার সম্পাদক বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, বাবু হরনাথ বসু, বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী ও কাঁশারীপাড়ার শ্রীস্বাক্ষরকারী এক ব্যক্তি। ইঁহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যে যদুগোপাল বাবু, ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। অবশিষ্ট ৩ ব্যক্তি বিবাহপ্রতিবাদে কোন বিশেষ সংস্রব রাখেন নাই। ইঁহার মধ্যে কেবল যদুগোপাল বাবু বা তাঁহার প্রিণ্টারের নামে মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, এবং আদালতে তিনি বা তাঁহার প্রিণ্টার ভিন্ন অপর কেহ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু রিভিউসম্পাদক এই ভাবে লিখিয়াছেন যেন বিবাহের সমস্ত আন্দোলনকারীরা আদালতে দাঁড়াইয়া অনুতাপ করিয়াছেন!!!

৪র্থ বা বিবাহ আন্দোলনে যাঁহারা প্রধান ছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই এক্ষণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য। এই সভার সভাপতি বাবু আনন্দমোহন বসু, ৪র্থ ভিন্ন পূর্ব্বোল্লিখিত কোন আন্দোলনে যোগ দেন নাই, বরং লাইবেল মোকর্দ্দমায় বিনা পয়সায় কেশব বাবুদিগের পক্ষে বারিষ্টার ছিলেন। ইঁহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক বাবু শিবচন্দ্র দেব ও উমেশচন্দ্র দত্ত, সেইরূপ ৪র্থ ভিন্ন অন্য কোন আন্দোলনে কোন সংস্রব রাখেন নাই, বরং লাইবেল মোকর্দ্দমায় ইঁহারা দুই জনেই আশ্রমের পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। ইঁহার ধনাধ্যক্ষ বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, সেইরূপ ৪র্থ ভিন্ন কোন আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন না। কার্য্যনির্ব্বাহকসভার সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ তখন আশ্রমে ও নিকেতনে বাস করিতেছিলেন, এবং দ্বারকা বাবু ও দুর্গামোহন বাবু ভিন্ন সভ্যদিগের আর কেহ ৪র্থ ভিন্ন পূর্ব্বোলিখিত কোন আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন না। ইঁহার প্রচারকদিগের মধ্যেও বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ভিন্ন আর কেহ প্রথম তিনটী আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন না। প্রতাপ বাবু কি এ সকল কথা জানিতেন না? অথবা সত্যপ্রিয়তার আতিশয্যবশতঃ তদ্বিপরীত কথা লিপিবদ্ধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই।

ধর্ম্মজীবনের অবস্থাত্রয়।

ধর্ম্মজীবনে তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম অনুতাপ বা নিরাশার অবস্থা, দ্বিতীয় আশা ও আগ্রহের অবস্থা, তৃতীয় পূর্ণ বা মিলনের অবস্থা। এই তিনটীর মধ্য দিয়া যাঁহার জীবন এখনও গমন করে নাই, তিনি ধর্ম্মজগতের বহিঃপ্রদেশেই দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যাঁহার জীবন প্রকৃত অনুতাপের অগ্নিশোধিত হইয়া বিশুদ্ধীকৃত হয় নাই; যাঁহার আত্মা প্রথমতঃ আপনার হীনতা ও পাপকলঙ্ক দেখিয়া বিষাদ ও নিরাশাভরে নত হইয়া অবশেষে আশা ও আগ্রহদ্বারা উৎফুল্ল হয় নাই ও যিনি এই দুই

অবস্থার মধ্য দিয়া গমন করিয়া অবশেষে ঈশ্বরকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সেই পরমাত্মার সহবাসে দিন রাত্রি থাকিতে শিক্ষা করেন নাই, তিনি এখনও প্রকৃত ধার্ম্মিক নামের অধিকারী হইতে সমর্থ হন নাই। বাহিরের কার্য্য তিনি অনেক করিতে পারেন, ধর্ম্মের অনেক আড়ম্বর দেখাইয়া জগতের নিকট ধার্ম্মিকের সনন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন, বিস্তর উপাসনা ও দীর্ঘকাল ব্যাপী ধ্যানের ভাণ করিতে পারেন, এমন কি তিনি সরলভাবে উপাসনার সময় চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে পারেন; কিন্তু অনুতাপের অগ্নি দ্বারা যদি তাঁহার আত্মা বিশুদ্ধীকৃত না হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্ম নিশ্চয়ই এখনও তাঁহার জীবনের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। আমরা অনেক ব্রাহ্মের কথা জানি, যাঁহারা উপাসনায় সহস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, সামাজিক উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া যাঁহারা দেশহিতকর ও অপরাপর হিতৈষিকঅনুষ্ঠানে অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিয়া থাকেন, যাঁহাদিগের চক্ষু, দুঃখী দরিদ্রকে দেখিলে অশ্রু সংবরণ করিতে সমর্থ হয় না, অথচ যাঁহাদিগের জীবনে ধর্ম্মের কোনও স্থায়ী মূলবদ্ধ আধিপত্য দৃষ্ট হয় না। ইঁহারা অনুতাপের অগ্নিদ্বারা আত্মাকে বিশোধিত করিয়া ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করেন নাই। একদিনও ইঁহারা আপনাদিগের রাশি রাশি পাপ দেখিয়া আপনাদিগকে ঈশ্বরের কৃপার অযোগ্য ভাবিয়া আত্মাতে গভীর বেদনা অনুভব করেন নাই, প্রকৃত ঈশ্বর-উপলব্ধি যাহা, ইঁহাদিগের জীবনে এখনও হয় নাই, কিন্তু ইঁহারা কল্পনার স্রোতে ভাসমান হইয়া আপনাকে ও জগতকে ঠকাইতেছেন, ধার্ম্মিক বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়া যাইতেছেন। এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকদিগের জীবন প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন নহে। প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন যাহা,—যে জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অভিলাষ ও প্রত্যেক ইচ্ছার ভিতর দিয়া ধর্ম্মভাব অন্তঃসলিলের মত প্রবাহিত হইয়া সমুদায়কে তাহার স্বকীয় পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যদ্বারা পবিত্র ও সুন্দর করিয়া থাকে;—যে জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর রচিত; সেই জীবন কদাপি এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়া গমন না করিয়া সংগঠিত হইতে পারে না।

ধর্ম্ম জীবনের প্রথম অবস্থা অনুতাপের অবস্থা। মানুষের যখন ধর্ম্মচক্ষু উন্মীলিত হয়, মানবাত্মাতে যখন ধর্ম্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করে, তখন মানুষের অন্তশ্চক্ষু স্বভাবতঃই আপনার জীবন ও আপনার চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এবং তখন মানুষ আপনার রাশি রাশি পাপ দেখিয়া একেবারে আকুল হইয়া উঠে। তাঁহার হৃদয়ে তখন বর্ণনাতীত বেদনা উপস্থিত হয়। অশান্তির ঝড় উত্থিত হইয়া তখন তাঁহার আত্মাকে একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া তুলে। চারিদিক্ তাঁহার চক্ষুতে তখন গাঢ় অন্ধকারময় প্রতীয়মান হয় এবং নিরাশা আসিয়া তাঁহাকে অশেষ ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকে। সুখ একেবারে তাঁহার জীবন হইতে পলায়ন করে, সমস্ত জীবন তখন কেবল অশান্তি ও দুঃখের আধার হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যাহাতে তিনি অনুপম সুখ পাইতেন, এখন আর তাহা সে সুখ প্রদান করিতে পারে না। জীবনের প্রতি তাঁহার ঘোর ঘৃণা উপস্থিত হয় এবং তিনি আপনাকে পৃথিবীর কলঙ্ক স্বরূপ মনে করিয়া আপনার মুখের দিকে তাকাইতে আপনিই লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন, এখন সেই প্রকৃতিকে দেখিলেই হৃদয়ে দুঃসহ শোকের ঝড় উত্থিত হয়। তিনি যে পাপদৃষ্টি দ্বারা আপনার চক্ষুকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, প্রকৃতির পবিত্র শোভা তিনি সেই পাপ চক্ষুতে দেখিবেন কেমন করিয়া? নরকে থাকিয়া স্বর্গের দিকে তাকাইতে তাঁহার সাহস হয় না। এই সুন্দর প্রকৃতি কেন বেশ ভূষায় সুশোভিত হইয়া আবার আমার সমক্ষে উপস্থিত হইল? আমি যে পাপী, আমি যে নরকে রহিয়াছি, তাহাতে এই স্বর্গের শোভা দেখিব, আমার কি অধিকার? আমাকে ইহারা আবার সুখী করিতে আসিয়াছে। আমি যে ইহাদিগের ঘৃণার পাত্র, ইহারা কোথায় আমাকে বধ করিবে—ইহাদিগের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিয়াছি বলিয়া—না ইহারা আমাকে সুখী করিতে আসিয়াছে! আমি যে এই সৌন্দর্য্য রাশি ভোগ করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছি, ইহাদের প্রতি তাকাইয়া আর আমি ইহাদিগকে কলঙ্কিত করিতে পারি না।" এই প্রকার চিন্তায় তখন তাঁহার মন একেবারে ক্লিষ্ট হইতে থাকে। তখন তিনি আর আপনার পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া পান না। ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনা করিবেন?—ঈশ্বরের সম্মুখীন হইতে আর তাঁহার সাহস হয় না। ঈশ্বর তাঁহার নিকট "ভীষণং ভীষণানাং।" যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তিনি এত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, যাঁহার নিয়ম গতজীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে পদদলিত করিয়াছেন, যাঁহাকে এত অসন্তুষ্ট করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের সম্মুখে যাইতে তাঁহার সাহস হইবে কেন? তিনি ভাবেন, যে পাপ করিতে করিতে তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের দয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছে এবং তিনি কি সাহসে তাঁহার মলিন পঙ্কিল মুখ লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবেন? তৃণ হইয়া জ্বলন্ত পাবকের নিকট তিনি কেমন করিয়া গমন করিবেন? পূর্ণশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরের জ্যোতিঃ তিনি ঘোর নারকী হইয়া দর্শন করিতে পারিবেন কেন? এই জন্য তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের দর্শন পাইতে তিনি ইচ্ছা পর্য্যন্ত করিতে পারেন না। ঈশ্বরের নামে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ঈশ্বরকে ডাকিতে তাঁহার সাহস হয় না। তাই তিনি আপনার আত্মাকে তখন একেবারে নিরাশার স্রোতে ভাসাইয়া দেন। ধর্ম্মের সুখ, পুণ্যের শান্তি, তিনি দেখিতে পান; কিন্তু আপনার দুষ্কর্ম্মদ্বারা আপনাকে সেই সুখ ও শান্তির অনুপযুক্ত করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার দুঃখ সিন্ধু আরো উথলিয়া উঠে। নিরাশা, ভয়, অশান্তি প্রভৃতি আসিয়া তখন তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকে, এবং তিনি আপনাকে এই সমুদায় দুঃখ যন্ত্রণার সম্পূর্ণ উপযুক্ত মনে করিয়া কেবল যে প্রকৃত আত্মত্যাগের সহিত তৎসমুদায়কে বহন করেন এমন নহে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরো গভীরতর যন্ত্রণাদ্বারা পীড়িত

হইলেও আপনার পাপের পূর্ণ শাস্তি হইবে না ভাবিয়া আরো অধিক কষ্ট পাইতে সংকুচিত হন না। অনুতপ্ত আত্মার যে কি ভয়ানক ক্লেশ, যাঁহারা স্বয়ং ভোগ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, অপরের নিকট ইহা সহজে অনুভব সাধ্য নহে। জন বুনিয়ানের নিকট পাপের যন্ত্রণায় সমস্ত সংসার কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছিল। পাপের চিন্তা সর্ব্বদা আসিয়া তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিত এবং তিনি প্রায়ই স্বপ্নে সূর্য্য-কিরণখচিত পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ একটী সুন্দরী নগরী দেখিতে পাইতেন, কিন্তু সেই পর্ব্বত ও তাঁহার মধ্যস্থলে অনুল্লঙ্ঘনীয় বরফরাশি বিদ্যমান থাকিয়া তাহার গতিরোধ করিতেছে ভাবিয়া তিনি একেবারে শোকে আকুল হইয়া উঠিতেন। মানসিক দুঃখে অবশেষে তাঁহার ক্ষীণশরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং বুনিয়ান উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিলেন। অনুতাপের যন্ত্রণায় মানুষের এতদূর দুর্দ্দশা হইতে পারে, এবং এই অনুতাপ যাঁহার জীবনে হয় নাই "ধর্ম্ম জীবন" তাঁহার পক্ষে এখনও ভবিষ্যতের কথাই রহিয়াছে।

প্রবল তুফানের পর সমস্ত প্রকৃতিতে অতুলিত শান্তি বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে; অমানিশার গাঢ়অন্ধকারের পর উষার প্রশান্ত সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়, এবং নিরাশার কুঝাটিকার পরই আশার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া অনুতপ্ত আত্মাকে উল্লসিত করিয়া তুলে। আত্মা যখন অনুতপ্ত হইয়া আপনাকে মুক্তির অযোগ্য বিবেচনা করিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, তখন ঈশ্বর আপনি আসিয়া তাহার মধ্যে আপনার কোমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করেন। মানুষ জানিতেও পারে না সেই নিরাশান্ধকার ভেদ করিয়া কেমন করিয়া সহসা আশার জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। ঈশ্বর আপনার অনন্ত দয়াদ্বারা প্রণোদিত হইয়া নিরাশাবনত আত্মাতে আশার সঞ্চার করেন। প্রবল তুফানের পর আত্মাতে শান্তি বিস্তৃত হয় এবং ঈশ্বরের এই অপার করুণা দেখিয়া মানুষ আশ্বস্ত হইয়া থাকে। চেষ্টা করিলে, সাধন করিলে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবে, অনুতপ্ত আত্মার মনে এত দিনে এই আশার উদ্রেক হয়; আর আত্মা সেই জন্য যত্ন করিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্ম জীবনের এই দ্বিতীয় অবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই আত্মাতে প্রকৃত প্রেমের উদ্রেক হয়। ঈশ্বরের এত দয়া দেখিয়া আর আত্মা মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রেমমুগ্ধ আত্মা স্বভাবতঃই তখন ঈশ্বরান্বেষণে ধাবিত হয়। এই অবস্থাই প্রকৃত প্রেম সাধনের অবস্থা।

এই দ্বিতীয় অবস্থা ধর্ম্ম জীবনে বড় বিষম অবস্থা। এই অবস্থাতে আত্মা ঈশ্বর লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং এই ব্যাকুলতা নিবন্ধন প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া অনেক সময় বিপথে গমন করে। এই অবস্থায় উপনীত হইয়াই যোগী ঋষিগণ ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া সংসারকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়গহ্বরে ব্রহ্মধ্যান করিবার জন্য গমন করিতেন। এই অবস্থায় উপস্থিত হইয়াই সন্ন্যাসীগণ নানা প্রকার ভাবোত্তম উপায় উদ্ভাবিত করিয়া আপনাদিগের শরীর মনকে ঈশ্বরলাভের আশায় অত্যন্ত নির্ম্মমভাবে ক্লিষ্ট করিতেন; এবং এই অবস্থায় উপনীত হইয়াই মার্টিন লুথার সংসারের সমুদায় মানসম্ভ্রম তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কনভেণ্টে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ধর্ম্ম জীবনের এই দ্বিতীয় অবস্থায় আত্মার ঈশ্বর লাভেচ্ছা এত বলবতী হয় যে, আত্মা উন্মত্ত প্রায় হইয়া কখনও শরীরকে ক্লিষ্ট করিলে ঈশ্বর লাভ হইবে ভাবিয়া অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা দ্বারা আপনার দেহপাত করে, কখনও বা সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইলে ঈশ্বর প্রাপ্তি হইবে ভাবিয়া পিতা মাতার ক্রন্দন ধ্বনির প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া সমস্ত পরিবারকে একেবারে নিরুপায় অবস্থায় সংসার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া এবং পিতা মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য, পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্য এই সমুদায়কে পদদলিত করিয়া গভীরারণ্যে ঈশ্বরান্বেষণে প্রবেশ করে। আত্মার গভীর আগ্রহ এই অবস্থায় তাঁহাকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া তুলে এবং ধার্ম্মিক অক্লান্তভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থাই আশা এবং আগ্রহ পরিপূর্ণ ধর্ম্ম জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় ঈশ্বর প্রেমিক হইবার আগ্রহ জন্মে; এই অবস্থায় আত্মা ঈশ্বর লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে, কিন্তু এই অবস্থা অতিক্রম না করিলে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক হইতে পারে না। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিকগণ ধর্ম্মজীবনের তৃতীয় বা শেষ অবস্থায় উপনীত হন এবং সেই অবস্থায় থাকিয়া অনন্ত উন্নতির পথে আপনাদিগের আত্মাকে পরিচালিত করেন।

ধর্ম্ম জীবনের শেষ অবস্থা মিলনের অবস্থা। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলেই আত্মা প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক হইয়া পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। তখন সেই পরমাত্মার অনন্ত সত্তামধ্যে ক্ষুদ্র মানবাত্মা একেবারে ডুবিয়া যায়। তখন আর আত্মার সুখের সীমা কে করিবে? সমস্ত পৃথিবী তখন তাহার উপর অজস্র ধারে সুখ ও শান্তি বর্ষণ করিতে থাকে। বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়কে অনন্তের সত্তাদ্বারা পূর্ণ দেখিয়া ও সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসসুখ ভোগ করিয়া মানবাত্মা তখন ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি ও প্রেমদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তখন ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই আত্মার এক মাত্র অভিলাষ হয় এবং ঈশ্বরেতেই তখন তাঁহার কেবল আনন্দ হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম তখন সুখের নিলয় হয় এবং ক্ষুদ্রমানবাত্মা অনন্ত পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। জলধীর সঙ্গে নদীর মিলন হয়। নদীস্রোত যেমন ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া অবশেষে অনন্ত সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, মানবাত্মা হইতেও সেইরূপ প্রেমস্রোত নিসৃত হইয়া বিস্তীর্ণ হইতে হইতে প্রথমে সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া অবশেষে অনন্ত ঈশ্বরে গিয়া পড়িয়া আহ্লাদে ঢেউ তুলিয়া নাচিতে থাকে। অনন্তের ক্রোড়ে আত্মা তখন দিন রাত্রি নিমজ্জিত হইয়া থাকে, কিন্তু মিসিয়া যায় না। তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া

স্বাধীনভাবে প্রেমে নৃত্য করিতে থাকে। এই অবস্থায় ধর্ম্মজীবন কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে! আত্মা ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে বাসিতে মানুষকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে, এবং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যস্থানে, ধার্ম্মিকব্যক্তি দেশহিতকর ও মানবজাতির উন্নতিকারক কার্য্যসাধনের জন্য আপনার প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রস্তুত থাকেন। প্রেমে মত্ত হইয়া তিনি তখন কেবল স্বজাতি ও স্বদেশীয়-গণের হিতসাধনে রত থাকেন। দেশহিতকর কার্য্য করিতে করিতে তাঁহার ললাটনির্গত ঘর্ম্মবিন্দু সমুদায় অনবরত পাদোপরি বর্ষিত হয়। সংকীর্ণতা তাঁহার হৃদয় হইতে তখন পলায়ন করে। "অয়ংনিজঃ অয়ংপরঃ" এই গণনা তখন তাহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। সমস্ত বসুধাই তাঁহার কুটুম্ব হয়। নাস্তিক আস্তিক; ধনী নির্ধন; সুখী দুঃখী; অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক সকলেই সমানভাবে তাঁহার প্রেমের অধিকারী হইয়া থাকে। অনুদারতা তাহার হৃদয়ে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার কথায় ও কার্য্যে, আচারে ব্যবহারে, সর্ব্বদা তিনি জগতে প্রেমপ্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহার অভিধান হইতে অপ্রেম, অনুদারতা প্রভৃতি শব্দ একেবারে উঠিয়া যায়, এবং জগৎকে ভাল বাসিয়া তিনি আপনাকে অনন্ত সুখসাগরে ভাসাইয়া দেন। তাঁহার তখনকার সুখের পরিমাণ কে করিবে? যে প্রকৃতি ধর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিয়াছিল, সেই প্রকৃতিই এখন তাঁহাকে অশেষ সুখ প্রদান করিতে আরম্ভ করে। পুষ্প রাশির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরের সৌন্দর্য্যের আভা দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে মত্ত হইয়া উঠেন। চন্দ্রমার সুধামাখাজ্যোতি দর্শনে তিনি আর হৃদয়ে আনন্দ ধরিতে পারেন না। তাঁহার প্রাণেশ্বরের শোভার আভাস রজতময়ী জ্যোৎস্নার মধ্যে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপ আহ্লাদরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সমস্ত প্রকৃতি তখন ঈশ্বরের নাম তাঁহার কর্ণে বর্ষণ করিতে থাকে। নদী কল কলভাষে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ধার্ম্মিককে সুখী করে। পক্ষীগণ কাকলিরবে ঈশ্বরের গুণগান করিয়া ধার্ম্মিকের হৃদয়কে সুখের স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। সমস্ত প্রকৃতি একতানে ঈশ্বরের নামগান করিয়া ধার্ম্মিকের হৃদয়ে শান্তিবিধান করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক তখন অনন্ত সুখসাগরে ভাসমান হন, এবং স্বদেশের ও স্বজাতির হিতসাধনে জীবন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে শান্ত মনে পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া তাঁহার পিতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মসমাজ ও যীশুখৃষ্ট।

আজ কাল খৃষ্টীয়সম্প্রদায় ও কোন কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই বিবাদ চলিতেছে যে কে যীশু খৃষ্টের প্রকৃত শিষ্য, কে তাঁহার উপদেশের যথার্থমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং কোন্ দেশীয় লোকের প্রকৃতির সহিত সেই "মহাপুরুষের" প্রকৃতির অধিকতর সৌসাদৃশ্য আছে। খৃষ্টীয়ানেরা বলিতেছেন "আমরা চিরকাল আমাদের প্রভুকে পাপীর উদ্ধারকর্ত্তা, ঈশ্বরের অংশ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, প্রতিদিন আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, ঈশ্বরের নিকটে গমন করিতে হইলে আমরা তাঁহার নামের দোহাই দিয়া যাই, তাঁহার ক্রুশ আমরা আমাদের গৃহে, মন্দিরে, অলঙ্কারে অতিশয় ভক্তি সহকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। ভক্তি ও বিশ্বাসে, অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতায় আমাদিগের নিকট খৃষ্ট ও ঈশ্বর অভেদ, এবং আমরা উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতায় বিশ্বাস করি।" তদুত্তরে ব্রাহ্ম বলিতেছেন—"যথার্থই খৃষ্ট মনুষ্য নহেন, তিনি ঐশ্বরীয় ও মানবীয়প্রকৃতিজড়িত জীব; তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আদিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত ছিলেন এবং অন্তেও থাকিবেন, লোকে যে তাঁহাকে জগতের পরিত্রাতা বলিয়াছে সে কথা যথার্থ; তিনি শেষ দিনে বিচারাসনসম্মুখীন বিশ্বাসীদিগকে পুরস্কার ও অবিশ্বাসীদিগকে দণ্ডবিধান করিবেন; ইব্রাহিমের পূর্ব্বে তিনি ছিলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিলেন, তিনি ও ঈশ্বর একই পদার্থ, যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন; ঈশ্বরের প্রকৃতির এক অংশ মর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া খৃষ্টরূপ ধারণ করিয়াছে। যত জীব মর্ত্তলোকে জন্ম গ্রহণ করে খৃষ্ট তাহাদিগের আলোক, আমার খৃষ্ট অতিশয় মধুর, তিনি আমার হৃদয়ের উজ্জ্বলতম মণি, আমার কণ্ঠহার, তাঁহাতে আমি মধুরতা ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি আমার প্রভু।" বাইবেলখৃষ্টীয়ান ও ব্রাহ্মখৃষ্টীয়ানের মধ্যে এই ঊনবিংশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর চরমভাগে এই প্রকার বিষম দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে। উভয়েই রণভেরী বাদনদ্বারা ভারতবাসিদিগকে জাগ্রত করিতেছেন; ব্রাহ্মখৃষ্টীয়ান বলিতেছেন—"ঐ দেখ বর আসিতেছেন! তোমরা সকলে প্রস্তুত হও, বেশভূষা কর, তাঁহার অভ্যর্থনা করিবার জন্য মণি মাণিক্যখচিত আভরণ সকল পরিধান করিয়া সুসজ্জিত হও, নির্ব্বোধ কুমারীগণের ন্যায় নিদ্রাভিভূত হইও না; দীপ সকল প্রজ্বলিত কর 'দেখ, কেহ ঘুমাইওনা, অচেতনে হারা হয়োনা নিধি!'

খৃষ্টসম্বন্ধে আমাদের ব্রাহ্মখৃষ্টীয়ান ভ্রাতা যাহা বলিতেছেন, তাহা কতদূর ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত তাহা একবার আলোচনা করা যাউক। আমরা ক্রমান্বয়ে এই কয়েকটী বিষয় আলোচনা করিব। প্রথমতঃ খৃষ্ট সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিলেন কি না, দ্বিতীয়তঃ তিনি মৃত্যুর পর বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর দণ্ড পুরস্কার বিধান করিবেন কি না; তৃতীয়তঃ ঈশ্বরের পূর্ণস্বরূপের একাংশ মর্ত্তে খৃষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে কি না, চতুর্থতঃ খৃষ্টই একমাত্র ঈশ্বরভক্তি শিক্ষার আদর্শ কি না?

ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বীজ মন্ত্র এই—"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ"—সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল পরব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন অন্য আর কিছুই

ছিল না, তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। এই বীজের মধ্যে তিনটী সত্য নিহিত রহিয়াছে, প্রথম, পরব্রহ্ম অনাদি ও অসৃষ্ট, দ্বিতীয়, আর কোন পদার্থ ও জীব অনাদি অথবা অসৃষ্ট নহে, তৃতীয়, পরব্রহ্ম সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি বিষয়ক তত্ত্ব এই বীজে সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। অতএব কোন জীব অথবা পদার্থ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের সহিত সমকালিক হইয়া বিদ্যমান ছিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। খৃষ্টের যে সৃষ্টি হইয়াছে এ কথা কোন ব্রাহ্মই অস্বীকার করিতে পারেন না। তবে যদি বৃথা কূটতর্ক উত্থাপনদ্বারা বলা হয় যে খৃষ্টের জ্ঞান, প্রেম ইত্যাদি ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং খৃষ্টও ঈশ্বরের সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাহইলে সকল পদার্থ ও প্রাণী এইরূপ অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান আছে বলিতে হইবে। কারণ, ঈশ্বর সকল শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার মূল, তবে খৃষ্ট ও একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ অথবা শিলাখণ্ডের মধ্যে প্রভেদ কি রহিল এবং তাহার প্রাক্‌সত্তার গৌরব কোথায়? কিন্তু ঈশ্বর কি খণ্ড খণ্ড হইয়া জগতে প্রকাশিত হইয়াছেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি তত্ত্ব কি বৈদান্তিক সৃষ্টি তত্ত্বের সহিত সমান? ঊর্ণনাভি হইতে যেমন সূত্র নির্গত হয়, সূর্য্য হইতে যেমন রশ্মি বিকীর্ণ হয়, ঈশ্বর হইতে সৃষ্ট পদার্থ সেরূপে নির্গত হয় নাই। অসত্তা হইতে জগৎ সত্তাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ঈশ্বরের কলা বা অংশরূপে কিছুই উৎপন্ন হয় নাই। অতএব খৃষ্টের প্রাক্‌সত্তা আর ঈশ্বরের সত্তা এতদুভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন কোন জীব বা পদার্থ সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না, খৃষ্টও সেইরূপ। খৃষ্টিয়ানেরা খৃষ্টের প্রাক্‌সত্তায় বিশ্বাস করেন বলিয়া যে তাহার একটী অলীক অর্থ সংগঠন করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস করিতে হইবে, এই অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় ঘৃণাকর।

দ্বিতীয়তঃ খৃষ্ট মৃত্যুর পর মনুষ্যকে দণ্ড পুরস্কার বিধান করিবেন, আমরা ব্রাহ্মের মুখে এ কথা আর কখন শ্রবণ করি নাই। এ প্রকার মতের খণ্ডন আবশ্যক নাই এবং ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত মত ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল। মনুষ্যের পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কর্ত্তা ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়া এ প্রকার মত প্রচার করেন, ব্রাহ্মগণ প্রকাশ্যে ও একবাক্যে তাঁহার আচার্য্যত্ব অস্বীকার না করিলে লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আরোপ করিবে। ইংলণ্ডের এক জন একেশ্বরবাদী এই সমস্ত মতের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহাদের সমাজের একতা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; এবং আমেরিকার কোন কোন সম্পাদক ব্রাহ্মদিগকে এক প্রকার খৃষ্টীয়সম্প্রদায়স্বরূপ জ্ঞান করিতেছেন। এখন ব্রাহ্মসমাজ যদি মৃতবৎ নীরব থাকেন, তবে ইহার বিষময় ফল আমাদের পুত্র পৌত্রদিগকে আস্বাদন করিতে হইবে। এখনইত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার এক প্রকার স্তম্ভিতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আর কিছু দিন এই প্রকার দুই চারিটী মত প্রচারিত হইলে এবং ব্রাহ্মগণ আর কিছু দিন এইরূপ নীরব থাকিলে, লোকে আর ব্রাহ্মসমাজের নাম উচ্চারণ করিবে না। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজে কি এক জনও উৎসাহী, চিন্তাশীল ও সহৃদয় লোক নাই? এক জন আপনাকে ব্রাহ্মসমাজের নেতা, ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য বলিয়া এই সমস্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ মত ঘোষণা করিতেছেন, অথচ কেহ কি সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে; ইহাকে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম বল অথবা কোন আখ্যা প্রদান কর, কিন্তু পবিত্র, অসাম্প্রদায়িক, অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিও না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি কোন ব্রাহ্মের প্রাণের সমান প্রিয় পদার্থ হয়, তিনি এ প্রকার না বলিয়া থাকিতে পারেন না। আর আলস্যের সময় নাই, নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার কাল নাই, সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ এই দণ্ডে একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে জগতের নিকট ঘোষণা করিয়া দিউন যে, ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের বিচারক আর কেহ নাই এবং যিনি ইহার বিরুদ্ধমত প্রচার করেন, তিনি ব্রাহ্ম নহেন! আর যত প্রকার মত ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে প্রচারিত হউক, আমরা কখন এ প্রকার আশঙ্কা করি নাই যে, ঈশ্বরের নিজস্ব অধিকার কোন ব্যক্তি বিশেষের হস্তে অর্পণ করা হইবে। পাপীর বিচারের ভার একমাত্র পরমেশ্বরেরই হস্তে আছে, তিনি কোন মনুষ্যকে সে পবিত্রকার্য্যের ভার সমর্পণ করেন নাই, এবং কখন করিবেন না। ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মূল ও অপরিবর্ত্তনীয় মত, ইহার উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা ও অপৌত্তলিকতা সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম, অপরাপর সকল মনুষ্যপ্রচারিত ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠতম। কিন্তু যদি এই মূল মতের কিছুমাত্র অন্যথা হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর অপরাপর সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পদবীতে অবতরণ করিবে। অতএব পুনর্ব্বার আমরা ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করুন। একজন ব্রাহ্ম একটী দূষনীয় মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন অনিষ্ট হইবে না বলিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সেই একজন ব্রাহ্ম এখনও জনসমাজের নিকট ব্রাহ্মসমাজের একজন অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত আছেন, এবং অনেক স্থানে তৎপ্রচারিত মতকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া লোকে গ্রহণ করিতেছে। বিশেষতঃ যখন সাধারণ্যে এই মত ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে এবং ব্রাহ্মসমাজের নামে উহা প্রচারিত হইতেছে, তখন ব্রাহ্মগণ ইহার জন্য সাধারণের নিকট দায়ী এবং তাহার প্রতিবাদ করা ব্রাহ্মমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে, ব্রাহ্মসমাজের নামে আমরা ব্রাহ্মমণ্ডলীকে ইহার প্রতিবাদের জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি।

মানবপ্রকৃতি।

১

ঈশ্বরকে ভাল বাসিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংসারের প্রতি ভালবাসা আসিয়া পড়ে। ভালবাসা পক্ষপাতী। যিনি ঈশ্বরকে ভাল বাসেন, জগতে সুন্দর যাহা তাহাই

নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া তাঁহার স্বভাব। সংসারে অপবিত্রতা কেন? দুঃখ কেন? পাপ কেন? অবিশ্বাস কেন? তিনি জানেন না কেন; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, প্রাণপণে যত্ন করেন, এ সকল যাউক। প্রার্থনায় ও কার্য্যে তাঁহার বল,, দোষ সংশোধনে তাঁহার প্রয়াস; দোষ কেন? এ প্রশ্নের বিচারে তাঁহার কিছু শৈথিল্য। তিনি সত্যের মূল পাইয়াছেন, জানেন সময়ে অজ্ঞানতা দূর হইবে। নাস্তিকের ব্যবহার অন্য প্রকার। তিনি অপবিত্রতা দেখাইয়া দেন, পাপ দেখাইয়া দেন, আর বলেন ঈশ্বর থাকিলে এ সকল কেন? সংসারের প্রকৃতি হইতে যুক্তিদ্বারায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব মীমাংসা করা তাঁহার উদ্দেশ্য। অনেক স্থলে ঈশ্বর নাই সিদ্ধান্ত প্রথমে, তদুপযোগী যুক্তির অনুসন্ধান পরে। বাহ্যজগতে অন্ধকার, সূর্য্যে অন্ধকার, হৃদয়ে আলোক। আলোক হৃদয়কে প্লাবিত করে, সংশয় পরাস্ত করে, পরকালের সংবাদ আনিয়া দেয়; নাস্তিক ইহা বিশ্বাস করেন না—তিনি বলেন আলোক নহে, অন্ধ বিশ্বাস। অন্ধ কে? তিনি। কোথায় আলোক? তিনিত অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখেন না। তবে কোথায় আলোক? চৈতন্য আলোক দেখিয়াছিলেন। সেণ্টপল আলোক দেখিয়াছিলেন। শত শত লোক, ইতিহাস যাঁহাদের পরিচয় লইবার অবসর পায় নাই, আলোক দেখিয়াছেন। নাস্তিক বলেন আলোক নহে, কল্পনা। হিউম বলেন বাহ্যজগৎ নহে, কল্পনা।

বিশ্বাসী সৌন্দর্য্য ভালবাসেন। তিনি বলেন মানবপ্রকৃতি সুন্দর, সুরভিত, সদ্‌গুণ পরিপূর্ণ, পাপরহিত; অসৎ প্রবৃত্তি মানুষের স্বোপার্জ্জিত; স্বাভাবিক নহে। নাস্তিক দোষ দেখেন। তিনি বলেন মানব প্রকৃতিতে আদরণীয় যাহা সে সমস্তই শিক্ষার ফল; জঘন্য প্রবৃত্তিতেই মানবপ্রকৃতি গঠিত; প্রকৃতি ঘৃণিতবৃত্তি ভিন্ন মনুষ্যকে আর কিছু দেন নাই; মনুষ্য ভাল যাহা পাইয়াছেন, অন্য স্থানে পাইয়াছেন, প্রকৃতির নিকট পান নাই। এক জন কেবল সৌন্দর্য্যই দেখিলেন। আর এক জন কেবল জঘন্যতাই দেখিলেন। উভয়েই ভ্রান্ত। ভ্রম অধিক কাহার?

আধুনিক নিরীশ্বর দার্শনিকদিগের মধ্যে জন ষ্টুয়ার্ট মিল এক জন প্রধান। তাঁহার (Three Essays on Religion) নামক গ্রন্থে ভ্রম অনেক আছে, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে উভয় পক্ষের যুক্তিগুলি বিচার করা যে মিলের উদ্দেশ্য ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। (Essays on Nature) নামক প্রবন্ধে মিল মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই এই প্রস্তাবের সূত্র। তাঁহার মতে মানবপ্রকৃতির নৈসর্গিক অবস্থাতে একটীও সদ্‌গুণ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ; মনুষ্য স্বভাবতঃ পাপ প্রবৃত্তির ভাণ্ডার, কেবল সামাজিক শাসনে সদ্ভাবাপন্ন হইয়াছেন। কিরূপ উপকরণে মানব প্রকৃতি গঠিত, স্বভাবতঃ মানুষ কত দূর সৎ, কত দূর অসৎ, ইহা নির্দ্দেশ করা আমাদিগের অভিপ্রায়। মানব প্রকৃতি যে অসম্পূর্ণ ও দোষাশ্রিত ইহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু ইহাতে যে সৎপ্রবৃত্তি কিছুই নাই, যে পরিমাণে মানুষ সৎ সেই পরিমাণে তিনি ঈশ্বরদত্ত প্রকৃতির বিরোধী, যে পরিমাণে তিনি বন্যজন্তু হইতে বিভিন্ন সেই পরিমাণে তিনি তাঁহার স্বীয় স্বভাবের অন্যথা করিয়াছেন, এ কথা কত দূর সত্য স্থির করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

মানবপ্রকৃতি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; বিবেচনা (Reason) ও প্রবৃত্তি (Instinct)। বিবেচনা ও প্রবৃত্তি এই দুই শব্দ সচরাচর নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়; আমরা এস্থলে কি অর্থে প্রয়োগ করিতেছি সে বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। স্বভাবতঃ মনুষ্য কতকগুলি কার্য্যের প্রতি আসক্ত; এই আসক্তির নাম "প্রবৃত্তি।" ক্ষুধা হইলে, আহার করিতে হইবে এ কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না; শরীরের সঙ্গে মনের এরূপ যোগ যে স্বতঃই আহারের জন্য ব্যাকুলতা জন্মে। এই ব্যাকুলতা, এই আকাঙ্ক্ষা "প্রবৃত্তি।" মাতাকে সন্তানবাৎসল্য কেহ শিখাইয়া দেয় নাই; তিনি সন্তানকে স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না; মাতৃস্নেহ "প্রবৃত্তি।" নবজাতশিশু মাতৃক্রোড় অধিকার করিলে তাহার অগ্রজ বালকের যে বিদ্বেষ, সে তাহা কাহারও নিকট শিক্ষা করে নাই; এ বিদ্বেষ "প্রবৃত্তি।" কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বুদ্ধি চালনা, যে জন্যই হউক, প্রবৃত্তির অন্যথা কার্য্য করা, অথবা যেখানে প্রবৃত্তির অভাব সেখানে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করা, "বিবেচনার" কার্য্য। আহার করা প্রবৃত্তির কার্য্য, পীড়িত অবস্থায় আহার না করা, অথবা উচিত অনুচিত স্থির করিয়া আহার করা বিবেচনার কার্য্য। যখন আহারে অনিচ্ছা, তখন শরীরপালনার্থ আহার করা বিবেচনার কার্য্য। বাসনা "প্রবৃত্তি;" বাসনার চরিতার্থতাসম্পাদন বিষয়ে কোন কারণে ইতস্ততঃ করা বিবেচনার কার্য্য। যখন হৃদয় বাসনাবিহীন, তখন নানা প্রকারে কর্ত্তব্যনিরূপণ করা যায়; এ বিবেচনার কার্য্য। প্রবৃত্তি ও বিবেচনাসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপ ঐক্যমত্য নাই। একের মতে যাহা প্রবৃত্তি, অন্যের মতে তাহা বিবেচনারই সৃষ্টি। যাহা হউক, যে গুলি প্রায় সকলেই প্রবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, সেই গুলির আলোচনাতেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে।

কোন বস্তু বিশেষের ধর্ম্মসমষ্টির নাম তাহার প্রকৃতি। মানবহৃদয়ের ধর্ম্মসমষ্টির নাম মানবপ্রকৃতি। বিবেচনা মানব প্রকৃতির এক অঙ্গ, ইহা কেহ অস্বীকার করেন না; কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকেই এটীকে ভুলিয়া যান, প্রবৃত্তি নিচয়কেই মানবপ্রকৃতি বলিয়া মনে করেন। মানুষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে চাহেন; অনেক সময়েই বিবেচনার জন্য তাহা পারেন না—ইতস্ততঃ করিতে হয়। অনেক বিষয়ে কেবল বিবেচনার উপরই নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। মানুষের উন্নতির এক অর্থ প্রবৃত্তিকে বিবেচনার দ্বারা সম্যক্ নিয়ন্ত্রিত করা; কিন্তু বিবেচনার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক; এই ক্ষমতার উৎকর্ষ অপকর্ষ মাত্র সময়সাধিত। অথচ অনেকে কেবল প্রবৃত্তি গুলিকেই মানবপ্রকৃতি বলিয়া ধরিয়া লন।

এ কথা সত্য যে অনেক সময়েই আমরা "প্রবৃত্তি বশতঃ" এই অর্থে "স্বভাবতঃ" এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়া থাকি। এরূপ প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত কিনা পাঠক পরে বুঝিবেন; আপাততঃ এ বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। ইহা নিশ্চিত যে বিবেচনা মানুষের একটী বিশেষ ক্ষমতা, মানবপ্রকৃতির আলোচনা করিতে হইলে বিবেচনাকে তাহার অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে অনেকের ভ্রম ঘটে। মিলও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; কারণ মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কেবল প্রবৃত্তির আলোচনায়; স্থানান্তরে বিবেচনাকে মানবপ্রকৃতির অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াও, বিচারে বিবেচনাকে গ্রহণ করেন নাই। বিবেচনা না থাকিলে মানুষ পশুতে প্রভেদ থাকিত না; মানবপ্রকৃতির দোষগুণ বিচার করিতে গিয়া এই ক্ষমতার পরিচয় না লওয়া কত দূর ন্যায়সঙ্গত? দ্বিতীয়বারে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

১৫ই পৌষ ১৮০০ শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

মহাভারত বনপর্ব্বে দ্রৌপদী এবং যুধিষ্ঠীরের মধ্যে যে কথোপকথন হইতেছে তাহা হইতে আমি একটী অংশ পাঠ করিতেছি।

যুধিষ্ঠীর এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন ধর্ম্ম জীবনের পক্ষে এই উপদেশ অতি মূল্যবান। আমাদের দেশে ধার্ম্মিকদের যে সকল গুণ আছে তন্মধ্যে বিনয় এবং নিরীহপ্রকৃতি প্রধান; বাস্তবিক এ দুইটী আবশ্যক, কিন্তু আমাদের ধর্ম্মজীবনের সহিত যদি তেজ না থাকে তবে ধর্ম্ম রক্ষা পায় না। পৃথিবীর কোন বস্তুই তেজহীন নহে। জড় বস্তুর প্রত্যেককণায় এমন কি আমাদের দেহেপর্য্যন্ত তেজ রহিয়াছে; তেজ জীবনের পরিচালক, তেজ লোপ পাইলে মৃত্যু ঘটে। অতএব ধর্ম্মজীবন রক্ষার জন্য যেমন এক দিকে বিনয় তেমনই অন্যদিকে তেজকে দৃঢ়তা সহকারে রক্ষা করিতে হইবে, কেন না তেজ প্রাণ। আমরা তৃণের ন্যায় বিনয়ী হইব, কিন্তু বজ্রের মত তেজস্বী থাকিব। ধর্ম্মজীবনে জল এবং অগ্নির একত্রে সমাবেশ হইবে। আমি কোন স্থানে উপাসনা করিতেছি। আর যদি দেখি কোন পামর এক সতীর উপর আক্রমণ করিতেছে, তখন আমাতে যদি প্রকৃত তেজস্বীতা থাকে, আমি ঐ দুর্ব্বৃত্তকে বারণ করিব। এইরূপ তেজস্বীতা না থাকিলে ধর্ম্মলাভ হইবে না। অগ্নিতে যেমন পৃথিবীর জঞ্জাল ভস্মীভূত হয়, যথার্থ তেজস্বীতার প্রভাবে সমস্ত পাপ, নীচতা দগ্ধীভূত হইয়া থাকে। তেজ পাবক; তেজ মৃতদেহে জীবনের সঞ্চার করে। এই স্বর্গীয় তেজের প্রভাবে মহাপাপী পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের নামের হুঙ্কারধ্বনিতে আকাশমেদিনী বিদীর্ণ করে। ধার্ম্মিকের জীবন তেজহীন হওয়া অসত্য কথা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নামের মালা গলায় পরে, তাঁহার নাম জপ করে, সে তেজস্বীতা অবশ্যই লাভ করিবে। আমি যাহা সত্য বলিয়া জানিতেছি, তাহা প্রচার করিতেছি; আমাদের বিশ্বাস এই, এই সত্য আশ্রয় করিয়া নরনারীর পরিত্রাণ হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এই সত্যের অপলাপ করে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিব, অকুতোভয়ে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। ইহা তেজস্বীতার কার্য্য, এই জন্যই প্রধান পণ্ডিতেরা তেজস্বীতার এত প্রশংসা করিয়াছেন। তেজস্বীতা সকল ধর্ম্মের মূল। কেহ কেহ মনে করেন আমি যদি "ভাল মানুষ" বলিয়া পরিচিত হইতে পারি, শিষ্ট নির্ব্বিরোধ স্বভাব এবং শান্তিপ্রিয় বলিয়া দশজনের সুখ্যাতি পাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা জগতে ধার্ম্মিক নাম লাভ করিব। এই প্রকার কাল্পনিক ধর্ম্মভাবে অনেকে পরিচালিত হইয়াছেন। আমরা এই কাল্পনিক ধর্ম্মভাব, অর্থ শূন্য "ভাল মানুষ" নাম চাইনা। আমরা সত্যের জয় ঘোষণা করিব এবং যখন যে অসত্য দেখিব তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইব। আমরা সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইব।

এইজড় জগতে বায়ুর আন্দোলনে, প্রবল ঝটিকা, বিদ্যুৎ ও ভয়ঙ্কর বজ্রপাতে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত হয়, সমস্ত শৃঙ্খলা, শান্তভাব কোথায় চলিয়া যায়, চতুর্দ্দিক্ ভয়, বিভীষিকা আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়. প্রকৃতির এরূপ পরিবর্ত্তন দর্শনে ভয় হয়, অজ্ঞ লোকে কত অমঙ্গল আশঙ্কা করে, কিন্তু এই প্রচণ্ড ব্যাপারের পরিনাম কেমন শুভ, ইহাতে পৃথিবীর বায়ু পরিষ্কৃত হয়, পৃথিবীর কত শত মঙ্গল সংঘটিত হয়, তাহাতে মনুষ্যের কল্যাণই হইয়া থাকে।

সেইরূপ যাঁহারা যথার্থ সত্য নিষ্ঠ, তাঁহারা যখন কোন অসত্য দেখিবেন, তাহার বিনাশসাধন করিবেন। অসত্য বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেই জনসমাজের শৃঙ্খলা, শান্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিপর্য্যস্ত হইবে এবং ইহাঁদিগকে লোকে "ধর্ম্মবিরোধী" "পাষণ্ড" "নাস্তিক" প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করিবে, আরও কত উপায়ে ইহাঁদিগকে মনুষ্য সমাজে হেয় করিবে, বিপদে ফেলিবে, তথাপি ইহাঁরা নিবৃত্ত হইবেন না। ইহাঁরা সত্যকে অপমানিত হইতে দিবেন না, কারণ তাঁহারা নিশ্চিত জানেন ইহার পরিণাম শুভ, ঈশ্বর এই ব্যাপারের অন্তরালে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনিই বিশৃঙ্খলা স্থলে নিয়ম, অশান্তির স্থলে শান্তি এবং অসত্যের স্থানে সত্যকে স্থাপন করিবেন। তাঁহারা এইরূপে বিনয় এবং সত্যকে রক্ষা করিবেন। নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্য প্রচার করিবেন। ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, পূর্ণন্যায়বান, তাঁহার নিকট এই সকল ব্যক্তির পুরস্কার। অন্যেরা বলিবে "এই ব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচার করে না, কেবল "সত্য" "সত্য" বলিয়া চীৎকার করে, আন্দোলন করে," তাহাতে আমাদের ক্ষতি তাই।

আমরা আর্য্যসন্তান। প্রাচীন আর্য্যগণ,—আমাদের ঋষিগণ যে যুধিষ্ঠীরকে ধর্ম্মের জন্য এত সাধুবাদ দিয়াছেন, সেই যুধিষ্ঠীর কি বলিয়াছেন? ক্রোধকে পরিত্যাগ করিবে

তেজস্বীতাকে রক্ষা করিবে। ক্রোধ এবং তেজস্বীতা দুই ভিন্ন বস্তু, কি রূপে এই তেজস্বীতাকে ক্রোধ হইতে প্রভেদ করিব! তেজস্বীতা থাকিলে দাক্ষিণ্য থাকিবে, আর ক্রোধ অমঙ্গল আনয়ন করে।

আমরা অসত্যকে বিনাশ করিব। অসত্য রাক্ষসী, ইহা ধার্ম্মিকদের, ঋষিদের হৃদয়ের শোণিত পান করে। পাপ, সর্ব্বস্ব গ্রাস করে। আমরা এই অসত্যের উপর খড়্গহস্ত হইব। আমরা ধর্ম্মবীর, আমাদের হুঙ্কারে পাপ, অসত্য দূরে পলায়ন করিবে। অসত্যকে আমরা কোন অবস্থাতেই প্রশ্রয় দিব না, ক্ষমা করিব না, কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও যদি মিথ্যা বলেন তথাপি আমারা তাঁহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিব না। আমরা অসত্যের বিনাশ করিব। আমরা সেই অপরাধীর হিতকামনা করিব, তাহাকে প্রেম করিব, কিন্তু সেই অসত্যকে চুর্ণ করিব, কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইব না। এইরূপে সত্যনিষ্ঠা এবং তেজস্বীতাতে পূর্ণ হইলে আমাদের দ্বারা ভারতবর্ষের উদ্ধার হইবে। ভারতবর্ষের পুণ্যভূমির প্রাচীন গৌরব রক্ষা পাইবে। আর্য্যজাতির সন্তান বহুকাল পরাধীন থাকিয়া নীচ হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের আত্মাতে তেজস্বীতা নাই, ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষের প্রত্যেক গৃহীর দ্বারে যাইয়া ব্রহ্মনাম প্রচার করিব। আমরা বলিব হে ভারতবাসী এই পরব্রহ্মকে গ্রহণ কর, ইনি তোমাদের প্রাচীন দেবতা, ইহার উপাসনায় তোমাদের মঙ্গল হইবে। তোমাদের বহুদুঃখ; তোমরা পরাধীন, দরিদ্র, কুসংস্কার, কুৎসিত দেশাচারে তোমাদের মুখ মলিন। তোমরা তোমাদের সেই পৈতৃকসম্পত্তি পরব্রহ্মকে পূজা কর, ইহাঁর পূজায় তোমাদের সকল দুর্গতি বিনষ্ট হইবে, ইহাঁর প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে, তোমাদের সৌভাগ্য হইবে, গৌরবের মুকুট ঈশ্বর তোমাদের শিরে দিবেন। ইঁহার উপাসনার জন্য কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই, ইঁহার সূর্য্য সকলের গৃহে আলো বিস্তার করে, ইহার জল সকলের তৃষ্ণা নিবারন করে, ইঁহার বায়ু সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়, ইহার ধর্ম্ম সেইরূপ, সকলের লভনীয়; ইনি সুলভ, সকলের আত্মাতে প্রকাশিত, ইহার উপাসনায় ভারতবর্ষ "পুন্য ভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। ইহার উপাসনাই সংস্থাপন করিব। অব্যবহিতরূপে ইহার পূজা করিয়া তেজে তেজস্বী হইয়া সমস্ত মানবাত্মা অমর হইবে এই সত্য ঘোষণা, ইহার পূজাপ্রচলনই আমাদের জীবনের ব্রত। ইঁহাই ব্রাহ্মসমাজের নিয়তি, ইহাঁকে ছাড়িলে নানা কুসংস্কার আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে কলুষিত করিবে। ইঁহার উপাসনা জন্য চন্দ্রের মধ্যে সূর্য্যালোক প্রতিভাত হওয়ার ন্যায়, কোন মনুষ্যের মধ্যে ইহাঁর ভাব প্রতিভাত দেখা আবশ্যক করে না। এক্ষণ ধর্ম্মযোদ্ধাগণ, অবতীর্ণ হউন। আমাদের দেহ ধর্ম্মযুদ্ধে খণ্ড খণ্ড হউক, তাহাতেও আমরা ভীত হইব না, আমরা আনন্দের সহিত ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করিব। ব্রাহ্মসমাজে কোন অংশে যেন বিন্দুমাত্র অসত্য প্রবেশ করিতে না পারে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম পালনে ব্রতী হইয়াছি। আমরা ধর্ম্মবীর, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া আমরা হুঙ্কারের উপর হুঙ্কার ছাড়িব, আমরা "সত্যমেব জয়তে" "সত্যমেব জয়তে" বলিয়া পরব্রহ্মের জয় ঘোষণা করিব। আমরা ঈশ্বরের সিংহাসন মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার উপাসনা প্রচলন করিব, সত্যকে মহিমান্বিত করিব।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

১৬ই আষাঢ় ১৮০১ শক রবিবার।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশ।

ধর্ম্মশাস্ত্রেরমধ্যে আমাদের দেশে স্মৃতিশাস্ত্র প্রধান বলিয়া গণ্য হয়। স্মৃতি এক খানি গ্রন্থ নহে; অনেকের রচিত অনেক গুলি গ্রন্থ। যথা অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শংখ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শতাতপ, বশিষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েক জন স্মৃতি শাস্ত্রকারকের নাম পাওয়া যায়; তাঁহারা তত প্রসিদ্ধ নন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই স্মৃতি কারকদিগের মধ্যে পরস্পর মতভেদ এবং অমিল দৃষ্ট হয়, ইহাতে নানা ব্যক্তি নানাবিধ সন্দেহ করিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ হইবার কারণ এই হিন্দুসমাজ এখন যেমন মৃত, নির্জ্জীব; পুরাকালে তেমন ছিল না। তখন আর্য্য সমাজের প্রাণ ছিল, গতি ছিল, সুতরাং সে সময়ে এক এক জন ব্যবস্থাকারক সময়ে সময়ে অভ্যুত্থান করিয়া দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ধর্ম্মরক্ষার্থ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা সংযোজন করিয়াছেন। প্রকৃত মূলগত পার্থক্য ইহাঁদের মধ্যে কিছু নাই, কেবল সামান্য সামান্য বিধি ব্যবস্থাতেই পার্থক্য লক্ষিত হয়। এস্থলে আমি বৃদ্ধ গৌতম হইতে একটী উল্লেখ করিব।

"ত্রিদণ্ড ধারণং মৌনং জটাধারণমুণ্ডনং।
বল্কলাজিন সর্ব্বাশোব্রতচর্য্যাভিষেচনম্॥
অগ্নিহোত্রবনে বাসঃস্বাধ্যায়োপ্যানসংস্থিয়া।
সর্ব্বণ্যেতানিবৈমিথ্যা যদি ভাবন নির্ম্মলং॥
ক্ষান্তী দান্তী জিতক্রোধী জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়।
তমেব ব্রাহ্মনংমন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥
নজাতিঃ পূজ্যতে রাজন্‌গুণাঃ কল্যাণ কারকাঃ।
চণ্ডালমপিবৃত্তস্থং তন্দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

এখন আমাদের বিশেষতঃ ব্রাহ্মদের জানা উচিত, বৃদ্ধ গৌতম কোন জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি গুণকেই ব্রাহ্মন বলিলেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়ী ব্রতশীল, জিতাত্মা, জিতক্রোধ, তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্ম এক, "ব্রহ্ম জানাতিতি ব্রাহ্মণঃ" "ব্রহ্মং জানাতিতি ব্রাহ্মঃ।" বৃদ্ধ গৌতম যে ভাবে "ব্রাহ্মন" নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমরা "ব্রাহ্ম" নামকেও সেইভাবে গ্রহন করিতে চাই। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মন নাম এত আদরণীয় ছিল কেন? না ব্রাহ্মনেরা সদ্গুণ সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা লৌকিকভাবে এই সকল গুন গ্রহণ করিতেন না, পরিত্রাণ লাভের জন্য এইরূপ গুণাক্রান্ত হইতেন। আমরা "ব্রাহ্ম" নামটী এইরূপ উচ্চ স্থানে লইয়া

যাইতে চাই। যিনি যে দেশে এইরূপ গুণাক্রান্ত হইবেন তাঁহা-কেই আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া সম্মান করিব। অনেকের সংস্কার এই, যিনি ব্রাহ্মসমাজে আগমন করেন, তিনি শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবেন, নানা প্রকার বাহ্যবাবুগিরি আরম্ভ করিবেন। বাস্ত-বিকও ব্রাহ্মসমাজে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আর পূর্ব্ব-কালে সেই সকল ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ হইতেন যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়।

এস্থানে বর্ণ বা অবস্থার কথা নাই। ব্রাহ্মণ হওয়া কেবলই গুণের পুরস্কার, ধন বা পদমর্য্যাদার ফল নহে। আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া বড় লোক হইব, বড় লোকের সহিত পরিচিত হইব, সভ্যতা শিক্ষা করিব, তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। আমরা তদ্দারা কেহ "ব্রাহ্ম" কি না তাহার বিচার করিব না। আমরা গুণদ্বারা, গুণের তারতম্য অনুসারে "ব্রাহ্ম" নাম দিব। আমরা কতদূর ব্রহ্মোপাসক, জিতেন্দ্রিয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রেমিক, সাধু, জ্ঞানবান তাহা অন্যে বিচার করিয়া আমাদিগকে "ব্রাহ্ম" আখ্যা দিবে। আমরাও এই সকল গুণদ্বারা কে ব্রাহ্ম তাহা নির্দ্ধারণ করিব। এক ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে আসিতে পারেন, কিন্তু ঐ সকল গুণাক্রান্ত না হইলে তিনি "ব্রাহ্ম" হইতে পারিলেন না। ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ শাসন থাকা আবশ্যক; শাসন না থাকিলে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়া অমঙ্গল আনয়ন করিবে। পুরাকালে বিশ্বামিত্র রাজাধিরাজ ছিলেন; তথাপি তিনি ব্রাহ্মণ হইবার জন্য, ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য এত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন কেন? না ব্রাহ্মণ নামটী অতি উচ্চ ছিল পবিত্র ছিল। ব্রাহ্মণ বলিলে ব্রহ্মপরায়ন, সর্ব্বজীবেদয়াবান, জিত-রিপু, জ্ঞানীলোক বুঝাইত। বন্ধুগণ! আমরা গুণদ্বারা ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করিব। আর্য্যসমাজে প্রাচীনকালে গুণ অনুসারে ব্রাহ্মণ নাম প্রদত্ত হইত। এক্ষণে আর তাহা নাই; সে কাল চলিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণকুমার সহস্র কলঙ্কে কলঙ্কিত হইলেও ব্রাহ্মণ সকলের সম্মানভাজন; আর এক শূদ্র জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বর ভক্ত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ নহেন। আহা! আর্য্যসমাজের কি দুর্গতি ঘটিয়াছে! গুণের প্রতি উপযুক্ত সম্মাননা না থাকাতেই এই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ শিশু; আমরা যেন শুদ্ধ নাম দেখিয়া শ্রদ্ধা সম্মান করি না, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ অতি হেয় হইয়া পড়িবে। ধর্ম্মবিহীন ব্রাহ্মনামধারী কতকগুলি প্রবঞ্চকের আবাসস্থল হইয়া দাঁড়া-ইবে। আহা! বুদ্ধ গৌতম যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কত উপাদেয়! নিয়ম রহিয়াছে তাহা কেহ প্রতিপালন করে না; সমাজ এত দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধ গৌতমের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ, স্মৃতি শাস্ত্রের এক একটী শ্লোকেরমধ্যে কত রত্ন রহিয়াছে। গৌতমের এই সকল বচন আমরা গ্রহণ করিব। আমরা যদি জিতেন্দ্রিয় না হই, সমাজ কলঙ্কে ডুবিবে। আমরা যদি উপাসনা না করি, নাস্তিকতায় উপস্থিত হইব; এই রূপে সমাজ ছার খার হইবে। অতএব সাবধান! সকলে জিতেন্দ্রিয় হও, কর্ত্তব্যপরায়ণ হও, প্রেমিক হও, জ্ঞানী হও, উপাসনাশীল হও, এবং এইরূপে ব্রাহ্মনামের উপযুক্ততা লাভ কর। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আগমন করেন তাঁহাদের প্রতি আমার বারম্বার নিবেদন এই; তাঁহারা যেন মনে না করেন, তাঁহারা কোন সভ্যসমাজে আসিয়াছেন, কেবল বাহ্যশোভা ও সুখসম্ভোগ করিবেন। তাহা নয়, আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি তাহা নয়। যিনি চণ্ডাল তিনি চণ্ডালের মত থাকিবেন, কিন্তু তিনি তজ্জন্য আপনাকে নীচ মনে করিবেন না; কিন্তু দেখিবেন, তিনি কতদূর ঈশ্বরোপাসনা ও জীবনের পবিত্রতায় উন্নত হইয়াছেন। বন্ধুগণ! আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি; আমরা কতদূর ব্রাহ্ম হইয়াছি, না পূর্ব্ববৎ চণ্ডাল রহিয়াছি; তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আপনারা জাতীয় ব্যবসায় করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজকে যদি একটী সমাজরূপে পরিণত করিতে হয়, তবে ইহার মধ্যে দাস, প্রভু, প্রজা, রাজা সমাজের পক্ষে যাহা প্রয়োজন সকলই থাকিবে। অত-এব বাহ্য বিষয় ছাড়িয়া আমরা যেন বুদ্ধ গৌতমের উপ-দেশানুরূপ গুণের পরীক্ষাদ্বারা ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করি। তাঁহার উপদেশ আমরা স্মৃতিপুস্তকে, গৃহের দেয়ালে লিখিয়া রাখিব। আমরা যেন প্রাণগত যত্নদ্বারা আমাদের আত্মার সদ্গুণ সকল লাভ করিয়া যথার্থ ব্রাহ্মনামের অধিকারী হই। মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, কটকে ছাত্রদিগের জন্য একটী উপাসনা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ২৭এ জুলাই রবিবার ইহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। আমাদিগের প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় "ধর্ম্মশিক্ষা এবং ইহার উপযোগিতা ও গুরুত্ব" সম্বন্ধে একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রায় ৩০।৩৫টী ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র ইহাতে যোগপ্রদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

আজ প্রায় ৪ মাস হইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সভ্য এই নগরে একটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ১২০টী ছাত্র হইয়াছে॥ বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে ইংরাজী ফাষ্ট বুক হইতে মরালক্লাসবুকপর্য্যন্ত এবং বাঙ্গলা বর্ণপরিচয়, পাঠ-মঞ্জরী ইত্যাদি পুস্তক পড়ান হয়। স্থাপয়িতাদিগেরমধ্যে অনেকেই বিনাবেতনে প্রত্যহ ৭॥ হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে পড়াইয়াথাকেন। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়, এবং যাহাতে তাহাদিগের কুসংস্কার দূরীভূত হইতে পারে তাহার জন্য প্রতিরবিবার ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নানা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। এইরূপে এই নৈশবিদ্যা-লয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ভবানীপুর, বেহালা, ঢাকা, বারাশত, নেত্ড়া, কাঙ্গড়া, গড়বেতা

প্রভৃতি স্থানেও ইহারই মধ্যে নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার সকল ব্রাহ্মেরই সাধ্যায়ত্ত এবং আমরা আশাকরি সকলস্থানের ব্রাহ্মেরাই এই উপায় অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিবেন।

এক্ষণে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেরজন্য বিশেষ উপাসনা ও উপদেশ হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। অনেকগুলি বুদ্ধিমান্ ছাত্র উপস্থিত হইয়া থাকেন। বক্তৃতা ও উপাসনাদি প্রায়ই ইংরেজীতে হইয়া থাকে। এই উপাসনাসমাজটি হইতে আমরা বিশেষ মঙ্গলের আশা করি।

ছাত্রদিগের ধর্ম্মোন্নতির যেমন একটি উপায় হইয়াছে, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহাদিগের উন্নতিরজন্য প্রতি শনিবার সভা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিমাসে চারিটি সভার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় সভায় উপাসনা ও নারীজাতির উপযোগী ধর্ম্মোপদেশ হইবে। দ্বিতীয় সভাটি সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীলোকদিগেরদ্বারা সম্পাদিত হইবে। তাঁহারা তাহাতে বক্তৃতা ও তর্ক বিতর্ক করিবেন। চতুর্থ সভায় বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক বিষয়ে বক্তৃতা এবং সামাজিক সম্মিলন হইবে।

কিছুদিন হইল বরাহনগর বালিকাবিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে পুরস্কার দান হইয়াছিল। যে বালিকাটি পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিল, তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহাকে কয়েকখানি পুস্তক ও অলঙ্কার পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রাদ্ধক্রিয়ানামক পুস্তক ৫০ খণ্ড এবং বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতপুস্তক ৫০ খণ্ড সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহকসভা তাঁহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়াছেন।

বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী পঞ্জাব হইতে বোম্বাই অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিবেন। লাল সিং নামক এক জন শিকবংশজাত ব্রাহ্ম তাঁহার সহিত প্রচারোদ্দেশে গমন করিবেন।

অমৃতসর নিবাসী সুবিখ্যাত সর্দার দয়াল সিং সাধারণ ব্রহ্ম সমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য ১০০০ এক সহস্র মুদ্রা প্রেরন করিয়াছেন। গৃহনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইলে আর এক সহস্র পাঠাইবেন বলিয়াছেন।

গত ২৫ শ্রাবণ শনিবার কলিকাতার সন্নিহিত বালিগঞ্জ গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় নবগৃহপ্রবেশ করিয়াছেন। এই শুভানুষ্ঠানউপলক্ষে আমাদের কয়েকজন বন্ধু তথায় গমন করিয়াছিলেন। বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা ও আহারাদি হইয়াছিল।

গতবারের পত্রিকায় অধ্যক্ষসভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণমধ্যে লিখিত হইয়াছিল যে, "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মেই ইহা রহিয়াছে যে, সময়ে সময়ে ইহার সভ্যদিগের বিশ্বাস ও চরিত্রসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে" ইত্যাদি। এরূপ লেখাতে প্রকৃত নিয়মসম্বন্ধে কাহারও ভ্রম হইতে পারে, সেইজন্য এস্থলে আমরা নিয়ম পুস্তক হইতে নিয়মটি উদ্ধৃত করিয়াদিলাম।

"যদি কোন সভ্য প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস অস্বীকার করেন, অথবা চরিত্রঘটিত কোন অতি জঘন্য দোষে লিপ্ত থাকেন, সম্পাদক তাঁহার নিকট পত্রদ্বারা ও অন্যউপায়ে তদ্বিষয়ের সত্যাসত্যঅনুসন্ধান করিবেন: তাহাতে যদি তাঁহার মূলসত্যে অবিশ্বাস অথবা চরিত্রঘটিত দোষ প্রকাশ পায়, তাহাহইলে সম্পাদক তদ্বিষয় অধ্যক্ষ সভার গোচর করিবেন। অধ্যক্ষসভা তাঁহার নাম রহিত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী কোন অধিবেশনে উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তথায় তাঁহার নাম রহিত হইতে পারিবে।"

বিগত ২৫ শ্রাবণ, শনিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে "প্রকৃত উন্নতি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাস্থলে প্রায় ২০০ দুইশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; তন্মধ্যে ২০ জন স্ত্রীলোক। স্থানে স্থানে এই প্রকার বক্তৃতায় বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

সংবাদসার।

বাঙ্গালোরে খৃষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের এক সভায় শ্রীযুক্ত মূডার সাহেব দেশীয়দিগেরপক্ষে পানদোষ হইতে বিরত থাকার আবশ্যকতাবিষয়ে অনেক কথা বলেন। কিন্তু কেবল তাহাতেই বদ্ধ না থাকিয়া তিনি অবশেষে বলিলেন যে, যে সকল খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক দেশীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাঁহাদিগকেও সুরাপানহইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইতে হইবে। এই শেষ কথাটি পাদ্রি মহাশয়দিগের ভাল লাগিল না; তাঁহারা সকলে অসন্তুষ্টভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভাল না লাগিবারই কথা। যেখানে ধর্ম্মপ্রচারের অর্থ কেবল বাক্যের শ্রাদ্ধ, স্বার্থবিসর্জ্জন নহে, সেখানে ইহা ভিন্ন আর কি হইবে?

সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীরমণী রমাবাই তাঁহার ভ্রাতার সহিত আসাম গোয়ালপাড়ায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও বিবাহ বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রমাবাই শ্রোতৃবর্গকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, নারীজাতিকে সুশিক্ষা ও উপযুক্ত স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি পুরাণ হইতে দৃষ্টান্ত সকল দেখাইয়া তাঁহার কথা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহে যে বিষময়ফল সমুৎপন্ন হয়, ইহাও তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে রমাবাই এই প্রকার বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলে যে অশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। রমাবাইয়ের ভ্রাতাও অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি; তিনিও বৈদিক ধর্ম্ম ও তাহার অবনতির বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

এলাহাবাদে সম্প্রতি একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, রাজনীতি ইত্যাদি সকল বিষয়েরই আলোচনা করা উক্ত সভার উদ্দেশ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রনাথ দত্ত একটি যথার্থ সদনুষ্ঠানের

চেষ্টা করিতেছেন। কলিকাতার পিতৃমাতৃহীন অনাথ হিন্দু বালক বালিকাগণের জন্য একটি আশ্রয়স্থান নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বালক বালিকাদিগের উপায় আছে, কিন্তু হিন্দু বালক বালিকাদিগের জন্য কিছুই নাই। যাহাতে হিন্দু অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজেন্দ্রবাবু তজ্জন্য যত্ন আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা আশা করি দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই রাজেন্দ্র বাবুকে যথোচিত সাহায্য দান করিবেন।

থিওডোর মনড নামক একজন বিলাতের সাহেব বলিতেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার সমাধি মন্দিরের উপর যেন এই কয়েকটি কথা খোদিত থাকে; "এইস্থানে প্রথম পাঠ সমাপ্ত।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৭৯ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসের আয় ব্যয়ের সংক্ষেপ বিবরণ।

আয়।

সাধারণ আয়।

এককালীন দান	১:৶৴	
বার্ষিক দান	১৬২।০	
মাসিক দান	৯৫৲	
ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর অবশিষ্ট চাঁদা	৭৩।৶৫	
		৩৯১৸৵১০

প্রচার কার্য্যের আয়।

এককালীন দান	॥৵০	
বার্ষিক দান	৩৲	
মাসিক দান	১৯৮৸৶০	
পাথেয়	৩৭৲	
		২৩৯॥/০

বিবিধ আয়।

তত্ত্বকৌমুদীর আয়	২১৯।৵০	
সমালোচকের পূর্ব্বের মূল্য	৬/১৫	
পুস্তক বিক্রয়ের আয়	১৭৯৫	
		৪০১৸৴০
ঋণ গ্রহণ		৩০০৲
আয়ের সমষ্টি		১২৮৩৶১০
বাদ গত ডিসেম্বর মাসের অতিরিক্ত ব্যয়		৪৬৲১৫
	বক্রী	১২৩৭৵১৫

ব্যয়।

কার্য্যালয়ের ব্যয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	৪৮।/৫	
ঘরভাড়া	২॥০	
উপকরণ (আলমারি)	২৭॥০	
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়	৩২।৫	
	১১০॥/১০	

বিবিধ।

মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়	৩২৬৸৶১৫	
কাগজের মূল্য	১৩১॥০	
পুস্তক বান্ধাই	১৬৲	
		৫৭৮৶১৫
তত্ত্বকৌমুদীর ব্যয়		২৭১৸৵১০

প্রচারকার্য্যের ব্যয়।

প্রচারকদিগের ব্যয়	১৭৩॥০	
ঐ পাথেয়	৫৮।৵১০	
পুস্তক ক্রয়	২০৲	
		২৫১৸৵১০
ব্যয়ের সমষ্টি		১২০২৸৵৫
স্থিত		৩৫।১০

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী,	কাছাড়	৩
,, কালীদাস ঘোষ,	কলিকাতা	১৶০
,, রূপচাঁদ মল্লিক,	বাগআঁচড়া	২
রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজ,		৩
বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ,		৩
বাবু শ্যামলাল দাস,	কলিকাতা	১
,, ভুবনচন্দ্র বসু,	আজিমগড়	৩
,, কিশোরীমোহন রায়,	ময়মন সিং	১
,, জয়কৃষ্ণ ঘোষ,	বারুইপুর	১
,, কুঞ্জবিহারী দে,	কলিকাতা	৩
,, শিবচন্দ্র দেব,	কোন্নগর	৩
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ,		৩।/১০
বাবু জগচ্চন্দ্র দাস,	শিবসাগর	৬
,, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	ঢাকা-ডাকমাসুল	৸০
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস,	হাবড়া	৩
,, প্রসন্নকুমার মিত্র,	কলিকাতা	২।০
,, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়,	গোয়ালন্দ	১॥০
,, কেদারনাথ রায়,	সারা	৩
,, রসিকলাল নাগ,	সারা	৩০
,, কেদারনাথ কুলভী,	বাঁকুড়া	১॥০
,, কালীপ্রসন্ন দে,	জামালপুর	১॥০
,, অশ্বিনীকুমার গুহ,	কলিকাতা	১
,, আশুতোষ বসু,	দার্জ্জিলিং	৪।০
,, শ্রীমতী এলোকেশী বসু,	জেজুর	১
,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	এলাহাবাদ	৩
,, দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,	সৈয়েদপুর	৩
,, হরিনাথ সিংহ,	ঐ	৩
,, গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়,	সারা	৩

,, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ,	সৈয়েদপুর	৩
,, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১॥৹
,, কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ	১
,, মহিমাচন্দ্র বশাখ,	নাটোর	৩
,, রামদুর্লভ মজুমদার,	তেজপুর	৩
দিনাজপুর ব্রাহ্মসমাজ,		৩
বাবু যোগেন্দ্রনাথ দে,	কলিকাতা	১।৹
,, রামচন্দ্র ঘোষ,	কলিকাতা	২।৹
,, গুনাভিরাম ঘটক,	মুঙ্গের	২
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	সহর	৩
মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ,		৩

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্‌" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. August. 1879.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, রবিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ... মফস্বল ঐ ...

এমন মনুষ্য নাই যাহার দোষ নাই; আবার এমন মনুষ্য নাই, যাহার গুণ নাই। উন্নতির বীজ প্রত্যেক আত্মাতেই নিহিত রহিয়াছে। অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। মানুষ যতই কেন হীন হইয়া যাউক না, তাঁহার ভিতরেও এমন অঙ্কুর আছে যাহাতে নিশ্চয়ই উপযুক্ত সময়ে স্বর্গের কুসুম বিকসিত হইবে। আমাদের পরিচিত একজন ডাক্তর একদিবস গভীর রাত্রে একটি নির্জ্জন স্থান দিয়া শিবিকা আরোহণে গ্রামান্তর হইতে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছিলেন। সঙ্গে একটি টাকার বাক্স, হঠাৎ তাঁহাকে বহু সংখ্যক দস্যু আসিয়া আক্রমণ করিল। বেহারাগণ পাল্কি ফেলিয়া দূরে পলায়ন করিল। ডাক্তার মহাশয় পাল্কির ভিতর বসিয়া আসন্ন মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় দস্যুদের মধ্যে একজন প্রধান, পাল্কির ভিতর মুখ প্রবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে দেখিল; দেখিয়া হঠাৎ সচকিত হইয়া ফিরিয়া সঙ্গীদের নিকট আসিল। আসিয়া বলিল "ভাই রে, ইহাঁকে মারা হইবে না; আমার একবার চক্ষের ব্যারাম হইয়াছিল; এই ডাক্তার বাবুর কাছে যাওয়াতে ইনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিয়া আমার চক্ষুটি রক্ষা করিয়াছেন, ইহাঁকে মারা হইবে না।" তাহার কথায় অন্যান্য দস্যুগণ নিবৃত্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার বাবুর বেহারারা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া পলাইয়া গেল। নরহত্যা যাহার ব্যবসায় তাহার হৃদয়েও কৃতজ্ঞতা!!!

ইণ্ডিয়ান চর্চ্চ গেজেট, লিওনার্ড সাহেব কৃত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পুস্তক আলোচনা উপলক্ষে, উক্ত সাহেব কেশব বাবুর প্রতি আদি সমাজ পরিত্যাগ হেতু যে অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু উক্ত গেজেট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভাবগতিক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের এক প্রকার চরমকাল উপস্থিত। এখন হয় ইহাকে খৃষ্টের শরণাপন্ন হইতে হইবে, নতুবা কেশবচন্দ্রকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া চলিতে হইবে, তদ্ভিন্ন ইহার গত্যন্তর নাই। গেজেট সম্পাদকের এরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যে যথেষ্ট কারণ আছে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার জানা উচিত যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে এই মধ্যবর্ত্তিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে এই ভাবের মূর্ত্তিমান প্রতিনিধি হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ খৃষ্টাশ্রিত না হউক, কেশবাশ্রিত হইতে পারে, কিন্তু সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চয়ই ব্রহ্মাশ্রিত থাকিয়া উপধর্ম্ম ও আবর্জ্জনার অতীত থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা ও মধ্যবর্ত্তিতা মত প্রবর্ত্তনের মূল কারণ ব্রাহ্মেরা হইলে যথেষ্ট ভয়ের কারণ হইত। কিন্তু ইহার মূল কারণ স্বয়ং কেশব বাবু, তাঁহার প্রচারকগণ ও ২।৪ জন তাঁহার অন্ধ ভক্ত মাত্র।

বিলাতের খৃষ্টীয় বা ব্রাহ্মগণ যাঁহারা এতদিন কেশব বাবুর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন উক্তি প্রয়োগ করেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা কেশব বাবুর দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সমূহ বিপদাশঙ্কা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার দূষণীয় ও অব্রাহ্মোচিত মতের প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেশব বাবুর প্রাচীন ও বহু পরীক্ষাসহ বন্ধু রেভরেণ্ড ভয়সি তাঁহার খৃষ্ট বিষয়ক টাউন হলের সেদিনকার বক্তৃতাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ইহাকে উন্মত্তের প্রলাপোক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া খৃষ্টানেরাও খৃষ্টের প্রতি এতদপেক্ষা অধিকতর ভক্তি দেখাইতে পারে না। সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন ও সুপরিচিত বন্ধু ফ্রান্সিস নিউম্যান ভয়সী সাহেবের ধর্ম্ম মন্দিরে "অন্ধ-বিশ্বাসের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনিষ্টকারিতা" বিষয়ে যে একটী সুন্দর সারগর্ভ ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কেশববাবুর অনধীত, দোষ-গুণবিচারাক্ষম, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকবর্জ্জিত অন্ধ বিশ্বাসকে দৃষ্টান্ত স্থলে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেরূপ সতর্কতার সহিত রক্ষা করা আবশ্যক তাহার উপদেশ দিয়াছেন এবং চতুঃপার্শ্বহইতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর যেসকল আবর্জ্জনা ইহাকে সর্ব্বদাই বিকৃত করিতে আইসে তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সময়ে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মের নিউম্যানের সেই বক্তৃতাটী অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মবীর এনেষ্টেসিয়স।

এনেষ্টেসিয়স পারস্য দেশে মেজিয়ান বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন এবং তিনিও যথারীতি পৌত্তলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। খৃষ্টীয় ৬১৪ অব্দে যখন পারস্য দেশের অধিপতি খস্রু জিরুসলম অধিকার করেন, তখন এনেষ্টেসিয়স্ তাঁহার অধীনে এক জন সামান্য সৈনিক ছিলেন। জিরুসলমে খৃষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কথা শ্রবণ করিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সম্পর্কীয় সমুদায় তথ্য জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হয় এবং ঈসার উজ্জ্বল জীবন ও প্রেম-পরিপূর্ণ ধর্ম্ম মত দ্বারা তাঁহার মন এতদূর আকৃষ্ট হয়, যে অল্প দিন মধ্যেই এনেষ্টেসিয়স সৈনিকের পদ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে হিরাপলিস নগরীতে আসিয়া একজন সুবর্ণ বর্ণিকের গৃহে বাসস্থান গ্রহণ করেন। এই সুবর্ণ বণিক খৃষ্টমতাবলম্বী ছিলেন এবং হিরাপলিসে আসিয়া অবধি এনেষ্টেসিয়াস তাঁহার সঙ্গে প্রতিদিন উপাসনা করিতেন। এই উপাসনা দ্বারা এনষ্টেসিয়সের ধর্ম্মপিপাসা অত্যন্ত বলবতী ও বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া উঠে। কিয়দ্দিবস পরে তিনি প্রকাশ্যরূপে দীক্ষিত হইবার জন্য হিরাপলিস পরিত্যাগ করিয়া জিরুসলামে গমন করেন। তথায় বিশপ মডেষ্টাস কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া কতিপয় দিবস প্রার্থনা ও উপাসনায় অতিবাহিত করেন এবং অবশেষে ৬২১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া জিরুসলামের নিকটবর্ত্তী একটী কন্‌ভেণ্টে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই কন্‌ভেণ্টে দিন রাত্রি উপাসনা, ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিয়া এনষ্টেসিয়স ক্রমে সাত বৎসরকাল যাপন করিলেন। অবশেষে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তাঁহার মন একবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এনেষ্টেসিয়স্ আর কন্‌ভেণ্টে রুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কেবল নিজের ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিয়া তাঁহার মন তৃপ্তি লাভ করিল না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারীর মধ্যে ধর্ম্মের আলোক বিস্তার করিবার জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল এবং এনেষ্টেসিয়স্ কন্‌ভেণ্ট পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে বহির্গত হইলেন। তিনি পালেষ্টাইনের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া দিওসপলিস এবং গবিজিম প্রভৃতিতে ধর্ম্ম প্রচার করেন। অবশেষে এনেষ্টেসিয়স্ সিছারিয়াতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই নগরীতে একদা ভ্রমণ করিতে করিতে একটী দুর্গ সমক্ষে কতিপয় পারসিক পুরোহিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহাদিগের সহিত এনেষ্টেসিয়স্ ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হন। পুরোহিতগণ এনেষ্টেসিয়সের কুটিল তর্কজাল ছিন্ন করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং এনেষ্টেসিয়সকে গুপ্তচর ভাবিয়া মাজিষ্ট্রেটকে এই সংবাদ প্রদান করিলেন। এনেষ্টিসিয়স মাজিষ্ট্রেট সমক্ষে নীত হইলে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে গুপ্তচর বলিয়া সম্বোধন করিলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়াস্ সাহসের সহিত উত্তর করিলেন "আমি গুপ্তচর নই। আমিও আপনার মত একদিন মেজিয়ানদিগের অধিকার ভোগ করিয়াছি; কিন্তু এখন খৃষ্টের দাসত্ব স্বীকার করিয়া আমি সংসারের তৎ সমুদায় মান সম্ভ্রমকে পরিত্যাগ করিয়াছি।" এই প্রকাশ্য অঙ্গীকার শ্রবণ করিয়াই মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং এনেষ্টিসিয়স তিন দিন পর্য্যন্ত অনাহারে সেই অন্ধকার কারাগৃহে বদ্ধ হইয়া রহিলেন।

সিছারিয়া নগরীর গবর্ণর এই সময়ে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং মাজিষ্ট্রেট এনেষ্টিসিয়স্‌কে ধৃত করিয়াই তাঁহাকে বিচারার্থ অর্পণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিন দিবস পরে গবর্ণর মার্‌জাবিনিস্ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং এনেষ্টিসিয়স্‌কে তাঁহার সমক্ষে আনিতে আদেশ করিলেন। এনেষ্টিসিয়স্ স্পষ্ট ভাবে মার্‌জাবিনিসের সমক্ষে আপনার ধর্ম্ম মত জ্ঞাপন করিলেন। মার্‌জাবিনিস্ নানা প্রকার ধনমানের প্রলোভনে এনেষ্টিসিয়স্‌কে প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু এনেষ্টিসিয়াস্ ঘৃণার সহিত তাঁহার সমুদায় উপহার অগ্রাহ্য করিলেন। প্রলোভনে তাঁহাকে অবিচলিত দেখিয়া এখন মার্‌জাবিনিস ভীতি প্রদর্শন করিয়া বিশ্বাসকে জয় করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু এনেষ্টিসিয়স তাহাতে বিন্দু মাত্রও ভীত হইলেন না। মার্‌জাবিনিস্ তখন ক্রোধান্ধ হইয়া একটী অপরাধীর গলার সঙ্গে তাঁহার গলা ও তাহার পার সঙ্গে এনেষ্টিসিয়সের পা বাঁধিয়া প্রস্তর বহন করিতে তাঁহাকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এনেষ্টিসিয়স্ অম্লানবদনে এই দণ্ড বহন করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিকগণ তাঁহাকে অশেষ প্রকার অপমান ও যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। কেহ তাঁহার মস্তকে অযথা পরিমাণে ভার চাপাইয়া দিল, কেহ দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর কেহবা পদাঘাত করিয়া দেশের কলঙ্ক বলিয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। এনেষ্টেসিয়স তাঁহার প্রাণেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সমুদায় কষ্ট যন্ত্রণা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে সহ্য করিতে লাগিলেন। "যাঁহাদিগকে লোকে সত্যের জন্য নিন্দা করে, গালি দেয় এবং অশেষ প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করে তাঁহারাই ধন্য! কারণ তাঁহারা স্বর্গবাসের অধিকারী হইবেন।" এই উক্তি তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহার অন্তরে বল বর্দ্ধন করিতে লাগিল। গবর্ণর দ্বিতীয়বার এনেষ্টিসিয়াসকে তাঁহার সমক্ষে আনয়ন করিয়া মেজিয়ানদিগের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আদেশ করিলেন। এনেষ্টেসিয়স্ ধীর ভাবে উত্তর করিলেন "এই সমুদায় মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই আত্মা কলঙ্কিত হয়।" গবর্ণর রাজার নিকট তাঁহার বিষয় লিখিবেন বলিয়া এনেষ্টেসিয়সকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন, এনেষ্টেসিয়স নির্ভীক অন্তরে উত্তর করিলেন "আপনার যাহা ইচ্ছা হয় লিখুন। আমি খৃষ্টীয়ান। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি যে আমি খৃষ্টীয়ান।" গবর্ণর এই উত্তর শ্রবণ করিয়াই এনেষ্টিসিয়স্‌কে বেত্রাঘাত করিতে আদেশ করিলেন। ঘাতকগণ তাঁহাকে একটা বন্ধনীয় কাষ্ঠে বদ্ধ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় তিনি দৃঢ় ভাবে বলিলেন, "কেন আমাকে বন্ধন

করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছ! এক চুলও না নড়িয়া এই শাস্তি ভোগ করিবার যথেষ্ট বল আমার হৃদয়ে আছে। আমি খৃষ্টের জন্য কষ্ট পাওয়াকে একটী সৌভাগ্যের বিষয় এবং সুখের ব্যাপার মনে করি।" এনেষ্টেসিয়স্ অবিচলিত ভাবে অনেকক্ষণ বেত্রাঘাত সহ্য করিলেন। অবশেষে গবর্ণর আবার রাজাকে তাঁহার বিষয় জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন; কিন্তু এনেষ্টেসিয়স এই সকল ভয়ে ভীত হইবার লোক ছিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রজ্বলিত ছিল। তিনি ধীরভাবে বলিলেন "কাঁহাকে আমাদের ভয় করা উচিত! ক্ষুদ্র মনুষ্যকে, না অনন্ত ঈশ্বরকে! যে ঈশ্বর শূন্য হইতে এই সমুদায় বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছেন।" গবর্ণর তাঁহাকে অগ্নি, সূর্য্য, প্রভৃতির নিকট বলি প্রদান করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়স্ "আমি কখনও সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।" এই উত্তর দিয়া অবিচলিত দণ্ডায়মান রহিলেন। গবর্ণর অগত্যা পুনরায় তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

এনেষ্টেসিয়স্ কারারুদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস বিচলিত হইল না। যত তিনি উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় আরও ধর্ম্মবল দ্বারা বলীয়ান হইতে লাগিল। উৎপীড়ন প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসীর হৃদয়কে পরাজয় করিতে কোন দিন সক্ষম হয় নাই, আজ তাহা এনেষ্টিয়সের হৃদয়কে জয় করিতে পারিবে কেন! এনেষ্টেসিয়াস সমুদায় কষ্ট যন্ত্রণাকে প্রফুল্লনয়নে সহ্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মারজেবিনাস খসরুকে এনেষ্টেসিয়সের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। খসরুর আজ্ঞা পাইয়া তিনি দূত দ্বারা এনেষ্টেসিয়সকে কহিলেন "তুমি যদি কেবল কথায় একবার খৃষ্টধর্ম্মে তোমার বিশ্বাস অস্বীকার কর, তবেই তোমার ইচ্ছামতে তুমি হয় রাজার অধীনে একটী অত্যুচ্চ পদ গ্রহণ করিতে পারিবে, না হয় পুনরায় কনভেন্টে গমন করিয়া সন্ন্যাস জীবন যাপনে দিন অতিবাহিত করিতে পারিবে। তোমার অন্তরে খৃষ্টকে উপাসনা করিতে পার, কেবল মাত্র একবার অন্ততঃ কথায় গুপ্তভাবে আমার সমক্ষে খৃষ্টের প্রতি তোমার বিশ্বাস অস্বীকার কর। ইহা করিলে তোমার নিজেরও কোনও অনিষ্ট হইবে না এবং খৃষ্টের প্রতিও কোনও অন্যায় করা হইবে না।" এনেষ্টেসিয়স্ দৃঢ়ভাবে বলিলেন "আমি কথায়, কি ভাবে, কি কার্য্যে কিছুতেই খৃষ্টের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করিব না।" তখন গবর্ণর তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে রাজাজ্ঞানুসারে এখন তাঁহাকে বন্ধন করিয়া পারস্যে প্রেরণ করিতে হইবে। এনেষ্টেসিয়স্ বলিলেন "বন্ধন করিবার কোনও প্রয়োজন হইবে না। আমি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক অত্যন্ত উল্লসিত অন্তঃকরণে খৃষ্টের জন্য সমুদায় সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।" গবর্ণর এনেষ্টেসিয়াসকে রাজার নিকটে লইয়া যাইতে একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ ও একদল সিপাহিকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারা দুই তিন দিবস মধ্যে এনেষ্টাসিয়াসকে সঙ্গে করিয়া সিজারিয়া পরিত্যাগ করিল।

এই সময়ে পারস্যাধিপতি খসরু ইউফ্রেটিস নদীতীরে দাণ্ডাগারদ নগরীতে ছিলেন। দাণ্ডাগারদ হইতে ছয় মাইল দূরে বারশাকো নামক স্থানে পৌঁছিয়া সিপাহিগণ এনেষ্টেসিয়াসকে একটা অন্ধকার কারাগারে রুদ্ধ করিল এবং রাজাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। পরদিন একজন রাজকর্ম্মচারী খসরুর নিকট হইতে আসিলেন এবং নানা প্রকার ধন মানের প্রলোভনে এনেষ্টেসিয়াসকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়স ঘৃণার সহিত বলিলেন "আমার এই সামান্য উদাসীনের পরিচ্ছদই সংসারের জাঁক জমকের প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। যে রাজা শীঘ্রই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শমন গৃহে গমন করিবেন, তাঁহার প্রদত্ত ধনমান আমার চক্ষে কোনও প্রলোভনের বস্তু নহে।' তৎপরদিবস সেই কর্ম্মচারী আসিয়া এনেষ্টেসিয়াসকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়স ধর্ম্ম বলে বলীয়ান ছিলেন; তিনি অটলভাবে বলিলেন "মহাশয় আমাকে আর ঐ সব কথা বলিয়া কষ্ট পাইবেন না। আমার বিশ্বাস অটল, ঈশ্বরের কৃপায় আপনি আমাকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব অধিক হেঙ্গাম না করিয়া আপনার যাহা অভিপ্রায় হয় তাহাই করুন।" রাজ-কর্ম্মচারী তখন এনেষ্টেসিয়াসকে প্রতিদিন বেত্রাঘাত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এনেষ্টেসিয়াস শান্তভাবে তিন দিন এই শাস্তি ভোগ করিলেন। চতুর্থ দিবসে বিচারক তাঁহার পায়ের উপর একটা অত্যন্ত ভারি কাষ্ঠখণ্ড চাপাইতে আজ্ঞা করিলেন, এনেষ্টেসিয়াসের পায়ের মাংস তাহাতে একেবারে পেষিত হইয়া গেল। কিন্তু এনেষ্টেসিয়াস তাহাতেও আপনার ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ে অনন্ত ধর্ম্মের স্রোত খুলিয়া হৃদয়কে সুখে আপ্লুত করেন, সে এই সমুদায় শারীরিক কষ্ট যন্ত্রণায় ভীত বা ধৈর্য্যচ্যুত হইবে কেন? এনাষ্টিসিয়াস ধীর ভাবে এই শাস্তি ভোগ করিলেন, এবং তাঁহার অটলতা দেখিয়া বিচারকের মন দ্রবীভূত হইল। তিনি এনেষ্টেসিয়াসের বিষয় রাজাকে বলিতে দাণ্ডাগারদে গমন করিলেন। কর্ম্মচারী রাজসমীপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্ব্বার এনেষ্টেসিয়াসকে কঠোর বেত্রাঘাত করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু এনেষ্টেসিয়াস্ প্রস্তরফলকের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সেই সমুদায় আঘাত অম্লান বদনে সহ্য করিলেন। তৎপরে তাঁহার দুইহাত একটা বৃক্ষডালে বন্ধন করিয়া ও পদদ্বয়ের সঙ্গে দুইখণ্ড ভারি প্রস্তর সংলগ্ন করিয়া দুই ঘণ্টা কাল দোলাইয়া রাখা হয়। কিন্তু এই সমুদায়ের কিছুতেই এনেষ্টিসেয়াসের বিশ্বাস টলিল না। কর্ম্মচারী অগত্যা নিরাশান্তরে পুনরায় রাজসমীপে তাঁহার শেষ আজ্ঞা শুনিবার জন্য গমন করিলেন। খসরু এনেষ্টেসিয়াসকে বধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এনেষ্টেসিয়াসের সঙ্গে আরো ৬৩ জন খৃষ্টীয়ান সেই সময়ে কারারুদ্ধ ছিলেন।

কর্ম্মচারী এনাষ্টসিয়াসের চক্ষুর উপর তাঁহাদিগকে এক এক করিয়া ফাঁসি দিয়া মারিলেন এবং এনেষ্টেসিয়াসকে নানা প্রকার প্রলোভন ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এনেষ্টেসিয়াস কিছুতেই টলিলেন না দেখিয়া অবশেষে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এনেষ্টেসিয়াস ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তাঁহার অনন্ত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মরিয়াও এনেষ্টেসিয়াস আপন প্রভাব প্রকাশে ক্ষান্ত হইলেন না। এই রাজকর্ম্মচারী ও অপর কতিপয় ব্যক্তি অল্পদিন মধ্যেই খৃষ্টীয়ান হইলেন। ধর্ম্মবীরগণ মরিয়াও আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন।

প্রচারার্থ ভ্রমণ।

৪ঠা জুলাই শুক্রবার। মতিহারী হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া অদ্য রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের কর্ডমেলে যাত্রা করিলাম। আমি গাড়ির যে কামরায় উঠিলাম, সৌভাগ্য ক্রমে রাত্রির মধ্যে আর কেহ তাহাতে উঠিতে চেষ্টা করিল না, আমি তন্মধ্যে একাকী আধিপত্য করিতে লাগিলাম। যাঁহারা নির্জ্জন-প্রিয় তাঁহাদের পক্ষে এরূপ সুযোগ যার পর নাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মাদৃশ জনের সেরূপ সুযোগের উপকার লাভ করা তাদৃশ সহজ নহে। নির্জ্জন সম্ভোগ পরম সৌভাগ্য বা নিগূঢ় তপস্যার ফল। যাঁহারা তাহা হইতে বঞ্চিত তাঁহারা সেই সুযোগে বহুকালের নিদ্রিত চিন্তা সমূহকে জাগ্রত করিয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশকে সজন স্থান অপেক্ষাও জনাকীর্ণ ও কোলাহল পূর্ণ করিয়া ফেলেন। নির্জ্জনের জনাকীর্ণতা ও নিঃশব্দের কোলাহল সাধনেপ্সু আত্মার পক্ষে যার পর নাই বিরক্তি কর। তন্মধ্যে মায়ার সুবিস্তৃত রাজ্য ও তাহার কঠোর রাজশাসন দৃষ্টিপথে সুস্পষ্ট প্রতীত হয়।

৫ই জুলাই শনিবার। অদ্য বেলা ৯টার পূর্ব্বে বাঢ় ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। বাঢ় হইতে আমার গন্তব্য প্রদেশের দিকে মেল যাইবার প্রচুর বিলম্ব থাকাতে বাজারে গিয়া স্নান ভোজন করিলাম। বাজার ষ্টেসনের সীমার অব্যবহিত সংলগ্ন। বাজারের দোকানে রন্ধনোপযোগী চাউল, ডাউল, ঘৃত, আলু প্রভৃতি উপকরণ এক প্রকার মিলিয়া থাকে। রন্ধনাদির সাহায্যের জন্য দুই চারি পয়সায় একটী লোকও উপস্থিত মতে পাওয়া যায়। আমি বাজারের একটী দোকানে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া ১২।৪০ মিনিটের ট্রেণে বাঢ় হইতে বাঢ় ঘাটে চলিলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান লাইন হইতে মজঃফরপুর (ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে) লাইনে যাইতে হইলে বাঢ়ঘাটে টিকিট পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বাঢঘাট হইতে মজঃফরপুরের টিকিট লইয়া ফেরি ষ্টিমারে গঙ্গাপার হইলাম। বর্ষার সুবিস্তৃত গঙ্গা, তাহাতে আবার আড়াআড়ি পার হইতে হয়। পার হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল লাগিয়া থাকে। এখানে দুই খানি ফেরি ষ্টিমার উভয় লাইনের আরোহীদিগকে পারাপার করিয়া থাকে। বাঢ়ঘাটের আড় পারে আজিও একটী ষ্টেসন নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এবং শুনিলাম যে নির্দ্দিষ্ট হইবার আশু কোন উপায় নাই। স্রোতস্বতীর হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে ষ্টেসনের স্থানও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু আরোহীরা সর্ব্বকালে বাঢ়ঘাটের আড়পারে ষ্টিমার হইতে নামিয়াই রেলের গাড়ি প্রস্তুত দেখিতে পায়। সেইরূপ ত্রিহুত লাইনের রেলওয়ের আরোহীরাও গাড়ী হইতে নামিয়াই অব্যবহিত সন্নিধানে ষ্টিমার প্রস্তুত দেখিতে পায়। এরূপ ব্যবস্থাতে আরোহীদের কষ্টের যথেষ্ট অপনয়ন হইয়াছে, যদিও রেলওয়ের অধ্যক্ষদিগের কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। মজঃফরপুরে পৌছিতে সন্ধ্যা হইল। পৌছিবার পূর্ব্ব হইতে পথে মুষলের ধারে বৃষ্টি হইতেছিল, মজঃফরপুরে পৌছিবার অব্যবহিত পরেই সেই বৃষ্টি সেখানে গিয়া উপনীত হইল। প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে ষ্টেসনে কোন প্রকার যানের বন্দোবস্ত করা থাকিবে, কিন্তু তাহার কিছুই দেখিলাম না; কেবল তথাকার ষ্টেসন মাষ্টারের নামে মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটী টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে সেই সন্ধ্যায় সেখানে আমার জন্য দুইটা বইলের বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। মতিহারীর সম্পাদক মহাশয় যে সাম্পুনির বন্দোবস্ত করিয়া বইলের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবার জন্য মজঃফরপুরের ষ্টেসন মাষ্টারকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন সেই সাম্পুনি সেখানে কোন দৈব প্রতিবন্ধক বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারাতে তিনি টেলিগ্রামের ভাবার্থও বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি কিছুই করেন নাই। যাহা হউক আমি উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে মতিহারী পাঠাইবার জন্য নানাবিধ বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সে রাত্রির সেই দুর্য্যোগে কোন প্রকার বন্দোবস্ত হইতে পারিল না; বন্দোবস্ত হইতে পারিলেও বাহির হইবার উপায় ছিল না। মজঃফরপুর হইতে মতিহারী প্রায় ৫৩ মাইল। এই ৫৩ মাইলের মধ্যে মজঃফরপুরের নিকট মাইল তিনেক ও মতিহারীর নিকট মাইল দুইয়েক, মোটে মাইল পাঁচেক আন্দাজ পাকা রাস্তা, তদ্ব্যতীত ৪৮ মাইল পথ সমস্তই কাঁচা রাস্তা। একে পথের কাদা তাহাতে সে রাত্রে এক্কার বন্দোবস্ত হইলে সমস্ত রাত্রি বৃষ্টিতে ভিজিবার সম্ভাবনা ছিল, সাম্পুনিতে তাদৃশ সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সাম্পুনির বন্দোবস্ত সে রাত্রে কেন, কোন ভাল সময়েও সেখানে সহজে হওয়া দুর্ঘট। পূর্ব্ব হইতে যোগাযোগ না থাকিলে সাম্পুনি এখানে কখনই মেলে না। কেন না এখানে কি মতিহারীতে, ক্যারাগোলা কি পূর্ণিয়ার মত ভাড়াটিয়া সাম্পুনি আদৌ নাই। তবে এখানকার অধিবাসীদের কাহারো কাহারো সাম্পুনি আছে; তাহারা তাহা ভাড়া দেয় না, কিন্তু ইচ্ছানুসারে কাহাকে কাহাকে তাহা ব্যবহার করিতে দেয়। সাম্পুনি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র ঘরের মত, উপরে ছাদ আছে নীচে বিছানা পাতিয়া উপবেশন বা শয়ন করিবার উপায় আছে। তাহা দুইটী বড় বড় চাকার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতে স্প্রিং আছে। সাম্পুনির দুই পার্শ্বে ৬টী ফোকর আছে এবং রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণের জন্য প্রতি ফোকরে পরদা বা খড়খড়ি আছে। প্রয়োজনানুসারে সেই পরদা বা খড়খড়ি স্থানান্তরিত করিয়া বায়ু ও আলোক সম্ভোগ করা যায়। সাম্পুনিতে বোধ হয় ঘোড়া যোতা যাইতে

পারে, কিন্তু তাহাতে ঘোড়া যুতিতে কোথাও দেখি নাই, সর্ব্বত্রই দুইটী বইলে তাহা টানিয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার ইহার পশ্চাৎ ভাগে। সম্মুখ ভাগেও দুইটী ফোকর আছে। উত্তর পশ্চিমে সাম্পুনির চলন নাই, কেবল বেহারের স্থানে স্থানে ইহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এখানকার একা অতি জঘন্য, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের একার ন্যায় তাহাতে কোন স্প্রিং নাই, কয়েক গাছি মাত্র রজ্জুই তাহার প্রধান অবলম্বন। এখানকার একার আরোহীদিগকে রৌদ্র বৃষ্টি উভয়ের কাহারো হস্তে নিস্তার নাই। একায় চড়া যাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যহেতু অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, তদ্ভিন্ন আর সকলকে বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত স্থূলকায়দিগকে এতদারোহণে যাত্রা করিবার অল্প সময় মধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণাক্রান্ত হইতে হয়। একা গতিশীল হইলে আরোহীদের সর্ব্বাঙ্গকে এরূপ ভয়ানক ভাবে স্পন্দিত ও আন্দোলিত করিতে থাকে যে অল্পক্ষণের মধ্যে পেটের নাড়ী ভুঁড়ী পর্য্যন্ত দারুণ বেদনাগ্রস্ত হইয়া উঠে। ইহাতে একটীর অধিক লোক অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারে না। ইহাতে বসিয়া দুই হাতে দুই দিকের দড়ি গুলি শক্ত করিয়া না ধরিলে অন্তঃকরণে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, পশ্চাৎভাগে যে দড়ির পৃষ্ঠাধার আছে তাহাতে ঠেশ দিলে পৃষ্ঠের চর্ম্মটী সমস্তই উঠিয়া যায়। সাম্পুনির এক দোষ যে ইহা আস্তে যায়, কিন্তু ইহাতে শুয়ে বসে সুখে যাওয়া যায়, একার কেবল এক গুণ যে ইহা সাম্পুনি অপেক্ষা শীঘ্র গমন-ক্ষম, তদ্ভিন্ন ইহার সমস্তই দোষ। যাহা হউক, যাহার এত নিন্দা করিলাম সেই একা না থাকিলে আমার মতিহারী যাওয়া হইত না।

বলা বাহুল্য যে, সে রাত্রে আমাকে ষ্টেসন মাষ্টারের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ষ্টেসন মাষ্টার কেশব বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যার রাজ বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া কেশব বাবুর কার্য্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ করিলেন এবং বলিলেন যদি অত বড় লোক সামান্য রাজ্য সুখ দেখিয়া আপনার চিরসেবিত ধর্ম্ম ও বিশ্বাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারেন এবং ঈশ্বরের স্কন্ধে স্বীয় দোষ ভার চাপাইয়া আপনার দোষের ক্ষালন করিতে সঙ্কুচিত না হন তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশা কোথায় ?

বিগত জুন মাস হইতে মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গায় বিসূচিকা উঠা হইতেছিল, এখনও তাহার বিরাম হয় নাই। শুনিলাম, সমস্ত মজঃফরপুর জেলায় ১১ হাজারের অধিক লোক এই সময়ের মধ্যে পীড়াক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে শুদ্ধ মজঃফরপুরে টাউনে ৪ হাজারলোক নাকি মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে।

শুনিলাম মজঃফরপুরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় তথাকার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বাবু মাধব চন্দ্র সেনের বাসায় কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি খ্যাতনামা কার্কুড্ সাহেবকে চেয়ারম্যান করিয়া তথাকার নগরবাসীদিগকে "সভ্যতা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়া তাঁহার কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। তিনি আরো কিছুদিন সেখানে অবস্থিতি করিবেন। মজঃফরপুরে প্রায় ৩।৪ শত বাঙ্গালী আছেন; অধিকাংশই নাকি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষপর। ত্রৈলোক্য বাবু যত্নবান ও মাধব বাবুর সাহায্য প্রাপ্ত হইলে এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত করিলেও করিতে পারেন।

৬ই জুলাই রবিবার, প্রাতে ৬টার সময় একায় চড়িলাম, মাইল তিনেক গিয়াই কাঁচা রাস্তা পাইলাম। সহরের বাহির হইতে না হইতেই নীলকুটি। মজঃফরপুর হইতে ৯ মাইল গিয়া কাটীতে একটী প্রকাণ্ড নীলকুটি দেখিলাম। পরে ১৯ মাইল ষ্টেজের পর মতিপুরে আর একটী প্রকাণ্ড নীল কুটী দেখিলাম। মতিপুরে পৌঁছিতে বেলা ১০॥ হইল। সেখানে স্নান ভোজন করিলাম। পরে দুই প্রহর ১টার সময় মতিপুর হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ৪॥ টার সময় বারায় পৌঁছিলাম। এখানেও প্রকাণ্ড নীলকুটী। বারা মজঃফরপুর হইতে ৩২ মাইল পথ। এ দিন এই ৩২ মাইল একাতে আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ নিদারুণ বেদনাগ্রস্ত ও একটু জ্বরবোধও হইয়াছিল। বারার কুটীতে পৌঁছিয়া আর বসিতে পারিলাম না, একটী শয্যা লইয়া শয়ন করিবামাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য জ্ঞান চৈতন্য শূন্য হইয়া পড়িলাম! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে নীল কুটীর বাবুরা বাসায় আসিলেন। তাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল দেখিলাম। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অনেকটা সংবাদ রাখেন। গতবৎসরে শিবনাথ বাবু যখন আসেন, অথবা তৎপূর্ব্ববৎসরে যখন অঘোর বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হন, তখন এই বাবুরা মতিহারীতে ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে ইহাঁদের অল্প আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন মতিহারীর ব্রাহ্মদের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্টতা আছে।

কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে ইহাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে ইহারা তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র, সানুকূল নহেন। কি আশ্চর্য্য এ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই একমত দেখিতে পাই। ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম হিন্দু ও যবন, খৃষ্টান ও হিদান, মুসলমান ও কাফের নিতান্ত ভ্রমান্ধ ও কুসংস্কারাবিষ্ট না হইলে সকলেই এসম্বন্ধে একরায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেন, বোধ হয়, ঈশ্বর সকলের মুখ দিয়া তাঁহার স্বর্গীয় বাণী প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ বিধান স্বীকার করেন বলিয়া সর্ব্বদা অহঙ্কার প্রকাশ করেন, আশ্চর্য্য যে তাঁহারা এই বিবাহের সর্ব্বব্যাপী প্রতিবাদ মধ্যে ঈশ্বরের শাসন নিনাদ উদ্যত বজ্রধ্বনির ন্যায় ধ্বনিত হইলেও তাহা শুনিতে পাইলেন না। কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সমস্ত অপক্ষপাতী কণ্ঠ হইতে এই বিবাহ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে, আশ্চর্য্য যে তাঁহারা তন্মধ্যে ঈশ্বরের স্বর্গীয় নিষ্পত্তি পাঠ করিতে অক্ষম হইলেন। যাঁহারা "মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বর" এবং "ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার হস্ত" দেখিবার মত এত সাড়ম্বরে ও সদর্পে পোষণ ও প্রচার করেন, আশ্চর্য্য যে তাঁহারা বিগত প্রতিবাদের অশেষ

ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে কেবল "অর্থ ও ঈর্ষার" মায়িক ক্রীড়া ভিন্ন আর কোন উচ্চতর স্বর্গীয় ভাব দেখিতে পাইলেন না।

বারা কুটীর বাবুদের সঙ্গে আমার ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্ম ও উপবীত ত্যাগ, সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল। মুঙ্গের নিবাসী আর্য্যধর্ম্মোৎসাহী বাবু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন হরিদ্বার তীর্থ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তিনিই এ অঞ্চলস্থ কয়েকটী লোকের মনে এই প্রশ্ন উত্থিত করিয়া যান। মতিহারীতেও আমি ২। ১ জন লোকের মনে এমন কি এক আদজন ব্রাহ্মের মনেও এ আন্দোলন দেখিলাম। শ্রীকৃষ্ণ বাবু মতিহারীর আর্য্য সমাজে, আর্য্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতা হইতেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এ প্রশ্নকয়েকটী সম্বন্ধে আমি যেখানে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা পৃথক পৃথক রূপে না বলিয়া, তৎসমুদায়ের সার মর্ম্ম এই খানেই বিবৃত করিলাম।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম ও আর্য্যধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রশ্ন এই যে, আর্য্য-ধর্ম্ম-দ্বারা ভারতের পুনরুদ্ধার সাধন হইতে পারে কি না; যদি পারে তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে ইহা উক্ত হইয়াছিল যে আর্য্যধর্ম্ম ভারতকে সমুন্নত করিবার জন্য এক সময়ে অভ্যুদিত হইয়াছিল ইহা দ্বারা ভারতে অনেক নিগূঢ় সত্য প্রচারিত হইয়াছে, অনেক বিশুদ্ধ নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অনেক প্রকার সুন্দর সাধনপন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অনেক উন্নতিও হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আর্য্য-ধর্ম্ম দ্বারা ভারতের আংশিক মঙ্গল মাত্র সম্পাদিত হইয়াছে এবং সেই পর্য্যন্ত মঙ্গল সাধন করাই ইহার সাধ্য ছিল। এই আর্য্য-ধর্ম্মের সুবিস্তৃত একাধিপত্য সত্বেও ভারতের সেই আংশিক উন্নত অবস্থা অন্তর্হিত হইয়া দুঃখ দুর্দ্দশা পাপ ও অজ্ঞান ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; আর্য্যধর্ম্মের উপর ভারতের একান্ত নির্ভর সত্বেও, আর্য্য-ধর্ম্ম ভারতকে সেই অবনতি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। যে ঔষধ পথ্যে ভারতের রোগ কিয়ৎ পরিমাণে আরোগ্য হইতে না হইতে আবার ইহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, সেই ঔষধ পথ্যে এক্ষণকার এই রুগ্ন ভারতের চরমাবস্থায় কি ফল ফলিবে? এইজন্য হয় নূতন ঔষধ পথ্য, না হয় সেই পুরাতন ঔষধ পথ্যের মধ্যে নূতন উপকরণ প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। পুরাতন ঔষধ পথ্যে ভারতের ধাতুকে আর উষ্ণ করিতে পারে না; বরং তদ্দ্বারা ইহার জীবনীশক্তি ক্রমেই ফুরাইয়া আসিবে। এক ঔষধে ফল না পাইলে ঔষধান্তর অবলম্বন না করা চিকিৎসা শাস্ত্রের নিতান্ত অনভিপ্রেত। পূর্ণমাত্রায় আর্সেনিক সেবন করিতে করিতে যাহার নাড়ীত্যাগ হয়, আর্সেনিকে তাহার নাড়ীর পুনরুদয় করিতে পারে না, ঔষধান্তর প্রয়োগ আবশ্যক হয়।

"আর্য্যধর্ম্মের মূলে এমন কি দোষ ছিল যাহার দ্বারা ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হইল না, বরং পতন হইল?" ইহার উত্তরে দেখান গিয়াছিল যে ইহার মূলে ভেদজ্ঞান ছিল বলিয়া ইহা ভারতের আংশিক মঙ্গল মাত্র সংসাধন করিয়াই নিশ্চেষ্ট ও বিক্রান্ত হইয়া পড়িল। এই ভেদজ্ঞান, যাহা আর্য্য-সমাজের সর্ব্বাঙ্গে প্রতিপ্রসৃত হইয়া রহিয়াছে তাহাই অচিরাৎ তাহার মঙ্গলের পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল, তাহাই শেষে তাহার পতনেরও কারণ হইয়াছে। আর্য্য-ধর্ম্ম প্রায় প্রথম হইতেই ভারতের সকল সন্তানকে জ্ঞান ধর্ম্ম, মান সম্ভ্রম ও পদ সম্পদ সম্বন্ধে সমান অধিকার দেন নাই বরং অনেকের উন্নতির পথে, ভবিষ্যতের সুখের পথে অবিচলিত কণ্টক আরোপণ করিয়া দিয়াছেন এবং যাঁহারা সেই কণ্টক অপনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, নিদারুণ পৌরোহিত্য পরাক্রমে তাহাদিগকে শাসন করিবার কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। এজন্য আর্য্যসমাজের অধিকাংশ শ্রেণী উন্নতিলাভের প্রধান প্রধান উপাদান আহরণ করিতে অসমর্থ হইয়া জড়প্রায় নিশ্চল রহিল, এবং শ্রেণীবিশেষ যে স্বল্পোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা উদার ও বিস্তৃত ক্ষেত্রের অভাবে আর বর্দ্ধিত হইতে পারিল না বরং হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অস্বাভাবিক ও বহু অনিষ্টের নিদান এই ভেদজ্ঞানটী লোকের মনে অন্যায়রূপে বদ্ধমূল ও সংস্কারবদ্ধ করিতে গিয়া অনর্থক বহু আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল; সেই আয়াস ও শ্রম স্বীকার করিতে গিয়া আর্য্যসমাজের তৎকালীন নেতৃগণের স্বভাব ক্রমে অভ্যাসের দোষে একতা, ন্যায় ও প্রেমের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই স্বভাব ক্রমে সংক্রামিত হইয়া সময়ে সমস্ত আর্য্য-সমাজকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপে ক্রমে আর্য্যসমাজ অন্যায়, অত্যাচার, অপ্রেম ও বিদ্বেষের রাজ্য হইয়া দাঁড়াইল; এইরূপে উন্নতির পথও রুদ্ধ হইয়া আসিল। এই ভেদজ্ঞান হইতেই আর্য্যসমাজের পতনও সম্পাদিত হইল। কয়েক জন মাত্র জ্ঞান ধর্ম্ম, মান সম্ভ্রম ও পদ সম্পদ লাভ করিতে অধিকার পাইল, অধিকাংশ লোক সে অধিকারে বঞ্চিত রহিল, যাহারা বঞ্চিত রহিল দেশের প্রতি তাহাদের মমতা জন্মিতে পারিল না। স্বত্বভোগ বা স্বত্বভোগের আশা হইতেই সেই মমতার সঞ্চার হয়, ক্রমে তাহা নিঃস্বার্থ দেশ হিতৈষণাতে পরিণত হইয়া থাকে, আর্য্যহৃদয়ে নিঃস্বার্থ দেশ হিতৈষণার বীজও রোপিত হইতে পারিল না। দেশের মঙ্গলামঙ্গলে তাহাদের ক্ষতিলাভ রহিল না। এদিকে অনৈক্য ও বিদ্বেষ সমাজের মর্ম্মোচ্ছেদ করিতে লাগিল। গৃহবিচ্ছেদে কোন্ গৃহ রক্ষা পায়? ইহাতেই আর্য্যসমাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যে আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যসমাজকে এই হীনাবস্থায় আনিয়াছে, সেই আর্য্যধর্ম্ম ভারতকে অধিকতর হীনাবস্থাতেই লইয়া যাইতে পারে; ইহাকে রক্ষা ও উদ্ধার করা ত দূরের কথা।

"ভেদজ্ঞানকে আর্য্য-ধর্ম্মের প্রাণ কেন বলেন, আর্য্য-শাস্ত্র সমূহেত অভেদ জ্ঞানের অনেক উপদেশ আছে?" আছে সত্য! কিন্তু তাহা কোন্ গিরিকোটরে লিখিত হইয়া লোকের অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছিল, আর্য্য সমাজের মধ্যে সে সমস্ত সত্যের বীজ রোপিত হইতে পারে নাই, অথবা রোপিত

হইলেও অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। ভেদজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। অভেদ জ্ঞান স্বীয় ভাবে আর্য্য সমাজকে গঠন করিতে কিছু মাত্রও সফল হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মই এখন এই অভেদ জ্ঞান, ও সকল নরনারীর সমান অধিকার স্বীকার করিয়া অভ্যুদিত হইতেছে এবং পুরাতন আর্য্যসমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত হইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই পুরাতন আর্য্যসমাজের পুরাতন রোগের প্রকৃত ঔষধ পথ্য; কেন না ইহা, "সকল নর নারীর সমান অধিকারের" উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ভারত বহুকাল হইতে এই ঔষধ পথ্যের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

"যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে আর্য্যধর্ম্মের এত আদর দখিতে পাই কেন? প্রায় যেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে' সেই স্থানেই আর্য্যসমাজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই আর্য্যসমাজেরই অভ্যুদয় দেখিতেছি; ইহা কেন হয়?"

পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীকে পিঞ্জরমুক্ত করিলেও সে পুনরায় পিঞ্জরে প্রবিষ্ট হইতে চাহে। যাহারা অন্ধকারে যাবজ্জীবন কাটাইয়াছে তাহারা সহসা সূর্য্যালোকে আসিতে চায় না। লোকে এতদিন অসত্যের অন্ধকারে বাস করিয়াছে, এখন সত্যের দিবালোকের মধ্যে অন্ধকার ও বিভীষিকা দেখিতেছে; এতদিন অসত্যান্নে উদর পূর্ত্তি করিয়াছে এখন সত্যান্নের স্বাদ গ্রহণে সহসা সমর্থ হইতেছে না। সত্যান্ন স্বভাবতঃ সুস্বাদু হইয়াও লোকের নিকট অভ্যাসের দোষে বিস্বাদু হইয়াছে, কিন্তু এভাব শীঘ্র চলিয়া যাইবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু আর্য্যসমাজের সভ্য হইতে হইলে, কিছু কিছু অর্থ সাহায্য ও সময়ে সময়ে আর্য্যসমাজে উপস্থিত হওয়ার অধিক বড় কিছু প্রয়োজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণ বাবু জাতিভেদ স্বীকার করেন, এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ তিনি তাহার মতিহারীর বক্তৃতায় এই বিশ্বাস অতি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন শুনিলাম। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার আর্য্যসমাজের কিছুমাত্র আশা দেখিতে পাই না। তাহার "ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণেরাই" এখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার "ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট" পন্থা (যজন যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা) পরিত্যাগ করিয়া কত প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, শাস্ত্রবিৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অতি অল্প, তাহাদের মধ্যে সচ্চরিত্র ও ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির সংখ্যা আরো অল্প; এবং এই শোষাক্ত সংখ্যার মধ্যে প্রচারোৎসাহী কয়জন আছেন! যদি তাহা থাকিতেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের স্থলে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক অনাহূত ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইত না। যদি শ্রীকৃষ্ণ বাবু বা অন্য কোন অব্রাহ্মণ আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তজ্জন্য গুরুত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের আর্য্যধর্ম্মত্ব কোথায় রহিল! শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার "ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বিধান" নিজে ভঙ্গ করিয়া, তাঁহার আর্য্যধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন।

শ্রীমদ্দয়ানন্দ স্বরস্বতী স্বামীজীর প্রচারিত আর্য্যধর্ম্মে জাতিভেদ নাই; তিনি সকল নরনারীর সমান অধিকার স্বীকার করিয়া তাঁহার আর্য্যধর্ম্ম অবতারণা করিয়াছেন; তবে তাঁহার আর্য্যধর্ম্ম কেন ভারতের ভবিষ্যদ্ধর্ম্ম না হইবে? তদুত্তরে দেখান গিয়াছিল যে, যে ধর্ম্মকে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অবিধেয় করা যাইতেছে তাহা মহাত্মা রামমোহন রায়ের দ্বারা আর্য্যধর্ম্মেরই ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। দয়ানন্দ স্বরস্বতী বেদের যে অভ্রান্ততা স্বীকার করেন, তখন তাহা স্বীকৃত হইত, স্বামীজী যে পুনর্জন্ম ও জীবের যোনিভ্রমণ স্বীকার করেন, তখন তাহা অবিকল স্বীকৃত হইত। কিন্তু পাশ্চাত্য-আলোকের প্রভাবে রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম সেই স্থানে দাঁড়াইল না, আপনা হইতে স্থানভ্রষ্ট হইয়া বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মনাম গ্রহণপূর্ব্বক বর্ত্তমান স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বামীজীর প্রচারিত ধর্ম্মেরও সেই দশা হইবে। বঙ্গদেশের যে সময়ে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবপ্রদেশের এখন সেই অবস্থা। বঙ্গদেশ সে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন পারিয়াছে; উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব এখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সহসা ধারণ করিতে না পারিয়া, স্বামীর ধর্ম্মমতকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু আর ৫০ বৎসর অতিবাহিত হউক, পাশ্চাত্য প্রভাব বঙ্গদেশের ন্যায় সেখানেও বিকীর্ণ হউক, স্বামীজীর আর্য্যধর্ম্ম আপনা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত হইবে। স্বামীজী এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রামমোহনরায়। স্বামীজীর ধর্ম্ম তাহার চেষ্টাসত্বও বঙ্গদেশে কেন প্রচারিত হইল না? এই জন্যে যে বঙ্গদেশে, তাহার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও অন্ধবিশ্বাস।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণ যে অন্ধবিশ্বাসকে অল্পে অল্পে ধারণ ও পোষণ করিতেছেন তাহার প্রমাণস্থলে আমরা থিইষ্টিক কোয়াটারলি রিভিউর ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মের বিশ্বাস" প্রস্তাবের বিংশতি, এক বিংশতি ও পঞ্চবিংশতি সূত্রের উল্লেখ করিতে পারি। বিংশতি সূত্রে প্রোক্ত হইয়াছে যে "আমি বিশ্বাস করি যীশু খৃষ্ট সকল সাধু ও ধর্ম্ম শিক্ষকদিগের রাজা।" শুদ্ধ এই সূত্রটী বিশ্বাস করিতে হইলে, হয় অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, নচেৎ যীশুখৃষ্ট ও সমস্ত সাধু ও ধর্ম্মশিক্ষকের ইতিহাস সমালোচনার সহিত পাঠ ও আলোচনা করিতে হইবে। সেই সমস্ত পাঠ করিতে হইলে কত ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে; কেবল ভাষা শিক্ষা নহে, সেই সমস্ত সাধুদিগের ইতিহাস পুস্তকের ঘটনাবলীর প্রত্যেকটীর যাথার্থ্যের বিহিত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি বিবিধ ভাষা শিক্ষা না করিয়া অনুবাদ পাঠদ্বারা সাধু ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের জীবনেতিবৃত্ত অবগত হই, তাহা হইলে সেই সমস্ত অনুবাদ মূলের অবিকল অনুরূপ কি না, তাহার উপযুক্ত প্রমাণ দেখিতে হইবে; যদি এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত

হয় তাহা হইলে মূল গ্রন্থ পাঠার্থ ভাষা শিক্ষা আবশ্যক হইবে। শুদ্ধ তাহা নহে, আবার উপমা ও তুলনা-দ্বারা জানিতে হইবে, তাঁহাদের মধ্যে কে রাজা আর কে প্রজা, কে শ্রেষ্ঠ, কে অশ্রেষ্ঠ আর কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও নাই, যাঁহার ক্ষমতা ও বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় এত দূর পর্য্যন্ত। যদি এত দূর পর্য্যন্ত না দেখিয়া শুনিয়া কেহ বিশ্বাস করেন, যে যীশু "সাধুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" তাঁহার বিশ্বাস অবশ্যই "অন্ধ-বিশ্বাস" বলিয়া উপেক্ষিত হইবে। বোধ হয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্যক্তি ইহা বলিবেন না যে ইহা আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ সহজসত্য বা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, সুতরাং ইহা অন্যোভাবেও মান্য করিতে হইবে।

এক বিংশতি সূত্রে প্রোক্ত হইয়াছে যে "বাইবেল ও হিন্দু শাস্ত্রাধ্যয়নের বিশেষ ফলোপধায়িতাতে আমার বিশ্বাস আছে।" শুদ্ধ এই সূত্রটী বিশ্বাসভূমিতে স্থান দিবার জন্য, সকল দেশের, সকল কালের ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে হইবে নচেৎ অন্ধবিশ্বাসী হইয়া উপরিউক্ত কথায় আমাকে সায় দিতে হইবে। কয়জন ব্রাহ্ম প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মপুস্তক সকল পাঠ করিয়াছেন এবং উপমা ও তুলনা দ্বারা বুঝিয়াছেন যে প্লেটো ও সক্রেতিস্, কনফুসা ও জোরেষ্টার, সোয়েডনবর্গ ও ম্যাডাম গায়েন, নিউম্যান ও পার্কর, মার্টিনো ও ইমার্সনের গ্রন্থাধ্যয়ন অপেক্ষা বাইবেল ও হিন্দু শাস্ত্রাধ্যয়ন অধিকতর ফলোপধায়ক?

পঞ্চবিংশতি সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন অধিনায়ক ঈশ্বরাণুপ্রাণিত; এবং তাঁহাদের সত্যপ্রচার করিবার ক্ষমতা আছে এবং কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বোপরি ঈশ্বরণুপ্রাণিত, এবং সত্যপ্রচারশক্তিসম্পন্ন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ যে ঈশ্বরাণুপ্রাণিত, ইহা এক জনকে বিশ্বাস করিতে হইলে, তাঁহাকেও সেইরূপ ঈশ্বরাণুপ্রাণিত হইতে হইবে নচেৎ অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা ঈশ্বরাণুপ্রাণিতদিগকে ঈশ্বরাণুপ্রাণিত ভিন্ন আর কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতে পারেন না। যীশু যখন তাঁহার প্রধানশিষ্য পিটরকে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কে তুমি জান?" তাহাতে পিটর উত্তর করিলেন "তুমি ঈশ্বরের পুত্র যীশু ত্রাণকর্ত্তা।" ইহাতে যীশু বলিলেন, রক্ত মাংস হইতে তুমি এ জ্ঞান লাভ কর নাই অর্থাৎ পবিত্র আত্মা দ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়া তুমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তেমনি পবিত্র আত্মা দ্বারা অণুপ্রাণিত না হইলে কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার সঙ্গোপাঙ্গের অণুপ্রাণনে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এক অণুপ্রাণিত দলে পরিণত হইলেন এবং যীশু যেমন পিটরের অণুপ্রাণনে বিশ্বাস করিতেন, তেমনি কেশব বাবু ও তাঁহার স্বগণকেও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্যদিগের অনুপ্রাণনেও বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহা হইলে সূত্রোক্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের কোন কোন অধিনায়ক ও কেশব বাবু কেবল মাত্র অনুপ্রাণিত রহিলেন না, কিন্তু সকল সভ্যই অনুপ্রাণিত হইয়া গেলেন!! কিন্তু সূত্র মধ্যে যখন অন্যান্য ব্রাহ্মের অনুপ্রাণন সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গেরও উল্লেখ নাই, তখন সেই ব্রাহ্মদিগের কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য নেতৃবর্গের অণুপ্রাণনে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন ভিন্ন গত্যন্তর দেখা যায় না।

স্বতঃ সিদ্ধ সহজ ব্রাহ্মধর্ম্মে এ সমস্ত জঞ্জাল আনিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

মানব প্রকৃতি।

২

প্রবৃত্তি মানব প্রকৃতির এক অংশমাত্র; বিবেচনা অপর অংশ। অথচ অনেকেই মানব প্রকৃতির স্থলে কেবল প্রবৃত্তি গুলির বিচার করেন। এ ভ্রম অস্বাভাবিক নহে। অনেকেই বলেন বিবেচনায় মনুষ্য যাহা করিতেছে সে স্বয়ং করিতেছে; বিবেচনার কার্য্যের সহিত তাহার প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই। প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যাহা করিতেছে তাহাতেই কেবল মনুষ্য স্বীয় প্রকৃতির অনুসরণ করিতেছে; প্রবৃত্তির কার্য্য দেখিয়াই মানবপ্রকৃতির দোষগুণ নির্ণয় করিতে হইবে। সুস্পষ্টরূপে বলিতে গেলে ইঁহাদিগের মত দাঁড়ায় এই:—আমি স্বয়ং এক, আমার প্রকৃতি আর এক; বিবেচনার দোষগুণ আমার নিজের, প্রবৃত্তির দোষগুণ আমার প্রকৃতির। প্রবৃত্তির দোষগুণ বিচার করিলেই মানবপ্রকৃতির দোষগুণ বিচার করা হইল। আপাততঃ এই মত আমাদিগের আলোচ্য। মানবপ্রকৃতির আলোচনা করিতে হইলে বিবেচনারও আলোচনা করা আবশ্যক কি না? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব।

(১) যে উদ্দেশ্যে কোন বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্করহিত গুণগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক। একজন কবি যদি কোন বৃক্ষ বর্ণনা করেন, তিনি কেবল বৃক্ষের সৌন্দর্য্যের কথাই বলিবেন; সূত্রধার কেবল কাষ্ঠের গুণই দেখিবে। জ্যোতির্ব্বেত্তা চন্দ্রের সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইলেও হইতে পারেন; কবির নিকটে ছায়াপথ পথমাত্র। কোন বস্তুর নিতান্ত আকস্মিকর লক্ষণগুলিরকথাও কিছু বলিতে হয় না। এ দুইয়ের কোন কারণেই বিবেচনাকে মানবপ্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহিত বিবেচনার গূঢ় সম্বন্ধ।

(২) কোন শ্রেণীর পদার্থ, যে উচ্চতর শ্রেণী অথবা জাতির অন্তর্গত সেই জাতি সাধারণ গুণগুলি নিষ্প্রয়োজন। গোলাবফুল বর্ণনা করিতে কেহ বলেনা যে "গোলাবফুল গাছে হয়," "ফুল" এই শব্দটীতেই "গাছে হয়" বলা হইল; যে বালক "ফুল" শব্দেরও অর্থ জানেনা তাহার নিকটে "ফুল" কাহাকে বলে অগ্রে বুঝাইয়া দিয়া পরে "গোলাবফুল" কিরূপ বলিতে হয়। আম্রবৃক্ষ বর্ণনা করিতে গিয়া কেহ বলে না "আম গাছ মাটীতে জন্মে।" 'গাছ" শব্দেই বুঝায় 'মাটীতে জন্মে"; "বৃক্ষ" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইলে

"মাটীতে জন্মে" বলিতে হয়। মানবচরিত্রের বিচারে প্রাণিসাধারণের যে গুণগুলি আছে সেই গুণগুলির বিষয় কিছু বলিতে হয় না। বিবেচনা এ শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। "প্রাণী" বলিলেই "বিবেচনা বিশিষ্ট" বুঝায় না। মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত প্রাণী এই অমূল্য অধিকারে বঞ্চিত। ইতর জন্তুগুলির প্রবৃত্তি ভিন্ন যদি কিছু থাকে তাহাকে আমরা "বিবেচনা" বলিতেছি না; যে বুদ্ধিপ্রযুক্ত মনুষ্য প্রাণি-মণ্ডলীর শীর্ষ স্থানের অধিকারী, তাহারই নাম "বিবেচনা।" যে বুদ্ধি প্রযুক্ত ইংরাজীতে মনুষ্যকে Rational Being বলে, তাহারই নাম "বিবেচনা।"

(৩) বিবেচনায়—কেবল যুক্তির বলে—আমরা যাহা করি তাহাকে আমরা "স্বাভাবিক" বলি না। এক জন আমার নিকটে কিছু অর্থ চাহিল; আমি মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া স্থির করিলাম ইহাকে অর্থ দেওয়া উচিত। তাহাকে অর্থ দেওয়া আমার পক্ষে "স্বাভাবিক" হইল না; যাহা করিতে আমরা স্বতঃই ইচ্ছুক তাহাকেই "স্বাভাবিক" বলি। এই ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া যদি আমার দয়ার উদ্রেক হয়, যদি দয়া করিয়া আমি তাহাকে অর্থসাহায্য করি, তবে এই সাহায্য আমার পক্ষে "স্বাভাবিক;" এ ব্যক্তি ঋণ-শোধ করিতে পারিবে কি না এরূপ স্থির করিয়া টাকা দিলে, টাকা দেওয়াটা স্বাভাবিক হইল না, আমার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে কি না এইরূপ বিচার করা স্বাভাবিক হইল। আমি পাঠ করিতে ভাল বাসি, না করিলে কষ্ট হয়; এস্থলে পাঠ করা স্বাভাবিক; আমার পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় না, স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে অগত্যা পাঠ করি, এস্থলে পাঠ করা স্বাভাবিক নহে, স্বার্থানুসন্ধান স্বাভাবিক। যাহা করিবার আর কোন কারণ নাই, কেবল করিলে আমার সুখ হয় অথবা না করিয়া থাকিতে পারি না, তাহাই স্বাভাবিক; প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যাহা করি তাহা স্বাভাবিক নহে, প্রয়োজন সিদ্ধির চেষ্টামাত্র স্বাভাবিক। যুক্তির কার্য্য আমার "নিজের"; আমি বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি এই কার্য্য করিব কি না। প্রবৃত্তির কার্য্য "স্বাভাবিক," কারণ এস্থলে আমার স্বভাব আমাকে বলিতেছে "এ কার্য্য কর"—অন্য কোন কারণ নাই, আমার স্বভাবের উত্তেজনায় বাধ্য হইয়া আমি ইহা করিলাম। যুক্তিতে যাহা করি সে স্থলে আমার প্রকৃতি নিরপেক্ষ; প্রবৃত্তি বশতঃ যাহা করি আমার প্রকৃতি তাহার পক্ষপাতী, কেবল প্রকৃতির অনুরোধেই তাহা করিলাম। যুক্তিতে যাহা করি সেস্থলে আমার প্রকৃতি নিরপেক্ষ। আমার প্রকৃতি বলিতেছে না "তুমি এই কার্য্য কর অথবা করিও না;" যুক্তিতে যাহা করি সে কার্য্য আমার "নিজের"; কিন্তু। এই জন্য বলিয়াছিলাম "বিবেচনা আমাদিগের নিজের" এ ভ্রম অস্বাভাবিক নহে। ভ্রমের মূল এখানে; এখানে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এখানে দার্শনিকের পদস্খলন হইয়াছে। যুক্তিতে যাহা করিলাম তাহা স্বাভাবিক বলি না এই জন্য যে এই কার্য্যের প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি নাই; যে সকল কার্য্যের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক আসক্তি আছে তাহাকেই আমরা স্বাভাবিক বলি। এই কার্য্যের প্রতি আমার স্বাভাবিক আসক্তি নাই, এই অর্থে বিবেচনার কার্য্য আমার "নিজের"; কিন্তু বিবেচনা—সেই শক্তি যে শক্তির চালনার দ্বারায় আমি এই কার্য্য করিলাম, সেই শক্তি কোথায় পাইলাম? যে শক্তির বলে আমি কুপ্রবৃত্তির চাতুরী বুঝিলাম, যে শক্তির বলে আমি সর্ব্বদা যাহা দেখিতেছি তাহা হইতে উপদেশ লাভ করিলাম, যে শক্তির বলে আমি বিপদ জাল হইতে উত্তীর্ণ হইলাম, আমি পতঙ্গের ন্যায় আগুনে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিলে যে শক্তি আমাকে নিষেধ করিল, বলিল "ঐ দেখ উহারা মরিতেছে, তুমিও মরিবে, যাইও না," সেই শক্তি কোথা হইতে আসিল? কে আমাকে এ শক্তি দিল? মানবপ্রকৃতি। আর কত প্রাণী আছে, তাহাদিগের এই শক্তি নাই। মানুষ কি কুপ্রবৃত্তির প্রলোভনে বিবেচনাকে বিস্মৃত হয় না? হয়; কিন্তু এমন কোন মনুষ্য নাই যে বিবেচনার নিকটে কিছু পরিমাণে ঋণী নহে। যে কুপ্রবৃত্তির দাস, তাহারও হৃদয়ের এক পার্শ্বে পাপরাশির মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া বিবেচনার এক লেশ পড়িয়া রহিয়াছে; কারণ সে মনুষ্য। এক লেশ নহে; অন্যের বিবেচনার সহিত তুলনা করিলে তাহার এক লেশ; কিন্তু তাহার যাহা আছে সেও পর্ব্বত সমান। কয়জন লোক পরোপকার করে? তাহা বলিয়া পরোপকার বৃত্তি কি স্বাভাবিক নহে? বিবেচনার সম্যক্ বিকাশ কয়জনের হৃদয়ে হইয়াছে? তাহা বলিয়া কি বিবেচনা স্বাভাবিক নহে? সম্যক্ বিকাশ না হইয়াও যাহা আছে সে অনেক। রাশি পরিমাণেই হউক আর এক তিলই হউক, বিবেচনার সুফল অপরিমেয়।

অনেকে বলেন অসভ্য মনুষ্য পশু বলিলেই হয়, কেবল শিক্ষার বলে মনুষ্য শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। কতক্গুলি ব্যাঘ্র আনিয়া সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া যাউক না কেন? শিক্ষার বলে, সামাজিক শাসনে ইহারাও শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক। বিবেচনার অভাবে শিক্ষাই অসম্ভব। অভিধান হইতে "বিবেচনা" এই চারিটী অক্ষর উঠাইয়া দাও, "শিক্ষা" সামাজিক শাসন" "কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য" "ধর্ম্মাধর্ম্ম" "হিতাহিত" এই বৃহৎ বৃহৎ শব্দগুলি আপনা হইতেই উঠিয়া যাইবে; ঐ একটী ক্ষুদ্র কথার অনুচর এই সকলগুলি কথা; ও গেলে এরা সকলেই যায়। পাঠকবর্গের স্মরণ রাখা উচিত যে আমরা (Reason) শব্দের পরিবর্ত্তে বিবেচনা কথাটী ব্যবহার করিতেছি।

বিবেচনা কি কেবল মানব হৃদয়ে শিক্ষার উপযোগিতা সম্পাদন করে? যে শিক্ষা দিতেছে সে কাহার নিকট শিক্ষা পাইল? মানব প্রকৃতির নিকটে। মানব প্রকৃতির গঠন এমনি যে বিবেচনা আপনা হইতে আসিয়া দেখা দেয়। যখন বিবেচনাকে দূরে রাখা আমাদিগের অভিপ্রায়, তখনও বিবেচনা আসিয়া পাপের পথে কাঁটা দেয়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি বিবেচনাকে দূর করিয়া দিতে পারি না। আমি পাপ পথে বিচরণ করি, পায়ে কাঁটা ফুটিতে থাকে; এই বেদনা সহ্য করা যাহার অভ্যাস হইয়াগিয়াছে, যাহার নিকটে এই বেদনা বেদনা বলিয়া বোধ হয় না সে ভয়ানক। আমার

নিষেধ, বিবেচনা শুনে না; আমি চক্ষুতে আবরণ দিতেছি, বিবেচনার কিরণজাল আবরণ ভেদ করিল। আমি বধির হইবার চেষ্টা পাইতেছি, বিবেচনার রব আমার কর্ণে পৌঁছিল; কি তাড়না! বিবেচনা আছে বলিয়াই পাপ আছে। বিবেচনা না থাকিলে মনুষ্য পশু হইত; পাপী হইত না। ব্যাঘ্র জীব বধ করে, ব্যাঘ্র পাপী নহে। বিবেচনা আছে বলিয়া পাপ আছে—ইহার অর্থ এই যে বিবেচনা আছে বলিয়া ধর্ম্ম আছে, পুণ্য আছে, ভালমন্দ জ্ঞান আছে। বিবেচনাকে পায়ে ঠেলাই পাপ। বিবেচনার জ্যোতিঃস্বত্বেও অন্ধ হওয়া পাপ। আলোক না থাকিলে জগতে অন্ধ কেহ থাকিত না। সূর্য্য যদি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়—নীল আকাশ হইতে যদি ঐ শুভ্র দাগটি মুছিয়া যায়—কেহ অন্ধ থাকিবে না।

. কেবল সমাজ—কেবল মনুষ্যই মনুষ্যের শিক্ষক নহে। বাহ্য জগৎ, জীবনের ঘটনাবলী, ইহারাও উপদেষ্টা; ইহাদিগের উপদেশ লাভের ইন্দ্রিয় বিবেচনা। এ উপদেশ বড় সারবান্। নদীর জলে ভাসমান একটী শব—তাহার শিরে কাক, বক্ষে পিপীলিকা, চঞ্চুর আঘাতে মুখ বিকৃত—এ কেমন উপদেশ? আমি ভাবিতেছিলাম কাহাকে ঠকাইয়া এক মুদ্রা লাভ করিব; আমারও কণ্ঠ গগন ভেদ করিয়া বলিয়া উঠিল "শেষের সে দিন মন কর রে স্মরণ!" ঈশ্বর বার বার আসিয়া ফিরিয়া যাইতে ছিলেন———হৃদয় দ্বারে লেখা ছিল "(পরমেশ্বরের) প্রবেশ নিষেধ।" ঐ গলিত শবে কি ঔষধ আছে বলিতে পারি না—কথা তিনটী মুছিয়া গেল, পরমেশ্বরের জন্য হৃদয়ের দ্বার খুলিল। আমারও হৃদয়ের দ্বার খুলিল। ঐ শবের বক্তৃতা শক্তি চমৎকার!

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ৮ই ভাদ্র, শনিবার জলপাইগুড়িতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে একটী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর নাম শ্রীমতী মুক্তকেশী, বয়স ২০।২১ বৎসর হইবে। ইনি অতি সদ্বংশজাতা; আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বিজয় বাবুর গুরুকন্যা। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ২৩।২৪ হইবে। ইনি কাসিদার এক আফিসে কর্ম্ম করেন। পাত্র কন্যা উভয়েই শান্তিপুর নিবাসী। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য তথায় গমন করিয়া উপাসনা ও পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই বিবাহটী তত্রত্য মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেনের যত্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। চণ্ডী বাবু বিবাহ সভায় পাত্র কন্যাকে একটী সময়োচিত উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু তদপেক্ষাও একটী প্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। জলপাইগুড়ির জনৈক ব্রাহ্মিকা পাত্র কন্যাকে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশের মধ্যে তিনি একটী সুন্দর উপমা দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, যেমন এক হাতে সংসারের কাজ চলে না, দুই হাত চাই; সেইরূপ এক জনে সংসার চলে না, স্ত্রী পুরুষ দুই চাই। আবার কেবল কাজ করিবার জন্যও নয়, পরস্পরের সাহায্যের জন্যও স্ত্রীপুরুষ দুই চাই। এক হাতে অসুখ হইলে যেমন অপর হাত তাহার সেবা করে, সেইরূপ স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের নিকট সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন। জলপাইগুড়ির অনেক গুলি ভদ্রলোক বিবাহ সভায় উপস্থিত হইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

বিগত ৯ই ভাদ্র রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক সভ্য জলপাইগুড়িতে "শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জাতীয় উন্নতি" বিষয়ে তত্রত্য নর্ম্মাল স্কুল গৃহে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় দেড় শত ভদ্রলোক বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন।

বিগত ১১ ই ভাদ্র মঙ্গলবার সিলিগুড়িতে "হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ধর্ম্মের আবশ্যকতা" বিষয়ে তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একটী বক্তৃতা হইয়াছিল।

সয়েদপুরের ব্রাহ্মগণ একটী সুন্দর কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা উত্তর বাঙ্গালা ষ্টেট রেলওয়ে ও পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে অনুরোধ করিয়া দুই খানি পাশ লইয়াছেন। সয়েদপুর নেটিভ ইম্প্রুভমেণ্ট নামক সভায় যিনি বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি উক্ত পাশ লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে তথায় গমন করিতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণীতে এক জন ভৃত্য এবং দ্রব্যাদিও বিনা মাশুলে লইয়া যাইতে পারেন। উক্ত পাশে এই উভয় রেলের যে কোন ষ্টেশন হইতে যে কোন ষ্টেশনে যাওয়া যাইতে পারে, এবং বক্তৃতাদি দ্বারা সর্ব্বত্র হিতসাধন করা যাইতে পারে। সম্প্রতি সয়েদপুরের বন্ধুদিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এখান হইতে এক জন তথায় গমন করিয়া একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে যে এখন ধর্ম্মের বিশেষ আবশ্যকতা তিনি তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

যে পাশের কথা উপরে বলা হইল, তজ্জন্য উত্তর বাঙ্গালা ও পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিশ্চয়ই সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ঐ পাশ কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণের জন্য নয়, সর্ব্ব সাধারণ সকলেরই জন্য। আমাদের বোধ হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট সাহেবের নিকট অনুরোধ করিলে তিনিও এইরূপ পাশ দিতে পারেন; এবং তাহা হইলে যথেষ্ট উপকারের সম্ভাবনা। রেলওয়ের শিক্ষিত কর্ম্মচারীগণ চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আমাদের জামালপুর ও মুঙ্গেরের বন্ধুগণ কেন এ বিষয়ে একটু যত্ন করিয়া দেখুন না?

প্রচারক নিয়োগসম্বন্ধীয় নিয়মের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে লাহোরের শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী পরামর্শ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। বাবু হরিনাথ মজুমদার এবং কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ট্রষ্টডীডের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মত প্রেরণ করিয়াছেন।

মান্দ্রাজ নিবাসী শ্রীযুক্ত বুচিয়াপান্টালু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেণ্ট হইয়াছেন। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় এই যে, তিনি স্বয়ং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভায়, উক্ত সমাজকে যে কোন প্রকারে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

বিগত ৭ই ভাদ্র শনিবার মিরজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে থিইষ্টিক সোসাইটির অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়মহাশয় নীতিবিজ্ঞান বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সভাটির কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইলে অশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা।

বিগত ৯ই ভাদ্র রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর প্রায় পঞ্চাশজন সভ্য, সিন্দুরিয়াপটির মল্লিক মহাশয়দিগের বরাহনগরস্থ উদ্যানে গমন করিয়া উপাসনা ও সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রীতিভোজনও হইয়াছিল। যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইতে আমরা সকলে অতি অন্যায়রূপে তাড়িত হইয়াছি; উক্ত দিবস সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। সুতরাং তাঁহারা ঐ দিনটি ঈশ্বরোপাসনায় যাপন করিয়া ভালই করিয়াছেন। মল্লিকবাবুদের উদ্যানটি অতি মনোরম স্থানে সংস্থিত। প্রসন্নসলিলা ভাগিরথী দিবারাত্র উদ্যানের পাদদেশ বিধৌত করিয়া ধাবিত হইতেছে। এমন মনোরম নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

দারজিলিং পর্ব্বতে যে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় সংবাদ আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। তেন্দুক নামক ভুটিয়া জাতীয় জনৈক ব্যক্তি, সমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ প্রয়োজনীয় সমস্ত শালকাষ্ঠ দান করিয়াছেন; এবং তদ্ভিন্ন নগদ একশত টাকা দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে কি এমন একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম নাই যিনি এই সকল সরল চিত্ত ভুটিয়াদিগের মধ্যে গিয়া পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন?

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পূর্ব্ববাঙ্গালার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মদিগের অবিদিত নাই। পূর্ব্ববাঙ্গালায় তাঁহাদ্বারা প্রভূত মঙ্গল সংসাধিত হইয়াছিল। বিজয় বাবু সম্প্রতি পুনর্ব্বার কিছুদিনের জন্য ঢাকা ত্যাগ করিয়া উক্ত প্রদেশের নানা স্থানে প্রচারার্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ বেড়িয়া গমন করিয়াছিলেন; তথা হইতে কমিল্লা গিয়াছিলেন। শত শত লোক তাঁহার জ্বলন্ত উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, যে বিজয় বাবু সুস্থশরীরে থাকিয়া সর্ব্বত্র সত্য প্রচার করিয়া এই হতভাগ্য দেশের অশেষ মঙ্গল সাধনে কৃতকার্য্য হন।

শিবনাথ বাবু হাইদ্রাবাদ (সিন্ধুদেশে) ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বোম্বাই নগরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিন্ধুদেশে তিনি হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তত্রত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রত্যহ তাঁহার সহিত বিচার করিতে আসিতেন। শিবনাথ বাবু তাঁহাদের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বিচার করিতেন। হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকাতে প্রচার কার্য্যে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে সংস্কৃত, হিন্দি ও উর্দ্দু এই তিন ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ হিন্দি ও উর্দ্দু না জানিলে চলে না।

স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য একটি সভাসংস্থাপনের কথা আমরা গতবারে পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছি। আমরা পুনর্ব্বার আহ্লাদ সহকারে তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, উক্ত সভার কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। বিগত ১৬ই আগষ্ট বেথুন স্কুল গৃহে একটি অধিবেশন হইয়াছিল। "স্ত্রীলোকেরা কিরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন" এই বিষয়ে দুইজন মহিলা দুটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আর চারিজন মহিলা কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। উক্ত বিষয়ের আলোচনায় শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে। হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য স্ত্রীলোকদিগের একটি কমিটি হইয়াছে। কমিটি নিম্নলিখিত কয়েকটি কার্য্য করিবেন; (১) মাসে অন্ততঃ দুইবার প্রত্যেক পরিবার সকলের মধ্যে গমন করিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞানশিক্ষা, প্রভৃতি সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিবেন। (২) রোগীদিগের সেবা। (৩) পরিবার মধ্যে অশিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিতদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দান। (৪) দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান। ইহাও স্থির হইয়াছে যে সভার অর্থদ্বারা উপকরণ সকল ক্রয় করিয়া প্রত্যেক সভ্যকে দেওয়া হইবে। তাঁহারা তাহা হইতে শিল্প দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিলে তাহা বিক্রয় পূর্ব্বক নিরুপায় অনাথদিগের সাহায্যার্থ অর্থ দান করা হইবে। উক্ত সভায় প্রায় ত্রিশ জন মহিলা সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। বিগত শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে উক্ত সভার আর এক অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় ৩১ জন মহিলা, ১২ জন পুরুষ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র বালিকা উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত সহকারে সভার কার্য্যারম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, ও ডাক্তর মোহিনীমোহন বসু বর্ত্তমান সময়ের কতকগুলি প্রধান প্রধান ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিলেন। জুলুদিগের সহিত যুদ্ধ, প্রিন্স ইম্পিরিয়ালের মৃত্যু, দক্ষিণ আফ্রিকার বৃত্তান্ত, লণ্ডনের ন্যাসানাল অরফান হোমের সাম্বৎসরিক, আসাম অঞ্চলে রমাবাইয়ের ভ্রমণ ও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা, পূর্ব্ববাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ, উড়িষ্যার জলপ্লাবন বা জল বৃদ্ধি, লোকশিক্ষার জন্য ভারত সভা কর্ত্তৃক আহুত আলবর্ট হলের সভা, বিলাতে লালমোহন বাবুর যাত্রা ও তথায় ব্রাইট সাহেবকে সভাপতি করিয়া লালমোহন বাবুর বক্তৃতা ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়ে বলা হইল। মোহিনী বাবু শোণিতের বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা হইয়া গেলে ফটোগ্রাফ্, ছবি, প্রভৃতি প্রদর্শন করা হইল। তদনন্তর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সহ বিদ্যুৎ, কলের গাড়ির গতি প্রভৃতি কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হইল। পরে সঙ্গীত ও পরস্পর কথাবার্তা হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা, হজুরিমল্‌স্ ট্যাঙ্কলেন, ৫ নম্বর বাড়ীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে একটি বিধবা বিবাহ হইয়াগিয়াছে। কন্যা প্রাপ্ত বয়স্কা, জাতিতে সৎগোপ। নাম, শ্রীমতী প্রবোধমোহিনী; পাত্র, বাগআঁচ-

ডাব মল্লিক পরিবারের, নাম শ্রীযুক্ত নটবর মল্লিক। বিবাহ সভায় অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

আমরা আহ্লাদসহকারে পাঠকবর্গকে অবগত করিতেছি যে, অমৃতসরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ ১৯০০ শত টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে এবং স্বাক্ষর করান কার্য্য এখনও চলিতেছে। ইতিমধ্যেই ১৩০০ টাকা এখানে প্রেরিত হইয়াছে ; আর ১৩০০ টাকা শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা। যমুনাবাই নাম্নী এক জন বিধবারমণী ১২৫ টাকা দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সরদার দয়াল সিংএর ২০০০ টাকার মধ্যে ১০০০ পাওয়া গিয়াছে ; আর ১০০০ শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় কটক হইতে পুরী গমন করিয়াছেন। তথায় তিনি প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্মের বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শুনিতে এত লোক আসিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে কখন সেখানে এত বড় সভা দেখা যায় নাই, বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ডাক্তার বঙ্কুবিহারী গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রেরিত।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছিলেন। নিম্ন লিখিত প্রণালীমতে উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৯ শ্রাবণ রবিবার রাত্রি ৮ টার সময় ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করা হয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদের উপাখ্যান ভাগ পাঠ করিয়া তদীয় ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল ; উক্ত দিবস অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণের ব্যাখ্যা এবং তৎ সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হিন্দু সম্প্রদায়স্থ অনেকে শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়া পরিতৃপ্ত লাভ করিয়াছিলেন।

২১এ শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রিতে ইস্কুল গৃহে "আর্য্যধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সময়েও বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছিল।

২২এ শ্রাবণ বুধবার রাত্রি ৭টার সময় সমাজ গৃহে উপাসনা এবং বক্তৃতা হয় ; তৎকালে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

২৩এ শ্রাবণ পুনরায় ইস্কুল গৃহে বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, সেই দিন নিতান্ত দুর্যোগ হওয়ায় বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করা হয়।

২৪এ শ্রাবণ শুক্রবার প্রাতে অত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দে মহাশয়ের তৃতীয় কন্যার নামকরণ হয়। এই দিবস অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় নগরসংকীর্ত্তন করা হয়। এই সংকীর্ত্তনে কালীগচ্ছ নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয় যোগদান করাতে নিতান্ত প্রীতিপ্রদ হইয়াচিল।

১৩এ শ্রাবণ রাত্রি ৭ টার সময় কালীনাথ বাবুর বৈঠকখানাতে "ভক্তির মাহাত্ম্য" বিষয়ে বক্তৃতা হয়, এই সময়ে অনেক লোক সমবেত হইয়াছিলেন।

বিজয় বাবু এখানে আরো অনেকবার আসিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার ভক্তির ভাব, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, এবং বক্তৃতার মাধুর্য্য দেখিয়া অনেকেই প্রীতি লাভ করেন।

বিজয় বাবু সম্প্রতি কমিল্লা গিয়াছেন।

২রা ভাদ্র, ব্রাহ্মণবেড়িয়া। } শ্রীরামতনু গুপ্ত।

তত্ত্ব কৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু ভুবনেশ্বর গুপ্ত, দারজিলিং	৩
,, কালীমোহন ঘোষ, দেরাদুন	৩
,, বিপিনবিহারী বসু, এলাহাবাদ	৩
,, যাদবচন্দ্র রায় শিববাটী	২॥ ১০
,, দ্বারকানাথ রায়, মুলতান	৩
,, বরদাকান্ত হালদার, লক্ষ্মীপুর	৩
,, দুর্গাদাস দত্ত, ধুবড়ী	৬
,, কালীকুমার ঘোষ, কলিকাতা	১
,, রাখালচন্দ্র রায়, বরিশাল	৩
,, জগচ্চন্দ্র গুপ্ত, ঐ	৩
,, সর্ব্বানন্দ দাস, ঐ	৩
,, অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	৩
,, ভগবতীচরণ দে, জামুর্ণীয়া	৩
ব্রাহ্মসমাজ দেরাদুন	৩
সম্পাদক বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ	৩
সম্পাদক হাজীপুর ব্রাহ্মসমাজ	৩৷৴০

Prined and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. August. 1879

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১লা, আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, কিছু দিন হইল, আমরা বাল্যবিবাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র বাল্যবিবাহরূপ পাতক হইতে বিরত থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন; এবং যাহাতে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র উক্ত প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এই ঘটনাটিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দেশহিতকর যে কোন সদনুষ্ঠান হউক না কেন, আমরা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি ধর্ম্মবিষয়ক সকল প্রকার হিতকার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্য। শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক যে কোন বিষয়ে জগতের কল্যাণচেষ্টা দেখিলেই আনন্দ হয়। সেই জন্যই তত্ত্বকৌমুদীতে আমরা ছাত্রদিগের এই শুভানুষ্ঠান সম্বন্ধে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিকে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল, সেইরূপ অপরদিকে উক্ত অনুষ্ঠানটির মধ্যে যে অভাব ও ত্রুটি আছে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। অনুষ্ঠানটির প্রধান দোষ এই যে, ইহা আংশিক সংস্কার। আংশিক সংস্কার বলিয়াই যে সম্পূর্ণ মন্দ, এমন আমরা বলি নাই। ভালর গতি; ভালর দিকে, মন্দের গতি মন্দের দিকে; আংশিক সংস্কারের গতি পূর্ণ সংস্কারের দিকে। একথা সত্য হইলেও আংশিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে, কিছু অনিষ্ট সংঘটিত হয় তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মনে করুন যাঁহারা প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া বাল্যবিবাহ হইতে বিরত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যদি এক জন অষ্টবিংশতি বৎসর বয়স্কযুবক, অষ্টমবর্ষীয়া একটি গৌরীকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে বাল্যবিবাহের দোষ তো ঘটিলই, আবার অসমবয়স্ক ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাহের যে অবশ্যম্ভাবী দোষ তাহাও সংঘটিত হইল। কিন্তু ছাত্রদিগের প্রতিজ্ঞাপত্রে এপ্রকার বিবাহে কিছুমাত্র নিষেধ নাই। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যাঁহারা হিন্দুসমাজের ভয়ে সম্পূর্ণরূপে সত্যপালনে সঙ্কুচিত হন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ প্রকার আংশিক সংস্কারে যোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু যাঁহারা জানেন যে সম্পূর্ণ সত্য পালন করা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ; যাঁহারা জানেন যে লোকভয়ে কর্ত্তব্য হইতে লেশমাত্র বিচলিত হওয়া কাপুরুষের কার্য্য, তাঁহারা কথনই এই প্রকার আংশিক সংস্কারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। আমরা বলি যে, দুই খানি প্রতিজ্ঞা পত্র হউক; এক খানি যেমন আছে তাহাই, আর এক খানিতে স্পষ্ট করিয়া লেখা হইক যে পুরুষ যেমন উপযুক্ত বয়স না হইলে বিবাহ করিতে পারিবেন না, সেইরূপ তিনি অপ্রাপ্তবয়স্কা কোন বালিকার সঙ্গেও বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইবেন না। আমাদের বিবেচনায় পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসর স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের ন্যূনকল্প বয়ঃক্রম হওয়া উচিত। "ছাত্রসভার জনৈকসভ্য," এবিষয়ে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা যথা স্থানে তাহা প্রকাশ করিলাম।

ধর্ম্ম ও জনসমাজ।

১

আজ কাল কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "ধর্ম্মহীন জনসমাজের সুশৃঙ্খলা থাকিতে পারে। কেবল নীতি ও রাজবিধির শাসনে জনসমাজ সুন্দররূপে চলিতে পারে। জনসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ধর্ম্ম প্রয়োজনীয় নহে। যখন সামাজিকগণ অসভ্য ছিলেন, যখন উন্নত জ্ঞানের আলোক জনসমাজে প্রবেশ করে নাই, তখন ধর্ম্মের প্রয়োজন ছিল। অদ্য উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ জ্ঞানালোকের নিকট ধর্ম্মকে কেন আনয়ন কর? ধর্ম্মের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর ধর্ম্মের দ্বারা জনসমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা পাইবে কি করিয়া? এখন এই সমুদায় কল্পনার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষের রাজ্যে এস এবং সমাজনীতি বন্ধন দ্বারা জনসমাজকে গ্রথিত করিতে চেষ্টা কর। বিজ্ঞান ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, ধর্ম্মবৃক্ষ আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারেনা, শীঘ্রই অপরাপর কুসংস্কারের মত তাহারও পতন হইবে। তবে আর কেন একটী মূলহীন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাক? কল্পনার রাজ্য পরিত্যাগ কর, বিজ্ঞানের রাজ্যে এস, এবং জনসমাজকে নূতনবন্ধনে, সমাজবিজ্ঞানের ও রাজনীতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া বন্ধন কর।" এই প্রকার আজ কাল আমাদের মধ্যে কেহ কেহ, ধর্ম্মকে চির দিনের জন্য জনসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে প্রয়াস পান।

ইহাঁদিগের বিশ্বাস যে সমাজনীতি ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন হইয়াও থাকিতে পারে। আমরা আজ এই প্রশ্নের যথাসাধ্য

মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। ইহাঁরা জড়বাদ হইতে এই সূত্রটী প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতিতে ধর্ম্ম থাকিবে না, কারণ ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরকেই বিজ্ঞান যখন বিনাশ করিবে, তখন আর ধর্ম্ম কোথায়, কাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে? আমাদের বিশ্বাস যে অন্ততঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নাই, ও কখনও বিরোধ হইবে না। প্রকৃত বিজ্ঞান যাহা, যে বিজ্ঞান প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব সমুদায় প্রকাশিত করিতেছে এবং নূতন নূতন কৌশলের পরিচয় সৃষ্টিতে পাইতেছে, সেই বিজ্ঞান ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বরকে বিনাশ না করিয়া আরো মহীয়ান করিবে ও করিতেছে। যাঁহারা কোন অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তকের উপর আপনাদের ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের উন্নতি দেখিয়া ভীত বা ত্রস্ত হইতে পারেন, কারণ বিজ্ঞান জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি সম্বন্ধে তল্লিখিত মত সমূহের বিনাশ সাধন করিতেছে ও আরো করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মে এইরূপ কোন অভ্রান্ত পুস্তক নাই, ব্রাহ্মের ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহার হৃদয় ও বাহ্যজগৎ। ইহাতে বিজ্ঞানের কোনও ক্ষমতা নাই যে একটী পরমাণুও পরিবর্ত্তিত করে। বিজ্ঞান যাহা আছে তাহাই প্রকাশ করে, নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা আমরা স্বীকার করি যে বর্ত্তমান সময়ে সৃষ্টি সম্বন্ধে যে মত আমরা অবলম্বন করিয়াছি, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বিজ্ঞানের উন্নতিতে এই মতের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। অদ্য আমরা হয়ত ভাবিতেছি ঈশ্বর স্বহস্তে যুগপৎ মানুষ, পশু, পক্ষী এবং জড়জগৎ ও কীটজগৎ সমুদায় সৃজন করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ বর্ষপরে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে হয়ত বিশ্বাস করিব যে, ঈশ্বর প্রথমতঃ রূঢ় পরমাণু সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে কীটাণু; কীটাণু হইতে ক্রমশঃ পশু, পক্ষী ও অবশেষে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে আমাদের ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।

পাশ্চাত্য জগতে বর্ত্তমান সময়ে আমরা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত দেখিতেছি, তাহার মূল কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিক ও ধার্ম্মিক উভয়েই আপন আপন ন্যায্য অধিকার এখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। ধার্ম্মিক এক খানি পুস্তকের উপর আপনার ধর্ম্ম রচনা করিয়াছেন, এবং ঐ পুস্তকের একটী মত যদি বিজ্ঞান খণ্ডন করিতে পারে তাহা হইলেই তাঁহার ধর্ম্ম চূর্ণ হইয়া যাইবে, এই ভয়ে তিনি বিজ্ঞানের গতিরোধ করিবার জন্য উৎসুক। আর বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম পুস্তকখানিকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াই মনে করেন, আর কোন ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সৌহার্দ্দ থাকিতে পারে না; এবং তিনি সেই জন্য ধর্ম্ম মাত্রেরই বিরোধী হইয়া উঠেন। প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে দিন দিন নূতন ও অদ্ভুত সত্যসমূহ প্রচারিত হইবেই হইবে। বিশ্ব রচয়িতার আশ্চর্য্য কৌশলের অন্ত মানুষ কখনও পাইবে না, এবং চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে লিখিত পুস্তকে, বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞান যে, প্রকৃতির গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে যে সমুদায় উক্তি রহিয়াছে তাহাকে খণ্ডন করিবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? প্রকৃতির নিয়মসম্বন্ধে যাহা কিছু, তদ্বিষয়ে ধর্ম্মকে বিজ্ঞানের অধীনতা স্বীকার করা উচিত। ধার্ম্মিক ভাবেন আমি প্রকৃতির রচয়িতাকে পাইয়াছি অতএব তাঁহার রচনাতে যে সমূহ কৌশল আছে তাহাও আমি জানিয়াছি। এই স্থানে ধার্ম্মিকের ভ্রম। এই স্থানে তিনি আপনার ন্যায্য অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন। আবার অপর দিকে বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে সমুদায় তথ্য নির্দ্ধারণ করিতেছে। জগতের রচনাপ্রণালীতে যে সকল কৌশল আছে তাহাই প্রকাশ করা বৈজ্ঞানিকের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু তিনি সমস্ত জগতের কৌশলপ্রণালী প্রকাশিত করিতে গিয়া জগতের রচয়িতাতে সর্ব্বকৌশলের মূল যে জ্ঞান তাহার অভাব আরোপ করিয়া মহাভ্রমে পতিত হন। অথবা ডাক্তার মার্টিনর কথায় বলিতে গেলে:—In going to make the universe *intelligible* he calls in question its *relation to intelligence.* যে রচনা প্রণালী বোধগম্য করিতে এত জ্ঞানের প্রয়োজন সেই রচনাপ্রণালী জ্ঞান ভিন্ন আর কিসের দ্বারা রচিত হইতে পারে? বৈজ্ঞানিক বলেন পরমাণুর যোগ বিয়োগে এই সমস্ত জগৎ রচিত হইয়াছে, এবং এই যোগ বিয়োগ শক্তি পরমাণুর স্বতঃ অধিকার। কিন্তু পরমাণু লইয়াও ত তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, জগতের একটী প্রাণীও ত তিনি রচনা করিতে পারিলেন না। জীবদেহ তন্ন তন্ন করিয়া বিভাজ্যপ্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে কি কি পদার্থ কি কি পরিমাণে রহিয়াছে বিজ্ঞান নির্দ্ধারিত করিয়াছে, কিন্তু তবুও কেন বিজ্ঞান জীবনীশক্তি দিয়া একটী জীব প্রস্তুত করিতে এখনও সমর্থ হইল না? উদ্‌জান ও অম্লজান যথা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান ত জল প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, কিন্তু যে সমুদায় প্রকরণে জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা জানিয়াও কেন বিজ্ঞান সংযোজকপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই সমুদায় প্রকরণদ্বারা এখনও একটী কীটদেহ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিতে পারিল না? ডাক্তার মার্টিনো বলেন;—"No organism can ever show you more than matter moved; and there is an impassable chasm between definite movements of definite cerebral atoms and the primary facts which I can neither define nor deny—*I feel pain or pleasure, I taste a sweetness, smell a rose-scent, hear an organ tone see red, together* with the no less immediate assurance they give—*therefore I exist*—it remains entirely and for ever inconceivable that it should signify a jot to a number of carbon and hydrogen, nitrogen and oxygen and other atoms how they lie and move, in no way can one see how from their concurrence consciousness can arise." বৈজ্ঞানিক সহস্র বৎসর পরিশ্রম করিলেও জ্ঞান বা প্রাণদান করিতে পারিবেন না।

ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ ঘটিয়াছে কেন? কারণ বিজ্ঞান ধর্ম্মের মূল ঈশ্বরকে জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিতে চান। জড়বাদী বলেন এই পৃথিবী জড় পরমাণু দ্বারা রচিত হইয়াছে, এই সকল পরমাণু ঘটনাক্রমে আসিয়া একে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছে। তুমি যে ঐ স্থানে আছ তাহাও ঘটনা স্রোতের অনুগ্রহে, আমি যে এই স্থানে আছি তাহাও ঘটনাস্রোতের অনুগ্রহে, নৈতিক শাসন বলিয়া একটা জিনিস এই জগতে নাই। সকলই ঘটনা স্রোতের শাসনে, ঘটনাক্রমে সংঘটিত হইতেছে। এই জড়বাদ হইতে সমাজের কত অনিষ্ট হইবে আমরা ভাবিয়া শেষ করিতে পারি না। সে সকল বিষয় ভাবিতেও আমাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জনসমাজে এই জড়বাদ প্রচলিত হইলে ইহাকে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে। জনসমাজের সুশৃঙ্খলা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। পাপ ও স্বার্থপরতার বন্যা আসিয়া সমস্ত সমাজকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। জড়বাদের হস্তে যদি ধর্ম্মের বিনাশ হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজেরও বিনাশ সাধিত হইবে। জনসমাজ ধর্ম্ম-বিহীন কোনও দিন থাকিতে পারে নাই, আর আজ কি ধর্ম্মশূন্য জনসমাজ সুশৃঙ্খলাবস্থায় থাকিবে?

কেহ কেহ এই উক্তির উত্তরে হয়ত বলিবেন, "কেন?— যাঁহারা নাস্তিক, যাহারা ঈশ্বরে বা ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারাও ত জগতে সমাজনীতি পরায়ণ জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। মিল বা কমটির মত লোক লইয়া সমাজ ত অত্যন্ত সুশৃঙ্খলাবস্থায় থাকিতে পারে। যদি কোন সমাজের সভ্যগণের অধিকাংশ মিল বা কমটীর মত হন, তাহা হইলে ত সেই সমাজ বর্ত্তমান সময়ের সমাজ অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট হইবে। এই যুক্তির উত্তরে আমরা জেমস মিল, ও তাঁহার সুবিখ্যাত পুত্রের কথাই বলিব;—একটী ভাব যে কারণেই হউক একবার হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত হইলে সেই ভাবটীর জন্ম স্থান বা বিকাশের ইতিহাস নির্দ্ধারিত করিয়া তুমি তাহাকে পরিবর্ত্তন বা নাশ করিতে পার না। "You do not alter, much less destroy, a feeling or sentiment by giving its history: from whatever unexpected sources its constituents may be gathered, when once their confluence is complete the current they form runs on the same, whether you know them or not"—Quoted by Dr. Martineau—in p. 24 of his Lecture on Religion as affected by Modern-Materialism) এবং এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা জনষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনেই অবিসম্বাদিত রূপে প্রতিপাদিত দেখিতে পাই। মিল বলিতেন যে সমুদায় নৈতিক ভাবের মূল সুখ ও দুঃখ, যে কর্ম্ম যত সুখ উৎপাদন করে সেইটী তত অধিক নৈতিক, আর যে কর্ম্ম যত দুঃখ উৎপাদন করে সেই কর্ম্ম তত হীননৈতিক। কিন্তু এই সমুদায় মত অবলম্বন করিয়াও মিল নিজেই এক স্থানে বলিয়াছেন যে, একটী পাপ কার্য্য আমাকে যত কেন সুখ আনিয়া দিক না, তথাপি তাহা সাধন করিবার সময় আমার হৃদয় দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। মিল প্রভৃতি তাঁহাদের নৈতিক মত গঠিত করিবার পূর্ব্বেই নৈতিক চরিত্র গঠিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেই তিনি নাস্তিকতা ও হিতবাদ সম্বন্ধীয় মত সমূহ পোষণ করিয়াও অত্যন্ত উচ্চ নীতি পরায়ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন জনসমাজে ধর্ম্মনীতির পরিবর্ত্তে হিতবাদ, জড়বাদ, প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হইবে, তখন মিল বা কমটীর মত চরিত্রবান লোক আমরা নাস্তিক জগতে দেখিতে পাইব না।

সহানুভূতি সমাজনীতির একটী উচ্চ ও প্রধান সূত্র। কিন্তু এই জড়বাদ সমাজে প্রচলিত হইলে সহানুভূতি সমাজে থাকিতে পারিবে না। নৈতিকশাসন যদি জগতে না থাকে, তবে বাহ্য জগৎকে আদর্শ গ্রহণ করিয়া মানুষের চরিত্র গঠিত করা উচিত। কিন্তু জড়বাদীর মতে বাহ্য জগতে কি দেখিতে পাওয়া যায়? বাহ্য জগৎকে ত তিনি নির্দ্দয় (Pitiless) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তবে বাহ্য জগতের অনুকরণে মানব চরিত্র গঠিত করিলে সহানুভূতি তাহাতে কি প্রকারে স্থান পাইবে? বাহ্য জগৎ "নির্দ্দয়" "নির্ম্মম" "নিষ্ঠুর"—কিন্তু সহানুভূতির উৎপত্তি দয়া ও পরদুঃখ কাতরতা হইতে। এই অবস্থায় বাহ্য জগৎকে জীবনের আদর্শ করিলে মানুষের মনে সহানুভূতি পোষিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি জড়বাদ সমাজে প্রচলিত হয়, যদি ধর্ম্মকে সমাজ হইতে বিদূরিত করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই একের সাহায্য অন্যে করিবে না। তাহা হইলে নিশ্চয়ই রুগ্ন ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে কেহ বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে না। তাহা হইলে, ভাইয়ের চক্ষুর জল দেখিয়া ভাই কাঁদিবে না। তোমার দুঃখে আমার কষ্ট হইবে না, আমার দুঃখে তোমার চক্ষে জল আসিবে না, এবং জন সমাজ হইতে সমাজনীতির অন্যতম প্রধান বন্ধন সহানুভূতি একেবারে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া জনসমাজকে অশেষ দুঃখের স্রোতে ভাসাইয়া দিবে।

সহানুভূতি একটী মানব হৃদয়ের অতি উচ্চ ও মহৎ ভাব। এই ভাবের কার্য্য স্বার্থত্যাগ। কিন্তু জড়বাদ সমাজে প্রচলিত হইলে, ধর্ম্মকে তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দিলে, জনসমাজে আর প্রকৃত স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনার চক্ষু শীতল করিতে পারিবে না। অল্প বা অধিক পরিমাণে স্বার্থত্যাগ না করিলে কোন সমাজের লোক সেই সমাজকে রক্ষা করিতে পারিবে না। জড়বাদ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে? প্রকৃতিকে অনুকরণ কর; এবং জড়বাদীর চক্ষুতে দেখিতে গেলে আমরা প্রকৃতিতে কি দেখিতে পাই?—স্বার্থ ত্যাগের বিন্দু বিসর্গও জড় জগতে দেখিতে পাই না। সেখানে যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহা কেবল অপরকে বিনাশ করিয়া আপনাকে স্থাপিত করা। জড়বাদীর মতে ইহা বাহ্য জগতের প্রধান নিয়ম। যে যে স্থানে আছে সকলেই সেই স্থান বল দ্বারা অধিকার করিয়াছে। সকলেই

অপরকে বিনাশ করিয়া তাহাদের বিনাশের উপর আপনার অস্তিত্বের ভিত্তি স্থাপিত করিয়াছে। এই ছাঁচে মানব চরিত্র গঠিত হইলে, কে বলিবেন যে সমাজে স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবে? এবং ত্যাগ ভিন্ন জনসমাজ কিরূপে সুশৃঙ্খলাবস্থায় থাকিতে পারিবে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

দায়িত্ব।

চিন দেশীয় রাজবিধি অনুসারে কেহ মাতাপিতার উপর হস্ত উত্তোলন করিলে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। কথিত আছে একদা একটী যুবক তাহার স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহার বৃদ্ধা জননীকে অত্যন্ত প্রহার করে। যুবকযুবতী উভয়ে রাজ দ্বারে অভিযুক্ত হইল, এবং উভয়েই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। কিন্তু ইহাতেই আহাদের দুষ্কর্ম্মের শাস্তির শেষ হইলনা। যুবকের মাতাপিতা ভাগ্যক্রমে কেহ জীবিত ছিলেন না; কিন্তু যুবতীর বৃদ্ধা জননী তখনও জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল, এবং তাঁহার উপর বেত্রাঘাত করিতে আদেশ প্রদত্ত হইল। এই যুবকযুবতীর নগরবাসী সমুদায় প্রজাবর্গ কিয়দ্দিবসের জন্য একটী বিশেষ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন, নগরের শাসন কর্ত্তা পদচ্যুত হইলেন, এবং তাঁহার নিম্নস্থ সমুদায় রাজকর্ম্মচারির পদ ন্যূন করিয়া দেওয়া হইল। ইহারা সকলে এই দোষী যুবক যুবতীর জন্য এই দণ্ড ভোগ করিলেন। চিনদেশীয় রাজবিধি অনুসারে কেবল দোষী ব্যক্তিই শাস্তিভোগ করে না, তাহার পিতামাতা, ভাইভগিনি, আত্মীয় কুটুম্ব, প্রতিবাসী, নগরের শাসনকর্ত্তা ও অপরাপর সমুদায় রাজকর্মচারী তাহার চরিত্রের জন্য অল্প বা অধিক পরিমাণে দায়ী এবং ইহাদের সকলকেই অল্প বা অধিক পরিমাণে, তাহার পাপের ফলভাগী হইতে হয়। এই প্রকার বিচার প্রণালীর কথা শুনিয়া হয়ত সভ্যজগৎ হাসিবেন, এবং চিনবাসীদিগকে অসভ্য বন্যজাতি বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবেন, কিন্তু এই বিচার প্রণালী দেখিয়া হাসিতে বা ঠাট্টা করিতে আমাদের সাহস হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী শিক্ষিত সমাজ যাহাই বলুন না কেন, আমাদের রসনা এই প্রকার বিচার প্রণালী সম্বন্ধে উপহাস বা ঘৃণার স্বরে কোনও বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহসী হয় না।

এই বিচার প্রণালী দেখিয়া আমরা উপহাস করি না কেন? কারণ ইহা অন্যায় হইলেও ইহার মধ্যে ঈশ্বরের নৈসর্গিক নিয়মের আভাষ দেখিতে পাই। বিশ্ব পিতা পরমেশ্বর যে নিয়মে এই জগৎকে শাসন করিতেছেন, যে প্রণালীতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার বিধান অহর্নিশি করিতেছেন, সেই নিয়মের,—সেই স্বর্গীয় বিচার প্রণালীর ছায়া এই চিনদেশীয় বিচার প্রণালীতে পড়িয়াছে দেখিতে পাই, এবং তাহা তেই উপহাস বা বিদ্রূপের স্বরে কোনও কথা তৎসম্বন্ধে উচ্চারণ করিতে আমাদের সাহস হয় না। কি জনসমাজ কি আধ্যাত্মিক জগৎ, এই ব্রহ্মাণ্ডের যে স্থান পর্য্যালোচনা করিবে, সেই খানেই দেখিতে পাইবে যে কেহ নিজের অপরাধের জন্য কেবল নিজে দণ্ড ভোগ করেন না। তাঁহার পাপ-পুণ্যের জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতাপিতা, পুত্রকন্যা, ভাই বন্ধু, প্রতিবাসী, সকলে অল্প বা অধিক পরিমাণে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হইয়া থাকেন। তুমি মৃত জীবদেহ তোমার গৃহ প্রাঙ্গনে স্তূপীকৃত করিয়া রাখিলে; স্বাস্থ্য রক্ষার এই নিয়ম ভঙ্গ করিবার জন্য কেবল তোমাকেই যে শাস্তি পাইতে হইবে এমন নহে; মহামারি উপস্থিত হইয়া তোমার পরিবারস্থ অনেককে গ্রাস করিবে; প্রতিবাসীদের কত গৃহ, কত পরিবার তোমার এই অপরাধের জন্য উৎসন্ন যাইবে, ও অবশেষে হয়ত এই মহামারি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে ও দেশ হইতে দেশান্তরে সংক্রামিত হইয়া কোটী কোটী নরনারীকে অকালে শমন ভবনে প্রেরণ করিবে; এবং এই সমুদায় নরনারী তোমার পাপের জন্য দণ্ডভোগ করিবে। তুমি দুষ্কর্ম্ম করিয়া রোগাক্রান্ত হইলে, কিন্তু ইহাতেই তোমার পাপের শাস্তি হইল না। তোমার পুত্রপৌত্র তোমার দুষ্কর্ম্মের জন্য এই রোগের যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইবে। ইতিহাস খুলিয়া দেখ তাহার প্রতি পৃষ্ঠা এইরূপ দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ রহিয়াছে দেখিবে। মানুষ একটী অপকর্ম্ম করিলে তাহার তিন শতাব্দী পরে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত সেই অপকার্য্যের জন্য ফলভোগ করিতে হয়। ষোড়শ লুইর ন্যায় সচ্চরিত্র, দয়ালু রাজা পৃথিবীতে কয়জন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন? কয়জন রাজা লুইর মত তাঁহার দেশকে ও তাঁহার প্রজাবর্গকে ভাল বাসিতে পারিয়াছেন? কয়জন প্রজাবর্গের জন্য এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? কিন্তু এত গুণ থাকিতেও কেন লুই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেন? লুই তাঁহার নিজের কোনও দোষের জন্য এই শাস্তি ভোগ করেন নাই। তাঁহার নিজ মস্তক দিয়া, তাঁহার পিতা ও পিতামহ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যদি অত্যাচারী না হইতেন, যদি পঞ্চদশ ও চতুর্দ্দশ লুই প্রজাবর্গের রক্তশোষন করিয়া আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তিচরিতার্থ না করিতেন, যদি তাঁহারা দয়ালু ষোড়শ লুইর মত ধার্ম্মিক, ষোড়শ লুইর মত হিতৈষী, ও ষোড়শ লুইর মত ভালমানুষ হইতেন, তাহা হইলে বিপ্লবের তরঙ্গে সমস্ত ফরাসিদেশ আলোড়িত হইত না;—তাহা হইলে পারিশের রাজপথ রক্তস্রোতে ধৌত হইত না, তাহাহইলে পারিশবাসী সহৃদয় ব্যক্তিগণ কোমলপ্রাণা রমণীগণকে ডাকিনী যোগিনীর ন্যায় নরমুণ্ডের ধ্বজা তুলিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে ও নরহৃৎপিণ্ড ভাজিয়া প্রফুল্ল মুখে ভক্ষণ করিতে দেখিয়া বিভিষীকা পূর্ণ অন্তরে চক্ষু মুদ্রিত করিতেন না, এবং তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তান ষোড়শ লুইও এতদূর অপমানিত, এতদূর লাঞ্ছিত ও এই প্রকার নিষ্ঠুরভাবে অকালে মৃত্যুগ্রাসে

পতিত হইতেন না। দুই জনের অত্যাচারে, দুই ব্যক্তির পাপে, দুই জনের অপরাধে, সমস্ত ফরাসীদেশ রক্তস্রোতে প্লাবিত হইল, অসংখ্য নরনারী ঘোর যন্ত্রনা সহ্য করিয়া শমন ভবনে অকালে গমন করিল. অসংখ্য বিধবা ও অসংখ্য পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকার সৃষ্টি হইল এবং মানবজাতির ইতিহাসে একটী গভীর কালিমাময় অধ্যায় রচিত হইল। আবার আমাদিগের দেশের প্রতি চাহিলে সেখানে কি দেখিতে পাও? এই যে আমরা বহু শতাব্দী হইল ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া হাহাকার করিতেছি, ইহা কি আমাদের নিজের দোষে? এই যে দুঃখিনী ভারত শত শত বর্ষাবধি কেবল পর পদতলে দলিত হইতেছে ইহা কি তাহার নিজের দোষে? কে বলিবেন যে আমাদের দোষে আমরা এই কষ্ট পাইতেছি? কে বলিবেন যে আমাদের নিজের পাপের জন্য আমরা আজ এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে পড়িয়া হাহাকার করিতেছি? আমরা এ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি আমাদিগের নিজের পাপের জন্য নহে, কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অপরাধের জন্য। ভারতের ব্রাহ্মণগণ যদি ক্ষমতাপ্রিয় না হইতেন; ভারতের যোগী ঋষিগণ যদি ভ্রান্ত ধর্ম্মের প্ররোচনায় সংসারপরিত্যাগ করিয়া হিমালয় কন্দরে জীবন যাপন না করিতেন। ভারতের রাজন্যবর্গ যদি ঈর্ষা ও দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বিসম্বাদ না করিতেন, তবে ভারতের এই দুর্দ্দশা ঘটিত না, তাহা হইলে পূর্ব্বের মত ভারত আজও জগতের আলোক হইয়া বিদ্যমান থাকিত, পুরাকালের মতও আজও সমস্ত সভ্য জগৎ ভারতের পদপ্রান্তে বসিয়া বিজ্ঞান দর্শন, গণিত, সাহিত্য, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, তাহা হইলে আজও ভারত সভ্য জগতের অধীশ্বরী হইয়া থাকিতেন। কিন্তু ভারতের ক্ষমতাপ্রিয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদের প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য অপরাপর সমুদায় লোককে জ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, ভারতের ধার্ম্মিকগণ, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দৃষ্টপাতও না করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়া কেবল আপনাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনেই রত হইয়াছিলেন, এবং ভারতের রাজন্যবর্গ দ্বেষ ও ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া একে অন্যের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া স্বজাতির রক্তস্রোতে ভারতবক্ষকে ধৌত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই সমুদায় কার্য্যের জন্য আমরা আজ প্রায় সহস্র বৎসর পরে, পরপদদলিত ও জগতে পরাধীন নিস্তেজ জাতি বলিয়া ঘৃণিত ও পাপ কুসংস্কারে নিমজ্জিত হইয়া হাহাকার করিতেছি।

এক জন পাপ করিলে তাহার সম্পর্কীয় অপরাপর সকলে যেমন তাহার পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ একজন পুণ্যবান হইলে তাহার পুণ্যের সুখও সমস্ত সমাজ আস্বাদন করিয়া থাকে। অমাবশ্যার ঘোর অন্ধকার রজনীতে যেমন একটী ক্ষুদ্র দীপালোক, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন ভূমিকে আলোকিত করিতে সমর্থ হয়, সেই রূপ একটী সামান্য পুণ্য কার্য্যতে সমস্ত সমাজের মুখ উজ্জল করিয়া থাকে। গোলাপ ফুল এক স্থানে প্রস্ফুটিত হইলে যেমন তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ নরনারী সকলে তাহার গন্ধে আমোদিত হয়, সেইরূপ পুণ্যবান লোকের পুণ্যের সুখও তাহার পার্শ্বস্থ সকলে ভোগ করিয়া থাকে। এক একটী পুণ্যবান ধর্ম্মাত্মার জীবন আজও সমস্ত মানবজাতির মুখ উজ্জ্বল করিতেছে। আজও অষ্টাদশ শত বৎসর পরে মহর্ষি ঈশার পুণ্য প্রভা কত নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মের আলোক জ্বালিয়া দিতেছে; আজও অষ্টাদশ শত বর্ষ পরে অর্দ্ধ জগতের নরনারী মহর্ষি ঈশার চরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পুণ্যের আভাতেই আপনাদের হৃদয়ে পুণ্য সঞ্চার করিতেছে। সহস্রাধিক বৎসর হইল ক্রটাস ও এরিষ্টাইডিস এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজও তাহাদের ন্যায়পরায়ণতা ও স্বদেশহিতৈষনা, কত শত সহৃদয় যুবকের হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে! ষ্টিফেন ও ইগনেসিয়স্, পিটার ও পল, লরেন্স ও এনেষ্টেসিয়াস্, মার্টিনা ও ভিভিয়ার মৃত্যুর পর কত যুগ, কত শতাব্দী চলিয়া গেল, কিন্তু আজও তাঁহাদের ধর্ম্মশূরত্বের দৃষ্টান্তে কত যুবক যুবতীর হৃদয়ে প্রলোভন ও পরীক্ষার সময় বল সঞ্চারিত হইতেছে! সাবিত্রী, ও পদ্মিনী প্রভৃতি চিতোরের প্রাতঃস্মরনীয় মহিলাগণ আজও কত ভারতনারীর হৃদয়ে সতীত্বের ভাব প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছেন! হাওয়ার্ড ও উইলবার ফোর্স, এলিজেবেথ ফ্রাই ও সেণ্টকেথেরিন, আজও কত যুবক যুবতিকে পরহিতৈষণাব্রতে দীক্ষিত করিতেছেন। আর আমেরিকা যে আজ এত উচ্চআসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, ইহা তাঁহার ষোড়শ শতাব্দীর অধিবাসীগণের পুণ্যবলে! আমেরিকাবাসীগণ আজ যে সভ্য জগতের শিরোভূষণ হইয়া বসিয়াছেন, দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল গৃহতাড়িত, অত্যাচারপীড়িত পিউরিটানগণ আমেরিকার বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুণ্য ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের গুণে।

মানুষ পাপ করিলে কেবল নিজে দুঃখ পায় না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতা পিতা, পুত্র কন্যা, ভাই বন্ধু সকলকে অল্প বা অধিক পরিমাণে দুঃখের স্রোতে ভাসাইয়া দেয়। আর পুণ্য করিলেও কেবল নিজে সেই পুণ্যের সুখ ভোগ করে না, ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় পরিবার সকলকে অল্প বা অধিক পরিমাণে সুখী করে। ঈশ্বরের রাজ্যের এই বিচারপ্রণালী। নাস্তিক বা সংশয়বাদী এই প্রকার বিচারে অন্যায় দেখিতে পান। কিন্তু আমরা ইহাতে কেবল ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত আরো অধিকতর জাজ্বল্যমান দেখিয়া থাকি। মানুষকে পাপ হইতে বিরত করিবার জন্য ও পুণ্য কার্য্যে রত করিবার জন্য ঈশ্বর এত উপায় করিয়াছেন, কিন্তু অন্ধ নরনারী তাহা দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না। মানুষের দায়ীত্ব যে কি ঘোরতর তাহাও আমরা এই বিচারপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। মানুষকে তাহার দায়ীত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য ঈশ্বর এত করিতেছেন কিন্তু মানুষ তাহা বুঝিবে না। হে মানব! তুমি কি একবারও ভাবিয়া দেখনা, তোমার দায়ীত্ব কত অধিক? একবারও কি চিন্তা করিয়া দেখনা, তোমার এক একটী ক্ষুদ্র কার্য্যের উপর কত লোকের সুখ দুঃখ অল্প বা অধিক নির্ভর করে? হায়!

তুমি যদি তাহা বুঝিতে তবে পৃথিবী স্বর্গ হইত। সকল মানুষই যদি আপনার দায়ীত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া তদনুসারে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, তবে পৃথিবী আজ স্বর্গধাম হইত। মানবসমাজ দেবসমাজের শোভা ধারণ করিত। মানুষ আপনার দায়ীত্ব কত ভাবিয়া দেখে না, তাই পৃথিবীতে এত পাপ, তাই পৃথিবীতে এত দুঃখ, তাই পৃথিবী কণ্টকাকীর্ণ।

দায়ীত্ব দুই প্রকার; সাধারণ ও বিশেষ। প্রত্যেক মানুষের উপর মানুষ বলিয়া একটী দায়ীত্ব স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ দায়ীত্ব। যে মুহূর্ত্তে মানুষ পৃথিবীর আলোক দেখিয়াছে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার মস্তকের উপর একটী ভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মানুষ বলিয়া মানুষের একটী সাধারণ দায়ীত্ব আছে। এই দায়ীত্ব সকলেরই মস্তকের উপর স্থিত। এই দায়ীত্ব মানব মাত্রেরই মস্তকে সমভাবে অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভিন্ন আবার প্রত্যেক মানুষের উপর বিশেষ বিশেষ দায়ীত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। যাঁহার জ্ঞান যত অধিক, যাঁহার অভ্যন্তরের আলোক যত অধিক, তাঁহার বিশেষ দায়ীত্বের ভার ঠিক সেই পরিমাণে অধিক। তুমি আমাঅপেক্ষা যে পরিমাণে অধিকতর তেজস্বী বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছে, সেই পরিমাণে তোমার এই বিষয়ে দায়ীত্বও অধিক এবং এইটী তোমার বিশেষ দায়ীত্ব। আমি তোমাঅপেক্ষা যে পরিমাণে অধিক বাহুবল প্রাপ্ত হইয়াছি, এই বিষয়ে তোমা অপেক্ষা আমার দায়ীত্ব ঠিক সেই পরিমাণে অধিক এবং ইহা আমার বিশেষ দায়ীত্ব। এইরূপ সকল মানুষের সাধারণ ও বিশেষ এই উভয় প্রকার দায়ীত্বই রহিয়াছে, এবং যিনি আপনার এই উভয় প্রকার দায়ীত্ব হৃদয়ে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য যত সচেষ্ট হন তিনিই জগতে তত বড় লোক, তত ধার্ম্মিক।

ব্রাহ্ম বন্ধু! তুমি কি ভাবিয়া থাক তোমার দায়ীত্ব কত? যে ঘোর কর্ত্তব্য তোমার মস্তকের উপর গর্জ্জন করিতেছে, তাহার প্রতি একবারও কি কর্ণপাত করিয়া থাক? তোমার বিশেষ দায়ীত্বের গুরুত্ব কত তাহা কি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ? ব্রাহ্মসমাজে যখন প্রবেশ কর নাই, তখন তোমার মস্তকের ভার এত গুরু ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্ম হইয়া নিজের হাতে কি যে একটী বিশেষ গুরুভার তোমার মস্তকের উপর তুমি লইয়াছ ইহা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়া থাক? যদি এই দায়ীত্ব উপলব্ধি করিতে এখনও না পারিয়া থাক, তবে বলিব হে ব্রাহ্ম! তুমি এখনও ব্রাহ্ম হও নাই, তবে বলিব হে ব্রাহ্ম! তোমার দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীতে বিস্তারিত হইবে না। পূর্ব্বে ছিলে ভাল, যখন চোক্ ফুটে নাই। এখন চোক্ ফুটিয়াছে, চারি দিক্ দেখিয়াছ সত্য ধর্ম্মের আলোক পাইয়াছ, এখন তোমার মস্তকের ভার অত্যন্ত গুরু হইয়াছে। তোমার দায়ীত্বের বোঝা আরো ভারি হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই প্রত্যেকে ঈশ্বরের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে নিজে ভাল হইব, আর পরকে ভাল করিব; নিজে ধার্ম্মিক হইব, আর পরকে ধার্ম্মিক করিব। যে মুহূর্ত্তে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি সেই মুহূর্ত্তেই এই অসংখ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন নরনারীর উদ্ধারের জন্য, এই পতিত জাতির উন্নতির জন্য সকলে ঈশ্বরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। ভারতের বিংশতি কোটী নরনারীর মুক্তির জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ কালে ঈশ্বরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, এবং এই গম্ভীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী না হইয়া কোনও ব্রাহ্ম অলস জীবন যাপন করিতে পারেন না। সকল ব্রাহ্মই প্রচারক, সকল ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য দায়ী। কেবল নিজে ধার্ম্মিক হইলে হইবে না। এক দিকে নিজের জীবন সুন্দর করিতে হইবে, অপর দিকে পরের জীবন যাহাতে সুন্দর হয় তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে। ব্রাহ্ম কি অলস থাকিতে পরেন? ব্রাহ্ম কি কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইয়া থাকিতে পারেন? হে ব্রাহ্ম! যদি অলস হও, যদি কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে ইচ্ছা না কর, তবে জিজ্ঞাসা করি কেন চক্ষের জলে মাতার বক্ষ ভাসাইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলে? তবে জিজ্ঞাসা করি কেন পিতার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে অসীম দুঃখে ভাসাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে? যদি মাতা পিতার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুর পরিবর্ত্তে শতবিন্দু রক্ত আপনার দেশের উন্নতি সাধনে, মানব জাতির উন্নতি সাধনে ব্যয়িত করিতে পার, তবে তোমার কাঁদান সার্থক হইবে। তবে তোমার পিতাকে এত দুঃখ দেওয়ার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আর যদি মিছামিছি মাতাকে কাঁদাইয়া থাক, যদি বৃথা অকারণে পিতাকে এত দুঃখ দিয়া থাক, তবে নিশ্চয় জানিও তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। চিরকাল তুমি ইহার জন্য কষ্ট পাইবে। যেমন এক দিকে সত্যের জন্য মাতা পিতার মুখাপেক্ষা না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছ, সেইরূপ অপর দিকে যদি নিজের ঘোর দায়ীত্ব বুঝিয়া অক্লান্ত ভাবে আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পার, তবেই তোমার ব্রাহ্মসমাজে আসা সার্থক হইবে, তবেই তোমার জীবন ধন্য হইবে। ঈশ্বর তোমার সহায় হউন!

মানবপ্রকৃতি।

৩

মানবপ্রকৃতির দোষগুণ নিরূপণ করিতে গিয়া সম্ভবতঃ যে সকল কারণে বিবেচনাকে গ্রহণ না করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে, গত বারে তাহার তিনটীর আলোচনা করিয়াছি। এ বিষয়ে আর একটী কথা বলিবার আছে।

(৪) মিল অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে জগতে স্রষ্টার বুদ্ধির নিদর্শন আছে। মনুষ্যের,—কেবল মনুষ্যের কেন, প্রাণিমাত্রেরই—মাতৃস্নেহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি স্রষ্টার অভিপ্রায়ের পরিচায়ক। যদি জগতে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কিছু মাত্র চিহ্ন থাকে, তবে মনুষ্য যে বিবেচনার চালনা করিবে, মানবপ্রকৃতিতে ঈশ্বরের এ অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহি-

আছে। যে সকল বিষয়ে ইতর জন্তুগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির দ্বারায় চালিত, মনুষ্য তাহাতে প্রবৃত্তির সাহায্য পান না—তাঁহাকে বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। ঈশ্বর প্রবৃত্তির হস্তে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের ভার দেন নাই। প্রবৃত্তি প্রয়োজনসাধক—বিবেচনা প্রবৃত্তির নিয়ন্তা। অনেক স্থলে প্রবৃত্তির অভাব; কেবল বিবেচনাই মনুষ্যের নেতা। অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন, যখন ইয়ুরোপীয় নাবিকেরা বিজন দ্বীপে উপস্থিত হয়, কোন নূতন ফল খাইতে হইলে পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখে তাহাতে পক্ষির ঠোঁটের চিহ্ন আছে কি না—পক্ষিতে কখন বিষাক্ত ফল খায় না। এস্থলে পক্ষী মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ—পক্ষির যে জ্ঞান আছে, মনুষ্যের তাহা নাই। প্রবৃত্তি পাখিকে বলিয়াছিল "ঐ ফল খাও," মনুষ্য প্রবৃত্তির নিকট কোন সাহায্য পাইলেন না, বিবেচনার পরামর্শে পাখির উপদেশ গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বর পক্ষিকে বিবেচনা দেন নাই, তাহাকে প্রয়োজনোপযোগী প্রবৃত্তি দিলেন; মনুষ্যকে বিবেচনা দিলেন, প্রবৃত্তি ক্ষীণতর করিয়া দিলেন। পশুকে কেবল খাদ্য আহরণ করিতে হয়; মনুষ্য আহরণ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করেন না, তাঁহাকে খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। মনুষ্য পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, খৃষ্টীয়ানদিগের মতে এটী ঈশ্বরের অভিশাপ; আমাদিগের মতে এটী বিবেচনার আনুসঙ্গিক আদেশ। এই আদেশ বিবেচনার উপযোগী; এই আদেশের গূঢ় মর্ম্ম—মনুষ্য নিজবলে আপনাকে উন্নত করিবে। যতদিন শিশুর হাঁটিবার শক্তি না হইল, মাতা স্নেহময় ক্রোড়ে তাহাকে স্থান দিলেন; হাঁটিতে শিখিলে শিশুকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইল। ইতর জন্তুগুলির বিবেচনা নাই—তাহারা হাঁটিতে শিখে নাই; ঈশ্বর প্রবৃত্তির বলে তাহাদিগকে চালিত করিলেন। মনুষ্যের বিবেচনা আছে—মনুষ্য হাঁটিতে শিখিয়াছে; ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বীয়শক্তি চালনা করিতে আদেশ করিলেন। মনুষ্য ঈশ্বরের বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তান; মনুষ্যের দায়িত্ব আছে। ইতর জন্তুগুলির বিবেচনা নাই; উহাদিগের দায়িত্ব নাই। মানুষের শারীরিক গঠন এমনি যে, শরীর রক্ষার্থেও বিবেচনার চালনা করিতে হয়। ঈশ্বর মনুষ্যকে বিবেচনা দিয়া, মানব শরীরের সহিত তাহার যোগ সংস্থাপন করিয়াদিলেন। স্রষ্টার অভিপ্রায়সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিবার উদ্দেশ্যে যদি মানব প্রকৃতির সমালোচনা করিতে হয়—মিলের এই উদ্দেশ্য—তবে বিবেচনাকে বিচারে গ্রহণ করিতেই হইবে।

স্থূল কথা এই, মানবপ্রকৃতি কি পরিমাণে নীতির অনুকূল বা বিরোধী নিরূপণ করিতে হইলে, কেবল প্রবৃত্তির আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকা নিতান্তই ভ্রম। মানবপ্রকৃতির বিচারে যিনি বিবেচনাকে স্থান দিলেন না, তিনি মানুষ কাহাকে বলে বুঝিলেন না। মানবপ্রকৃতির মূলসূত্র বিবেচনা; এ সূত্র যিনি পাঠ করেন নাই, মানবপ্রকৃতি যে ভাষায় লিখিত তাঁহার সে ভাষার বর্ণ পরিচয় হয় নাই। যে নিয়ম সকলে সমগ্র বিশ্ব শাসিত হইতেছে, সে সমস্ত নিয়মের সারসংক্ষেপ একটী কথা—উন্নতি। মনুষ্যসমাজের যে উন্নতি, তাহার মূল, বিবেচনা। যিনি সমাজের আদিম অবস্থা দেখিয়া মানবপ্রকৃতি নীচ সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি মানবপ্রকৃতির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। যে নদী সুবৃহৎ প্রদেশের পিপাসা নিবারণ করিতেছে তাহার মূল সূক্ষ্ম, লক্ষে উল্লঙ্ঘনীয়। প্রবৃত্তি মানবপ্রকৃতির এক পার্শ্ব মাত্র; অপর পার্শ্ব রহিয়াছে। ধীরে ধীরে বিবেচনার শাসনে—যে সকল শিক্ষা বিবেচনার অনিবার্য্য ফল তাহাদিগের প্রভাবে, প্রবৃত্তির অপব্যবহার বিলুপ্ত হইতেছে। সভ্যতর জাতি অসভ্যের উন্নতি সাধন করিতেছে, এক দেশের আলোক অন্য দেশের অন্ধকার দূর করিতেছে, এ সকলের বীজ মানবপ্রকৃতিতেই রহিয়াছে। পণ্ডিত শত মুখে বিবেচনার প্রশংসা করিয়া মানবপ্রকৃতির জঘন্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন। একবার ভাবিয়া দেখ "বিবেচনা আছে বলিয়াই পাপ আছে," বুঝিতে পারিবে মানবপ্রকৃতি কি পদার্থ। বিবেচনার অশেষ গুণ সম্বন্ধে মত ভেদ নাই। তথাচ প্রস্তাবের পূর্ণতার অনুরোধে গুটী কত কথা বলা আবশ্যক।

দায়িত্ব বিবেচনার ফল; এ বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু বলা গিয়াছে অধিক নিষ্প্রয়োজন।

উন্নতির কারণ বিবেচনা। পশুগণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এমন কোন জন্তু আছে কি না সন্দেহ যাহার কোন না কোন বিষয়ে নৈপুণ্য নাই। হাদিগের মধ্যে প্রশংসনীয় মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদিগের বুদ্ধিও কিছু আছে,—প্রয়োজন বুঝিয়া কাজ করে, প্রয়োজন সিদ্ধির সুযোগ অপেক্ষা করে। তবে মনুষ্য কিসে ইহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ইহাদিগের যাহা আছে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। বাবুই চমৎকার কৌশলের সহিত কুলায় নির্ম্মাণ করে; চমৎকার! কিন্তু চিরকাল এক। চিরকাল বাবুই একই প্রণালীতে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে, এ কৌশলের উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই। মধুমক্ষিকা কেমন সুন্দর চাক্ নির্ম্মাণ করে; প্রতি ছিদ্রের ছয়টী পার্শ্ব যেন মাপিয়া আঁকা—কিন্তু চিরকাল এক। ইহাদিগের যে নিপুণতা তাহার পরিবর্ত্তন নাই, উন্নতি নাই, অবনতি নাই। মনুষ্যের পাত্রভেদে, কালভেদে বৈষম্য, বিষয়ভেদে প্রদেশভেদে বৈষম্য। কাশ্মীরি শাল বিলাতে হয় না; বিলাতের কল ভারতবর্ষে হয় না; তাজমহল, যাহাদিগের রচনা তাহাদিগের তুল্য শিল্পী এখন পাওয়া ভার। মক্ষিকাদিগের মধ্যে কোন বৈষম্য নাই; সকলেই সমান দক্ষ, সকলেরই একই বিষয়ে দক্ষতা, চিরকালই তুল্য দক্ষতা। এ দক্ষতা প্রবৃত্তির ফল; প্রবৃত্তি ইহাদিগকে যে দিকে লইয়া যায় ইহারা সেই দিকেই যায়—আপত্তি নাই, প্রশ্ন নাই। এমন সুন্দর করিয়া, এত যত্নের সহিত কেন মধুমক্ষিকা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে? প্রতি গৃহেরই ছয়টী ভিত্তি কেন? কোনটীর চারি কি কোনটীর পাঁচ পার্শ্ব হইলে কি গৃহ বাসোপযোগী হইত না? ছয়টী পার্শ্বেরই ঠিক তুল্য দৈর্ঘ্য কেন? এ কৌশল ইহারা কোথায় শিখিল? অন্য বিষয়ে ইহাদিগের কিছুমাত্র পারদর্শিতা

নাই কেন? কাহারও নিকট শিখে নাই, কিছুই জানে না; প্রবৃত্তি যাহা বলিতেছে তাহাই করিতেছে, কারণ জিজ্ঞাসা নাই! যে বিষয়ে প্রবৃত্তির সহায়তা লাভ করিতেছে, তাহাতে মনুষ্যকে পরাজিত করিতেছে; যখন প্রবৃত্তির অভাব, তখন একেবারে জড়! হ্রাস বৃদ্ধি মনুষ্যের বিশেষ অধিকার; হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনার ফল, কেবল মনুষ্যই বিবেচনাসম্পন্ন। যে কোন বিষয়ে হউক, মনুষ্য স্বীয়শক্তিতে নৈপুণ্য লাভ করিতেছেন। বিবেচনার অভাবে উন্নতি অসম্ভব। বিবেচনাসত্বে উন্নতি না হওয়া অসম্ভব; বিবেচনা চাপিয়া রাখিবার বস্তু নয়।

বিবেচনার অভাবে উন্নতি অসম্ভব; অবনতিও অসম্ভব। উন্নতি, অবনতি, এই দুইটী শব্দ বিপরীত, অথচ মূলতঃ সম্বদ্ধ। মধুমক্ষিকার কৌশলের উৎকর্ষ নাই, কিন্তু অপকর্ষও নাই। যে কারণে উৎকর্ষ নাই, সেই কারণেই অপকর্ষ নাই—বিবেচনার অভাব। তবে কি এ কথা সত্য যে বিবেচনাসত্বে উন্নতি না হওয়া অসম্ভব? কেন? অবনতিও ত ঘটিতে পারে? পারে। মানব চরিত্রের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ঠিক এক স্থানে স্থির থাকা অসম্ভব; অগ্রসর হইবার চেষ্টা কর, নচেৎ পশ্চাৎ গমন করিতে হইবে। যে সর্ব্বদা স্বীয় চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি না রাখে, তাহার অধোগতি নিশ্চিত; যদি দৃষ্টি রাখে তবে তাহার উন্নতি অবধারিত। মানুষ এক ভাবে থাকিতে পারে না। অবনতিও ঘটিতে পারে; ঘটিয়াও থাকে; কিন্তু পরিণাম উন্নতি। অধোগতি অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। এ জগতের নিয়ম উন্নতি। মনুষ্য সমাজে, কোন দেশে, উন্নতির স্রোত কিছুকাল রুদ্ধ থাকিতে পারে; কিন্তু পুনরায় আসিয়া স্বীয় অধিকার স্থাপন করে।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্ম-মন্দির।

রবিবার ২২শে পৌষ ১৮০০ শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

কোন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি ধর্ম্ম পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছিলেন। তিনি সর্ব্বত্র ধর্ম্ম অন্বেষণ করেন, গ্রন্থপাঠ, সাধু সঙ্গ করেন, এইরূপ নানা উপায়ে ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তিনি এক স্থানে উপদেশ পাইলেন "সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে গমন কর।" তিনি তাহাই করিলেন। ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, ক্রমে বহু দূর গমন করিয়া একটী আলোক দেখিতে পাইলেন, তথায় যাইয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি বসিয়া ধ্যান করিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন "হায় আমি কি করিলাম।" এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া ঐ ব্যক্তি তথায় উপবেশন করিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন কি জন্য ইনি খেদ করিতেছেন। কিছুকাল পরে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, তখন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি ঐ অরণ্যবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন বনে আসিলেন? খেদই বা করিতেছেন কেন?" ইহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "আমি উপদেষ্টার বাক্যে বনে আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আমি একবার ধ্যান করি, কিন্তু বারম্বার আমার পরিবার, অট্টালিকা, বন্ধু বান্ধব মনে আইসে, আমার মনে সে সকল বস্তু রহিয়াছে, দূরে নহে। তুমি যদি ধর্ম্ম চাও সংসারে ফিরিয়া যাও, তথায় সত্য এবং ন্যায় রক্ষা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর। আমি কেন যাইতেছি না, আমি আমার চিত্তকে সংযত করিয়া যাইব অন্যথা চিত্তের এ দুরবস্থা লইয়া যাইব না।" ধর্ম্মপিপাসু একথায় প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া আরও অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন এক তপস্বী বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। তিনি সেই তপস্বীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! আপনি অশ্রুপাত করিতেছেন কেন?" তপস্বী বলিলেন "আমি এতকাল তপস্যা করিতেছি কিন্তু কি উপায়ে ব্রহ্মদর্শন করিব, বুঝিতে পারিতেছি না।" ইহায়ও ধর্ম্ম পিপাসু আরও ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন এক তপস্বী তাঁহাকে বলিলেন। "তুমি এই পথে গমন কর, শীঘ্রই ধর্ম্ম লাভ হইবে।" এইরূপে কতক দূর গমন করিয়া তিনি ঘোর অরণ্যে পড়িলেন, চতুর্দ্দিক্ ঘোর অন্ধকার, হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ। তখন তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন ঘোর দুঃখে পড়িলাম। বিপদ যখন উপস্থিত হয়, তখন করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর সহায় নাই। তাঁহার নিকট তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দুঃখী, বিপন্ন ধর্ম্ম পিপাসুর ক্রন্দনধ্বনি স্বর্গে আঘাত করিল, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই জন্য আমাদের দেশের ধর্ম্মোপদেষ্টারা বলেন ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মস্তকের উপর এক আলোক প্রকাশিত হইল, সেই আলোক অনুসরণ করিয়া তিনি বন উত্তীর্ণ হইলেন; তৎপর দেখিলেন সম্মুখে এক বৃহৎ নদী। তখন তিনি অস্থির হইয়া ভাবিলেন কি করিবেন, পশ্চাতে ঘোর অরণ্য, সম্মুখে অতি বিস্তৃত নদী। তখন তিনি দেখিলেন তাঁহার মস্তকের উপরিস্থ আলো নদীর উপর দিয়া যাইতেছে, তিনি তাহার অনুসরণ করিলেন। তখন জল তাঁহার জানুর নীচে রহিল। তখন তিনি জল পার হইয়া দেখিলেন, এক প্রস্তর ফলকের উপর লিখিত রহিয়াছে "বিশ্বাসীরা এখানে উপস্থিত হইবেন।" এই আখ্যায়িকা দ্বারা উৎকৃষ্ট উপদেশ লাভ করিলাম। ব্যাকুলচিত্তে পরমেশ্বরকে প্রার্থনা করিতে হইবে, পরমেশ্বর ভিন্ন আমাদের গুরু নাই। তিনিই আমাদের এক মাত্র উপদেষ্টা, তিনি ভিন্ন ভ্রান্ত মনুষ্যের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিলে, মনুষ্যের কথায় ভুলিলে ভ্রান্তিতে পড়িতে হইবে। পরমেশ্বর আত্মাতে প্রকাশিত হইয়া যে পর্য্যন্ত পথপ্রদর্শন না করিবেন, আমাদিগকে এই সংসার অরণ্য হইতে মুক্ত হইতে অনেক বিড়ম্বিত হইতে হইবে। কিন্তু সেই স্বর্গীয় আলোক প্রকাশিত হইলে আর আমাদের ভয় নাই, পরমেশ্বরের বাক্য অভ্রান্ত, অপরিবর্ত্তনীয়। তাঁহার উপদেশে চলিলেই পরি-

ত্রাণ, মনুষ্যের মুখে সত্য লাভ করিয়া চলিলে বারম্বার বিড়ম্বিত, প্রতারিত হইতে হইবে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বরের নিকট হইতে সত্য পাইয়া যাহাতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, তজ্জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করি। ইহাই ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদেশ।

সমালোচনা।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের যোগ্যতা ও নিয়োগ সম্বন্ধে ট্রষ্টীগণের মত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা সমাজের সভাগণ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহের প্রতিবাদ করেন। উক্ত সমাজের তৎকালীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত বিবাহ সমর্থন করাতে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে বেদীর কার্য্য হইতে অপসৃত করা হয়। কিন্তু এ বিষয় সমাজের ট্রষ্টীগণের বিচার্য্য বলিয়া তাঁহারা ট্রষ্টীদিগের মত গ্রহণ করেন। এই পুস্তক খানিতে সেই মতগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন রায়, ও শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাসের মত পাঠগণের গোচরার্থ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ—

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক মহাশয়েষু—

বহুমান পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

আপনকার গত ২৯শে বৈশাখের পত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, বাবু গোবিন্দপ্রসাদ রায়, বাবু রামপ্রসাদ সেন এবং বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৩০শে বৈশাখের পত্র ও তৎসহ প্রেরিত মুদ্রিত কাগজাদি বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম।

আপনাদিগের প্রধানতঃ দুই প্রশ্ন—

(১) যে ব্যক্তি পৌত্তলিক, কিম্বা পৌত্তলিকতার সহিত সংসৃষ্ট সে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারে কি না?

(২) যাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ, বিশেষ উপদেশ, এবং বিশেষ অণুপ্রাণনার নাম লইয়া ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের প্রচলিত ও পরিগৃহীত নীতির অন্যথাকারী কিম্বা প্রতিকুলবাদী হন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে স্থান পাইতে পারেন কি না? এই দুই প্রশ্ন আপনাদিগের সকল প্রশ্নের সারমর্ম্ম।

প্রথম প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমাদিগের সংক্ষেপতঃ এই বক্তব্য যে, পৌত্তলিকতা ও ব্রাহ্মধর্ম্মে নিত্য বিরোধ। সুতরাং যিনি স্বয়ং পৌত্তলিক, অথবা সমাজের অনুরোধে পৌত্তলিকতার সহিত সংসৃষ্ট পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে তিনি আচার্য্য হইবার অধিকারী নহেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তরেও আমরা ঐরূপ কথা বলিতেই বাধ্য। কারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনই পয়গম্বর, অবতার, [illegible] প্রেরিত দূত, [illegible] গুরু, মধ্যবর্ত্তী প্রভৃতির সহায়তা ও বিশেষ বিধানের বিরোধী। যিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, কোন ব্যক্তি ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আদিষ্ট কি উপদিষ্ট হন সুতরাং তিনি যাহা বলেন তাহা ঈশ্বরের কথা;—যিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে মনুষ্যজাতি বিবেক ও বুদ্ধির সাহায্যে যে ধর্ম্ম ও যে নীতি অবলম্বন করে তাহা এক এবং ব্যক্তি বিশেষের নিকট বিশেষরূপে প্রকাশিত দিব্যজ্ঞান আরও উর্দ্ধতর নীতি;—যিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরানুগৃহীত গুরু দ্বারা সাধারনের জ্ঞান বুদ্ধির অগম্য গূঢ় ধর্ম্মনীতি প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং সেই গূঢ় ধর্ম্মনীতি প্রচলিত ধর্ম্মনীতির বিরোধিনী হইলেও তাহা দেববাণী—অথবা যিনি এইরূপ বিশ্বাস করেন যে সাধারণ সাহিত্য যাহাকে মহানুভব ব্যক্তি বলে, মহাপুরুষ তাহা অপেক্ষা বিশেষ অর্থে উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তিদিগের উক্তিই ধর্ম্মনীতি, তিনি পরম সাধু হইলেও অব্রাহ্ম.—অতএব পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে কোনরূপে তাদৃশ ব্যক্তিগনের স্থান পাওয়া উচিত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের উপাসনায় সকলকে সমান অধিকার দেয়, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে বিশেষ আদিষ্ট, বিশেষরূপে উপদিষ্ট কি অনুপ্রাণিত, বিশেষ বিধানে প্রেরিত কি পরিচালিত অথবা বিশেষ অর্থে মহাপুরুষ কি ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট গুরু বলিয়া স্বীকার করে না। এই সকল দূষিত মত যিনি ঘৃণাক্ষরেও অনুমোদন করেন, তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে কখনই আচার্য্য কি উপদেষ্টার আসন পাইতে পারেন না।

ঢাকা,
১১ই ফাল্গুন।
১২৮৫।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ,
পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের
অন্যতম ট্রষ্টী।
শ্রীরাধিকামোহন রায়।
শ্রীঅভয়চন্দ্র দাস।

ব্রাহ্মসমাজ।

শিবনাথ বাবু হাইদ্রাবাদ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে তত্রত্য শিখদিগের উপাসনালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, এবং সকলে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ করিয়াছিল। বক্তৃতা শেষ হইলে পণ্ডিতদিগের সঙ্গে বেদ ও অপরাপর শাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষয়ে এবং সাধারনতঃ বিশ্বাস বিষয়ে বিচার হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় সম্প্রতি সপরিবারে মূলতান গমন করিয়া প্রজ্জলিত উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি তত্রত্য স্কুল গৃহে উর্দ্দু ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা শুনিতে এত লোক আসিয়াছিল যে, মূলতানে পূর্ব্বে কখন এ প্রকার দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিনী প্রতিদিন ব্রাহ্মপরিবারদিগের মধ্যে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। একটি পরিবারে এক দিবস প্রায় ত্রিশ জন ভদ্র

মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কিছু দিন হইল অগ্নিহোত্রী মহাশয় জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্য্য মহাশয় তাঁহাদের সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসবের যে কার্য্য-বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম—

গত ৯ই ও ১০ই ভাদ্র, রবিবার ও সোমবার সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের নবসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা ও সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবে সিলিগুড়ি নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, জলপাইগুড়ি নিবাসী বাবু চণ্ডীচরণ সেন, রঙ্গপুর নিবাসী বাবু জগন্নাথ সরকার, গোপালপুর নিবাসী বাবু কালীশঙ্কর দাস এবং বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রভৃতি মহোদয়গণ যোগ দিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমাদের অতিশয় আনন্দের বিষয় যে এই ক্ষুদ্র সমাজটী এক বৎসর কাল নানা বিঘ্ন, বিপত্তি, দুর্দ্দৈব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। সমাজের যেটী বিশেষ অভাবছিল তাহাও পূর্ণ হইয়াছে, ক্ষুদ্র সমাজটী স্থানীয় ব্রাহ্মগণের উৎসাহে ও যত্নে একটী নিজস্ব গৃহ প্রাপ্ত হইয়াছে। উৎসবনিবন্ধন যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার একটী সংক্ষেপ বিবরণ নিম্নে প্রকাশ হইল।

৯ই ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ৮॥ঘণ্টা পর্য্যন্ত কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস মহাশয় উপাসনা করেন।

১১টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত উত্তরবাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় একটী সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা যে প্রকার পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—এই গৃহ "সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহ" নামে আখ্যাত হইল, এই গৃহে প্রত্যেক দিবস অন্ততঃ প্রত্যেক সপ্তাহে এক মাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্ব মঙ্গলময়, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বস্রষ্টা, পরম পবিত্র পরমেশ্বরের উপাসনা হইবেক। অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন কল্পিত দেবদেবির উপাসনা হইবেক না। এই গৃহে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ করা হইবেক না, এবং কোন প্রকার আহার পান করা হইবেক না। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন সূচক সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কোন প্রকার সঙ্গীত হইবেক না, এবং কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার উপহাস কি বিদ্রুপ করা হইবেক না। উল্লিখিতরূপে কেবল ঈশ্বর উপাসনার জন্য আমরা সকলে সমবেত হইয়া পরমেশ্বরের কার্য্যে এই গৃহ উৎসর্গ করিলাম। পরে কয়েকটী সঙ্গীত হইল।

অপরাহ্নে ২টার পর সহকারী সম্পাদক বাবু গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী প্রার্থনা করিয়া সমাজের বার্ষিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু কালীশঙ্কর দাস মহোদয়গণ দয়া করিয়া যে যে পুস্তক সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজকে প্রদান করিয়াছেন তন্নিমিত্ত উপরোক্ত মহোদয়গণের নিকট আমাদিগের উপকার স্বীকার মানসে তাঁহাদিগের প্রদত্ত পুস্তক সকলের নাম উল্লেখ করিলেন। পরে কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস মহাশয় কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ সরকার ও বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহোদয়গণ ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে কয়েকটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। আর একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহা এই;—ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক ক্রয় করিতে চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য সংকল্প করেন এবং তন্নিমিত্ত তৎকালে যে যে বন্ধুগণ যে দান স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশ হইল।

বাবু	চণ্ডীচরণ সেন	২
,,	ক্ষেত্রমোহন দত্ত	॥০
,,	আনন্দচন্দ্র রায়	১
,,	কেদারনাথ চট্টপাধ্যায়	১
,,	জগন্নাথ সরকার নগদ	১
,,	ঐ ঐ মাসিক	।০

সায়ংকালে সংকীর্ত্তন হয়, তৎপরে শ্রীযুক্ত কবিরাজ কালীশঙ্কর দাস মহাশয় সায়ংকালীন উপাসনা করেন।

এই দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় এবং রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ সিংহ মহাশয়ের বাসায় প্রীতি ভোজন হয়।

পর দিবস সোমবার ১০ই ভাদ্র বর্ত্তমান উপাচার্য্য কৈলাস চন্দ্র সেন প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ সরকার মহাশয় উপাসনা করেন এবং উপদেশ দ্বারা সকলকে বুঝাইয়াছেন যে সামাজিক উপাসনায় যোগ দেওয়া ব্রাহ্মগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বিষয় কার্য্যে অনবকাশ বশতঃ এই দিবস ৯টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত আর কোন কার্য্য হয় না।

১২ই ভাদ্র বুধবার বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এখানে আগমন করিয়াছিলেন। রাত্রি ৭॥ টা হইতে প্রায় ১০ টা পর্য্যন্ত তিনি "বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বাঙ্গালার বর্ত্তমান অবস্থা" এই সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী এরূপ মনোহর হইয়াছিল যে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েও ধর্ম্মভাব উচ্ছ্বসিত না হইয়া থাকিতে পারে নাই।

বিনয়াবনত
কৈলাসচন্দ্র সেন
সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজের
উপাচার্য্য।

প্রেরিত।

বাল্যবিবাহ ও ছাত্রগণ।

মহাশয়।

কিছুদিন হইল আপনার তত্ত্ব-কৌমুদী পত্রিকায় কলিকাতা ছাত্র সভার বাল্যবিবাহ নিবারণ অনুষ্ঠানের বিষয় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে—

১। ছাত্র সভা কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রদিগের

নিমিত্ত নহে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা ইহার সভ্য হইতে পারেন। সুতরাং যে কার্য্য দ্বারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মতের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ছাত্রসভা কখন প্রস্তুত হইতে পারেন না।

২। ছাত্রসভার সভ্য অধিকাংশ হিন্দু, প্রায় সকলেরই কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দু, মানবধর্ম্মসংহিতার যে শ্লোকের ছায়ায় সম্বদ্ধ হইয়া মহাপাপ বাল্যবিবাহ নিত্য বিষময় ফল প্রসব করিতেছে, আজিও এই সকল হিন্দুরা সেই মহান্ অনর্থের মূল সেই শ্লোককে ঈশ্বর বাক্যবৎ সম্মান করিয়া, একাদশাধিকবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ অবৈধ বিবাহ বিবেচনা করেন। সুতরাং ইঁহারা ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা কন্যা বিবাহ করিবেন না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন না।

৩।১৮৭২ সালের তিন আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যখন কেশব বাবু এতদ্দেশীয়া বালিকাদিগের বিবাহের প্রকৃত সময় অবধারণ করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগের মত গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন বিজ্ঞ ব্যক্তি চৌদ্দ বৎসর বালিকাদিগের বিবাহের উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই মতানুসারে উক্ত আইনে সাড়ে চৌদ্দ বৎসর বিবাহের ন্যূনকল্প কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে যদি আবার, ছাত্র সভা ষোড়শ বৎসর নির্দ্দেশ করেন তাহা হইলে ঐ সভার উন্নত ও স্বাধীন মনা সভ্যদিগের মধ্যেও যে অনেকে তাহার অনুমোদন করিবেন্ তাহা বোধ হয় না।

৪। বাল্যবিবাহ নিবারণ করিবার নিমিত্ত ছাত্র সভার যে একটি সাধারণ অধিবেশন হয় ঐ অধিবেশনে সভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, কন্যার বয়ঃক্রম বিষয়ে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলে অনেক তর্কের পর আপাততঃ প্রস্তাব স্থগিত রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিল।

৫। ছাত্র সভার অন্যূন বার জন সভ্য যদি তত্ত্বকৌমুদীর প্রস্তাবিত প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলেই সভার কার্য্যকারী সভা তাঁহাদিগের নিমিত্ত ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র লিখাইয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র সকলের জন্য হইতে পারে না।

৬। ইতিপূর্ব্বে একবার আমি আপনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কি না অবধারণ করিবার মানসে সভ্যদিগের অনেকের মত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে উন্নতিশীল ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সভ্যই এই প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিতে চাহেন না, সুতরাং আমার বোধ হয় এই প্রকার প্রতিজ্ঞা পত্র ছাত্র সভা হইতে না হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইলে ভাল হয়।

৭। যুবকের সহিত বালিকার বিবাহের অপেক্ষাকৃত অনিষ্টের বিষয়ে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। অনেক দিবস হইতে এই সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইলেও সভ্যদিগের ধর্ম্মভাবের বিরোধী না হইয়া অনিষ্ট নিবারণের উপায় স্থির করিতে পারি নাই বলিয়া প্রস্তাব সভায় উপস্থিত করিতে পারি নাই। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন্ তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হই।

৮। বাল্য বিবাহ বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাদিগের মত আমাদিগের নিকট বিশেষ আদরণীয়। তাঁহারা এই ভয়ানক কুপ্রথা নিবারণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের চিরবন্ধু প্রিয়তম কেশব বাবুর সহিত বিবাদ করিয়া আপনাদিগকে সকল অসত্যের এবং সকল প্রকার কুপ্রথার, বিশেষতঃ বাল্য বিবাহের প্রকৃত শত্রু বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী সাধারণ সমাজের সংবাদ পত্র, সুতরাং যদি তত্ত্বকৌমুদী ছাত্রসভাকে এই বিষয়ে পরামর্শদ্বারা সময়ে সময়ে সাহায্য করেন তাহা হইলে ছাত্রসভার সভ্যেরা আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রস্তাবের বিষয়ে এই কয়টি কথা বলিয়া নিরস্ত হইলাম। এক্ষণে ছাত্রসভার সভ্যদিগের প্রতি কিছু বক্তব্য আছে। তাঁহারা যে মহৎ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন তাহার আংশিক সম্পাদনে তাঁহাদের বিশেষ গৌরব নাই। যদি দেশ হইতে মহাপাপ বাল্য বিবাহকে দূরীকৃত করিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যতক্ষণ উহা সমূলে ভারতভূমি হইতে উৎপাটিত না হয় ততক্ষণ তাঁহারা যেন স্থির না থাকেন। এই পুরাতন কুসংস্কার দেশ হইতে বহিস্কৃত করিতে তাঁহাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, হয়ত সময়ে সময়ে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, কিন্তু যদি সামান্য স্বার্থবিসর্জ্জন দিয়া অবশেষে এই ভয়ানক অনিষ্টের উপর জয় লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় তাঁহাদের তাহা করা উচিত। দেশীয় প্রথার অনুরোধে, শাস্ত্রকারদিগের অনুরোধে, ভারত অনেক সহ্য করিয়াছে, অনেক সহ্য করিতেছে। বাল্যবিবাহ জাতিভেদ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি শত শত ভয়ানক জঘন্য প্রথা দেশ ছারখার করিতেছে। যে শাস্ত্রসমুদয় এক সময় ভারতভূমিকে জগতের উজ্জ্বল রত্ন ও সকলের আদর্শস্থান করিয়াছিল, কালভেদে ঐ সকল শাস্ত্রের পরিবর্ত্তনের দোষে দেশ মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে; সহস্র সহস্র পাপে ভারত নিমগ্ন। অসত্যের উপর জয় লাভেই জ্ঞানের প্রধান গৌরব। জ্ঞানের প্রকৃত নাম সত্য। বিদ্যা সেই জ্ঞান লাভের প্রধান উপায় বলিয়াই জগতে বিদ্যার এত আদর। সুতরাং যে বিদ্যার দ্বারা সত্যের প্রচার ও অসত্যের পরাভব না হইল, সে বিদ্যা অতি অকিঞ্চিৎকর। ইংরাজী শিক্ষা ভারতে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, হিন্দু শাস্ত্রই এ দেশের এক মাত্র বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত। আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা বহু দিন পর্য্যন্ত দেশের রাজভাষা থাকিলেও (ঐ সকল ভাষায় লিখিত পুস্তকের দ্বারা) ভারতবাসীদিগের জীবনের যে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা, ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ভারতবাসীর মনের ভাব সকল এখন অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত, এত দিনে ভারতের চক্ষু কিয়ৎপরিমাণে উন্মীলিত

হইয়াছে, এতদিনে ভারত জানিয়াছে যে, যে সকল প্রথা সনাতন আর্য্যপ্রথা ভাবিয়া চিরদিন সে যত্নে সমাজে পোষণ করিয়াছিল, সেই সকল প্রথাই তাহার অবনতির মূল। যে সকল শাস্ত্র তাহার পুরাতন সম্পত্তি জ্ঞানে সে এত আদরে রক্ষণ করিত, সেই সকল শাস্ত্র ভয়ানক ভ্রমে পরিপূর্ণ; যে ভাবকে সে প্রকৃত শান্তি বিবেচনায় এত দিন আগ্রহের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিল, সে ভাব বাস্তবিক শান্তি নহে, কেবল অবসাদ মাত্র। পাশ্চাত্য সভ্যতা, পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে নিদ্রিত ভারত আজি জাগ্রতপ্রায়; সমস্ত জগৎ ব্যস্তভাবে কৌতুহলের সহিত তাহার জ্ঞান সঞ্চার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। কোন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি ঔষধপান করিয়া যখন ক্রমে ক্রমে জ্ঞান সঞ্চারের চিহ্ন সকল প্রকাশ করেন, তখন যেমন তাঁহার হতাশ্বাস আত্মীয়গণ তাহার মুখের দিকে বাষ্পপূর্ণ লোচনে চাহিয়া থাকেন, অর্দ্ধ জাগ্রত ভারতের মুখ পানে সেইরূপ আগ্রহ, সেইরূপ আশাপূর্ণ লোচনে সভ্য জগৎ চাহিয়া আছে। কিন্তু যদি জ্ঞানৌষধ পান করিয়াও ভারত জাগ্রত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় মোহনিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, যদি পূর্ব্বের ন্যায় বিষময় প্রথা, ভ্রমমূলক শাস্ত্র সকল আদরে পোষণ করে, তাহা হইলে ভারতের সুখসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তগত হইয়াছে বলিতে হইবে।

মনুর মত অগ্রাহ্য করিলে ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করা হইল, এ কথা কেন স্বীকার করিব? মনুর সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। কে মনু? মনু ভারতের প্রধান ব্যবস্থাপক। তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হয় নাই ইহা বলিতে পারি না, বলিলে কৃতঘ্নতা হইবে। কিন্তু অপকারও বিস্তর হইয়াছে। দোষ মনুর নহে, দোষ মনুর পরবর্ত্তী স্থিতিশীল শাসনকর্ত্তাদিগের। মনুর দূরদর্শীতা, প্রজ্ঞা, ও অন্য অন্য সদ্গুণের নিমিত্ত তাঁহাকে মান্য করি, কিন্তু শত অপকার চক্ষে দেখিয়াও তাঁহার মত লঙ্ঘন করিলে অধর্ম্ম হইবে এ কথা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। তাই বলি, আর কেন, মনুর দিন গিয়াছে, শাস্ত্রের দিন গিয়াছে, এখন যাহা কুরীতি বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহাতে মনুর অনুরোধ শুনিয়া কাজ নাই, শুনিলে সকল প্রকার মঙ্গলের পথ রুদ্ধ হইবে।

ছাত্রসভার জনৈক সভ্য।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

সম্পাদক মহাশয়!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে হরিনামের ছড়াছড়ি হইতেছে। উপাসনায় হরি, সংগীতে হরি, কীর্ত্তনে হরি, উপদেশে হরি। গত রবিবার ভাদ্রোৎসবের দিন ব্রহ্মনামের পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্র হরিনামই ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাতঃকালে কেশব বাবু বেদীতে ছিলেন। তিনি হরির প্রতি অতি সম্মানসূচক ও চমৎকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। উপদেশের সময় বলিয়াছিলেন "ওরে হরি রে, একবার আয় রে, দেখে যারে, সন্ধ্যা ত হল রে, আমার কি গতি হবে রে" ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যাহ্ন কালে বঙ্গ বাবু উপাসনাকালে ব্রহ্মকে "লীলাময় হরি" বলিয়া ডাকিতেছিলেন। এবার অনেকগুলি নূতন সংগীত রচিত হইয়াছে। একটী সংগীতে আছে:—

"আহা মরি মরি! কি শোভার সেই হৃদয় বৃন্দাবন,
ও তার স্বরূপ নাই জগতের মাঝে, অপরূপ অখিল পাবন।"

২টার পর বেদীর সম্মুখস্থ রেলের ভিতরে বাবু গিরিশচন্দ্র সেন, গৌর গোবিন্দ রায়, অঘোর নাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রবেশ করিলেন। ভিতরে দুইখানা বনাতে মোড়া বেঞ্চ রাখা হইয়াছিল, সকলে তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র গেরুয়া বসন হাতে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া একে একে সকলকে গেরুয়া চাদর পারাইলেন এবং সকলকে অতি বিনীত ভাবে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ততক্ষণ বেদীতে উপবিষ্ট ছিলেন। বসন পরিধান কার্য্য সমাপ্ত হইলে কেশব বাবু দণ্ডায়মান হইয়া একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিলেন ও একটী উপদেশ দিলেন। গেরুয়া পরিহিত প্রচারকদিগকে আচার্য্য ও অধ্যাপক বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যে, যিনি আচার্য্যের আচার্য্য তিনি তাঁহাদিগকে এই পবিত্র কার্য্যের ভার দিয়াছেন, কোন মনুষ্যের আহ্বানে তাঁহারা এই কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। এই কার্য্যের জন্য দশজন চিহ্নিত আছেন, তন্মধ্যে এই চারিজন বিশেষরূপে চিহ্নিত হইলেন। ঢাকা হইতে আগত বঙ্গ বাবু ত্রৈলোক্য বাবু প্রভৃতির এবার কিছু হইল না।

জনৈক দর্শক।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. Sep 1879.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ৯ম সংখ্যা।
১৬ই, আশ্বিন বুধবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০।
বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফস্বল ঐ ৩৲

দুইটী পদার্থ আছে, একটী মনোহর, অপরটী ভীষণ;—প্রাকৃতিক শোভা ও বিপদ। দুয়েরই এক ধর্ম্ম—অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দেয়। প্রকৃতির মাধুরী দেখিয়া হৃদয় প্রশ্ন করে, এ রচনা কাহার? চন্দ্র কিরণজালে নীল আকাশ ভাসাইয়া দিতেছে, দেখিয়া হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, কাহার অঙ্গুলি একটী একটী পরমাণু দিয়া এই জ্যোতিঃ প্রস্রবণ সৃজন করিল? সকলের হৃদয় জিজ্ঞাসা করে না, সকলের চক্ষুঃ নাই। দুঃখভারে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বিপুল সংসারে মনুষ্য একাকী, চারিদিক্ অন্ধকার, কোন দিকে পথ নাই; হৃদয় ব্যাকুল হইয়া বলিল "পরমেশ্বর!" একটী অতি কোমল ভাবে হৃদয়কে সম্বোধন করিল, অপরটী দারুণ আঘাতে হৃদয়ের ছিদ্রে ছিদ্রে বেদনা ভরিয়া দিল, উভয়েই পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিল। মধুর সম্বোধন সকলের কর্ণে পৌঁছে না। ঘোর অন্ধকার সকলেরই হৃদয়ে আলোকের পিপাসা আনিয়া দেয়।

একটী আবরণ আছে, ঈশ্বরকে ভুলিলে গাঢ়তর হয়, ঈশ্বরকে ভালবাসিলে স্বচ্ছ হইয়া যায়। একটী একটী প্রলোভন হৃদয়কে বশ করিতেছে, একটু একটু করিয়া এই আবরণ ঘনীভূত হইতেছে। এক এক বিন্দু ঈশ্বরের প্রেম হৃদয়কে সিক্ত করিতেছে, এই আবরণ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে, ক্রমে অধিক স্বচ্ছ হইতেছে। এই আবরণ মৃত্যু। সংসারের সুখে যে ডুবিয়া রহিয়াছে, শ্মশানের নামে তাহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে: তাহার সুখ ত ফুরাইল! যে পরমেশ্বরের প্রেমে মত্ত সে শ্মশানের মধ্য দিয়া জীবনান্তর দেখিতে পায়। মৃত্যু মনুষ্যের চক্ষুঃ হইতে পরলোক লুকাইয়া রাখিতেছে। মৃত্যুর ছলনার পরম ঔষধ ঈশ্বরপ্রেম। এ ঔষধ যে সেবন করিয়াছে সেই জানে মৃত্যু কি, পরকাল কি, মনুষ্যের আত্মা কি। যে সত্য জানে এ অসত্যের সংসারে সে উন্মত্ত বলিয়া পরিচিত। জ্ঞানের অর্থ উন্মত্ততা!

ব্যক্তিগত ধর্ম্ম।

সচরাচর দেখা যায় মনুষ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যক্তিগত দোষে সমাশ্রিত হইয়া থাকে। হয় মনুষ্য সংসারকে পাপাগার বলিয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয় করে; নতুবা সংসারই সর্ব্বস্ব, জীবের হিতসাধন একমাত্র ধর্ম্ম এবং পরমার্থ বিষয় আলোচনা কেবল কল্পনা বৃত্তির চরিতার্থ সাধন বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এই উভয় প্রকার মতই সংকীর্ণ ও অনিষ্টকর। সংসারত্যাগীর ধর্ম্ম কেবল স্বার্থপরতা এবং সংসারসর্ব্বস্ব ব্যক্তির ধর্ম্ম কেবল পরোপকার এবং ইহলোকের ক্ষুদ্র সুখেতেই আবদ্ধ। সংসারত্যাগী ব্যক্তি যেমন কেবল পারলৌকিক কল্যাণের জন্য ইহলৌকিক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়, অপর ব্যক্তি সেইরূপ ইহলৌকিক কল্যাণের জন্য পারলৌকিক কর্ত্তব্য একবারে বিস্মৃত হয়। ইহার কোনটীই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে, কেবল ধর্ম্মের এক দেশ দর্শন ও একাঙ্গ সাধন মাত্র। যে সংসার সেই শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে পাপের আগার বলা, আর সেই স্রষ্টাকে অদূরদর্শী অথবা পাপের স্রষ্টা বলা একই কথা। যাহারা সংসারে থাকিয়া দুষ্প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিতে পারে না, তাহারা কি অরণ্যে গেলেই তাহাতে সমর্থ হয়? মনেতেই ধর্ম্ম, মনেতেই পাপ; সেই মনকে যে বশীভূত করিতে পারে, সে যেখানেই থাকুক তাহার পক্ষে সেই স্থানই স্বর্গতুল্য। সংসার ত্যাগ করিয়াই বা কোথায় যাইবে? যদি অরণ্যে যাও সেই অরণ্যই যে আবার একটী সংসার হইয়া উঠিবে। যদি সংসার ত্যাগই ব্যবস্থা হইল, তবে সকলেরই পক্ষে তাহা ব্যবস্থা এবং তাহা হইলে সকলকেই অরণ্যে যাইতে হইবে। তবে এই সংসারের অট্টালিকা, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়স্বজন সকলই গেল, আমরা একে একে অরণ্যে প্রবেশ করিলাম, সকলই অরণ্য, অরণ্যের মধ্যে আমরা সকলে বিচরণ করিতে লাগিলাম; অরণ্যই আবার সংসার হইল! ইহা অসম্ভব ব্যাপার। মনুষ্যের প্রকৃতি সেরূপ নহে। মনুষ্য অরণ্যকে পরিষ্কার করিয়া নগর করিয়াছে, নগরকে ধ্বংস করিয়া অরণ্য করিবে না। মনুষ্যপ্রকৃতি সমাজপ্রিয়। এত কাল পর্য্যন্ত কত লোকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিল এবং দৃষ্টান্ত দেখাইল, কিন্তু তাহাদের সে উপদেশের কি ফল হইয়াছে? সংসারের ঐশ্বর্য্যবিষয়ে লোকে বিরাগী না হইয়া বরং তাহাতে আরও অনুরাগী হইতেছে; সংসারের শ্রী হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে; বিজ্ঞান সাহিত্য ক্রমেই উন্নত হইতেছে; সুখ ও কার্য্যসৌকর্য্যের নব নব উপায় সকল উদ্ভাবিত হইতেছে। তীব্র বিরাগী দেখিয়া স্বীয় শ্মশ্রু ছিন্ন করিতেছেন, দন্ত সংঘর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু তাহার ইচ্ছা কি পূর্ণ হইবে, না ভগবানের ইচ্ছা জয়যুক্ত হইবে?

বৈরাগী! তুমি যদি ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা দেখিতে পাইতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে আর সংসারকে অরণ্য করিবার ইচ্ছা তোমার মনে উদয় হইত না। ভগবানের শুভ ইচ্ছা তুমি বুঝিলে না, আপনার প্রবৃত্তিকেই তাঁহার ইচ্ছা মনে করিলে, তাঁহার পবিত্রসংসারকে পাপাগার মনে করিলে, সুতরাং তোমার দুঃখ কখন অবসান হইবে না, এবং তোমার ইচ্ছা কখনই পূর্ণ হইবে না।

কিন্তু প্রকৃত বৈরাগী স্থানেতে, অবস্থাতে ও কালেতে বৈরাগ্যের পরিমাণ করেন না। ধর্ম্মযাজকেরা অপ্রকৃত বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া জগতের অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। আমরা সকলেরই মুখে শুনিতে পাই সংসার পাপ, মিথ্যা এবং তাহা ত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। কিন্তু আশ্চর্য্য! উপদেশে লোকে যত পটু, কার্য্যকালে কেহ তিলার্দ্ধ অগ্রসর নহে। আচার্য্য উপদেশ দিবার সময় বৈরাগ্য ও অনিত্যতার বিষয় ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু তাঁহাকে কার্য্যকালে বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী দেখিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যেও এই কপট বৈরাগ্যের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের সংগীত পুস্তক বৈরাগ্যের ও অনিত্যতার সংগীতে পরিপূর্ণ, তাহা লোকের মনে অপ্রকৃত বৈরাগ্যের ভাব উদয় করিয়া দেয়, কিন্তু মানব প্রকৃতির বিপরীত বলিয়া কেহ তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে না। এই প্রকার শিক্ষার একটী মহৎ অনিষ্টকর ফল আছে। মনুষ্য যাহা অন্যায় ও পাপজনক জ্ঞান করে, তাহা অনুষ্ঠান করিলে তাহার আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয়। সর্ব্বদা যে সংসারকে পাপ বলিতেছি যদি তাহার সেবা করি, তাহাহইলে ধর্ম্ম জীবন স্ফূর্ত্তি পায় না। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, যে সকল ব্রাহ্ম সংসারের অনিত্যতা অধিক ঘোষণা করেন, তাঁহারাই সংসারের বন্ধনে অধিকতর আবদ্ধ। সংসার মায়া বলিয়া তাঁহারা উন্মত্ত হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে বিলক্ষণ পটু, কিন্তু সত্যের পথে ও কর্ত্তব্যের পথে তাঁহারা একপদ অগ্রসর হইতে সাহস করেন না। সংসারকে তাঁহারা অনিত্য বলেন, কিন্তু সংসারের জন্য তাঁহারা সত্যকে বিসর্জ্জন দিতে সঙ্কুচিত হন না।

যাঁহারা উদাসীন তাঁহাদের বিশ্বাস ও কার্য্যে এক প্রকার সামঞ্জস্য থাকে, তাঁহারা যেমন সংসারকে পরিত্যজ্য জ্ঞান করেন, তদ্রূপ কার্য্যেতেও সংসারকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যদিও ভ্রমাত্মক, কিন্তু বিশ্বাস ও কার্য্যে সামঞ্জস্য আছে। তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকেন। কিন্তু এ প্রকার উদাসীনের সংখ্যা জগতে অতি অল্পই দেখা যায়। জগতের ইতিহাসে মধ্যে মধ্যে এরূপ দুই এক জন উদাসীনের কথা শুনা যায়। তাঁহারা হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া নিজের পরিত্রাণের জন্য ও জগতের কল্যাণের জন্য সকল পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এরূপ একাঙ্গধর্ম্মসাধন যদিও সাধারণ জনসমাজের ধর্ম্ম হইতে পারে না, কিন্তু সময়ে সময়ে এ প্রকার লোকের প্রয়োজন হইয়া থাকে এবং সেই প্রয়োজন সাধনের জন্য তাঁহারা জগতের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিগত দোষকে আমরা ঐহিকতা শব্দে বাচ্য করিলাম। ঐহিকতাবাদীরা বলেন যে ইহজীবনই আমাদের সর্ব্বস্ব। এই জীবনের কথাই আমরা জানি, এবং ইহার উন্নতি সাধনই ধর্ম্ম। তাঁহারা পারলৌকিক বিষয়ের চিন্তাকে কল্পনা মনে করেন। তদ্বিষয়ে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই; সকলেরই এ সম্বন্ধে বিচিকিৎসা দেখা যায়, কেহই কিছু নিশ্চয় বলিতে পারেন না। এই প্রকার ভ্রমাত্মক পূর্ব্বপক্ষকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা অপসিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন। মানবের শরীর যদি একমাত্র বিষয় হইত, তাহা হইলে আমরা এক দিন বলিতে পারিতাম, যে ঐহিক উন্নতি আমাদের পরাকাষ্ঠা। যদি তাহা হইত তবে মনুষ্যের শারীরিক সুখোন্নতি ব্যতীত আর কোন কার্য্য ও চিন্তার আবশ্যক হইত না। লোক বিজ্ঞানের আলোচনাতে শরীর ক্ষয় করিতেছে, নিশীথ চিন্তাতে কত তত্ত্বদর্শী শারীরিক সুখ ও স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন দিতেছেন। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হয়? মনুষ্য জড়ত্বকে অতিক্রম করিতে চায়; এবং যতই তাহাতে কৃতকার্য্য হয় ততই তাহার আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই মনে করে যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হইতেছে। বস্তুতঃ জড়ত্বকে অতিক্রম করাই মনুষ্যত্ব এবং বিজ্ঞান ও পরমার্থ আলোচনাদ্বারা সেই জড়ত্বকে অতিক্রম করা যায়। জড় মরণধর্ম্মাধীন, কিন্তু অধ্যাত্মজগতে অমৃতত্ব বাস করে। আমরা যে পরিমাণে জড়কে অতিক্রম করি, সেই পরিমাণে অমর হই। পূর্ব্বকালে দেবতাদিগকে অমরোপাধি প্রদান করিয়াছিল কেন? তাঁহারা জড়ত্বকে অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া। শরীর যেমন জড়, শরীরের পুষ্টিসাধক উপকরণ সকলও সেইরূপ জড়, কিন্তু আত্মা অমর এবং তাহার পুষ্টিসাধক উপকরণ সকলও অমর। শরীরের উপকরণের শক্তির সীমা আছে, কিন্তু আত্মার উপকরণের শক্তির সীমা নাই। প্রেম যতই বৃদ্ধি করিবে ততই বৃদ্ধি হইবে; ন্যায়ভাব, পবিত্রতা, উদারতা, দয়া বৃদ্ধি করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। তবে সংসারের পরিমিত স্থান ও কালেতে আত্মাকে কি প্রকারে বদ্ধ করিবে? আত্মার সুখ পরিমিতস্থান ও কালেতে হইতে পারে না।

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

অতএব আমরা দেখিলাম যেমন সংসার পরিত্যাগ করিয়া আত্মা সুখী হইতে পারে না, সেইরূপ সংসারে আবদ্ধ থাকিয়াও আত্মার অনন্ত সুখস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। উদাসীনও যেমন একাঙ্গধর্ম্ম সাধন করেন, সংসারসীমাবদ্ধ ব্যক্তিও সেইরূপ একাঙ্গ ধর্ম্মসাধন করিয়া থাকেন। যখন এই উভয় সাধন সম্মিলিত হয়, তখনই প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হইয়া থাকে। আত্মার যেমন কতকগুলি অভাব ও স্পৃহা সংসার ব্যতীত চরিতার্থ হয় না, সেইরূপ অপর কতিপয় ভাব ও শক্তি পরমার্থ বিষয় ভিন্ন অপর কিছুতে স্ফূরিত ও উন্নত হইতে পারে না। ঈশ্বরের ন্যায় কৌশলজ্ঞ আর কে আছে? তোমার আমার বুদ্ধি কি সেই পরম মঙ্গল কৌশলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে? উত্তেজনাবশতঃ নিজ

রুচি ও প্রবৃত্তির বশে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ঈশ্বরের মঙ্গলময় কৌশলকে অবজ্ঞাজনিত অপরাধে কলঙ্কিত হইতে হয়। আমাদের প্রার্থনা এই হইবে যে "তব ইচ্ছাপূর্ণ হক এ জীবনে।"

ক্রন্দন।

ব্রাহ্মসমাজে ক্রন্দনের অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কপটক্রন্দনের কথা বলিতেছি না। যে ক্রন্দনে হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় না, পাপমলা প্রক্ষালিত হয় না, আত্মা পবিত্র হয় না, সে ক্রন্দনের কথা বলিতেছি না। হৃদয়ের গভীর অনুতাপ হইতে যে ক্রন্দন উত্থিত হয়, ঈশ্বরের অপারকরুণা হৃদয়ে প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে পারিলে যে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়, সেই ক্রন্দনের কথা বলিতেছি। একবিন্দু চক্ষের জল যে কি অমূল্য পদার্থ তাহা যাহার চক্ষে কখন জল পড়ে নাই সে কখন বুঝিতে পারে না। অনেক দিন হইল ব্রাহ্মসমাজে ক্রন্দনের স্রোত রুদ্ধ হইয়াছে। অনেক দিন হইল প্রেমনদী পরিশুষ্ক হইয়াছে। এত বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া, লোকের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিয়া এখন পাপের জন্য ক্রন্দন করিতে লজ্জা করে। প্রেমের দুর্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া প্রেমের জন্য প্রার্থনা করিতে ভয় করে। সত্য বটে, ধর্ম্মসমাজে প্রেমের অনেক অপব্যবহার হইয়াছে, সত্য বটে; মনুষ্য অনেক সময় প্রেমসাধন করিতে গিয়া সত্য ও পবিত্রতাকে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া, প্রেম ও ভক্তির ভাবমাত্র লইয়াই উন্মত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়াই কি প্রেমভক্তি পরিহার করিতে হইবে? মনুষ্যের অসাবধানতা অথবা দুষ্প্রবৃত্তিবশতঃ অগ্নিদ্বারা লোকের কত সময় কত সর্ব্বনাশ হইয়াগিয়াছে, তাই বলিয়া কি বলিব যে অগ্নিতে মনুষ্যের অপকার হয়, অতএব অগ্নির প্রয়োজন নাই? মনুষ্য কত সময় অনবধানতাপ্রযুক্ত জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কত নিষ্ঠুর দুরাচার জলনিমজ্জনদ্বারা কত নরনারীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছে বলিয়া কি জলকে অপকারী বলিয়া পরিহার করিতে হইবে? প্রকৃত প্রেম, ধর্ম্মের মূল। ঈশ্বরের প্রতি যদি প্রকৃত অনুরাগ না থাকে, তবে আর ধর্ম্ম কোথায়? প্রেম ভিন্ন ধর্ম্ম কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। নীরস ধর্ম্ম লইয়া মনুষ্য অধিকদিন থাকিতে পারে না। যে ধর্ম্মে প্রেম নাই, ভক্তি নাই, তাহা কখন মনুষ্যজীবনের সম্বল হইতে পারে না। যে উপাসনায় প্রাণ পরিতৃপ্ত না হয়, আত্মা শান্তিলাভ না করে তাহা লইয়া মনুষ্য কতদিন জীবিত থাকিতে পারে? একদিকে যেমন কর্ত্তব্যজ্ঞানবিরহিতপ্রেম মনুষ্যকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতে পারে না, অপরদিকে সেই রূপ প্রেমবিহীন কর্ত্তব্যজ্ঞান কখন আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে পারে না। পবিত্রতা বিহীন অলসপ্রেম যেরূপ বিষবৎ পরিত্যাজ্য, প্রেমবিহীন কার্য্যও সেইরূপ। প্রকৃতকার্য্য ও প্রেম এই উভয়ের কখনই অসামঞ্জস্য হইতে পারে না। যেখানে দেখা যায় যে প্রেমের সহিত পবিত্রতা নাই বা কার্য্যের সহিত প্রেম নাই, নিঃসন্দেহই সে প্রেম প্রকৃতপ্রেম নহে এবং সে কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রকৃত কর্ত্তব্য জ্ঞান নহে। যাহাকে প্রকৃতভাবে ভালবাসা যায়, তাহার অভিমত কার্য্য করিতে মন স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে ভালবাসেন, তিনি কি কখন তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারেন? আমরা যে অনেক সময় প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পাপপদবীতে পদার্পণ করি, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারে মত্তহই, কার্য্যের স্রোতের মধ্যে পড়িয়া নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়ি, তাহার এক মাত্র কারণ এই যে আমরা ঈশ্বরকে প্রকৃত ভাবে ভালবাসি না। প্রেম না থাকিলে সুমহৎ কার্য্যেরও কোন মূল্য নাই, আর প্রেমের সহিত অতি সামান্য কার্য্য করিলেও তাহা মনুষ্যের পরিত্রাণের পথে সহায় হয়। একব্যক্তি ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে যদি সমাজ বা দেশের হিতকর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, অথবা অন্য কোনরূপ মহৎ কার্য্য করিয়া স্বীয় যশঃসৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করেন; আর কোন এক ব্যক্তি যদি প্রকৃত প্রেমের ভাবে পরিচালিত হইয়া অজ্ঞাতভাবে একজনমাত্র দুঃখীর অশ্রুজলমোচন করেন, অথবা কোন একটী সামান্যলোককে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই শেষোক্ত ব্যক্তির কার্য্য নিশ্চয়ই ঈশ্বরের নিকট অধিকতর আদরণীয় হইবে। ঈশ্বরকে লাভ করা, ইহ পরকালে তাঁহার ইচ্ছা পালন করাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং প্রেম বিনা সেই উদ্দেশ্য কখনই সংসাধিত হইতে পারে না।

আমাদের প্রকৃত প্রেম নাই। আমরা ঈশ্বরকে কি প্রকৃত ভাবে ভাল বাসি? কখনই না। তাহা হইলে আমাদের হৃদয় কখন তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসারে ভুলিয়া থাকিতে পারিত না। তাহা হইলে কখনই আমরা পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত হইতে পারিতাম না। আমাদের এই যে প্রেমের অভাব ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কেবল এই যে, আমরা অত্যন্ত চিন্তাবিহীন; আমরা ঈশ্বরের স্বরূপগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করি না। আমরা হৃদয়ে তাঁহার সত্তা স্পষ্ট অনুভব করিতে চেষ্টা করি না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রকৃত ভাবে দেখিতে পান, হৃদয়ে তাঁহার উজ্জ্বলসত্তা প্রকৃত ভাবে ধারণ করিতে পারেন, তিনি কখনই প্রেমে বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের প্রেম উত্তেজিত করিবার কতকগুলি কারণ আছে। যাঁহারসহিত যত ঘনিষ্টসম্বন্ধ তাঁহার প্রতি আমাদের প্রেমও সেই পরিমাণে প্রগাঢ়: যাঁহার সহবাসে আমাদিগকে সর্ব্বদা থাকিতে হয়, স্বভাবতঃই হৃদয়ের অনুরাগ তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়; যিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন, আমরা তাঁহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি না; যাঁহার স্বভাব নির্ম্মল ও পবিত্র তাঁহার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; যাহা কিছু সুন্দর, মনুষ্য সহজেই তাহার পক্ষপাতী হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে এই লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর; তিনি আমাদের স্রষ্টা, ইহজীবনের

রক্ষাকর্ত্তা ও অনন্তকালের আশ্রয়; তিনি সর্ব্বদা আমাদের নিকটতম হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; আমাদের প্রতি তাঁহার যে ভালবাসা তাহার তুলনা কোথায়? তাঁহারন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র আর কে আছে? তিনি নিরাকার হইয়াও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারভূত। তবে কেন হৃদয় তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয় না? যাঁহাহইতে আমরা এই দেহ মন, আত্মীয় স্বজন, সুখ সম্পদ সমস্ত প্রাপ্ত হইতেছি, তাঁহার প্রেম স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয় বিগলিত হয় না কেন? ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যে কত নিকট, তিনি যে আমাদিগকে কত দূর ভাল বাসেন, তাঁহার স্বভাব যে কতদূর পবিত্র ও সুন্দর তাহা আমরা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। গভীর চিন্তা ও সাধনদ্বারা এইগুলি বিশেষরূপে অনুভব করিতে চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলে আমাদের অপ্রেম, অভক্তি দূর হইবে না, এবং অপ্রেম, অভক্তি দূর না হইলে আমরা কখনই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিব না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ব্রাহ্মবিবাহ।

ব্রাহ্মবিবাহ রেজিষ্টরি করার বিরুদ্ধে তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক পুনর্ব্বার লেখনীধারণ করিয়াছেন। আমাদের যুক্তিগুলি যে নিতান্ত অসার ইহাই প্রতিপন্ন করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন।

ব্রাহ্মবিবাহসম্বন্ধে প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের মতবিষয়ে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা প্রসিদ্ধকথা। তথাচ আমরা তাঁহাদিগের ব্যবস্থা হইতে প্রয়োজনীয় অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মবিবাহ শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ। নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম ন্যায়রত্ন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রভৃতি এখানকার মহামহোপাধ্যায়গণ; এবং কাশীর শ্রীযুক্ত বাপুদেব শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাজারাম শাস্ত্রী, বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি চল্লিশ জন প্রধান প্রধান পণ্ডিত স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন যে, কাশীর অষ্টবিংশতি জন পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া মত দিয়াছিলেন; আমরা ত কোন ক্রমেই এ কথায় আস্থাপ্রদর্শন করিতে পারিতেছি না। ইহাতো অধিক দিনের কথা নয়, সে দিনকার কথা। পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কাশী গিয়া প্রথমে কয়েক জন পণ্ডিতের নিকট ব্রাহ্মবিবাহের পক্ষে ব্যবস্থাগ্রহণ করেন সত্য, কিন্তু পরে ইহা লইয়া সেখানে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধনামা হরিশ্চন্দ্রের ভবনে কাশীস্থ পণ্ডিতগণের প্রকাশ্য সভা হইয়া অনেক বিচারের পর ইহাই স্থির হয় যে, ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ নহে। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র একথা নিজে পত্র লিখিয়া কলিকাতার মিরার পত্রে, এবং বোম্বাইয়ের ইন্দুপ্রকাশ পত্রে প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতদিগের সেই সভার বিবরণ হিন্দি ভাষায় মুদ্রিত হইয়া নানাস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। যে সকল পণ্ডিত পূর্ব্বে ব্রাহ্মবিবাহের পক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া উহার বিপরীত মত প্রকাশ করেন। কাশীরাজ এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করাতে, যে সকল পণ্ডিত পূর্ব্বে মত দিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া এরূপ মত দিয়াছিলেন, কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলেন যে, তাঁহারা প্রতারিত হইয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক আমাদের বিষয়ে বলেন যে, আদি সমাজের বিবাহ যে সিদ্ধ তাহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। ইহা পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত ভাবিবেন, যে আমাদের এই মত, যে আদিসমাজের বিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ। উক্ত বিবাহের বৈধতা বিষয়ে আমরা কোন মতই প্রকাশ করি নাই; বরং আমরা লিখিয়াছিলাম, "আমরা আশা করিতে পারি যে, ভবিষ্যতে আদিসমাজের বিবাহ ও অন্যপ্রকার কয়েকটী ব্রাহ্মবিবাহ যাহা রেজিষ্টরি করা হয় নাই, তাহা বৈধ ও সিদ্ধ বলিয়া রাজদ্বারে গণ্য হইবে।"

সকল বিষয়েই সকলে মত দিতে পারে না। মত দিলেও তাহা সাধারণের নিকট গ্রাহ্য হয় না। ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ ও সিদ্ধ কি না এ বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিত ও বড় বড় ব্যবহারাজীবেরাই মতপ্রকাশ করিতেপারেন। অপর লোকের এ বিষয়ে জোর করিয়া একটা মত দেওয়া বিড়ম্বনামাত্র। যখন দেখা যাইতেছে যে, এ দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ তখন আমরা কোন্ সাহসে বলিতে পারি যে উহা বৈধ। এমন কতক্গুলি পণ্ডিত থাকিতে পারেন যাঁহারা উক্ত বিবাহকে সিদ্ধ বলেন, তাহা হইলেও, সেরূপ স্থলে অপর লোকের নিঃসন্দেহ চিত্তে কোন মত না দেওয়াই ভাল। ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে এ বিষয়ে বাস্তবিক মতভেদ দেখা যায়। ষ্টিফেন সাহেব উক্ত বিবাহের বৈধতার পক্ষে। কিন্তু আবার পূর্ব্বতন আড্ভোকেট জেনারেল কাউই সাহেব স্পষ্ট করিয়া ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ ও অসিদ্ধ। এমন বড় বড় লোকের মধ্যে যখন মতভেদ তখন অন্য লোকের জোর করিয়া একটা কথা বলা ধৃষ্টতা মাত্র।

আমরা বলিয়াছিলাম যে, বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিয়া যে ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহা রেজিষ্টরি করিলেও, ব্রহ্মোপাসনাই তাহার সার অংশ, কেন না রেজিষ্টরি না হইলেও, কেবল ব্রহ্মোপাসনা হইলেই ব্রাহ্মবিবাহ হয়। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা না হইয়া, কেবল রেজিষ্টরি হইলেই কোন বিবাহকে কেহ ব্রাহ্মবিবাহ বলিবে না। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনাই উহার মুখ্য অংশ। নাস্তিকেরাও তো ব্রহ্মোপাসনা না করিয়া কেবল বিবাহ রেজিষ্টরি করিয়া লইতে পারে? কিন্তু কে তাহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিবে? আমাদের সহযোগী এ কথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্মোপাসনার পরে কিম্বা পূর্ব্বে রেজিষ্টরি

করিয়া যদি বিবাহকে বৈধ ও সিদ্ধ করিয়া লইতে হইল, তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসনা কি প্রকারে ঐ বিবাহের মুখ্য কার্য্য হইল আমরা তাহা বোধগম্য করিতে পারি না।” বিবাহ রেজিষ্টরি করা কেন? উহার আইনঅনুসারেসিদ্ধতা (legality) নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত করিবার জন্য। ইহা যখন হইল, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, যে আইন অনুসারে সিদ্ধতাসম্বন্ধে রেজিষ্টরি মুখ্য। কিন্তু বিবাহের ব্রাহ্মত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মোপাসনা মুখ্য। ধর্ম্মের দিক্ হইতে দেখিলে ব্রহ্মোপাসনা মুখ্য, এবং রাজনিয়মের দিক্ হইতে দেখিলে রেজিষ্টরি মুখ্য। অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনায় ব্রাহ্মবিবাহ হয় এবং রেজিষ্টরিতে আইনঅনুসারে সিদ্ধতার নিশ্চয়তা হয়। এ উভয় স্বতন্ত্র। রেজিষ্টরির এমন কোন রাসায়নিক শক্তি নাই যে, ব্রহ্মোপাসনার গুণ নষ্ট করিয়া দিতে পারে।

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন, “সহযোগী আদিব্রাহ্ম-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত বিবাহ অবশ্য দেখিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও যখন বলিতেছেন যে, ব্রহ্মোপাসনা আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ নহে, তখন ইহাতে কেবল তাঁহার অসমসাহসিকতা ও অকুতোভয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।” আদিসমাজের বিবাহ আমরা দেখিয়াছি, এবং উহাতে যে ব্রহ্মোপাসনা আছে তাহাও জানি। তবে যে আমরা বলিয়াছিলাম যে, ব্রহ্মোপাসনা আদিসমাজের বিবাহের মুখ্য অঙ্গ নয়, তাহা তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়েরই কথানুসারে। অর্থাৎ তিনি বলিয়াছিলেন যে, সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ হইলেই হিন্দুবিবাহ সিদ্ধ হয়। যখন আদিসমাজের বিবাহে ঐ সকলগুলি আছে; তখন উহা অবশ্য সিদ্ধ। আমরা এই কথায় বলিয়াছিলাম যে, তবে আদিসমাজের বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা বিবাহের সিদ্ধতাপক্ষে আবশ্যক হইল না; সুতরাং উহা একটী প্রধান অঙ্গও হইল না। যখন আদিসমাজের বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করা হইতেছে, তখন হিন্দুবিবাহের সিদ্ধতা জন্য যাহা অত্যাবশ্যক, আদিসমাজের বিবাহের সিদ্ধতাপক্ষেও তাহাই অত্যাবশ্যক হইবে। কিন্তু কে বলিবে যে হিন্দু বিবাহের সিদ্ধতাজন্য ব্রহ্মোপাসনা আবশ্যক? সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আদিসমাজের বিবাহেও ব্রহ্মোপাসনা অপরিত্যজ্য ও অত্যাবশ্যক অংশ নহে। সহযোগী এ কথার কি উত্তর দিয়াছেন? আদিসমাজের বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা আছে বলিলে উত্তর হয় না। উহা যে বিবাহের সিদ্ধতা পক্ষে অত্যাবশ্যক তাহাই দেখাইতে হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন বিবাহে সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ হয়, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা না হয়, তাহা হইলে কি সে বিবাহ অসিদ্ধ ও অবৈধ হইবে? কখনই হইবে না। তবে কেমন করিয়া বলিব ব্রহ্মোপাসনা প্রধান অঙ্গ?

সহযোগী বলেন, “যদি কর্ম্মীরা অগ্নিচয়ন করিয়া বিবাহ দিয়া তাহার পরে ব্রহ্মোপাসনা করে, অথবা পৌত্তলিকেরা ঘটস্থাপন করিয়া বিবাহদিয়া পরে ব্রহ্মোপাসনা করে, তবে কি সে সকল বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলা যায়? সেইরূপ রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাতে বিবাহ দিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে কিংবা ব্রহ্মোপাসনা করিয়া রেজিষ্ট্রারের সাক্ষাতে বিবাহ দিলে তাহাকে কি প্রকৃত ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় আমরা রহিলাম।” ইহার অতি সহজ উত্তর। বিবাহ দুইবার করিতে হয় না। ঘট-স্থাপন করিয়া একবার ও ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আর একবার বিবাহের ন্যায়, রেজিষ্ট্রারের কাছে একবার ও ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক আর একবার বিবাহ করিতে হয় না। সহযোগীকে কে বলিল যে, ঐ প্রকার দুইবার বিবাহ করিতে হয়? বিবাহ হইবার পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট পাত্র কন্যাকে এই বলিয়া নাম স্বাক্ষর করিতে হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন সম্পর্ক নাই যাহাতে উক্ত বিবাহ নিষেধ হইতে পারে? বিবাহ আইনটী একবার ভাল করিয়া পড়িলে সহযোগীকে এই অসার কথাটী বলিতে হইত না। পাত্র কন্যার পরস্পর পরস্পরকে স্বামীস্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করা একবার মাত্র, দুইবার নহে। রেজিষ্ট্রার তাহা শুনিলেই হইল।

আমরা বলিয়াছিলাম যে, যদি কোন স্ত্রীলোক ও পুরুষ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া নির্জ্জনে পরস্পরকে স্বামীস্ত্রী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে জন-সমাজ কখন তাহাদিগকে বিবাহিত বলিবে না। বিবাহ সামাজিক ব্যাপার। প্রকাশ্যরূপে সামাজিকভাবে বিবাহ করা চাই। কিন্তু সেই স্ত্রীলোক ও পুরুষ তত্ত্ববোধিনী সম্পাদকের ন্যায় বলিতে পারে, যে “যখন হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে আমরা পরস্পরকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তখন আবার জনসমাজের সাক্ষাতে প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিলে ঈশ্বরের অবমাননা হইবে। যখন হৃদয়ে একবার বিবাহ হইয়াছে তখন প্রকাশ্যরূপে সামাজিকভাবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা অন্যায়।” তত্ত্ব-বোধিনী সম্পাদক এই যুক্তিটি বুঝিতে পারেন নাই। আমরা রেজিষ্ট্রার, ও আদিসমাজের বিবাহের পুরোহিতের সঙ্গে তুলনা করি নাই। পুরোহিতের নাম করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, বিবাহের সাক্ষী দুই। ঈশ্বর ও জনসমাজ। সামাজিক ভাবে বিবাহ না হইলে জনসমাজ তাহাকে কখন বিবাহ বলিয়া স্বীকার করে না। যদি স্বীকার করিত, তাহা হইলে কোন স্ত্রীলোক ও পুরুষ নির্জ্জনে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া পরস্পরকে হৃদয় দান করিলেই সমাজ তাহাকে বিবাহ বলিত। কিন্তু বাস্তবিক তাহাকে বিবাহ বলা দূরে থাকুক, জনসমাজ স্ত্রী পুরুষের উক্ত রূপ মিলনকে ব্যভিচার বলিয়া ঘৃণা করে। আমরা কেবল হিন্দুসমাজের কথা বলিতেছি না, সকল সভ্যসমাজের কথা বলিতেছি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সকল সভ্যজাতির মধ্যে পুরোহিত এক প্রকার সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরো-হিতের সম্মুখে বিবাহ হইলেই লোকে উহাকে সামাজিক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, বিবাহের সাক্ষী দুই; ঈশ্বর ও জনসমাজ। নির্জ্জনে কোন স্ত্রী পুরুষ ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া বিবাহ করিলে সমাজ তাহাকে বিবাহ বলিবে না, ব্যভিচার বলিবে। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সামাজিকভাবে বিবাহ করিলে তবে তাহা বিবাহ বলিয়া গণ্য হয়। সেই জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, বিবাহের দুই সাক্ষী, ঈশ্বর ও জনসমাজ।

ইহাই যদি হইল, কেবল ঈশ্বরের সাক্ষীতাতে যখন বিবাহ হয় না; তখন রেজিষ্ট্রারকে ডাকিলেই ঈশ্বরের অবমাননা হইবে, একথার অর্থ কি? মনুষ্যের সাক্ষীতা ভিন্ন যখন কোন বিবাহই বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না, তখন রেজিষ্ট্রারের সাক্ষীতাতে দোষ হইবে কেন? বোধ হয়, আমাদের সহযোগী এখন বুঝিতে পারিবেন যে "পুরোহিত বিবাহ-সম্পাদক এবং রেজিষ্ট্রার বিবাহের সাক্ষী স্বরূপ," একথা বলিলে আমাদের যুক্তির উত্তর হয় না।

আমাদের সহযোগী অনেক দিন হইতে এই সকল কথা বলিয়া আসিতেছেন। আমরা তদুত্তরে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এবং অদ্য যাহা বলিলাম, অপক্ষপাতিতার সহিত তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার যুক্তি গুলি সম্পূর্ণ অসার। কোন প্রকার দৃঢ়নিবদ্ধ পূর্ব্বসংস্কার দ্বারা বিচলিত না হইয়া স্থিরভাবে বিচার করিলেই তাহার অসারত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদ করিব কি না?

আমরা উভয়সঙ্কটে পড়িয়াছি। এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন যে, কেশব বাবুদিগের অন্যায়বাক্যের ও কার্য্যের প্রতিবাদ হয়। যদি কেশব বাবুরা কোন একটা অন্যায় কথা লিখিলেন, অমনি তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ করিবার জন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। যদি তাহার প্রতিবাদ না হইল, তাঁহারা দুঃখিত ও আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রতিবাদ করিতেই হইবে, নতুবা তাঁহারা আমাদের ছাড়িবেন না। কেশব বাবুদিগের অন্যায় মত সকল খণ্ডন করিয়া আমরা যদি তত্ত্বকৌমুদীর কলেবর পূর্ণ করিতে থাকি, তাঁহাদের অন্যায় কার্য্য সকলের বিরুদ্ধে যদি বজ্রধ্বনিতে চীৎকার করি, তাহা হইলে আমাদের প্রতিবাদপ্রিয় বন্ধুগণ আমাদের উপর প্রসন্ন থাকেন।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক আছেন। তাঁহারা ইহার ঠিক্ বিপরীত। তাঁহারা আমাদিগকে সর্ব্বদাই বলেন, "কেশব বাবুদের কথায় আর কাজ কি? তাঁহারা যা করেন করুন, যা বলেন, বলুন। সে সকলের বিরুদ্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রতিবাদ যাহা করিবার তাহা আমরা করিয়াছি। আর কাজ নাই। এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এখন আমরা আমাদের কাজ করিয়া যাই; কেশব বাবুদের কথায় আর প্রয়োজন নাই।"

আমরা এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কাহার কথা শুনিব? কোন্ শ্রেণীর উপদেশ অনুসরণ করিব? আমরা কাহারও কথা শুনিতে পারি না। আমরা ক্রমাগত কেশব বাবুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে প্রস্তুত নহি; আবার তাঁহাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীনভাব অবলম্বন করাও উচিত মনে করি না। অসত্যনিরাকরণ, ও সত্যপ্রচার, এ উভয়ই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি দেখি কেশব বাবু ও তাঁহার অনুচরগণ অসত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যদি দেখি তাঁহারা ভ্রমপূর্ণ, কল্পিত মত সকলের দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিকৃত ও উপধর্ম্মে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে আমরা কখনই চুপ্ করিয়া থাকিতে পারি না; নিশ্চয়ই শতকণ্ঠে তাহার বিরুদ্ধে আমাদিগকে চীৎকার করিতে হয়। যাহাতে অসত্য ও কুসংস্কার ব্রাহ্মসমাজের ত্রিসীমায় না আসিতে পারে;—যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন প্রকার কার্য্য ব্রাহ্মসমাজে তিলার্দ্ধ স্থান না পায়, প্রাণপণে এ প্রকার চেষ্টা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে। ক্রমাগত প্রতিবাদ আমাদের কার্য্য নহে। কেবল ধ্বংশ কর, নির্ম্মাণ করিওনা, ইহা ভাল কথা নহে। এক দিকে যেমন ভাঙ্গিব, আর এক দিকে সেইরূপ গড়িব। আমরা নিজে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইয়া যাহাতে ঈশ্বরের কৃপায় অন্যকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করিতে পারি, এমন যত্ন করিব। কেবল কেশববাবুদের কথা লইয়া দিন কাটাইলে চলিবে কেন? আমাদের হাতে অনেক কাজ; ক্রমাগত প্রতিবাদের অবকাশ কোথায়? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব অতি গুরুতর। ভারতবর্ষে সত্যধর্ম্ম প্রচার করা,—হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য। স্থপতি যেমন কেবল ভঙ্গ করে না, ভঙ্গ করিয়া আবার নির্ম্মাণ করে; আমাদিগকে ঠিক্ তাহাই করিতে হইবে। ক্রমাগত প্রতিবাদ করা ভাল নয়, আবার ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকাও ভাল নয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী গুজরাটে পরমসমাদরে গৃহীত হইয়াছেন। তিনি তত্রত্য টাউনহলে "ভারতের প্রধান অভাব" কি, এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতাস্থলে কয়েক জন খ্রিষ্টীয় মহিলা, এক জন ইউরোপীয় পাদ্রি ও বহু সংখ্যক দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। গৃহ লোকে পূর্ণ; সিঁড়ির উপর পর্য্যন্ত লোক দাঁড়াইয়া ছিল। বক্তৃতা শুনিয়া সকলে অপরিসীম সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বক্তৃতা শুনিয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছেন। সেখানকার একজন গণ্য বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি রাও বাহাদুর ভোলানাথ সারাভাইয়ের ভবনে তৎপ্রদেশীয় কতি-

পর পণ্ডিতের সহিত শিবনাথ বাবুর সংস্কৃত ভাষায় কিছু তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। শিবনাথবাবু তাঁহার ১৭ই সেপ্টেম্বরের পত্রে লিখিয়াছেন, "অদ্য প্রাতে সারাভাই মহাশয়ের ভবনে পারিবারিক উপাসনা হইল। ধূপ গন্ধামোদিত উপাসনাগৃহে বৃদ্ধপিতা, পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী প্রভৃতি সমুদায় পরিবার যখন আসিয়া বসিলেন, তখন উপাসনা করিব কি, চক্ষের জল রাখা দুষ্কর হইল। মনে মনে বলিলাম, জগদীশ্বর! এই দৃশ্য সর্ব্বত্র বিস্তৃত কর। বাস্তবিক এ যাত্রা বাহির হইয়া বিশেষ উপকৃত হইলাম। বড় ইচ্ছা হয়, আমার অপেক্ষা ভাল লোক সকল এ দিকে মধ্যে মধ্যে আসেন। সারাভাই মহাশয় এক জন পরমভক্ত, পরমশ্রদ্ধেয়, গুরু তুল্য ব্যক্তি, সাধু পুরুষ। আমি ধর্ম্মপ্রচার করিব কি, ধর্ম্ম প্রচার যেন আমার তীর্থ যাত্রা হইয়াছে! যেখানে যাই আমা অপেক্ষা ভাল লোক দেখিতে পাই। একে ধর্ম্ম সম্বন্ধে হীন, তাহাতে মূর্খ; নড়িয়া চড়িয়া বেড়ানই দুষ্কর। নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করি বলিয়া মুখ খুলিতেছি, এবং আপনাদের কাজ করিতেছি। ফল দাতা প্রভু, ফল বিধান করিবেন।" গুজরাটের কোন কোন সমাজ শিবনাথ বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

১৮০১ শকের ২রা ভাদ্র নওগাঁ (আসাম) ব্রাহ্মসমাজের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার কার্য্যবিবরণ আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

"সম্পাদক নিম্ন-লিখিতরূপ প্রস্তাব করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। অদ্যকার অধিবেশনের দুইটি উদ্দেশ্য। ১ ম এই, ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় মৃত পদ্মহাস গোস্বামীর নাম, নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংলগ্ন করিয়া চিরস্মরণীয় করা। নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের নিমিত্ত লাভজনক একটি সম্পত্তি উপার্জ্জন করা। নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও ব্রাহ্মদিগের যে এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য, ইহা বলা বাহুল্য।

এই সহরের মধ্যে যে প্রায় ১ বিঘা ভূমি আছে, তাহা সমাজ মন্দির হইতে প্রায় ৪০ গজ অন্তর। তাহাতে তিন ঘর দোকানী বাস করিতেছে ও কতক ভূমি শূন্য আছে। এবং ঐ জমিতে ফলবান কতক বৃক্ষও আছে। এই ভূমি কাএতা পট্টি ও সক্ক বাজারের নিকটবর্ত্তী। ইহার বার্ষিক খাজানা ৩৷৷০ টাকা। দোকানীদিগের নিকট প্রাপ্য বার্ষিক খাজানা ও বৃক্ষাদির উৎপন্ন ৩০ টাকা। ইহা হইতে খাজানা বাদ দিলে ২৬৷৷০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এক্ষণ ভূস্বামী ঐ ভূমির ৩০০ টাকা মূল্য স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ক্রেতা অনেক থাকায় বোধ হয়, শতকরা ৩০ টাকা নিরিখেরও অধিক হইতে পারে। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, ঐ ভূমি ক্রয় করিবার নিমিত্ত, মৃত পদ্মহাস গোস্বামীর বন্ধু ও ব্রাহ্মসমাজের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি বর্গের নিকট হইতে চাঁদা দ্বারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হউক। ঐ ভূমি ক্রীত হইলে তাহা "পদ্মহাস সম্পত্তি" নামে অভিহিত হইবে। এবং তাহা নওগাঁ ব্রহ্মসমাজের সম্পত্তি রূপে গৃহীত হইবে।

এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর এই সকল বিষয় নির্দ্ধারিত হইল।

সম্পাদক এই নগর, ও অন্য স্থান হইতে চাঁদা-দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করুন।

সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিম্ন-লিখিত মহাশয়গণের নিকট পত্র প্রেরণ করা হউক।

মেঃ ফুকন।
মেঃ বড়ুয়া।
বাবু মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
" দীননাথ সেন।
" লক্ষ্মীকান্ত দাস।
" রামদুর্ল্লভ মজুমদার।
" উদয়রাম দাস।
" ব্রজনাথ বড়া।

কথিত বিষয়ের জন্য নিম্ন-লিখিত সমাজ সকলেও পত্র লেখা হউক।

সাধারণব্রাহ্মসমাজ।
ঢাকা "
কটক "
জলপাইগুড়ি "
ধুবড়ী "
শিবসাগর "
গোয়ালপাড়া "

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়কে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করান হউক, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া কবলার এক খণ্ড মুসাবিদা বা পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করেন। এবং স্থানীয় গুণাভিরাম বড়ুয়া ও শরচ্চন্দ্র মজুমদারের সহযোগে ট্রষ্টী হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের মেম্বর, কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ট্রষ্টি মনোনীত করুন। তিনি যেন এই বিষয়ের জন্য সমাজকে সকল প্রকার পরামর্শ প্রদান করেন।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ৪০৲ টাকা দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন; এবং বাবু উদয়রাম দাস ৩০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক।

এই সুযোগে নিম্ন-লিখিত মহাশয়গণকে নওগাঁ-ব্রাহ্মসমাজের সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত করার জন্য শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন। শ্রীযুক্ত গুরুনাথ দত্ত তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

বাবু রাজমোহন মহলানবিশ।
" বামাপ্রসন্ন গুপ্ত।
" মধুসূদন গুপ্ত।
" রঘুনাথ বড়া।
" নবকুমার বিশ্বাস।

ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন ও তত্ত্ব কৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট, এই কার্য্য বিবরণ, তাঁহাদের অনুগ্রহে মুদ্রিত হইবার প্রার্থনায় প্রেরণ করা হউক।

শ্রীগুণাভিরাম শর্ম্মা।

প্রেরিত।

প্রতিবাদ।

সম্পাদক মহাশয়!

বিগত ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদীতে "প্রচারার্থ ভ্রমণ" স্তম্ভে আপনাদিগের প্রচারক মহাশয় মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সহযোগী সম্পাদক ও "ধর্ম্ম প্রচারক" পত্র সম্পাদক মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয়ের হরিদ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মতিহারী প্রভৃতি স্থানে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারসম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমি শ্রীকৃষ্ণ বাবুর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার বিষয়িণী কয়েকটী কথা লিখিলাম, আপনি আগামীবারের তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

তিনি লিখিয়াছেন যে "শ্রীকৃষ্ণ বাবু জাতিভেদ স্বীকার এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার আর্য্য সমাজের কিছুমাত্র আশা দেখিতে পাই না"। আমি বলি যাঁহার উপাসনাবলে ভারত এককালে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সভ্যতাদি দ্বারা অভ্যুত্থিত হইয়াছিল, তিনিই আর্য্যসমাজের আশা স্থল। ব্রাহ্মণগণকে উচ্চাসন দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আশা দুরাশা হইতে পারে না।

সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারদ্বারা ভারতের উন্নতি সাধন কল্পে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর অভিপ্রায়, যত্ন, চেষ্টা, ও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই ভগবানকে সহায় করিয়া "ধর্ম্ম প্রচারক" পত্রের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গত ফাল্গুন মাসের পত্রে "একটী মহৎ কার্য্যের সূচনা—ভারতে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচার" শীর্ষক প্রবন্ধে এতৎকার্য্য জন্য এক লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহার্থে প্রস্তাব করিয়াছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানহইতে এতদর্থে সহানুভূতি ও উৎসাহকর পত্র এবং এককালীন ও বার্ষিকদান আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সৈয়দ পুরের "উন্নতি বিধায়িনী" সভা তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষরূপে সহযোগীতা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। ভরসা করি তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইবে।

আবার লিখিয়াছেন সচ্চরিত্র ও ঈশ্বর পরায়ন প্রচারোৎসাহী ব্রাহ্মণ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে ঈশ্বরাদিষ্ট বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের স্থলে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক অনাহূত ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইত না। যদি শ্রীকৃষ্ণ বাবু বা অন্য অব্রাহ্মণ আর্য্য-ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তজ্জন্য গুরুত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রচারিত ধর্ম্মের আর্য্য-ধর্ম্মত্ব কোথায় রহিল? শ্রীকৃষ্ণ বাবু তাঁহার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট বিধান নিজে ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আর্য্য ধর্ম্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন"।

ষড়্গুণযুক্ত ব্রাহ্মণগণই যে আর্য্যশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট (ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট নহে) ধর্ম্মোপদেষ্টা, অর্থাৎ যাজনক্রিয়া ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তি, তাহা তিনি স্বীকার করেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে অন্য কেহ ধর্ম্মালোচনা বা ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে উদ্দীপনা করিতে পারিবে না, ইহা তিনি কোথায় বলেন না, এবং ইহা আর্য্য-শাস্ত্র সিদ্ধও নহে। বিশেষতঃ তিনি দ্বিজাতি, সুতরাং তিনি অব্রাহ্মণ হইয়াও তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা হয় নাই।

> সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতাদ্বিজ ধর্ম্মিণঃ।
> শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেহপধ্বংশসজাঃ স্মৃতাঃ" ॥ মনুঃ ॥

কুল্লূক ভট্টাদি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভে, বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে এই তিন জাতিজ পুত্র। অনন্তরজ অর্থাৎ (শাস্ত্র বিহিত অনুলোম বিবাহ ক্রমে) ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ব্ভে (মূর্দ্ধাভিষিক্ত) ও বৈশ্যার গর্ব্ভে (অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য) এই দুই পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে এক পুত্র, এই ছয় পুত্র দ্বিজ ধর্ম্মা। উপনয়নাদি ধর্ম্মশীল।

> অধীয়ীর স্ত্রয়োবর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থাদ্বিজাতয়ঃ।
> প্রব্রুয়াদ্ ব্রাহ্মণস্ত্বেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ ॥ মনুঃ

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়ণ পূর্ব্বক গৃহাশ্রমী পঞ্চযজ্ঞাদি স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ণ ও অধ্যাপনা রূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন। অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণেই (জীবিকার্থ) করিবেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়াদির অধিকার নাই। অতএব জীবিকার্থ ব্যতিরিক্ত বেদাদি শাস্ত্রাধ্যাপন, ব্যাখান করা অন্যান্য দ্বিজগণের অধিকার আছে।

> অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
> অনুব্রজ্যাচ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥ মনুঃ ॥

আপৎকালে উপস্থিত হইলে যোগ্য ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয়ের নিকট; যোগ্য ক্ষত্রিয়াভাবে যোগ্য বৈশ্যের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে। এরূপ পঠদ্দশায় গুরুর অনুগমনাদি শুশ্রূষা করিবে। এস্থলে কুল্লূকভট্ট ব্যাসবচনদ্বারা বলিয়াছেন যে বিপ্রগণ অনুগমনাদি দ্বারা মন্ত্রদাতা ক্ষত্রিয়াদি গুরুর শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহার পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট ভোজনাদিমাত্র করিবেন না।

ভারতবর্ষ যেরূপ সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মগতপ্রাণ ভারতের ইহাপেক্ষা আর আপৎকাল কি হইবে? এরূপ সময়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য দ্বিজগণ অধ্যাপনোপজীবী না হইয়া অনায়াসে সাধারণের হিতার্থে ও ধর্ম্মের উদ্দীপনা জন্য বক্তৃতা ব্যাখ্যানাদি করিতে পারেন ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে। আপৎকালে কেন, অনাপদ সময়েও মনু এতদপেক্ষা অতি উদার আদেশ করিয়াছেন। যথা—

> শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাহবরাদপি।
> অন্ত্যাদপি পরংধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥
> স্ত্রিয়োরত্নান্যথো বিদ্যাধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
> বিবিধানিচ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥

অবরজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিকট শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভ বিদ্যা অর্থাৎ বেদাদি বিদ্যা গ্রহণ করিবেন, এবং শূদ্র, অন্ত্যজ, চণ্ডালাদির নিকটেও পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে তাহাও গ্রহণ করিবেন। নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন অর্থাৎ রূপগুণশীলাদিযুক্তা স্ত্রীকেও গ্রহণ করিবে। এতদনুসারে পাঞ্চালরাজ জৈবিলি প্রবাহণের নিকট, শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক ঋষি, পঞ্চাগ্নি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কয়েকবার বেদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ও শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন, পাণ্ডব পিতামহ ভীষ্মের নিকট ঋষিগণ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণোক্তগীতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছিলেন, সূত নৈমিষারণ্যে ঋষি প্রমুখ মহাত্মা শ্রোতৃবর্গের নিকট পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারদ্বারা অনধিকার চর্চ্চা বা আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করেন নাই, ইহাতে আর্য্যধর্ম্মের কিছুমাত্র অসারত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই। অধিক কি বলিব তাঁহার এতাদৃশ অধিকার থাকিতেও তিনি সাধারণতঃ বক্তৃতা ক্ষেত্রে কখনও উপদেষ্টৃভাবে ব্যাখ্যান করেন না। "তোমরা এইরূপ কর" ইত্যাদি উপদেশ বাক্যের পরিবর্ত্তে তিনি বলেন "আমাদিগের এই রূপ করা উচিত," তবে সময়ে সময়ে উত্তেজনা কালে ব্রাহ্মণকে বা ক্ষত্রিয়কে "আপনারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধন করুন" এই রূপ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহা উপদেশের স্বরে নহে, অনুরোধ ও প্রার্থনা স্বরে কথিত হয়। পুরোহিত লক্ষ্মীপূজা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে যদি বলা যায়, মহাশয়! পূজার সময় হইয়াছে পূজা করুন, এস্থলে পুরোহিতের নিকট প্রার্থনা বা অনুরোধ ভিন্ন উপদেশ বুঝায় না। মাতা নিদ্রিত, আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যদি মাতাকে খাদ্য সামগ্রী দিবার জন্য জাগ্রত করি, তাহা কি মাতার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন, মাতাকে উপদেশ বা আদেশ করিতেছে বুঝাইবে? কখনই নহে। শ্রীকৃষ্ণ বাবুর প্রচারপদ্ধতি সমাজের অনুকূল ও শাস্ত্রাদি বিহিত। প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ (অব্রাহ্মণ হওয়াতে) ধর্ম্ম রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাবু "গুরু" ভাবে কোন স্থানে বক্তৃতা করেন না, সুতরাং এ গুরুদোষ তাঁহাতে আরোপ করিয়া লেখক সাধুবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। অন্যান্য প্রশ্নগুলি সময়ক্রমে "ধর্ম্ম প্রচারকে" সমালোচিত হইবে এজন্য আর অধিক বাহুল্য। এক্ষণে ধর্ম্ম প্রচারকগণ পরস্পর পরস্পরকে সুনয়নে দেখেন ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। অলমতি বিস্তরেণ।

একান্ত বশম্বদ।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার অন্তর্গত সমালোচনী সভা। } শ্রীগোপাল চন্দ্র সরকার জনৈক সভ্য।

মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ।

সম্পাদক মহাশয়! গত বৈশাখ মাসের প্রথমে জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী মহেশপুর গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। গত পাঁচ মাসের মধ্যে উহার যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রতি সপ্তাহে রবিবার রাত্রি ৭॥০ টার সময় উপাসনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে। উপাসনায় প্রায় ৩০ জন লোক নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেছেন। অধিকন্তর আনন্দের বিষয় এই যে, প্রায় ৭।৮ জন প্রাচীন লোক সমাজে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা উপাসনা ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। মহেশপুর থানার সব ইন্‌স্পেক্টার, মুসলমান হইয়াও উক্ত সমাজের উন্নতির জন্য আন্তরিক যত্ন করিতেছেন। সব ইন্‌স্পেক্টার সাহেব নিয়মিতরূপে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত উপাসনায় যোগ দিয়া থাকেন। তিনি সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক ২্ দুই টাকা করিয়া দান করিতেছেন। ঈশ্বরানুগ্রহে ইনি কিছু দিন আমাদের এখানে স্থায়ী হইলে, ইহাঁ দ্বারা মহেশপুরের অনেক হিত সংসাধিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আদিসমাজ, ভারতবর্ষীয়সমাজ ও সাধারণ সমাজ আমাদের প্রতি সহানুভূতি ও আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য মহেশপুর সমাজের উপাসকগণ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। বিশেষতঃ আদিসমাজ ও ইহার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইহার প্রতি পুত্রের ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন। যাহাতে উহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হয়, সেই জন্য তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন রহিয়াছে, এমন কি শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু উৎকট পীড়া ও জরাভারাক্রান্ত হইয়াও মহেশপুর সমাজ পরিদর্শন করিতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একটু সুস্থ হইলেই একবার যাইবেন বলিয়াছেন। বিগত আষাঢ় মাসে আদিসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিতে গিয়া উপাসনা ও উপদেশ দ্বারা সমাজের বিস্তর উন্নতি করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপন্ন করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এমন কি উহা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মবিদ্বেষী প্রাচীন হিন্দুরাও পরিতুষ্ট হৃদয়ে গৃহে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। বৈশাখ মাসের শেষে শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে মহেশপুর যাইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া উহার উন্নতি কল্পে বার্ষিক ৩্ টাকা দান করিয়া আসিয়াছেন। সমাজের সভ্যগণ ইতিমধ্যেই দুইটী মহৎ সদনুষ্ঠান করিয়াছেন। ১ ম তাঁহারা কতকগুলি হোমিওপ্যাথি ঔষধ সংগ্রহ করিয়া একটী দাতব্য ঔষধালয় খুলিয়াছেন। উহা দ্বারা মহেশপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের দুঃখী লোকদিগের যথেষ্ট উপকার হইতেছে। ২য় তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। উহাতে ৩০ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে, ছাত্রীদিগকে সমাজ হইতে পুস্তকাদি দান করা হইতেছে। অর্থের অনটন হেতু উহার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক অদ্যাপি নিযুক্ত করা হয় নাই। উপাসকগণই এক্ষণে অধ্যা-

পনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। উপাসকগণ এক্ষণে যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতেছেন, ঈশ্বর কৃপায় উহা স্থায়ী হইলে, তাঁহাদের দ্বারা মহেশপুরের অনেক কল্যাণ সংসাধিত ও সমাজও স্থায়ী হইতে পারিবে।

শ্রীকালাচাঁদ উকীল।

আঁধার হৃদয়ে পুনঃ প্রেম শশী উদিল।

১

দীননাথ! দেখা দিয়ে, কোথা গেলে চলিয়ে?
কেমনে ধরিব প্রাণ, তোমারে না হেরিয়ে?
নাহেরি'ও প্রেমমুখ, জীবনে কি আছে সুখ?
বিনা তব দরশন, কিবা ফল বাঁচিয়ে?
কিবা সুখ সংসারের ক্লেশ ভার বহিয়ে?

২

তব প্রেমমুখ শোভা কেন তবে দেখা'লে?
এমন করিয়ে মন কেন তবে ভুলা'লে?
আগে দিয়ে দরশন, মুগ্ধ করি' প্রাণ মন,
শোকের সলিলে শেষে কেন নাথ ভাসা'লে?
হৃদয় আঁধার করি' কোথা প্রভু লুকা'লে?

৩

কত দিন বসি' নাথ! তব পদ কমলে,
মোহিত হয়েছি পিয়ে প্রেমসুধা বিরলে.
এবে আমি দীন হীন, হারাইয়ে সেই দিন;
প্রেমের তরঙ্গ আর হৃদয় না উথলে;
মরুভূমি সম হিয়া পুড়ে শোক অনলে।

৪

পাইতাম কত সুখ তব মুখ দেখিয়ে;
ভাসিত আনন্দে মন, পাপতাপ ভুলিয়ে।
সংসারের অত্যাচার, উৎপীড়ন, দুঃখভার
ভাবিতাম তৃণসম, তব বল লভিয়ে।
সে সুখের দিন এবে গেছে মোর চলিয়ে।

৫

তোমার করুণা ভাবি' প্রেমে মন মাতিত,
প্রেমের বারতা শুনি' সুখরসে ভাসিত।
তোমার দয়ার কথা, প্রচারিতে যথা তথা,
কতই বাসনা নাথ! মনে মনে হইত!
সেবিতে তোমারে, প্রাণ কত ভাল বাসিত!

৬

হেরিতাম বিশ্বে, তব সুনিপুণ রচনা,
অসীম মহিমা হৃদে নাহি হ'ত ধারণা;
অনন্ত গগন থালে, রবি শশী দীপ জ্বলে,—
তারকা মুকুতা মালা, কোথা তার তুলনা?
হেরিয়া আরতি গান গাইত এ রসনা।

৭

ধরাতল পরকাশে সুধারসে ভাসিত,
কৌমুদী নিশায় নদী, তরু, লতা হাসিত;
সমীরণ সুশীতল, মাখি' পুষ্প পরিমল,
ধীরে ধীরে কত সুধা বরিষণ করিত!
বিহঙ্গ কাকলি কানে কত সুধা ঢালিত!

৮

কোমল কুসুমকুল তব প্রেমে হাসিত,
বায়ুভরে ঢলি' তব পদ তলে পড়িত।
এই যে ভুবনশোভা, কবিকুল মনোলোভা,
তোমার প্রকাশে আর (ও) কত শোভা ধরিত!
নিরখি' আনন্দনীর দুনয়নে ঝরিত।

৯

সত্যের আলোক যবে প্রকাশিলে হৃদয়ে,
হাসিল অন্তর; যথা দিনকর উদয়ে
হাসে নবরাগে ধরা, কুসুম সুসমা ভরা;
অজ্ঞান আঁধার দূরে পলাইল সভয়ে,
যবে আসি' অকিঞ্চনে দেখা দিলে সদয়ে।

১০

এ হেন অতুল সুখে কিছু কাল কাটিল;
ক্রমে ঘোর অহঙ্কার আসি' হৃদে পশিল;
ভাবিলাম, নিজ গুণে, লভিয়াছি তোমা ধনে,
"ধার্ম্মিক হয়েছি আমি"—পাপ মন ভাবিল;
আপনি অসার কত তাহা নাহি দেখিল।

১১

হৃদয় কোরকে কীট সেই দিন পশিল!
অহঙ্কার সনে আসি' শিথিলতা ধরিল।
তুমি যে কেমন ধন, না বুঝিল পাপ মন,
রাখিবারে হৃদিমাঝে, যতন না করিল।
অপ্রেম আঁধার তাই প্রাণমন ঘেরিল।

১২

পাষাণ হয়েছি এবে; প্রেমে মন গলে না;
উৎসাহ অনল আর অন্তরেতে জ্বলে না।
তব প্রেম গুণগানে, বাসনা না হয় প্রাণে,
প্রেম সুধাপানে, প্রাণ সুখরসে ভাসে না;
তোমারে সেবিতে নাথ! আর ভাল বাসে না।

১৩

রবিশশী তারা সেই সুশোভিত গগনে,
সুন্দর স্বভাবশোভা প্রকাশিত ভুবনে,
কিন্তু তারা শশী রবি, শোভন প্রকৃতি ছবি,
কিছুতেই ভুলা'তে না পারে মম নয়নে।
তোমারে হারা'য়ে নাথ! কিবা সুখ জীবনে?

১৪

আরকি এদাস তব দরশন পা'বে না?
দুঃখের রজনী মম প্রভাত কি হ'বে না?

আর কিহে এজীবনে, ভবসনে সম্মিলনে,
মরমবেদনা মম দূরে চলি' যা'বে না?
অপরাধী বলি' পদে স্থান কিহে দিবে না?

১৫

তুমি যদি তেয়াগিবে, কোথা যা'ব বলনা!
কাহারে জানা'ব আর হৃদয়ের বেদনা?
অনন্ত করুণাধার! তোমা বিনা কেবা আর
পুরা'তে পারিবে মম অন্তরের বাসনা?
তোমারি বিরহে নাথ! সহি এত যাতনা!

১৬

এস তবে এস নাথ! ব'স হৃদি আসনে;
ছাড়িব না আর প্রভু! পূজিব হে যতনে।
চূর্ণ এবে অহঙ্কার, বুঝেছি বুঝেছি সার,
নিতান্ত অসার আমি তব দয়া বিহনে;
কোন গুণ নাহি নাথ! মম পাপ জীবনে।

১৭

এই যে নয়নে পুনঃ প্রেমধারা ঝরিল!
এই যে প্রকৃতি পুনঃ নব শোভা ধরিল।
আসিলে কি প্রাণাধার?—যাইতে দিব না আর।
তব দরশনে প্রাণ সব শোক ভুলিল!
আঁধার হৃদয়ে পুনঃ প্রেম শশী উদিল!

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ দান।

		পূর্ব্ববারে বিজ্ঞাপিত	১৭৮৯৩৷৽
শ্রীযুক্ত	বাবু	পূর্ণচন্দ্র দাস, রামপুরহাট	২
,,	,,	প্রসাদদাস মল্লিক, কাঁশারীপাড়া	১০
,,	,,	প্রহ্লাদচন্দ্র পাল, সিমলা	২
,,	,,	রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, মুরশিদাবাদ	৫
,,	,,	রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ	৫
,,	,,	রমানাথ আঢ্য, তালতলা	২৫
,,	,,	রাধাগোবিন্দ চৌধুরী, কলিকাতা	১০
,,	,,	রাজকুমার মল্লিক, ঐ	১
,,	,,	রূপলালদাস, ঢাকা	২৫০
,,	,,	শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর	৫০০
,,	,,	এস, এন, মিত্র ঐ	১০০
,,	,,	শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী, রামপুরহাট	২
,,	,,	শ্রীনাথ মিত্র, কলিকাতা	৫
,,	,,	সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	২৫
,,	,,	একজন প্রকৃতবন্ধু, কুমারটুলি	২০০
,,	,,	শিবচন্দ্রদাস, ভবানীপুর	৪
,,	,,	সোনারামদাস, বিশ্বনাথ	২
,,	,,	তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তালতলা	২৫
,,	,,	উপেন্দ্রনাথ মল্লিক, সিকদারপাড়া	১০
শ্রীযুক্ত	বাবু	উমেশচন্দ্র বসু, মট্‌স্‌ লেন, কলিকাতা	২৫
,,	,,	গোবিন্দচন্দ্র বসু, কলিকাতা	২০
,,	,,	বিপিনচন্দ্র দত্ত, মেদিনীপুর	২০০
,,	,,	নবীনচন্দ্র দে এণ্ড কোং, কলিকাতা	১০
,,	,,	রজনীকান্ত ঘোষ, ঢাকা	৫০
,,	,,	একজন বন্ধু, বাঁকিপুর	১০০
,,	,,	শ্রীযুক্ত বাবু হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম কালিগঞ্জ	৫
,,	,,	রামচন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা	১০০
,,	,,	কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌চি, সিরাজগঞ্জ	১০
,,	,,	ললানচন্দ্র নিয়োগী ঐ	১০
,,	,,	কৃষ্ণনাথ চন্দ্র ঐ	৩
,,	,,	নন্দগোপাল ভাদুড়ী ঐ	১০
,,	,,	রামলাল সাহা ঐ	১০
,,	,,	নীলাম্বর ভুঁই ঐ	৩
,,	,,	রজনীকান্ত মৈত্র ঐ	৫
,,	,,	শম্ভুচন্দ্র নাগ ঐ	২০
,,	,,	রাজকৃষ্ণ বিদ্যান্ত ঐ	২
,,	,,	রজনীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	৪
,,	,,	রাধাগোবিন্দ রায় ঐ	৩
,,	,,	মহেশচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ	৩
,,	,,	নবকুমার লাহিড়ী ঐ	২০
,,	,,	কৃপাপাত্র দীন, মুদিয়ালি	১০
		মোট	১৯,৬২৬৷৽

তত্ত্ব কৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি

বাবু	গিরীশচন্দ্র সরকার	কাছার	৩
,,	নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভাগলপুর	৩
,,	উদয়রাম দাস, শিবসাগর	আসাম	৩
,,	তারকচন্দ্র সেন	ঢাকা	৩
,,	কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৩
,,	বৈকুণ্ঠনাথ রায়	ঐ	৩
,,	ঈশ্বরচন্দ্র দাস	ঐ	৩
,,	গঙ্গাচরণ সরকার	ঐ	৩
,,	হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	৩
,,	পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩
,,	উমাপ্রসাদ বিশ্বাস	ঐ	৩
,,	গোবিন্দচন্দ্র দাস	ঐ	৩
,,	কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	৩
,,	প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার	ঐ	৩
,,	অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়	ঐ	৬
,,	প্রসন্নকুমার রায়	ঐ	৩
,,	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত	দিনাজপুর	৩

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ই অক্টোবর, রবিবার সার্দ্ধ দিবটিকার সময় মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। সভায় নিম্নলিখিত কার্য্য সকল হইবে। ১ম কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিজ্ঞাপনী পাঠ। ২য় সভ্য নিয়োগ। ৩য় প্রচারক নিয়োগসম্বন্ধীয় নিয়ম সকলের বিচার। ৪র্থ। অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপিস
১৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৯

শ্রীশিবচন্দ্র দেব
সম্পাদক।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান-বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্ম-সমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে-পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

বিক্রয়ার্থ।

জীবনআলেখ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিনীর প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত জীবনী।

মূল্য ॥০ আটআনা।

ক্যানিংলাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, মজুমদার কোং, ও ৯৩ নং কলেজষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	।০	‚১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	‚১০
ঐ ইংরাজী	৶০	‚০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	‚১০
কৃতজ্ঞতা	‚১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	‚১০
শিশু পালন	৷৷০	‚১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৶০	‚১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	‚১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	২৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১৷৷০	/০
Morning & eveing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচনা	১৲	/০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. Sep 1879.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১০ম সংখ্যা। | ১লা, কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বল ঐ ৩

এক দরিদ্রব্রাহ্মণ তাঁহার গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, দূরে কে আসিতেছে। ব্রাহ্মণ নিবিষ্টচিত্তে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে দেখিলেন যে, মহামূল্য অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গসুসজ্জিতা একটি স্ত্রীলোক রূপে আলো করিয়া তাঁহার গৃহদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইল। ব্রাহ্মণ সসম্ভ্রমে গাত্রো-ত্থান করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?" স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "আমি আপ-নার গৃহে বাস করিব বলিয়া আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণ একথায় যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন, এবং বাটীর সকলকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, যত দিন এই সুন্দরীনারী তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করি-বেন, সকলে যথাসাধ্য যেন তাঁহার পরিচর্য্যা করেন; কোন প্রকারে বিন্দুমাত্র যেন তাঁহার সেবার ত্রুটি না হয়। স্ত্রী-লোকটি ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন; তাঁহার জন্য সর্ব্বদাই আনন্দোৎসব হইতে লাগিল।

দুই এক দিন গত হইল। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বের মত গৃহদ্বারে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন যে আবার কে আসিতেছে। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন যে, নিতান্ত কদাকারা, এক নারী আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে শোণিতধারা দর দর ধারে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার বিকটমূর্ত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ সভয়চিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? এখানে কেন?" স্ত্রীলোক বলিল, "আমি তোমার গৃহে বাস করিব বলিয়া আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া বলিলেন "সেকি! তাহা হইবে না। তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, চলিয়া যাও।" স্ত্রীলোক বলিল, "আমি কখনই যাইব না। আমি তোমার গৃহে বাস করিব। তুমি আমার ভগিনীকে গৃহে স্থান দিয়াছ; আর আমাকে দিবে না?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "কে তোমার ভগিনী?" স্ত্রীলোক উত্তর করিল "যে সুন্দরীনারী দুই এক দিন পূর্ব্বে তোমার গৃহে আসিয়াছে, সেই আমার ভগিনী।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "ইহা কখনই হইতে পারে না।" এই বলিয়া তিনি সেই সুন্দরীনারীকে তথায় আহ্বান করিয়া আনিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাকে আপনি জানেন? এ বলিতেছে যে আপনি নাকি উহার ভগিনী। ও আপনার সঙ্গে আমার গৃহে থাকিতে চায়। সুন্দরী বলিলেন "ও যথার্থ কথাই বলিয়াছে। ও আমার ভগিনী; ও আমাকে ছাড়িয়া কখনই থাকিতে পারে না। যেখানে আমি যাই, ও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেখানে উপস্থিত হয়। আমাকে যদি আপনার গৃহে রাখিতে চান, তবে আমার ভগিনীকেও রাখিতে হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! তবে আপনি কে? সুন্দরী বলিলেন "আমার নাম সুখ এবং আমার ঐ ভগিনীর নাম দুঃখ। যে খানে সুখ যায়, দুঃখও সেখানে গিয়া উপ-স্থিত হয়। কেহ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।"

মহাত্মা বুদ্ধদেবের এই গল্পটি কেমন চমৎকার উপ-দেশপূর্ণ!

জনসমাজ ও ধর্ম্ম।

২

জনসমাজের হিতসাধন ও সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ধর্ম্ম যে নিতান্ত আবশ্যক, ইতিহাস উচ্চৈঃস্বরে এ কথা প্রচার করিতেছে। অষ্টাদশশতাব্দীর শেষভাগের সুবিখ্যাত ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে, সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডে যে ঘোরবিপ্লব হয়, তাহার তুলনা করিলে আমরা এ কথার যাথার্থ্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই দুই বিপ্লব প্রায় একই কারণে সমুদ্ভূত। উক্ত উভয় বিপ্লবেই রাজকীয় অত্যাচারের বি-রুদ্ধে লোকে অস্ত্রধারণ করে, উভয় বিপ্লবই নিষ্ঠুর, ক্ষমতা-প্রিয় রাজার অত্যাচার নিবারণ ও প্রজামণ্ডলীকে তাহাদের ন্যায্য স্বত্ব প্রদান করিবার জন্য সংঘটিত হয়। কিন্তু এত সমতা থাকিতেও, মূলকারণে সৌসাদৃশ্য থাকিতেও এই দুই বিপ্ল-বের ফলের মধ্যে কি অসাদৃশ্য! কি বিভিন্নতা! এই যে প্রায় একি প্রকার কারণ হইতে সমুদ্ভূত দুটী মহাবিপ্লব, তন্মধ্যে কেন, একটীতে যে জন্য অস্ত্রধারণ করা হইয়াছিল তাহা লাভ করিয়া প্রজামণ্ডলী সুখী হইল, আর অপরটীতেই বা কেন এত বিষময় ফল প্রসূত হইল, এবং সমস্ত প্রজামণ্ডলী বিপ্ল-বান্তে অধিকতর কঠোর অত্যাচারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল? দুই বিপ্লব এক কারণে সমুদ্ভূত, কিন্তু তথাপি উভয়ের কার্য্য ও ফলে এত প্রভেদ কেন? তাহার মূল কারণ এই যে, একটীতে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য, আর অপরটীতে ধর্ম্মের অভাব। ইংলণ্ডের বিপ্লবকারীগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উজ্জ্বল ছিল, তাই

তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনককার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘোরবিপ্লবের সময়ও ইংলণ্ডবাসীগণের হৃদয় হইতে দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি মহত্তর গুণসমূহ পলায়ন করে নাই। কারণ, তাহাদিগকে বলীয়ান ও রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্ম সেখানে বিরাজমান ছিলেন। আর ফরাসিগণ যে এত নিষ্ঠুরতা ও এত নির্ম্মমতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, ধর্ম্মভাবের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দয়া সহানুভূতি প্রভৃতি উচ্চপ্রবৃত্তিসমূহও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিপ্লবের ইতিহাসের তুলনা করিয়া কে বলিবেন যে ধর্ম্ম না থাকিলে জনসমাজের উন্নতি হইতে পারে? কে বলিবেন যে, সমাজনীতি রক্ষার একমাত্র প্রধান ও কার্য্যকর উপায় ধর্ম্ম নহে? ইংলণ্ডে শতবৎসরকাল মধ্যে পার্লেমেণ্টের প্ররোচনায় যুদ্ধক্ষেত্রব্যতীত অন্যত্র শত ব্যক্তিও নির্ম্মমভাবে হত হইয়াছে কি না সন্দেহ; কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের সময় ১৭৯২ খৃঃ অব্দের ২রা হইতে ৫ ই সেপ্টেম্বরপর্য্যন্ত তিন দিবসের মধ্যে কেবল পারিসনগরে ১১০০০ নির্দ্দোষীপ্রাণীর বধ সাধিত হয়। রমণীগণ এই সকল হতভাগা মৃতলোকদিগের যকৃৎ ও মাংস সংগ্রহ করিয়া অবলীলাক্রমে তাহা ভাজিয়া ভক্ষণ করে, এবং হত্যাকারীগণ প্রত্যেক নরমুণ্ডের জন্য এক একটী রৌপ্য মুদ্রা শ্রমের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে এই হত্যা কাণ্ডের সময়ে জনৈক দুরাত্মা সৈনিক, রক্তাক্তকলেবরে পারিস মিউনিসিপালিটীর মেয়র পিসনের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত্যর্থ গমন করিলে পর, তিনি তাহাকে ৫টী মুদ্রা প্রদান করেন; কিন্তু সে তাহাতে অপমানিত জ্ঞান করিয়া সেই মুদ্রা কয়টী দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, "মহাশয়! আমি কি পাঁচটী লোক মারিয়াছি যে আপনি আমাকে পাঁচটী রৌপ্যমুদ্রা দিলেন! আমি আজ সমস্তদিনে একা এই হস্তে দুইশত মস্তক ছেদন করিয়াছি।" মেয়র অগত্যা তাহাকে শতমুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন। এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার যে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ কি? সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক এলিসন বলেন যে, ধর্ম্মভাবের অভাবই এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের মূল কারণ।

ধর্ম্মভিন্ন জনসমাজ থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্মকে কখনও কেহ জনসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে সমর্থ হইবে না। ধর্ম্ম মানব প্রকৃতির অঙ্গ; মানব প্রকৃতিকে সমূলে বিনষ্ট না করিলে তন্নিহিত ধর্ম্মভাবকে কেহ বিনাশ করিতে পারিবেন না। তবে যাঁহারা সংশয়বাদ, জড়বাদ, নাস্তিকবাদ প্রভৃতি ধর্ম্মবিরোধীমত প্রচার করেন, তাঁহারা প্রচারব্রতে কৃতকার্য্য হইলে জনসমাজ কিয়দ্দিনের জন্য ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত থাকিয়া অশেষ দুঃখে ভাসমান থাকিবে; কিন্তু পুনরায় আবার প্রতিক্রিয়া আসিয়া এই সকল বিপ্লবকারী মত সমূহকে জনসমাজহইতে বিদূরিত করিবে এবং পুনরায় ধর্ম্মকে তাহার ন্যায্যঅধিকার প্রদান করিয়া জনসমাজের অশেষ দুঃখরাশি মোচন করিবে। মানুষ ধর্ম্মভাবকে বিনষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলে আপনি কষ্ট পাইবে, এবং তাহার চেষ্টা ফলবতী হইলে, জনসমাজকে অশেষদুঃখ যন্ত্রনা ও অত্যাচারের স্রোতে কিয়দ্দিবসের জন্য ভাসিতে হইবে, কিন্তু কখনও ধর্ম্মভাব একেবারে উন্মূলিত হইবে না। কম্‌টীর দোহাই দিয়া অনেকে আজকাল সংশয়বাদ, নাস্তিকতা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ধর্ম্মকে জনসমাজ হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু কম্‌টীর জীবন ও দার্শনিকমতসমূহ একটু পর্য্যালোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব, যে ধর্ম্মভাব মানব হৃদয় হইতে সহজে মুছিয়া ফেলিবার জিনিস নহে। কম্‌টী সমুদায় ধর্ম্মপ্রণালীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, কিন্তু এই সমুদায় করিয়াও শেষে তিনি করিলেন কি? না নূতন এক আশ্চর্য্য ও হাস্যজনক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। তিনি এক উপাস্য দেবতার সৃষ্টি করিলেন, তাহার প্রতিমূর্ত্তি গড়িলেন এবং তাঁহার নিজের কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া এক আশ্চর্য্য পরলোক ও এক আশ্চর্য্য স্বর্গের সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে মানবজাতিকে (Humanity) বসাইলেন। এই উপাস্য দেবতার অঙ্গের মধ্যে মৃত ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রধান হইলেন এবং তাহার নিম্নেই ভাবী বংশ স্থান প্রাপ্ত হইলেন। উপাস্য দেবতা স্থিরীকৃত হইল; এখন ত এই অদৃশ্য দেবতার একটী চিহ্ন নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন, তাহাও করা হইল। ত্রিংশৎ বর্ষীয়া রমনী ও তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশু সন্তানের প্রতিমূর্ত্তি এই আশ্চর্য্য উপাস্য দেবতার আশ্চর্য্য বিগ্রহ হইল। কিন্তু এখানেই তাঁহার রচিত ধর্ম্মের সমুদায়সূত্রের শেষ হইল না। কেবল প্রধান উপাস্য দেবতা থাকিলে হইবে না, তাঁহার নিম্নস্থ প্রত্যেক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার (Guardian Angels) প্রয়োজন আছে। ইহাদিগকে কোথায় পাওয়া যাইবে? অধিষ্ঠাত্রীদেবতারও সৃষ্টি হইল। তাঁহার নিজের জীবনের তিন জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্ম্মিতা হইলেন। প্রথম তাঁহার পত্নী, দ্বিতীয় তাঁহার মাতা, এবং তৃতীয় তাঁহার বাড়ীর চাকরাণী অতুলনীয়া সফি, (The incomparable Sophie) এবং এই তৃতীয় দেবতার বিশেষ গুণ এই যে তিনি সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিতা ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে "শেষ বিচার" (Judgment) আছে; কম্‌টীর ধর্ম্মতেও তাহা থাকা চাই। তাহা কি রূপ হইবে? না প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার নগরবাসী সকলে একত্রিত হইয়া বিচার করিয়া দেখিবেন, এই ব্যক্তি উপাস্য দেবতার অঙ্গীভূত হইবার উপযুক্ত কি না! এবং এই বিচার কম্‌টীর মতে খৃষ্টানদের শেষবিচারের স্থান অধিকার করিল।

এখন কম্‌টীর এই সকল পাগ্‌লামী দেখিয়া কে বলিবেন যে ধর্ম্মভাব মানবহৃদয়হইতে সহজে মুছিয়া ফেলিবার বস্তু? মানব হৃদয়ে ধর্ম্মভাব চিরকাল ছিল চিরকাল থাকিবে। ইহাকে একেবারে বিনাশ করা কাহারো ক্ষমতার অধীন

নহে। তবে হয়তো কোন দেশে কিয়দ্দিবসের জন্য তাহাকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া মানব সমাজকে দুঃখের স্রোতে ভাসাইতে পারা যায়, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহাতে কেবল মানবসমাজের অনিষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্মভাবকে বিজ্ঞান কিয়দ্দিনের জন্য সমাজহইতে বিদূরিত করিতে পারে, কিন্তু একেবারে নির্ব্বাসিত করিতে কখনও পারিবে না। মানবের মন অসহ্য কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আবার ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেই করিবে। বিজ্ঞান যদি ধর্ম্মের সঙ্গে অসদ্ভাব রাখেন তবে তাহাতে ধর্ম্মের কিছু ক্ষতি হইবে না। কেবল মানব সমাজেরই ঘোর অনিষ্ট হইবে; এবং বিজ্ঞান যদি আপনার ন্যায্য স্বত্ব উপলব্ধি করিয়া, ধর্ম্মের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলেন তবেই জনসমাজ অপ্রতিহতভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। হে বৈজ্ঞানিক! প্রচলিত ধর্ম্মের যে সমুদায় দোষ, যে সমুদায় কুসংস্কার তাহা তুমি বাহির করিয়া দাও, কিন্তু এই সব কণ্টকীবৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবৃক্ষকেও উৎপাটিত করিতে প্রয়াস পাইও না। তাহা হইলেই তোমার দ্বারা তোমার নিজের ও তোমার সমাজের,—সমস্ত মানব জাতীর মহান্ উপকার সাধিত হইবে।

ধার্ম্মিকের সুখ।

চৈতন্য হরিনামে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। চৈতন্য এমন জ্ঞানী, এমন পণ্ডিত, এমন সদ্বিবেচক হইয়া, সামান্য লোকের মত বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নৃত্য করিতেন! সংসারের নরনারী এ রহস্যভেদ করিতে সমর্থ হয় না। কেন যে চৈতন্য হরিনামে এত আকুল হইয়া কাঁদিতেন, কেন যে তাঁহার হৃদয়ে হরিনামশ্রবণে এত সুখ ও এত আহ্লাদের তরঙ্গ উঠিত, সংসারের লোক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না; সেই জন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করে, "কিসে চৈতন্যের এত আনন্দ হইল?" ভিক্ষুক যিনি, সংসারের সর্ব্ব প্রকার সুখ হইতে বঞ্চিত যিনি, তাঁহার এত আনন্দ হইল কিসে? যিনি স্নেহময়ীজননীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, প্রাণসমাপত্নীকে যিনি জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছেন, রাত্রি প্রভাত হইলে যাঁহার অন্নের আয়োজন নাই, সেই চৈতন্যকে এত সুখী ও এত আহ্লাদিত দেখিয়া সংসারের নরনারী বিস্মিত হইল। সংসারের লোক বুঝিতে পারে না ধর্ম্মের এত সুখ কোথা হইতে আসে। ধার্ম্মিক চৈতন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও কিসে এত সুখী হইলেন, জগতের নরনারী তাহা অনুভব করিতে পারে না; তাই তাহারা ভাবে যে ধর্ম্মজগতে কেবল বিপদ, কেবল দুঃখ। জগতের চিন্তাহীন নরনারী বুঝিতে পারে না, মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, ধনসম্পদ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও ধার্ম্মিক কিসে সুখী হইয়া থাকেন। কিন্তু একবার যিনি অনন্তের পূজা করিয়া সুখী হইতে পারিয়াছেন, জীবনে একবার যিনি সেই "সত্যং শিবং সুন্দরং" রূপ উপলব্ধি করিয়া, ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে আপনার আত্মাকে ভাসাইয়া দিতে পারিয়াছেন, তিনি জানেন যে এ সংসারের সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মানুষ কি প্রকার ঈশ্বর প্রেমে সুখী হইতে পারে। যাঁহারা জীবনে একবারও ধর্ম্মের সুখ অনুভব করিতে পারিয়াছেন; ধর্ম্মে কত সুখ তাঁহারাই জানেন। মহাত্মা পল, এইটী বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াই বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও, আমি আবার বলি ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও।"

যেখানে উৎসাহ সেখানে সুখ। উৎসাহ থাকিলে মানুষ সুখী হয়। উৎসাহ কমিয়া গেলে মানবহৃদয়ে সুখের পরিমাণও কমিতে থাকে। যতদিন সংসারী আপনার সংসারের সুখ অন্বেষণ করে, উৎসাহ পূর্ণঅন্তরে ধনী যতদিন ধনের জন্য পরিশ্রম করেন, যশোলিপ্সু যশোমানের অন্বেষণে রত থাকিতে পারেন, তত দিন তাঁহারা এক প্রকার সুখ অনুভব করেন। কিন্তু যখনই অভিলাষ পূর্ণ হইল, যখনই ধনী ধনরাশি আপনার করতলস্থ দেখিতে পাইলেন, যখনই যশোলিপ্সুর প্রশংসা ধ্বনিতে গগন বিকম্পিত হইতে আরম্ভ করিল, যখনই সংসারী আপনার ঈপ্সিত সুখ হস্তগত করিতে পারিলেন, অমনি তাঁহাদের সুখের নদীতেও ভাঁটা পড়িল। অর্থাৎ যদি তাঁহাদের বাঞ্ছনীয় আর কিছুই না থাকে, তাহাহইলে উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখের স্রোতও বন্ধ হইয়া আসে। প্রেমে অতুলসুখ। যখন অনুরাগাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া দুটী হৃদয়কে বিগলিত করিয়া একত্র মিশাইয়া দেয়, যখন, থিওডোর পার্কার যেমন বলিয়াছেন, "দুই বক্ষে এক হৃদয় নাচিতে থাকে, এবং একই আত্মার ভাব দুই রসনা প্রকাশ করে; দুটী শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে যেমন এক হইয়া যায়," সেইরূপ যখন দুই মানবহৃদয় প্রেমে বিগলিত হইয়া এক হইয়া যায়,—তখন মানুষ পার্থিব জগতের শ্রেষ্ঠতম সুখ ভোগ করে, কিন্তু প্রেম মানব হৃদয়ে যদি উজ্জল উৎসাহাগ্নি প্রজ্জলিত করিতে না পারিত, তাহা হইলে প্রেমের এত সুখ কোথায় থাকিত? প্রাণের বন্ধুকে ভাল বাসিয়া কাহারও পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। প্রিয়তমাপত্নীকে বা প্রাণসমবন্ধুকে দেখিয়া কাহারও নয়ন সম্পূর্ণতৃপ্তি লাভ করে না। যত দেখে আরো দেখিতে চায়, যত ভাল বাসে তত আরো ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। এই অতৃপ্তিতেই সুখ। যেখানে তৃপ্তির পূর্ণতা নাই, সেখানেই উৎসাহ ও সেখানেই সুখ।

ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে জগতে ধর্ম্মের সুখের মত সুখ আর কোথায় পাওয়া যাইবে? জগতে ধার্ম্মিকেরই কেবল কামনার শেষ হইতে পারে না। ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ মানুষকে ভাল বাসিয়া যখন মানুষের হৃদয় সহজে তৃপ্ত হয় না, তখন অনন্ত অসীম প্রেমময়ব্রহ্মাণ্ডপতিকে ভালবাসিয়া মানবহৃদয়ে তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা কেমন করিয়া হইবে? ঈশ্বরপ্রেমী অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে যত দেখেন, আরও দেখিতে চান। ধার্ম্মিকের কামনা আছে, অথচ পূর্ণতৃপ্তি নাই; ধার্ম্মিক তাই জগতে এত সুখী। উৎসাহে সুখ। ধর্ম্মে মানুষ যত উৎসাহী হয়,

আর কিছুতে তত হয় না। নিতান্ত অলস যাহারা, হৃদয়ে যাহাদের বরফরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের মনেও একবার ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া দাও, তাহাদের অন্তরাত্মার মধ্যেও সেই স্বভাবনিহিত ধর্ম্মভাবকে একটু দীপ্ত করিয়া দাও, আর দেখিবে যে, যে অল্পক্ষণ পূর্ব্বে অলস ও নিরুদ্দাম ছিল, এখন তাহার জ্বলন্তউৎসাহ দেখিয়া চতুঃপার্শ্বস্থ নরনারী, বিস্মিত হইয়া উঠিতেছে। "ধর্ম্মের নামে মানুষ যত মত্ত হইতে পারে, আর কিছুতে তত হয় না" ইতিহাস গম্ভীর ধ্বনিতে এই সত্য প্রচার করিতেছে। সন্ন্যাসী পিটার একাদশশতাব্দীতে ইউরোপের অধিবাসীগণকে যত মত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, জগতে কি কেহ ধর্ম্মের সাহায্য ভিন্ন এত লোককে কখনও এত মাতাইতে পারিয়াছেন? মহম্মদ তাঁহার শিষ্যগণকে ধর্ম্মের নামে যত মাতাইয়াছিলেন কোনও পার্থিব সেনাপতি তাহার অধীনস্থ সেনাসমূহকে কোনও পার্থিববস্তুর নামে এত মাতাইতে পারিয়াছেন? গুরুগোবিন্দ শিখদিগকে যত প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর কেহ ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কি কখনও লোককে এত প্রমত্ত করিতে পারিয়াছেন? আর মহাত্মা মুসা যে মুষ্টীপ্রমাণ, নগ্ন, অনাহারেক্ষীণ ইহুদীদ্বারা একটী মহান্ জাতির সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা কি ধর্ম্মোৎসাহের গুণে নহে? তাই বলি যে ধার্ম্মিকের সুখী হইবার যত কারণ আর কাহারও সুখী হইবার তত কারণ নাই।

জগতের অন্ধ নরনারী চারিদিকে সুখ সুখ করিয়া ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করে, কিন্তু জানে না যে ধর্ম্মভিন্ন কোথাও প্রকৃতসুখ পাওয়া যায় না। সত্য বটে, ধনে একটুকু ক্ষণিক সুখ পাওয়া যায়। জ্ঞানার্জ্জনায় মানুষ এক প্রকার সুখী হইয়া থাকে। প্রেমেও সুখ আছে। কিন্তু ধর্ম্মের সুখ এই সর্ব্বপ্রকার সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধনের সুখ সকলে ইচ্ছা করিলেই ভোগ করিতে পারে না, তুমি আমি সকলেই চেষ্টা করিলে লক্ষপতি হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্যের চাক্‌চিক্যে সংসারের চক্ষুতে ধাঁধা লাগাইতে পারি না। তুমি আমি সকলেই চেষ্টা করিলে মহাপণ্ডিত হইতে পারি না। মনে করিলে সকলেই কালিদাসের মত কবি বা নিউটনের মত বিজ্ঞানবিৎ হইতে পারে না। আর প্রকৃত প্রাণেরবন্ধু পাইয়া যে বিশুদ্ধ প্রণয়সুখ ভোগ করা, তাহা এই অসংখ্য নরনারীর মধ্যে কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? তুমি যাহাকে ভালবাস, সে তোমায় হয়তো পদাঘাত করে, আর তোমাকে যে ভালবাসে, তুমি হয়তো তাহাকে ঘৃণা কর, জনসমাজে অনেকস্থলে প্রেমের দৃশ্য ত এই প্রকার। প্রেমসুখ ভোগ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সকলেই জগতের ধনসুখ, বা জ্ঞানসুখ, বা প্রেমসুখ ভোগ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু এই সকল প্রকার সুখ হইতে বিশুদ্ধতম ও উচ্চতম যে ধর্ম্মসুখ তাহা জগতের সমুদায় নরনারীর সাধারণসম্পত্তি। পরিশ্রম কর, সাধন কর, আর প্রার্থনা কর; প্রার্থনা কর আর সাধন কর; তাহা হইলেই সে সুখ ভোগ করিতে পারিবে।

মানব প্রকৃতি।

৪

আমরা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি যে, মানব প্রকৃতি কি পরিমাণে নীতির অনুকূল বা বিরোধী নিরূপণ করিতে হইলে, বিবেচনাকে মানব প্রকৃতির অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মানব প্রকৃতির মূলে বিবেচনার স্থান।

বিবেচনার পর আমাদিগের আলোচ্য প্রবৃত্তি। মানব প্রকৃতি বিবেচনার গুণের ভাগী কি না এই বিষয়ে মতভেদ। প্রবৃত্তির সম্বন্ধে মতভেদ অন্য প্রকার।

প্রবৃত্তি সমষ্টির নাম হৃদয়। এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। প্রকৃতিতে কোন দুই শ্রেণীর পদার্থ স্পষ্টরূপে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না। উভয় শ্রেণী মধ্যস্থলে পরস্পরকে সংস্পর্শ করে। একটী অল্পে অল্পে অন্যটীতে মিলাইয়া যায়,—মানুষের চক্ষে ধূলি দিয়া ক্রমে মিলাইয়া যায়। ঠিক এমন স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া দুরূহ যেখানে একটী শ্রেণী শেষ হইতেছে, অন্যটী আরম্ভ হইতেছে। একটী শেষ হইবার পূর্ব্বেই অন্যটী আরম্ভ হয়। দুটী বিভাগ সুবিভক্ত নহে; দুটী বিভাগের মধ্যে এমন কতকটা স্থান রহিয়াছে যাহা উভয়েরই সহিত সসম্পর্ক। উদ্ভিদ ও প্রাণী এ উভয়ের বিভেদ কি? প্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করিলে এই স্থল কথাও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে। মানববুদ্ধি সূক্ষ্ম; ঈশ্বরের রচনা আরও সূক্ষ্ম। এমন প্রাণী আছে যাহা প্রাণী কি উদ্ভিদ্ বলিয়া উঠা ভার, এমন উদ্ভিদ আছে যাহা উদ্ভিদ কি প্রাণী বলিয়া উঠা ভার। উদ্ভিদ ও প্রাণী এ উভয়ে বিভেদ কি ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে হইল। উভয়ের সন্ধিস্থল নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। যখন প্রকৃতি মিশ্র ভাষায় আলাপ করে, উহার মাতৃভাষা স্থির করিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার হয়।

প্রবৃত্তি ও বিবেচনা উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে। বিবেচনা হৃদয়ের সীমায় প্রবেশ করে। ঐ যে ভাসমান শবের ইঙ্গিতমাত্র সুখস্বপ্ন পলাইল, এ বিবেচনার ফল। কল্পনা সংসারকে সুন্দরসজ্জায় সাজাইতেছিল, মনুষ্য অনিত্যতা বিস্মৃত হইতেছিলেন। শবের অঙ্গুলিস্পর্শে কল্পনার আবরণ মুছিয়া গেল, মনুষ্য দেখিলেন সংসারের নিম্নে লিখিত "সমাপ্ত"; ঈশ্বর লিখিয়া দিয়াছেন। বিবেচনায় পরকালের প্রতি দৃষ্টি পড়িল; হৃদয়ে ঔদাস্য আসিল। সংসারসুখে সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও যে মৃত্যুর নামে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল না, তাহার কথা কি বলিব? এই বলিব যে তাহার হৃদয়ে পীড়া হইয়াছে; সংসার বিষে তাহার হৃদয় অবশ হইয়াছে। তাহার বিবেচনা তেজোহীন বলিলেও চলে। বোধ হয় যেন বিবেচনা ও হৃদয় মিলাইয়া গেল; এ ভ্রম। এস্থলে বিবেচনা ও হৃদয়ের কার্য্য পৃথক করা যায়; অনিত্যতা দেখাইয়া দিল বিবেচনা, ঔদাস্য আনিয়া দিল হৃদয়। বিরাগ অনিত্যতা উপলব্ধির ফল; অনিত্যতাজ্ঞান বিবেচনার কার্য্য, কিন্তু সেই জ্ঞান জন্য যে বিরাগভাব তাহা হৃদয়ের। এস্থলে কেবল স্থূলদর্শনের জন্য বোধ হয় যেন

বিবেচনা ও হৃদয় একই, কিন্তু এমন স্থল আছে যে খানে বিবেচনা ও হৃদয় বাস্তবিক একীভূত হইতেছে। মানব-প্রকৃতির এমন ধর্ম্ম আছে যাহা বিবেচনা ও হৃদয় উভয়ের উপকরণে গঠিত। এই ধর্ম্ম কর্ত্তব্যবুদ্ধি (conscience); ইহা বিবেচনা; কিন্তু হৃদয়ে ইহার স্থান। এ বিষয় পরে আলোচনা করিব।

বিবেচনার কতকটা অংশ হৃদয়ে আসিয়া পড়িল; তথাচ স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে প্রবৃত্তিসমষ্টির নাম হৃদয়।

হৃদয়ে বিচার নাই। মাতৃস্নেহ—বিচার নাই। সন্তান হেয়, সংসারে ঘৃণা, মাতার নিকটে ভালবাসা। "তোমার সন্তান সমাজের কলঙ্ক, দূর করিয়া দেও"; মাতা আরও ভাল বাসিলেন। ভালবাসার বিচার নাই। পুত্রের হৃদয় মাতার জন্য কাঁদে, বিচার করে না। পুত্র বলবান্, সাহসী, মাতা শক্তিহীন; তবুও পুত্র মাতার নিকটে অভয় লাভ করে। পীড়ায় শরীর শিথিল, বিজ্ঞ চিকিৎসক হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিলেন না; মাতা নিকটে আসিলেন, হৃদয় আশ্বস্ত হইল। সংসারে বড় উত্তাপ, কোন স্থলে একটু ছায়া নাই; কেবল ঘৃণা, কেবল নির্য্যাতন; মাতার নিকটে শান্তি। সমাজের সম্বোধন "পিশাচ"; মাতার হৃদয়ের সম্বোধন "প্রাণসম!" জীবনের সন্ধ্যা আগত। দুঃখে দিন গেল, আরও যদি দুই দিন বাঁচি দুঃখেই মিলিবে। তবুও বাঁচিবার ইচ্ছা, বিচার নাই। হৃদয়ে বিচার নাই। মানবপ্রকৃতির যে অঙ্গ বিচাররহিত তাহার নাম হৃদয়।*

বিবেচনা মঙ্গলের নিদান, সকলেই স্বীকার করেন। কেহ কেহ বলেন বিবেচনার সুফলের জন্য মানব প্রকৃতির কোন সুখ্যাতি নাই; এই মত পূর্ব্বে খণ্ডন করিয়াছি। প্রবৃত্তির সম্বন্ধে মতভেদ অন্যরূপ। এক পক্ষ বলেন প্রবৃত্তি হেয়, পাপজনক, বর্জ্জনীয়; অপর পক্ষ বলেন, প্রবৃত্তি সৎ, আদরণীয়। মিলের মতে মানবচরিত্রে যত কিছু সদ্‌গুণ আছে তাহার একটীও প্রায় প্রবৃত্তির ফল নহে, প্রবৃত্তি পরাজয়ের ফল*; মিল প্রবৃত্তি নিয়মিত করিবার অর্থে "পরাজয়" শব্দ ব্যবহার করেন নাই; তিনি যে ভাবে কয়েকটী প্রবৃত্তির আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহা স্পষ্ট বুঝাযায়; তাঁহার ইহা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে নীতির অনুরোধে প্রবৃত্তি বিনাশ করা আবশ্যক। তাঁহার মতে মনুষ্যে একটীও আদরণীয় ভাব আছে কি না সন্দেহ যাহা অশিক্ষিত মানব প্রকৃতির স্পষ্ট বিরোধী নহে †। ("শিক্ষিত" "অশিক্ষিত" অর্থ কি এ বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, পরে আরও বলিব।) মিল বলেন প্রবৃত্তি নীতির শত্রু। মানব প্রকৃতির প্রধান প্রধান প্রবৃত্তি গুলি আলোচনা করিলে স্থির হইবে এই মত কতদূর সত্য। মানব হৃদয় বড় আদরের সামগ্রী; বাস্তবিক কি ইহা পাপের প্রস্রবণ?

১। বাঁচিবার ইচ্ছা। কোন প্রবৃত্তি এত বলবতী নহে। ইহা কি নীতির বিরোধী? সভ্যসমাজের মতে আত্মহত্যা পাপ। হিন্দুসমাজ, ইউরোপীয় সমাজ, এবিষয়ে সকলেরই এক মত।

২। বুভুক্ষা, শরীর রক্ষার উপায়।

৩। মাতৃস্নেহ। এটীর ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলে ইহার অবমাননা করা হয়।

৪। স্নেহ, প্রণয়, সৌহৃদ্য প্রভৃতি।

৫। কাম (Sexual Instinct)।

৬। দয়া।

৭। সহানুভূতি, পরোপকারিতা প্রভৃতি।

৮। বিদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি।

৯। স্বার্থপরতা।

১০। ভয়।

১১। সত্য গোপন। বালকেরা ও প্রায় অসভ্যজাতি মাত্রেই অসত্যপ্রিয় এ বিষয়ে মিল অনেক বলিয়াছেন; কিন্তু ইহা অনেক সময়ে অন্য প্রবৃত্তি অথবা ভাবের ফল। মিথ্যা কথা কখন স্বার্থানুসন্ধানের কখন ভয়ের ফল।

১২। ক্রোধ।

১৩। অহঙ্কার।

১৪। ক্ষমতাপ্রিয়তা।

১৫। অর্জ্জনস্পৃহা।

১৬। জিঘাংসা।

বুভুক্ষা, অর্জ্জনস্পৃহা, কাম, স্বার্থপরতা প্রভৃতি সতত কুফল প্রসব করিতেছে; ইহার কোন্‌টী মূলতঃ নীতির বিরোধী? আহার করাই দোষ নহে; প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার করা, অপহরণ করিয়া আহার করা, দোষ। অর্জ্জনস্পৃহা দোষ নহে, চৌর্য্য দোষ, কৃপণতা দোষ। সকলেই বিস্মৃত হয়েন যে স্বার্থপরতা মূলতঃ দূষনীয় নহে, স্বার্থপরতার অনুরোধে অন্যের স্বার্থনাশই দোষ; সাধারণতঃ স্বার্থপরতা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এটী স্বার্থপরতা নহে, স্বার্থপরতার অপব্যবহার মাত্র। হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যিনি ঈশ্বরোপাসনা করেন তিনিও স্বার্থপর। অহঙ্কার, ক্রোধ, ক্ষমতাপ্রিয়তা প্রভৃতি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে

° "হৃদয়" অনেক সময়ে অন্তঃকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি "মানব হৃদয়ের ধর্ম্মসমষ্টির নাম মানবপ্রকৃতি।" বস্তুতঃ হৃদয়—Heart, অন্তঃকরণ—Mind, হৃদয় অন্তঃকরণের অংশ।

*"Allowing every thing to be an instinct which any body has ever asserted to be one, it remains true that nearly every respectable attribute of humanity is the result not of instinct but of a victory over instinct &c." Three Essays on Religion, Second Edition. P. 46

† "The truth is that there is *hardly a single point* of excellence beloging to human character which is not *decidedly repugnant* to the untutored feelings of human nature" Ibid· 46 The italics are ours.

বিশেষরূপে আবশ্যক। অন্যের সহিত তুলনা করিয়া আপনাকে হীন দেখিলে আত্মোন্নতির চেষ্টা হয়, অহঙ্কারের জন্য। অত্যাচার ও অন্যায় নিবারণের এক বিশিষ্ট উপায় ক্রোধ; ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে এটার সদ্ব্যবহার অপেক্ষা অপব্যবহার হয় ত অধিক। ক্ষমতাপ্রিয়তার অভাবে সমাজশাসন অসম্ভব হইত; কেননা কোন ব্যক্তির হস্তে শাসন ভার ন্যস্ত না থাকিলে সমাজবন্ধন হইত না, সমাজের উন্নতি হইত না। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতার ন্যূনতা ঘটিতেছে ও ঘটিবে। মানব প্রকৃতিতে ক্ষমতাপ্রিয়তা না থাকিলে কেবল কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে কোন ব্যক্তি কোন সমাজে শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিত না, অসংখ্য বিপদের মুখে আপনাকে স্থাপিত করিত না; ক্ষমতাপ্রিয়তার বলে বিপদাশঙ্কা পরাজিত হয়। ইহার কি অপব্যবহার হয় নাই, হইতেছে না? হইয়াছে, হইতেছে। তাহাই বলিয়া এই প্রবৃত্তিই দূষণীয় নহে। মানবপ্রকৃতিতে এক শ্রেণীর প্রবৃত্তি আছে, সে গুলি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে আবশ্যক, কিন্তু সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে পরিশোধিত হইবে। ক্রোধ, ক্ষমতাপ্রিয়তা, প্রভৃতি এই শ্রেণীর। বিদ্বেষ হিংসা প্রভৃতি স্বার্থপরতার নানা আকার; ইহাদিগেরও সুফল আছে; কিন্তু অপব্যবহারই অধিক; ইহারাও উন্নতির স্রোতে শোধিত হইবে। এমন একটীও প্রবৃত্তি নাই যাহা কিছু পরিমাণে মঙ্গলের নিদান নহে। এমন দুই একটী প্রবৃত্তি আছে যাহার সদ্ব্যবহার অপেক্ষা অপব্যবহারই অধিক। একথা নিশ্চিত যে মনুষ্যসমাজে যে পাপরাশি দেখা যায় তাহা প্রবৃত্তিরই ফল নহে, প্রবৃত্তির অপব্যবহারের ফল।

যে প্রবৃত্তি গুলির কুফল কিছুমাত্র আছে, তাহাদিগের কথা বলা গেল। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশের সুফলই প্রধান, কুফল আনুসঙ্গিক; এই কুফলের কারণ তাহাদিগের অপব্যবহার। মিল প্রবৃত্তিসমষ্টিকে নীতির শত্রু বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; প্রবৃত্তিসমষ্টির মধ্যে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা, দয়া পরোপকারিতা, সহানুভূতি। যদি কেহ এ গুলিকে প্রবৃত্তি বলিয়া অস্বীকার করেন, তাঁহার ন্যায় লোকের কথা প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা পাওয়া নিষ্প্রোজন! আর যদি স্বীকার করেন যে এগুলি প্রবৃত্তি, তবে তিনি স্বীকার করিলেন যে মানবহৃদয় দেবত্বের আবাস। কি আছে জগতে যাহা মাতৃস্নেহ অপেক্ষা মহত্তর? স্ত্রীহৃদয়ের কোন্ প্রবৃত্তি অধিক বলবতী? স্নেহশূন্যমাতা আছে; চক্ষুঃহীন, মস্তিষ্কহীন, হস্ত পদহীন মনুষ্য আছে। মানবহৃদয়ের কোন্ প্রবৃত্তি ভাল বাসা অপেক্ষা অধিক বলবতী? এমন পিশাচ জগতে নাই যে ভালবাসার দাস নহে; যদি কেহ থাকে সে পীড়াগ্রস্ত, সে সুস্থ নহে। প্রাণের মূলে ভালবাসা, আশে পাশে পাপ। মানবপ্রকৃতির গূঢ়স্থানে ভালবাসা। এ ব্যক্তি দস্যু, হন্তা, পামর; এব্যক্তি পুত্র, এব্যক্তি পিতা, এব্যক্তি স্বামী, এব্যক্তি ভ্রাতা। ইহার হস্তে শোণিত, ইহার চক্ষে জল। ইহার বুদ্ধিতে নরক, হৃদয়ে স্বর্গ। এপিশাচ, এ দেবতা। উহার পিশাচত্ব মরণশীল, উহার দেবত্ব অমর। উহার দস্যুবৃত্তি কাড়িয়া লও, মরিল না; উহার পিতা মাতা, স্ত্রীপুত্র, ভাই ভগিনী কাড়িয়া লও, মরিল। এ দস্যুবৃত্তিতে বাঁচে না, ভালবাসিয়া বাঁচে। এ যে বাহুতে রক্তপাত করে, সেই বাহুতে পিতামাতাকে প্রণাম করে, স্ত্রীকে, পুত্রকে আলিঙ্গন করে। রক্তপাত না করিয়াও থাকিতে পারে; আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারে না, উহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; যে পাপের সাগরে এ নিমজ্জিত তাহাতে উহার দেবত্ব মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। মানবহৃদয়ে আর সকলই মরণশীল, ঐ টুকু, ভালবাসাটুকু অমর। কয়জন আছে যে ক্রোধ, বিদ্বেষ, হিংসার বশীভূত নহে? যে ক্রোধের জন্য, বিদ্বেষের জন্য, অর্থলালসার জন্য প্রসিদ্ধ, তাহার প্রাণ খুলিয়া দেখ ভালবাসার সমুদ্র, ক্রোধের বিন্দু, বিদ্বেষের বিন্দু; এ বালবাসিয়া বাঁচে, হিংসা করিয়া খেলা করে; ভালবাসা প্রাণ, হিংসা ক্রীড়া, হিংসা না করিলেও, রাগ না করিলেও, করিতে পারে, ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। সমাজ হইতে দূরে লইয়া অরণ্যে মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও, গাছপালা ভাল বাসিবে, পশু পক্ষী ভাল বাসিবে। কোন লোকের হৃদয় খুলিয়া দেখ, ভালবাসার সাগরের উপরে নিকৃষ্টভাব ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কেহ কি নাই যাহার হৃদয় শুষ্ক, ভালবাসা রহিত? কেহ কি নাই যাহার হৃদয় পাপে ভরিয়াছে, বিশ্বে ছাইয়াছে? আছে; সমাজে পিশাচ আছে; দেবতাও আছে। নিরো সমাজের; খ্রীষ্ট, চৈতন্য, নানক, ইহারাও সমাজের। একেবারে পিশাচ দুই এক জন: সকলেরই হৃদয়ে দেবভাবের রাশি!

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার সাধারণ অধিবেশন।

বিগত ৫ই অক্টোবর ১৮৭৯, অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময়ে মির্জাপুরষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার একটী সাধারণ সভা হয়। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু—সভাপতি।
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব।
„ „ উমেশচন্দ্র দত্ত।
„ „ ভগবানচন্দ্র বসু।
„ „ গুরুচরণ মহলানবীশ।
„ „ রজনীকান্ত নিয়োগী।
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র।
„ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
„ দুকড়ি ঘোষ।
„ ফনীন্দ্রমোহন বসু।
„ হরকুমার চৌধুরী।
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
„ কালীশঙ্কর সুকুল।
„ কেদারনাথ রায়।
„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিগত সভার কার্য্য বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে কার্য্যাধ্যক্ষ সভার নিম্ন লিখিত তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ পঠিত হইলঃ—

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৮৭৯ সালের জুলাই অবধি সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ত্রৈমাসিক বিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ, মন্দিরের একটী নূতন আদর্শচিত্র (plan) প্রস্তুত করিবার জন্য কলিকাতার সুযোগ্য আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মিত্রকে কমিটী হইতে অনুরোধ করা হয়। এই মহোদয় বহু যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উক্ত চিত্র ও তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে মন্দিরের আভ্যন্তরিক পরিমাণ দৈর্ঘে ৭৩ ফিট (শব্দশ্রবণের সুবিধা বিধানার্থ স্থলবিশেষে ৭৬ ফিট) এবং প্রস্থে ৪৩॥ ফিট হইয়াছে। এই দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কমিটীর অনুমোদিত হইয়াছে; কিন্তু চিত্র সম্বন্ধে কোন কোন বিষয় পুনর্বিবেচিত হওয়া আবশ্যক বোধ হওয়ায়, আপাততঃ (plinth) বুনিয়াদ পর্য্যন্ত গাঁথা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং এই কার্য্য সমাধা করিবার ভার অধ্যক্ষসভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। উক্ত বসু মহাশয় বিশেষ যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া অল্প কাল মধ্যে আবশ্যক মত ইষ্টক ও চূর্ণ প্রভৃতি উপকরণ সংগৃহীত করিয়াছেন এবং রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি লোক জন ঠিক করিয়া বুনিয়াদ পত্তনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অন্যতর সুযোগ্য আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন মন্দিরের ভূমি পরিমাণ, নক্সা ও এষ্টিমেটের জন্য সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক অনেক পরিশ্রম ও সময়ব্যয় স্বীকার করেন। অতএব মন্দিরের সম্বন্ধে যে পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে তজ্জন্য বাবু দীননাথ সেন, বাবু নীলমণি মিত্র ও বাবু ভগবানচন্দ্র বসুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। মন্দিরনির্ম্মাণ ফণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ ২৩৭০০ টাকা স্বাক্ষরিত ও ১২৩৯১।৶০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৮৪০/১০ টাকা হস্তে স্থিত রহিয়াছে। বিল্‌ডিং ফণ্ডের সাহায্যার্থ অমৃতসরের সর্দ্দার দয়াল সিং মাজিদিয়া মহোদয় নিজহইতে এক সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েকজন প্রধান পদস্থ লোকের সহিত একত্র হইয়া অমৃতসর হইতে আর ১৩০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার সহকারী অনারারি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মহম্মদ সা খাঁ বাহাদুর, অনারারি মাজিষ্ট্রেট মান মহম্মদ জান এবং অনারারি আসিষ্টাণ্ট কমিসনর আগা কালিব খাঁ বাহাদুরকে কমিটী হইতে আন্তরিক বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হইয়াছে। এত দূরস্থান হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সাহায্যার্থ তাঁহারা যেরূপ সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ আশার অতীত বলিতে হইবে। গয়ার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজবহির্ভূত ধর্ম্মোৎসাহী সহৃদয় ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য অর্থ দাতৃগণ ও অর্থসংগ্রাহক উভয়েই ধন্যবাদার্হ। এতদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে আরও যে সকল উদার ও সদাশয় ব্যক্তি মন্দিরনির্ম্মাণের জন্য অর্থদান ও অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কমিটী আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছেন। মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, যাহাতে তাহা অবিলম্বে সুচারুরূপে সমাধা হইতে পারে, তজ্জন্য কমিটী ধর্ম্মোৎসাহী মহোদয় মাত্রেরই নিকটে বিশেষ সহানুভূতি ও সাহায্যলাভের প্রার্থনা করিতেছেন। যে টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা যাহাতে শীঘ্র হস্তগত হয়, এবং আবশ্যক মত আরো অধিক টাকা যাহাতে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার জন্য আমরা আশান্বিত হইয়া রহিয়াছি; ভরসা করি ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী বন্ধুগণ এ বিষয়ে আমাদিগের আশা পূর্ণ করিবেন।

ধর্ম্ম প্রচার—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণগোস্বামী ইতিপূর্ব্বে ঢাকা হইতে এক মাসের অবসর লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন ও ইহার সন্নিহিত কয়েক স্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ ভ্রমণ করিয়া যান। গত আগষ্ট মাসে তিনি পুনরায় অবসর লইয়া প্রবল উৎসাহের সহিত ত্রিপুরা জেলায় ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাঁহার প্রচার কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণ এইঃ—

ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে এক সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়া স্থানীয় সমাজের উপাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন ও স্থানীয় লোকদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীনাথদেবের কন্যার নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি-অনুসারে সম্পন্ন করেন। “আর্য্যধর্ম্ম ও বিশ্বাসের বল” বিষয়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তৎশ্রবণে বহু লোক উপস্থিত হন। তাঁহার উৎসাহে একটী নগরসঙ্কীর্ত্তন হয়, তাহাতেও বহু লোক যোগদান করেন। কমিল্লার কার্য্যের সংক্ষেপ বিবরণঃ—

১৩ ই আগষ্ট বুধবার—ধ্রুবের জীবনচরিত বিষয়ে বক্তৃতা করেন, প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত হন।

১৪ ই আগষ্ট—স্থানীয় সমাজের সাংবৎসরিক উপলক্ষে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করেন, প্রতিবারে প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত হন।

১৫ ই আগষ্ট „—পুরাণ হইতে অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তৎশ্রবণার্থ অনেক প্রাচীন তন্ত্রের হিন্দুগণও উপস্থিত হন।

১৬ ই „—গবর্ণমেণ্ট স্কুল গৃহে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দেন, প্রায় ৪০০০ ছাত্র সমাগত হন।

১৭ ই „—প্রাতে ‘যদুবংশের পতন’ বিষয় বক্তৃতা করেন, ৫০০ শতেরও অধিক লোক উপস্থিত হন। রাত্রিতে সামাজিক উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১৮ ই „—শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদয়াল সিংহের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা করেন।

১৯ এ „—বিশ্বাস বিষয়ে বক্তৃতা করেন, প্রায় ৪০০ শ্রোতা উপস্থিত হন।

২০ এ ,,—বিশেষ উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ২১ এ আগষ্ট কমিল্লা পরিত্যাগ করেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন দুই মাসের অবকাশ লইয়া দার্জ্জিলিঙে ছিলেন। তিনি একটু সুস্থ হইয়াই স্থানীয় সমাজ ও নিকটবর্ত্তীস্থানে উপাসনা করিতেছিলেন। কটক সমাজের সম্পাদক তাঁহাকে উড়িষ্যায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করাতে তিনি কলিকাতায় আসিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমতি লইয়া ২২ এ জুলাই কটকযাত্রা করেন। কটকসমাজেও কয়েকটী পরিবারমধ্যে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ধর্ম্মশিক্ষার আবশ্যকতা এবং জাতীয়প্রকৃতিবিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। কটকের ছাত্রগণ একটী উপাসনাসভা স্থাপন করিয়াছেন, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন তাহার সহকারিতা করেন এবং তদুপলক্ষে প্রারম্ভিক বক্তৃতাও করেন। তিনি কটক হইতে কেন্দারা পাড়ায় গমন করিয়া কয়েক স্থলে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন। কেন্দারা পাড়া হইতে পুরীতে গমন করেন। পুরীতে প্রচারক মহাশয় ২৩ এ আগষ্ট দিবস ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের প্রাচীন ধর্ম্মবিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন, ডাক্তার বঙ্কুবিহারী গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পুরীতে পূর্ব্বে কোন সভায় এত শ্রোতা ও স্থানীয় প্রধান লোকের একত্র সমাগম হয় নাই। পুরী হইতে তিনি বালেশ্বরে গমন করিয়াছেন। তথায় দৈনিক উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন এবং স্থানীয় লোকদিগকে লইয়া বিশ্বাস ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। ২০ এ সেপ্টেম্বর তত্রত্য ইংরাজী স্কুলে বেদ ও উপনিষদ বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন, সভাস্থলে প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত হন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মে মাসের শেষে কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। তিনি বাঁকীপুর, আগরা, টুণ্ডলা প্রভৃতি স্থানে উপাসনা, বক্তৃতা ও মন্দিরনির্ম্মাণের অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিয়া ১১ই জুন লাহোরে উপস্থিত হন। লাহোরের মন্দিরে উপাসনা ও তত্রত্য বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে সম্বোধন পূর্ব্বক ইংরাজী ও বাঙ্গলায় কয়েকটী বক্তৃতা করিয়া অমৃতসরে যান। অমৃতসরেও তদনুরূপ কার্য্য করেন এবং তত্রত্য প্রধান লোকদিগের বিশেষ সমাদর ও সহানুভূতি লাভ করেন। অমৃতসর হইতে পুনরায় লাহোরে আসিয়া কিছুদিন প্রচার কার্য্য করেন। তৎপরে মুলতানে গিয়া অবস্থিতি করেন। তথায় Lifting power of faith' বিষয়ে যে ইংরাজী বক্তৃতা করেন, তৎশ্রবণে বহুলোক সমাগত হন এবং বক্তৃতাটী শ্রোতৃবর্গের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়। তিনি তত্রত্যসমাজে উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং আরো কয়েকটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়া হাইদ্রাবাদে গমন করেন। হাইদ্রাবাদে তিন নাবল রাও প্রভৃতি কয়েকটী ব্রাহ্মের ধর্ম্মানুরাগ ও সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। হাইদ্রাবাদে একটি শিখ উপাসনালয়ে হিন্দীতে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে বেদ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয়, তাহাতে শ্রোতৃগণ অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করেন।

তিনি করাচীতে কয়েকদিন থাকিয়া বাষ্পীয়পোতযোগে ২৯এ আগষ্ট বোম্বাই নগরে উপস্থিত হন। তথায় তিনি যে উপাসনা ও বক্তৃতা করেন, তৎশ্রবণে অনেক লোক ঔৎসুক্যসহকারে সমাগত হন এবং শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বোম্বাই হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর আমেদাবাদ গমন করেন। তথায় ভোলানাথ সরাভাই নামে একটী প্রাচীন ব্রাহ্ম বন্ধুগোষ্ঠিসহিত তাঁহার উপসনায় যোগ দেন এবং বিশেষ ধর্ম্মোৎসাহ প্রদর্শন করেন। এই মহাত্মার ধর্ম্মজীবন দেখিয়া তিনি যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। এলফিনিষ্টন কলেজের ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া শিক্ষা বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, কলেজের অধ্যক্ষ তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রার্থনা সমাজের উপাসনার দিবসে তিনি উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আমেদাবাদ অবস্থিতিকালে বরদায় সার টি মাধবরাও তাঁহাকে রাজকীয় অতিথিরূপে আহ্বান করেন। তাঁহার আহ্বানে এবং বরদাসমাজের সভ্যদের অনুরোধে তিনি বরদায় গমন করেন এবং দুই দিন ইংরাজীতে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। সার মাধব রাও তাঁহার প্রতি যেরূপ সৌজন্য ও সমাদর করিয়াছেন, তাহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। অতঃপর সুরাটে গমন করেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য এবং জলপাইগুড়িতে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ২২এ আগষ্ট যাত্রা করেন। সৈয়দপুর, জলপাইগুড়ি ও সিলিগুড়িতে তিনি যে বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করেন, তৎশ্রবণে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হন এবং সকলেই বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন।

তত্ত্বকৌমুদী—এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গত ১লা শ্রাবণ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গ্রহণ করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী অনেকসময় অনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল, ইঁহার হস্তে পত্রিকা যেরূপ নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে, তাহা বিশেষ সন্তোষকর। তত্ত্বকৌমুদীর প্রচারের সহায়তা করিবার জন্য একটী সবকমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার সভ্য এবং নগেন্দ্রবাবু সম্পাদক।

পুস্তক প্রচার—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সমাজ অনেক গুলি ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়াতে আপাততঃ এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছেন না। এ বৎসরের মধ্যে যাহাতে ধর্ম্মোন্নতিসাধক এবং ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাজ্ঞাপক কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসুর

উপর এই কার্য্যের প্রধান ভার অর্পিত হইয়াছে। সম্পাদকের উপর আগামী বর্ষের ব্রাহ্মপঞ্জিকা (Brahmo Almanack) ইংরাজীতে প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক বিবরণ যতদূর সাধ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রস্তুত করিবার জন্য একটী সব-কমিটী স্থাপিত হয়; পূর্ব্ব ত্রৈমাসিক বিবরণে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কমিটী ইতিমধ্যে মফস্বলের কয়েকটী সমাজহইতে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপরাপর সমাজ তাঁহাদিগের প্রার্থনা সত্বর পূর্ণ করিবেন আশা করা যায়।

পুস্তকালয়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে এ পর্য্যন্ত ১১৭ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু শিবচন্দ্র দেব ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কতকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়াছেন এবং বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ কিছু অর্থ সাহায্য-দান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মোৎসাহী মহাত্মা এফ ডবলিউ নিউম্যান ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩৮ টাকা প্রেরণ করেন। এই টাকা পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ নিয়োজিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ খণ্ড পুস্তক দান করিয়াছেন, তাহা বিক্রয় করিয়া যে আয় হইবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডে গৃহীত হইবে।

এজেন্ট—নিম্নলিখিত মহোদয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেন্টের কার্য্য করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেনঃ—

যদুনাথ মুখোপাধ্যায়—হাজারিবাগ।
মাধুরাও বিশ্বনাথ—সুরাট, পোষ্টমাষ্টার।
এম বুচিয়া পাণ্টালু—মান্দ্রাজ।
মহিপৎরাম রূপরাম ট্রেণিং কলেজের প্রিন্সিপাল—আমেদাবাদ
নাথুভাই দাজীভাই পাটেল—বরদা
হরগোবিন্দ দ্বারকাদাস, ইন্‌স্পেক্টর—বরদা

পদ্মহাস এষ্টেট—নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজ, পরলোকগত পদ্মহাস গোস্বামী মহাশয়ের স্মরণার্থ উক্ত সমাজের উপাসনাগৃহের সন্নিহিত ১৸০ বিঘা পরিমাণ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া 'পদ্মহাস এষ্টেট' নামে অভিহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে কয়েকজন ট্রষ্টি মনোনীত করিবার ভার দিয়াছেন।

গত ৩ মাসের মধ্যে যে সকল মহাশয়গণ ড্রাফ্‌ট ট্রষ্টডিড্‌ এবং প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদিবিষয়ক নিয়মাবলীসম্বন্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, পরে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করা যাইবে।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে ও বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে উপরিউক্ত কার্য্য বিবরণ গৃহীত হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পঠিত হইলে বাবু হরকুমার রায়চৌধুরীর প্রস্তাবে ও বাবু কেদারনাথ রায়ের পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে তাহা গৃহীত হইল।

বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর প্রস্তাবে ও বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে, আয় ব্যয়ের হিসাবসহ সাধারণব্রাহ্মসমাজের প্রাপ্য ও ঋণের হিসাব অধ্যক্ষ সভার প্রতি ত্রৈমাসিক সভায় উপস্থিত করা হয়। প্রথম হিসাবে সমস্ত বৎসরের বিবরণ থাকিবে।

বাবু শিবচন্দ্র দেবের প্রস্তাবে ও বাবু দুকৌড়ি ঘোষের পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে কয়েকজন ভদ্রলোক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। আগামী বারে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা যাইবে।

বাবু কেদারনাথ রায়ের প্রস্তাবে ও বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসুর পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে বাবু হৃদয়মোহন বসু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য কত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তদুত্তরে বলা হইল যে ভূমি, গৃহসামগ্রী ও বহিঃপ্রাচীরের ব্যয় ভিন্ন কেবল উপাসনাগৃহের জন্য প্রায় ১৫০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সভার গ্রহণ জন্য উপস্থিত করেন। এই নিয়মাবলীর যে পাণ্ডুলিপি হইয়াছিল তাহার কোন কোন অংশ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ও কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তনের কারণ উল্লেখ করেন। প্রচারকদিগের শ্রেণী বিভাগ, অনেক সভ্যের মতে অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তজ্জন্যই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইয়াছেঃ—

বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও বাবু শিবচন্দ্র দেবের পোষকতায় ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলীর ৩৫ শ নিয়ম, প্রচারকনিয়োগ সম্বন্ধীয় নিয়মের দ্বিতীয় নিয়ম হয়।

প্রচারকদিগের শিক্ষার জন্য সব-কমিটী দুই বৎসরের জন্য হইবে—শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এই প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র এই সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ পোষকতা করিলেন এবং বাবু কালীশঙ্কর সুকুল সমর্থন করিলেন যে উক্ত সব-কমিটী এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। অধিকাংশের মতে এই সংশোধিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল এবং উমেশ বাবুর প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

প্রচারক নিয়োগসম্বন্ধীয় উল্লিখিত নিয়ম কয়েকটীর মধ্যে অষ্টম নিয়মটী শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসুর পোষকতায় এবং ৩৫শ নিয়ম বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসুর পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল। অবশিষ্ট সকল গুলি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় ও সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগাদি সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী)।

১। সচ্চরিত্র, উপাসনাশীল ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি প্রচারক বলিয়া নিযুক্ত বা প্রচারার্থী বলিয়া গৃহীত হইবেন না।

২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ আপনাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানানুসারে এবং যতদূর সম্ভব, কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্দেশানুসারে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন।

৩। প্রচারসভা নামে একটী সভার হস্তে, প্রচারার্থী সকল নির্ব্বাচন, তাঁহাদিগের পাঠ্য, অধ্যাপক ও পরীক্ষক নির্দ্ধারণ এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য আবশ্যক নিয়ম ব্যবস্থাপনের ভার থাকিবে, এই সভা সর্ব্বদা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কর্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

৪। প্রচারসভা ২ বৎসরের নিমিত্ত সংগঠিত হইবে। যে বৎসর প্রচারসভা সংগঠন করিতে হইবে, কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সেই বৎসর অধ্যক্ষ সভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বে এই সভা সংগঠন করিবেন।

৫। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক সভ্য ভিন্ন অপর কেহ প্রচারসভার সভ্য হইতে বা থাকিতে পারিবেন না।

প্রচারকদিগের শিক্ষা প্রণালী।

৬। দুইটী বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনার্থ প্রচারার্থীদিগকে বিভিন্ন প্রণালীতে শিক্ষা দান করিয়া প্রস্তুত করা হইবেঃ—(১) যাহাতে তাঁহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে পারেন, (২) যাহাতে তাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে পারেন।

৭। প্রচারার্থীদিগকে অন্যূন এক বৎসরকাল ছাত্রাবস্থায় শিক্ষাধীন থাকিতে হইবে এবং অন্যূন এক বৎসর কাল প্রচারব্রতে প্রবেশার্থী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

৮। প্রচারার্থীগণ নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষায় সন্তোষজনকরূপে উত্তীর্ণ হইলে এবং অন্য প্রকারে প্রচারসভার নিকট আপনাদিগের উপযুক্ততার পরিচয় দান করিতে পারিলে উপযুক্ত বিজ্ঞাপনের পর উক্ত সভা তাঁহাদিগকে প্রচার ব্রতে প্রবেশার্থী (Probationer) বলিয়া নিযুক্ত করিবেন। প্রবেশার্থীদিগের কার্য্য, শিক্ষা ও চরিত্র সন্তোষজনক বিবেচনা করিলে প্রচারক সভা তাঁহাদিগকে প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিবার জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় প্রস্তাব করিবেন।

৯। প্রবেশার্থী বা শিক্ষাধীন অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য দান, তাহার পরিবর্ত্তন বা রহিত করা আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

১০। প্রচার সভা কোন ব্যক্তিকে প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহার নিয়োগের নির্দ্দিষ্ট সময় প্রকাশ্যরূপে বিজ্ঞাপন করিবেন। নিয়োগার্থী সম্বন্ধে কোন ব্রাহ্মসমাজ বা ব্যক্তি বিশেষ কোন মতামত প্রকাশ করিলে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহা বিবেচনাস্থলে গ্রহণ ও আবশ্যক মতে তাহার অনুসন্ধান করিয়া নিয়োগ বিষয় স্থির করিবেন। প্রথম বিজ্ঞাপন দিবার এবং নিয়োগ করিবার দিবসের মধ্যে ন্যূনকল্পে দুই মাসের ব্যবধান থাকিবে।

১১। আবশ্যক বিবেচনা করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কোন প্রচারককে কোন বিশেষ স্থান বা বিভাগের ভার নির্দ্দিষ্টকালের জন্য প্রদান করিয়া তথায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১২। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অনুমতি বা অনুমোদন ক্রমে প্রচারকগণ প্রচারব্যতীত কল্যাণকর বা দেশহিতকর অন্যবিধ কার্য্যেরও ভার গ্রহন করিতে পারিবেন।

১৩। চরিত্রদোষ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস অথবা অন্য কোন গুরুতর কারণে আবশ্যক বোধ করিলে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যথাযথ অনুসন্ধান পূর্ব্বক কোন প্রচারককে প্রচারকার্য্য হইতে স্থগিত বা অবসৃত করিতে পারিবেন।

১৪। এ প্রকার নির্দ্ধারণ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত প্রচারকের আত্মসমর্থনজন্য যথোচিত সুযোগ প্রদান করা হইবে। কোন প্রচারকের পদচ্যুতিবিষয়কপ্রস্তাব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার পরবর্ত্তী দুই অধিবেশনে সমর্থিত না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। এই দুই অধিবেশনর দ্বিতীয়টী, মূল প্রস্তাব যে অধিবেশনের দিবস গৃহীত হইবে, তাহার অন্যূন তিন মাস পরে হওয়া আবশ্যক।

১৫। বিশেষ স্থলে কার্য্য নির্ব্বাহকসভা প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগবিষয়ক নিয়মাবলীর প্রয়োগসম্বন্ধে ব্যতিক্রম করিতে পারেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এইরূপ ব্যতিক্রমের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা অধ্যক্ষ সভার গোচর করিবেন।

১৬। কার্য্যনির্ব্বাহকসভা অথবা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অনুমোদনক্রমে প্রচারসভা সময় সময় পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলীর সহিত অসংলগ্ন না হয়, এ প্রকার অবান্তর নিয়মসকল প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রীমহাশয় গত শুক্রবার কলিকাতা আসিয়াছেন। বোম্বাই হইতে আসিবার সময় তিনি জব্বলপুরে দুই দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেখানে ভারত সভার পক্ষ হইয়া তিনি এক বক্তৃতা করেন এবং বর্ত্তমান কালে রাজনৈতিক আন্দোলন যে একটী শুভচিহ্ন তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এখন বালেশ্বরে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সেখানে বেদ ও উপনিষদসম্বন্ধে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহাতে বহু সংখ্যক শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। বালেশ্বর সমাজের সম্পাদক মহাশয়

আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে রামকুমারবাবুর অবস্থানে তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের বিশেষউপকার হইতেছে।

সিলং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় ট্রষ্টডিড সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গের বাবু রজনীনাথ রায় এবং কলিকাতার বাবু রামচন্দ্র ঘোষ প্রচারপ্রণালীর নিয়মসম্বন্ধে মত পাঠাইয়াছেন।

কোন ভদ্রলোক আহামাবাদ হইতে বম্বাইয়ের সুবোধ পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আগমনে এখানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, শিক্ষিতগণ তাঁহার বক্তৃতায় অত্যন্ত উপকার লাভ করিয়াছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অতি অল্পকাল এখানে অবস্থিতি করেন। এই কালের মধ্যে সকলের মনে একটী গভীর তৃষ্ণার উদ্রেক করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। সকলেই আশা করেন তিনি পুনরায় আগমন করিয়া তাঁহাদের তৃষ্ণা শান্তি করিবেন। তাঁহার স্বভাব সকলেরই চিত্তাকর্ষক; তিনি যুবকদিগের সহিত মিশিতে বিশেষ ভালবাসেন এবং তাহাদিগের কর্ত্তব্যবোধ উদ্বোধিত করিয়া দিতে চেষ্টা করেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

মেঃ মহীপতরাম রূপরাম—আহামাদাবাদ।
মেঃ নাথুভাই ডোগিভাই পাতিত } বরদা
মেঃ হরগোবিন্দ দাস, দ্বারকাদাস }

যে সমুদয় ব্রাহ্মিকা বাহিরে বসিতে ইচ্ছা করেন, কয়েক সপ্তাহ হইল তাঁহাদের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কয়েকজন মহিলা নিয়মিতরূপে তথায় উপস্থিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিতেছেন।

প্রেরিত।

উপাসনাপ্রণালী।

সাহেবেরা, খ্রীষ্টানেরা যাহা কিছু করেন, সে সকলই যে ভাল, সে সকলই যে অনুকরণীয়, সাহস করিয়া একথা বলিতে পারা যায় না। যাহা ভাল তাহার অনুকরণে কোন দোষ নাই সত্য, কিন্তু "এটী সাহেবেরা করেন" "ওটী আমার গুরু করেন" অতএব "উহা অবশ্যই ভাল, অনুকরণীয়" এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া বাস্তবিক কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী অনুকরণীয়, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেচনা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবার লোক আমাদের মধ্যে অতি অল্প, নাই বলিলেই হয়। অদ্য আমরা অন্য কোন বিষয়সম্বন্ধে কোন কিছু না বলিয়া উপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি, সাধন ব্রাহ্মেরা এবিষয়ে একটুকু চিন্তা করিয়া বিহিত উপায় অবলম্বন করেন ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(১) সঙ্গীত। ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার সময়ে যিনি আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে কোন্ সঙ্গীতটী কোন্ সময়ে গাহিতে হইবে তাহা গায়কদিগকে আদেশ করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টানদিগের ভজনাতেও এই নিয়মটী প্রচলিত আছে এবং ব্রাহ্মসমাজ সেই স্থান হইতেই এটী অনুকরণ করিয়াছেন। এ নিয়মটী বাস্তবিকই কি ভাল? ইহাদ্বারা গায়কদিগের ইচ্ছা ও রুচির কি বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না? ফরমাইস অনুসারে সঙ্গীত করা অপেক্ষা গায়কের নিজ ইচ্ছা ও মনের ভাবানুসারে সঙ্গীত করা কি অধিকতর বাঞ্ছনীয় নহে? যদি বল, কোন্ সঙ্গীতটী কোন সময়ের উপযোগী তাহা গায়কেরা বুঝিতে পারেন, এই জন্য আচার্য্য তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কিন্তু কথা এই, কোন্ সময়ে কোন্ সঙ্গীত উপযোগী, এজ্ঞান যাহার নাই তাহাকে উপাসনার সময়ে গায়ক রূপে নির্দ্দিষ্ট করা অপেক্ষা না করাই কি অধিকতর শ্রেয় নহে? যদি বল, যে সঙ্গীতটী হইবে উপাসকেরা সঙ্গীতপুস্তক দেখিয়া সেটী সহজে বাহির করিয়া লইতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বাগ্রে আচার্য্য সঙ্গীতের প্রথমাংশটুকু কিঞ্চিৎ উচ্চভাবে বলিয়া থাকেন, ইহা গায়কের স্বাধীনতা হরণ বা তাঁহার ইচ্ছা ও ভাবের বিরুদ্ধাচরণের জন্য নহে। কিন্তু ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, ঐ কার্য্য ভারটী আচার্য্যের হস্তে না দিয়া গায়কের হস্তে দিলে কি সর্ব্ব দিক রক্ষা হয় না।

(২) গায়ক নির্দ্দেশ। যত নিস্তব্ধভাবে, যত গম্ভীর ভাবে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ততই ভাল, ফলপ্রদ। কিন্তু গায়কদিগের স্বরের যতই কেন একতা থাকুক না, দুই তিন জনে একত্রে গাহিলে কখনই সে ভাব রক্ষা হইতে পারে না। আদিসমাজে যখন বিষ্ণু একক গাইতেন, তখন তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কত লোকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কত লোকের জীবন একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখন সেখানে ৩।৪ জনে একত্রে গাইয়া থাকেন সুতরাং তাহাদের চ্যাঁ ভ্যাঁয়ের জ্বালায় উপাসনা হওয়া দূরে থাকুক প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। তাই বলিতেছি উপাসনার সময় ৩।৪ জনের পরিবর্ত্তে এক জন ভাল গায়ক নিযুক্ত করিয়া রাখিলে কি ভাল হয় না?

(৩) সমস্বরে প্রার্থনা বা পাঠ। এ আবার কেন? পাঁচ জনে একত্রে সঙ্গীত করিলে যে দোষ, ইহাতেও ঠিক সেই দোষ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা মনের একাগ্রতা ও স্থিরতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং কখনই প্রকৃত উপাসনা হইতে পারে না। আরও আশ্চর্য্য এই, প্রার্থনা বা পাঠের সময়ের মধ্যে উপাসকদিগকে দণ্ডায়মান হইতে হয়। ইহার কারণ কি? উপাসকদিগের তন্দ্রা বা নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেওয়াই কি ইহার উদ্দেশ্য? "খ্রীষ্টানেরা এরূপ করিয়া থাকেন, অতএব ইহা অবশ্যই ভাল" ইহাই কি ইহার স্বপক্ষে যুক্তি?

(৪) প্রার্থনা। উপাসনাকালীন আচার্য্যের প্রকৃত বা সরল প্রার্থনার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ আচার্য্য ও উপাচার্য্যেরা এরূপভাবে প্রার্থনা করেন যে, হঠাৎ দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাদের

পাপের জন্য, অভাবের জন্য তাঁহারা সত্য সত্যই ঈশ্বরের নিকট রোদন করিতেছেন, কিন্তু একটুকু বিশেষ করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সে প্রার্থনা হৃদয়ের প্রার্থনা নহে, তাহা কেবল "সাধা" প্রার্থনা মাত্র। এরূপ "সাধা" প্রার্থনার পরিবর্ত্তে সরলভাবে প্রার্থনা করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক আচার্য্য ও উপাচার্য্যের কি কর্ত্তব্য নহে?

(৫) সংস্কৃত শ্লোকপাঠ। উপাসনাকালে প্রায় সকল ব্রাহ্মসমাজেই ২। ৪টী সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করা হয়। ইহার কারণ কি? সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ না করিলে ঈশ্বর কি আমাদের উপাসনা গ্রহণ করেন না? আমরা বাঙ্গালী, আমরা বাঙ্গালা ভাষায় যেমন আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারি এমন আর কিছুতেই নহে। তবে মিছামিছি আমাদের উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক প্রবেশ করিয়া তাহাকে অধিকতর কঠিন করা হয় কেন? কেশব বাবু পূর্ব্বে সংস্কৃত শ্লোকের মায়াত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আবার গ্রহণ করিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজকে সংস্কৃত শ্লোকের গোঁড়া বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আর এ সকল বিষয় সম্বন্ধে অনুকরণ করিবার জন্যই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় আমাদের উপরে কেহ রাগ করিবেন না।

উপসংহারে আমাদের প্রার্থনা এই, উপরে যে সকল বিষয়ের ত্রুটি প্রদর্শন করা হইল, তদ্বিষয় লইয়া সকল ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যেন একটুকু চিন্তা করিয়া দেখেন।

যমুনীয়া
৪ঠা জুন ১৮৭৯ } শ্রীভগবতীচরণ দে।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু বেণীমাধব মল্লিক, ঢাকা	৩৲
„ রামরতন দত্ত, সয়েদপুর	৬৲
„ কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	১৲
কাকিনীয়া ব্রাহ্মসমাজ	৩৲
„ গোপালচন্দ্র ঘোষ, শিবসাগর	৩
মুরশিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ	৬৲
বাবু দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঐ	৩৲
„ হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ	৩৲
„ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৩৲
„ নলিনীসুন্দরী, ভবানীপুর	৪৷০
„ ভুবনমোহন দাস, ঐ	৪৷০
„ কুড়ণচন্দ্র মল্লিক, ঐ	১৲
„ প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী ঐ	৩৶০
মিসেস উইল্স ঐ	২।০
বাবু ফকিরদাস রায় ঐ	১৷০
„ শ্রীনিবাস ঘোষ, ঐ	২।০
„ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	১৲
„ K. M. Banerjya Esqr	২।০
„ চারুচন্দ্র মিত্র, এলাবাদ	৬৲

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিক	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৶০	৴৫
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	৷০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৶০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	২৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১৷০	/০
Morning & eveing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচন	১।	/০

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

বিক্রয়ার্থ।

জীবনআলেখ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত জীবনী।

মূল্য ৷০ আটআনা।

ক্যানিংলাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, মজুমদার কোং, ও ৯৩ নং কলেজষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta October 1879

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১১শ সংখ্যা। | ১৬ই, কার্ত্তিক শনিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

একখানা অর্ণবপোত একদা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর দিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে একদিন অত্যন্ত সুবাতাস হওয়াতে কাপ্তেন সাহেব গননা করিয়া দেখিলেন যে, জাহাজ দ্বাদশঘণ্টাকাল মধ্যে ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ইহার অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় গননা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পূর্ব্বকার গননা ভুল হইয়াছিল; ষাট মাইল অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক জাহাজ ৩০ মাইল বিপরীত দিকে গমন করিয়াছে। এক প্রবল অন্তঃস্রোত এই বিপরীত গতির মূলকারণ। বাতাস দেখিয়া বোধ হইতেছিল, যে জাহাজ অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু অন্তঃস্রোত যে তাহাকে সর্ব্বদা বিপরীত দিকে লইয়া যাইতেছিল ইহা নাবিকেরা অনুভব করিতে পারে নাই। ধর্ম্ম জীবনেও এইরূপ অন্তঃস্রোত ও সুবাতাসের সমাবেশ অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন ব্রাহ্ম অনেক দিন কোন একটী প্রসিদ্ধ সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া অনেক দিন অনেক ভাল কাজ করিলেন। যেখানে যাও সেইখানেই তাঁহাকে সম্মুখকলেবর দেখিতে পাইবে; উপাসনালয়ে তিনি সর্ব্বাগে গিয়া উপস্থিত হন; বক্তৃতাস্থলে গিয়া দেখিবে তিনি স্থান প্রস্তুত করিবার জন্য ও সমাগত শ্রোতৃবর্গকে যথাস্থানে বসাইবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন। এইরূপ যেখানে যাইবে, সেখানেই তাঁহাকে কার্য্যে রত দেখিবে। এই ব্রাহ্ম হয়তো মনে মনে ভাবিতেছেন তাঁহার ধর্ম্মজীবন বিশেষ উন্নত হইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক যখন তিনি আপনার জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তখন দেখিতে পাইবেন যে সেখানে কেবল পাপের জঘন্যতা ও নীচতা।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ গৌরব এই যে, ইহাতে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে কেহ মধ্যবর্ত্তী নাই। ব্রাহ্মসমাজ জন্মদিন হইতেই এই মহান্ সত্য শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই। মনুষ্য আপনার দুর্ব্বিপাকবশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই বিশেষ গৌরব বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সময়ে সকল ব্রাহ্মের প্রাণপণে সতর্ক হওয়া উচিত যাহাতে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী বিশেষকে আনিয়া ইহার বিশুদ্ধতা বিনাশ করিতে কোন মতে কৃতকার্য্য না হন। তত্ত্ববোধিনীসম্পাদক গত ১লা কার্ত্তিকের পত্রিকায় মধ্যবর্ত্তিতামতের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম অপৌত্তলিক ধর্ম্ম। অদ্বিতীয় ঈশ্বরই ইহার প্রাণসর্ব্বস্ব। অন্যান্য উপধর্ম্মের ন্যায় ইহা অবতারবাদ স্বীকার করেন না এবং ঈশ্বর ও মনুষ্যের ব্যবধানে কোন ব্যক্তিকেই আনয়ন করেন না। এই দীনহীন মনুষ্য স্বয়ংই সেই সর্ব্বাধিপতি মহান্ পুরুষের সন্নিহিত হইতে পারিবে, এই ভাবটিই এই ধর্ম্মের প্রাণ। "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ" জ্ঞাতব্য একমাত্র ঈশ্বরকেই জান, এই ধর্ম্মের এই সার উপদেশ। কিন্তু আমাদের দেশের কি দুরদৃষ্ট! এই একেশ্বরবাদ অধুনাতন কালের নহে, ইহার বীজপুরুষ সরস্বতীতীরবাসী প্রাচীন মহর্ষিগণ। ইহা একটী জ্ঞানের ধর্ম্ম। কিন্তু যখন ইহা ভারতক্ষেত্রে প্রথম প্রচারিত হয়, তখন জনসাধারন ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ কেবল সাধারণে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চার অভাব। সুতরাং কেবল ইহাঁদেরই জন্য তৎকালে পুরাণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখন সর্ব্বসাধারনে জ্ঞান প্রচারের সময় উপস্থিত। অনেকেই সূক্ষ্মধর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারেন। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রকৃত অবসর বুঝিয়াই এই বেদবেদান্তপ্রতিপাদিত ধর্ম্মের পুনর্ব্বার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, এই অল্পকালের মধ্যেই ইহাতে পৌরাণিকভাব প্রবেশ করিল। যে খৃষ্ট মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে একেবারে ব্যবহিত করিয়াছেন, যিনি স্বয়ংই স্বহস্তে মনুষ্যের মুক্তির ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এখন দেখিতেছি কোন কোন ব্রাহ্মের ইচ্ছা যে, সেই খৃষ্ট এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে একটী সর্ব্বোচ্চ স্থান পান। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই দলের অধিনায়ক।"

জগতে সুখের ভাগ অধিক না দুঃখের ভাগ অধিক?

ঈশ্বরের কৌশল ও ইচ্ছা বুঝিতে পারে একরূপ লোক জগতে নাই। তাঁহার জগৎকৌশল বিচার কে করিবে? তিনি স্রষ্টা আমরা সৃষ্ট তিনি অনন্ত, আমরা অন্তবৎজীব,

আমরা পরিমিত সৃষ্ট, স্রষ্টার কৌশল কি প্রকারে সম্যক্ বুঝিব? যাঁহারা ঈশ্বরকে স্রষ্টা এবং আমাদিগকে তাঁহার সৃষ্ট জীব বলিয়া স্বীকার করেন না, আমরা তাঁহাদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি না। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে স্রষ্টা স্বীকার করিয়াও জগৎকৌশলে জ্ঞান ও দয়ার সম্পূর্ণতা অস্বীকার করেন আমরা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। জগতে সুখের ভাগ অধিক না দুঃখের পরিমাণ অধিক? আমরা অসঙ্কোচে ইহার উত্তরে বলি, সুখের পরিমাণ অধিক? দুঃখের সত্তা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু সে দুঃখ কি প্রকার, তাহা প্রকৃত দুঃখ কি না এবং তাহার কারণ কি, তাহাও আমরা ক্রমে বিবৃত করিব।

স্থিরচিত্তে জগৎ কৌশল দেখিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে স্রষ্টার অভিপ্রায় জীবের সুখ ও কল্যাণ। জগতে সৌন্দর্য্য এবং আমাদের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি; জীবের জ্ঞান এবং জগতে জ্ঞানের বিষয়; জীবের দয়া বৃত্তি এবং জগতে দয়ার পাত্র; জীবের প্রণয়ভাব এবং জগতে প্রণয়ের পাত্র এই সমস্ত যে মঙ্গলইচ্ছা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাহাতে কি আর সন্দেহ হইতে পারে? আর এক দিকে দয়া দেখ; আমরা কত সময়ে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করি, তাঁহাকে বিস্মৃত হই, কিন্তু তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিতেছেন।

জগতে দুঃখ আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে দুঃখ কি প্রকার? কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে সংসার দুঃখের কারণ; আমরা তাহা বলি না। ইহা বলিলে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গলভাবের অগৌরবই করা হয়। যদি সংসার দুঃখেরই আগার হইল, তবে ঈশ্বর সেরূপ সংসার সৃষ্টি করিলেন কেন? মনুষ্য সংসারে অসুখী হইবে জানিয়াও যদি তাহার প্রতিবিধান না করিলেন, তাহা হইলে হয় তাঁহার জ্ঞানের অভাব, নতুবা শক্তির অল্পতা অথবা দয়ার সংকীর্ণতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এ প্রকারে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারি না। ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি ও দয়ার প্রমাণ না থাকিলেও তাহা স্বতঃপ্রমাণিত বিষয়। কার্য্য দেখিয়া তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও দয়া প্রমাণ করিতে হয় না। কিন্তু মনুষ্যের দুঃখের সহিত পরমেশ্বরের অনন্তজ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত দয়ার কি প্রকারে সমন্বয় হইতে পারে? এখন দেখা যাউক দুঃখ কি। বাহ্যবিষয়সম্বন্ধে মনের অবস্থা বিশেষকে দুঃখ বলা যায়। বাহ্যবিষয় মনকে যে পরিমাণে আসক্ত করে দুঃখের পরিমাণ সেই প্রকার হয়। তবে দুঃখ একটী আপেক্ষিক বিষয়। আমাকে যে পরিমাণে বাহ্য বিষয় আসক্ত করিবে আমি সেই পরিমাণে দুঃখ অনুভব করিব, তুমি যে পরিমাণে বাহ্যবিষয়দ্বারা আসক্ত হও তোমার দুঃখের পরিমাণ সেই প্রকার। বিষয় সুখেরও সেই প্রকার নিয়ম। অতএব এক জনের পক্ষে যাহা দুঃখ অথবা সুখ অপরের পক্ষে তাহা নহে। এক জন কৃপণের পক্ষে ধন সঞ্চয় করা সুখ, কিন্তু ব্যয় করা দুঃখ; কিন্তু এক জন দা[illegible] ব্যক্তির পক্ষে ইহার বিপরীত ব্যয়ই সুখ অথবা দুঃখ[illegible] কেহ সামান্য কষ্টে ম্রিয়মান হয়, কাহারও ঘোর বিপদেও [illegible]

অটল থাকে; আসক্তিযুক্ত ব্যক্তি সংসারের সামান্য ক্ষতিতে মুহ্যমান হয়, কিন্তু তপঃশ্রদ্ধানিরত ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি আনন্দ চিত্তে সংসারের তাবৎ সুখ বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। নিন্দা প্রশংসায় কেহ হয়ত অবিচলিত থাকেন, কেহ হয়ত সামান্য নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না, এবং প্রশংসা করিলে অত্যন্ত সুখী হয়েন। কেহ আত্মীয়বিয়োগে আত্মহত্যা করেন, অপর ব্যক্তি অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্পন্দহীন থাকেন। মৃত্যুর স্মরণে কোন ব্যক্তির হৃৎকম্প হয়, কিন্তু অপরের পক্ষে মৃত্যুর কিছুমাত্র ভীষণতা নাই। এই সমস্ত ঘটনা জগতে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হইতেছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুখ দুঃখ কেবল মনের আপেক্ষিক অবস্থামাত্র। বিধাতা মনুষ্যকে যে সমস্ত মহদ্গুণসম্পন্ন করিয়াছেন, তিনি তাহাকে যে দেবপ্রকৃতি বিশিষ্ট করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মনুষ্য আপনাকে সংসারের সুখ দুঃখের অতীত অবস্থাতে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে যদি সেই প্রকৃতিকে হীনাবস্থায় লইয়া যায় তাহা হইলে সংসারের পরিবর্ত্তন তাহাকে বিচলিত করিবে সন্দেহ কি? আমি ইচ্ছা করিলে দেবতা হইতে পারি, আবার ইচ্ছা করিলে পশুও হইতে পারি। আত্মার মহদ্গুণসকলকে বিকাশিত কর, লোকে যে অবস্থাকে দুঃখের অবস্থা বলে তুমি সেই অবস্থায় দুঃখ দেখিতে পাইবে না। আত্মার দেবপ্রকৃতিকে ম্লান করিয়া পশুভাব প্রবল কর, পদে পদে দুঃখ, পদে পদে ভয়, পদে পদে গ্লানি ভোগ করিবে।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন যে, পরমেশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেন তাহা হইলে তিনি সংসারে কষ্টের কারণ সকল কি দূর করিতে পারিতেন না? আমাদের শরীরকে তিনি ব্যাধিপ্রবণ কেন করিলেন? মৃত্যু যখন সকলেরই পক্ষে অপ্রিয় তখন মৃত্যুকে সম্ভব করিলেন কেন? তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম সকলকে এপ্রকার করিয়াছেন যে মহামারী, ভূমিকম্প, ঝটিকা প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইয়া সহস্র সহস্র জীব বিনষ্ট হইতেছে; তিনি প্রাকৃতিক নিয়মকে এ প্রকার করিলেন কেন অথবা মনুষ্যকে তাহার উপর আধিপত্য করিবার শক্তি কেনই বা না দিলেন? অতএব হয় তাঁহার শক্তি পরিমিত নতুবা তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও দয়াময় নহেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃত দুঃখ কি তাহা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলনিয়মে দোষারোপ করিয়া থাকি। আমাদের জ্ঞান পরিমিত, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। বালক যেমন তাহার পিতার অভিপ্রায় না বুঝিয়া তাঁহার কোন কোন কার্য্যকে নিষ্ঠুর মনে করে, কিন্তু যখন তাহার জ্ঞানোদয় হয় তখন সেই কার্য্যের সদভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হয়; আমরাও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কার্য্যের অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ জগতের সাধারণ নিয়ম যে পরমেশ্বরের মঙ্গলঅভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে তাহা কেহই অস্বীকার করেন না, কেবল [illegible] বিশেষ বিশেষ ঘটনার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া [illegible] ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রতি সন্দিহান হন। [illegible] চিত্ত ব্যক্তিরা যদি আরও নিগূঢ়রূপে বিবে-

চনা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে যদি সাধারণতঃ পরমেশ্বর মঙ্গলনিয়মদ্বারা জগৎপালন করিতেছেন, তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাহার বিপরীত ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার অভিপ্রায় কি? যদি বল তাহার মঙ্গল ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাদৃশীশক্তি ও তাদৃক্ জ্ঞান ছিল না। যে শক্তি জগতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের জ্ঞানের অগম্য, যাঁহার এত শক্তি আছে তাঁহার কি আর কিঞ্চিৎ অধিক শক্তি থাকিতে পারে না? যাঁহার ইঙ্গিতে এই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইল এবং ইঙ্গিতে ধ্বংস হইতে পারে, তিনি কি ইহার রক্ষার ভার লইতে পারেন না? যিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ তিনি কি জীবকেও পূর্ণ প্রকৃতি করিতে পারিতেন না? যিনি আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন তিনি কি আমাদিগকে চিরজীবী করিতে পারিতেন না? যিনি মৃত্যুর নিয়ম করিয়াছেন তিনি কি অমরত্বের নিয়ম করিতে পারিতেন না? যিনি রোগ নিবারণের ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি রোগ অসম্ভব করিতে পারিতেন না? তুমি বলিতেছ যে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা নাই। জগৎকৌশল কি তাহাই প্রকাশ করিতেছে? জীবের অভাব ও জগতে তাহার প্রার্থিত বিষয়, জননী গর্ভে আমাদের উৎপত্তি, আমাদের অসহায় অবস্থা এবং মাতৃস্তনে আমাদের জীবন রক্ষার উপায় ও মাতৃহৃদয়ে করুণা; আমাদের পরিণতাবস্থা ও জগতে তাহার আবশ্যক বিষয়; পৃথিবীর উর্ব্বরতাশক্তি ও নানাবিধ ফল শস্য এবং তদুৎপাদক উত্তাপ ও রস সূর্য্য ও মেঘ, শিশির ও অন্ধকার—এইরূপ যে সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার প্রতিক্ষণ নেত্রগোচর হইতেছে, ইহাও কি তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? জড়জগতে এই প্রকার দেখা যায়; আবার অধ্যাত্মজগতের বিচিত্র ব্যাপার সকল দেখ—আত্মাতে জ্ঞান, প্রেম, শোভানুভাবকতা ও স্বরানুভাবকতা শক্তি এবং জগতে তাহার উপযুক্ত বিষয়—এই সকলও যদি স্রষ্টার সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় তোমাকে আনিয়া না দিল তবে তিনি তোমার নিকট পরাস্ত হইলেন। তুমি বল সর্ব্বজ্ঞতা অস্বীকার করি না, কিন্তু সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যাঁহার এত জ্ঞান দেখিতেছ তাঁহার আর একটু জ্ঞান যে থাকিতে পারে ইহা কেননা বিশ্বাস কর? তোমার জ্ঞান কি এত অধিক যে আর কিছু বুঝিবার অবশিষ্ট নাই, তোমার কি ভ্রম হইতে পারে না? তুমি তাঁহারই জ্ঞান লইয়া তাঁহার জ্ঞানের কি বিচার করিবে? তাঁহার নিকট মঙ্গলভাবের আদর্শ পাইয়া তাঁহার মঙ্গল স্বরূপের কি বিচার করিবে? বিশ্বাস করিতে শিক্ষা কর। স্বর্গ মর্ত্তে অনেক ব্যাপার আছে যাহা তোমার বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের অতীত।

পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে মনুষ্যকে পশুর ন্যায় করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি মনুষ্যকে কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন করিয়াছেন, তাহাকে নিয়তির অধীন না করিয়া স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন; সেই জন্য মনুষ্য কখন কখন ভ্রমবশতঃ দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু একটী ভ্রম তাহাকে একটী সত্য শিক্ষা দেয়, একটী দুঃখ তাহাকে সুখের অসংখ্য উপায় বলিয়া দেয়। মনুষ্য যদি প্রকৃত পথ বুঝিতে পারে সে দুঃখকে কি গ্রাহ্য করে? উন্নত পবিত্র সুখ যে অন্বেষণ করে সে কি তৎসাধনকালের দুঃখকে দুঃখ মনে করে? পশুপ্রকৃতিকে যে জয় করিতে পারে নাই তাহারই দুঃখ, কিন্তু যিনি দেবপ্রকৃতির আভাস পাইয়াছেন, তাহার আর দুঃখ কোথায়? পশুপ্রকৃতির উপর জয়লাভ করিবার সময় কষ্ট ও দুঃখ হয়, কিন্তু সাধক তাহাতে ভীত হয়েন না, পক্ষান্তরে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করেন। আমি এক দিন রাত্রি জাগরণ করিতে পারি না, কিন্তু এক জন জ্যোতির্ব্বিৎ কত উৎসাহ ও আনন্দের সহিত নিশীথের পর নিশীথ গ্রহনক্ষত্রের প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন। আমি এক দিন নিরশন থাকিলে শরীর অবসন্ন হয়, কিন্তু তপস্বী ও ধর্ম্মার্থীরা সেই অবস্থায় কেমন প্রফুল্ল থাকেন? অতএব আমরা পশুপ্রকৃতিকে যত দমন করিতে পারিব, আমাদের দুঃখের পরিমাণ ততই হ্রাস হইবে এবং সুখের প্রস্রবণ ততই উন্মুক্ত হইবে। পরমেশ্বরের অভিপ্রায় এই যে আমরা পশুপ্রকৃতিকে জয় করিব, কিন্তু আমরা যদি তাহা না করিয়া কেবল দুঃখ ও ক্লেশের জন্য পরমেশ্বরকে দোষারোপ করি তাহা আমাদেরই অজ্ঞতা, এবং আমরাই সেই দুঃখের জন্য দায়ী।

প্রাকৃতিক নিয়মের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব নাই স্বীকার করি, কিন্তু ইহা স্বীকার করি না যে প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের দুঃখের কারণ। বৎসরের ৩৬৫ দিবসের মধ্যে কয়দিন আমাদের সংসারে বাসের অনুপযোগী হয়? প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের জীবনের অনুকূল। ভূমিকম্প ও ঝটিকা, জলপ্লাবন ও মহামারী ঈশ্বরের কি মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধন করিতেছে তাহা আমরা জানি না, বিজ্ঞান শাস্ত্র এই সকল ঘটনার অভিপ্রায় যত দূর স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়ই প্রকাশ পায়। মনুষ্য ক্রমে এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবিধান করিতে শিক্ষা করিতেছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র বিদ্যুৎকে বশীভূত করিয়াছে, ঝটিকার কাল গণনা করিতেছে, ব্যাধি সকলের অব্যর্থ ঔষধ সকল নিরাকৃত হইতেছে। যে সকল স্থানে ভূমিকম্পদ্বারা লোকের প্রাণ নষ্ট হইতেছে, আমরা ইচ্ছা করিলেই সেই সমস্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে পারি। পরমেশ্বরের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত শ্রবণ না করিয়া যদি আমরা সেই সকল বিপদজনক স্থানে বাস করি তজ্জন্য পরমেশ্বর দায়ী নহেন।

মনুষ্য মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু যদি সুখ ও উন্নতি, আনন্দ ও শান্তি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয় এবং যদি তাহা ইহলোক ও পরলোকে সমানও হয়, তবে ইহলোকেই থাকি আর পরলোকেই থাকি তাহাতে কিছুই বিশেষ দেখা যায় না। ঈশ্বর-পরায়ণ হইয়া যদি জীবন ধারণ করি তাহা হইলে স্থানের প্রভেদে আনন্দ ও শান্তির তারতম্য হইবে না। ইহ জীবনে যে আনন্দ [illegible] শান্তি আস্বাদ হইল, এখানে তাহা কখ[illegible] [illegible] পরিসমাপ্তি [illegible] জন্য

আমাদিগকে জীবনান্তরে ও লোকান্তরে গমন করিতেই হইবে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

শ্রীমদ্ভাগবত।

১

আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত একটী অতি আশ্চর্য্য ও মনোহর পদার্থ। ভাগবতগ্রন্থকার বাস্তবিক এক জন অতি গভীরহৃদয় লোক ছিলেন; তাঁহার দার্শনিক মত যত কেন ভ্রান্তিপূর্ণ হউক না, তিনি ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মজীবনের অতি গভীরদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে অনুভব করা যায়, তাঁহার হৃদয় অতি গাঢ় সুন্দর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। ফলতঃ ভাগবত একটী ভক্তিরসের সাগরস্বরূপ; ধীরশান্তমনে ভাগবত পাঠ করিয়া যান, দেখিবেন হৃদয় অভূতপূর্ব্বরসে আপ্লুত হইতে থাকিবে; গ্রন্থকারের ভাবতরঙ্গের অভিঘাতে পাঠকের হৃদয়েও তরঙ্গ উঠিবে, গ্রন্থকারের হৃদয়ের মধুরতা পাঠকের হৃদয়কেও মধুময় করিবে।

আমরা মধ্যে মধ্যে এই মনোহর উদ্যান হইতে কয়েকটী পুষ্প চয়ন করিয়া পাঠকদিগকে প্রীতি-উপহার দিব। অদ্য নিমিরাজার উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ভাগবতের কয়েকটী শ্লোক ও তৎসঙ্গে আমাদের কয়েকটী ভাব পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজ ঋষভ নরপতির এক শত পুত্র ছিলেন; তন্মধ্যে কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমসকর ও ভাজন এই নয় জন মুনিব্রত গ্রহণ করেন। ইহাঁরা পরমার্থতত্ত্ব ও সাধনবিষয়ে অতিশয় পারদর্শী হন; ইহাঁরা স্বেচ্ছাক্রমে অব্যাহত ভাবে জগতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে ইহাঁরা বিদেহরাজ নিমির সদনে উপস্থিত হইলেন। নিমি ব্রাহ্মণগণসহ যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত ছিলেন; যোগীগণ উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদিগের প্রতি সমুচিত সম্মানপ্রদর্শন পূর্ব্বক বিধিমত তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন। বিদেহরাজ যোগীগণের পরমরমনীয়মূর্ত্তিকান্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে ভগবান বিষ্ণুর সাক্ষাৎ পারিষদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়া তাঁহাদিগের নিকট ভাগবত-ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমি কহিলেন, 'যাহাতে তুষ্ট হইয়া ভগবান আশ্রিতদিগকে আত্মদান করেন আমাদের নিকট সেই ভাগবত ধর্ম্ম বর্ণনা করুন' যোগীগণ এই প্রশ্নে পরম প্রীত হইলেন এবং প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ভাগবতধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ভাগবতধর্ম্মের বিবরণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আমরা এই কথোপকথনের সমুদয় কথা উদ্ধৃত করিব না; কয়েকটী কথা মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ কবি কহিলেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

"শরীর, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি কিম্বা আত্মা দ্বারা, অথবা স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য যে সকল কর্ম্ম করে তাহা ভগবান নারায়ণে সমর্পণ করিবে"। পাঠকগণ এই গভীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিবেন। সমুদয় কার্য্য ঈশ্বরকে সমর্পণ করিতে হইবে, সমস্ত জীবন তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ভৃত্য হইতে হইবে। আমরা তো বলি আমরা তাঁহারই কার্য্য করি। মনুষ্যের যাবতীয় কর্ত্তব্য সমুদয়ই ঈশ্বরাভিপ্রেত সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা কি বাস্তবিক তাঁহার সেবার ভাবে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করি? কেবল কার্য্য বিশুদ্ধ হইলে হইবে না, কেবল বাহ্যজীবন বিশুদ্ধ হইলে হইবে না, হৃদয়ে তাঁহার আধিপত্য স্থাপন করিতে যত্নবান হইতে হইবে। ঈশ্বরের স্পষ্ট দাস হইয়া আমরা কিরূপে অন্য প্রভুর সেবা করিব? হৃদয় হইতে সংসারের আধিপত্য দূর করিতে হইবে; হৃদয় মধ্যে তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত দেখিতে হইবে, এবং তাঁহার প্রীতিতে, তাঁহার সেবার ভাবে প্রণোদিত হইয়া জীবনের সকল কার্য্য করিতে হইবে। প্রেমিক হৃদয়ও ইহাই চায়। যাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে তাঁহার উচ্চতম বাসনা এই, চেষ্টা এই যাহাতে সমস্তজীবন সমস্ত হৃদয় ঈশ্বরের হয়। তাঁহার বাহ্যজীবন পাপের সেবা পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তিনি ইহাতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, "যে স্থান হইতে জীবন প্রবাহ সকল বহির্গত হয়" তিনি সেখানে ঈশ্বরের একাধিপত্য দেখিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার হস্ত ঈশ্বরের কার্য্য করিবে, কিন্তু হৃদয় সংসারাসক্ত থাকিবে, তিনি ইহা সহ্য করিতে পারেন না। বাহ্যজীবন সদনুষ্ঠানপূর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যে আন্তরিক ঈশ্বরানুগত্যের অভাব দেখিলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি কার্য্যের বিরোধী নহেন; অর্থোপার্জ্জন, পরিবার প্রতিপালন, সমাজসংস্কার, রাজনীতি সংস্কার প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে সাংসারিকের সহিত, শুষ্কনীতি-পরায়ণ ব্যক্তির সহিত বাহ্যতঃ তাঁহার কোন প্রভেদ নাই, তিনি এই সমুদয়কেই ঈশ্বরাভিপ্রেত, ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সাংসারিক ব্যক্তি যে সকল প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করে তিনি সে সকল প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন না; তিনি সকল বিষয়েই প্রত্যক্ষরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে চান, এবং তাঁহার হস্ত দ্বারাই চালিত হইতে ইচ্ছা করেন। সদনুষ্ঠান তাঁহার অতি প্রিয় বস্তু, কিন্তু তিনি সৎকার্য্যের আধিক্যদ্বারা ধার্ম্মিকতার পরিমাণ করেন না; তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর-প্রীতি, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুগত্যদ্বারা ধর্ম্মজীবনের পরিমাণ করেন।

কবি পুনরায় কহিতেছেন—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে
র্জন্মানি কর্ম্মানিচ যানি লোকে।

গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ॥

"এই নরলোকে ভগবান চক্রপাণির মঙ্গলকর জন্ম ও কর্ম্ম ও তদর্থক নাম ও গীত লজ্জাশূন্য হইয়া গান করিবে ও নির্জ্জনে বিচরণ করিবে।" পাঠকগণ এই শ্লোকের ভাবার্থ মাত্র গ্রহণ করিবেন। ভাগবতকার অবতারবাদী, তাই বলিতেছেন ভগবান জগতের মঙ্গলের জন্য যে সকল জন্মধারণ করিয়াছেন ও কার্য্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যে সকল বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়াছেন তাহা গান করিবে। অবতার বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে এতদপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কি হইতে পারে? স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার অনুপম মঙ্গলভাবে প্রণোদিত হইয়া জগতে জন্মধারণপূর্ব্বক জগতের পরিত্রাণের জন্য নানা কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিলে হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইতে পারে সহজেই অনুভব করা যায়। আমরা অবতারবাদ মানি না, আমরা অবতারবাদের চিরবিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি। কিন্তু এই মতের মধ্যে যে সত্যটুকু আছে তাহা কি আমরা ছাড়িতে পারি? আমাদের ঈশ্বর কিরূপ? তিনি কি জগৎসৃষ্টি করিয়া কতকগুলি অন্ধনিয়ম ও শক্তির উপর ইহার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? এরূপ বিশ্বাস একদিকে যেমন অযৌক্তিক—ঈশ্বরের পূর্ণভাবের বিরোধী, তেমনি আবার ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর; এরূপ বিশ্বাস যত দিন হৃদয়ে থাকিবে তত দিন হৃদয়ে গভীরপ্রেমের উদয় হওয়া অসম্ভব বোধ হয়। অবতারবাদের মধ্যে সত্য যেটুকু এবং যাহা আমাদিগকেও আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে তাহা এই যে, ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন এমন নহে; তিনি সর্ব্বদাই জগতের জন্য কার্য্য করিতেছেন। এবিষয়ে অবতারবাদীর বিশ্বাস অপেক্ষা ব্রাহ্মের বিশ্বাস যে কেবল দার্শনিকভাবে বিশুদ্ধতর তাহা নহে, আধ্যাত্মিকভাবেও অনেক উচ্চতর। অবতারবাদী বলেন ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে জগতে জন্মধারণ করিয়া কার্য্য করেন; ব্রাহ্ম বলেন ঈশ্বর চিরদিন জগতের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ থাকিয়া কার্য্য করিতেছেন; আমরা দেখিতে পাই আর নাই পাই, তাঁহার মঙ্গলহস্ত জাতীয় ও ব্যক্তিগতজীবনে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে; তিনিই পতিতজাতিকে উদ্ধার করিতেছেন, কলঙ্কপূর্ণ সমাজের কলঙ্ক ধৌত করিবার নানা উপায় বিধান করিতেছেন এবং প্রত্যেকের উন্নতির চিরসহায় হইয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছেন।

উক্ত শ্লোকটীর দার্শনিকভাগ পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিকভাগের বিষয় ২।১টী কথা বলিতেছি। প্রেমের সহিত সঙ্গীতের অতি নিকট সম্পর্ক; সঙ্গীত প্রেমিকহৃদয়ের স্বভাবজাত ফল, এবং সঙ্গীতই আবার হৃদয়কে বিগলিত করিয়া প্রেম-প্রবণ করে। হৃদয়ের শুষ্কতা, কঠিনতা দূর করিবার, সংসারদগ্ধ হৃদয়কে শীতল করিবার, উদ্ধত হৃদয়কে বিনয়াবনত করিবার এমন প্রকৃষ্ট উপায় আর অতি অল্পই আছে। পাঠকগণের মধ্যে অনেকে আমাদের পূর্ব্বসঙ্গীতপুস্তকের অভিধানপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্লোকটী দেখিয়া থাকিবেন; যিনি এই শ্লোকটী প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন তিনি গভীররূপে সংকীর্ত্তনের উপকারিতা অনুভব করিয়াছিলেন—

চেতোদর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে * * * সঙ্কীর্ত্তনং॥

গ্রন্থকার আমাদিগকে ভগবানের কার্য্যকলাপ কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিতেছেন। এরূপ সঙ্কীর্ত্তন আমাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল; মহিমাকীর্ত্তন সম্বন্ধীয় যে কয়েকটী সঙ্গীত আছে তন্মধ্যে বাহ্যজগতে ঈশ্বরের আবির্ভাব বর্ণনাই অধিক; জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার মঙ্গলহস্ত যে সকল কার্য্য করিতেছে তাহার বর্ণনা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ এরূপ বর্ণনা এরূপ কীর্ত্তনই সমধিক হৃদয় দ্রবকারক। নিজ জীবনে ঈশ্বরের অনন্তদয়া অনুভব করিলে হৃদয়ে যেরূপ উচ্ছ্বাস হয়, হৃদয়ের প্রীতি যেরূপ বর্দ্ধিত হয় আর কিছুতেই সেরূপ হয় না।

গ্রন্থকারের অপর দুটী কথার বিষয় আমরা কিঞ্চিৎ বলিব। গ্রন্থকার বলিতেছেন লজ্জাশূন্য হইয়া গান করিবে। লজ্জা আমাদিগকে শীঘ্র ছাড়িতে চায় না। সংসার ব্রাহ্মের সত্যপ্রিয়তাকে উপহাস করে। দুর্ব্বলহৃদয় সেই উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া সংসারে মুখ লুকাইয়া রহিল, সংসারের বন্ধন কাটিতে পারিল না; ব্রাহ্ম তাহা উপেক্ষা করিয়া সত্যধর্ম্মের দিকে আসিলেন; কিন্তু এখানেও তিনি লজ্জার আক্রমণ অতিক্রম করিতে পারিলেন না; তাঁহার স্বধর্ম্মীদিগের মধ্যেই এমন লোক আছেন যাঁহারা তাঁহাকে কোন কোন বিষয়ে উপহাস করেন, কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা প্রেমের উচ্ছ্বাস, ভাবের উচ্ছ্বাসকে অতি সন্দেহের চক্ষে দেখেন। প্রেমিক হওয়া উচিত, ঈশ্বরকে প্রীতি করা উচিত ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন, কিন্তু প্রেম পদার্থটী কি তাহা নিজের জীবনে অতি অল্পই অনুভব করিয়াছেন, সুতরাং মানবজীবনে প্রেমের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন, ইহাকে অস্বাভাবিক বলেন। প্রেমোচ্ছ্বাস, প্রেমোন্মত্ততা তাঁহারা দেখিতে পারেন না। ভক্তি হৃদয়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া জীবনকে নিয়মিত করিবে, ইহা তাঁহারা অতিশয় আশঙ্কার চক্ষে দেখেন; ইহা তাঁহাদের নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ; জীবনকে ভক্তিস্রোতে ভাসাইয়া দিতে তাঁহাদের অত্যন্ত ভয়। এই প্রকার লোকের উপহাস আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজেও আক্রমণ করে। এই প্রকার লজ্জা অতিক্রম করিবার জন্য অল্পবলের প্রয়োজন নহে। মনে করুন, আমার একটী গান করিতে ইচ্ছা হইতেছে, সেটী প্রেম ও বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাসপরিপূর্ণ; আমরা এরূপ হইতে দেখিয়াছি যে, পার্শ্ববর্ত্তীদিগের প্রকাশ্য না হউক আন্তরিক উপহাসের ভয়ে সেই সঙ্গীতটী গাওয়া হইল না, সুতরাং সেটী গান করাতে হৃদয়ের যে উপকার

টুকু হইত তাহাও হইল না। ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিকে চিরদিনই "বিলজ্জ" হইতে হইবে। ধার্ম্মিক হউন কিম্বা অধার্ম্মিক হউন কাহারো নিকট লজ্জিত না হইয়া হৃদয়ের স্বর্গীয় উচ্ছাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইবে।

শ্লোকটীর শেষ কথা "নির্জ্জনে বিচরণ করিবে।" যখন আত্মা নিয়মাধীন শুষ্ক কর্ত্তব্যের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সরস আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, তখনই নির্জ্জনতার সমধিক প্রয়োজন অনুভব করে। তখন আর নিয়মিত সাময়িক উপাসনাতে ইহা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। কেবল উপাসনার সময়ে নহে, সর্ব্বদা হৃদয়নাথকে হৃদয়-মধ্যে দর্শন করিব, তিনি হৃদয়ের প্রভু হইয়া আমার হস্তকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবেন, তিনি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমার ভ্রান্তি দূর করিবেন, আমাকে উৎসাহিত করিবেন এই বাসনা ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ মধুময় জীবন লাভ করিতে হইলে দুই প্রকার নির্জ্জনতা আবশ্যক। প্রথমতঃ, নির্জ্জনে উপাসনার মধুরতা গভীররূপে অনুভব করিতে হইবে; এরূপ অনুভব করিতে হইবে যেন সেই আস্বাদন কার্য্যের সময়েও হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে। তাড়াতাড়ী শুষ্কভাবে অথবা যৎকিঞ্চিৎ মাত্র মধুরতা আস্বাদন করিয়া উপাসনা শেষ করিলে সংসার কোলাহল মধ্যে ঈশ্বরসহবাস লাভ এক প্রকার অসম্ভব এবং সম্ভব হইলেও তাহা হৃদয়-তৃপ্তিকর হয় না। উপাসনাকালে ঈশ্বর সহবাসের মধুরতা আস্বাদন করিলে হৃদয় সমস্ত দিন আয়াস ব্যতিরেকেই তাঁহার দিকে ব্যাকুলতার সহিত ধাবিত হইবে। এরূপ নির্জ্জন-সম্ভোগ দিনের মধ্যে একবার দুইবার হওয়া যথেষ্ট নহে; যত বার সম্ভব এই বিষয়ে সুবিধা অন্বেষণ করা উচিত। দ্বিতীয় প্রকারের নির্জ্জনতা এই, কার্য্যকালেও যাহাতে অনর্থক কোলাহলে হৃদয়ের স্থিরতা, গম্ভীরতা বিনষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত; যতদূর ধীর শান্ত ভাবে কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ের গভীরতা অতি অল্প থাকে, আমোদ প্রমোদের আতিশয্য হইলে ইহার অন্তরতম দেশ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া যায়, অতএব সতর্কতার সহিত এরূপ আতিশয্য হইতে দূরে থাকা উচিত।

ঈশ্বরাদেশের অদ্ভুত রহস্য।

রবিবাসরীয় মিরার পত্রিকার মধ্যে মধ্যে "ডিভোশনাল" নাম দিয়া কতকগুলি উক্তি প্রকাশ হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যে কথোপকথন হইয়া থাকে তাহাই ঐ সকল উক্তির আকারে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন পরমেশ্বরকে কি সংবাদ দিয়াছেন জানি না, কিছু দিন হইল পরমেশ্বর আমাদের প্রতি বিশেষ আক্রোশ প্রকাশপূর্ব্বক অভিসম্পাত করিয়াছেন। আমরা "ওল্ড টেষ্টেমেণ্ট" নামক গ্রন্থে এবং কোরাণেও এরূপ ক্রোধের কথা পাঠ করিয়াছিলাম, ইদানীন্তন কালের মধ্যে পরমেশ্বরের এত রাগ আর দেখা যায় নাই। আমরা গত ২১ এ সেপ্টেম্বরের রবিবাসরীয় মিরার হইতে একটী অপরূপ ঈশ্বরীয় বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"তৎপরে পরমেশ্বর সুমিষ্ট সম্বোধনে আশীষ পূর্ব্বক তাঁহার ভৃত্যদিগকে বিদায় করিলেন এবং বলিলেন বিশ্বাস কর ও জীবিত হও।

তদনন্তর সহসা জগদীশ্বর এক প্রকাণ্ড বাত্যার ন্যায় পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে গড়াইয়া পড়িলেন এবং এক গভীর ও অন্ধকারপূর্ণ গর্ত্তে প্রবিষ্ট হইলেন;—সেখানকার ব্যাপার অতি বিভৎসজনক। দেখ, এই অন্ধকারগর্ত্তে কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক গোপনে সম্মিলিত হইয়াছে এবং রাত্রিদিন খনন কার্য্যে ব্যস্ত আছে; অভিপ্রায় এই যে ঐ পর্ব্বত, তাহার উপরিস্থিত সমগ্র অধিবাসী সমেত পড়িয়া চূর্ণ হউক।

প্রতাপশালী মহারাজ তাঁহার রাজ্যের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত ঐ গুপ্ত শত্রুদিগের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন এবং তাহাদের প্রতি এইরূপ উক্তি করিলেন।

"ওরে পাষণ্ড, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, পানাসক্ত, কপট, সংসারাসক্ত লোক সকল, সংশয়ী ও প্রবঞ্চক তোরা কম্পিত হ! কারণ আমি আজ তোদিগকে অগ্নিময় বাক্য সকল বলিব।

"তোরা চোরের ন্যায় আমার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিস এবং তোরা আত্মাসকলের বিনাশার্থে গুপ্ত ও ঘৃণিত ব্যবসায়ে রত আছিস। তোরা আমার পুত্র কন্যাদিগের হত্যাকারী এবং এই দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তোরা এই অন্ধকারগর্ত্তে অলক্ষিত ও অশ্রুত-ভাবে কার্য্য করিতেছিস।

তোরা কি ব্রাহ্ম? হাঁ তোরা আমার লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকিস। তোরা ব্রাহ্মের আবরণ পরিয়াছিস এবং ভক্তের ভাব ধারণ করিয়াছিস? তোদের দলের মধ্যে আচার্য্য, প্রচারক, সাধু ও ধর্ম্মোপদেষ্টা আছে। তোরা আমার প্রকৃত উপাসকদিগের ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রার্থনা করিস এবং আমার স্তুতি ও মহিমা গান করিয়া থাকিস। কিন্তু তোরা আমাতে বিশ্বাস করিস না। তোরা আমাকে দেখিস নাই এবং যাহারা দেখিয়াছে তাহাদিগকে উপহাস করিস। আমি তোদের প্রার্থনার সময় যখন সম্মুখে দাঁড়াই, তোরা বিরক্ত হইয়া বলিস 'আমরা তোমাকে জানি না'। তোদের মুখের প্রার্থনা তুষের ন্যায় উড়িয়া যায়, আমার কাছে পৌঁছে না। তোদের দৈনিক প্রণালীবদ্ধ প্রার্থনা (যাহা দশ কি পনর মিনিটের অধিক নয়) আমার বিরক্তিজনক, কারণ তাহাতে প্রকাশ পায়, তোরা আমার সঙ্গে থাকিতে কিরূপ অসহিষ্ণু হইয়া পড়িস এবং প্রত্যহ আমার নিকটহইতে প্রস্থান করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিস। তোরা মুখে বলিস যে তোরা আমার বিশ্বাসী ও উপাসক; কিন্তু আমি যখন আমাকে দেখিতে ও আমার পরামর্শ শুনিতে বলি তখন তোরা হাস্য করিস। আমি প্রতিদিন তোদের অন্ত-

পান যোগাইয়াছি এবং আমি তোদিগকে যথাসর্ব্বস্ব আমার হস্তে সমর্পণ করিতে বলিয়াছি, কিন্তু তোরা সংশয়িতভাবে আমার সহিত বিতণ্ডা করিয়া বলিয়াছিস—আমরা তোমার পালনীরীতি বা বিধান মানি না। আমি তোদিগকে সম্পূর্ণরূপে আমার আজ্ঞার অধীন হইতে ও আমার আদেশ ভিন্ন কিছু না করিতে বলিয়াছি, কিন্তু তোরা নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির অনুসরণ করা শ্রেষ্ঠ বোধে তাহা করিস নাই। তোরা তোদের নিজের দেবতা। তোরা হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাস করিস না। তোরা যে কেবল আপনাদের আত্মাকে নষ্ট করিতেছিস তাহা নয়, অবিশ্বাস বিষপ্রয়োগ করিয়া তোদের প্রতিবাসীদিগেরও প্রাণ নষ্ট করিতেছিস। কত লোকে পূর্ব্বে আমাতে বিশ্বাস করিত এবং কেমন মিষ্ট প্রার্থনা করিত যাহা শুনিয়া আমি প্রীত হইতাম। কিন্তু হায়! কৃপাপাত্র ব্যক্তিগণ! তাহাদের ভক্তি ও বিশ্বাস তোরা নষ্ট করিয়াছিস এবং তোরা দেশে অবিশ্বাসী ও পলায়িতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিস। ওরে কপটগণ! তোদের বিশ্বাসের ন্যায় তোদের চরিত্রও নিকৃষ্ট। তোরা গোপনে সুরাপান করিস এবং পথাচারে আনন্দলাভ করিস। তোরা সুরা ও কুলটার নিকট বিক্রীত হইয়াছিস। তোরা মন্দিরে আমার নিকট প্রার্থনা করিতে আসিস এবং প্রার্থনা শেষ হইলেই তোরা অগম্যস্থানে ও শৌণ্ডিকালয়ে পৈশাচ আচারার্থ গমন করিস। পানদোষ ও ব্যভিচারদ্বারা তোরা নিজ নিজ শরীর ও মন কলুষিত করিয়াছিস এবং এখনও তোদের অনুতাপের চিহ্ন দেখা যায় না। তোদের মধ্যে কেহ কেহ, যাহারা আজিও এতদূর যায় নাই, তাহারাও ইন্দ্রিয় সুখপ্রিয় এবং সুখাভিসক্ত হইতেছে এবং অপবিত্র হৃদয়ে স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিতেছে। তোরা বয়ে গিয়েছিস এবং আমার সমাজের অনেককে গোপনে বয়াইয়া দিতেছিস। যে স্থানে কার্য্যে কোন চরিত্র ঘটিত দোষ নাই সেখানেও আমি সমূহ বিপদ দেখিতেছি। যেখানে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত মিশিতে চাহিতেছে, আমি সেখানে ভাবী বিপদের বীজ নিহিত দেখিতেছি; বৈষ্ণব ও বামাচারীদিগের যেরূপ দশা ঘটিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তোদের আরও অনেক চরিত্রগত দোষ আছে; তোরা মিথ্যাবাদী, অসৎ, প্রতিহিংসাপ্রিয়, বিদ্বেষী ও নিন্দুক ইত্যাদি। এ সকলের জন্য তোদের কঠোরহৃদয়ে অনুতাপও নাই। এই কারণে আমি তোদিগকে দমন করিব এবং ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত ও আধ্যাত্মিক এবং বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদিগকে স্বতন্ত্র করিব। যে সকল পাপী অনুতাপিত কিম্বা যাহারা সবে উপাসকদলে প্রবিষ্ট তাহাদিগকে আমি তাড়াইব না বরং আমার আশীর্ব্বাদ তাহাদের প্রতি অর্পিত হইবে। কিন্তু তোরা, যাহারা ব্রাহ্ম বলিয়া ভাণ করিস, তোরা, কি স্থিতিশীল কি অগ্রসর, কি এদল কি ওদল, যে দলে থাকনা কেন, তোরা, যারা বড় পদে আসীন হইয়া নিজ অবিশ্বাসে উল্লাসিত আছিস, তোরা সাবধান। কারণ আমার প্রকৃত বিশ্বাসীদিগের মানরক্ষার্থ কুলার বাতাস দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

প্রস্তাবটী দীর্ঘ হইবে, পাঠক ক্ষমা করিবেন। পাঠকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন এই সকল উক্তি যে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে তার প্রমাণ কি? "তোদের দলের মধ্যে আচার্য্য, প্রচারক, সাধু ও ধর্ম্মোপদেষ্টা আছে" এই শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইহাদ্বারা কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইতেছে? আদিসমাজে আচার্য্য ও ধর্ম্মোপদেষ্টা আছেন, কিন্তু প্রচারক নাই। তবে এরা কারা? উক্ত সংখ্যক রবিবাসরীয় মিরারখানি যখন আমাদের হস্তগত হয়, তখন আমরা এক এক পংক্তি পাঠ করিয়াছি এবং অট্টহাস্যে উদরের অন্ত্র পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়াছে। হাসিবার কারণ কি? আমাদের হঠাৎ একটী গল্প মনে পড়িয়াগিয়াছিল। সে গল্পটী গ্রীক পণ্ডিত ঈশপ প্রণীত গ্রন্থে আছে। গল্পটী এই; একবার এক গর্দ্দভ সিংহচর্ম্মদ্বারা আপনার শরীর আবৃত করিয়া মনে করিল, বনে যাই গিয়া বনবাসি জীবদিগকে সন্ত্রাসিত করি। এই ভাবিয়া গর্দ্দভরাজ পশুরাজ সাজিয়া বনে গমন করিলেন এবং তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা জীবদিগকে সন্ত্রাসিত করিতে লাগিলেন। শৃগাল চতুর জীব, অবশেষে এক শৃগাল লক্ষ্য করিয়া দেখে যে সিংহ চর্ম্মের ভিতর দিয়া চারিখানি খুর প্রকাশ পাইতেছে। তখন সে অপর জীবদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিল, ভয় নাই উহাকে গর্জ্জন করিতে দাও, কারণ গর্জ্জন করাই সার, কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই।" এই গল্পটী হঠাৎ মনে পড়াতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা গেল না। তদবধি যিনি যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাঁহাকেই ঐ গল্প শুনাইয়া বলিয়াছি গর্জ্জন করিতে দেও, ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কিন্তু অনেক বন্ধুর ইচ্ছা যে এরূপ ঈশ্বর নিন্দার প্রতিবাদ হয়। ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরের অধিক অবমাননা কি করা যাইতে পারে! বাবু কেশবচন্দ্র সেন নিজের নামে যে কথা বলিতে সাহস করেন না এবং করেন নাই, ঈশ্বরের নামে সেই সকল অবাচ্য কুবাচ্য অবাধে বলিতে সাহসী হইয়াছেন, যাঁহারা ইহার প্রমাণ চান তাঁহারা কেশবচন্দ্রের "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন" নামক বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত কয়েক পংক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

Those who profess to be my enemies are advocating my cause, and going about preaching my ideas and principles. They hold in their hands my banners. * * * * There is no serious enmity, yet they will call themselves my enemies. so much the better, because those who would otherwise never accept my truths would readily grasp them ; &c.

তবে কেশবচন্দ্রের নিজ সাক্ষ্য অনুসারে আমরা শত্রু নই, আমরা তাঁহারই কার্য্য করিতেছি বরং তাঁহার কথা যাঁহারা শুনিত না তাহাদিগকে তাঁহারই অথবা ঈশ্বরের সত্য দিয়া আসিতেছি। এই ভাবের সহিত পূর্ব্বোদ্ধৃত ঈশ্বরীয়

উক্তির তুলনা করুন। আমরা কি এই ভাবিব যে কেশবচন্দ্র যখন স্বয়ং থাকেন তখন অনেক ভদ্রলোক এবং যখন ঈশ্বরাক্রান্ত হন তখন অভদ্রলোক। অন্য কিছু ভাবিবার ত পথ নাই। হায়! হায়! গালি দিবার যদি এতই ইচ্ছা ছিল কেন নিজের নামে দেওয়া হইল না! হায় হায়! ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক মুখে এরূপ নিন্দিত ভাষা কেন অর্পিত হইল! স্বয়ং পরমেশ্বর বলিতেছেন যে তিনি এ যাত্রা আমাদিগকে উচ্ছেদ করিয়া বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী স্বতন্ত্র করিবেন, আমাদিগকে কুলার বাতাস দিয়া তাঁহার রাজ্য হইতে উড়াইয়া দিবেন। এই কি ঈশ্বরের উপযুক্ত বাণী? যাঁহাকে সাধুরা পাপীর পরিত্রাণার্থ ব্যস্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—যিনি ৯৯টী মেষ পরিত্যাগ করিয়া একটী বিপথগামীমেষের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হন, একি সেই ঈশ্বরের বাণী? কই আমরা ত এত বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যেও এরূপ রূঢ়, কর্কশ, অভদ্রভাষা ব্যবহার করিতে সাহসী হয় নাই। অতি অশ্রাব্য পাপের কথা জানিয়া শুনিয়াও ত এরূপ জঘন্য ভাবে আক্রমণ করি নাই। ব্রাহ্মদিগের যদি চক্ষু থাকে দেখুন, পরম ভক্ত, পরম সাধক, পরম উদার, পরম সাধু কেশবচন্দ্র সেনের বিচারে আমরা (দলশুদ্ধ লোক) ইন্দ্রিয়াসক্ত, পানাসক্ত, সুরা ও কুলটার নিকট বিক্রীত। কেবল তাহা নহে আমাদের স্ত্রী কন্যা, ও ভগ্নী প্রভৃতিও কুলটা-শ্রেণীগণ্য, কারণ তাঁহারা যে আমাদের বন্ধু বান্ধবের সহিত মিশিয়া থাকেন তাহাও নীচ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া। হা! পরমেশ্বর তোমার নামে এমন নিদারুণ আঘাতও পাইতে হইল।

কেশববাবুর আদেশবাদের পরিণাম এই। কেশব বাবুর কেন, মহম্মদের আদেশবাদেরও এইরূপ পরিণাম হইয়াছিল। মহম্মদ মক্কা নগরে বহুদিন অসহ্য উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শত্রুদিগের দৌরাত্ম্যে যখন প্রিয় মক্কা নগর পরিত্যাগ করিতে হইল তখন আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিলেন না; প্রতিহিংসার ইচ্ছা হৃদয়ে প্রবল হইতে লাগিল; কিন্তু যে মুখে শিষ্যদিগকে ক্ষমা শিক্ষা দিয়াছেন সেই মুখে কিরূপে তরবার ধরিতে বলেন, অবশেষে তরবার ধারণ ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া প্রচার করিলেন। মহম্মদের জীবনে আরও এইরূপ ভ্রমের উল্লেখ দেখা যায়। এক দিন মহম্মদ জাইদ নামক তাঁহার পালিত পুত্রের গৃহে গিয়া হঠাৎ তাহার পরম রূপবতী রমণীর মুখ দর্শন করেন। মুখদর্শনে তিনি আনন্দ সূচক কয়েকটী কথা বলেন। জাইদ তখন ঘরে ছিল না, সে আসিয়া গুরুর উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় স্ত্রী অর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু মহম্মদ তাহাকে পুত্র সম্বোধন করিতেন বলিয়া শিষ্যদিগের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অবশেষে মহম্মদকে সেই স্ত্রী বিবাহের অনুমতি দিয়া ঈশ্বরের এক বিশেষ আজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং মহম্মদ সুন্দরী জেনাবকে অন্যতম পত্নী রূপে পরিণত করিলেন। আর এক সময় এক দিন মহম্মদ তাহার এক পত্নীর গৃহে বাস করিতেছিলেন, সেই দিন তাঁহার সেই পত্নী নিমন্ত্রিত হইয়া কোন স্থানে গমন করিলেন, এই সুযোগ পাইয়া মহম্মদ মেরায়া নাম্নী দাস বালিকাকে নিজ পার্শ্বে আনয়ন করাইলেন। যখন তিনি মেরায়ার সহিত আমোদ প্রমোদে রত আছেন এমন সময় তাঁহার পত্নী উপস্থিত। এই বিষয় লইয়া তাঁহার পত্নীদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া পত্নীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং একাকী বহুদিন নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন। প্রফেটের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া ঈশ্বর মেরায়াকে সেই ভবনে আনিয়া রাখিবার আদেশ করিলেন। মহম্মদ যে কপট বা প্রতারক ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। তাঁহার বিষয়ে বলিবার ভাল বিষয় অনেক আছে তাহা সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল; কিন্তু আপনাকে পদে পদে ঈশ্বরাদিষ্ট ভাবিলে মনুষ্য কিরূপ ভ্রমে উপনীত হইতে পারে তাহার প্রমাণস্বরূপ উপরি উক্ত ঘটনা গুলি উক্ত হইল।

সেণ্ট ইলিজিয়স।

প্রাচীনকালে সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার ধন মানের প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া, অনেকেই ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া সংসারপরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসী হইয়া ধার্ম্মিক হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। যাঁহারা প্রলোভন পরিবেষ্টিত থাকিয়া, দৈনিক জীবনে সংসারের শত প্রলোভনকে পদদলিত করিয়া জগতে ধর্ম্মজীবনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের ধার্ম্মিকতা অধিকতর প্রশংসার যোগ্য। "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি তে এব ধীরা" বিকারের হেতু বর্ত্তমান থাকিলেও, যাঁহাদের চিত্ত বিকৃত হয় না; তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকজীবনের আদর্শ, ব্রাহ্মের পক্ষে বড় উপাদেয়। ব্রাহ্মকে সংসারত্যাগী বৈরাগী হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হয় না। সংসারের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্ম জীবন যাপন করাই ব্রাহ্মের প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহারা সমাজের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পাপকুসংস্কারসম্পন্ন মাতৃভূমির হৃদয় বিদারী ক্রন্দনধ্বনির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করতঃ কেবল আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনেই রত থাকেন, তাঁহাদের জীবন ব্রাহ্মের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ হইতে পারে না। সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ও স্বজাতীর প্রতি সমুদায় স্নেহমমতা ভুলিয়া বনবাসী হইয়া কেহ কেবল পরমার্থ চিন্তায় আপনার জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন, এবং তিনি আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ নিষ্ফল জীবন যাপন করিয়া তিনি কখনও ব্রাহ্ম নামের অধিকারী হইতে পারেন না। ব্রাহ্ম সংসারীধার্ম্মিক; বনবাসী বৈরাগীর জীবনের আদর্শে তিনি আপনার ধর্ম্মজীবন গঠিত করিবেন কি বলিয়া? সংসারে থাকিয়া পাপ ও প্রলোভনের মধ্যে যিনি আপনার জীবন নির্ম্মল রাখিতে

পারিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মজীবনের আদর্শস্বরূপে গৃহীত হইতে পারেন। এই শ্রেণীর ধার্ম্মিকগণের জীবনদ্বারা ব্রাহ্ম আপনার জীবন গঠন করিবার সময় অনেক উপকৃত হইতে পারেন। আমরা আজ তাই এই শ্রেণীর একটী মনোহর ধর্ম্মজীবনের ইতিবৃত্ত বিবৃত করিবার মানসে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল জীবনী এই তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকটিত করিয়াছি, দৈনন্দিন জীবনে সচরাচর তাহার অনুরূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অদ্য উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে ইগ্নেসিয়স্ বা এনেষ্টেসিয়াসের মত ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিবার সুযোগ সকলের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু ধর্ম্মবীর ইলিজিয়াসের জীবনের ঘটনাবলির সঙ্গে আমাদের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে। অন্ততঃ তাঁহার জীবন হইতে আমরা পূর্ব্বলিখিত জীবনীদ্বয় অপেক্ষা অল্প শিক্ষা লাভ করিব না।

সেণ্টইলিজিয়স ফরাসী দেশের অন্তর্গত কোন এক নগরে ৫৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তিনিও শৈশবাবস্থা হইতেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মসূত্রে বিশেষরূপে শিক্ষিত হন। মানুষের জীবনের উপর শৈশবশিক্ষা ও মাতা পিতার দৃষ্টান্তের প্রভূত আধিপত্য। শৈশব অবস্থায় মানুষ যত অনুকরণপ্রিয় থাকে, জীবনের আর কোন সময়ে তত থাকে না। তাহাতেই মাতা পিতা সৎ হইলে শিশু সৎ হওয়া সম্ভব, এবং মাতাপিতা অসৎ হইলে শিশুর জীবনও যে কলঙ্কিত হইবে তাহা একরূপ নিশ্চয়। সৌভাগ্যক্রমে ইলিজিয়াসের মাতা পিতা উভয়েই অত্যন্ত ধার্ম্মিকছিলেন, সুতরাং ধর্ম্মসূত্র পালন করা ইলিজিয়াসের পক্ষে শৈশবাবধিই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইলিজিয়াস যৌবনাবস্থায় পাদক্ষেপ করিবামাত্রই তাঁহার পিতা তাঁহাকে সুবর্ণবণিকের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য এবো নামক জনৈক সুপ্রসিদ্ধ স্বর্ণকারের অধীনে শিক্ষানবিশের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া দেন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও আশ্চর্য্য শ্রমশীলতা গুণে ইলিজিয়াস অল্প কাল মধ্যেই স্বর্ণকারের কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিলেন। তাঁহার সরলতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় পরিচিত সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। উপাসনালয়ে তিনি নিয়মিতরূপে যাইতেন এবং যেখানে যখন কোনও ধর্ম্মোপদেশ হইবার সংবাদ পাইতেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। বাইবেলের সূত্র সমুদয় তিনি তাঁহার স্মৃতিতে উজ্জ্বলঅক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবনকে তদনুযায়ী পরিচালিত করিতে যৌবনকাল হইতেই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন।

ইলিজিয়াস্ একদা কোনও কার্য্যোপলক্ষে নিপার নদীতটে কোন এক নগরে গমন করেন; তথায় দ্বিতীয় ক্লোটেইবের কোষাধ্যক্ষ বাবার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। বাবা ইলিজিয়াসকে পারি নগরে লইয়া যান এবং রাজার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। মহারাজ ক্লোটেইব ইলিজিয়াসকে একটী স্বর্ণরৌপ্যরচিত সুচারু সিংহাসন প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করেন। ক্লোটেইব এই সিংহাসন প্রস্তুত করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ইলিজিয়াসকে যে অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ইলিজিয়াস্ রাজার পরিমাণানুরূপ দুই খানা আসন প্রস্তুত করিয়াছেন। ইলিজিয়াসের আশ্চর্য্য শিল্পচাতুর্য্য ও আশ্চর্য্যতর সততায় মহারাজ ক্লোটেইব অত্যন্ত মোহিত হন এবং তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আপনার টাকশালের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। রাজদ্বারে এই প্রকার সম্মানিত হইয়াও ইলিজিয়াস্ সুবর্ণবণিকের ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন নাই। এই উচ্চপদে থাকিয়াও তিনি বহু মূল্য আসন প্রভৃতি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া উপাসনালয়ের ব্যবহারার্থে তাহা বিনামূল্যে দান করিতে লাগিলেন। ইলিজিয়াস্ বাহিরের কার্য্যে এত ব্যস্ত থাকিলেও অন্তর্জীবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি কমে নাই। যখন তিনি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন তখনও তাঁহার সাক্ষাতে এক খানা ধর্ম্মপুস্তক সর্ব্বদা খোলা থাকিত। তাঁহার শয়নাগারের চারিদিকের দেয়ালে অনেক ধর্ম্মপুস্তক থাকিত, এবং প্রত্যহ প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর অনেকক্ষণ এই সমুদয় পুস্তক পাঠ করিতেন। সাধারণতঃ রাজন্যবর্গের অমাত্যগণমধ্যে আমরা কেবল অসদ্দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কিন্তু ইলিজিয়াস্ ক্লোটেইবের অতি প্রিয়পাত্র হইয়াও, অমত্যস্বভাবসুলভ সমুদয় চরিত্রদোষ হইতে আপনার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা বাহিরের কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, সাংসারিক কার্য্যে যাঁহাদের অনেক সময় ব্যয়িত হয়, গভীর আত্মচিন্তাই কেবল তাঁহার ধর্ম্মজীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। ইলিজিয়াসও এই উপায় অবলম্বন করিয়াই রাজসভার সমুদায় কদাচারের মধ্যে থাকিয়াও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ক্লোটইবের সভায় অল্পদিন থাকিয়াই, তিনি আপনার অবস্থার ভয়সঙ্কুলতা উপলব্ধি করিলেন, এবং তখন হইতে প্রত্যহ অতি কঠোরভাবে আপনার দৈনিক জীবনের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ কয়েকদিবস রাজসভায় গমনকালীন তিনি অত্যন্ত মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। কখনওবা কেবল জরির বা রেশমের পোষাক ভিন্ন আর কিছুই পরিতেন না। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তিনি এই সমুদায় বস্ত্র দরিদ্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিলেন এবং অতি সামান্য বেশে রাজসভায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। রাজা তাঁহাকে এই সামান্য বেশে দেখিতে পাইয়া প্রায়ই নূতন নূতন মূল্যবান, স্বর্ণখচিত বসন প্রদান করিতেন, কিন্তু ইলিজিয়াস্ রাজসমীপ হইতে যাহা কিছু উপহার পাইতেন তৎসমুদায় অবিলম্বেই আবার নগরীস্থ দীন দরিদ্রদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন। কেহ তাঁহার ঠিকানা, বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে "অমুক সড়কের অমুক দিকে যাইবে, এবং যেখানে দেখিবে যে বহুসংখ্যক গরিব লোক একত্রিত হইয়াছে, সেইখানেই আমার বাস জানিবে।"

ক্রমশঃ—

রবিবার।

প্রাতঃকাল।

জীবনের আর একটী সপ্তাহ চলিয়া গেল। এই সপ্তাহ কাল আমি কোথায় ছিলাম? কাহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছি? এই সপ্তাহকাল আমি কি করিয়াছি? কি ভাবের দ্বারা আমি এই সপ্তাহকাল আমার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পরিচালিত করিয়াছি? কি বিষয় চিন্তা করিয়াছি? এই সমুদায় চিন্তার গতিই বা কোন্ দিকে ছিল? আমার প্রত্যেক কার্য্যের অভ্যন্তরে কি উদারতা, প্রেম ও ন্যায় পরায়ণতার আভাষ ছিল? আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি তাহা কি ন্যায়ানুমোদিত? আমি যে সকল ইচ্ছা করিয়াছি তাহা কি সাধুতাপরিপূর্ণ ছিল? আমার উদ্দেশ্যসমূহ কি সদ্ভাবদ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল? আমার প্রত্যেকবাক্য কি সত্যানুযায়ী ছিল? আর প্রত্যেক কার্য্য কি কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনুরোধে সাধিত করিয়াছি? হে ঈশ্বর! তুমি আমার হৃদয় জান, আমাকেও তাহা জানিতে দাও। তুমি যে নৈতিকসূত্র সমূহ আমার অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছ, আমি তাহাদ্বারা আমার জীবনের গতসপ্তাহের ঘটনাবলি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, তুমি আমার সহায় হও। আমাকে দেখাইয়া দাও কোথায় আমি অবিশ্বাসীর মত কার্য্য করিয়াছি? আমাকে দেখাইয়া দাও আমি কি করিয়াছি যাহা করা উচিত ছিল না, আর কি করি নাই যাহা করা উচিত ছিল? দেখাইয়া দাও কি চিন্তা আমি হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি যাহা পোষণ করা উচিত ছিল না, আর কি বিষয়ে চিন্তা করি নাই যাহা হৃদয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল।

আমি জীবনের আর একটী সপ্তাহে প্রবেশ করিয়াছি। এই সপ্তাহ আমার নিকট কি আনয়ন করিবে? অদ্যইবা আমার জীবনে কি ঘটিবে কে বলিতে পারে? এই পর মুহূর্ত্তেই বা কি ঘটিবে কে বলিয়া দিতে পারে? পরমুহূর্ত্ত হইতে অনন্ত কালপর্য্যন্ত আমার চক্ষে গাঢ় অন্ধকারময়। কি দুর্ভেদ্য অন্ধকারে ভবিষ্যতের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে! হে সর্ব্বদর্শি ঈশ্বর! তুমি নিত্য আলোকের রাজ্যে বাস করিতেছ, তোমার চক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায় উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তবে বল পিতা! তোমাভিন্ন আর কাহাকে আমি আমার জীবনের নেতৃত্বে বরণ করিব? কে আর আমাকে রক্ষা করিবে? তুমি আছ পিতা! এই বিশ্বাসে আমি জীবন ধারণ করিব। তোমাকে যে আত্মসমর্পণ করে, তুমি তাহার জীবনকে সুপথে পরিচালিত করিয়া থাক, এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া আমি আমার জীবনকে পরিচালিত করিব। হে দৃষ্টি মনের অগোচর পরমেশ্বর! আমি প্রতিদিন আমার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য করিবার সময় তোমার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিব। আশীর্ব্বাদ কর, ঈশ্বর! যেন আমি সর্ব্বদা তোমাতে জীবন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যেন তোমাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করি। আমার বিবেক যাহা আজ্ঞা করিবে আমার সমুদায় শক্তির সহিত তাহা সাধন করিব। এই বিশ্বাসের দ্বারা আমি জীবনকে পবিত্রিত করিব, যে তোমার আদেশ পালন করিবার জন্য, সংসারের সমুদায় সুখকে বিসর্জ্জন করা, যত প্রকারে আপনাকে সাময়িক সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারা যায় তত প্রকারে আত্মত্যাগ স্বীকার করা, আমার পক্ষে একমাত্র শ্রেয়। আমি জীবনের প্রতিক্ষণ তোমার সত্তা উপলব্ধি করিব। ঈশ্বর! তুমি আমার সহায় হও।

ব্রাহ্মসমাজ।

শিবসাগর হইতে বাবু অতুলচন্দ্র গুহ তাঁহার পরলোকগত পিতা বাবু শ্রীনাথ গুহের স্মরণার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ ১০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

বাগ আঁচড়ার বাবু নটবর মল্লিক তাঁহার বিবাহোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৭৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণার্থ হাইদরাবাদ হইতে এক জন ব্রাহ্ম ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি ৫৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের সাহায্যার্থ কুঁচবিহারের এক জন ব্রাহ্মবন্ধু ৮৲ টাকা দান করিয়াছেন ও বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ৪৲ এবং বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত ৩৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

গত ১২ ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত তথায় গমন করেন, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয় ও তৎপরে ১২৷৷০ টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার পর ৩৷৷০ টা হইতে দরিদ্রদিগকে অর্থ দান ও অন্ধ খঞ্জ আতুরদিগকে বস্ত্র দান করা হয়। অবশেষে ৫ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও ৬ টা হইতে ৬৷৷০ টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, ৬৷৷০ টা হইতে প্রায় ৯ টা পর্য্যন্ত উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়া উৎসব শেষ হয়।

বিগত ২০ শে অক্টোবর বাবু রঘুনাথ বড়া ও বাবু ব্রজনাথ বড়া নামক দুই যুবকব্রাহ্ম পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

২২ শে অক্টোবর বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়ার দ্বিতীয় পুত্রের অন্নপ্রাশন হইয়া গিয়াছে। উভয়কার্য্য উপলক্ষেই স্থানীয় সমাজের আচার্য্য উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল এবং স্থানীয় দরিদ্র লোকদিগকে অন্ন ও অর্থ দান করা হয়।

বিগত ৬ই কার্ত্তিক মজিলপুরস্থ ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন। শাস্ত্রীমহাশয় ইতিমধ্যে বহড়ু প্রভৃতি কয়েক স্থানে ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিগত ৮ই কার্ত্তিক হরিনাভিতে বিশেষ উৎসব হইয়া

গিয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে কয়েক জন ব্রাহ্ম তথায় গমন করিয়াছিলেন। প্রাতে উপাসনা ও মধ্যাহ্নে আলোচনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

চিন্তা।

'একটা পয়সা দাও!'—রাত্রি এক প্রহর, প্রকাশ্য পথ; চাহিয়া দেখিলাম একটী ক্ষুদ্র বালিকা; পার্শ্বে এক ব্যক্তি শয়ান, জন কোলাহলের মধ্যে রাজপথের ধূলিতে শয়ান, অন্য স্থান নাই; উহার এ জগতে কাতর দেহ রাখিবার অন্য স্থান নাই, শরীর বিশ্রাম পিপাসু, এই কোলাহলের মধ্যে বিশ্রাম করিতে চাহিল, বাধা মানিল না। বালিকাটি দুই দিন সংসারে আসিয়াছে, দুই দিনেই সংসারকে চিনিয়া লইয়াছে, জানে যে ভিক্ষুকের রব সহজে কাহারও কর্ণে পৌঁছে না, চীৎকার করিয়া বলিতেছে 'একটা পয়সা দাও।' সংসারের সন্তাপ এই কোমল হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে। বালিকাটি শ্রান্ত, নিদ্রায় ঢুলিয়া পড়িতেছে, যাই একটু ঘুম ভাঙ্গিতেছে, অমনি বলিয়া উঠিতেছে 'একটা পয়সা দাও! নিদ্রার অবসর নাই। নিকটে কোন প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তির প্রাসাদ; প্রাসাদ লৌহ রেলে পরিবেষ্টিত, যাহার আহার মিলিতেছে না তাহাকে দূরে রাখিবার জন্য, পাছে ভিখারীর আর্ত্তনাদ আসিয়া বিলাসের পথে কাঁটা দেয় সেই জন্য, লৌহরেলে পরিবেষ্টিত। প্রাসাদ হইতে আলোক আসিয়া ইহাদের ছিন্ন বস্ত্র দেখাইয়া দিতেছে। বিলাসের ধ্বনি আসিয়া ইহাদের কাতর স্বরের সহিত মিলিতেছে। রাজপথে যে শরীর পাতিয়া দিল তাহার সম্মুখে ত্রিতল গৃহ মেঘস্পর্শ করিতেছে। ঐ গৃহে এক ব্যক্তি, ঘুম হইল না বলিয়া সুরাপাত্র হস্তে লইল, তাহার নিশ্বাস আসিয়া এই বালিকার—পেটের জ্বালায় যে ঘুমাইবার অবসর পাইতেছে না তাহার—গাত্র স্পর্শ করিতেছে; ঐ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ঘুম ভাল লাগিল না বলিয়া পাপের আশ্রয় লইল; আর শিশু ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতে হা অন্ন করিতেছে। সমাজ! চাহিয়া দেখ, এই দৃশ্য চাহিয়া দেখ। প্রাসাদ চূড়া চূর্ণ করিয়া দাও, আগে এই বালিকার শয়নগৃহ হউক।

তোমারই নাথ!

আর কোথা শান্তিবারি তোমাছাড়ি কোথা যাব,
এমন মধুরপ্রেম হায় আর কোথা পাব!
বসায়ে হৃদয়াসনে
অনিমেষ দুনয়নে
হেরিব ও প্রেমমূর্ত্তি, প্রাণ-মন জুড়াইবে,
অবিরল দুনয়নে প্রেম ধারা বরষিবে।
কার তরে এজীবন! তোমা বিনা কারে দিব,
প্রাণমন সব নাথ তোমাকেই সঁপে দিব,
এ হৃদয়,—প্রাণাধার!
পূর্ণরূপে অধিকার
কর আসি, এহৃদয়ে আর কিছু আনিব না,
সংসার বাসনা পানে আর ফিরে চাহিব না।

এ দুর্ব্বল দেহমন তোমার চরণপরে
অর্পণ করিব নাথ চিরজীবনের তরে,
আলস্য জড়তা ছেড়ে,
জীবন্ত উৎসাহভরে,
করিব তোমার সেবা, বৃথা কাজে যাইব না,
সংসার সেবায় আর কলঙ্কিত হইব না।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক; চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯। } শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৴০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	৷৷০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১৷৷০	/০
Morning & evneing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচনা	।০	/০

Printed and published, by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. November 1879.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ রবিবার, ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

এক ব্যক্তি নদীপার হইতেছে। অনেক তরঙ্গ তুফান উত্তীর্ণ হইয়া যখনই ঘাটের নিকটে আসিল, অমনি কোন অদৃশ্য কারণে নৌকা ডুবিয়া গেল। আধ্যাত্মিক জগতে অবিকল এই প্রকার ঘটিয়া থাকে। এক ব্যক্তি নানাপ্রকার সাধনদ্বারা অনেক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিলেন, বহু প্রকার প্রলোভন ও বিপদের হস্তহইতে আপনাকে রক্ষা করিলেন, লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইলেন, এমন সময়, কে জানে কি কারণে, হঠাৎ তাঁহার পতন হইল। লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। পতনের গূঢ় কারণ কেহ অনুধাবন করিতে পারিল না। কিন্তু বাস্তবিক কি পতনের কোন কারণ নাই? অনেক স্থলেই এ প্রকার পতনের কারণ আধ্যাত্মিক অহঙ্কার। অনেক উন্নতি করিয়া শেষে যাঁহার উন্নতির জন্য অহঙ্কার জন্মিল, নদী পার হইয়া তীরের নিকট আসিয়া তাঁহার নৌকা ডুবিল। অনেক ব্রাহ্মেরই এই দশা ঘটে।

যেখানকার হিমালয় সেইখানেই থাকিবে, যেখানকার বিন্ধ্যাচল সেখানেই থাকিবে, হে মনুষ্য! তোমার ক্ষুদ্র হস্ত তাহাদিগের উপর যতই কেন লোষ্ট্রের আঘাৎ করুক না, তাহাতে পর্ব্বত লেশমাত্র বিচলিত হইবে না; তোমার হস্তই শ্রান্ত হইয়া পড়িবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আছেন। তাঁহাদের আন্তরিক কামনা এই যে, উক্ত সমাজ যত শীঘ্র সম্ভব বিলোপদশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে দুঃখের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে তাঁহাদের ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমেশ্বরের ইচ্ছা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তির মূল। তাঁহার ইচ্ছাতেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবে। কাহার সাধ্য সে ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়? দুর্ব্বল, হীন, কীটাণুকীট, পাপকলঙ্কিত মানুষ বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সর্ব্বশক্তিমানের অভিপ্রায় সিদ্ধির ব্যাঘাত করিবে? তোমার মস্তক দিয়া পর্ব্বতে আঘাত কর, পর্ব্বত কেশার্দ্ধমাত্র টলিবে না, তোমার মস্তকই চূর্ণ হইয়া যাইবে। গোপনে বা সংবাদপত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বিরুদ্ধে যত কুৎসা প্রচার করিতে পার, কর। যদি নীচাশয় কুৎসাকারী, মিথ্যা দুর্নাম প্রচার দ্বারা সত্যের অপলাপ করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে অনেক দিন পূর্ব্বেই সংসার হইতে শান্তি ও পবিত্রতা বিদায় গ্রহণ করিত। চীৎকার পূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া আকাশকে প্রতিধ্বনিত কর, তোমার স্বর বায়ুতে বিলীন হইয়া যাইবে, ভগবানের সর্ব্বশক্তিমতী ইচ্ছা তাহার কার্য্য উপযুক্ত সময়ে করিবেই করিবে। ফুৎকারে কখন গিরিশৃঙ্গ স্খলিত হয় না।

পরনিন্দা।

ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, "পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজনা"। আমরা বাল্যকাল হইতে পুস্তকে ও শিক্ষকের মুখে শুনিয়া আসিতেছি যে অন্যায় করিয়া কাহারও নিন্দা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। কিন্তু পরনিন্দারূপ দূষনীয় কার্য্য হইতে বাস্তবিক কি আমরা বিরত হইতে পারিয়াছি? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কয়জন আছেন, যাঁহারা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সাবধান হইয়া বিচার করিয়া দেখেন যে, বাস্তবিক সে কথা সত্য কি না? কয়জন আছেন যাঁহারা যথেষ্ট প্রমাণদ্বারা দোষ প্রতিপন্ন না হইলে কাহাকেও দোষী বলিয়া প্রচার করেন না? সচরাচর আমরা কি করি? আমাকে এক জন আসিয়া বলিয়া গেল যে, অমুকের চরিত্রে এই দোষটী আছে। আমি শুনিয়া রাখিলাম। যখনি এক জন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, অমনি সেই কথাটী তাঁহার কর্ণে তুলিয়াদিলাম। তিনি আবার আর এক জনকে বলিলেন। এইরূপে কথাটী সমাজের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। যে ব্যক্তি প্রথমে দোষ ঘোষণা করিয়াছিল, সে হয়তো দোষের সত্যতা বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ বা কিছুমাত্র প্রমাণ না লইয়াই করিয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তিও তাহাই করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে হয়তো এক জন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষীর বিরুদ্ধে ভয়ানক কলঙ্ক বিঘোষিত হইল।

ব্রাহ্মগণ অন্যান্য বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নত হইতে পারেন; কিন্তু পরনিন্দাসম্বন্ধে তাঁহাদের বিবেক যে একান্ত মলিন ও জঘন্য অবস্থায় রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। পরের ধন চুরি করা যে মহা পাপ, তাহা আমরা বুঝি; কিন্তু পরের সুযশ বিনাশ করা যে তদপেক্ষা জঘন্যতর পাপ তাহা আমরা বুঝি না; অথবা বুঝিয়াও বুঝি না। তুমি

আমার বাক্স হইতে সহস্র মুদ্রা অপহরণ করিয়া লইয়া গেলে; তাহাতে অবশ্য আমার ক্ষতি হইল। কিন্তু যদি তুমি মিথ্যা রচনা করিয়া অথবা বিশেষরূপ না জানিয়া শুনিয়া আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটনা কর, তবে তুমি নিশ্চয়ই আমার সহস্র গুণ অধিক ক্ষতি করিলে। কেননা টাকা অপেক্ষা সুযশ সহস্র গুণ অধিকতর মূল্যবান পদার্থ।

মুখের কথা বাহির করিলেই হইল; সে কথার উপযুক্ত প্রমাণ আছে কি না; যাহার বিরুদ্ধে কথাটী বলা হইতেছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাহার কিছু বলিবার আছে কিনা, সে ব্যক্তির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত কথা শুনা যায়, তাহা দুই দিকে ওজন করিলে কোন্ দিক্ ভারি হয়, এ সকল কিছুই দেখা হইল না; মুখের কথা বাহির করা হইল, অন্যায় পূর্ব্বক এক জন লোকের সর্ব্বনাশের চেষ্টা হইল। এই প্রকার আমাদের বিবেকের অবস্থা। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধান অনুসারে অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্যুত হইতে পারি, প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তনের শব্দে আকাশ প্রতি-ধ্বনিত করিতে পারি, ভাবের উচ্ছ্বাসে নয়নজলে বস্ত্র ভিজা-ইতে পারি, অগ্নিময় বক্তৃতা করিয়া শত শত লোককে আশ্চর্য্যে স্তব্ধ করিতে পারি, কিন্তু বিশেষরূপ না জানিয়া শুনিয়া, বিশেষরূপে প্রমাণ সকল পরীক্ষা না করিয়া কোন ব্যক্তির দোষ ঘোষণা করা যে অন্যায়, এই সহজ কথাটী আমরা বুঝি না; অথবা বুঝিয়াও বুঝি না।

কিন্তু সকল স্থলেই কি আমরা অন্যের দোষ শুনিলেই তাহা বিশ্বাস করি; কিম্বা বিশ্বাস হউক আর না হউক, সেই কথাটী অপরের নিকট বলিতে ব্যগ্র হই? না, সকল স্থলে নয়। আমি যাঁহাকে ভাল বাসি, যাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে তাহা হঠাৎ বিশ্বাস করি না, এবং তাহা প্রচার করিবার জন্যও ব্যগ্র হই না। কিন্তু যে ব্যক্তির প্রতি আমি উদাসীন, অথবা যে আমার বড় অপ্রিয়, তাহার নিন্দা শুনিলেই তাহা বিশ্বাস করি, এবং উৎসাহসহকারে দশদিকে প্রচার করিতে আরম্ভ করি। বিবেক ম্রিয়মান হইয়া হৃদয়ের এক কোণে পড়িয়া থাকে, তাহার ক্ষীণস্বর নিন্দার কোলা-হলে ডুবিয়া যায়।

ইংরেজীতে একটী কথা আছে যে, "ইচ্ছা চিন্তার জনক," (জননী)। এই কথাটীর যাথার্থ্যের প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। যেটী বিশ্বাস করিতে মনে মনে ইচ্ছা হয়, দেখা যায় ক্রমে সে বিশ্বাসটী আপনা আপনি হইয়া দাঁড়ায়। কোন ব্যক্তির নিকট আমার এক পরম শত্রুর নিন্দা শুনিলাম। শুনিয়াই মনে মনে বড় খুসি হই-লাম, হয়তো শুনিবামাত্রেই উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মিল; অথবা বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল যে কথাটা সত্য হউক। যখন ইচ্ছা হইল, তখন আর কিছু বাকি রহিল না, বিশ্বাসও হইল। তখন যাহাকে দেখি, অতুল উৎসাহ সহকারে কথাটী শুনাইয়া দি।

কিন্তু মনে করুন, এমন এক ব্যক্তির নিন্দা শুনিলাম, যাঁহাকে আমি বড় ভাল বাসি। শুনিয়াই কি বিশ্বাস করিব? কখন না। যে ব্যক্তি নিন্দার কথা বলিল, তাহাকে সহস্র কূট প্রশ্ন করিব, যদি কিছু প্রমাণ প্রদত্ত হয়, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখিব। এবং পরিশেষে সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে আমার প্রিয় ব্যক্তি নির্দ্দোষী। কোন ব্যক্তির নিন্দা শুনিলে আমরা তাহার যে মীমাংসা করিয়া থাকি তাহা কয়েকটী বিষয়ের উপর নির্ভর করে; সে ব্যক্তি আমার বন্ধু কি শত্রু, আমি তাহাকে ভালবাসি কি ঘৃণা করি, সে আমার দলের লোক, কি বিপক্ষদলের লোক; তাহার সহিত আমার কি পরিমাণে মতভেদ, এতগুলি বিষয়ের উপর সে ব্যক্তির চরিত্রসম্বন্ধে আমার বিচার নির্ভর করে, যে দিকে ভালবাসা, বিচারের তুলাদণ্ড সেই দিকে ভারি হইয়া পড়ে।

এক জন আসিয়া বলিল "মহাশয় শুনিয়াছেন, অমুক নাকি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে;" নিন্দিত ব্যক্তি যদি আমার অপ্রিয় হয়, তৎক্ষণাৎ হাস্যমুখে বলিব, "বটে, বটে, তার পর।" আর যদি সে ব্যক্তি আমার শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় হন, শুনিয়া মুখ একটু গম্ভীর করিব, ভ্রূকুঞ্চিত করিব এবং হয়তো বলিব, "না, এমন কি হইতে পারে।"

ন্যায়ের জ্ঞান যাহার উজ্জ্বল হয় নাই, তাহার ধর্ম্মশিক্ষার বর্ণপরিচয়ও হয় নাই। অপরের টাকা হাতে থাকিলেই যে কেবল তদ্বিষয়ে আমাদের গুরুতর দায়িত্ব, এমন নহে; অপরের চরিত্র যখন আমাদের হস্তে, তখন তাহার দায়িত্বের গুরুত্ব সহস্রগুণ অধিক। আমরা অনেক বড় বড় কথা শিখিয়াছি। অধ্যাত্মযোগ, ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ, আপনার অপেক্ষা জগৎকে অধিক ভালবাসা, ইত্যাদি অনেক বড় কথা আমাদের ওষ্ঠাগ্রে সর্ব্বদাই রহি-য়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ধর্ম্মের সহজ কথা গুলি আজও আমরা ভাল করিয়া শিখিলাম না। মিথ্যা কথা কহিও না, অন্যায় করিয়া পরনিন্দা করিও না, প্রমাণ না লইয়া কাহাকেও দোষী বলিয়া স্থির করিও না, যাহার নিন্দা করিবে সে ব্যক্তির কি বলিবার আছে, অগ্রে শুন, এই সকল সহজনীতি আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। হায়! হায়! আমরা আকাশের চাঁদ ধরিতে চাই, কিন্তু জীবনের নিত্যকর্ত্তব্য পদতলে বিদলিত করি।

মৃত্যু।

মৃত্যুর নামে মানুষ মাত্রই অল্প বা অধিক পরিমাণে ভীত হয়। মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক অবস্থা মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। ধনী প্রাসাদে বসিয়া প্রমোদের স্রোতে ভাসিতে-ছেন; চারিদিকে আনন্দের কোলাহল উত্থিত হইয়া কর্ণবধির করিয়া তুলিতেছে, নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, গায়কগণ বিশুদ্ধ তানলয়সংযুক্তসঙ্গীতদ্বারা কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করি-

তেছে, নানা প্রকার নয়নতৃপ্তিকর ছবি চারিদিকে শোভা পাইতেছে, আর ধনী তাহার মধ্যে আত্মীয় বন্ধুবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া আপনাকে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া অধরে হাস্য বিকশিত করিতেছেন, হৃদয় তাঁহার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে, মুখচ্ছবিতে সেই আনন্দ প্রতিফলিত হইয়াছে, এমন সময় ধীরে ধীরে কে তাঁহার কর্ণে "মৃত্যু" এই কথাটী উচ্চারণ করিল, আর দেখ কোথায় পলায়ন করিল সেই আনন্দের আভা? হঠাৎ তাঁহার মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল, ধনীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। যশ মানের অন্বেষণকারী অবিশ্রান্তভাবে কার্য্য করিয়া আপনার গৌরব প্রকাশ করিবার চেষ্টায় রত রহিয়াছেন, জগতের নরনারী একতানে তাঁহার প্রশংসা করিতেছে, তাঁহার প্রশংসা ধ্বনিতে গগন কম্পিত হইতেছে, আর তিনি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে কত সুখী ভাবিতেছেন, হৃদয়ে তাঁহার আনন্দ আর ধরে না, মুখমণ্ডলে সেই আনন্দ প্রতিভাত হইয়া তাহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতেছে, এমন সময়ে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে গান করিল "শেষের সে দিন মন করহে স্মরণ;"—আর দেখ তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ স্রোত বন্ধ হইয়া আসিল, মুখ মলিন হইয়া গেল এবং যশস্বী কম্পিত হৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া অবনত মস্তকে আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের আলোচনায় দিন রাত্রি যাপন করিতেছেন, শ্রান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, অহর্নিশ কেবল বিজ্ঞানেরই চিন্তা, কেবল বিজ্ঞানেরই আলাপ; কত সত্য স্বয়ং উদ্ভাবিত করিয়াছেন, এবং আরো কত সত্য উদ্ভাবিত করিবেন বলিয়া আশান্বিত হইতেছেন, প্রকৃতির গূঢ় ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার নিগূঢ় তথ্য, জগৎ সমক্ষে প্রচার করিতেছেন আর ভাবিতেছেন এবার প্রকৃতির সমুদায় রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিব। তাঁহার হৃদয়ে কত আশা, কত আহ্লাদ, আনন্দে হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে;—একটী নূতন সত্য উদ্ভাবিতপ্রায় হইয়াছে আর অল্পদিন চেষ্টা করিলেই একটী গভীর প্রতিজ্ঞার মীমাংসা করিতে পারিবেন। আশায় তাঁহার অন্তর স্ফীত হইয়াছে এমন সময় কে বলিল "একদিন হবে জেন অবশ্য মরণ"—আর দেখ, বৈজ্ঞানিকের মুখমণ্ডল মলিন হইল। এইরূপ জগতে কি ধনী, কি নির্ধন, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই অল্প বা অধিক পরিমাণে, মৃত্যুর বিষয় ভাবিলে শরীর কম্পিত হয়, মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয় এবং হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। এই পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা মৃত্যুর নামে ভীত না হইয়া থাকিতে পারেন।

মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন? কেন মৃত্যুর নাম স্মরণে মানুষের মুখ শুকাইয়া যায়, শরীর কম্পিত হয়, এবং হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে? কেন মানুষের নিকট মৃত্যু এত ভয় ও বিভীষিকা পূর্ণ?—মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে, কেননা মৃত্যু অপেক্ষা গভীরতর যন্ত্রণা মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না। মৃত্যু সংসারের সকল প্রকারের যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয়ানক যন্ত্রণা উৎপাদন করে, তাই মানুষের চক্ষে মৃত্যু ভয়ানকেরও ভয়ানক। মানুষ যন্ত্রণামাত্রকেই ভয় করে। সামান্য মস্তক বেদনার নামে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হয়। শরীরের কোন অংশে একটী সামান্য বিস্ফোটক হইতে দেখিলে মানুষ কাঁদিয়া থাকে। যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও মানুষ বাঁচিতে পারে, সেই সামান্য যন্ত্রণার নামে যখন ভীত হয়, তখন যে মৃত্যুতে সমুদায় শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, শরীরের যন্ত্র সমুদায় শিথিল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে সেই যন্ত্রণাকে স্মরণ করিলে কি মানুষ ভীত হইবে না? সামান্য স্ফোটকের ব্যথায় মানুষ অস্থির হয়, সামান্য কণ্টকবিদ্ধ হইবার ভয়ে মানুষের মুখ শুকাইয়া যায়, আর যে মৃত্যুযন্ত্রণা সমস্ত শরীরকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে সেই মৃত্যুযন্ত্রণার নামে কি মানুষ শান্ত থাকিবে? এক দিনের রোগে যাহারা আকুল হয়, দিনের পর দিন আসিবে ও চলিয়া যাইবে, মাসের পর মাস আসিবে ও চলিয়া যাইবে, কিন্তু যে রোগ একবার ধরিয়াছে তাহা আর যাইবে না এবং অবশেষে তাহার কঠোর পেশনে এই সোনার শরীর বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এই রোগের, এই যন্ত্রণার চিন্তায় কি তাহাদের মন সুস্থির থাকিবে? স্মরণ করিয়া কে নির্ভীক অন্তঃকরণে থাকিতে সক্ষম হয়?

কিন্তু মৃত্যু যে কেবল অশেষ শারীরিক যন্ত্রণা প্রদান করে ইহাই নহে—মৃত্যু যে কেবল শরীরকে পেশিত করে ইহাই নহে—মৃত্যু ভিন্ন মানুষের মনে আর এত গুরুতর আঘাত কে প্রদান করিতে পারে? মৃত্যু মানুষের মনে যে গভীর কষ্ট দিয়া থাকে, তাহার তুলনায় শারীরিক যন্ত্রণা অত্যন্ত ভয়ানক হইলেও তৃণবৎ। মৃত্যুমুখে নিপতিতপ্রায় ব্যক্তির মনের যে গভীর বেদনা তাহার তুলনায় শারীরিক কষ্ট, কষ্ট বলিয়াই বোধ হয় না। শারীরিক কষ্ট ভোগ করিয়াই যদি মৃত্যুর যন্ত্রণা এড়ান যাইতে পারিত তাহা হইলে মানুষ মৃত্যুকে এত ভয় করিত না। শারীরিক কষ্ট অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু মানসিক যে কষ্ট মৃত্যু দেয় তাহার পরিমাণ কে করিবে? এবং এই অপরিসীম মানসিক কষ্টের চিন্তায় কাহার হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? যে প্রিয়তমা পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া আজীবন সুখী হইয়াছি, যে প্রাণসম বন্ধুর বক্ষে মাথা লুকাইয়া দুঃখের সময় কাঁদিয়াছি ও সুখের সময় হাসিয়াছি, যে প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণের সুকুমার মুখ চুম্বন করিয়া আজীবন হৃদয়কে শীতল করিয়াছি—তাহাদের সহিত একদিনের জন্য নয়, দুই দিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইবে; আর প্রিয়তমার মুখশশী দেখিব না, আর প্রাণের বন্ধুর সেই সুখস্পর্শ দেহ প্রেমভরে আলিঙ্গন করিব না, আর প্রাণের পুত্রকন্যাগণকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিতে পারিব না, এই চিন্তায়, এই ভাবনায় কোন্ মানুষের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে। যাঁহার সহিত আজীবন বাস করিলাম, যে প্রিয়তমা দুঃখের সময় তাহার অকৃত্রিম ভালবাসদ্বারা এই হৃদয়ে সুখ বিস্তার করিয়াছিলেন, যে প্রাণবন্ধু সুখে দুঃখে সমভাবে জীবনের সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের আর কখনও দেখিব না; এই কথা মনে পড়িলে

কে আপনার দুঃখ বেগ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়? প্রাণের বন্ধু যাহার কথায় আজ কর্ণে অমৃত ধারা বর্ষিত হইতেছে—আর কখনও তাঁহার অমৃতস্রাবী বাক্য শ্রবণ করিব না, এই সমুদায় ভাবিয়া কোন্ মানুষের হৃদয় গভীরযাতনা অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে?--এবং যে কষ্টের যে যন্ত্রণার চিন্তায়, যে গভীর যাতনা কল্পনাতে ভাবিতেও হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেই গভীর বর্ণনাতীত দুঃখ যে ঘটাইবে, তাহার বিষয় মনে হইলে কাহার না মুখ মণ্ডল হইতে রক্ত পলায়ন করিবে? এই গভীর বেদনা যে আনিয়া থাকে, এত দুঃখেতে যে মনুষ্যকে অবলীলাক্রমে ভাসাইয়া দেয়, সেই নিষ্ঠুর কালের বিষয় মনে করিতে কাহার না শরীর কম্পমান হইবে? এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা যে দেয় তাহার নাম শুনিলে কাহার না হৃদয় শুকাইয়া যাইবে? যে সংসারের প্রতিকূল ঢেউ আসিয়া পতিকে পত্নি হইতে, বন্ধুকে বন্ধু হইতে, পুত্রকে পিতা হইতে এক মাস বা দুই মাস, এক বৎসর বা দুই বৎসরের জন্য অন্তরিত করে, সেই সামান্য ঢেউ দেখিয়া যখন মানুষ ভীত হয়, এই সামান্য বিচ্ছেদের নামে যাঁহাদের মুখ মলিন হইয়া যায়; যে কাল একমাস বা এক বৎসরের জন্য নয় কিন্তু হয়ত অনন্ত কালের জন্য পত্নির বক্ষ হইতে পতিকে, বন্ধুর আলিঙ্গন হইতে বন্ধুকে, মাতার ক্রোড় হইতে পুত্রকে, ভ্রাতার নিকট হইতে ভগ্নিকে, কাড়িয়া লইয়া যায় সেই কাল, সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুর স্মরণে কাহার হৃদয়ে না রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইবে? এক দিনের জন্য যাহাতে বিচ্ছেদ ঘটায় তাহার নামেই কাঁপিয়া থাকি আর যে হয়ত চিরকালের জন্য আত্মীয় স্বজনগণের ক্রোড় হইতে আমাদিগকে ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইবে তাঁহার স্মরণে কি আমাদের হৃদয় শুকাইয়া যাইবে না?

মৃত্যু মানুষকে এই সুন্দর প্রকৃতির ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া যায়। তাহাতেও মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। জগৎস্রষ্ঠা মানুষকে সুখী করিবার জন্য যে সমুদায় বস্তু জগতে রাখিয়াছেন, প্রকৃতি তাহার মধ্যে একটী অতি প্রধান সুখের আকর। মানুষ প্রকৃতির মনোহর মুখচ্ছবি দেখিয়া অনেক সুখভোগ করিয়া থাকে। উষার প্রশান্ত মনোহারিতা, পুষ্প রাশির কোমল মধুরতা, মেঘমালার গম্ভীর সৌন্দর্য্য, বিদ্যুতের চঞ্চল আভা, এই সকল দেখিয়া মানুষ কত সুখী হইয়া থাকে? কিন্তু মৃত্যু মানুষকে এই বিমল সুখ হইতে বঞ্চিত করে; এবং এই কারণেও মানুষ মৃত্যুকে ভয় করিয়া থাকে। যে মনোহর উষার মাধুর্য্য দেখিয়া কতবার সুখী হইয়াছি, সেই উষার সৌন্দর্য্য আর আমার নয়নযুগল তৃপ্ত করিবে না। উষা সুবর্ণবেশে পৃথিবীকে শোভিত করিবে, কিন্তু আমি আর তাহা দেখিব না। পুষ্পের কোমল সৌন্দর্য্য মনোরম সৌরভ আর ভোগ করিব না। পুষ্প আজ যেমন ফুটিয়াছে কালও তেমনি ফুটিবে, কিন্তু আমার চক্ষু আর ইহা দেখিবে না। চন্দ্রের রজতময়ী কিরণ আর এদেহ শীতল করিবে না; পক্ষান্তরে আবার পৌর্ণমাসি আসিবে, চন্দ্রমা আবার পক্ষান্তরে আকাশকে শোভিত করিবেন, কিন্তু আমার দেহ তখন পৃথিবীতে মিশাইয়া যাইবে। মেঘমালা আকাশকে আবার সুসজ্জিত করিবে, আবার আকাশে ইন্দ্রধনু ফুটিবে, আবার মন্দ মলয়পবন বহমান হইবে, আবার ফল ফুলময়ী লতিকা বায়ুর সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিবে, কিন্তু এ হতভাগার চক্ষু আর তাহা দেখিবে না, এই হতভাগার ত্বক্ আর মলয়ানীল সেবনে শীতল হইবে না। প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্য রাশি আবার পৃথিবীতে ঢালিয়া দিবে, কিন্তু আমিই কেবল তাহা ভোগ করিব না। এই চিন্তা মানুষকে বড় ব্যাকুল ও দুঃখিত, বড় শোকাতুর করিয়া তুলে। এবং এত দুঃখের, এত বেদনার, এত শোকের, এত হানির, এত বিচ্ছেদের নিদানভূত যে মৃত্যু সেই মৃত্যুকে মানুষ স্বভাবতঃই তাহার সর্ব্বসুখ হন্তা জ্ঞানে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে।

মৃত্যুকে মানুষ মাত্রই ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু নাস্তিক এবং পাপীদের নিকট মৃত্যু যত ভয়ানক তত আর কাহারো নিকট নহে। নাস্তিকেরা মৃত্যুর চিন্তায় কখন স্থির থাকিতে পারে না; এবং পাপে তাপে যাহাদের জীবন কলঙ্কিত, ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে যাহাদের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, যাহারা এ জীবনের ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয় সুখকেই কেবলমাত্র সুখ বলিয়া ভাবিয়া থাকে, মৃত্যুর চিন্তায় তাহাদের যে যন্ত্রণা তাহার পরিমাণ কে করিবে? নাস্তিকের নিকট পরজগৎ অন্ধকারপূর্ণ, শূন্যময়: তাহার যত কিছু আশা ভরসা সকলই মৃত্যু সংহার করিয়া ফেলে, তাই নাস্তিক মৃত্যুর নামে এত ভীত হইয়া থাকে। নাস্তিকের যাহা কিছু সুখের দ্রব্য, যাহা কিছু আনন্দের বিষয়, তৎসমুদায় মৃত্যু এক মুহূর্ত্তে বিনাশ করিয়া ফেলে; এবং তাহার একমাত্র সুখ, তাহার একমাত্র আশালতাকে ছিন্ন করে যে মৃত্যু সেই মৃত্যুর নামে কি নাস্তিক ভীত হইবে না? সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাপিত হইলে আর নাস্তিকের চক্ষু সমীপে কোনও আলোক দীপ্যমান হইবে না; এই সংসারই কেবল তাহার চক্ষে আলোকপূর্ণ, আর ভবিষ্য জগৎ—ভবিষ্য জগতে নাস্তিক বিশ্বাস করে না;—মৃত্যুর পর যাহা কিছু তাহা নাস্তিকের চক্ষে অমানিশার গাঢ় অন্ধকারপূর্ণ। এবং কে সুখের সহিত, কে শান্ত মনে, কে নির্ভীক অন্তঃকরণে আলোকের জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গাঢ়তম অন্ধকারজগতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়? নাস্তিক পরজগতে বিশ্বাস করে না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানে না, ধর্ম্মের সুখ কাহাকে বলে জানে না; তাহার চক্ষুতে যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাহা এই জড়জগতে, যাহা কিছু সুখ আছে তাহা এই সংসারের, এবং আপনার যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া যাইতে, এক দিনের জন্য নয়, দুই দিনের জন্য নয়, কিন্তু চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কি নাস্তিকের মনে বর্ণনাতীত ভীতি ও দুঃখের সঞ্চার হইবে না? নাস্তিকের মৃত্যুতে যত ভয় আর কাহার তত ভয় হয় না। মৃত্যু কত যন্ত্রণা মানুষকে দিতে পারে যদি তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা কর, তবে এক বার একটী অধার্ম্মিক অবিশ্বাসী, নাস্তিকের মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখ। সেই গভীর শোক ও নিরাশার পরিচায়ক দীর্ঘশ্বাসের শব্দে তোমার হৃদয় পাষাণ হইলেও গলিয়া দ্রব হইবে। আমরা আর সকল কষ্ট সহিতে পারি,

কিন্তু হে ঈশ্বর! নাস্তিক হইয়া মরিব, এই চিন্তাও যে সহ্য করিতে পারি না; ইহার বিষয় ভাবিলেও যে হৃদয় দুঃখবেগে গলিয়া যায়।

মৃত্যু ভয়ানকের ভয়ানক, কিন্তু এই মৃত্যুর ভয় কি মানুষ এড়াইতে পারে না? ঈশ্বর কি কেবল আমাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্যই মৃত্যু স্বজন করিয়াছেন? এই ভয়হইতে রক্ষা পাইবার কি কোনও উপায় তিনি আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই? প্রেমময় ঈশ্বর কি ভীতি সঞ্চার করিবার জন্যই কেবল মৃত্যুর স্বষ্টি করিয়াছেন; আর সেই ভয়হইতে দুঃখী মানব সন্তান যাহাতে আপনাকে নিরাপদ রাখিতে পারে এরূপ উপায় কি তিনি বিধান করেন নাই? কোন মতে কি আমরা মৃত্যুর ভয় এড়াইতে পারি না? অবশ্য পারি, যে ইচ্ছা করে ও যত্ন করে সেই মৃত্যুর ভয় এড়াইতে পারে। মৃত্যুকে মানুষ ভয় করে কেন? কারণ মৃত্যু মানুষের সুখ নাশ করে। মৃত্যু সংসারের সমুদায় সুখকে বিনাশ করে তাই মৃত্যুকে মানুষ এত ভয় করে। মানুষ যদি এমন কোনও সুখের অধিকারী হইতে পারে, যাহার উপর মৃত্যুর আধিপত্য নাই, তবে সে কি কখনও মৃত্যুর নামে এত ভীত হয়? মানুষ যদি এমন সুখে আপনাকে সুখী করিতে পারে যে সুখের নিকট সংসারের সুখ তুচ্ছ ও হেয় এবং যে সুখ চিরকাল তাহার অন্তরে অমৃত বর্ষণ করে তবে কি মানুষ মৃত্যুর স্মরণে ভীত হয়? কখন না। এই সুখ কি? ধর্ম্মসুখ। মৃত্যু সংসারের সকল প্রকার সুখের শেষ করিয়া দেয়, ধনসুখবল, জ্ঞানসুখ বল, যশসুখ বল, প্রকৃতিপ্রদত্ত সুখ বল, সকল সুখেরই শেষ মৃত্যুর হাতে হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মসুখের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই। আত্মা যত দিন থাকিবে, ধর্ম্মসুখও তত দিন থাকিবে। মৃত্যু আত্মাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না, তবে ধর্ম্মসুখকে বিনাশ করিবে কি বলিয়া। আত্মা যেমন অমর, ধর্ম্ম তেমনি অমর। ধর্ম্মসুখে সুখী হইতে পারিলে আত্মা অনন্তকাল সুখভোগ করিতে পারে এবং ইহাই আমাদিগের মতে স্বর্গভোগ।

জগতের অপর সকল লোক মৃত্যুভয়ে কম্পিতকলেবর হন, কেবল ধার্ম্মিকই মৃত্যুকে ভয় করেন না। ধার্ম্মিকের নিকট মৃত্যু, অন্তিম অবস্থা নয়; ধার্ম্মিকের চক্ষুতে মৃত্যু জীবনের শেষ অবস্থা নয়, মৃত্যু ধার্ম্মিককে মারিতে পারে না। ধার্ম্মিকের নিকট মৃত্যু কেবলমাত্র একটী পরিবর্ত্তনের অবস্থা। তিনি আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন, অনন্তকাল আত্মা উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে তাঁহার নিশ্চয়ধারণা, তাই ধার্ম্মিক মৃত্যুকে ভয় করিবার কোনও কারণ দেখেন না। ধার্ম্মিকগণ যদি মৃত্যুকে ভয় করিতেন, তবে ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ধর্ম্মবীরগণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে অনুরঞ্জিত থাকিত না। ধার্ম্মিকগণ যদি নির্ভয় অন্তরে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে না পারিতেন, তবে ঈশা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ক্রুশবদ্ধ হইতেন না। তবে ষ্টিফেন ইষ্টকাঘাতে প্রফুল্ল মনে কখনই মরিতে সক্ষম হইতেন না। তবে শিকগুরু বন্ধু কখনই লৌহ-শলাকা বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে সাহসী হইতেন না, এবং সেন্ট লরেন্স কখনই আগুনে ধীরে ধীরে আপনার দেহকে ভস্ম করিয়া, মৃত্যুকে সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। ধার্ম্মিকেরা যে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দান করিয়াছেন, ইহাতে কি তাঁহাদের নির্ভীকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না? ধার্ম্মিকগণ অম্লানবদনে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারেন।

মৃত্যু যে কেবল ধার্ম্মিকদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না, ইহাই নহে, পরন্ত মৃত্যুর নামে অনেক ধার্ম্মিকের মন আনন্দ ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়। দুই দিনের বাসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের আবাস স্থানে গমন করিতে কাহার হৃদয়ে দুঃখ বা ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে? বন্ধুদিগকে, আত্মীয় পরিবারকে ছাড়িয়া যাইতে ধার্ম্মিক ভীত বা দুঃখিত হন না। কারণ তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, এই বিচ্ছেদ চিরদিনের জন্য নয়। তাঁহার বিশ্বাস যে দুই দিন অগ্র পশ্চাৎ সকলেই এক ধামে মিলিত হইবেন। ক্ষণিকবিচ্ছেদে তিনি কাতর হন না, কারণ তিনি জানেন যে, এই বিচ্ছেদের পরই যে মিলন হইবে, তাহাতে দুঃখ থাকিবে না, তাহাতে আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকিবে না। তাই ধার্ম্মিক মৃত্যু চিন্তায় দুঃখিত না হইয়া আহ্লাদিত হইয়া থাকেন; এবং এই কারণেই এক জন ধার্ম্মিক শুনিয়াছি আসন্নমৃত্যুর বিষয় স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন "আমার বড় আনন্দ হইতেছে যে একটী নূতন রাজ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিব।"

অতএব হে মনুষ্য! যদি মৃত্যুর ভয় হইতে রক্ষা পাইতে ইচ্ছা কর, যদি মৃত্যুকে শান্তভাবে, নির্ভয় অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ থাকে, তবে বিশ্বাসী হও, ঈশ্বরে নির্ভর কর, পরলোকে বিশ্বাস কর, ধর্ম্মের সুখ আস্বাদন করিতে শিখ। যদি মৃত্যুর ভয় এড়াইতে চাও, তবে হে মনুষ্য! ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর।

শ্রীমদ্ভাগবত।

(২)

গ্রন্থকার পূর্ব্ব শ্লোকে যে নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন পর শ্লোকে তাহারই কয়েকটী ফল বর্ণনা করিতেছেন;—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুত চিত্ত উচ্চৈ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

"যিনি এরূপ আচরণ করেন তিনি প্রিয় দেবতার নাম কীর্ত্তনে জাতানুরাগ ও দ্রবচিত্ত হইয়া অলৌকিক ভাবে কখনো হাস্য করেন, কখনো রোদন করেন, কখনো উচ্চ শব্দ করেন এবং কখনো বা উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করেন।"

প্রেমোন্মত্ততাসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি অদ্য আর অধিক কিছু বলিব না; কেবল এই পর্য্যন্ত বলিব,

পাঠকগণ! নিজের হৃদয়ে এরূপ উন্মত্ততা অনুভব করিয়া না থাকিলেও ইহাকে নিতান্ত অস্বাভাবিক বা ভণ্ডতাপ্রসূত মনে করিবেন না। সংসারের অকিঞ্চিৎকর ধন মান লইয়া যখন লোক উন্মত্ত হইতে পারে, তখন ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে।

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে স্বভাবতঃ একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভক্তিসম্বন্ধে আমরা কিরূপ আচরণ করিব? ভক্তির আতিশয্য হইতে দেওয়া কি উচিত? কেহ হয়ত বলিবেন "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্," সুতরাং ভক্তিরও আত্যন্তিকতা দূষনীয়, হয়তঃ বলিবেন ভক্তির আতিশয্যে জগতের কত অনিষ্ট হইয়াছে! আমাদের এই বিষয়ে বলিবার এই, ভক্তির তো কথাই নাই, মানব প্রকৃতির কোন সম্ভাবেরই আতিশয্য দূষনীয় নহে; ভক্তি, প্রীতি, দয়া, বিনয়, সরলতা, সত্য, ন্যায় এই সমুদয়ের আতিশয্য দূষনীয় ও নিবারণযোগ্য হইলে ধর্ম্ম সাধনের কোন অর্থ নাই,—অনন্ত জীবনের কোন মূল্য নাই; এই সমুদয়ের ক্রমিক উন্নতিতেই মানব প্রকৃতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য। ভক্তির আতিশয্য দূষনীয়! অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির আতিশয্য আবার কিরূপে দূষনীয় হইবে? শ্রেষ্ঠতম প্রেমিকের প্রেম কোটী গুণ হইলেও যে তাঁহার অনন্ত প্রেমের প্রতিশোধ হয় না। তাঁহার অনন্ত প্রেম এবং আমাদের অনন্ত উন্নতির ক্ষমতা দেখিয়া তো স্পষ্ট রূপে ইহাই বুঝিতেছি যে আমাদের প্রেম অনন্তকাল বৃদ্ধি হউক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তবে ভক্তিদ্বারা অনিষ্ট হয় কখন? ভক্তি তখনই অনিষ্ট করে, যখন ভক্তি মানব প্রকৃতির অন্যান্য সম্ভাব গুলিকে পদদলন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। যখন ভক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথায় বধির হয়, বিবেকের আদেশ অবহেলা করে, যখন অস্বাভাবিক অন্ধতার সহিত বিশুদ্ধ গার্হস্থ্য প্রেম ও সৌহৃদ্যকে পদ-দলন করে তখনই ইহার দ্বারা প্রভূত অনিষ্ট সংঘঠিত হয়। অতএব আমাদিগকে এরূপ সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে ভক্তির ক্রমিক উন্নতিতে কোন বাধা না জন্মে, যাহাতে ক্রমশঃ ইহার গভীরতা অনন্তকাল বৃদ্ধি হইতে পারে, অথচ হৃদয়ের অন্য কোন সম্ভাবের উপর ইহা হস্তক্ষেপ করিতে না পারে।

তৎপর যোগী আর একটী বিধি কহিতেছেনঃ—

> খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
> জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশোদ্রুমাদীন্।
> সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
> যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

"আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতিষ্ক মণ্ডলি, জন্তু, দিক্, বৃক্ষ, সমুদ্র প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থকে ঈশ্বরের শরীর ভাবিয়া প্রনাম করিবে।"

অনেকের কাছে এই শ্লোকটী অদ্বৈত মতাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে; যদি ইহার মধ্যে অদ্বৈত ভাব কিছু থাকে সেটুকু গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু ইহার মধ্যে যে গভীর সত্য এবং ভাবটুকু আছে তাহা অত্যন্ত আদরণীয়। জগতের সহিত ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ? ঈশ্বর জগতের প্রাণরূপে শক্তিরূপে প্রত্যেক পরমাণুতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা মানবাত্মার আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধসত্য; বিশুদ্ধ ও প্রকৃতিস্থ অবস্থায় আত্মা স্বভাবতঃই এই সত্যে উপনীত হয়। বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান ও দর্শন এই মূল সত্যই সমর্থন করিতেছে। এক মহতী শক্তি সমুদয় শক্তির মূল শক্তি ও জগতের প্রাণরূপে জগত পরিচালিত করিতেছেন, বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্র স্পষ্টরূপেই এই মহান্ সত্য স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করিয়া ইহার সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথকভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, জগতের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই—উচ্চতম ধর্ম্ম বিজ্ঞান এবং উচ্চতম জড়বিজ্ঞান উভয়ই উচ্চৈঃস্বরে এই শুষ্ক ও অসত্য মতের প্রতিবাদ করিতেছে। সুখের বিষয় যে আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরবিষয়ে অতি উচ্চভাব দেখিতে পাওয়া যায়। য়িহুদী ধর্ম্ম-সম্ভূত খ্রীষ্টধর্ম্মই আমাদের মধ্যে উপরি উক্ত শুষ্কমত আনিয়াছে। গীতায় ভগবদুক্তিরূপে উক্ত হইয়াছেঃ—

> ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণাইব ॥৭।৭।

"যেমন মণি সকল সূত্রে গ্রথিত থাকে সেরূপ এই বিশ্ব সংসার আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে।"

অন্যত্র—

> সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ্যং।
> সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩। ১৩।

"সর্ব্বত্রই তাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু মস্তক ও মুখ এবং সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রবণ, তিনি সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।"

আমাদের আলোচ্য শ্লোকটীর সার এই, সকল পদার্থে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে হইবে; যিনি সমস্ত জগৎকে এরূপ ঈশ্বরানুপ্রাণিত অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইয়াছে। আমরা কবে এরূপ জীবন্ত বিশ্বাস লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব!

এই সমুদয় সাধনের ফল পরশ্লোকে বিশেষরূপে বর্ণনা করিতেছেন।

> ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি
> রণ্যত্রচৈব ত্রিক এককালঃ।
> প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃস্যু
> স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুগ্রাসম্॥

যেমন আহার কালে প্রতি গ্রাসে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষুধা নিবারণ হয় সেরূপ যিনি পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হন, তাহার যুগপৎ ভক্তি, ঈশ্বরানুভব ও অন্য বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

পরের শ্লোকটী উপরোক্ত শ্লোকটীর প্রায় পুনরুক্তি মাত্র।

> ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
> ভক্তির্ব্বিরক্তি র্ভগবৎ প্রবোধঃ।
> ভবন্তিবৈ ভাগবতস্য রাজন্
> ততঃ পরাং শান্তি মুপৈতি সাক্ষাৎ॥

হে রাজন্! এইরূপে আনুগত্যসহকারে যিনি অচ্যুত ভগবানের ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি, বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎপর তিনি পরম শান্তি লাভ করেন।

গ্রন্থকার বলিতেছেন উপাসকের হৃদয়ে ভক্তি বৈরাগ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান যুগপৎ প্রকাশিত হয়। নামকীর্ত্তন প্রভৃতি সাধনদ্বারা হৃদয় কিরূপে ভক্তি লাভ করে তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে; রসস্বরূপ ব্রহ্মে আসক্তি জন্মিলে সাংসারিক সুখে বৈরাগ্য অর্থাৎ অনাসক্তি জন্মে ইহাও বুঝা কঠিন নহে, কিন্তু ভক্তি ও বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে "ভগবৎ প্রবোধ" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এইটী বুঝা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ কঠিন। আমরা এ বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব। স্বীয় জীবনে যাহা অনুভব করি নাই তাহার ভাব স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে; বুদ্ধিদ্বারা তাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু এরূপ বুদ্ধিগত জ্ঞান নিতান্ত অস্পষ্ট এবং জীবনে বিশেষ কার্য্যকর হয় না। পরব্রহ্মের স্বরূপ হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে হইলে কথঞ্চিৎ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে হইবে; আশা করি পাঠকগণ আমাদের কথা বুঝিতে পারিতেছেন; পরমেশ্বরের প্রেম, পবিত্রতা হৃদয়ে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে পূর্ব্বে প্রেমিক ও পবিত্র হইতে হইবে। যখন মানব হৃদয় পবিত্রতার স্বর্গীয় আস্বাদন অনুভব করে, তখনই অনন্ত পবিত্রতা কি তাহা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারে; যখন চক্ষু প্রেমের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয় তখনই ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের কথঞ্চিৎ আভাস পায়। এতদ্বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা নিউম্যানের কয়েকটী কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। ঈশ্বরের জন্য আত্মার ব্যাকুলতা এবং তৎসম্ভূত প্রার্থনার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি কহিতেছেনঃ—

"By the continuance of such exercises, the fervency of desire gradually ripens into love, and love goes on heightening till at last the soul becomes conscious of it; and then the crisis is reached. I *believe* at last that the transition depends on the following principle:—no soul can possibly know that it loves God and not at once infer (whether aware or not of the mental process) that God loved it first: so powerful and clear is the direct perception that all our highest and best feelings are shadows of His: if therefore *we*, imperfect and puny, in truth love *Him* who is unseen and dimly known, how much more does *He*, who cannot overlook us, assuredly love *us*;—not indeed because we deserve it but because it is part of His own nature's perfection." "The Soul," p. 84.

অতঃপর বিদেহরাজ যোগীদিগকে ভক্তের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করাতে অন্যতম যোগী হবি উত্তম মধ্যম ও প্রাকৃত (অধম) ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করিলেন; আমরা এই বিষয়ে সম্প্রতি হস্তক্ষেপ করিব না; এবিষয়ে আমাদের সমালোচ্য অধ্যায়ের শ্লোক সমূহঅপেক্ষা ভাগবত গ্রন্থের অন্যত্র অনেক উৎকৃষ্টতর শ্লোক আছে, আমরা সে গুলির প্রতীক্ষায় রহিলাম। কেবল শ্রেষ্ঠভক্তের অটলতা ও শান্তিব্যঞ্জক তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছিঃ—

ত্রিভুবন বিভব হেতবেপ্যকুণ্ঠ
স্মৃতিরজিতাত্ম সুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবতঃ পদারবিন্দা
ল্লবনিমেষার্দ্ধমপি সবৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

ত্রিভুবনের সম্পত্তি লাভ করিলেও যিনি অকুণ্ঠিত-হৃদয় থাকিয়া অজিতাত্ম দেবতাদিগের অন্বেষিত ভগবানের চরণারবিন্দ হইতে নিমেষার্দ্ধও বিচলিত না হন, তিনিই বিষ্ণুপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটীতে গ্রন্থকার সাকারবাদের শেষসীমায় অথচ আধ্যাত্মিক ভাবের অতি উচ্চ শিখরে উপস্থিত হইয়াছেন,—

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা
নখমণি চন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্রইবোদিতেঽর্কতাপঃ॥

যাহারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিশালক্রম (পাদবিক্ষেপ) ভগবানের চরণাঙ্গুলির নখমণির জোৎস্নায় তাঁহাদের হৃদয়ে সংসার তাপ নিবৃত্ত হইয়াছে; তাহা আর কিরূপে সেখানে প্রভাব বিস্তার করিবে? চন্দ্র উদিত হইল কি আর কখনো অর্ক তাপ সঞ্চারিত হইতে পারে?

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধ
রিরব সাদভিহিতোপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়াধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতঃ প্রধান উক্তঃ॥

অবশভাবে ডাকিলেও যিনি পাপ বিনাশ করেন সেই হরি প্রণয়রূপ রসনা দ্বারা ধৃতপাদপদ্ম হইয়া যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন তিনিই ভাগবত শ্রেষ্ঠ।

চিন্তা ও প্রার্থনা।

রবিবার সন্ধ্যাকাল।

ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। দেখি যে মানুষ দুর্ব্বল, মানুষ পাপ তাপে জর্জ্জরিত, শোক দুঃখে তাহার হৃদয় বিদারিত, সুখ সুখ করিয়া চীৎকার করিতেছে কিন্তু সুখ কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছে না, কিন্তু যদি তাহার পার্শ্বে প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসির ছবি রাখা যায় তাহা হইলে এই দুই চিত্রে কত বিভিন্নতা দেখিতে পাইব! ইহার একটী পৃথিবীর, অন্যটী স্বর্গের! একটী পাপ কলঙ্কিত অপরটী পুণ্যের আভায় জ্যোতিষ্মান। একটী শোক দুঃখে জর্জ্জরিত, অন্যটীর অধরে চিরহাস্য বিকশিত, একটী সুখের অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া ধাবিত হইতেছে, অন্যটী সুখো ভাণ্ডার আপনার করতলস্থ দেখিয়া শান্ত মনে বসিয়া তাহ

ভোগ করিতেছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলে মানুষ আর পাপ করিতে পারে না, ঘোর অমানিশার গাঢ়তম অন্ধকার তাহার নিকট দিবালোকের তুল্য, সে দিবসের সূর্য্যালোকে ভাই, ভগিনী ও প্রতিবাসীর সমক্ষে পাপকার্য্য করিতে যতদূর কুণ্ঠিত; গাঢ়তম অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন বনেও সে পাপ-কার্য্য করিতে তদপেক্ষা অধিক সঙ্কুচিত। কে আপনার পিতার সমক্ষে সূর্য্যালোকে পাপ কার্য্য করিতে পারে? কে আপনার পিতার চক্ষুর উপর অন্যায় ও লজ্জাকর কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম? মানব প্রকৃতিতে ইহা কখনও সম্ভবে না। যদি সামান্য পৃথিবীস্থ পিতার সমক্ষে আমরা পাপ করিতে কুণ্ঠিত হই, তবে যিনি আমাদের জীবনদাতা, যিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী, পরম ন্যায়বান, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বর তাঁহার চক্ষুর উপর পাপ করিতে কে সাহসী হইতে পারে? অন্তর্দর্শী দেবতা যিনি, যিনি হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব ও মনের প্রত্যেক চিন্তাকেও দেখেন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানিয়া কোন্ মনুষ্য, পাপকার্য্য করা দূরে থাকুক, পাপচিন্তা করিতে সক্ষম হইবে? পৃথিবীতে এত পাপ, কারণ পৃথিবীতে বিশ্বাসীর সংখ্যা কম। বিশ্বাসীর মত সুখী কে? সুখ প্রেমে। যেখানে উৎসাহ নাই, সেখানে সুখ নাই। কিন্তু বিশ্বাসীর মত এত প্রেম কাহার হৃদয়ে? বিশ্বাসীর উৎসাহের হ্রাস নাই। ভাল বাসায় তৃপ্তির শেষ নাই। অনন্ত দেবতাকে ভাল বাসিয়া কে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? সীমাবদ্ধ মনুষ্যকে ভাল বাসিয়া যে হৃদয় সহজে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে না, সেই হৃদয় অনন্ত, অসীম, অজ্ঞেয় দেবতাকে ভাল বাসিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত কখনও তৃপ্তির শেষ লাভ করিবে না; সংসারের প্রতিকূল বাত্যায় হয়ত অনেক অনেক দুঃখ, দুর্দ্দশা আনিয়া ফেলিবে, কিন্তু তৎসমুদায় ধার্ম্মিক অম্লানবদনে তাঁহার প্রিয়দেবতার হস্ত হইতে আসিয়াছে বলিয়া সহ্য করিবেন, আর ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক এই বলিয়া তৃপ্ত হৃদয়কে মুহূর্ত্ত মধ্যে শান্ত করিবেন।

আমি কিরূপ বিশ্বাসী হইতে পারিয়াছি? আমার হৃদয়ে কি এরূপ দৃঢ়ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস মূলবদ্ধ হইয়াছে? হায়! যদি তাহাই হইত তবে আর এ জীবন এত কলঙ্কিত কেন? তবে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে পৃথিবীর পাপের বোঝা বৃদ্ধি করিলাম কেন? তাহা হইলে চরিত্রে বল নাই কেন? হে অন্তর্দর্শী দেবতা! তুমি দেখিতেছ আমার হৃদয় কত ক্ষীণ! তুমি দেখিতেছ, নাথ! কি ক্ষীণ বিশ্বাস লইয়া ধর্ম্মরাজ্যে যাইবার যত্ন করিতেছি। হে ঈশ্বর; হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস নাই তাইত এত পাপ করি, তাইত এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এত শোক ভোগ করিয়া থাকি। হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে আর পাপকার্য্যে হস্ত কলঙ্কিত হইত না। যদি হৃদয়ে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিত তবে কি হে দেব! এই মন মুহূর্ত্তের জন্যও পাপ-চিন্তায় রত থাকিতে পারিত! বিশ্বাস থাকিলে যে তোমার সত্ত্বা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি স্থানে উপলব্ধি করিতে পারিতাম। তাহা হইলে যে চন্দ্রে, সূর্য্যে, মেঘে, বৃক্ষপত্রে প্রত্যেক জীব জন্তুর মুখে, প্রত্যেক বালুকণাতে, প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুতে তোমার সত্ত্বা দেখিতে পাইতাম। তাহা হইলে হে দেব! অন্ধকারের মধ্যেও তোমার সত্ত্বা অনুভব করিয়া আপনার পাপ মনকে স্তম্ভিত করিতে পারিতাম। তাহা হইলে যে আর পাপ করিতে পারিতাম না। বিশ্বাস ক্ষীণ, তাই দেব! চরিত্রের বল নাই, ইচ্ছার শক্তি নাই, শতপ্রতিজ্ঞা করিয়াও প্রলোভনের সমক্ষে পরাস্ত হই। বিশ্বাসহীন বলিয়াইত হৃদয়ে এত দুঃখ, এত শোক, এত অশান্তি ভোগ করিয়া থাকি। হে অন্তর্দর্শী দেবতা! এত দিনে বুঝিতে পারিলাম যে তোমাতে দৃঢ়-বিশ্বাস না করিলে আর কিছুই হইবে না। তাই দেব, তোমার চরণে এই মিনতি করিতেছি তুমি আমার সহায় হও। আমি তোমার প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিব, আর প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিব; তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর!

ব্রাহ্মসমাজ।

উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

লিখিতং শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ পিসরে শ্রীযুক্ত রামকুমার ঘোষ সাকিম বাগুণ্ডী, থানা বসিরহাট, জিলা চব্বিশ পরগণা হাল সাকিম জলপাইগুড়ি কস্য ট্রষ্টডীড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতু জলপাইগুড়িস্থ উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় উপাসক ও সভ্যগণের সাধারণ সভাতে, সর্ব্ব সাধারনের সম্মতিমতে আমি বিগত ১২৮৫ সনের ১৯ এ আষাঢ়, ইংরাজী ১৮৭৮ সনের ২ রা জুলাই তারিখে উক্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া, উক্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে দখল প্রাপ্ত হইয়া, প্রাগুক্ত সমাজের সম্পাদকস্বরূপ, উক্ত সমাজের পক্ষে, প্রাগুক্ত সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে দখিলকার আছি; এবং ১২৮৫ সনের ১৯ এ আষাঢ়, ইংরাজী ১৮৭৮ সনের ২ রা জুলাই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রাগুক্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে যে সমুদয় নূতন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উপার্জ্জিত বা ক্রীত হইয়াছে, সেই সমুদয় সম্পত্তি উক্ত সমাজের পক্ষে সম্পাদক স্বরূপ আমার দখলে এবং স্বত্বাধিকারে আছে। এবং বিগত ১২৮৫ সনের ২১ এ মাঘ, ইংরাজী ১৮৭৯ সনের ২ রা ফেব্রুয়ারি তারিখে, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যমণ্ডলী এবং উপাসকগণের সাধারণ সভাতে ইহা স্থিরীকৃত এবং ধার্য্য হইয়াছিল যে, আমার দখলে ও হস্তে ও স্বত্বাধিকারে উপরোক্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আছে, কিম্বা ভবিষ্যতে হইবেক, সেই সমুদয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত ব্যবহার জন্য, কলিকাতা নিবাসী আপনি শ্রীল শ্রীযুক্ত মিষ্টর আনন্দমোহন বসু বারিষ্টার এট্ ল, আপনাকে তৎসমুদয়ের ট্রষ্টী নিযুক্ত করা হইবেক। এবং ১২৮৬ সনের ১০ ই আশ্বিন, ইংরাজী ১৮৭৯ সনের ২৮ এ সেপ্টেম্বর তারিখে, পুনরায় উত্তর

বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলী এবং সভ্যগণের যে সাধারণ অধিবেশন হয় তাহাতে এই প্রকার ধার্য্য এবং স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে, আপনি শ্রীযুক্ত মিষ্টর আনন্দমোহন বসু ব্যরিষ্টার এট্ ল, আপনাকে ও কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কেও অর্থাৎ তিন জনকে উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের ট্রষ্টী নিযুক্ত করা হইয়েক। অতএব পূর্ব্বোক্ত ১২৮৫ সনের ২১ এ মাঘ, ইংরাজী ১৮৭৯ সনের ২ রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এবং ১২৯৬ সনের ১৩ ই আশ্বিন তারিখের উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় উপাসক মণ্ডলী এবং সভ্যগণের সাধারণ সভার নির্দ্ধারণানুসারে, আপনি শ্রীযুক্ত মিষ্টর আনন্দমোহন বসু বারিষ্টার এট ল, এবং আপনি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, আপনি শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আপনাদের তিন জনকে উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলী এবং সভ্যগণের অভিপ্রায়ানুসারে নিম্নলিখিত নিয়মে, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের সমুদায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের এবং ব্যবহারের জন্য, উক্ত সমাজের সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আপনাদিগের হস্তে, দখলে ও স্বত্বাধিকারে অর্পণ করিলাম। আপনারা, কি আপনাদিগের মধ্যে কোন একজন, উক্ত সমাজের পক্ষে আবশ্যকানুসারে মোকদ্দমাদি ও আইন সঙ্গত সমুদয় কার্য্য করিতে, কি মোকদ্দমাদির উত্তর দিতে ও জানাইতে সক্ষম হইবেন।

প্রথম নিয়ম। উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে উক্ত সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় মহাশয়ের নামে যে ১২ বিঘা জমীর পাট্টা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ১২ বিঘা জমীতে আমি উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে দখিলকার আছি, উক্ত জমির মধ্যে অধিকাংশ জমী, ব্রাহ্মগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ও বালিকাবিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য, ব্রাহ্মদিগের নিকট এবং বালিকাবিদ্যালয়ের সম্পাদকের নিকট উপযুক্ত কর ধার্য্যে পত্তন করা হইয়াছে, এবং উক্ত ১২ বিঘা জমীর মধ্যে বক্রী জমী ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণ এবং অনাথ বালকগণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যের জন্য আমার খাস দখলে রাখা হইয়াছে। আপনারা কি আপনাদিগের মধ্যে কোন এক জন প্রাগুক্ত খাস দখলের জমী ও পত্তন করা জমী, উভয় প্রকার জমীতে উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে দখলিকার হইয়া খাস দখলের জমীতে ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির নির্ম্মাণ ও ব্রাহ্ম সমাজের হিতার্থে আর যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা করিতে পারিবেন; এবং যে সমস্ত জমী পত্তন করা হইয়াছে, সেই সমস্ত জমীর বাবত সেই সমস্ত জমীর প্রজা কি পাট্টাদারগণ হইতে কর গ্রহণ পূর্ব্বক, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যার্থে এবং হিতার্থে তাহার ব্যয় করিবেন। আর উচিত বোধ হইলে খাস দখলের জমী হইতে আর কতক জমীতে প্রজা পত্তন করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় নিয়ম। উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের যে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আছে কি ভবিষ্যতে হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের দখলে ও অধিকারে থাকিবেক; কিন্তু উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণের কিম্বা উক্ত সমাজের পক্ষে কোন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা থাকিলে সেই কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিকাংশের মতগ্রহণ না করিয়া আপনারা ঐ সকল সম্পত্তি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় বা দান করিতে পারিবেন না। পরমেশ্বর না করুন যেন কখন উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব লোপ হয়; তবে যদি হয়, তাহা হইলে কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার মত গ্রহণ করিয়া আপনারা প্রাগুক্ত সভার অভিপ্রায়ানুসারে, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবেন। এবং আবশ্যক হইলে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অভিপ্রায়ানুসারে (উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব লোপ হইলে) উহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সকল বিক্রয় করিতে পারিবেন; এবং তদ্রূপ বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যার্থে ব্যয় করিতে পারিবেন।

তৃতীয় নিয়ম। ট্রষ্টডীডের প্রথম নিয়মোল্লিখিত ১২ বিঘা জমী মধ্যে, যে পরিমাণ জমী ব্রাহ্ম সমাজের খাস দখলে আছে সেই জমির কতকাংশে ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন; এবং সেই গৃহ "উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহ" নামে আখ্যাত হইবে। সেই "উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে" প্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে "একমাত্র অদ্বিতীয় অনাদ্যনন্ত, সর্ব্ব স্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলময়, পরম ন্যায়বান, পবিত্র পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে। কোন সৃষ্টবস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থ পরমেশ্বর জ্ঞানে কিম্বা পরমেশ্বরের সমান জ্ঞানে বা উহার অবতার জ্ঞানে এই গৃহে পূজিত হইবেনা। এবং ঈশ্বরভিন্ন আর কাহার নিকটে অথবা কাহারও নামে প্রার্থনা, স্তুতি বা সঙ্গীত হইবে না। কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন, যাহা কোন সম্প্রদায় পূজা করিয়া থাকে তাহা পূজিত হইবে না। এই গৃহে কোন অহিংস্র জীবের প্রাণ বধকরা হইবেক না। জীবন রক্ষার্থে বিশেষ আবশ্যক না হইলে এই গৃহে কোন প্রকার আহার পান করা হইবে না। এই গৃহে কেহ বাস করিতে পারিবেন না এবং এই গৃহে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ হইবেক না। এই গৃহে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য কখন রাখা হইবেক না। এবং কোন ব্যক্তি এই গৃহে বসিয়া তামাকু চুরুট কিম্বা অন্য কোন বস্তু সেবন করিতে পারিবেন না। এই গৃহে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব কি পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষদ্বারা পূজিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহার প্রতি অবমাননা করা হইবে না, কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। কোন বিশেষ পুস্তক ঈশ্বর প্রণীত কি অভ্রান্ত বলিয়া এই গৃহে স্বীকৃত কি সমাদৃত হইবে না, পক্ষান্তরে কোন পুস্তক যাহা সম্প্রদায় বিশেষ কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইতেছে তাহার প্রতি

বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবেক না। এই গৃহে কোন স্তোত্র, প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপদেশ বা ব্যাখ্যানদ্বারা কোন পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা বা পাপের অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান করা হইবে না। যাঁহারা সকল নরনারী জাতি বর্ণ এবং অবস্থা নির্ব্বিশেষে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন, এবং উদার চরিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সর্ব্ব প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, প্রীতি, ভক্তি ও সাধুতার উন্নত হইতে পারেন, এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা এবং বক্তৃতা হইবেক।

চতুর্থ নিয়ম। এই গৃহে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন জন্য উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া, একজন কি ততোধিক সচ্চরিত্র আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মকে আচার্য্যের পদে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার মত গ্রহণ পূর্ব্বক কোন আচার্য্য কি সম্পাদককে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। আচার্য্য নিয়োগ কি পদচ্যুতি সম্বন্ধে যদি উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলীর সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার অনৈক্য হয়, তবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশনে, সমুদয় সভ্যগণের বিবেচনার্থ এই বিষয় অর্পিত হইবে; এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতানুসারে আচার্য্য নিয়োগ কি পরিবর্ত্তন করা হইবে। তাঁহাদের কর্ত্তৃক এই বিষয় মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত, উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের স্থানীয় সভ্যগণের মতই প্রবল থাকিবেক। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের অভাব হইলে যে পর্য্যন্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কোন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মকে এই সমাজের আচার্য্য স্বরূপ নিযুক্ত না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ভিন্ন অপর কোন সচ্চরিত্র ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা কার্য্য বেদী ভিন্ন অন্য স্থানে বসিয়া সম্পাদন করিতে পারিবেন।

পঞ্চম নিয়ম। এই ট্রষ্ট ডীড লিখা পড়া হইয়া রেজিষ্টরী হইলে পর উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান আচার্য্যকে আচার্য্যপদে রাখিতে কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন; কিম্বা বর্ত্তমান আচার্য্য কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে নূতন আচার্য্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ নিয়ম। কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য না হইলে কোন ব্যক্তি এই উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, উপাচার্য্য বা সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। যে সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি নাই বা যে সকল প্রচারক ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধমত পোষণ করেন, কিম্বা মধ্যবর্ত্তীত্ব, কি কোন ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত স্বীকার করিয়া এক মাত্র ধর্ম্মগুরু কি অভ্রান্ত ধর্ম্মগুরু বলিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্ম মন্দিরের আচার্য্যের কার্য্য, কি উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে উপবেশন পূর্ব্বক উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না।

সপ্তম নিয়ম। উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে নরনারী উভয়ের সমান অধিকার থাকিবেক। কোন স্ত্রীলোক ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রকাশ্যস্থানে বসিয়া উপাসনা করিতে ইচ্ছা করিলে কেহ তাঁহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের বসিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিবে, সেই স্থানে কোন পুরুষের বসিবার অধিকার থাকিবে না। কোন স্ত্রীলোক উপাচার্য্যের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইলে তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না।

অষ্টম নিয়ম। সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ জন্য যে ৩০ টাকা আদায় হইয়াছে, সেই ৩০ টাকা এবং জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রয় দ্বারা যে ২০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, উক্ত বিশ টাকা মোট এই পঞ্চাশ টাকা এই ট্রষ্টডিড লিখা পড়া ও রেজিষ্টারী হইলে আপনাদের হস্তে অর্পিত হইবেক।

নবম নিয়ম। আপনারা ট্রষ্টীর কার্য্য করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিলে কি ট্রষ্টীর পদ পরিত্যাগ করিলে অথবা লোকান্তরিত হইলে কিম্বা কোন বিশেষ কারণে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন অধিবেশনে, মতদাতা (voting) সভ্যগণের অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশের মতে, ট্রষ্টী থাকিবার অনুপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক, সাধারণ কিংবা কোন বিশেষ অধিবেশনে অধিকাংশের মতানুযায়ী এক অথবা অনধিক তিন জন নূতন ট্রষ্টী কি ট্রষ্টীগণ নিয়োগ পর্য্যন্ত উত্তর বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত সমাজের আচার্য্য এবং সম্পাদক এতদুভয়ের হস্তে থাকিবে।

দশম নিয়ম। নূতন ট্রষ্টী কিংবা ট্রষ্টীগণ সম্পর্কেও উপরিউক্ত সমুদয় নিয়ম অধিকার ও স্বত্ব খাটিবে।

উপরোক্ত মর্ম্ম মতে আপনাদিগের নিকট হইতে ১ টাকা রহার প্রাপ্ত হইয়া এই ট্রষ্টডিড স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছা পূর্ব্বক লিখিয়া দিলাম।

রংপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় উক্ত সমাজের নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

১। এই সমাজ রংপুর ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত হইবে।

২। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, সমবেত চেষ্টা দ্বারা জনসমাজের কল্যাণ সাধন; ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়ক সকল প্রকার সত্যানুসন্ধান ও প্রচার করা, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বিস্তারদ্বারা ঐক্য বন্ধন স্থাপন করা, পরস্পর উন্নতির চেষ্টা করা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা। সকল প্রকার সামাজিক দোষের সংস্কার করা এই সমাজের উদ্দেশ্য থাকিবে।

৩। (ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য) ঈশ্বর জগৎ কারণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনন্ত, পরিপূর্ণ, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অদ্বিতীয়, স্বতন্ত্র, মঙ্গলময়, প্রেমময়, আনন্দময়, ন্যায়বান ও পবিত্র। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়; তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। কোন সৃষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বরজ্ঞান বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞান না করা,

কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির এক মাত্র উপায় বা পথ বলিয়া স্বীকার না করা।

৪। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, অষ্টাদশ বর্ষের নূন বয়স্ক নহেন, রংপুর ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সমূহের সহিত এক মত হইয়া তৎসম্পাদন জন্য মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। স্ত্রী বা পুরুষ, জাতি বা জন্মস্থান বলিয়া সে অধিকারের কোন প্রভেদ থাকিবে না। বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে স্থানীয় সভ্যগণের অন্ততঃ মাসে একবার উপাসনাগৃহে উপস্থিত হইতে হইবে। চরিত্রগত বিশেষ দোষে দোষী ব্যক্তি সভ্য হইতে পারিবেন না। কোন ব্যক্তি স্পষ্টতঃ ভাবে বা কার্য্যতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যেবিশ্বাস অস্বীকার করিলে, চরিত্রগত কোন জঘন্য দোষে লিপ্ত প্রকাশ পাইলে অথবা বৎসরের শেষ তাঁহার দেয় সমস্ত চাঁদা অনাদায় থাকিলে সভ্যশ্রেণী হইতে তাঁহার নাম কর্ত্তন করা যাইতে পারিবে।

৫। কোন কারন বশতঃ কেহ সভ্যশ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইলে যে কারণে বহিষ্কৃত হইবেন, সেই কারণের প্রতিকার হইলে, যদি সভ্যগণ উচিত বোধ করেন, তবে তাঁহাকে পুনরায় সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারিবে।

৬। এক জন সভ্যকর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও অন্য এক জন কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে কোন ব্যক্তি সভ্য হইতে পারিবেন। কেহ আপত্তি করিলে সভার বিবেচনাধীন থাকিবে।

৭। কএক জন সভ্য লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হইবে। ইঁহারা রংপুর ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় আবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৮। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক জন মেম্বর সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইবেন।

৯। সম্পাদক সমাজের কাগজপত্র, বহি, পুস্তকাদি এবং আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবেন।

১০। সামান্য সামান্য কার্য্য সম্পাদকই নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, গুরুতর কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে সভা আহুত হইবে।

১১। বাৎসরিক আয় ব্যয়ের অর্থ সাম্পদকের নিকট থাকিবে। সমাজের আবশ্যকীয় সামান্য সামান্য সামগ্রীও তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে। উপাসনাগৃহ অথবা তদ্রূপ অন্য কোন সম্পত্তি হইলে তাহার জন্য ট্রষ্টি নিযুক্ত করিতে হইবে। এবং ২৫৲ পঁচিশ টাকার অধিক সম্পাদকের হস্তে সঞ্চিত হইলে সভ্যগণের বিবেচনা মত রক্ষিত হইবে।

১২। ট্রষ্টি বা ট্রষ্টিগণের তত্ত্বাবধানে যে সম্পত্তি থাকিবে তাহা তিনি বা তাঁহারা সভার মতানুসারে প্রয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৩। সম্পাদক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মূল সভার অধীন থাকিবেন। মূল সভায় যাহা ধার্য্য হয়, সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন।

১১। সামাজিক উপাসনাকার্য্যনির্ব্বাহার্থ এক কি ততোধিক আনুষ্ঠানিক সচ্চরিত্র বক্তা ব্রাহ্মকে আচার্য্য নিযুক্ত করিতে হইবেক। কিন্তু ঐ সকল গুণবিশিষ্ট আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের অভাবে অন্য সচ্চরিত্র বক্তা ব্রাহ্মকে আচার্য্যের পদে নিযুক্তের বাধা হইবেক না।

১২। কর্ম্মচারিগণ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু সভা উচিত বোধ করিলে সেই সকল ব্যক্তিকে পুনরায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

১৬। তিন মাসান্তর এক এক বার মূল সভার অধিবেশন হইবে। বৎসরান্তে সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইবে। ইহার মধ্যে আবশ্যক বোধ হইলে সম্পাদক অথবা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তিন জন কিম্বা মূল সভার পাঁচ জন সভ্য নাম স্বাক্ষর করিয়া সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১৭। সভ্যেরা যে কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৮। সকল প্রকার সভার অধিবেশনে অধিকাংশের মতানুসারে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। উভয় পক্ষে সমান সংখ্যা হইলে সভাপতি যে দিকে থাকিবেন সেই পক্ষের মত প্রবল হইবে।

উৎকল ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত কয়েক পংক্তি নিম্নে প্রকাশিত হইলঃ—

১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে উৎকল ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবদ্বয় অধিকাংশের মতে গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাব—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম মুখপত্র থিইষ্টিক রিভিউর দ্বিতীয় সংখ্যায় যে "ব্রাহ্মের বিশ্বাস" শীর্ষক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, ব্রাহ্মসাধারণের এই মত ইহা জনসাধারণে প্রচারিত হইলে, তাহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহার উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিহইতে চ্যুত করিয়া একটী ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত করা হইবে এবং তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ঘোর অনিষ্ট হইবে। অতএব এই সভা সমস্ত জনসাধারণ সমক্ষে প্রচার করিতেছেন যে, উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত বিংশতম, দ্বাবিংশতম, পঞ্চবিংশতিতম, ষট্‌বিংশতিতম মত এবং একবিংশতিতম মতের অপরার্দ্ধ এই সভা ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—এই সভার মতে থিইষ্টিক রিভিউর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রোক্ত মতগুলিকে যাঁহারা ব্রাহ্মের বিশ্বাস বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের শত্রুর কার্য্য করেন এবং তাঁহাদের এই কার্য্যের সঙ্গে এই সভার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই।

শ্রীমধুসূদন রাও
সম্পাদক,
উৎকল ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয় ডেরাডুন ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উড়িষ্যা প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পুনরায় সিলিগুড়ি যাত্রা করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ; শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল এম, এ; শ্রীযুক্ত বাবু সুন্দরীমোহন দাস পূর্ব্ববাঙ্গালা রলওয়ের অধ্যক্ষের নিকট হইতে নবেম্বর মাসের জন্য পাস পাইয়া কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেছেন। কুমারখালিতে তাঁহারা প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন; এবং তত্রত্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ধর্ম্মোন্নতির জন্য একটি সাপ্তাহিক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সভায় উপাসনা ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ হইবে। কৃষ্ণবাবু তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন চুঁচুড়া, নৈহাটী, জগদ্দল প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন।

প্রধান আচার্য্য ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অদ্যাবধি দার্জ্জিলিঙে বাস করিতেছেন। আগামী মাঘোৎসব উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া এখানকার ব্রাহ্মদিগকে উপকৃত করেন, ইহা আমাদিগের আন্তরিক কামনা।

বিগত ৩০ কার্ত্তিক বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. November 1879.

# তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। | ১৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩৲

নক্ষত্রগুলি কি করিতেছে? এ জগতে অনর্থক কিছুই নাই, বালুকণাও অনর্থক নহে, উহারও কার্য্য আছে। আমরা সকল পদার্থের আবশ্যকতা বুঝিতে পারি না। অনেক প্রাকৃতিক ব্যাপার আমাদিগের নিকটে বৃথা বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ তাহাদের সার্থকতা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ঐ যে তারাগুলি স্থিরভাবে জ্বলিতেছে, উহারা কিসের জন্য? উহারা মনুষ্যের আত্মাকে শিক্ষা দিতেছে। পৃথিবীতে আমাদের চারিদিকে যাহা রহিয়াছে সকলই সীমাবদ্ধ; সর্ব্বদা সীমাবদ্ধ পদার্থ সকল দেখিতে দেখিতে আমাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, যে আধ্যাত্মিক জগতে সকলই অসীম, হৃদয় সেখানে প্রবেশ করিবার অনুপযোগী হয়। নক্ষত্রগুলির একটী কার্য্য এই সংকীর্ণতা, এই অনুপযোগীতা দূর করা। যাহার দূরত্ব আমাদিগের ধারণাশক্তির অতীত, কল্পনায় অপরিমেয়, সেই কিরণবিন্দুর দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে আমরা সীমা ভুলিয়া যাই, হৃদয় প্রশস্ত হয়, সাংসারিক সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া বিরাম লাভ করে, বাহ্যসম্পদের ক্ষুদ্রতা অনুভব করে, অনন্তকালব্যাপী আত্মা অনন্ত সত্তার চিন্তায় ডুবিয়া যায়। বাহ্য জগতের এক অংশে অনন্তের ছায়া প্রতিভাত, সে অংশ ঐ নীল আকাশ; যে ঊর্দ্ধে চাহিয়া কেবল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর উজ্জ্বলতা দেখে, সে বালক, আকাশে যাহা দেখিবার আছে সে তাহা দেখিল না। ঐ অসংখ্য তারাগুলির মধ্যে কোন একটীর দিকে চাহিয়া অনন্যমনা হইয়া ভাবিতে থাক যাঁহার রাজ্যের এক কণা বুদ্ধির অতীত তিনি কি মহান্। অনন্ত ঈশ্বরের ধ্যান করিতে হইলে, চক্ষু নিমীলিত করিতে হয়, অথবা আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়।

কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় পরমেশ্বরের পবিত্র সত্তার অনুরূপ বলিয়া সূর্য্যকে উপাসনা করে। নিরাকার ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে কোন বাহ্য পদার্থের উপসনা করা যে মূলতঃ দূষনীয়, আমরা এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছিনা; এ বিষয়ে আর একটী কথা বলিবার আছে। সূর্য্য তেজঃ-পুঞ্জমাত্র; যাহারা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সূর্য্যের উপাসনা করে, তাহারা কল্পনাতেও ঈশ্বরের প্রকৃতির কোমলভাব দেখে না। ঈশ্বর ন্যায়বান্; কিন্তু কেবলমাত্র কি তিনি ন্যায়বান্? তাহা হইলে পাপীর আশার স্থল থাকিত না, তাঁহার ন্যায় বিচারে পাপী আত্মা ভস্মীভূত হইত। কেবল রৌদ্রে বৃক্ষ শুকাইয়া যায়; বৃক্ষের জীবনের পক্ষে এক দিকে যেমন সূর্য্যের উত্তাপ অন্যদিকে তেমনি মৃত্তিকার রস আবশ্যক। মনুষ্যের আত্মার পক্ষেও সেইরূপ; একদিকে যেমন পরমেশ্বরের ন্যায়বিচার, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার দয়া আবশ্যক। তিনি পাপের দণ্ড বিধান করিয়া নিরস্ত হয়েন না, তাঁহার মধুর সান্ত্বনে তপ্তহৃদয় শীতল করেন। তাঁহার আশ্বাসবাক্যে যদি তিনি পাপীর সন্তাপ না নিবাইতেন তবে পাপী বাঁচিত না।

বিবেক পরীক্ষা।

মহাত্মা পিথাগোরাস তাঁহার শিষ্যগণকে সর্ব্বদা যে সমুদায় উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহার মধ্যে একটী প্রধান উপদেশ এই:—"তোমরা প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা দুইবার 'আমি কি করিয়াছি?' 'কি প্রকারে তাহা করিয়াছি?' এবং 'কি করি নাই?' এই প্রশ্নত্রয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিবে।" ধর্ম্মার্থীর নিকট পিথাগোরাসের এই উপদেশটী বড় মূল্যবান। প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীরই এই উপদেশটী জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত উচিত। আমরা সতত কুচিন্তাদ্বারা এত পরিচালিত হইয়া থাকি, আমাদের হস্ত কুকার্য্যে রত থাকিতে সতত এত ইচ্ছুক, যে এইরূপ করিয়া অতি সাবধানভাবে প্রতিদিন জীবন পরীক্ষা না করিলে আমাদের পক্ষে ধর্ম্ম জীবন গঠন করা অতি সুকঠিন হইয়া উঠে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে অন্তঃদৃষ্টিবিহীন ধর্ম্ম জীবনের কোনও অর্থ নাই। যেখানে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন, সেখানেই অন্তঃদৃষ্টি ও আত্মচিন্তা; এবং এই আত্মচিন্তারই অপর নাম 'বিবেক পরীক্ষা।'

ব্রাহ্ম সংসারীধার্ম্মিক। তাঁহাকে প্রতি দিন নানা-প্রকার লোকের সঙ্গে নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। সংসারের শত প্রলোভনের মধ্যদিয়া তাঁহাকে তাঁহার দৈনিক জীবন পরিচালিত করিতে হয়। সুতরাং তাঁহার পক্ষে অতি

সবাহিত হইয়া আপনার চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের উপর যত দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয়, তত আর কাহার পক্ষে নহে। কার্য্যের বহুলতা ও ব্যস্ততানিবন্ধন ব্রাহ্মের পক্ষে সময় সময় অন্তঃদৃষ্টিহীন হওয়া যত সম্ভব, বৈরাগী ও বনবাসী ধার্ম্মিকদিগের জীবনে এইরূপ অন্তঃদৃষ্টিহীন হওয়া তত সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রাহ্মের পক্ষে প্রতিদিন বিবেকপরীক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

রোমানক্যাথলিক পাদ্রিদিগের মধ্যে এই বিবেক পরীক্ষার নিয়মটী অত্যন্ত প্রচলিত। প্রত্যেক পাদ্রিকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার একান্তে বসিয়া, আপন আপন বিবেক পরীক্ষা করিতে হয়, এবং ইহার সুফল এই দাঁড়ায় যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপন আপন আদর্শ অনুসারে উজ্জ্বল ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে সমর্থ হন।

বিবেক পরীক্ষা দুই প্রকার হইতে পারে। একটী সাধারণ পরীক্ষা, অপরটী বিশেষ পরীক্ষা। একটী একান্তে বসিয়া সাধারণ ভাবে কি প্রকারে কি কার্য্য করিয়াছি এবং কি চিন্তা করিয়াছি এবং কি কার্য্য ও চিন্তা করি নাই এইটী ভাবিয়া দেখা, এবং কোনও ত্রুটি লক্ষিত হইলে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত অন্তরে ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করা। আর কোনও বিশেষ পাপের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলে, বা কোনও বিশেষ ভাবের দ্বারা হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিলে, বিশেষ ভাবে সেই পাপ বা সেই ভাবের বিষয় চিন্তা করিয়া জীবন তাহা হইতে মুক্ত ছিল কি না, কিম্বা জীবনে সেই ভাব পরিণত করিতে পারা গিয়াছে কি না, এইটী পরীক্ষা করিয়া দেখা। সকলেরই সাধারণ ও বিশেষ এই উভয় ভাবে বিবেক পরীক্ষা করা উচিত। যাহার কোনও বিশেষ অভ্যস্ত পাপ নাই তাঁহার পক্ষেও আত্মাকে কোন বিশেষ ভাবদ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া উন্নত করিতে চেষ্টা পাওয়া অত্যন্ত উচিত। আমরা কতিপয় অভ্যস্ত পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলাম এবং ইহাতেই যে ধর্ম্মজীবন গঠিত হইয়া গেল এরূপ নহে। আজ যে স্থানে আছি কালি যদি তাহা অপেক্ষা উন্নত স্থান অধিকার করিতে না পারিলাম তবে আর আমার ধর্ম্মজীবন গঠিত হইল কোথা? কতিপয় সামান্য পাপের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিয়া কোনও ব্রাহ্ম ধার্ম্মিক হইয়াছেন বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন না। প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের পরিমাণই ক্রমিক উন্নতি, এবং ক্রমশঃ জীবনকে এইরূপ উন্নত করিতে চাহিলে বিশেষ ভাবে বিবেক পরীক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যেমন সাধারণ ভাবে বিবেক পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে সাধারণতঃ কোনও অন্যায় কায করিয়াছি কি না, সাধারণতঃ দৈনিক জীবনের মধ্যদিয়া অন্তঃস্রোতের মত ধর্ম্মভাব প্রবাহিত হইয়াছে কি না; সেইরূপ আবার দেখিব একটী বিশেষ ভাব সমস্ত দিন হৃদয়ে পোষিত করিয়া রাখিতে পারিয়াছি কি না, কিম্বা কোনও বিশেষ পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি কি না; এবং এইরূপ সাধারণ ও বিশেষ ভাবে প্রতিদিন বিবেক পরীক্ষা করিলে ধর্ম্মজীবন যে অতি সহজেই সংগঠিত হইবে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই কথার প্রতিবাদ করিবেন না।

অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে বিবেকপরীক্ষা করা উচিত। অনেক সময় আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে যে একটী অন্যায় কাযের জন্য বিবেক ব্যথিত হইলে নানাপ্রকার ওজর দ্বারা আমরা তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাই। আমি একটী মিথ্যা কথা কহিলাম, বিবেক অমনি অশান্তির আধার হইয়া উঠিল, এবং এই অশান্তি নিবারণের জন্য আমি ভাবিতে লাগিলাম, 'না ইহাতে তত কিছু অন্যায় হয় নাই, আমি নিতান্ত অসাবধানতার সহিত ঐ কথাটী কহিয়াছি, ভাবিয়া বলি নাই। এই কথার ঐরূপ অর্থ নয়,' ইত্যাদি এবং এইরূপ চিন্তাদ্বারা ক্লিষ্ট বিবেককে শান্তনা প্রদান করিতে চেষ্টা পাইলাম, ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, বিবেকের তেজস্বীতা কমিয়া আসিল এবং পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে করিতে বিবেক সত্যাচরণসম্বন্ধে একেবারে নিস্তেজ হইয়া গেল। সাধারণতঃ এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া বিবেককে শান্তনা করিলেই ধর্ম্মজীবনের ঘোর অনিষ্ট হয়। কিন্তু প্রতিদিন বিবেক পরীক্ষার সময় এইরূপ ওজর প্রভৃতি দ্বারা বিবেককে শান্ত করিতে চেষ্টা পাইলে যে কি অনিষ্ট হইবে তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিবেক পরীক্ষা করিলেই জীবনের অনেক দোষ যাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা বাহির হইয়া পড়িবে, এবং প্রায় প্রতিদিনই হয়ত বিবেক তজ্জন্য ক্লীষ্ট হইবে; সুতরাং এই অবস্থায় যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিবেক পরীক্ষা না করা যায় তাহা হইলে শীঘ্রই আত্মচিন্তায় বিবেকের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক, তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাই অত্যন্ত নিরপেক্ষ হইয়া বিবেক পরীক্ষা করা উচিত।

বিবেক পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের সত্তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, তাহা হইলে মনের একাগ্রতা জন্মিবে, এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে বসিয়া বিবেক পরীক্ষা করিলে নিরপেক্ষ থাকা সমধিক সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিবে। সুতরাং প্রতিদিন নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেই ঈশ্বরের সত্তা প্রথমতঃ উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিয়া সকলেরই বিবেক পরীক্ষা করা নিতান্ত উচিত।

প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মসংস্কার

জড়জগত ও জনসমাজে অতি সুন্দর সাদৃশ্য রহিয়াছে। জড়জগতের প্রত্যেক ঘটনা ভৌতিক বা রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক বল প্রভৃতি দ্বারা যেমন সংঘটিত হইয়া থাকে; জনসমাজের প্রত্যেক কার্য্যও সেইরূপ নানাবিধ সামাজিক বলের প্রয়োগে সাধিত হইয়া থাকে। জড়জগতে যেমন ঘাত প্রাতিঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে জনসমাজেও সেইরূপ রহিয়াছে। আবার জড়জগতে যেমন মহা অগ্নিকাণ্ড সকল, আগ্নেয় গিরির উৎপাত সংঘটিত হইয়া থাকে, জনসমাজেও সেইরূপ রাজনীতি, সমাজ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিপ্লব সমূহ

উপস্থিত হইয়া সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলে। অসহনীয় রৌদ্র হইলেই তাহার পর ঝড় হইয়া থাকে। কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অত্যাচার একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিলেই সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয় ও বিপ্লবের বন্যায় সেই ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। কোথায় থাকে তখন রাজার সিংহাসন! কোথায় থাকে পৌরহিত্যের দুঃসহনীয় অত্যাচার! বিপ্লবের স্রোতে একেবারে ভাসিয়া চলিয়া যায়, এবং মানবপ্রকৃতি পুনরায় আপনার যথার্থ ও ন্যায্য স্বত্বের অধিকারিণী হইয়া সুখী হইয়া থাকে।

এই সকল বিপ্লবের মধ্যে ঈশ্বরের ন্যায় বিচার যত স্পষ্টরূপে দেখিতে পারা যায় আর কিছুতে যেন তত স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। কোনও সমাজ, রাজনীতি বা পৌরহিত্যের অত্যাচারপীড়িত হইয়া আপনার সমুদায় উচ্চ প্রবৃত্তি সমূহকে বিনষ্ট করিতে লাগিল; স্বাধীনতা, আত্মাদরপ্রভৃতি সদ্গুণ সমূহ কঠোরশাসনের লৌহমুদ্গরাঘাতে একেবারে পেশিত হইতে লাগিল। অত্যাচারের পর অত্যাচার মানব প্রকৃতির অন্তঃসার বিনাশ করিতে লাগিল, এবং ধর্ম্ম ও নীতি, অন্তঃসার বিহীন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া চলিল, ঈশ্বর আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অমনি তিনি বলিলেন "এই পর্য্যন্ত তুমি যাইবে, এই সীমা আর অতিক্রম করিতে পারিবে না।" আর সমাজে অন্তঃসলিলের মত বিপ্লবের ভাব সমূহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। একটু একটু করিয়া আপনাদের হীনাবস্থার প্রতি সামাজিকগনের দৃষ্টি খুলিতে লাগিল। বিন্দু বিন্দু, করিয়া বৈপ্লবিকবলসমূহ সামাজিকগণের হৃদয়ে একত্রিত হইতে লাগিল, এবং অবশেষে তুমুল বিপ্লাবক ঝড় উঠিয়া সমস্ত অত্যাচার ও সমস্ত অত্যাচারিগণকে উড়াইয়া লইয়া গেল। ঈশ্বরের রাজ্য, ধর্ম্মের রাজ্য ও ন্যায়ের রাজ্য আবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং মানবপ্রকৃতি ঈশ্বরের মঙ্গলময় ছায়ার নিম্নে থাকিয়া অনন্ত উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। ইতিহাসে ঈশ্বরের হস্ত জাজ্জল্যমান দেখিতে চাহিলে বিপ্লবের বিবরণ পাঠ করা উচিত, তাই আমরা অদ্য জগতের একটী বিপ্লবের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

আজ প্রায় ঊনবিংশতি শত বর্ষ গত হইল আশিয়া মাইনরের জিহুদা প্রদেশে মহাত্মা ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। ঈশার শিষ্যগণের অবিচলিত বিশ্বাস, অজেয় অধ্যবসায়, জলন্ত উৎসাহ ও অত্যাশ্চর্য্য আত্মত্যাগের গুণে খৃষ্টধর্ম্ম শীঘ্রই প্রতাপশালী হইতে লাগিল। ক্ষুদ্রচেতা রাজন্যবর্গ ও রোমের অধিপতিগণ নবাভ্যুদিত ধর্ম্মের উন্নতি দেখিয়া ভীত হইতে লাগিলেন এবং নানা উপায়ে খৃষ্টিয়ানদিগকে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। খৃষ্ট স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; এবং তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদানুশরণ করিতে লাগিলেন। খৃষ্টের মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পরে মহাত্মা ষ্টীফেন আপনার ধর্ম্মমতের জন্য নির্ম্মহৃদয় লোকদিগের হস্তে লোষ্ট্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ষ্টীফেনের মৃত্যুকালীন টারসাস নগরবাসী সলনামে একটী যুবক সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। সল তাঁহার স্বজাতীয়দিগের সহিত ষ্টীফেনের রক্তে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিলেন না, হত্যাকারীদিগের বস্ত্ররক্ষক হইয়া সেই হত্যাকাণ্ড শুষ্ক নয়নে দর্শন করিলেন। ক্রমশঃ সল খৃষ্টীয়ানদের একজন প্রধান উৎপীড়ক হইয়া উঠেন। কিন্তু শীঘ্রই তাহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কিয়দ্দিন পরে সল স্বয়ং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি তাঁহাকে খৃষ্টীয়ানেরা পল বলিয়া অবিহিত করিলেন। পল ক্রমশঃ একজন সুবিখ্যাত ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে রোমের অধিপতি খৃষ্টীয়ানদিগকে খুব উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করেন। পল ধৃত হইয়া রোমে গমন করেন। তথায় কারারুদ্ধ থাকিয়াও তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদেশে রোমে খৃষ্টীয়ান সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং এই সমুদায় খৃষ্টীয়ানগণ অল্পদিন মধ্যেই রোমে একটী ভজনালয় ও একটী স্বতন্ত্র মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই মণ্ডলীটী শীঘ্রই সেণ্টপলের উপদেশ ও তাঁহার উজ্জ্বল ধর্ম্মজীবনের প্রভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ইহার সভ্যগণ বিশ্বাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন, এবং রোমের খৃষ্টমণ্ডলীও ক্রমশঃ পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টীয়ানদিগের নিকট অতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের আস্পদ হইয়া উঠিল।

প্রথমতঃ রোমের বিশপ ও প্রচারকগণ নিকটস্থ পল্লিসমূহে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবতঃই এই সকল নবপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী রোমের মণ্ডলীর সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ রক্ষা করিতে উৎসুক হইলেন, এবং ইহাদের বিশপ এবং পাদ্রিগণ, সমুদায় গুরুতর বিষয়েই রোমের প্রধান বিশপের উপদেশপ্রার্থী হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে রোম অন্যান্য মণ্ডলীর উপর কোনও বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট, অপেক্ষাকৃত মূর্খ যেমন পণ্ডিতগণের পরামর্শ গ্রহণে প্রায় সমুদায় গুরুতর কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, পল্লিসমূহের খৃষ্টমণ্ডলীও সেই ভাবে রোমের মণ্ডলীর উপদেশ প্রার্থী হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেন। কিন্তু মানুষ সর্ব্বদাই ক্ষমতাপ্রিয়। অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ অধিকার তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে দাও, দেখিবে সে জোর করিয়া তোমার নিকট হইতে হস্ত প্রমাণ অধিকার কাড়িয়া লইবে। মানুষ ক্ষমতাপ্রিয় এবং রোমের বিশপগণও মানুষ, তাঁহাদের হৃদয়েও এই কুপ্রবৃত্তি বিদ্যমান ছিল, অবসর বুঝিয়া প্রবল হইয়া উঠিল, এবং ক্রমশঃ অপরাপর খৃষ্টমণ্ডলী হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার সমূহ একটী একটী করিয়া কলে কৌশলে গ্রহণ করিয়া আপনাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

সাধুবাক্য।

"লোকের প্রশংসার অনুরোধে কোনও কার্য্য করিবেনা, বিবেকের অনুরোধে সকল কার্য্য করিবে।" সেনেকা।

"যিনি আপনার সৎকার্য্যসমূহকে লোকসমক্ষে প্রচারিত করিতে উৎসুক হন, তিনি ধর্ম্মের জন্য সেই সকল কার্য্য করেন না, লোকের প্রশংসার জন্য করিয়া থাকেন।" সেনেকা।

"যে ব্যক্তি বিবেককে বিনাশ করা অপেক্ষা আপনার সুখ্যাতিকে বিনাশ করিতে ভালবাসেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক।" সেনেকা।

"আমি প্রশংসা লাভে সঙ্কুচিত হই না; ইহাকে সৎকার্য্য সাধনের অভিসন্ধি বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। সেনেকা।

"যদি তুমি কেবল মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কার্য্য কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তুমি ধার্ম্মিকের আসন হইতে চ্যুত হইলে।" ইপিক্‌টেটস্‌।

"সৎকার্য্য করিয়া দুর্নামলাভও সুখের বিষয়।"

(সেনেকা)

"ইহা কখন ভুলিওনা যে প্রকৃত ধার্ম্মিক হইয়াও জগতের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত থাকিতে পারা যায়।" (মার্কাস অরিলিয়াস)

"যাহা সুন্দর, তাহা আপনিই সুন্দর; মানুষের প্রশংসা তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেনা।" (মার্কাস্ অরিলিয়াস্)

"দেবতা এবং মনুষ্য সকলেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলেও জ্ঞানিব্যক্তি পাপকার্য্য করিতে পারেন না। কারণ শক্তির ভয় বা লোকলজ্জা নিবন্ধন তিনি পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকেন না। পাপের জন্য পাপকার্য্য হইতে তিনি বিরত থাকেন। এবং পুণ্যের জন্য পুণ্য কার্য্য করিয়া থাকেন, স্বর্গলাভের জন্য নহে।" (সেনেকা)

"চক্ষুর পক্ষে দর্শন করিবার জন্য, এবং পদের পক্ষে ভ্রমণ করিবার জন্য পুরস্কার চাওয়া যেরূপ, মানুষের পক্ষে ধর্ম্মসাধন করিয়া পুরস্কারের প্রার্থী হওয়াও সেইরূপ।

(মার্কাস অরিলিয়াস্)

"দ্রাক্ষালতা যেরূপ আপনার উপযুক্ত ফল প্রসব করিয়া আর কোনও বস্তুর প্রার্থী হয় না, মানুষেরও সেইরূপ ধর্ম্মসাধন করিয়া কোনও পুরস্কারের প্রার্থী না হইয়া কেবল সেই সৎকার্য্যেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।"

(মার্কাস অরিলিয়াস)

"শক্তি অন্বেষণ মানব জীবনের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু কর্ত্তব্যসাধন এবং সত্যাচরণ করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।" (মার্কাস অরিলিয়াস)

"আমি এণ্টোনাইন্ তাই রোম আমার দেশ এবং আমি মানুষ তাই সমস্ত পৃথিবী আমার মাতৃভূমি।"

সেণ্ট ইলিজিয়াস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইলিজিয়াস প্যারি নগরে শীঘ্রই তাঁহার বদান্যতার জন্য এত বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন যে সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শতাধিক দীন দরিদ্র ভ্রমণ করিত এবং তিনি পথে যাইবার সময়ও দীন দরিদ্রদিগকে অর্থ ও আহারীয় দ্রব্যাদি দান করিতে করিতে যাইতেন। প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক তাঁহার গৃহে উদর পূর্ত্তি করিত এবং তিনি স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেন। তাঁহার হৃদয় এত কোমল ছিল যে তিনি পরদুঃখ দেখিলে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিতেন এবং যে পর্য্যন্ত দুঃখীর দুঃখ মোচনে সমর্থ না হইতেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয় শান্ত হইত না। যে সকল লোক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কারারুদ্ধ হইত ইলিজিয়াস প্রায়ই তাহাদের অনেককে স্বয়ং টাকা দিয়া কারামুক্ত করিতেন। ইলিজিয়াসের সময়ের লোকেরা দাস ব্যবসায়কে নিতান্ত ন্যায্য উপার্জ্জন বলিয়া জ্ঞান করিত। কিন্তু এইরূপ হীন নীতিপরায়ণ সমাজে থাকিয়াও, ইলিজিয়াসের হৃদয় দাসদিগের দুঃখে সর্ব্বদা কাঁদিত, কোনও দাস দাসী কোথাও বিক্রয় হইবে বলিয়া সংবাদ পাইলেই ইলিজিয়াস দ্রুতবেগে তথায় উপস্থিত হইতেন এবং আপনার টাকা দিয়া দাস দাসীদিগকে ক্রয় করিয়া শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিতেন। তিনি কখনও কখনও একশত বা দুইশত দাসকে একসঙ্গে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিতেন এবং তাঁহাদের অভিরুচি অনুসারে যে, যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহিত তাহাকে সেই কার্য্যোপযোগী, সমুদায় বস্তুর আয়োজন করিয়া দিতেন। কেহ দেশে যাইতে চাহিলে স্বয়ং তাহাকে ভাড়া দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিতেন, কেহ কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে চাহিলে তাহাকে সেই ব্যবসায়োপযোগী সমুদায় দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিতেন এবং কেহ বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহারও সমুদায় উপায় করিয়া দিতেন। জনৈক স্পেন দেশীয় দাস শৃঙ্খলযুক্ত হইয়া ইলিজিয়াসের নিকট অনেক দিন ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল, এবং ইলিজিয়াসের ধর্ম্মজীবন ও মনোহর উপদেশে তাঁহার এত ধর্ম্মানুরাগ জন্মিয়াছিল যে সে শীঘ্রই একটী কন্‌ভেণ্টে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দাস এরূপ পবিত্র ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মজীবন যাপনে তৎপর হইয়াছিলেন যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় মধ্যে তিনি একজন সেণ্ট বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। রাজদরবারের অসংখ্য প্রলোভন ও অসদ্দৃষ্টান্তে ইলিজিয়াসের ধর্ম্মজীবনে কোনও প্রকারে শিথিলতা ঘটাইতে পারে নাই। তিনি প্রাতঃকালীন উপসনা সমাপ্ত না করিয়া কখনও বাড়ী হইতে বহির্গত হইতেন না। কখনও কখনও বা রাজা কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধন নিমিত্ত বারবার তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে আসিতে অনুরোধ করিতেন কিন্তু ইলিজিয়াস কোনওক্রমেই প্রাতঃকালীন উপসনাদি সমাধা না করিয়া

অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি প্রার্থনা না করিয়া রাজদরবারে যাইতেন না এবং দরবারহইতে আসিয়াই আবার প্রার্থনা করিতেন। ইলিজিয়াস অন্যান চল্লিশ বৎসর রাজদরবারে অবস্থিতি করেন, এই দীর্ঘ কাল মধ্যে একবারও তিনি এই নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

ক্রমশঃ

গুরুপূজা।

এই উন্নত সময়ে যে গুরুপূজা প্রচার করিতে কেহ সাহস করিবে তাহা আমরা আশা করি নাই, কিন্তু যাঁহারা সেই প্রচারে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের সাহস ও অবিমৃষ্যবাদিতা ধন্য, এবং যে সমাজের লোকেরা সেই প্রচারকার্য্যে উৎসাহ দেন ও তন্মতাবলম্বী হন, তাঁহারা এই উন্নতসময় ও মার্জ্জিত সমাজের অবমাননা করেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন চিরকাল গুরুপূজা গ্রহণের জন্য লালায়িত এবং বিবিধ উপায়ে কতকগুলি লোককে তাঁহার সেবক করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি যে সকল কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইতেন এখন নির্ভয়ে তাহা বলিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একটী বিষয় নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বিগত ২৩ নবেম্বরে ইণ্ডিয়ান মিরারের "ডিভোশনল" স্তম্ভে এই বিচিত্র গুরুপূজার মত প্রকাশিত হইয়াছে—

পরমেশ্বরের উক্তি।

" বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের একটী মত এই যে, কোন সিদ্ধপুরুষ, মহাপুরুষ অথবা ভক্তের কোন আচরণের বিচারদ্বারা তাঁহার অবমাননা করা বিস্ময় নহে। আমি যাহাদিগকে ভালবাসি এবং জগতে উচ্চ পদবীতে আরূঢ় করি, তাহারা জগতের বিচারের অতীত।

যে আমার প্রেমিক ভক্তদিগকে বিচার করে, সে ব্যক্তি আমার অবমাননা করে।

তোমরা আমার লোকদিগকে বিচার করিবে না; যেহেতু তোমরা তাহাদিগের আচরণের দোষ গুণ বিচার করিবে বলিয়া আমি তাহাদিগকে প্রেরণ করি নাই, কিন্তু তাহাদের যে সমস্ত সদ্গুণ আছে তাহাই কেবল গ্রহণ এবং তাহার মর্য্যাদা করিবে।"

"বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ" বলিয়া আজ কাল যে সমস্ত মত প্রচারিত হইতেছে, তাহা ধর্ম্মনীতি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ। উপরে যে "বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের" মতটী উদ্ধৃত করা হইল ইহা যে কেবল ইণ্ডিয়ান মিরারের কোন লেখকের উক্তি তাহা নহে, ইহা ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে আর কোনভ্রম নাই এবং এই মত আর কখন পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু পূর্ব্বে কেশববাবু এরূপ বিশ্বাস করিতেন না। যখন নরপূজার প্রথম আন্দোলন হয়, তখন তিনি ব্রাহ্মদিগের নিকট ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন;—

"আর যেন আমাকে অগ্নিপরীক্ষায় পড়িতে না হয়। এতাবৎকাল আমি তোমাদের সঙ্গে একত্র উপাসনা করিলাম। মনের কথা খুলিয়া বলিলাম। এ সময়ে কি তোমরা কিছুই বলিবে না?"

ধর্ম্মতত্ত্ব ১লা শ্রাবণ ১৭৯১; ১০০ পৃঃ।

কুচবিহারে তাঁহার কন্যার বিবাহের পরও তিনি আর একটী পরীক্ষা দিয়াছেন। যখন ব্রাহ্মমণ্ডলী তাঁহার কার্য্যের গুণাগুণ বিচার করিতে লাগিলেন, তিনি তাঁহার সহকারীর সাহায্যে সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট স্বীয় দোষক্ষালনার্থ আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সহকারী বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও ভক্তশ্রেণী মধ্যে গণ্য, সুতরাং তিনিও সংসারের বিচারের অধীন নহেন; কিন্তু কুচবিহার বিবাহের পর যখন ব্রাহ্মগণ তাঁহার বিচার করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতাদ্বারা স্বীয় এজাহার দিয়াছেন।

আমরা বোধ করি কেশববাবুর প্রচারকগণও ভক্তশ্রেণীগণ্য সুতরাং তাঁহারাও ঈশ্বরব্যতীত আর কাহারকর্ত্তৃক বিচারিত হইবেন না; কিন্তু প্রচারকসভা তাঁহাদের সহযোগীদিগকে সময়ে সময়ে বিচার করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, মিরার, ধর্ম্মতত্ত্ব, স্বয়ং কেশববাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ যে কতবার বিচার করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য; এই ব্যবহারও অদ্যকার উদ্ধৃত মতের সম্পূর্ণ বিরোধী।

উপরে আমরা যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলাম তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে, যে এই নূতন মতটী ব্রাহ্ম সমাজে কখনই প্রচারিত ও আদৃত ছিল না। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েই উপাসক ও আচার্য্য সকলেরই ভ্রম ও দুষ্ক্রিয়ার বিচার হইবার ব্যবস্থা আছে। খৃষ্টীয় সমাজের ৩৯ ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে একটী সূত্রে আচার্য্যদিগের দুষ্ক্রিয়ায় অনুসন্ধান ও বিচারের ব্যবস্থা আছে। এই পৌরহিত্যপ্রপীড়িত ভারতবর্ষেও অন্যায়াচারী পুরোহিতগণের দোষের বিচার হইবার বাধা নাই।

কিন্তু কি কারণে মিরার ভক্ত ঈশ্বরপ্রেমিকদিগের বিচার ঈশ্বরের অনভিমত বলেন? একটী কারণ এই উক্ত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। আমরা এই মতকে জঘন্য গুরুপূজা ও নরপূজা বলিয়া জ্ঞান করি, এবং ইহা "বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ" হইতে পারে না। ঈশ্বরপ্রেমিক সকলেরই মাননীয় ও শ্রদ্ধেয়ব্যক্তি সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু যখন সেই ঈশ্বরপ্রেমিক কুক্রিয়ারত হয় তখন সে আর ঈশ্বরপ্রেমিক এবং লোকের শ্রদ্ধার উপযুক্ত পাত্র থাকে না, সুতরাং তাহাকে বিচার করায় ঈশ্বরের অবমাননা না হইয়া বরং ঈশ্বরের ইচ্ছারই অনুসরণ করা হয়। ব্রাহ্মসমাজে এই জঘন্য পৌরহিত্য প্রচার করিবার জন্য বিগত দ্বাদশ বর্ষ যথেষ্ট প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে, কিন্তু সত্যের এমনি প্রভাব যে ব্রাহ্মসমাজ এখনও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা রক্ষা করিতেছেন, সকলের দুরভিসন্ধি পরাস্ত করিয়া সত্য ও পবিত্রতাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিতে কৃতকার্য্য হইয়া-

ছেন। জড়জগৎসম্বন্ধে এই যুক্তির প্রবলতা আছে। আমি যদি একটী সুন্দর নবমল্লিকা দেখিয়া তাহার গুণবর্ণনা করি, কিন্তু একটী অপেক্ষাকৃত অসুন্দর পুষ্প দেখিয়া বলি যে ঈশ্বর কেন এমন কুৎসিত বস্তু সৃষ্টি করিলেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। কিন্তু স্বাধীনপ্রকৃতি মনুষ্যসম্বন্ধে সে যুক্তি বিফলা হয়।

ভক্তের সদ্গুণ সকল গ্রহণ করা কেনা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করেন? কিন্তু তাঁহার ভ্রম ও অসত্যকে গ্রহণ করে? যদি ভক্তের বিচার করা না হয় তবে তাঁহার ভ্রম ও সত্য উভয় গ্রহণ করিতে হয়, যেহেতু ভ্রমভাগ পরিত্যাগ করিয়া সত্যভাগ গ্রহণ করিলেই বিচার হইল। অসত্যকে পরিত্যাগ এবং পাপকে ঘৃণা করা ধর্ম্মনীতির প্রথমসূত্র। যিনি অসত্য প্রচার করিবেন অথবা পাপে নিমগ্ন হইবেন, তিনি ভক্তই হউন আর মহাপুরুষই হউন, লোকে তাঁহার বিচার করিবেই এবং জনসমাজে তিনি দণ্ডিত হইবেন।

চিন্তা।

পাপের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও ভয় না জন্মিলে কেহ পাপহইতে মুক্তি পাইতে পারে না। যখন পাপকে দেখিলে হৃদয়ে ঘৃণাভাব উদ্দীপ্ত হয়, যখন পাপকে সাপের মত ভয় করিতে মন শিক্ষা করে, তখনই তাহার পক্ষে পাপ হইতে মুক্তি পাইবার সময় আসিয়াছে। আমার কি সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে? আমি কি পাপকে সাপের মত ঘৃণা ও ভয় করিতে শিখিয়াছি? তাহা হইলে আর এদুর্দ্দশা কেন? আমি পাপকে ভালবাসি। মুখে পাপকে ঘৃণা ও ভয় করি সত্য, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, আমার অন্তরে পাপের প্রতি গভীর ঘৃণা নাই। সাময়িক উত্তেজনায় অনেক সময় মনে হয় যে, আর পাপ করিব না, কিন্তু তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে না। তাই এই মুহূর্ত্তে প্রার্থনা ও অনুতাপ, পরমুহূর্ত্তে জীবন কলঙ্কিত। পাপকে যদি আমি প্রকৃতপক্ষে ভয় করিতাম, তাহা হইলে যাহাতে পাপপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা তাহা কখনও করিতাম না।

পাপের প্রতি হৃদয়ে গভীর ঘৃণা ও ভয় উদ্দীপ্ত করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক প্রীতির ভাব উদ্দীপ্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে পাপের প্রতি কোনও দিন ঘৃণা জন্মিবে না। পাপ শারীরিক অনিষ্ট করে, পাপ মানসিক উন্নতির কণ্টক, পাপ মানুষকে অপদার্থ করে, তাই পাপকার্য্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া অভ্যস্ত দুষ্কর্ম্মের কঠোর গ্রাস হইতে মুক্তি পাইতে পারিব না। এখানে হিতবাদী হইলে চলিবে না। পাপকে ঘৃণা করিতে হইবে, কারণ পাপ সাধুতার শত্রু, ধর্ম্ম পথের কণ্টক। পাপকে পাপের জন্য ঘৃণা করিতে হইবে, তাহা হইলেই এই ঘৃণা ভাব স্থায়ী ও মূলবদ্ধ হইয়া হৃদয়ে থাকিবে। অন্যথা সাময়িক ভাব হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে, কিন্তু সেই ভাব কদাপিও দৃঢ়বদ্ধ হইবে না।

এখন পুণ্যের প্রতি প্রীতির উদ্রেক হইবে কিসে? ১ম উপাসনা, ২য় পুণ্যচিন্তা ও পুণ্য কার্য্যে রত থাকা। যাহা কিছু পড়িব, যাহা কিছু আলাপ করিব, তাহা পুণ্যের বিষয় হইবে। আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। সেটী এই, যাহাতে মনে কুভাব উত্তেজিত করে তাহা হইতে দূরে থাকিব।

সুহৃৎ সমাগম।

১লা অক্টোবর, বুধবার। ১৮৭৯।

সন্ধ্যার সময় বন্ধুগণ সম্মিলিত হইলে একজন বন্ধু বলিতে আরম্ভ করিলেন, "জীবনে ধর্ম্মের মাধুর্য্য রক্ষা করিতে অনেকেই বাসনা করেন, অতি অল্প লোকেরই সে বাসনা চরিতার্থ হয়। জীবনকে ধর্ম্মের মাধুর্য্যে আপ্লুত করিব, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে আমাদিগের দৃষ্টি অনুক্ষণ ঈশ্বরের দিকে আবদ্ধ রাখিব, এই আমাদের বাসনা। কতবার এই বাসনা হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়ে বিলীন হইল, কতবার ঈশ্বরের ভাব মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তারকার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া লুক্কায়িত হইল। এ ভাব লইয়া ধর্ম্মপিপাসু আত্মা সুখী হইতে পারে না। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা সর্ব্বদা ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হইয়া থাকিতে পারি ইহাই আজ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।" কিঞ্চিৎকাল পরে অপর একজন বন্ধু বলিতে লাগিলেন,—"এই বিষয়টি আলোচনার জন্য আমিও আজ ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছি। ঈশ্বরকে হারাইয়া যখন প্রাণ চারিদিক্ শূন্য দেখিয়াছে, শুষ্কতায় প্রাণ যখন নীরস ও কঠোর হইয়াছে, আমার জীবনের সঙ্গী কয়েকখানি পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করিয়া আমি শান্তি পাইয়াছি, হৃদয়ে সরস ভাবের আবির্ভাব অনুভব করিয়াছি। আমার সেই পুস্তক কয়েক খানির নাম শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ, প্রার্থনাবলি, নিউম্যানের Soul, মার্টিনোর সংগৃহীত ইংরেজী সঙ্গীত পুস্তক এবং Handbook of Theistic Devotion। আর এক বন্ধু বলিলেন "The mind and Words of Jesus নামক একখানি পুস্তক কোন সময় হঠাৎ আমার হস্তগত হয়। পুস্তকখানি যখনি আমি পাঠ করি আমার মধ্যে নূতন রস, নূতন ভাব আনিয়া দেয়। আমি জীবনের কঠোরতার সময় তাহা পাঠ করিয়া সরসভাব লাভ করিয়াছি। পুস্তক পাঠ করিয়া যেমন উপকার পাইয়াছি, শুষ্কতার সময় উন্নত লোকদিগের সংস্পর্শে ও বন্ধুদিগের সহবাসে ও আলাপে অনেক সময় হৃদয়ের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়াছি।"

পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর বাক্যাবসানে আর এক বন্ধু বলিলেন,—"যে সমুদয় পুস্তকের নাম করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত আরো কয়েকখানি পুস্তকের নাম করা যাইতে পারে। মিস কবের Alone to The Alone, এবং অপর একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক

Imitation of Christ পাঠ করিয়া অনেকের উপকার হইয়াছে। পুস্তক পাঠের একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করা বিধেয়। আমি কোনস্থানে বাসকালীন বিশেষ মনোনীত পুস্তক লইয়া কোন ভগ্ন অট্টালিকার নির্জ্জনস্থানে প্রবেশপূর্ব্বক পাঠ আরম্ভ করিতাম; যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটি পংক্তির ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়কে অধিকার করিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পংক্তি স্পর্শ করিতাম না। প্রায়ই এমন ঘটিত একটি পংক্তিমাত্র পাঠ করিয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইত। এই উপায়ে আমার বড় উপকার হইয়াছে। জীবনে ধর্ম্মের স্থায়ীভাব আনিতে হইলে প্রত্যেক কার্য্য আরম্ভ করিবার সময় ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়াই অমনি ঈশ্বরকে স্মরণ করিব, দৈনিক কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া লইব; স্নান করি, আহার করি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া করিব। প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ গৌরব। এইরূপে যদি কার্য্য ও বিশ্রাম সকল সময়েই ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে যত্নবান হই, তবে দেখিতে পাইব দিন দিন তাঁহার জন্য আত্মাতে গভীর তৃষ্ণার উদ্রেক হইয়াছে।"

"ঈশ্বরের নিকট দুই ভাবে উপস্থিত হইতে অভ্যাস করা উচিত। শত শত ভাই ভগিনী একত্রে সতৃষ্ণ নয়নে ঈশ্বরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনাদিগের মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন, শত শত ভাই ভগিনী একসঙ্গে প্রেমপ্লাবনে স্নাত হইতেছেন, এই এক ভাব, ইহা সামাজিক। আর, লোক নাই জন নাই, সময় নাই, স্থান নাই, শব্দ নাই, কোলাহল নাই, শরীর নাই, শারীরিক প্রবৃত্তি নাই, অন্ধকার নাই, আলোক নাই, পৃথিবী, আকাশ, বিশ্ব কিছুই নাই, কেবল আমি এবং ঈশ্বর, কেবল পুত্র এবং পিতা, কেবল আত্মা ও পরমাত্মা, কেবল আমি তাঁহাতে তিনি আমাতে, এই আর এক ভাব, ইহা একাকী। ঈশ্বরের জন্য তৃষ্ণাকে বলবতী করিবার জন্য এইরূপে ভাই ভগিনীদিগকে লইয়া কখন, কখন বা একাকী নির্জ্জনে ঈশ্বরের অনন্ত সত্তাতে জীবনকে নিমজ্জিত করিতে অভ্যাস করিতে হইবে।

এইরূপে আলোচনা হইলে একজন বন্ধু আলোচনার সারাংশ এইরূপে বিবৃত করিলেন।

ঈশ্বরের ভাবে সর্ব্বদা প্রাণকে ডুবাইয়া রাখিতে হইলে ১ম ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, ২য় উন্নত লোকদিগের ও ধর্ম্মপথের সহযাত্রীদিগের সহবাস ও তাঁহাদিগের সহিত সদালাপ, ৩য় সকল সময়ে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে যত্ন করিতে হইবে।

সমাগত বন্ধুগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন আমরা অদ্য হইতে এই সমুদয় উপায় অবলম্বন করিব।

অবশেষে একটি প্রার্থনা হইল। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বন্ধুগণ যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

প্রার্থনা।

ধন্য দীনবন্ধু! তোমার পবিত্র মধুময় আবির্ভাবে চিরদিন এ অধীনকে কৃতার্থ কর. চিরদিন প্রেমিক সেবক করিয়া রাখ, তোমার সেবায় এ অসার পাপজীবন পবিত্র হউক, কৃতার্থ হউক।

প্রেমময়, তোমার মধুরপ্রেম ভিন্ন আর কিসে আমার অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিবে? দীনবন্ধু! তুমি আমার হৃদয়ের অবস্থা দেখিতেছ, আমার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই; প্রভো! তোমার প্রেমময় সুশীতল হস্তে আমার হৃদয় স্পর্শ কর, তোমার স্পর্শে আমার হৃদয় শান্তি লাভ করিবে।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)

আমার হৃদয় অনুতাপের অশ্রুধারা পরিস্কৃত হইয়া তোমার নিকট আসে নাই, তাই ইহা এত শুষ্ক, নির্জ্জীব। কবে আমার সংসারাসক্তি যাইবে, হৃদয় তোমার দিকে প্রবলপ্রেমে আকৃষ্ট হইবে, আমার সমস্ত জীবন পরিশুদ্ধ হইবে! তোমার নিকট যতক্ষণ থাকিব স্বর্গের আস্বাদন পাইব, হৃদয় কোমল থাকিবে, কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলেই আবার তোমাহইতে বিচ্ছিন্ন হইব, হৃদয়ের কোমলতা, স্বর্গীয় নির্ভর চলিয়া যাইবে। প্রভো! এমন কোন উপায় করিয়া দাও যাহাতে তোমা হইতে আমি আর বিচ্ছিন্ন না হই। আমার হৃদয়কে প্রেমে সবল কর, নতুবা বাহিরের উপায়ে কিরূপে তোমাকে হৃদয়ে রাখিব?

দীনবন্ধো! আমার হৃদয়ের দুর্দ্দশা তুমি দেখিতেছ; আমার হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত; তোমা হইতে আমার হৃদয় কতদূর বিচ্ছিন্ন তাহা তুমি দেখিতেছ; দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া তোমার চরণতলে পড়িলাম, দীনবন্ধো! রক্ষা কর, এ দুর্দ্দিন দূর কর, হৃদয়কে সুস্থ সবল কর।

দয়াময়! আমার মনের এই ভাব কে দূর করিবে? আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত; হৃদয় শুষ্ক কঠিন। প্রেমের উৎস, ভাবের উৎস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, হৃদয় হইতে প্রেম প্রবাহিত হয় না; দীনবন্ধো! এই অবস্থা আমার পক্ষে মরণ; আমি এই মৃত অবস্থায় থাকিতে পারি না; দীনবন্ধো, প্রেমশূন্য জীবন ধারণ করিতে হইলে আমি জীবনের প্রত্যাশী নহি; তুমি হৃদয়ের দশা দেখ, তোমার প্রেমহস্ত হৃদয়ে স্পর্শ করাও, এই শুষ্ক প্রস্তরময় হৃদয় হইতে প্রেমবারি প্রবাহিত হউক।

আমার অন্তরের অন্তরে তোমার অধিকার স্থাপিত না হইলে কিরূপে আমার জীবন পবিত্র হইবে; অন্তর যদি তোমার জন্য ব্যাকুল না হয়, তবে বাহিরের উপায়ে তোমাকে কিরূপে লাভ করিব। যেস্থান হইতে জীবনপ্রবাহ সকল

বাহির হয়, প্রভো, সেখানে ধর্ম্মের বীজ, অনুরাগের বীজ রোপণ কর, আমার সমস্ত জীবন পবিত্র হইয়া যাক্।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, অত্রত্য দুই জন ব্রাহ্ম যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁরা উভয়েই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য।

কয়েকজন ব্রাহ্ম বন্ধুর উদ্যোগে গত ১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার, সিটীস্কুল ভবনে বালকদিগের নীতিশিক্ষার জন্য একটী রবিবাসরিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বাবু রামকুমার বিদ্যারত্ন কিছু দিন পূর্ব্বে সৈদপুর হইতে এখানে প্রত্যাগত হন। তিনি সৈদপুর "নেটিব ইম্প্রুবমেণ্ট সোসাইটীতে" গত ১লা অগ্রহায়ন রবিবার "জাতীয় জীবন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন এবং তত্রত্য সমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। গত বুধবার বাবু বিপিনচন্দ্র পালকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি পুনরায় উত্তর বাঙ্গালাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এবার উত্তর ও পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেক স্থানে তাঁহার যাইবার ইচ্ছা।

বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার সিন্দুরিয়াপটী পারিবারিক উপাসনা সমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রাতঃকালীন ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সায়ংকালীন উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণ অপরাহ্নে উপস্থিত থাকিয়া ভাবোন্মত্ততার সহিত অনেক সঙ্গীত করেন। উপাসনান্তে ন্যূনাধিক দুই শত লোক একত্রে প্রীতিভোজন করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় যে কয়েকটী ব্রাহ্মবন্ধুর প্রচার বৃত্তান্তের বিষয় লিখিয়াছিলাম, তাঁহারা দুইবার প্রচারার্থ বাহির হইয়াছিলেন। এবার ইহাঁরা প্রথমে পোড়াদহে উপস্থিত হন। ইহাঁরা দেখিয়া সুখী হইলেন "কাটদহ সভা" একটী নৈশ বিদ্যালয়, একটী বালিকাবিদ্যালয় ও পেনিব্যাঙ্ক সদৃশ একটী দোকানের দ্বারা তথাকার লোকদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছেন। তথাকার কয়েকজন অধিবাসীর সহিত আলাপভিন্ন ইহাঁরা তথায় আর কিছু করিতে পারেন নাই। তৎপর ইহাঁরা পুনরায় কুমারখালীতে উপস্থিত হন। পূর্ব্ববারে সেখানে যে ছাত্রসভা স্থাপন করিয়া আসেন, এবারে তাহার কার্য্যপ্রণালী স্থির করেন। যাহাতে ছাত্রদিগের হৃদয়ের ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয় তদুপযোগী সাধনপ্রণালী স্থির করিলেন। তৎপর তত্রত্য সমাজের উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। দ্বিতীয় বারে ইহাঁরা কুষ্টিয়া গমন করিয়া তথাকার অনেক ভদ্রলোক ও কৃষকদিগের সহিত আলাপাদি করেন। আমরা শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলাম ইহাঁরা সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের উদ্যোগ করিয়া আসিয়াছেন।

বিগত ৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার এখানে একটী অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিধবা বিবাহ সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বরের নাম বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, বয়স অনুমান ২৯ বৎসর, জাতিতে কায়স্থ; ইনি শিলিগুড়িতে ডাক্তারি কার্য্য করেন। কন্যার নাম শ্রীমতী অম্বুজা নন্দিনী দেবী, বয়স অনুমান ২২ বৎসর, জাতিতে ব্রাহ্মণ, নিবাস বালি। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন।

গত ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার আর একটী ব্রাহ্মবিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয়। বরের নাম বাবু বিপিনমোহন সেহানবীস, বয়স অনুমান ২৭ বৎসর, নিবাস রংপুর জেলায়; ইনি তথাকার গোবিন্দগঞ্জের সবরেজিষ্ট্রার। কন্যার নাম শ্রীমতী ক্ষিরোদাসুন্দরী দেবী, বয়স অনুমান ২০ বৎসর, নিবাস লক্ষ্ণৌ। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেরিত।

প্রতিবাদ।

মহাশয়:—

গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে দেখিলাম, "শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন" ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, "এ সংবাদ ব্রাহ্ম সমাজের সংবাদস্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা কি ইহাই প্রকাশ পায় না যে কেশব বাবু যাহা প্রচার করেন তাহা আপনাদিগের মতে "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার" হইতেছে? তাহাই যদি হয় তবে আর কেশব সম্প্রদায়ের মধ্যবর্ত্তীতাবাদিত্ব ও গঙ্গাপূজাদির এত প্রতিবাদ কেন করেন? বড় দুঃখের বিষয় এই যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও যে সকল লোক কাজকর্ম্ম করেন তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ "দুই নায়ে দুই পা" দেওয়ার লোক আছেন। আমরা সময়ে সময়ে এরূপ অনেক কার্য্য দেখিতে পাই, যাহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা হয়, কখনও প্রতিবাদ করিয়াও দেখিয়াছি, কর্ম্মকর্ত্তাদিগের সকল সময়ে মতি ঠিক থাকে না। আমাদিগের যাহা বারংবার মনে হয়, বুঝিবা তাহাই সত্য। আমরা মনে করি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও এমন কতক গুলি লোক আছেন যাঁহাদিগের প্রকৃতি অতিসাধু (too good)। কিসে কি হয় বুঝিতে পারেন না, এবং অনেক সময়ে কাল্পনিক উদারতার কালসর্পকে পুষ্পমালা বলিয়া আলিঙ্গন করেন। তাঁহাদিগের মনে রাখা উচিত যে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজরূপ প্রভুর কার্য্য করেন। আমরা ইহাও মনে করি যে হয়তো সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এমনও দুই এক জন লোক আছেন, যাঁহারা লোকচক্ষে ধূলি দেওয়ার জন্য এরূপ অসরল ব্যবহার করেন। মনে জানেন, তাঁহারা কেশবদিগের ঘোর বিরুদ্ধবাদী, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এরূপ আত্মীয়তা না দেখাইলে বাহিরের লোকে বড় নির্দ্দয় ও কঠোরমিলাপ্রিয় বলিয়া ভাবিবে এজন্য জানিয়া শুনিয়া বাহিরে এরূপ ব্যবহার করেন। আমরা মনে করি ধর্ম্ম ও বিবেককে উপেক্ষা করিয়া এরূপ অনাবশ্যক উদারতা দেখান পাপ। তত্ত্বকৌমুদীতে আমরা মধ্যে মধ্যে এরূপ মন্তিব্য দেখিতে

পাই, দেখিয়া দুঃখিত হই এবং হতভাগ্য দেশ ও সমাজের জন্য ব্যথিত হই। আমার কথা অধিকতর পরিষ্কার করিবার জন্য আমি নিম্নে যে প্রশ্ন করিতেছি, মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাহার উত্তর দিলে বাধিত হইব।

(১) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গঙ্গাপূজা, হরিনামপ্রচার, ঊনপঞ্চাশৎ মতপ্রচারাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্য কি না?

(২) উক্ত সম্প্রদায়, ঐরূপ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া করিলে এবং প্রচার করিলে তাহারা অব্রাহ্ম কি না?

(৩) উহাদিগের ধর্ম্ম প্রচার "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার" বলিয়া যে ঘোষণা করে সেও ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করে কি না?

পরিশেষে এই বক্তব্য যে, তত্ত্বকৌমুদীর লিখিত উক্ত কেশবচন্দ্র সেন যদি কুচবিহার বিবাহের কেশবচন্দ্র না হয়েন, আমার এই পত্র প্রকাশ করিবেন না। তাহা হইলে আগামীতে সে কথাটাও খুলিয়া বলিবেন। ঐ নামে আর কেহ ধর্ম্মপ্রচার করেন, আমরা জানি না।

ঢাকা
৬ অগ্রহায়ণ
১২৮৬। } বশংবদ
ব্যথিত

কেশববাবু ও তাঁহার অনুচরগণ ব্রাহ্ম কি না?

মহাশয়!

আজ কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত অনেককে বলিতে শুনা যায় যে, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ নানামত প্রচার করিয়া ব্রাহ্মনামের অধিকারচ্যুত হইয়াছেন: ন্যায়তঃ ইহাঁদিগকে আর ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে না, কোন সাম্প্রদায়িক নামে ইহাঁদিগকে অভিহিত করা উচিত।" ফলতঃ ইহাঁরা এত ভ্রমপূর্ণ মত প্রচার করিতেছেন ও এত দূর সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রদর্শন করিতেছেন যে হঠাৎ এরূপ সংস্কার হওয়া অসম্ভব নহে, এবং আমার মনেও মধ্যে মধ্যে এরূপ সংস্কার হইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে ইহাঁদের প্রকাশিত প্রবন্ধ, বক্তৃতা, সঙ্গীত বা উপদেশের মধ্যে এমন একটীও মত আছে বলিয়া বোধ হয় না, যাহা স্পষ্টরূপে উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য-বিরোধী। এই সমুদয়ের মধ্যে অনেক ভ্রম, সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা দেখিতে পাওয়া যায় সন্দেহ নাই; এই সমুদয়ের বিরুদ্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ন্যায়তঃই সংগ্রাম করিতেছেন এবং হয় ত চিরদিনই করিতে হইবে; কিন্তু ভ্রমপ্রমাদ সকল ব্যক্তি এবং সকল সমাজ মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে; মূলসত্যে অবিশ্বাসী না হইলে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ই ব্রাহ্মনামের অনধিকারী হইতে পারেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই কয়েকটীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যরূপে স্থির করিয়াছেন;—

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব

(২) পরলোকের অস্তিত্ব

(৩) উপাসনার আবশ্যকতা

(৪) কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞান কিম্বা কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থকে অভ্রান্ত ও মুক্তির একমাত্র উপায় মনে না করা।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ কি বাস্তবিক এই মত গুলির মধ্যে কোন একটী অস্বীকার করিয়াছেন? কোন একটীর বিরুদ্ধ কোন মত প্রচার করিয়াছেন? ইহাঁদের মধ্যে নানা ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও ইহাঁরা এত দূর পশ্চাদ্গমন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহাঁরা অনেক সময় অতি অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক ভাষা ও দূষিত কবিত্ব ব্যবহার করেন; তাহাতে সরলতাপ্রিয় ও ইহাদের সহিত অপরিচিত অনেক পাঠকের মনে ভ্রম জন্মে। যাহা হউক ইহাঁদের প্রকাশিত প্রবন্ধ বক্তৃতা, সঙ্গীত কিম্বা উপদেশ এই সমুদয়ের মধ্যহইতে স্পষ্টরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যবিরোধী কোন মত বাহির করিয়া দিলে বাধিত হইব। আপনার পাঠকগণ আমার লেখা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিবেন আমিও এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ নহি। প্রশ্নটী ব্রাহ্মসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমি উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

কলিকাতা জিজ্ঞাসু।
১২ই অগ্রহায়ণ ১২৮৬।

একটী প্রস্তাব।

মহাশয়!

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যেরূপ গৃহবিবাদ লাগিয়াছে তাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রেম পুনঃস্থাপনের জন্য একটী কোন বিশেষ উপায় গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। প্রেম অভাবে ব্রাহ্মসমাজের যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা বোধ হয় চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। যদি জিজ্ঞাসা কর প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ কতদিন থাকিবে, আমি বলিব যতদিন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রেম থাকিবে। বাস্তবিক প্রেম ভিন্ন স্বাধীন লোকদিগকে আর কিছুই বাঁধিতে পারে না, এক করিতে পারে না। আজ ব্রাহ্মসমাজহইতে ভ্রাতৃপ্রেম বাহির করিয়া লও, কল্য ব্রহ্মমন্দির শূন্যগৃহ পড়িয়া থাকিবে। অতএব যে প্রেমের এত শক্তি, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে তাহার অভাব পূরণ যে প্রথম কার্য্য তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন এই প্রথম কার্য্য কোন্ বিশেষ উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাহা ব্রাহ্মসাধারণের চিন্তা করা উচিত। আমার বোধ হয় প্রত্যেক সমাজের অধীনে একএকটী সম্মিলনীসভা করিয়া তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত নিয়মগুলি কার্য্যে পরিণত করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

১। ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে জানিয়া কেহ কাহাকে তাচ্ছিল্য করিবেন না

২। এক দিবসের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতে পরস্পরকে নমস্কার করিতে হইবে।

৩। অন্ততঃ প্রতিবাসিদিগের প্রতিদিন একত্রে উপাসনা করিতে হইবে।

৪। ভ্রাতাদিগের মধ্যে কেহ কাহারও সহিত নিকৃষ্ট ভাষায় কথাবার্ত্তা কিম্বা নিকৃষ্টরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৫। ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে ধনী, নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, উচ্চজাতি ও নীচজাতি লইয়া কোন প্রকার ভেদাভেদ থাকিবে না।

৬। ধর্ম্মবন্ধুদিগের কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্ততঃ একবার প্রত্যেকের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

৭। ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে নিত্যপ্রেম সাধন করিতে হইবে। কোনক্রমে অপ্রেম প্রবেশ করিলে তাহা পরস্পরের চেষ্টাদ্বারা দূর করিতে না পারিলে সভার আশ্রয় লইতে হইবে।

৮। ভ্রাতাদিগের মধ্যে পরস্পরের ত্রুটী, দোষ বা ভ্রম বন্ধুভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে তাহাতে ফল না হইলে সভার আশ্রয় লইতে হইবে।

৯। ধর্ম্মবন্ধুদিগের মধ্যে জাতিভেদ থাকিবে না।

১০। ভ্রাতাদিগকে সভার মীমাংসার অধীন হইতে হইবে।

১১। যাঁহারা সম্মিলনীসভার নিয়ম পালন না করিবেন তাঁহারা সভার সভ্য থাকিতে পারিবেন না।

১২। যাঁহারা সম্মিলনীসভার সভ্য নহেন, ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ কার্য্যে অথবা বিশেষ সভার সভ্য পদে তাঁহাদিগের নিযুক্ত হওয়া, সম্মিলনী সভার সভ্যগণ অনুমোদন করিবেন না।

১৩। সাধারণের উপকারের জন্য ও সভ্যগণের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য প্রত্যেক সম্মিলনী সভার উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও সভ্যের তালিকা কোন সাধারণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

এ নিয়মগুলি প্রত্যেক ব্রাহ্মের পালনীয়। কিন্তু এস্থলে এগুলির বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করিতে হইবে। এই নিয়মগুলির যে পরিবর্ত্তন হইবে না, তাহা নহে। উপযুক্ত নিয়ম সন্নিবিষ্ট হইলেই হইল।

বালেশ্বর
৮ই অক্টোবর ১৮৭৮ } শ্রীরমানাথ দাস।

মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজবালিকাবিদ্যালয়।

সম্পাদক মহাশয়!

বিগত ১০ই কার্ত্তিক অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় মহাসমারোহের সহিত উপরিউক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে যশোহর জেলার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ ও ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। উপস্থিত ৪০ জন ছাত্রীর সকলকেই নানাপ্রকার অলঙ্কার, কাচের বাসন, চিরুণী, ছবি, পুস্তক ও মিঠাই প্রদত্ত হইয়াছে। সভাস্থলে সম্পাদক যে কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যালয়ের অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা উহার কোন কোন অংশের উল্লেখ করিতেছি।

"গত ১লা আগষ্ট মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় উপাসকের যত্ন ও উৎসাহে উক্ত বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে বিদ্যালয়টীর বয়স তিন মাস মাত্র হইয়াছে, ইতিমধ্যেই বিদ্যালয় আশাতিরিক্ত উন্নতিলাভ করিয়াছে। ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফল অতীব সন্তোষজনক। বনগ্রাম সবডিবিজনের স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর বাবু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদিগের মনে সমধিক আশা সঞ্চারিত হইয়াছে।"

উপসংহারকালে আমরা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পুরস্কার উপলক্ষে নিম্নলিখিত সাহায্যকারী মহাশয়দিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুগোলাল চট্টোপাধ্যায়।
" " রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
" " কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।
" " উমেশচন্দ্র সেন গুপ্ত।
" " কালীময় ঘটক।
" " কেদারনাথ রায়।
" " বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।
" " রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী।
" " নীরদচন্দ্র রায়চৌধুরী।
" " রাধাশ্যাম গুঁই।
" " যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" " অভিলাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
" " গণপতি রায়চৌধুরী।

মহেশপুর
১৫ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } দর্শক
শ্রীকালাচাঁদ উকীল
মহেশপুর

হৃদয়ে থাক হে নাথ!

১

এ হৃদয় লয়ে নাথ কেমনে সংসারে যাই?
দুর্ব্বল নির্জ্জীব অতি বিন্দু অনুরাগ নাই,
সংসার মায়ায় নাথ প্রাণ মন ডুবাইব,
মুহূর্ত্তে তোমারে হায় একেবারে ভুলে যাব।

২

এই যে প্রেমের বিন্দু শোভিছে হৃদয়পরে,
যথা শিশিরের বিন্দু নবদুর্ব্বাদল শিরে,
কতক্ষণ আর ইহা হৃদয় উপরে রবে?
সংসারতপনতাপে মুহূর্ত্তে শুকায়ে যাবে।

৩

এই যে উৎসাহ কণা হৃদয়েতে রহিয়াছে?
অনল কণার সম মিট মিট জ্বলিতেছে,
কতক্ষণ আর ইহা জ্বলিবেক এ হৃদয়ে?
মুহূর্ত্তে সংসার বাত ফেলিবেক নিবাইয়ে।

৪

তবে এ হৃদয় লয়ে কেমনে সংসারে যাব?
তোমারে ছাড়িয়া আর কত দিন কাটাইব?
বুঝেছি বুঝেছি নাথ অপবিত্র সে জীবন,
যাহে চির বিরাজিত নহে তব সিংহাসন।

৫

প্রেমের নয়ন মেলি দিবা নিশি চেয়ে আছ,
অজস্র প্রেমের ধারা অবিরত ঢালিতেছে,
ও নাথ! কেমন প্রাণে কেমন কঠিন প্রাণে
কাটাব জীবন আমি ভুলি তোমা হেন ধনে?

৬

না না নাথ!
জীবন থাকিতে আমি কভু হেন ভাবিব না,
তোমারে ছাড়িয়া আর এ জীবন কাটাব না,
দেহ মন প্রাণ হিয়া সকল তোমারে দিব,
তব প্রেম সিন্ধুনীরে এ জীবন ডুবাইব।

৭

প্রাণ নাথ! হৃদি মাঝে পাত তব প্রেমাসন,
বল, সদা হৃদয়েতে পাব তব দরশন,
বল নাথ হৃদি মাঝে হবে সদা প্রবাহিত
অতীব প্রবলবেগে পবিত্র প্রেমের স্রোত।

৮

নির্জ্জীব হৃদয়ে নাথ জ্বালাও উৎসাহানল,
আপনি আহুতি দিয়ে বাড়াও তাহার বল,
বল নাথ অনুক্ষণ থাকিবেক প্রজ্বলিত,
সংসারের বৃষ্টি বাতে হইবেনা নির্ব্বাপিত।

৯

তবে কি সুখের দিন আসিবে আমার নাথ!
প্রেমিক সেবক হয়ে থাকিব তোমার সাথ,
রহিব আশ্রয়ে তব নিরাপদে অনুক্ষণ,
প্রেম ভক্তি ভরে সদা সেবিব ও শ্রীচরণ॥

দেখাদেও!

দেখা দাও, প্রাণনাথ! হেরি ও বদনশোভা
নির্জ্জীব হৃদয়ে পুন আসুক নবজীবন,
হৃদয় কুটীর মম তোমা বিনা অন্ধকার,
আলোকিত হোক পেয়ে প্রেমালোক পরশন।

ক্ষণে ক্ষণে এ জীবনে হেরিয়া ও প্রেমমুখ
হৃদয় প্রফুল্ল হয়, জীবনেতে পাই বল,
পুন কাল মেঘ আসি ঢাকে ওই প্রেমানন,
আঁধার দুর্গতি মাঝে পড়িয়া হারাই বল।

তব সহবাস বিনা কেমনে হে প্রাণ নাথ
দুর্গম জীবন পথে করিব হে বিচরণ,
শোক দুঃখ যন্ত্রনায় হৃদয় দহিবে যবে
কে আর শান্তনা বারি বরসিবে সেই ক্ষণ।

অগণ্য বিপদ দল ঘেরিবে আমায় যবে,
আঁধার দেখিবে আঁখি, হিয়া হবে ম্রিয়মান,
কে আর তখন আসি দেখাইবে জ্ঞানালোক,
দুর্ব্বল জীবনে মোর করিবেক বলদান।

তাই বলি, প্রাণ নাথ! থাক হে আমার সাথ,
নিত্য এ হৃদয় মাঝে প্রকাশহে প্রেমানন,
তব মুখ নিরখিয়া, তব প্রেম কথা শুনি,
নির্ভয় আনন্দ মনে কাটাইব এ জীবন

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৴০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১।০	/০
Morning & evening meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচন	।০	/০

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে কাজ্‌ছিলা প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুলাই ১৮৭৯।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. December 1879

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৪শ সংখ্যা। | ১লা পৌষ সোমবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥• মফস্বল ঐ ৩৲

মনুষ্য যখন দেখে তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করে না, তখন সে শপথ করে। সে মনে করে যে নিজের নামে অসত্য বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু ঈশ্বরের নামে বলিলে সকলেই বিশ্বাস করিবে। হা! নির্ব্বোধ! সত্যের উপর ঈশ্বর যে তাঁহার মোহর অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, অসত্যের উপর সে মোহর নাই; তুমি লক্ষ লক্ষ বারও যদি ঈশ্বরের নাম দিয়া অসত্য প্রচার করিতে চেষ্টা পাও তাহা নিষ্ফল হইবে। মোহর দেখিয়া লোকে সত্য চিনিয়া লইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব বলেন যে, "থিইষ্টিক কোয়ার্টার্লি রিভিউ" পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে যাহা প্রদর্শিত হয়, তাহা লইয়া কেহ কেহ অসার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।" ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার গ্রন্থ কত দিন হইল প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি এ সম্বন্ধে লোকের ভ্রম দূর না হওয়ায় আমাদের সহযোগী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিসম্পাৎও করিয়াছেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি প্রকৃত ধর্ম্মসাধনে পরাঙ্‌মুখ এবং তাহারা উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পক্ষে এখনও নিতান্ত অপরিপক্ক। আমরা সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি ঐ মত সার পুস্তক কে প্রচার করিয়াছেন? কোন সমাজ কর্ত্তৃক যে উহা প্রচারিত হইয়াছে অথবা কোন প্রকাশ্য সভায় উহা গৃহীত হইয়াছে ঐ পুস্তকে তাহার কোন চিহ্ন নাই। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষার গ্রন্থেই কেবল এই মাত্র পাওয়া যায় যে উহা ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত। তবে এখন হইতে ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে যাহা মুদ্রিত হইবে তাহাই কেশব বাবুর সমাজের মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? আমাদের সহযোগীর ভাবে বোধ হয় ঐ পুস্তক খানি কেশব বাবু লিখিয়াছেন, নতুবা তিনি লোকের ধৃষ্টতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন কেন? কিন্তু কেশব বাবুর প্রচারিত তাবৎ মত যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত হয়, প্রতাপ বাবুর প্রচারিত মতও কেননা হইবে? তাঁহাদের নিকট প্রভেদ আছে, কেননা প্রতাপ বাবু প্রফেট নহেন, কিন্তু আমরা কেশব বাবুর প্রচারিত তাবৎ মতকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি না।

প্রকৃত আত্মদর্শন।

১

মানুষ সচরাচর বহির্বিষয় ও বহির্ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত। সে এই সকল বিষয় ব্যাপারের মধ্যে রুদ্ধ ও বদ্ধনেত্র হইয়া আছে। বাহিরের বিষয় সকল—বাহিরের ঘটনা সকল তাহার দৃষ্টিকে এত দূর আকৃষ্ট ও অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে সে আপনার দিকে আপনার তাকাইবার অতি অল্পই সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হয়। এ পৃথিবীতে প্রায় মনুষ্যমাত্রকেই এই বাহ্যসংসারসম্বন্ধে জাগ্রত কিন্তু আত্মসংসারসম্বন্ধে নিদ্রাভিভূত বলিয়াই বোধ হয়। মানুষ নানা বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইতেছে, নানা তত্ত্বের আলোচনা করিতেছে, বিদ্যার চর্চ্চাতে অভিনিবিষ্ট ও বিবিধ শাস্ত্রের জল্পনাতে অর্পিত রহিয়াছে, কিন্তু আপনার বিষয় অতি অল্পই আলোচনা করে। এ পৃথিবীতে আত্মপ্রশ্ন অতি বিরল; এবং যাঁহাদের মধ্যে আত্মপ্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই আত্মালোচনাতে উপনীত হন এবং যাঁহারা আত্মালোচনাতে উপনীত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই প্রকৃত আত্মতত্ত্ব লাভ করেন। আত্মপ্রশ্ন উপস্থিত হইলে যাঁহারা আত্মালোচনাতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই নানা ভ্রান্তি ও সন্দেহবাদে উপনীত হন। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়, লোকে বাহ্যজগতের মুখচ্ছবি অহরহঃ দর্শন করিতেছে অথচ আপনাকে আপনি দেখিতে পায় না; এবং ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে যে যাঁহারা বাহ্য বিষয়ের নানা তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হইতেছেন তাঁহারা আত্মতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হইতে গিয়া নানা ভ্রান্তি ও সন্দেহজালে জড়িত হইয়া শেষে অন্ধকার দেখিতে থাকেন। আত্মপ্রশ্ন উপস্থিত হইলে নানা ভ্রান্তি ও নানা সন্দেহ উত্থাপিত হয় বলিয়া অনেক মহানুভব ব্যক্তি আত্মপ্রশ্ন একেবারে পরিহার পূর্ব্বক বহির্বিষয় ও বহির্ব্যাপারে বদ্ধ থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। একে ত আত্মপ্রশ্ন অতি বিরল, তাহাতে আবার ইহাকে একান্ত পরিহার করিবার চেষ্টারও নিতান্ত অভাব নাই।

ইহা অবশ্য সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে যদিও অতি পূর্ব্বকাল হইতে আত্মপ্রশ্ন উদয় হইবার পথে নানা বাধা ও বিঘ্ন, কিন্তু আমাদের মধ্যে আত্মালোচনার ঐকান্তিক অভাব নাই। ইহার প্রতিকূলে নানা আপত্তি, নানা প্রলো-

ভন ও নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বে একালপর্য্যন্ত মনুষ্য ইহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই আলোচনার ফল যতই শুভপ্রদ হউক না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ইহাদ্বারা প্রকৃত আত্মদর্শন লাভ হয় নাই। বিবিধ দার্শনিক মতের অস্তিত্বই ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। জড়বাদ, মায়াবাদ, সন্দেহবাদ প্রভৃতি বিসম্বাদী মত সকল প্রকৃত আত্মদর্শনের অভাবেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। দর্শনশাস্ত্রের সমুদায় ভ্রম এই অভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিবার সুযোগ পাইতেছে না বলিয়া নানা মুনির নানা মত হইয়া দাঁড়াইতেছে। আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইলে এই সকল দার্শনিক মতভেদের তাদৃশ স্থল থাকিত না।

এই আত্মদর্শনের অভাব হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানামতের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত তাহা হইলে পুস্তকবদ্ধ অভ্রান্ত শাস্ত্র বিশেষ আবির্ভূত হইয়া স্বাধীন মনুষ্য জাতিকে মতশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইত না, আপনার অন্তরেই সকলে অভ্রান্তশাস্ত্র, রত্নময় জ্ঞান দেখিতে পাইত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষকে অভ্রান্ত শাস্ত্রের অভ্রান্ত ব্যবস্থাপক রূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে স্বজাতীর উপর অনুচিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হইত না, আপনার অন্তরের মধ্যেই নিত্য বর্ত্তমান অভ্রান্ত ব্যবস্থাপক ও অভ্রান্ত নেতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই স্বর্গীয় হস্তে আপনাপন পোতের কাণ্ডার সমর্পণ করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত তাহা হইলে মনুষ্যকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া সুশাশিত রাখিবার জন্য মনঃকল্পিত ক্লেশ দুঃখের কালাগ্নিময় ভয়ানক নরক বা সুরা অপ্সরা পূর্ণ অশেষ সুখপ্রদ আরামময় স্বর্গের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইত না, আপনার অন্তর মধ্যে বিশুদ্ধ শাসনতন্ত্রের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য বিশেষকে মানবজীবনের পূর্ণ আদর্শ ও ঈশ্বরের বিশেষ অবতার স্বীকার করিয়া তাহাকে পূজার্চ্চনা করিবার চেষ্টা হইত না, আপনার অভ্যন্তর মধ্যে পূজার্চ্চনার প্রকৃত বিষয় সন্দর্শন করিয়া আপনার হৃদয়জাত বিমল প্রেম ভক্তি তদীয় চরণে নিয়ত উপহার দিতে সমর্থ হইত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত তাহা হইলে, মনুষ্যাত্মাকে অশীতি কোটী যোনি ভ্রমণ করিয়া পরিক্লান্ত ও উত্ত্যক্ত হইতে হইত না, কিন্তু অনন্ত উন্নতির সহজ ও পরিষ্কার পথ সম্মুখে বিস্তৃত দেখিয়া নির্ভর হইতে পারিত।

প্রকৃত আত্মদর্শন দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনাদ্বারা লাভ করা যায় না। দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা একমাত্র চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজজ্ঞান ও বুদ্ধির জ্যোতি আত্মার যে সমস্ত বিভাগে পতিত হয়, এই চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টিদ্বারা তাহার অন্তর্গত বিষয় সকল আত্মার জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজজ্ঞান ও বুদ্ধির আলোক, সকল দিক্ আলোকিত করিতে পারে না, সুতরাং আত্মনিহিত অনেকানেক বিষয়, মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায়, এই চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টির অপ্রাপ্য ও অনধিগম্য হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজজ্ঞান ও বুদ্ধি আত্মার সেই দিক্‌মাত্র আলোকিত করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছে, যে দিকের সঙ্গে এই পৃথিবীর অস্থায়ী ও সাময়িক সম্বন্ধ। কিন্তু আত্মার যে দিক্ ঈশ্বর ও পরকালের দিকে, আমাদের সহজজ্ঞান ও বুদ্ধি সে দিকে এরূপ ক্ষীণ মলিন ও অসম্পূর্ণ জ্যোতি বিস্তার করে, যে আমাদের চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টি সে দিকে কেবল নিবিড় কুজ্ঝটিকা বা অন্ধকারই দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা আত্মার এদিক্‌কে যে একেবারে অস্পৃশ্য রাখিয়াছে, তাহা নহে; প্রত্যুত দর্শন শাস্ত্রে ঐশ্বরিক ও পারলৌকিক আত্মতত্ত্বের ভূরি ভূরি মীমাংসা দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু সেই সমস্ত মীমাংসা দেখিয়া বোধ হয় যে মীমাংসকদিকের আদৌ প্রকৃত আত্মদর্শন হয় নাই, তদ্দ্বারা কেবল অন্ধকারকে গাঢ়তর অন্ধকার করা হইয়াছে। রামপ্রসাদ ঠিক্‌ই বলিয়াছেন "ষড়্‌দর্শন অন্ধগুল, দেয় লোকের চক্ষে ধূল।" বস্তুতঃ এই সকল দার্শনিক মীমাংসা দ্বারা মানুষের আভ্যন্তরিক চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত আমাদিগের প্রাচীন যোগশাস্ত্র, ও আধুনিক তন্ত্র, ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক অধ্যাত্মতত্ত্ব, এবং উইলিম ক্রুক্‌স প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আধ্যাত্মিক শক্তিপুঞ্জের বর্ত্তমান পরীক্ষা সকল, আত্ম-গর্ভ-নিহিত যে সমস্ত অলৌকিক ও অস্ফূর্ত্তপূর্ব্ব শক্তি নিচয়ের কথা ব্যক্ত করে, যদি তন্মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের আত্মচৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টিমূলক দর্শনশাস্ত্র, আত্মার সে দিকের কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হয় নাই এবং কখনও যে প্রাপ্ত হইবে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না।

পার্থিব সম্বন্ধ-জনিত দেশ কাল পাত্র ও অবস্থা বিশেষে আত্মাতে যে সমস্ত স্থানীয়, সাময়িক, লৌকিক ও আকস্মিক ভাবান্তর বা অবস্থান্তর সংঘটিত হয়, তাহার অনুভব, চিন্তা ও আলোচনা প্রকৃত আত্মদর্শন নহে। প্রকৃত আত্মদর্শন তাহা, যাহাতে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যাহা কিছু সার্ব্বভৌমিক, নিত্য, মুখ্য তাহা এক সঙ্গে বা একত্রে প্রকাশ পায়। এরূপ আত্মদর্শন দার্শনিক চেষ্টার অতীত বিষয়। যখন মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশ পায়, অনন্তের বীজ দর্শন হয়, পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার নিত্যযোগ, তাঁহার উপর অতিশয় নিত্য নির্ভর, তাঁহাতেই আত্মার নিত্যসম্বল ও নিত্য আরাম আবিষ্কৃত হয়, তাহার নিত্য কালের কামনা সকল, ভাব সকল, আশা সকল, স্ফূর্ত্তি পায়, ইহলোক ও পরলোকের সঙ্গে তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ উদ্বোধিত হয়, তাহার জীবনের চরমাবস্থা ও পরিণামের ছবি উদ্দীপ্ত হয়, তখনই মানুষের প্রকৃত আত্মদর্শন লাভ হয়। যেখানে প্রকৃত আত্মদর্শন, সেখানে সন্দেহ নাই, অবিশ্বাস নাই। প্রকৃত আত্ম-

দর্শনে জ্ঞান বিশ্বাস একত্র হয়। কেবল প্রকৃতআত্মদর্শনে কেন, যাবতীয় প্রকৃত দর্শনে জ্ঞান ও বিশ্বাস এক হইয়া থাকে। এ বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নহে, চাক্ষুস প্রত্যক্ষজনিত স্থায়ী ও অটল বিশ্বাস।

এই আত্মদর্শন চিন্তা ও আলোচনা বা দার্শনিক পরীক্ষার অধিগম্য নহে। ইহা সরল প্রার্থীর প্রতি ব্রহ্মকৃপার ফল। যখন সরল প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ ব্রহ্মকৃপার আলোক অন্তরে উদ্দীপ্ত হয়, তখনই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি আত্মার অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত হয়। প্রকৃত আত্মদর্শন, ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পায় না। কিন্তু ব্রহ্মাবির্ভাবের সঙ্গেই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। উপরের লিখিত আত্মার সমস্ত বিভাগ একেবারে স্ফূর্ত্তি পায় না। প্রথমে, সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দের ক্রোড়ে আত্মা, আপনার ক্ষুদ্র শিশুরূপ, সেই অনন্তের গর্ভে, এই অনন্তের ক্ষুদ্র বীজটী দর্শন করে, পরে আর আর সকলভাব সময়ে প্রকাশিত হয়।

যে দিন আত্মা আপনার দিকে তাকাইয়া তন্মধ্যে সেই অনন্তের বীজ প্রথম দর্শন করে, সেই দিন হইতে তাহার প্রকৃত নবজীবন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে পার্থিবজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সম্বন্ধ-জনিত আত্মাসম্বন্ধীয় বাহ্য জ্ঞানও বিকসিত হইয়াছিল, কিন্তু যে শুভদিনে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বিকসিত হয়, সে দিন আত্মার পক্ষে যথার্থই নূতন জীবন। এ দিন হইতে একটী অভিনব পট আমাদের অন্তর মধ্যে খুলিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক মনুষ্যকে এই শুভ দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে; দয়াময় ঈশ্বর প্রত্যেক লোকের জন্য অবসর অন্বেষণ করিতেছেন। বাহ্যিক আত্মজ্ঞান দর্শন শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইলে দর্শন শাস্ত্রের নূতন পরিচ্ছদ আরম্ভ হইবে।

ইন্দ্রধনু।

দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি; পৃথিবী বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে; জীবজন্তু প্রাণভয়ে কম্পিত হইতেছে। ধনগেল; মানগেল,প্রাণের প্রিয়তম বস্তু সকলই অন্তর্হিত হইল; নরনারী শোকে দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া আকাশপানে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে, তবুও বৃষ্টি থামিল না। মুষলধারে আকাশ ভাঙ্গিয়া জলধারা পতিত হইতেছে, মানুষের বাঁচা দুষ্কর হইয়া উঠিল। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে, আর মানুষ আপনার মধ্যে আপনি লুক্কায়িত হইতেছে। প্রলয় উপস্থিত। চারিদিকে কেবল জল। জলে পৃথিবী ভাসিয়া গেল, এবার বুঝি আর সৃষ্টি রক্ষা পায় না। মানুষ মৃত্যু সন্নিকট জানিল।
ডুবু ডুবু, দিন অবসান প্রায়, এমন সময়ে পূর্ব্বদিক আলো করিয়া ইন্দ্রধনুর উদয় হইল, কোটী কোটী নরনারী একস্বরে হুহুঙ্কারধ্বনি করিয়া উঠিল, সে স্বর পৃথিবী কম্পিত করিয়া অনন্ত আকাশের দিকে প্রধাবিত হইল। আনন্দ আর ধরে না; সকলের মুখেই আনন্দ, সকলের মুখহইতেই জয়ধ্বনি। এই মুহূর্ত্তপূর্ব্বে পৃথিবী রসাতলে যাইতেছিল, মানুষ গভীর আতঙ্কে কাঁপিতেছিল, পূর্ব্বগগণে ইন্দ্রধনুর উদয় হইবামাত্র জীবন পাইলাম বলিয়া চারিদিকে আনন্দের রোল উঠিল, পৃথিবী মনোহরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল।

চাহিয়া দেখ, পূর্ব্ব গগণে ইন্দ্রধনুর উদয় হইয়াছে, বহুকালের নানা প্রকার ক্লেশ ও যন্ত্রণার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতাকাশে কত ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, কত ধর্ম্ম লুক্কায়িত হইয়াছে, কত বিপ্লব, কত প্রলয় মানব হৃদয় ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, সত্যালোক তড়িতবৎ প্রকাশিত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশে লুকাইয়া গিয়াছে, ভ্রম, কুসংস্কার ও অসত্য, নিবিড় অন্ধকারে দেশের এক প্রান্ত হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে; কে জানিত সে ঘন মেঘজাল বিদীর্ণ করিয়া সত্যসূর্য্য উদিত হইবে, কে জানিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘজাল পরমসুন্দর ইন্দ্রধনুরূপে পরিণত হইবে, কে জানিত কুসংস্কারাপন্ন, উপধর্ম্মের জঞ্জালে মোহাপন্ন ভারতভূমিতে সত্যালোক প্রতিভাত হইবে। যাহা মানববুদ্ধিতে অসম্ভব, তাহাই সম্ভব হইয়াছে, ঘোরান্ধকারাচ্ছন্নভূমিতে জ্যোতিষ্মান্, মনোরম বর্ণে রঞ্জিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব কেমন প্রতিফলিত হইয়াছে। মানুষ মেঘবক্ষে ইন্দ্রধনুর উদয় দেখিয়া বৃষ্টির অবসান গননা করে, কুসংস্কার সত্যধর্ম্মের উদয় দেখিয়া মানবহৃদয় অসত্যের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব জানিয়া আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ চলিয়াগেল এ নিয়মের ব্যতিক্রম মানুষ চক্ষে দিখিল না; ইন্দ্রধনু চিরদিনই মেঘাবসানের সময় জগতের নিকট ঘোষণা করিতেছে, সত্য আপনার বিপ্লবকারিণী শক্তি জগতের নিকট প্রমাণিত করিতেছে। হিমালয় সমান পর্ব্বত চলিয়া যাইবে, গিরিসমূহ স্থানচ্যুত হইবে, কিন্তু সত্যের এই অমানুষী শক্তি কখনও বিন্দুমাত্র টলিবে না। ব্রাহ্ম! সত্যের এই অজেয় ও অপরিবর্ত্তনীয় পরাক্রম দেখিয়া আশ্বস্ত হও, অল্পবিশ্বাসী, ক্ষীণবিশ্বাসী আর থাকিওনা; দেখিতে কি পাওনা, তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া অসত্যের রাজ্য আঘাতে আঘাতে ভিত্তিহীন করিতেছে? দেখিতে কি পাওনা, সত্যের প্রবল পরাক্রমে, তরঙ্গাভিঘাতে সৈকত ভূমির ন্যায়, অসত্য দেখিতে দেখিতে কেমন তিরোহিত হইতেছে। তুমি দেখ, দেখিয়া সুযোগ থাকিতে থাকিতে অসত্যের মস্তকে আঘাত কর।

পাঠক! তোমার দিন কি অন্ধকারপূর্ণ? তোমার দিন কি বিষাদ কালিমায় কলঙ্কিত? তোমার দৃষ্টিসীমা কি কৃষ্ণবর্ণ মেঘে লুক্কায়িত? তোমার দিন চলা কি ভার হইয়াছে? নিরাশার ঘন আবরণ ভেদ করিয়া কি আশার জ্যোতি বিদ্যুৎ প্রমাণ প্রবেশ করে না? পাপের ভার কি এত হইয়াছে যে ঊর্দ্ধদিকে একবারও সজল নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও পার না? নিরাশ হইও না, আশার কথা শুন। আকাশে ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া নাবিক যেমন ভীত হয়, তুমি তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তেমনি ভীত হইয়াছ, বায়ুর প্রবল গর্জ্জন

শুনিয়া, উত্তাল তরঙ্গের বিভীষিকা দেখিয়া প্রাণে হতাশ হইয়াছ। বিশ্বাসচক্ষু ঊর্দ্ধ দিকে নিক্ষেপ কর, ঐ দেখ মেঘের মধ্য দিয়া বিন্দু বিন্দু আলো বাহির হইতেছে, ঐ দেখ মেঘে মনোহর ইন্দ্র ধনুর উদয় হইয়াছে। তোমার দুঃখের দিন শেষ হইতে চলিল। মেঘ যত অন্ধকারপ্রতিবিম্ব, তত উজ্জ্বল,—পরীক্ষা যত কঠোর, আশাবাক্য তত মধুর। তুমি যত কেন হীন হও না, ঈশ্বরের ক্ষমতা ও প্রেম অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবে। অতএব হে বিশ্বাসী! যখন অন্ধকার তোমার চতুর্দ্দিকে ঘন হইতে থাকিবে, তখন সবলে একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি কর; বিশ্বাস লাভ করিয়া প্রাণে আশার ইন্দ্রধনু উদিত দেখিবে, দুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে, ঝড় নিস্তব্ধ হইবে, নিবিড় মেঘ জাল উড়িয়া যাইবে। তুমি আশাতে প্রদীপ্ত হইয়া বলিবে, হে ঈশ্বর! সুখে তোমার দয়া, দুঃখে তোমার দয়া।

সে দিনের কথাও ভাবিয়া দেখ যে দিন আকাশ নির্ম্মল, মেঘ শূন্য। যখন মেঘ আকাশে আর উড়িয়া বেড়াইবে না, আকাশ আর অন্ধকারে আবৃত হইবে না, তখন তোমার আর ইন্দ্র ধনুর প্রয়োজন হইবে না, ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্বা তোমাকে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। এখন দুঃখ না হইলে তুমি আশার কথা শুনিতে পাও না, কিন্তু তখন তোমার প্রাণে সেই উজ্জ্বল আশা সর্ব্বদা অধিবাস করিবে যাহা কখনও অস্তমিত হয় না, যে আশার উজ্জ্বলকিরণ কোন ছায়াতে লুকায়িত হয় না। বিশ্বাসি! অনন্ত কালের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সেই অক্ষয় আশায় সঞ্জীবিত থাকিয়া তুমি জ্যোতির্ম্ময়ের দিকে চাহিয়া থাকিবে, যত চাহিবে ততই উজ্জ্বল হইবে।

অতএব হে ব্রাহ্ম! ভারতাকাশে যে ইন্দ্রধনুর উদয় হইয়াছে তাহা দেখিয়া তোমার বিশ্বাস দৃঢ় কর, তোমার হৃদয়ে যে ইন্দ্রধনুর উদয় হইতেছে তাহাতে আশান্বিত হইয়া অগ্রসর হও। যে দিনে দুর্দ্দিনের বিভীষিকা থাকিবে না, সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হও।

শ্রীমদ্ভাগবত।

৩

আমরা পাঠকদিগকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে আমাদের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয়ের শ্লোক গুলি একাদশ স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায় হইতে গৃহীত। অদ্য সেই একাদশ স্কন্ধ হইতেই ভক্তি বিষয়ক কয়েকটী শ্লোক পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। এই শ্লোক গুলি পরম ভাগবত উদ্ধবের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণরূপী ভগবানের উক্তি বলিয়া বর্ণিত। যিনিই বলিয়া থাকুন তাহাতে কিছু আসে যায় না; যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর তাহাই আমাদের গ্রহণীয় ও আদরণীয়; এবং যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর তাহা মনুষ্যের মুখ-বিনিসৃত হইলেও তাহা ঈশ্বর প্রেরিত, সন্দেহ নাই।

(১) ভক্তির আত্যন্তিক আবশ্যকতা :—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা। ১১।১৪।১৯

হে উদ্ধব! যোগ, সাংখ্যধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপ, কিছুই আমাকে আমার প্রতি প্রবলা ভক্তির ন্যায় সাধন করিতে পারে না।

ধর্ম্মঃ সত্য দয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেত মাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতিহি॥ ১১।১৪।২১

ধর্ম্ম, সত্য, দয়া, বিদ্যা, তপস্যা এই সমুদয়, আমার প্রতি ভক্তি ব্যতিরেকে হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপ পবিত্র করিতে পারে না।

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যাবিনাশয়ঃ॥১১।১৩।২২

ভক্তি বিনা শরীর রোমাঞ্চিত হয় না, চিত্ত দ্রবীভূত হয় না, আনন্দাশ্রু বর্ষিত হয় না, এবং অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় না।

(২) ভক্তির আনন্দ।

ময্যর্পিতাত্মনঃসভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখংযত্তৎ কুতঃস্যাদ্বিষয়াত্মনাং॥ ১১।১৪।১১

হে ভদ্র! যে আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়াছে সে আমাতে যে সুখপায় বিষয়ী ব্যক্তিরা সে সুখ কোথায় পাইবে?

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্ট মনসঃ সর্ব্বাঃসুখ ময়াদিশঃ॥ ১১।১৪।১২

আমার ভক্ত অকিঞ্চন, সমচিত্ত, শান্ত, দান্ত, এবং আমাতে সন্তুষ্টচিত্ত; তাহার কাছে সমুদয় দিক্ সুখময়।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং নরসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবংবা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ ১১।১৪।১৩

ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা মুক্তি, আমার ভক্ত, আমাবিনা এই সমুদয় কিছুই চাহেনা।

বাগগদ্গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কবিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥১১।১৪।২৩

আমার ভক্তের চিত্ত দ্রবীভূত হয় ও তাহার মুখ হইতে গদগদ বাক্য বিনিসৃত হয়; সে কখনো অতিশয় রোদন করে, কখনো হাস্য করে, কখনো লজ্জারহিত হইয়া গান করে ও নৃত্য করে, আমার ভক্ত পৃথিবীকে পবিত্র করে।

(৩) ভক্তির পবিত্র কারিণী শক্তিঃ—

যথা সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়াভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥১১।১৪।১৮

হে উদ্ধব! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি, কাষ্ঠ সমূহ ভস্মসাৎ করে, সেরূপ মদ্বিষয়াভক্তি সমস্ত পাপ দগ্ধ করে।

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥১১।১৪।১৭

আমার ভক্ত অজিতেন্দ্রিয়তা বশতঃ বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট

মান হইলেও প্রবলা ভক্তির প্রভাবে বিষয়ে অভিভূত হইতে পারে না।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথাপশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন সংপ্রযুক্তং ॥১১।১৪।২৫

আমার পুণ্যগাথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনদ্বারা আত্মা যত পরিশোধিত হয় ততই চক্ষু যেন অঞ্জনপ্রযুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্ব।

যখন মনুষ্যের হৃদয়ের পবিত্রতা ও উদারতার প্রস্রবণ গুলি শুষ্ক হইয়া যায়, যখন সে আপনার কলঙ্কের ভারে আপনাকে অবনত দেখে, যখন তাহার নিজের পরাজয় ও যাহাকে আপনার শত্রু জ্ঞান করে, তাহার জয় হইতেছে দেখে, তখন সে তাহাদিগকে অভিশম্পাৎ করিতে থাকে। আমাদিগের সহযোগী ধর্ম্মতত্ত্বসম্পাদক আজ কাল এই হীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। আপনাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া এবং আপনাদিগের প্রচারিত মতের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে না পারিয়া তিনি নীচভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন। ইহার নেতা, সভ্য, প্রচারক, এমন কি স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার অভিশম্পাৎ ও গ্লানির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহাদিগের প্রতি "করে, চলে" প্রভৃতি ভদ্রসমাজনিন্দিত ভাষাপর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আমাদের সহযোগীর উক্তি গুলি এই;—

"ব্রাহ্মসমাজ যখন সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন আধুনিক সভ্যতার যে সকল দূষিত ফল তাহাও ইহাকে ভোগ করিতে হইবে। সাধন ভজন, বিশ্বাস, ভক্তি, পবিত্রতার প্রতি অন্ধ হইয়া যাহারা সামাজিকতার অনুরোধে ব্রাহ্ম বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে চোর, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্ত যে অনেক থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু নূতন ধর্ম্মবিধানের জীবন থাকিতে এরূপ দুর্দ্দশা হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। যদি আমরা এই পাপস্রোতকে বাধা দিতে না পারি, তবে একটী সীমা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিব। যেখানে উপপত্নী ভদ্রমহিলার সঙ্গে একত্র পান ভোজন করে, বেশ্যা ও ব্যভিচারী প্রশ্রয় পায়, যেখানকার নেতৃগণ মিথ্যাকৌশলদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে, প্রচারকগণ বেতনভোগী হইয়া মনুষ্যের অধীনে চলে, যেখানে প্রতিষ্ঠিতচরিত্র জগন্মান্য সাধুগণের নিন্দা প্রচারিত হয়, যে সমাজ পান ভোজন, আহার পরিচ্ছদ ও বিবাহকে যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্যের উপর গণনা করে, যেখানে নীতির আদর্শ হীন মলিন, সেই সমাজ হইতে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল। যাঁহারা নূতন বিধানের যুগে বাস করিতেছেন, মুক্তিপ্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা ভদ্রমহিলাদিগকে ও আপনাদের ধর্ম্মজীবনকে দূষিত ব্যভিচারী সহবাস হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিতে চেষ্টা করিবেন। সভ্যতার পরিচ্ছদধারী পাপ পিশাচ ও পিশাচী হইতে সাবধান।"

ধর্ম্মান্ধতা মনুষ্যকে যে কি পর্য্যন্ত অনুদার ও নীচ করিতে পারে তাহার প্রমাণের জন্য আর অন্যত্র গমন করিতে হয় না। বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচারকবর্গ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অপদস্থ করিবার জন্য সময়ে সময়ে যে সমস্ত মিথ্যা অপবাদ ঘোষণা করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়। কেশববাবুর ন্যায় বিবেচক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পক্ষে এপ্রকার নীচ ব্যবহার কোন ক্রমেই মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। আমরা উপরে যে লেখাটী উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সহিত কেশব বাবুর কোন সংস্রব না থাকিতে পারে, কিন্তু এইরূপ নীচ বিদ্বেষবিজৃম্ভিত অপবাদ ঘোষণার মূল যে তিনি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যদিও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকিত, তথাপি সাধারণে এই সমস্তের জন্য তাঁহাকেই দায়ী গণ্য করিবে, যেহেতু তাঁহার সমাজের পত্রিকা ও পুস্তিকাতে যখন তৎসমূহ প্রচারিত হইতেছে এবং তিনি তাহার বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিতেছেন না, তখন তিনি যে ইহাতে সংসৃষ্ট আছেন তাহাকে না বিশ্বাস করিবে। কিন্তু আমরা কেবল এইমাত্র প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কেশব বাবুকে দায়ী করিতেছি না, আমরা যে প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। সকলেই অবগত আছেন যে, কেশব বাবুর একটী "প্রচারক সভা" আছে, সেই সভার সভাপতি তিনি স্বয়ং এবং সম্পাদক বাবু গৌরগোবিন্দ রায়। ঐ প্রচারক সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে লক্ষ্য করিয়া কি অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা ১৬ ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে পাঠ করিবেন। আমরা এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যেহেতু রাজধানীতে এবং অন্যান্য স্থানে যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগের মধ্যে মত-ব্যতিক্রম এবং চরিত্র-দোষ সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিদিত হইয়াছে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নামে, তাঁহার আদেশে, আমাদিগের সমাজের কল্যাণের জন্য দেশের সকল স্থানে অবস্থিত ভ্রাতৃমণ্ডলীকে এখন সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত যে তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মত ও নীতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইতে পারে।" * * * *

"আমরা অতি বিনীত ভাবে ভারতবর্ষস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও আচার্য্যগণকে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা আমাদিগের সমাজের সার সার মত গুলি, যথা ঐশ্বরিক আবির্ভাবের বাস্তবিকিতা, বিধাতৃত্ব, প্রত্যাদেশ, দৈনিক উপাসনা, যোগ, আত্মার অমরত্ব ইত্যাদি রক্ষা করিবেন এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে যথাসাধ্য ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতা এবং ধ্যান ধারণা উপাসনা বর্দ্ধন করিবেন। আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যে, আমাদিগের পবিত্র প্রিয়সমাজকে সকল প্রকার

সংশয়ী, জড়বাদী, অবিশ্বাসী এবং উপহাসপরায়ণদিগের দূষণীয় প্রভাব হইতে সর্ব্বথা সযত্নে নির্ম্মুক্ত রাখেন। সামাজিক পবিত্রতার অত্যুচ্চ আদর্শে আমাদিগের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে আমরা মনে করি স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শিথিলতাও সমাজের পক্ষে অতীব বিপজ্জনক। আপাততঃ অনিষ্টকর না হইলেও অযথোচিত স্বাধীনতা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণতাদ্বারা প্রণোদিত হয়, তবে উহা ঈশ্বর এবং আমাদিগের পবিত্র সমাজের চক্ষে অতীব ঘৃণিত। ঈশ্বরের আদেশ এই, স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সর্ব্বদা পবিত্রতম সম্বন্ধ অবস্থিতি করিবে, এবং যে কোন অবস্থা হউক না কেন অত্যল্প পরিমাণেও এরূপ স্বাধীনতা হইতে দেওয়া যাইবে না যাহা আত্মার মঙ্গলের পক্ষে অন্তরায়।"

* * * আগ্রহাতিশয় সহকারে আমরা দেশস্থ বিদেশস্থ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও ধর্ম্মজ্যেষ্ঠগণকে নিবেদন করিতেছি যে নর নারীর সম্বন্ধ শিথিল করিবার জন্য যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা তাঁহারা সাধ্যানুসারে নিবারণ ও দমন করেন এবং আমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষগণকে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবারস্থ বিশুদ্ধ ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ শিক্ষা দেন।"

এই অনুজ্ঞাপত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধী এবং তাঁহারা তদ্বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু সাধারণব্রাহ্মসমাজ এই ঘোষণা পত্র প্রচার সময়ে বঙ্গীয়স্ত্রীসমাজ নামে একটী সভা সংস্থাপন করেন এবং তাহা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী।

এক্ষণে আমরা পূর্ব্বোক্ত অপবাদ ও উক্তিগুলির প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাঁহাদের প্রথম অপবাদ এই যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সকল অথবা কোন কোন সভ্য সামাজিকতার অনুরোধে আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা কি আজ নূতন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছেন? তাঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রথম হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য আছেন, এবং কেবল তাহা নহে, ইতঃপূর্ব্বে উক্ত সমাজের পত্রিকায় তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ ও ভ্রাতৃপ্রেমের সুযশ ঘোষণা করা হইত। ১৮৬৮ সালের ৫ই জুলাই দিবসে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে সভা হয় তাহাতে এই সামাজিকতাঅনুরক্ত অনেক ব্রাহ্ম যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কেশব বাবু প্রভৃতি তৎকালে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। অপরৈক সামাজিকতানুরক্তব্রাহ্ম যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের তিন জনকে সপরিবারে স্বীয় ভবনে প্রায় এক বৎসর কাল আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং প্রচারকোষে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহের প্রশংসা বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির মুখে ধরিত না। কিন্তু ১৮৬৭ সালের কথা এখন কি আর স্মরণ আছে?

আমাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, আমরা "চোর, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, প্রবঞ্চক ও ধূর্ত্ত;" কোন কোন ভদ্র ব্যক্তি ও মহিলার নামে গোপনে গোপনে দুর্নাম প্রচার করাও হইতেছে। এই নীচ জঘন্য প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আর অধিক কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে ঐ সকল অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কেবল দুই এক জন দায়িত্বহীন ব্যক্তির দ্বারাই ইহা প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচারকগণ তাহা সপ্রমাণ করিবার সাহস না করিয়া গোপনে তাহা ঘোষণা করিতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, আমাদের চরিত্রের যে কোন দোষ আছে তাঁহারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন নতুবা আমরা তাঁহাদিগকে পরমর্য্যাদাপহারী কাপুরুষ বলিয়া গণ্য করিব। আমরা দম্ভের সহিত বলিতে পারি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়কদিগের নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কারোপ করা তাঁহাদের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে দুঃসাহস ও অবমৃষ্যকারিতা মাত্র।

তৃতীয় অভিযোগ এই যে, আমাদের "নেতৃগণ মিথ্যা কৌশলদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে।" আমাদের নেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্যবহারজীবী (Barristers and pleaders) ইহাই উক্ত অভিযোগের মর্ম্ম। এতৎসম্বন্ধে কোন প্রতিবাদই আবশ্যক বোধ হয় না। এই উনবিংশ শতাব্দিতে এই ব্যবসায়কে যাঁহারা প্রবঞ্চনা ব্যবসায় বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা আপনারাই লোকচক্ষে নিন্দিত হইবেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইতিপূর্ব্বে কখন এই ব্যবসায়ের নিন্দা ইঁহাদের মুখে শ্রুত হওয়া যায় নাই। যখন এক জন ব্যবহারাজীবী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের কাহার কাহার পরিবারের ভরণপোষণের ভার লইয়াছিলেন, তখন সেই প্রবঞ্চনাউপার্জ্জিত অর্থে প্রতিপালিত হইতে তাঁহাদের বিবেকের কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই, এবং অদ্যাপিও তাঁহাদের মধ্যে যে সকল ব্যবহারাজীবী আছেন তাঁহাদের অর্থসাহায্য লইতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না। হায়! বিদ্বেষবশতঃ মনুষ্য কত অসত্যই প্রচার করে!

আমাদের বিরুদ্ধে চতুর্থ অভিযোগ এই, আমাদের প্রচারকগণ বেতনভোগী হইয়া মনুষ্যের অধীনে চলে। কেশব বাবুর প্রচারকগণের সহিত আমাদের প্রচারকগণের এবিষয়ে যদি কোন প্রভেদ থাকে তাহা এই, যে তাঁহাদের প্রচারকদিগকে যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় তাহাকে 'উপজীবিকা' বলা হয়, এবং আমাদের প্রচারকদিগকে যে সাহায্য করা হয়, তাহার নাম 'সাহায্য;' কিন্তু হৃদয়ের ভাবসম্বন্ধে কি কোন প্রভেদ আছে? "বেতনভোগী" একথা বলিতে কি লেখকের ওষ্ঠ ও লেখনী কম্পিত হইল না, হৃৎকম্প অনুভব হইল না? যে ব্যক্তি বিদ্যাবুদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সংসারের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলী দিয়া ঈশ্বরের পবিত্র নাম প্রচারের জন্য আপনাকে ও পরিবারবর্গকে কষ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি বেতন ভোগী? হায়! ধর্ম্ম! তুমি কি কেশব বাবুর সংস্রব পরিত্যাগ করি-

রাম্ব? "বেতন ভোগী"! কলঙ্কীওষ্ঠকে স্থগিত কর। পাপ রসনায় লৌহ শলাকা বিদ্ধ কর। আমাদের অন্যান্য প্রচারকেরা ধর্ম্মের জন্য বহুকাল হইতে প্রাণসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা মনুষ্যের অধীনে চলেন, কিন্তু ঈশ্বর কি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, বিবেককে তাঁহারা কি জলাঞ্জলী দিয়াছেন? যে স্থানে ইঁহারা মনুষ্যের অধীনে চলেন অর্থাৎ বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করেন, সে স্থানে কেশব বাবুর প্রচারকেরা কেবল তাঁহাদের দৈবগুরুর আদেশে কার্য্য করেন।

আমাদিগের বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযোগ, আমরা সাধুনিন্দাকারী। যদি কেশববাবু ও তাঁহার প্রচারকদিগের দোষ গুণের বিচার করা মহাপরাধ হয়, তবে আমরা সে দোষে দোষী; কিন্তু তাঁহাদের পাপ সকলকে বিচার করিবার আমাদের অধিকার আছে, আমরা বিবেচনা করি। যদি তাঁহারা আমাদের বিচার না করিতেন, আমরাও তাহাদের বিচার করিতাম না। বিচার করিলেই বিচারিত হইতে হয়।

আমাদের বিরুদ্ধে অপর যে দুইটী অভিযোগ করা হইয়াছে, যে আমরা ধর্ম্মাপেক্ষা আহার বিহারকে অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করি এবং আমাদের নীতির আদর্শ হীন, ও মলিন, আগামীতে ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রচারার্থ ভ্রমণ।

গত ২৬এ নবেম্বর দুই প্রহর একটার সময় মেল ট্রেনে আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গে উত্তর বাঙ্গালা যাত্রা করি। শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়িতে উঠিয়া আমাদিগকে গোয়ালন্দ লাইনে পোড়াদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিতে হইয়াছিল। প্রায় ৫॥০ ঘটিকার সময় আমরা পোড়াদহ পৌঁছি। উত্তর বঙ্গ ষ্টেট রেলওয়ে লাইনে কোথাও যাইতে হইলে পোড়াদহ হইতে পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের দামুকদিয়া ব্রাঞ্চ হইয়া যাইতে হয়। দামুকদিয়া পদ্মার পারে স্থিত। আমরা সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দামুকদিয়া পৌঁছি। দামুকদিয়া হইতে পদ্মা পার হইতে হয়। একখানা ফেরি ষ্টিমারে পদ্মা পার হওয়া যায়। পদ্মা পার হইতে প্রায় ৪৫ মিনিট লাগিয়াছিল। বর্ষার সময় অন্যূন দুই ঘণ্টাকাল লাগিয়া থাকে। পদ্মা পার হইয়াই সারাঘাট ষ্টেশন। সারাঘাট উত্তর বঙ্গ রেলওয়ে লাইনের প্রথম ষ্টেশন। রাত্রি প্রায় ৮॥০ ঘটিকার সময় আমরা সারাঘাট পরিত্যাগ করি। উত্তর বঙ্গের গাড়িগুলি সাধারণতঃ পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ে লাইনের গাড়ির মত। তবে পূর্ব্ব বঙ্গের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলি উত্তর বঙ্গ লাইনের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সুখপ্রদ। আমরা পরদিন প্রাতে ৮॥০ ঘটিকার সময় জলপাইগুড়ি পৌঁছি।

বৃহস্পতিবার ২৭এ নবেম্বর। জলপাইগুড়ি স্থানটী দেখিতে মন্দ নয়। গ্রাম্যজীবনসুলভ প্রাকৃতিক সরল সৌন্দর্য্যের সহিত নগরের পরিপাট্য ও ব্যস্ততার কথঞ্চিৎ সমাবেশ এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। জলপাইগুড়িকে গ্রামও বলা যায় না, এবং নগর বলিলেও ঠিক বলা হয় না। গ্রাম্যনগরী বা নাগরিক গ্রামই ইহার যথার্থ অভিধান হইতে পারে। প্রকৃতির শোভা এস্থানে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে হিমালয় দৃশ্যমান। উত্তরদিকে চাহিলে প্রকাণ্ড পর্ব্বতমালা দেখিয়া মন গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ হয়। যেমন কবি লিখিয়াছেন, "উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি উর্ম্মি-তদুপরে," সেইরূপ জলপাইগুড়ি হইতে উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শৃঙ্গের উপরে শৃঙ্গ, শৃঙ্গ তদুপরে, এই প্রকারে হিমালয় আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিম্নতর শৃঙ্গ সমূহ ঘনশ্যাম বর্ণে অনুরঞ্জিত, কিন্তু উচ্চতর শৃঙ্গসমূহের প্রতি দৃষ্টি করিলেই হিমালয়কে পক্ককেশ গিরিরাজ বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করে। প্রাতঃকালে হিমালয়ের শোভা বড় চমৎকার হয়। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন কোনও অদৃশ্য চিত্রকর ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া গিরিরাজের শৃঙ্গ ধবলবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিতেছেন। হিমালয়ের দিকে চাহিলে আপনাআপনিই "চমৎকার অপার জগত-রচনা তোমার, শোভার আগার, বিশ্বসংসার" এই পদটী মনে পড়ে। এই চমৎকার দৃশ্য শত ধর্ম্মোপদেশের সমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সকলে তাহা দেখে না। মানুষ চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির, জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞান। সকলেরই যদি প্রকৃত চক্ষু থাকিত, তবে অনন্তজলধি, অসীমআকাশ অগণ্য নক্ষত্ররাজি, সুমহান্ গিরিশৃঙ্গ ও মনোহরপুষ্প দেখিয়া কেহ জগতে অধার্ম্মিক থাকিত না। সকলেরই যদি কান থাকিত, তবে নদীর কলকল ধ্বনি, বিহঙ্গের কাকলি ও মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া কে জগতে নাস্তিক, অবিশ্বাসী থাকিতে পারিত? প্রকৃতি শতমুখে যাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছে, কর্ণ থাকিলে কি কখনও মানুষ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিত। মানুষ দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝেনা। তাই জগতে এত অধর্ম্ম এত পাপ, এত অবিশ্বাস। হিমালয় কি আশ্চর্য্য শিক্ষক? যদি কেহ ঈশ্বরের মহত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে চায়, তবে যেন অসীম সমুদ্রে একবার ভাসে, নতুবা হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে একবার আরোহণ করে। হিমালয়কে দেখিলে মনে যুগপৎ শতভাবের উদয় হয়। একদিকে যেমন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য রচনা দেখিয়া প্রাণ মন স্তম্ভিত হয়, অপরদিকে আবার ভাবিতে ভাবিতে ভারতের দুঃখ গতি আসিয়া আপনি মনে পড়ে। প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে রজতরঞ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভারাশি দেখিয়া "কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি, রোগশুষ্কমুখে হাসি রাশি ভরি, রূপের গরব করিস হায়," এই গানটী অনেকবার মনে পড়িয়াছে।

জলপাইগুড়িতে কার্য্যোপলক্ষে প্রায় দুই শতাধিক বাঙ্গালী

বাস করেন। এখানে পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিতেন। কিন্তু জজসাহেবের কাছারি রংপুর উঠিয়া যাওয়া অবধি অনেকে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখানে একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৪০ ছিল। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর মাসে জেলের রক্ষকদিগের সহিত স্কুলের কতিপয় ছাত্রের ঘোর বিবাদ হয়। এই বিবাদ লইয়া কাছারিতে মোকদ্দমা হয়, ডাক্তার সাহেব জেলের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট, সুতরাং ছাত্রেরা দোষী প্রমাণিত হয়। তদবধি ছাত্রসংখ্যা কমিতে আরম্ভ হয়, বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৭০ জন হইবে। এখানে ব্রাহ্মসমাজের যত্নে বহুদিন হইল একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেইটী এখন ব্রাহ্মসমাজের হাতে নাই। গবর্ণমেণ্ট এখন বিদ্যালয়টী তাঁহাদিগের আংশিক কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়াছেন। এখানে একটী বঙ্গবিদ্যালয় ও একটী গুরুট্রেনিং নর্ম্মাল স্কুল আছে।

জলপাইগুড়ির ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা খুব ভাল নয়। বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ৭, তাহার মধ্যে ৪জন আনুষ্ঠানিক,সাধারণ লোকদের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বড় বিশেষ সহানুভূতি নাই। ইহার জন্য সাধারণ ও ব্রাহ্মগণ উভয় পক্ষই আংশিক রূপে দোষী। ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, তাঁহার স্বভাবের নম্রতা ও অলন্ত উৎসাহে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আশা করি তাঁহার যত্নে জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে।

আমরা আসিয়া অবধি এখানে নবীন বাবুর বাসায় প্রত্যহ পারিবারিক উপাসনা হইয়াছে। শনিবার (২৯ এ নবেম্বর) অপরাহ্ণে সার্দ্ধ পাঁচ ঘটিকার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় "জীবন না মৃত্যু" এই বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাস্থলে প্রায় ১২৫ জন স্থানীয় ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। পরদিন পণ্ডিত মহাশয় সামাজিক উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। সোমবার প্রাতে আমরা জলপাইগুড়ি পরিত্যাগ করিয়া শিলিগুড়ি যাত্রা করি।

(ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ২৪ অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসুর কন্যা শ্রীমতী হেমলতার সহিত, ঢাকার ইষ্ট পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায়ের সহিত শুভ বিবাহ নিম্নপ্রকাশিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কুমারী হেমলতা বসুর সহিত শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায়ের শুভ বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি।

শকাব্দাঃ ১৮০১। ২৪ অগ্রহায়ণ।

ঈশ্বর স্মরণ—কন্যাকর্ত্তা বেদির সম্মুখে বরকে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন, যথা

"সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব স্মরণ করি, যিনি অদ্যকার শুভ অনুষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও কল্যাণফলবিধাতা হইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন।"

অনুমতি গ্রহণ।

অনন্তর কন্যাকর্ত্তা দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যা ভারার্পণ কর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু।

এই কন্যার শুভ ভারার্পণ কর্ম্মে আপনারা পুণ্যাহ বলুন।

সকলে—ওঁ পুণ্যাহং।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যা ভারার্পণ কর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু।

এই কন্যার শুভ ভারার্পণ কর্ম্মে আপনারা ঋদ্ধি বলুন।

সকলে—ওঁ ঋদ্ধ্যতাং।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভ কন্যাভারার্পণ কর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোঽধি ব্রুবন্তু।

এই কন্যার শুভ ভারার্পণ কর্ম্মে আপনারা স্বস্তি বলুন।

সকলে—ওঁ স্বস্তি।

পাত্রের বরণ।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং।

এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্।

বর—অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণামি।

অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ এষঃ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং।

এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করুন্।

বর—প্রতিগৃহ্ণামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইমানি তৈজসানি প্রতিগৃহ্যন্তাং।

এই তৈজস সকল গ্রহণ করুন্।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ তৎসদদ্য একাধিকাষ্টাদশ শততম শকাব্দে মার্গশীর্ষে মাসি চতুর্ব্বিংশতি দিবসে কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণেপক্ষে একাদশ্যাং তিথৌ মধুকুল্য গোত্রস্য হরিনারায়ণ দত্ত রায়স্য প্রপৌত্রং কীর্ত্তিনারায়ণ দত্ত রায়স্য পৌত্রং শ্রীজয়নারায়ণ দত্ত রায়স্য পুত্রং মধুকুল্য গোত্রং শ্রীকালীনারায়ণ দত্ত রায়ং গৌতম গোত্রস্য গোবর্দ্ধন বসোঃ প্রপৌত্র্যাঃ গৌরহরি বসোঃ পৌত্র্যাঃ হরনাথ বসোঃ পুত্র্যাঃ গৌতম গোত্রায়াঃ শ্রীহেমলতা বসোঃ কন্যায়াঃ শুভভারমর্পয়িতুং এভির্র্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

অদ্য একাধিক অষ্টাদশ শততম শকাব্দে, অগ্রহায়ণ মাসে, চতুর্ব্বিংশতি দিবসে, কর্কট রাশিস্থ ভাস্করে, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে, মধুকুল্য গোত্র হরিনারায়ণ দত্ত রায়ের প্রপৌত্র, কীর্ত্তিনারায়ণ দত্ত রায়ের পৌত্র, শ্রীজয়নারায়ণ দত্ত রায়ের পুত্র, মধুকুল্য গোত্র কালীনারায়ণ দত্ত রায় আপনাকে গৌতম

গোত্র গোবর্দ্ধন বসুর প্রপৌত্রী, গৌরহরি বসুর পৌত্রী, শ্রীহরনাথ বসুর পুত্রী গৌতম গোত্রা শ্রীহেমলতা বসুর শুভ ভারার্পণার্থ এই সকল অর্ঘ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বরত্বে বরণ করিতেছি।

বর—ওঁ বৃতোঽস্মি।

বৃত হইলাম।

অনন্তর বর, অন্তঃপুরে নীত হইবেন এবং স্ত্রী-আচার প্রভৃতি হইবে।

ব্রহ্মোপাসনা—বর কন্যার সহিত সভাস্থলে প্রত্যাগত হইলে কন্যাকর্ত্তা বেদির অভিমুখীন হইয়া বসিবেন এবং কন্যা ও বরকে পরস্পর সম্মুখীন করিয়া আপনার সম্মুখবর্ত্তী স্থানের দুই পার্শ্বে বসাইবেন। অনন্তর সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা হইবে এবং আচার্য্য সময়োপযোগী একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিবেন।

বরকন্যার সম্মতি জ্ঞাপন।

আচার্য্য—(বরকে সম্বোধন করিয়া) শ্রীমান্ কালীনারায়ণ! তুমি কি ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া এই শ্রীমতী হেমলতাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?

বর—প্রস্তুত হইয়াছি।

আচার্য্য—(কন্যাকে সম্বোধন করিয়া) শ্রীমতী হেমলতা! তুমি কি এই শ্রীমান্ কালীনারায়ণকে আপনার পতিরূপে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?

কন্যা—প্রস্তুত হইয়াছি।

কন্যাকর্ত্তা—(কন্যার প্রতি) তব বিবাহার্থং যথাবিধমর্চ্চিতমিমং সুবিদ্বাংসং সদ্‌গুণান্বিতং ব্রহ্মনিষ্ঠং বরং সাদরং পতিত্বেন বৃণুষ।

তোমার বিবহার্থ যথাবিধ অর্চ্চিত সুবিদ্বান্ সদ্‌গুণান্বিত ব্রহ্মনিষ্ঠ এই বরকে তুমি সাদরে অর্চ্চনা কর।

কন্যা—সাদরমর্চ্চয়ামি।

সাদরে অর্চ্চনা করিতেছি। এই বলিয়া পুষ্পস্তবক হস্তে অর্পণ করিবেন।

কন্যাকর্ত্তা—(কন্যার প্রতি) ধর্ম্মেচ অর্থেচ জ্ঞানেচ ভোগেচ নাতিচরিতব্য স্বয়ায়ং।

ধর্ম্মে অর্থে জ্ঞানে ও ভোগে তুমি ইঁহাকে অতিক্রম করিবে না।

কন্যা—নাতিচরিষ্যামি। ওঁ স্বস্তি।

অতিক্রম করিব না। স্বস্তি।

কন্যাভারার্পণ।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার দক্ষিণহস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া) ওঁ তৎসদদ্য একাধিকাষ্টাদশশততম শকাব্দে মার্গশীর্ষে মাসি চতুর্ব্বিংশতি দিবসে মঙ্গলবাসরে বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে একাদশ্যাং তিথৌ মধুকুল্য গোত্রস্য হরিনারায়ণ দত্ত রায়স্য প্রপৌত্রায় কীর্ত্তিনারণ দত্ত রায়স্য পৌত্রায় শ্রীজয়নারায়ণ দত্ত রায়স্য পুত্রায় মধুকুল্যগোত্রায় শ্রীকালীনারায়ণ দত্ত রায় বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায় গৌতম গোত্রস্য গোবর্দ্ধন বসোঃ প্রপৌত্র্যাঃ গৌরহরি বসোঃ পৌত্র্যাঃ শ্রীহরনাথ বসোঃ পুত্র্যাঃ গৌতম গোত্রায়াঃ অরোগিন্যাঃ সুশীলায়াঃ সালঙ্কারায়া বাসসাচ্ছাদিতাঃ শ্রীহেমলতায়াঃ বসোর্ভারং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

একাধিক অষ্টাদশ শততম শকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবসে মঙ্গলবাসরে বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে মধুকুল্য গোত্র হরিনারায়ণ দত্ত রায়ের প্রপৌত্র, কীর্ত্তিনারায়ণ দত্ত রায়ের পৌত্র শ্রীজয়নারায়ণ দত্ত রায়ের পুত্র মধুকুল্য গোত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম যথাবিধ অর্চ্চিত বর শ্রীকালীনারায়ণ রায় আপনাকে গৌতম গোত্র গোবর্দ্ধন বসুর প্রপৌত্রী গৌরহরি বসুর পৌত্রী শ্রীহরনাথ বসুর পুত্রী গৌতম গোত্রা অরোগিণী সুশীলা সালঙ্কারা বস্ত্রাচ্ছাদিতা কন্যা শ্রীহেমলতা বসুর ভার অর্পণ করিলাম।

বর—ইমং ভারং সাদরমহং গৃহ্লামি। ওঁ স্বস্তি।

আমি সাদরে এই ভার গ্রহণ করিলাম। স্বস্তি।

কন্যাকর্ত্তা—অনন্তর বরকন্যার হস্তে পুষ্পমালাদ্বারা বন্ধন করিয়া দিবেন। (বরের প্রতি)

ধর্ম্মেচ অর্থেচ জ্ঞানেচ ভোগেচ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং।

ধর্ম্মে অর্থে জ্ঞানে ও ভোগে তুমি ইঁহাকে অতিক্রম করিবে না।

বর—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

পরে জামাতার দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যাকে লইয়া গ্রন্থিবন্ধন করিবেক। পরে কন্যাকে বরের বাম পার্শ্বে উপবেশন করাইবেক। পরে

উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা।

বর। অদ্য একাধিক অষ্টাদশশততম শকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে চতুর্ব্বিংশ দিবসে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে মঙ্গলবাসরে আমি সর্ব্বসাক্ষী পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমার সহিত উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম এবং তোমাকে আমার বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, সুস্থতায়. অসুস্থতায় তোমার মঙ্গলসাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবান থাকিব। ধর্ম্মেতে, অর্থেতে, জ্ঞানেতে, ভোগেতে আমি তোমাকে কোন মতেই অতিক্রম করিব না।

কন্যা। অদ্য একাধিক অষ্টাদশশততম শকাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে চতুর্ব্বিংশ দিবসে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে মঙ্গলবাসরে আমি পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলাম এবং তোমাকে আমার বৈধ পতিরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, সুস্থতায়, অসুস্থতায়, তোমার মঙ্গল সাধনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব। ধর্ম্মেতে, অর্থেতে, ভোগেতে আমি তোমাকে কোনমতেই অতিক্রম করিব না।

কর্ত্তা। (বধূর প্রতি) যদেতৎহৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং-

তব, যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। আবয়ো হৃদয়ং যত্তু তদস্তু ব্রহ্মণঃ সদা।

আমার যে হৃদয় তাহা তোমার হউক, তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক এবং আমাদিগের উভয়ের হৃদয় সর্ব্বদা ঈশ্বরের হউক।

বধূ। (ভর্ত্তার প্রতি) ঐরূপ বলিবেন।

বর কন্যা (উভয়ে সমস্বরে)—এই পবিত্র উদ্বাহব্রত পালনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর আমাদের সহায় হউন।

আচার্য্য—পবিত্র উদ্বাহ ব্রত পালনে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর তোমাদের সহায় হউন।

(বর কন্যার মাল্য বিনিময় ও সঙ্গীত।)

অনন্তর দম্পতী বেদির অভিমুখীন হইয়া উপবেশন করিলে আচার্য্য বেদি হইতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

অনন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা শেষ হইলে দম্পতী তদ্গতচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণাম করিবেন, তৎপরে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিবেন:—করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গলসাধন করুন এবং তোমাদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃতধামের অধিকারী করুন।

আমরা পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিয়াছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন সভ্য কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। কিছু দিন হইল তাঁহারা কুষ্টিয়া গমন করিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। তথায় একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে; এবং তত্রত্য কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার সহিত যোগ দিয়াছেন।

বিগত ২৪এ নবেম্বর সোমবার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নারেদ প্রার্থনা সমাজের প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিগত ২৬এ কার্ত্তিক কালিগচ্ছে একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দী, এবং পাত্রী বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন সেন মহাশয়ের কন্যা। পাত্রের পিতা শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দী বিবাহোপলক্ষে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

আমরা পাঠকগণকে একটি উপাদেয় সংবাদ দিব। গত রবিবারের পূর্ব্ব রবিবার, সমাজের উপাসনার পর উপাসনা গৃহের এক প্রান্তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণার্থ যে একটি দানাধার স্থাপিত, হইয়াছে তাহা খুলিয়া দেখা গেল যে তাহার মধ্যে কে ১০০০ সহস্র মুদ্রার নোট ফেলিয়া দিয়াছেন। দাতা কে জানিবার উপায় নাই। তিনি যিনিই হউন, আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসভা।

মাননীয় তত্ত্ব কৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

বিগত ৮ই ডিসেম্বর সোমবার দিবসে অত্রত্য বঙ্গবিদ্যালয়ে "ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসভা" বিষয়ে একটি বক্তৃতা হয়। বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা ও শ্রেষ্ঠতা এবং আর্য্য ধর্ম্মের (মুঙ্গের বাসীরা যাহাকে আর্য্যধর্ম্ম কহেন) সঙ্কীর্ণতা ও ভ্রম স্বীয় বক্তৃতায় উত্তমরূপে প্রদর্শন করেন। আর্য্যসভার দুই একজন সভ্যদ্বারা উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ হইলে উক্ত আর্য্য সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয় নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে অযথারূপে আক্রমণ করেন। তাঁহার আক্রমণ শেষ হইলে নবাগত শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ বাবুর যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষ সমর্থনার্থ শ্রীকৃষ্ণ বাবুর যুক্তি সকল স্বীয় যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতেছিলেন, সেই সময়ে অনেক আর্য্য সভারসভ্য ও অন্যান্য হিন্দুশ্রোতৃবর্গ এতদূর অভদ্রতা প্রকাশ করেন, তাহা লিখিয়া কি প্রকাশ করিব? তৎপরে "গোলে হরিবোলে" সভাভঙ্গ হইল। মহাশয়! কিন্তু একটি বিষয় দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে উপস্থিত মুঙ্গেরবাসী ব্রাহ্মরা ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষসমর্থনার্থ একটি কথাও বলিলেন না।

মুঙ্গের ৯ই ডিসেম্বর — একান্ত বশম্বদ জনৈক দর্শক।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু	রামচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	২।০
"	বৈকুণ্ঠনাথ দাস	"	২৲
"	রাজমোহন দাস	"	৩৲
"	কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	"	২।০
"	ফণীন্দ্রমোহন বসু	"	২।০
"	প্রসাদ দাস মল্লিক	"	২।০
শ্রীমতী	রাধারাণী	"	৩।০
বাবু	অভয়দাস বসু	"	৩৲
"	হরমোহন সেন	"	২।০
"	ব্রহ্মমোহন সেন	"	২৲
"	ছকড়ী ঘোষ	"	২।০
"	গোপালচন্দ্র মল্লিক	"	২।০
"	অশ্বিনিকুমার গুহ	"	১।০
"	মহেন্দ্রনাথ মিত্র	"	২।০
"	নীলমণি ধর	মেদিনীপুর	৩৲
"	মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	কলিকাতা	১৲
"	কালীকুমার ঘোষ	"	[illegible]
"	রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজ		[illegible]
"	অভয়াচরণ দাস	মণ্ডিলা	[illegible]

বাবু	রাধাকান্ত ঘোষ	কলিকাতা	২
,,	আনন্দচন্দ্র সেন	রঙ্গপুর	৩
,,	দ্বারকানাথ মল্লিক	কলিকাতা	১
,,	সুন্দরীমোহন দাস	,,	২।০
,,	আদিত্যচরণ মল্লিক	,,	২।০
,,	উপেন্দ্রনাথ পাল	,,	১
,,	ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,	২।০
,,	হরিচরণ সেন	,,	২।০
,,	বসন্তকুমার তরফদার	সিকারপুর	৩
,,	কালীপদ চট্টোপাধ্যায়	,,	৩
,,	নবদ্বীপচন্দ্র দাস	,,	৩
,,	কৃষ্ণচন্দ্র দাস	,,	৩
,,	দুর্গাচরণ চৌধুরী	,,	৩
,,	কালিপদ মুখোপাধ্যায়	,,	৩
,,	শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	১।১০
,,	দুর্গামোহন দাস	,,	৪॥০
শ্রীমতী	শ্যামাসুন্দরী	ত্রিপুরা	৬
বাবু	আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২
,,	নবীনকৃষ্ণ পালিত	আকনা	৪॥০
,,	ভগবানচন্দ্র বসু	কলিকাতা	২।০
,,	তিতুলাল মল্লিক	,,	১
,,	গুরুচরণ মহলানবিশ	,,	২।০
শ্রীমতী	মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী		৩
বাবু	গিরীশচন্দ্র রায়	কলিকাতা	২।০

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা, } কার্য্যাধ্যক্ষ।

আগামী ১১ই জানুয়ারি রবিবার অপরাহ্ণ ২টার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

কার্য্যাবলী।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গত ত্রৈমাসিক বিবরণ।

২। সভ্য মনোনয়ন।

৩। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ১৮৭৯। ১০ই ডিসেম্বর। } শ্রীশিবচন্দ্র দেব। সম্পাদক।

আগামী সাম্বৎসরিক মাঘোৎসবের সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি বিবেচিত হইবে।

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের ট্রষ্টডিড।

২। ট্রষ্টিনিয়োগ।

৩। প্রচারকদিগের শিক্ষা ও নিয়োগসম্বন্ধে নিয়মাবলী।

*** প্রত্যেক সভ্য যত জনকে এবং যাঁহাদিগকে ট্রষ্টিনিয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা পূর্ব্বাহ্ণে তাহার উল্লেখ করিয়া পাঠাইলে বাধিত হওয়া যায়।

সা, ব্রা, স, কার্য্যালয় ১৮৭৯। ১০ই ডিসেম্বর } শ্রীশিবচন্দ্র দেব। সম্পাদক।

কতকগুলি নূতন সঙ্গীত সংগৃহীত হইলে আগামীমাঘোৎসবের সময় একখানি নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মগণের নিকট নিবেদন এই যে, কাহারও নিকট নূতন সঙ্গীত থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

১৩ নং মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।

২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।

৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।

৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।

৫। আচার্য্যের নাম।

৬। সম্পাদকের নাম।

৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।

৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।

৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১ লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা। ৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, ইং জুলাই ১৮৭৯। — শ্রীশিবচন্দ্র দেব। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা বর্ত্তমান মাসহইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২।০ এবং মফস্বলের জন্য ২৷৵০ ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় ৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ — শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
পঞ্জিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৶০	৴
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৶০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১৲	/০
Last days of Ram Mohun Roy	৲	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১॥০	/০
Morning & evneing meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচন	।০	/০

বিক্রয়ার্থ

জীবনআলেখ্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসের স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণীর প্রতিমূর্ত্তি সম্বলিত জীবনী।

মূল্য ॥০ আটআনা।

ক্যানিংলাইব্রেরি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, মজুমদার কোং, ও ৯৩ নং কলেজষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Samaj Press. 93 College Street, Calcutta. December 1879.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৫শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ মঙ্গলবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

আমাদিগের সাম্বৎসরিক মহোৎসব নিকটবর্ত্তী। বৎসরের তিন শত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে, ব্রাহ্মের পক্ষে, মাঘের একাদশ দিবসের ন্যায় আনন্দের দিন আর নাই। যে দিন এই হতভাগ্য দেশের প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রথম উন্মুক্ত হয়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অশেষ মঙ্গলের আকরস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠাকার্য্যে কৃতকার্য্য হন, সে দিনের ন্যায় আনন্দের দিন আর নাই। সম্বৎসরকাল হৃদয়ে যত আঘাত পাইয়াছি, যত দুঃখ যন্ত্রণা মস্তকে করিয়া বহন করিয়াছি, সকলই ভুলিয়াগিয়া যে দিন যুবা বৃদ্ধ বালক, দুঃখী ধনী, পণ্ডিত মূর্খ, নরনারী সকলে মিলিয়া এক মনে, এক প্রাণে, সকলের গতিমুক্তি, ইহকালপরকাল জীবনমরণের সম্বল পরমেশ্বরের পাদপদ্মে প্রেমভক্তির পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিব, সে দিনের ন্যায় আনন্দের দিন আর নাই! সাংসারিকতার তুষারবর্ষণে যাঁহাদের হৃদয়ের অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছে, এই পবিত্র মহোৎসবের স্বর্গীয় উৎসানলের স্ফুলিঙ্গলইয়া তাঁহারা সেই নির্ব্বাপিত অগ্নি পুনরুদ্দীপিত করুন। পরমেশ্বরের দ্বার সর্ব্বত্রই উন্মুক্ত; "বিশ্বময় বিস্তার অবারিত তোমারি দুয়ার।" তথাচ স্থানবিশেষ তাঁহার দর্শন লাভপক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিকতর অনুকূল। অভ্রভেদী তুষারমণ্ডিত হিমাচল শৃঙ্গে বা অসীমপ্রসারিত সুনীল সাগরবক্ষে চিত্ত সহজেই সেই অগম্য অপার মহান্ পুরুষেরদিকে ধাবিত হয়। যে স্থানে কোন মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, সে স্থানে পদক্ষেপ করিবামাত্র কি হৃদয় মহদ্ভাবে পূর্ণ হয় না? সেইরূপ যে সময়ে মানব জাতির প্রকৃত হিতকর কোন শুভানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সময়টি উপস্থিত হইলেই কি হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ ও অপূর্ব্ব উল্লাসের সঞ্চার হয় না? তাই মাঘ মাসের একাদশ দিবস আসিতেছে বলিয়া আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। সেই শুভদিন, আনন্দের দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হউন। দিন থাকিতে এমন করিয়া প্রস্তুত হউন, যে সে দিন কিছু সারধন উপার্জ্জন করিতে পারেন। মাঘোৎসবের মাহাত্ম্য সকলে বুঝে না। বৎসরে বৎসরে এই মহোৎসবে যোগদিয়া কত দুর্ব্বল বল লাভ করে, ভীরু সাহস অর্জ্জন করে, হতাশ আশস্ত হয়, মুমূর্ষু জীবন পায়। সেই জন্যই বলি স্থির থাকিতে প্রস্তুত হউন। কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর [illegible] উৎসবক্ষেত্রে অনেক অমূল্য ফল বিতরণ করিবেন। আলস্যে যেন তাহা কেহ না হারান। অমৃত ফল সংগ্রহের জন্য সকলেই প্রস্তুত থাকুন। জীবনের পরীক্ষায় দেখিয়াছি যে, সহস্র উপায়ে যে শুভফল লাভ হয় নাই তাহা হৃদয়ের সহিত মাঘোৎসবে যোগ দিয়া পাওয়া গিয়াছে। আমরা সতৃষ্ণচিত্তে উৎসবউপলক্ষে মফস্বলবাসী ভ্রাতৃগণের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি; নানাস্থান হইতে, অতি দূরপ্রদেশ সকল হইতে বন্ধুগণ আসিবেন। আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা করিব বলিয়া আশা করিতেছি।

আমরা প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের নিকট বলি, "আমি মহাপাপী, আমি পাপ সাগরে ডুবিয়া আছি।" কিন্তু যদি কোন লোক আমাদের চরিত্রসম্বন্ধে সামান্য কোন দোষের উল্লেখ করে, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না; আমাদের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। প্রার্থনার সময় চীৎকার করিয়া বলি "আমি মহাপাতকী, ঘোরনারকী," কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে সামান্য একটি নিন্দার কথা শুনিলে এমনি ভাব প্রকাশ করি যেন আমরা স্বর্গের দেবতা। যদি বাস্তবিকই আমি মহাপাতকী, ঘোর নারকী হই, তবে সামান্য একটি নিন্দার কথা শুনিয়া এত রাগ, এত চঞ্চলতা কেন? কোন সাধু ব্যক্তিকে এক জন আসিয়া বলিল "মহাশয়! অমুক আপনার বিরুদ্ধে এই নিন্দা করিয়াছে। সাধু শুনিয়া বলিলেন, "তাঁহাকে বলিও, যে তিনি আমার যে নিন্দা করিয়াছেন, তাহা সত্য হউক বা না হউক, আমার তদপেক্ষা গুরুতর দোষ আছে।" ঈশ্বরের নিকট সাধারণভাবে বলা যে আমি মহাপাপী, বা লোকের নিকট বিনয়প্রকাশ করিয়া বলা যে আমি বড় মন্দ লোক, ইহা অতি সহজকর্ম্ম। আপনাকে ভাল বলিয়া মনেমনে যাহার বিলক্ষণ অহঙ্কার আছে, সেও ঐ প্রকার বলিতে পারে ও সর্ব্বদাই বলিয়া থাকে। আপনাকে পাপী বলিয়া ঈশ্বরের সম্মুখে চীৎকার করিতে কষ্ট কি? লোকের নিকট আপনাকে সাধারণভাবে মন্দলোক বলিয়া পরিচয় দিতেই বা বাধা কি? এপ্রকার করাতে বরং সাধারণের কাছে বিনীত বলিয়া প্রশংসা পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পাপের কথা উঠিলে আমাদের আর সে ভাব থাকে না। যেন এমন নিষ্কলঙ্কচরিত্র জগতে আর কেহ নাই, যেন স্বর্গ হইতে দেবতা নামিয়া আসিয়াছেন, এইরূপ ভাব

প্রকাশ করা হয়। কেহ সামান্য একটু নিন্দা করিলে আর রক্ষা নাই। অমনি মস্তিষ্ক আগুন হইয়া উঠিল। যদি বাস্তবিকই তুমি মহাপাপী তবে সামান্য একটু নিন্দা, তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহাতে এত রাগ কেন?

নিন্দা সম্বন্ধে যেমন, প্রশংসাসম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রশংসা শুনিলে অনেকের পক্ষে আত্মদৃষ্টি স্থির রাখা কঠিন হইয়া উঠে। প্রশংসা শুনিয়া কয়জন লোকের মন স্ফীত না হয়? প্রশংসা যে কি ভয়ানক পরীক্ষা তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া দেখি না। ক্রমাগত আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিয়া কোন কোন যথার্থ ভাল লোকের অধোগতি হইতে দেখা গিয়াছে। কেহ যখন আমার প্রশংসা করে, তখন কি আমি ভাবি যে বাস্তবিক আমি সে প্রশংসার যোগ্য কি না? ভাবিয়া, বিচার করিয়া তার পর কি মন তাহা গ্রহণ করে? না যখনই কেহ প্রশংসা করিল, তাহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, শুনিয়াই হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠে। অনেক সময় কি এমন হয় না যে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেছি যে, লোকে আমার যে প্রশংসা করিতেছে তাহা সত্য নহে; তথাচ তজ্জন্য আনন্দ হইতেছে। প্রশংসা এমনি মিষ্ট পদার্থ যে তাহা মিথ্যা হইলেও তাহাতে আনন্দ হয়। কেবল তাহাই নহে। অনেকসময় মিথ্যা প্রশংসাকে মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয় না; হৃদয় ভ্রান্ত হইয়া উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। যেখানে আত্মাদর সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, সেখানে এপ্রকার ভ্রান্তি সংঘটিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। পরের মুখে প্রশংসার কথা ছাড়িয়া দেও। মানুষ কি অনেকসময়ই মনেমনে আপনার প্রশংসা আপনি করে না? আর, মিথ্যা প্রশংসা করিয়া তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না? অন্যে আমাদিগকে অল্পই ঠকায়; আমরা আপনাকে আপনি সর্ব্বদাই ঠকাইতেছি।

যতদিন মানুষ ধর্ম্মসাধনে অতুল আনন্দ অনুভব না করে, ততদিন তাহার অচ্যুতপদ লাভ হয় না। ধর্ম্মসাধন যদি তোমার পক্ষে কষ্টকর বিষয় হয়, তাহা হইলে তুমি যে অধিক কাল সে প্রকার সাধন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ। অসাধারণ দৃঢ়তাসম্পন্ন লোকই তাহা করিতে পারেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে, যাহাদের পক্ষে, ধর্ম্ম সুখের বিষয় হইয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা, অধিক বলিয়া বোধ হয় না। মানুষ সুখের প্রয়াসী। যেখানে একটু সুখ পায়, সেখানেই ধাবিত হয়। যে সকল ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মে আন্তরিক আনন্দ না পাইবেন, তাঁহারা যে অধিক দিন এপথে বিচরণ করিতে পারিবেন এমন ভরসা হয় না, নানা প্রকার সুখের ভাণ্ডার খুলিয়া সংসার তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত আহ্বান করিতেছে। এত সুখ ছাড়িয়া কষ্ট করিবার জন্য ধর্ম্মের পথে অধিক দিন থাকা কি সহজ? মানুষ স্বভাবতঃ সুখ ভালবাসে। যেখানে একটু সুখ পায় সেখানেই সে ধাবমান হয়। সেই সুখ যদি ধর্ম্মে পায়, তবে সে ধর্ম্ম ছাড়িয়া যাবে কেন? কত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর সংসারিকতার হ্রদে গিয়া নিমগ্ন হয়। কেন? এই জন্য যে ধর্ম্মে তাহারা সুখ পায় না; যেখানে সুখ আছে বলিয়া ভাবে, সেখানেই ছুটিয়া যায়। "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ।" এবাক্যের অর্থ যে বুঝে নাই, ধর্ম্ম পথে চিরদিন স্থির থাকা তাহার পক্ষে দুষ্করকার্য্য।

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর যত নিকটবর্ত্তী ততই তাহাতে উত্তাপ ও ঝটিকা, কিন্তু যতই ঊর্দ্ধে যাও, ততই শীতল ও স্থির। ধর্ম্ম সাধন ক্ষেত্রেও সেইরূপ; যত নিম্নতম প্রদেশে সাধক অবস্থিতি করেন, ততই উত্তাপ, চঞ্চলতা; কিন্তু যতই ঊর্দ্ধমুখে তাঁহার গমন ততই শান্তমূর্ত্তি ও মনের শীতলতা। যত পৃথিবীর নিকট, ততই চঞ্চলতা ও উত্তাপ, যতই স্বর্গের নিকট ততই সৌম্যতা ও শীতলতা।

স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্মসাধন না করিলে ফললাভ করা কঠিন। মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন, কেহ নির্জ্জনসাধনপ্রিয়, কেহ উন্মত্ত হইয়া দশজনে মিলে সংকীর্ত্তন করিতে ভাল বাসেন; কেহ কেবল দিবারাত্র ধ্যান, প্রার্থনা, স্তব, স্তুতি করিতে আনন্দ পান, কেহ মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা ও প্রার্থনা করত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে ভাল বাসেন, এইরূপ নানা প্রকৃতির সাধক দেখা যায়। অতএব সাধনের কোন একটী উপায় নির্দ্দেশ করিলে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকদিগের প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী হইবে না, কিন্তু যাঁহার যে প্রকার রুচি তাঁহাকে যদি সেই প্রকার উপায়ে সাধন করিতে দেওয়া যায়, তাঁহার আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয়। আমরা সাধনকে বদ্ধভাবে আনয়ন করিতে গিয়া লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকি। কেহ যদি নির্দ্দিষ্ট সাধন প্রণালীর অভ্যন্তরে আসিতে না পারেন, আমরা তাঁহার ধর্ম্মভাবের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকি। ব্রাহ্মসমাজ এইরূপে অনেকের স্বাধীনতা বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগের আত্মার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে দেন নাই।

নদীর স্রোত সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়; মধ্যে মধ্যে তাহাতে এক একটী আবর্ত্ত দেখা যায়, কিন্তু সে আবর্ত্ত স্রোতকে বাধা দিতে পারে না। সত্যের স্রোত সেইরূপ আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একটি আবর্ত্ত দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মগুলি এক একটী আবর্ত্ত, অসংখ্য অসংখ্য লোক আপাততঃ ঐ সমস্ত আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। কিন্তু আবর্ত্তের উপর দিয়াও যেমন স্রোত বহমান হয় সেই রূপ এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মধ্য দিয়াও সত্যের স্রোত প্রবহমান হইতেছে, তাহারা উহাকে আবদ্ধ রাখিতে পারে না।

মনুষ্য যখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারে না তখন মনুষ্যকে সহায় করে। এইরূপে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে অতীন্দ্রিয় অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূ-

পথ করিতে না পারিয়া বিগ্রহ নির্ম্মাণ করে। আপনার উপাস্যদেবতাকে সম্মুখে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু যাহার বিশ্বাস ভক্তি নাই সে কি প্রকারে দেখিবে? চক্ষুদ্বারা স্থূল বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ করিবার নহে, বিশ্বাস চক্ষুকে ভক্তি অঞ্জনে মার্জ্জিত করিলে তাঁহাকে দেখা যায়। যাহারা তাহাতে পরাঙ্মুখ তাহারা সোজাসুজি পথ ধরে, একটী বিগ্রহ বা একজন মনুষ্যকে অবলম্বন করে।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার।

(১৩৩ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতা মাত্রেরই আকর্ষণী শক্তি অত্যন্ত বলবতী। তুমি পাঁচ জন লোকের ন্যায্যস্বত্ব কাড়িয়া লইলে, আর দেখ, অজ্ঞাতসারে আর পাঁচ জন আসিয়া আপনাহইতে তোমার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া রোমের প্রধান বিশপের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রথমতঃ রোমের প্রধান বিশপ রোমের নিকটস্থ পল্লীসমূহে আপনাদের আধিপত্য একটুকু একটুকু করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই স্থানেই তাহার চরমসীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রোম সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরী, রোমের বিশপের মনেও সমগ্র খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের অধীশ্বর হইবার অভিলাষ জন্মিল। "রোম সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরী, আমি রোমের বিশপ, আমি সমগ্র খৃষ্টীয় মণ্ডলীর অধীশ্বর হইব না কেন? পৃথিবীর সমুদায় জাতি রোমের সম্রাটের পদতলে অবনত রহিয়াছে, আমি রোমের বিশপ, আমার পদসেবা সমগ্র খৃষ্টীয় সম্প্রদায় করিবে না কেন?" এই সূত্রে রোমের বিশপের চিন্তা ও উদ্যম ধাবিত হইল, এবং শত শত উপযোগী ঘটনা আসিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিল।

তৎকালে রোম সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরী। ধনে বল, সভ্যতায় বল, জ্ঞানে বল, রোম জগতে তখন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। রোমের সমাজ জ্ঞানী সমাজের অগ্রণী এবং রোমের বিশপগণ, রোমিয় পণ্ডিতমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়, সুতরাং স্বভাবতঃই রোমের বিশপগণ সমগ্র খৃষ্টীয় মণ্ডলীর গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিলেন; তাঁহাদের জ্ঞানে ও ধর্ম্মোৎসাহে মোহিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খৃষ্টীয়মণ্ডলী ক্রমে ক্রমে রোমের চতুঃপার্শ্বস্থ খৃষ্টীয়ানগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লাগিলেন। উদীচ্যপ্রদেশ সমূহের জাতীয়চরিত্রে স্বানুবর্ত্তিতার ভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিজের উপর অবলম্বন করিয়া আপনাদের জীবনকে কিরূপে পরিচালিত করিতে হয় আমরা জানি না। রাজনৈতিক একাধিপত্য, অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের অন্তর্নিহিত স্বাবলম্বনের ভাব একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। উদীচ্য সমাজের প্রথমাবস্থাবধিই স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবর্গের অত্যাচারস্রোতে দেশ ভাসিয়াছে; সুতরাং অত্যাচারনিপীড়িত, উদীচ্যজাতি সমূহের চরিত্রে অতি প্রাচীনকাল হইতে স্বানুবর্ত্তিতার অভাব দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। উদীচ্য প্রদেশের জাতি সমূহ অপরের উপর যেরূপ নির্ভর করিতে জানে, ও অপরের অধীন থাকিতে যেরূপ ভাল বাসে, প্রাচ্য প্রদেশের জাতি সমূহ সেরূপ অপরের হস্তে আপনাদিগকে পরিচালিত করিবার ভার কখনও দিতে ভাল বাসে না। এই উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ানগণ তাঁহাদের জাতীয়চরিত্রগুণে রোমের বিশপের ক্ষমতা স্থাপনের প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারাই প্রথমতঃ রোমের নিকটস্থ পল্লিসমূহের পদানুসরণ করিয়া রোমের প্রধান বিশপের সম্মান বৃদ্ধির সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখানেও সর্ব্ব প্রথমে কোনও প্রকার নির্ভর বা অধীনতার ভাব বিদ্যমান ছিল না। রোম সমগ্র পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়, সুতরাং রোমের বিশপকেও উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ানগণ, আহ্লাদ সহকারে তাঁহার উপযুক্ত সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু এই প্রকার সম্মান প্রদানের দ্বারা তাঁহারা রোমের প্রধান বিশপের কোনও প্রকার অধীনতা স্বীকার করিলেন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যেরূপ সম্মান করে, সেইরূপ উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ানগণও রোমের প্রধান বিশপকে সম্মান করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সদুপদেশ ও সৎপরার্শ প্রদান করিয়া থাকেন, জ্ঞানী যেমন অপেক্ষাকৃত অজ্ঞব্যক্তিকে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন, রোমের প্রধান বিশপও সেইরূপ উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়মণ্ডলীকে সময়ে সময়ে উপদেশ, পরামর্শ ও সৎশিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই এই সম্বন্ধের বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠিল। ভ্রাতৃভাবে যে সমুদায় পরামর্শ প্রথমতঃ দেওয়া হইত, তাহা শীঘ্রই আদেশরূপে পরিণত হইল, এবং সমশ্রেণীস্থদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানই রোমের বিশপের চক্ষুতে রাজসিংহাসন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়মণ্ডলী ও তাঁহাদের বিশপগণের ঈর্ষাভাবদ্বারা প্রণোদিত হইয়াই হউক, বা এক জন সামান্য সাংসারিক রাজার অধীনে থাকা অপেক্ষা এক জন ধর্ম্মযাজকের অধীনতা স্বীকার করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াই হউক, প্রাচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ানগণ রোমের বিশপের এই আধিপত্য বৃদ্ধির প্রতিবাদী হইলেন না। অপর দিকে আবার উদীচ্যপ্রদেশের খৃষ্টীয়ান সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ইহারা সকলেই রোমের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রোম যাঁহাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তাঁহারাই এই সকল সাম্প্রদায়িক বিবাদে জয়ী হইলেন বলিয়া সকলে মনে করিতে লাগিল। ইহাতেও উদীচ্য প্রদেশের খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায় রোমের প্রধান বিশপের ক্ষমতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করিলেন।

মানুষ আপনার দায়িত্ব বুঝে না। তাই সে নিজেও কষ্ট পায় ও অপরকেও কষ্ট দেয়। মানুষ যদি আপনার দায়িত্ব বুঝিতে পারিত তবে মানব জাতির ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা, শত শত হৃদয়বিদারক চিত্রে চিত্রিত থাকিত না। খৃষ্টীয়সম্প্রদায় আপনাদিগের দায়িত্ব বুঝিলেন না, আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলা করিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা সপ্তশত

বর্ষ একাধিক্রমে পৌরহিত্যের অত্যাচার সহ্য করিলেন। ঔদাসীন্য তাঁহাদের সর্ব্বনাশের মূল হইল। যদি খৃষ্টীয়ানগণ আপনাদের কার্য্যের প্রতি উদাসীন না থাকিতেন, দুই একটী লোকের হস্তে, সমস্ত মণ্ডলীর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া আপনারা মণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত না থাকিতেন, তাহা হইলে কখনও খৃষ্টীয় জগতে পোপের সৃষ্টি হইত না। তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও দেখিলেন না। রোমের বিশপের জ্ঞানের চাকচিক্যে অন্ধ হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না যে, যে ক্ষমতা তাঁহারা ভ্রাতৃভাবে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ক্ষমতাই তাঁহাদের পদে দাসত্বের শৃঙ্খল প্রদান করিবে। খৃষ্টীয়ানগণ তাহা দেখিলেন না, কিন্তু ইতিহাসের চক্ষে তাহা জাজ্জ্বল্যমান ছিল, এবং পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ইতিহাসের দৃষ্টির অভ্রান্ততা প্রমাণ করিয়াছে। খৃষ্টিয়ানগণ আপনাদের কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া আপনাদের মধ্যে পোপের সৃষ্টি করিয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইয়াছেন। এই অল্প দিনমধ্যে ব্রাহ্ম সমাজেও সমাজের উন্নতি ও অবনতির বিষয়ে সাধারণ সামাজিকগণের ঔদাসীন্যনিবন্ধন যে কুফল ঘটিয়াছে তাহা ব্রাহ্ম মাত্রেই অবগত আছেন। ব্রাহ্মগণের যদি চক্ষু থাকে, তবে তাঁহারা খৃষ্টীয় সমাজের ইতিহাস দেখিয়া শিক্ষালাভ করুন। সময় থাকিতে তাঁহারা সাবধান হউন। যেন একটী বা দুইটী লোকের উপর সমস্ত সমাজ পরিচালনা করিবার ভার ন্যস্ত করিয়া ও সর্ব্বসাধারণে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজেও তাঁহারা নিজের দোষে, পোপের সৃষ্টি না করেন।

পুরাকালে খৃষ্টীয়বিশপগণ, আপন আপন নগরীর সমৃদ্ধি অনুসারে সম্মানিত হইতেন। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন সমগ্র রোম রাজ্যের মধ্যে, রোম, এণ্টিয়ক্ ও আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরীই সর্ব্ব প্রধানছিল। কিয়দ্দিবস পরে সম্রাট্ কনষ্টেন্‌টাইন দি গ্রেট্, কনষ্টেণ্টিনোপল বা রুমনগরী স্থাপন করিলে, এই নবপ্রতিষ্ঠিত নগরীও রোম প্রভৃতির সমকক্ষ হইয়া উঠে; সুতরাং এই সকলনগরে বিশপগনই এই সময় খৃষ্টীয়ান বিশপগণের অগ্রণীরূপে পরিগণিত হইতেন। কিন্তু শীঘ্রই রোমের ভাগ্য খুলিল। মহাত্মা মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। মুসলমানগণ একহস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে অসি লইয়া সমগ্র পৃথিবীকে আপনাদের করতলস্থ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহাদের জীবন্ত বিশ্বাস ও জলন্ত উৎসাহসমক্ষে হীনবল রোমসাম্রাজ্যের আধিপত্য ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইতে লাগিল। একটী একটী করিয়া উদীচ্য প্রদেশীয় নগরী সমূহ রোমের হস্তচ্যুত হইয়া উন্নম্যমান মুসলমানগণের করকবলিত হইতে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ এণ্টিয়ক্, আলেকজাণ্ড্রিয়া, ও কনষ্টেন্‌টিনোপল বা রুম, মুসলমান রাজ্যভুক্ত হইল, এবং রোমের বিশপ চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষোৎফুল্লনয়নে দেখিতে পাইলেন যে, খৃষ্টীয় জগতে আর তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিযোগী নাই; খৃষ্টীয় জগতে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে, সুতরাং তিনি নানা উপায়ে তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ—

ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন। ধর্ম্ম কাহাকে বলে?

উত্তর। স্বভাবের নামই ধর্ম্ম?

প্রশ্ন। তাহার অর্থ কি?

উত্তর। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম দাহিকা শক্তি, জলের ধর্ম্ম শৈত্য গুণ, সূর্য্যের ধর্ম্ম আলোক উত্তাপ দানকরা, বৃক্ষের ধর্ম্ম ফলপুষ্প দানকরা। অসীম জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক জন্তুকে একএকটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সৃজন করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য সকলকেই একএকটী প্রকৃতি বা স্বভাব দান করিয়াছেন, এই স্বভাব অনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অতএব অগ্নিজল সূর্য্যের ন্যায় মনুষ্যেরও স্বভাব আছে। সেই স্বভাবই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

প্রশ্ন। মনুষ্য কে এবং তাহার স্বভাব কি?

উত্তর। হস্ত পদ বিশিষ্ট শরীরকেই অনেকে মনুষ্য বলে, বাস্তবিক শরীর মনুষ্য নহে। শরীর জড় পদার্থ। পরমাণুসমষ্টি। জড় ও চেতন ভিন্ন বস্তু। জড় চেতন হইতে পারে না, চেতনও জড় হইতে পারেনা। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াগিয়াছেন, শরীর পাঞ্চভৌতিক। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের বিকাশেই শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে।

শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে, চেতনা আছে, তাহাই মনুষ্য। শরীর গৃহ, আত্মা গৃহী। শরীর যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী। শরীর জড় পদার্থ সুতরাং তাহার ইচ্ছা নাই, স্বীয় ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না। আত্মার ইচ্ছাতে কার্য্য করিয়া থাকে। ঘট ও জল পৃথক্ বস্তু, অথবা ঘট ও আকাশ পৃথক্ বস্তু, এজন্য ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও জল ও আকাশ নষ্ট হয় না, পৃথক হইয়া যায়। শরীর ও আত্মাও সেইরূপ। যাহাকে আমি বলি, তাহাকে আত্মা বলি। ঘট ও জলের ন্যায় শরীর ও আত্মা পৃথক্। শরীরের এক প্রকার স্বভাব আছে, আত্মার এক প্রকার স্বভাব আছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাস প্রশ্বাস শোণিত সঞ্চারণ, অন্ন পরিপাক, পুষ্টিসাধন, বর্দ্ধিত হওয়া, দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ, রসাস্বাদন, স্পর্শ, এই সমস্ত শারীরিক স্বভাব। এস্বভাব স্থির থাকিলে শরীর সুস্থ থাকিবে। ইহার সামান্য ব্যতিক্রমেও নানা প্রকার রোগ যন্ত্রণায় শরীর জর্জ্জরিত হয়। শারীরিক প্রকৃতিই শরীরের ধর্ম্ম, এই ধর্ম্মলঙ্ঘনে শারীরিক পাপের উৎপত্তি, তাহার শাস্তি রোগ। প্রায়শ্চিত্ত ঔষধ সেবন। আত্মা চেতন, নিরাকার, তাহার স্বভাবও নিরাকার। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা আত্মার স্বভাব বা প্রকৃতি। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানের কার্য্য সম্পন্ন হয়; ভক্তি, শ্রদ্ধা, স্নেহ, মমতা, দয়া, প্রণয়, প্রেম, সদ্ভাব, অনুরাগ, প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়ের

কার্য্যদ্বারা প্রেমের কার্য্য সম্পন্ন হয়। সত্যবাক্য, সত্য-ব্যবহার, সত্যনিষ্ঠা, সত্যচিন্তা, পবিত্রব্যবহার, সাহস, উদ্যম, উৎসাহ, ধৈর্য্য, বীর্য্য, তেজঃ, ক্ষমা, বিনয়, মহত্ত্ব, উদারতা, নিরহঙ্কারিতা, নিস্বার্থতা, সৎকার্য্যশীলতা, প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা ইচ্ছার কার্য্য সম্পন্ন হয়। জ্ঞানে বিশ্বাস, প্রেমে ভক্তি, ইচ্ছার কার্য্য। বিশ্বাস, ভক্তি, কার্য্য এই তিনটী মানবীয় ধর্ম্মের মূল। পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করা, তাঁহাকে ভক্তি করা, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা, ইহারই নাম ধর্ম্ম। সুতরাং স্বভাবের নামই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম আর কিছুই নহে। জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই তিনের সমভাবে উন্নতি হইলেই ধর্ম্মের উন্নতি হয়। একটী কি দুইটী গুণের উন্নতিতে উন্নতি হয় না। শরীরের যদি একখানি হস্তই বর্দ্ধিত হয়, আর কোন অঙ্গের বৃদ্ধি না হয় তাহাকে উন্নতি না বলিয়া রোগ বলিয়া থাকে। অতএব জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা এই গুণত্রয়ের সমতাই মনুষ্যের স্বভাব। স্বভাব ও আত্মা পৃথক্ নহে। অগ্নি ও দাহিকাশক্তি পৃথক নহে। মনুষ্যের স্বভাবেই ধর্ম্ম।

প্রশ্ন। শরীর ও আত্মা পৃথক্ হইলে, শরীর হইতে আত্মা পৃথক্ হইতে পারে না কেন?

উত্তর। সৃষ্টিকর্ত্তার অখণ্ডনিয়ম কেহ ভঙ্গ করিতে পারে না। পরমেশ্বর নিয়ম করিয়াছেন যে, যতদিন পৃথিবীতে বাস করিবে ততদিন আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হইতে পারিবে না। মৃত্যুর পর আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ হইবে। পরমেশ্বর যতপ্রকার পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, সকলকেই উন্নতিশীল করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুরই উন্নতি হইবে, কাহারই ধ্বংস হইবে না। শরীরের ধ্বংস হয় না। শরীরের বিয়োগ হয়। যে সকল পদার্থ সংযোগে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই বিয়োগ হয়। যাহার সংযোগ নাই, তাহার বিয়োগও নাই। শরীর পরমাণু সমষ্টি। শরীর বিনষ্ট হয় না, বিযুক্ত হইয়া বিবিধ পরমাণুতে সম্মিলিত হইয়া যায়। মানবদেহের পরমাণু, বিয়োগের পর ধান্য গোধুমে পরিনত হইয়া পুনর্ব্বার মানবদেহে সমাগত হইয়া থাকে।

আত্মা চেতন, তাহা পরমাণু সমষ্টি নহে। সুতরাং বিনাশও নাই, বিয়োগও নাই। শরীর বিয়োগের পর আত্মা পৃথক্ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। পরকাল কাহাকে বলে?

উত্তর। বর্ত্তমান সময়ের পরসময়ই পরকাল। প্রাতঃকালের পরকাল অপরাহ্ণ। অদ্যকার পরকাল আগামী কল্য। কিন্তু সাধারনতঃ মৃত্যুর পর সময় পরকাল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। পরকাল ও পরলোক এক বা পৃথক্?

উত্তর। পর সময়ের নাম পরকাল; মৃত্যুর পর আত্মা যে স্থানে অবস্থিতি করিবে তাহারই নাম পরলোক।

প্রশ্ন। পরলোকে গৃহ অট্টালিকাদি আছে কি না?

উত্তর। নিরাকার আত্মার গৃহের প্রয়োজন কি? পরমেশ্বরই আত্মার গৃহ, আশ্রয়।

প্রশ্ন। [illegible] কি পরলোকে কোন প্রকার স্থান নাই?

উত্তর। যাহা দৃষ্টির অগোচর, যাহা জীবিত মনুষ্যের জ্ঞানগোচর নহে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা অনধিকার চর্চ্চা। মনুষ্য পরলোক কল্পনা করিলে পৃথিবীস্থ সমস্ত বিষয়ই পরলোকে লইয়া যাইবে। যে যাহা দেখে নাই তদ্বিষয় কল্পনা করিতে পারে না। এজন্য অস্মদ্দেশীয় পৌরাণিকগণ এবং অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে পরলোকের বর্ণনায়, উদ্যান, পুষ্করিনী, অট্টালিকা, সুরা, বেশ্যা, নৃত্য, গীত, প্রভৃতি পার্থিব বিষয় সমস্তের উল্লেখ রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা ভ্রমের কার্য্য আর কি আছে।

প্রশ্ন। তবে স্বর্গ নরক কি?

উত্তর। ধর্ম্মজনিত আত্ম প্রসাদই স্বর্গ। স্বর্গ নামে কোন স্থান নাই। মনই স্বর্গ, মনই নরক। পাপজনিত আত্মগ্লানিই নরক। আত্মাই পুণ্য করে, আত্মাই পাপ করে। অতএব আত্মাই তাহার ফলভোগ করিবে। আত্মা নিরাকার, তাহার স্বর্গও নিরাকার, এজন্য আত্মপ্রসাদ স্বর্গ। নরকও নিরাকার, এজন্য আত্মগ্লানিকেই নরক বলা হইয়াছে। পাপ করিলে নিশ্চয়ই শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ইহকালেই হউক কি পরকালেই হউক পাপের শাস্তি নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে।

প্রশ্ন। পরমেশ্বর পাপীকে শাস্তি দেন কেন?

উত্তর। পরমেশ্বর পাপীর মঙ্গলের জন্য শাস্তি প্রদান করেন। পিতামাতা সন্তানকে শাসন করেন মঙ্গলের জন্য। পরমেশ্বর পিতামাতা, তিনি মঙ্গলের জন্যই শাসন করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন। খৃষ্টানেরা বলেন পাপীর জন্য অনন্ত নরক। তবে আর মঙ্গলের জন্য শাসন কোথায়?

উত্তর। খৃষ্টানদের কথার তাঁহারা কি অর্থ করেন জানি না। কিন্তু অনন্তনরক একথা ঠিক নহে। পরমেশ্বর মঙ্গলস্বরূপ তাঁহাতে অমঙ্গলের লেশমাত্র নাই। সুতরাং তাঁহাদ্বারা কখন অমঙ্গল হইতে পারে না। মনুষ্য পরিমিত ক্ষুদ্রজীব, মনুষ্য যত পাপ করুক না কেন, তাহার সীমা থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং পরিমিত পাপের অসীম দণ্ড হইতে পারে না।

প্রশ্ন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হয়?

উত্তর। আত্মগ্লানিতে জর্জ্জরিত হইয়া আর পাপ করিব না এই প্রতিজ্ঞার সহিত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট উদ্ধারের জন্য সরল প্রার্থনা করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হয়। মনুসংহিতাতেও লিখিত আছে "কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তুসঃ।" মনু ১১ অধ্যায় ২৩১ শ্লোক। পাপ করিয়া অনুতাপ করিলে পাপহইতে মুক্ত হয়। আর পাপ করিব না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে মন পবিত্র হয়।

প্রশ্ন। মুক্তি কাহাকে বলে?

উত্তর। সর্ব্বপ্রকার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ পাপ অজ্ঞানতারূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহবাস জনিত ভূমানন্দ লাভ করাই মুক্তি।

প্রশ্ন। কি কি উপায়ে ঈশ্বরের সহবাস লাভ করা যায়?

উত্তর। উপাসনাদ্বারা ঈশ্বরের সহবাস লাভ করা যায়।

প্রশ্ন। উপাসনা কাহাকে বলে ?

উত্তর। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই উপাসনা।

প্রশ্ন। কি উপায়ে ঈশ্বরকে প্রীতি করিব এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব।

উত্তর। প্রীতি ভক্তিভরে ঈশ্বরকে পূজা করিবে। আরাধনা, ধ্যান, স্তুতি, প্রার্থনা, আত্মসমর্পণ, এই পঞ্চোপচারে ঈশ্বরকে পূজা করিবে।

ঈশ্বরস্বরূপের পূজাই আরাধনা। পরমেশ্বর, সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দ শান্তি অমৃতের আকর, মঙ্গলস্বরূপ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, পবিত্র, নিরাকার, নিরঞ্জন, স্বতন্ত্র, অনুপম, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, পাপের দণ্ডদাতা, তিনিই এক মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রতিপালক, সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, এক মাত্র তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখন রাত্রি ছিলনা, দিবা ছিলনা, পৃথিবী ছিল না, আকাশ অন্তরিক্ষ, অগ্নি, জল, বায়ু, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কোন পদার্থই ছিল না। পরমেশ্বর ইচ্ছা পূর্ব্বক সমস্ত সৃজন করিয়াছেন। তিনিই মূলসত্য, তাঁহা হইতে সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রাণরূপে সর্ব্ব পদার্থেই ওতঃপ্রোতরূপে বাস করিতেছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বসাক্ষী, সমস্ত দেখিতেছেন, জানিতেছেন, তাঁহাকে কিছুই গোপন করা যায় না। তিনি অন্তর্যামী। তিনি অসীম অনন্ত, বাক্য মনের অগোচর। তিনি স্বপ্রকাশ স্বয়ম্ভূ, তিনি মনুষ্যের অন্তরে দর্শন না দিলে মনুষ্য তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি আনন্দ শান্তি অমৃতের প্রস্রবণ। তিনি মঙ্গলদাতা, একমাত্র অদ্বিতীয়, পবিত্র, সর্ব্বত্র জীবন্ত জাগ্রত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। এই রূপে প্রত্যেকস্বরূপ চিন্তা করিয়া অর্চ্চনা করিলেই আরাধনা হয়। বিশ্বসংসারে তাঁহার মহিমা দেখিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেও তাঁহার আরাধনা হয়।

অন্তরে ঈশ্বরকে চিন্তা করাই ধ্যান॥ পরমেশ্বর আমার অন্তরে বর্ত্তমান আছেন ইহা চিন্তা করিতে করিতে অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করা যায়। তখন অনিমেষনেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকাই প্রকৃত ধ্যান।

অন্তরে ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করিলেই আপনা হইতেই স্তব করিতে ইচ্ছা হইবে। তাঁহার গুণকীর্ত্তন, মহিমাগানই স্তব, স্তব করিয়া শেষ করা যায় না।

স্তব করিতে করিতে মন যখন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকিবে, সেই সময় তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ না করিয়া থাকা যায় না।

আত্মসমর্পণের পরই তাঁহার সহবাসে চিরকাল থাকিতে অভিলাষ হয়। ঈশ্বরের সহবাসে চিরকালই যোগের অবস্থা। এক দিনও যদি এই রূপে পূজা করা যায়, হৃদয় ভক্তিতে প্লাবিত হয়। তখন তাঁহার নাম স্মরণমাত্র, গানমাত্র প্রেমাশ্রুতে শরীর ভাসিয়া যায়।

প্রশ্ন। ঈশ্বর নিরাকার তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিব ?

উত্তর। ঈশ্বর নিরাকার আত্মাও নিরাকার। নিরাকার নিরাকারকে দর্শন করিবে। সে দর্শনও নিরাকার। আমার সুখদুঃখ, শোকযন্ত্রণা এ সমস্ত নিরাকার, অথচ ইহাদিগকে দর্শন করিয়া থাকি। জড়চক্ষুদ্বারা জড়বস্তু দর্শন করি, জ্ঞানচক্ষুদ্বারা নিরাকার জ্ঞানপদার্থকে দর্শন করি।

প্রশ্ন। ঈশ্বর নিরাকার তবে তাঁহার হস্ত, চরণ, মুখ এসমস্ত বলেন কেন ?

উত্তর। নিরাকার ঈশ্বরের হস্ত নাই, পদ নাই, মুখ নাই, চরণ নাই। অথচ তাঁহার নিরাকার হস্ত আছে, নিরাকার পা আছে, নিরাকার মুখ আছে। তিনি দয়া করিয়া সমস্ত পালন করেন, এজন্য তাঁহার দয়াকে হস্ত বলিয়া বর্ণনা করি। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন, তাঁহার স্থিতিকেই তাঁহার চরণ বলিয়া বর্ণনা করি। তিনি আমাদিগের প্রজ্ঞাতে ও বিবেকে সত্য প্রকাশ করেন, এজন্য তাঁহার প্রকাশকে তাঁহার মুখ বলিয়া বর্ণনা করি। তিনি জ্ঞানদ্বারা সমস্ত দর্শন করেন, সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের জ্ঞানকে চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করি। ঈশ্বরের ভাবপ্রকাশের ভাষা না থাকাতেই মানবীয় সংজ্ঞাতে তাঁহার ভাব প্রকাশ করিতে হয়। ভাষার অর্থ যদি মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাতে ক্ষতি কি। হরিশব্দে বানর, সিংহ, এবং হরিশব্দে ঈশ্বর। একব্যক্তি হরি বলিয়া শব্দ করিলে, তখন বলিতে পারেন ও ব্যক্তি বনের সিংহকে সম্বোধন করিল। কিন্তু সে ব্যক্তি যাহাকে মনে করিয়া হরি বলিয়াছে তাহাই যথার্থ। ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে, আর কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই। অতএব ভাষাদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বিকৃত হইতে পারে না।

প্রশ্ন। উপাসনার এক অঙ্গ প্রীতির বিষয় কিছু শুনিলাম, এখন প্রিয়কার্য্য কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর। পরমেশ্বর মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহাই প্রিয় কার্য্য। কর্ত্তব্য দুই প্রকার ; বিধি ও নিষেধ। সত্য বাক্য বলিবে, সত্য ব্যবহার করিবে, পরোপকার করিবে, পিতামাতা গুরুজনকে ভক্তি করিবে, ইন্দ্রিয় দমন করিবে, প্রিয়বাক্য বলিবে ; ক্ষমা করিবে, জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে ইত্যাদি বিধি।—মিথ্যা কথা বলিবে না, কপট ব্যবহার করিবে না, হিংসা করিবে না, দ্বেষ করিবে না, অহঙ্কার করিবে না, কটুবাক্য বলিবে না, পরনিন্দা করিবে না, পরস্ত্রী ও পরপুরুষের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবেনা ; মনে মনে ব্যভিচার করাও পাপ, অতএব মনে মনে কামরিপুকে প্রশ্রয় দিবে না, আলস্য করিয়া সময় নষ্ট করিবে না, পরিশোধের উপায় না থাকিলে ঋণ করিবে না, ঋণ করিয়া পরিশোধ না করাই চুরি, চুরি করিবে না, পরদ্রব্যে লোভ করিবে না, বৃথা ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিবে না, কুসংসর্গে বাস করিবে না। ইত্যাদি নিষেধ। এইরূপে কর্ত্তব্য পালন করিলেই প্রিয়কার্য্য সাধন হইবে।

প্রশ্ন। কোন্‌টী কর্ত্তব্য, কোনটী অকর্ত্তব্য তাহা কিরূপে জানিব ?

উত্তর। পরমেশ্বর মানবজাতির একমাত্র গুরু। তিনি সর্ব্বদাই প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে বাস করিতেছেন। মনু-

ষ্যের অন্তরে বিবেক নামে একটী বৃত্তি আছে। বিবেক আত্মার কর্ণ। পরমেশ্বর বিবেক কর্ণে কর্ত্তব্য সদসৎ জ্ঞান প্রেরণ করিতেছেন।

প্রশ্ন। আপনি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন ইহার নাম কি?

উত্তর। ধর্ম্মের নাম ধর্ম্ম, সত্য; তথাপি লোকে অনেক অসত্য, কুসংস্কারকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। এজন্য আমরা প্রকৃত সত্য ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি।

প্রশ্ন। কোন্ গ্রন্থে এ ধর্ম্ম লিখিত আছে?

উত্তর। সত্যধর্ম্মের কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ থাকিতে পারে না। যতপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচলিত আছে সে সমস্তই মনুষ্য লিখিত সুতরাং তাহাতে সত্য অসত্য উভয়ই লিখিত আছে। ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে সত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু মনুষ্য যখন সেই সত্য প্রকাশ করে তখন তাহা অসত্য মিশ্রিত হয়। কারণ মনুষ্য অপূর্ণ ও পরিমিত। অনন্তস্বরূপের পূর্ণভাব ধারণ করিতে পারে না। অনেকে আবার আপনার ক্ষুদ্র ভাবকে ঈশ্বরবানী বলিয়া প্রকাশ করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন গ্রন্থ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনুষ্যের স্বভাবই ধর্ম্ম। পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীর স্বভাবে বর্ত্তমান। ঈশ্বরই এক মাত্র গুরু। প্রত্যেকে তাঁহার নিকট সত্য শিক্ষা করিবে, মনুষ্য ও পুস্তকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে না।

প্রশ্ন। কতদিন হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে?

উত্তর। যতদিন মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে ততদিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। কারণ মনুষ্যের স্বভাবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

প্রশ্ন। তবে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশক বলেন কেন?

উত্তর। মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত। কতকগুলি লোক সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সৃষ্ট বস্তুর পূজা করিতেছিল, এজন্য তিনি প্রাচীন বেদ বেদান্ত উপনিষদ অবলম্বন করিয়া বিলুপ্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুনঃ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি কোন নূতন সত্য প্রচার করেন নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল ব্রাহ্মধর্ম্ম পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে, এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি একটী নূতন সত্য প্রকাশ করিতে পারে নাই। বেদ উপনিষদ এবং অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থের সত্য সকল গৃহীত হইয়াছে। অতএব কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশক বলা উচিত নহে। যিনি যে পরিমাণে সত্য প্রচার করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক।

প্রশ্ন। কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত কি না?

উত্তর। কোন ব্যক্তি বিশেষকে একমাত্র গুরু বলিয়া স্বীকার করা দোষ। যাঁহার নিকট যে পরিমাণে সত্য শিক্ষা করি না কেন, প্রত্যেক মনুষ্যকে গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিব। কেবল মনুষ্য কেন, বৃক্ষ লতা পশুপক্ষী নদী পর্য্যন্ত যেখানে সত্য শিক্ষা করিব তাহাকেই গুরু বলিয়া শ্রদ্ধা করিব। ব্যক্তি বিশেষকে গুরু বলিলে অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়; পরমেশ্বরকে গুরু বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ঈশ্বর প্রত্যেক নরনারীর অন্তরেই সত্য প্রকাশ করিতেছেন, এজন্য একস্থানে সত্য পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন। বেদ, কোরণ, বাইবেল, জেন্দাভেস্তা এই সকল গ্রন্থকে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। এই চারিখানই ঈশ্বরদত্ত, না একখানি কি দুখানি।

উত্তর। কোন গ্রন্থই ঈশ্বরদত্ত নহে। কারণ প্রত্যেক গ্রন্থেই অসত্য আছে। চারিখানি গ্রন্থ পাঠকরিয়া যাহা সত্য বুঝিবে তাহাই ঈশ্বরদত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে, কোন গ্রন্থকে ঈশ্বরদত্ত বলিবেনা।

প্রশ্ন। যদি কোন মনুষ্য আপনার লেখাকে ঈশ্বরবাক্য বলিয়া প্রকাশ করেন, তাহা গ্রাহ্য কি না?

উত্তর। মনুষ্য যাহা লিখিবে কি বলিবে তাহা তাহার নিজের কথা, তবে তাহার মধ্যে যাহা সত্য তাহাই ঈশ্বরের সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। আরও দেখিবে, সেই সত্য নূতন না পুরাতন। যদি নূতন সত্য না হয় তবে সে লোককে অসত্য প্রকাশক মনে করিবে। কারণ ঈশ্বর যাহা প্রকাশ করিবেন তাহা নূতন হইবে। কোন গ্রন্থের বা মনুষ্যের কথাকে ঈশ্বরের ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, এজন্য সে বাক্যকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবে।

গ্রন্থের সত্য পুরাতন, ঈশ্বরের সত্য নূতন। অতএব যখন সত্য গ্রহণ করিবে, তখন বিবেকের প্রতি দৃষ্টিপাতকরিও।

প্রশ্ন। সাধু ভক্তির অর্থ কি?

উত্তর। সচ্চরিত্র ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই সাধু। তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা তাঁহাদিগের সহবাসে থাকা কর্ত্তব্য কার্য্য। এস্থলে একটী কথা মনে করিতে হইবে যে, আমি যাহাকে সাধু বলিতেছি, অন্য লোক তাহাকে অসাধু বলিয়া ঘৃণা করিতে পারে। অতএব ব্যক্তিবিশেষকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে। যিনি যাহাকে সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিবেন তিনি আপনা হইতেই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিবেন। মনুষ্য বিশেষকে সাধু বলিয়া ঘোষণা করিলে দুর্ব্বল মনুষ্যের মস্তক ঘুরিয়া যায়। ভাক্ত সাধুধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া তরঙ্গরঙ্গিনীর মধ্যে ক্রীড়া করিয়া ঈশ্বরের সিংহাসনে আরোহণের অভিলাষে অধঃপতিত হয়। অতএব সৎগুণের মর্য্যাদা রক্ষা কর, কিন্তু অন্যায় প্রসংসা করিয়া মনুষ্যের অনিষ্ট করিও না। গুণবানের প্রশংসা না করা যেমন পাপ, নির্গুণের প্রশংসা করা সেইরূপ অন্যায়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন তীর্থ আছে কি নাই?

উত্তর। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সুতরাং সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মের তীর্থ। কোন স্থানকে, কোন জীবকে ব্রাহ্ম অপবিত্র মনে করেন না। কারণ সর্ব্বত্রই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের বাস। সর্ব্ব স্থানে সকল জীবকে তীর্থরূপে দর্শন করিলে ব্রাহ্মের জীবন সার্থক হয়।

প্রশ্ন। ব্রাহ্মগণ জাতিভেদ মানেন না কেন?

উত্তর। পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রকে সৃজন করিয়াছেন। তিনি সকলেরই অন্তরস্থ দেবতা। তিনি জাতিভেদ করেন নাই। মনুষ্য মনুষ্যকে অপবিত্র ও হীন মলিন মনে করিলে

অপরাধী হয়। ঈশ্বর যখন চণ্ডালের হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তখন তুমি কে যে চণ্ডালকে ঘৃণা করিতে পার। মনুষ্য মাত্রই এক মানবজাতি। মানবজাতির মধ্যে স্ত্রীপুরুষ, কেবল এই মাত্র প্রাকৃতিক ভিন্নতা, আর কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। অতএব জাতিভেদ করিবে না এবং জাতিভেদের চিহ্ন উপবীত প্রভৃতি ধারণ করিবে না। যাহারা জাতিভেদ অস্বীকার করিয়াও উপবীত ধারণ করে তাহারা কপটাচারী। জাতির মান্য না করিয়া গুণের মান্য কর।

প্রশ্ন। মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

উত্তর। জ্ঞানবান্, ঈশ্বরপরায়ণ, উপাসনাশীল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পূতচরিত্র, সমদর্শী, সৎকর্ম্মশীল, উৎসাহী, ধীর, বীর, ক্ষমবান, প্রিয়ভাষী, সর্ব্বজীবহিতৈষী, ধার্ম্মিক পুরুষই মানবজাতির শ্রেষ্ঠভূষণ।

প্রশ্ন। কোন্ মনুষ্য ব্রাহ্মের আদর্শ?

উত্তর। কোন মনুষ্য ব্রাহ্মের আদর্শ নহে। এক মাত্র পূর্ণ মঙ্গল সত্যসুন্দর ঈশ্বরই ব্রাহ্মের আদর্শ। অনন্ত উন্নতি ও ঈশ্বর লাভই ব্রাহ্মের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য মনুষ্য-স্বভাব, সেই স্বভাবেই ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

প্রার্থনার মূল্য কি!

কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সমীপে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

মানবের মন কি জলের ন্যায়? জলের সহিত তুলনা করি কেন? ইহার কারণ আছে। সরোবরের জলে দেখিতে পাই যে, যদি স্থির জলরাশির মধ্যে একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করি তাহা হইলে সেই প্রস্তরপাতনিবন্ধন জলরাশির অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা কেবল সেই মূহূর্ত্তে বা সেই স্থানে বদ্ধ থাকে না। তন্নিবন্ধন যে তরঙ্গমালা উদিত হয় তাহা তরঙ্গের পর তরঙ্গ, লহরীর পর লহরী এইরূপে চারিদিকে বহুদূর ব্যাপী তরঙ্গমালা বিস্তার করে। কোথায় একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড যেই পড়িল, অমনি নিমেষে অদর্শন হইয়া গেল; কিন্তু সে যাইবার সময় সরোবর যুড়িয়া আপনার গমনের প্রমাণ রাখিয়া গেল। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে মানবের মনের ভাবও যেন এই প্রকার। মানব মনে ভাল মন্দ যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা সেই মূহূর্ত্তে বা সেই অল্প পরিসর ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকে না। সেই ঘটনানিবন্ধন মনের যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা যেন গূঢ়রূপে সমুদয় মনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ জ্ঞানোপার্জ্জন বিষয়ে আমরা কি দেখি? একটী নূতন সত্য যখন অধিগত করা যায়, তখন কি সেই বিশেষ সত্যটী মাত্র আমাদের লাভ হয়, না তাহার অধিক কিছু থাকে? একটী নূতন সত্য শিখিলে যে কেবল একটী মাত্র সত্য লাভ হইল তাহা নহে, কিন্তু সেই একটী গ্রহণ করাতে আর দশটী সত্য গ্রহণ করিবার উপযোগী মানসিক শক্তি বিকসিত হইল। এই মানসিক শক্তির বিকাশকেই ব্যুৎপত্তি বা বিদ্যা বলে। বিদ্যার জন্য শাস্ত্র পাঠের আদর। যদি বিদ্যা না জন্মে তাহা হইলে শাস্ত্রপাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র। আমি এক জন লোকের কথা জানি, যাঁহাকে সর্ব্বদাই অধ্যয়নে রত দেখি। তাঁহার গৃহে যাই দেখি তিনি পড়িতেছেন; কর্ম্ম স্থানে যাই দেখি তিনি পাঠে ব্যস্ত; পথে ঘাটে, রেলের গাড়িতে এমন কোন স্থান নাই যেখানে তাঁহার হস্তে এক খানি না এক খানি গ্রন্থ দেখা যায় না। এ দিকে কর্ম্ম স্থানে ২০০ শত টাকা বেতন পাইতেন, ১৫০ শত হইল, দেড় শত টাকা হইতে এক শত হইল; অবশেষে নির্ব্বুদ্ধিতা ও অকর্ম্মণ্যতা নিবন্ধন তাড়িত হইলেন। ইহা দেখিয়া কি বলিব? বলিব যে তিনি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিদ্যা জন্মে নাই, পণ্ডশ্রম হইয়াছে।

বিদ্যার দ্বারা যেমন পাঠের মূল্য নির্ণয় করিতে হয়, সেইরূপ হৃদয়ের বিকাশ ও উন্নতি দ্বারা সদনুষ্ঠানের মূল্য নির্ণয় করিতে হয়। একজন দরিদ্রকে একমুষ্টি অন্ন দিলাম, ইহার ফল কেবল সেইদিন ও সেই মুহূর্ত্তে বদ্ধ নয়। সেই একটী দয়ার কার্য্য দ্বারা আমার মন আর একটী দয়ার কার্য্য করিবার উপযুক্ত হইল। বিবেকের অনুসারে একটী কার্য্য করিলাম, তাহার ফল কেবল একটী সৎকার্য্য নয় কিন্তু তদ্দারা আমার মন আরও দশটী স্থলে বিবেকের অনুরূপ কার্য্য করিবার বল প্রাপ্ত হইল। যদি হৃদয়ের এইরূপ বিকাশ ও উন্নতি লক্ষিত না হয় তাহা হইলে সদনুষ্ঠান ব্যর্থ হইল বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি এরূপ কোন লোক দেখা যায়, যিনি সর্ব্বদা সদনুষ্ঠানে ব্যস্ত, দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলিতেছেন, অনাথ অনাথার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন অথচ স্ত্রীপুত্রের প্রতি নৃশংসতাচরণ করিয়া থাকেন, প্রতিদিনের ব্যবহারে বিলক্ষণ স্বার্থপরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; প্রতিবেশীর প্রতি পরুষ ব্যবহার করিতে তিনি মনে ব্যথা পান না; লোককে মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়া দুঃখিত হন না। যদি এরূপ দেখি তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলিব যে তিনি সদনুষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র।

ভাল বিষয়ে যেরূপ, মন্দ বিষয়েও সেই রূপ। পাপ কার্য্যের ফল যদি সেই দিনে ও সেই মুহূর্ত্তে বদ্ধ থাকিত তাহা হইলে আমাদিগকে এত শোক করিতে হইত না। একবার কাহারও প্রতি অপবিত্র ভাবে দৃষ্টি করিলাম, একটী মিথ্যা কথা বলিয়া কোন কার্য্য উদ্ধার করিলাম, তাহার পর দণ্ডেই আমার মন যেমন ছিল তেমনি হইল, যদি এরূপ হইত তাহা হইলে পাপ এত সর্ব্বনাশের বস্তু হইত না। কিন্তু পাপের ফল সেই ক্ষুদ্র পরিসর ভূমিতে থাকে না। একটী পাপকার্য্য করিলে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটে। প্রথমতঃ মানসিক বল কমিয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে। একটী পাপপ্রবৃত্তির নিকট পরাজিত হইলে আর দশটীকে বাধা দিবার বল নষ্ট হয় এবং পাপ আত্মার পক্ষে অপ্রিয় না থাকিয়া প্রিয় হইতে আরম্ভ হয়। যেমন শাস্ত্র পাঠ অপেক্ষা বিদ্যা গুরুতর, সেইরূপ কোন বিশেষ পাপ কার্য্য অপেক্ষা পাপাসক্তি

গুরুতর। এক ব্যক্তির পাপের প্রতি আসক্তি নাই, কিন্তু নিতান্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ কোন দুষ্কার্য্যে পড়িয়া গিয়াছে; আর এক জন ঘোর আসক্ত কিন্তু সুবিধা বা সুযোগের অভাবে কার্য্যে পাপাচরণ করিতে পারিতেছেন না; এই উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তির আত্মার অবস্থা অধিক শোচনীয়। অতএব আত্মার দুর্ব্বলতা এবং পাপাসক্তি দ্বারাই পাপের গুরুত্ব পরিমাণ করিতে হয়। প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ পাপকার্য্য দ্বারা সেই দুর্ব্বলতা ও পাপাসক্তি জন্মে বলিয়াই তাহা এত শোচনীয়। বিদ্যার দ্বারা যেমন পাঠের মূল্য নির্ণয় হয়; সজ্জনতা দ্বারা যেমন সদনুষ্ঠানের মূল্য নির্ণয় করিতে হয়; আত্মার দুর্ব্বলতা এবং পাপাসক্তিদ্বারা যেমন পাপের গুরুত্ব স্থির করিতে হয়, সেইরূপ প্রার্থনাশীলতা বা ঈশ্বরপরায়ণতার দ্বারাই প্রার্থনার মূল্য নির্ণয় করিতে হয়। আমরা একটী প্রার্থনা করিলাম, তাহার ফল যে সেই সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ থাকে তাহা নয়, কিন্তু তদ্দ্বারা আত্মার একটী বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করে, আত্মাকে ঈশ্বরমুখীন করিয়া দেয়, ঈশ্বর পরায়ণতার বৃদ্ধিবিষয়ে সাহায্য করে; যেমন বই পড়িয়াও অনেকে মূর্খ থাকে, সেইরূপ প্রার্থনার উপর প্রার্থনা করিয়াও অনেকে ঈশ্বরপরায়ণ হয় না। ঈশ্বরপরায়ণতা কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিয়া বলা উচিত। কিন্তু ভাষাদ্বারা এরূপ গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় সকলের বর্ণনা করাই দুষ্কর. তথাপি সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায় যে, সূর্য্য-মুখী ফুল যেমন সূর্য্যের দিকেই মুখ করিয়া থাকে, সেই রূপ যাহার প্রাণটী ভিতর হইতে সর্ব্বদা বল ও পবিত্রতার জন্য ঈশ্বরমুখীন হইয়া আছে, তাহাকে বলি ঈশ্বর পরায়ণ লোক। এরূপ লোক ভক্তনামলোলুপ নয়, আড়ম্বর আস্ফালনে জগৎকে কম্পিত করে না; ধার্ম্মিকের পরিচ্ছদ পরিয়া জনসমাজে বাহির হয় না; কর্ত্তব্যসাধনের জন্য পরের মুখাপেক্ষা করে না। যদি দেখি একজন লোক প্রার্থনাতে খুব পটু, দশবৎসর দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে, কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিতে ত্রুটী করিতেছে না, কিন্তু সত্যের প্রতি তাহার আদর নাই; সত্য গোপন ও অসত্য প্রখ্যাপন করিতে সঙ্কোচ নাই; নিন্দাপ্রচারে মহা আনন্দ, লোকের মানসম্ভ্রমের প্রতি লক্ষ্য নাই; গোপনে অপবিত্রতাকে বিলক্ষণ রুচি আছে; তাহা হইলে বলিব, এক এক জন অনেক পড়িয়া শুনিয়াও যেরূপ মূর্খ থাকে, এই হতভাগ্য সেই রূপ এতদিন উপাসনা, প্রার্থনা করিয়াও অপ্রেমিক রহিয়াছে। আমরা উপাসনা অথবা প্রার্থনা করিবার সময় ঈশ্বরপরায়ণতা জন্মিল কি না এ প্রশ্ন মনে রাখিতে যেন বিস্মৃত না হই। যে প্রার্থনা চরিত্রে সুফল প্রসব করে না তাহার মূল্য নাই। এরূপ প্রার্থনাতে মানুষ ভুলিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর ভুলিবেন না।

বিগত বৎসর মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মসমাজসংস্থাপক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যেরূপ সভা হইয়াছিল, এবারেও সেই প্রকার সভা অবশ্য আহুত হইবে। হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ বর্ষে বর্ষে যেরূপ প্রকাশ্যসভা হইয়া থাকে, রাজা রামমোহন রায়ের জন্যও সেইরূপ সাম্বৎসরিক সভা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা ভরসা করি রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভার নানা স্থানহইতে ব্রাহ্ম ও অপর সাধারণ বহুসংখ্যক লোক আসিয়া গত বৎসরের ন্যায় সমবেত হইবেন। রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ কোন চিহ্ন সংস্থাপন করিবার আবশ্যকতা বিষয়ে বিগত বর্ষের সভায় কিছু বলা হইয়াছিল। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তদ্বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টাও করিতেছিলেন। যাহাতে বঙ্গবাসী সকল শ্রেণীর লোক তাঁহাদের সাধারণ হিতকারী রামমোহন রায়ের স্মরণার্থচিহ্ন সংস্থাপন উদ্দেশ্যে একত্র হইতে পারেন, সেইরূপ চেষ্টা করা হইতেছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার কোন কোন সভ্যকে ও শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয় বলা হয়। তাঁহারা প্রস্তাবিত বিষয় সংসাধন করিতে ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। অতি শীঘ্রই একটী উপযুক্ত সভা আহ্বান করিবার জন্য রাজনারায়ণ বাবু, সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি কৃতসংকল্প হন। এমন সময় কেশব বাবু হঠাৎ আলবার্ট হলে গত বৃহস্পতিবার উক্ত উদ্দেশ্যে একটী সভা করেন। সকল শ্রেণীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ বা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। সভার বিজ্ঞাপনও উপযুক্তরূপে দেওয়া হয় নাই; সুতরাং সভায় দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি প্রায় কেহই ছিলেন না, এবং লোক সংখ্যাও ৭০। ৮০ জন মাত্র হইয়াছিল। কমিটিতে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দেওয়া হইয়াছে, অথচ তাঁহার অনুমতি লওয়া অথবা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রবাবু পত্র লিখিয়া কমিটি ত্যাগ করিয়াছেন। নববিভাকর যথার্থই বলিয়াছেন "রামমোহন রায়ের কীর্ত্তির মহত্ব ও তাঁহার স্বদেশীয়গণের কৃতজ্ঞতার গভীরতা এরূপ সামান্য সভায় প্রকাশ পায় না।" গত বৎসর ব্রাহ্মগণ যে সভা করেন, তাহাতে প্রায় এক সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিলেন; কেবল কেশব বাবু ও তাঁহার প্রচারকগণ উপস্থিত হন নাই। কেশব বাবুর তাড়াতাড়ি এরূপ সভা করিবার অভিপ্রায় কি, আমরা বুঝিলাম না। রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ব, তাঁহার স্বদেশবাসীগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, সুতরাং উপযুক্ত আয়োজন করিয়া সভা আহ্বান করিলে ৪। ৫ সহস্র লোক সমাগত হইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণচিহ্ন সংস্থাপন জন্য সকল শ্রেণীর লোক লইয়া একটী জাতিসাধারণ সভা আহূত হওয়া আবশ্যক। মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মদিগের যে সভা হইবে তাহাতেও অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত হউক। পরিশেষে এই কয়েকটী কমিটী একত্র হইয়া কার্য্য করিতে পারেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বাৎসরিক বিজ্ঞাপনীতে মফস্বল সমাজ সকলের প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রকাশ করিবার

জন্য অনেক দিন হইতে তত্ত্বকৌমুদী ও ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এ পর্য্যন্ত অনেক গুলি সমাজ তাঁহাদিগের বিবরণ প্রেরণ করিতে আলস্য করিতেছেন। আমরা সানুনয় অনুরোধ করিতেছি যে, অতি শীঘ্র তাঁহারা উক্ত বিবরণ পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করেন। যে সকল সমাজ আমাদিগের প্রার্থিত সংবাদ সকল প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিলাম। আহমদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ; বোম্বাই প্রার্থনাসমাজ; মধ্যআসাম উপাসনা সমাজ; হুগলি ব্রাহ্মসমাজ; সিলং ব্রাহ্মসমাজ; বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ; উৎকল ব্রাহ্মসমাজ; দাক্ষিণাত্য (মান্দ্রাজ) ব্রাহ্মসমাজ; উত্তরবঙ্গব্রাহ্মসমাজ; (জলপাইগুড়ি) শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ; সুরাট প্রার্থনাসমাজ; মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ; কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ; সিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ; দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ।

পুনা প্রার্থনাসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের ষষ্ঠ ও সপ্তম দিবসে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু আনন্দচন্দ্র রায় শুভকর্ম্ম উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০ টাকা দান করিয়াছেন।

ইউনিটেরিয়ান প্রচারক ডাল সাহেব ব্যাঙ্গালোরে গিয়া ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি আসিবার সময় তত্রত্য সমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য ৭০ টাকা দান করিয়াছেন।

মাঘোৎসব উপলক্ষে যাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ ছুটি পান, এ জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ চেষ্টা করিতেছেন।

ব্যাঙ্গালোর কাণ্টনমেণ্টে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯শে ডিসেম্বর এতদুদ্দেশে একটি প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল। ৩২ জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের সহিত যোগ দিয়াছেন।

কিছুদিন হইল পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বরিসাল সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথায় গমন করাতে বরিসাল সমাজের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত প্রনালী অনুসারে আহমদাবাদ প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শনিবার; ১৩ ডিসেম্বর; অপরাহ্ন ৪টা; ব্রাহ্মিকাসমাজ।
রবিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, অপরাহ্ন ৪॥; সামাজিক উপাসনা।
সোমবার, ৫॥টা; পুরাণ পাঠ।
মঙ্গলবার; ৫॥টা; বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী পাঠ ও সামাজিক সম্মিলন।
বুধবার; ৭॥টা; বিশেষ উপাসনা।

নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী মাঘোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা।

৫ই মাঘ; (১৮ই জানুয়ারি) রবিবার; রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।
৬ই ঐ; (১৯ ঐ;) সোমবার; বালকদিগের উপাসনা সভা।
৭ই ঐ; (২০ ঐ) মঙ্গলবার; ছাত্রদিগের উপাসনা সমাজ।
৮ই ঐ; (২১ ঐ) বুধবার; ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলা সমাজ।
৯ই ঐ; (২২ ঐ) বৃহস্পতিবার; থিইষ্টিক সোসাইটি।
১০ই ঐ; (২৩ ঐ) শুক্রবার; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভা।
১১ ঐ; (২৪ ঐ) শনিবার; মাঘোৎসব; প্রচারক নিয়োগ ও প্রচারকদিগের শিক্ষার জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন।
১২ ঐ; (২৫ ঐ) রবিবার; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন; প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে উপাসনা।
১৩ ঐ; (২৬ ঐ) সোমবার; কথোপকথন।
১৪ই ঐ; (২৭ ঐ) মঙ্গলবার; সামাজিক সম্মিলন ও প্রীতিভোজন।
১৫ ঐ; (২৮ ঐ) বুধবার; উদ্যানে উপাসনা।

সঙ্গীত।

রাগিণী সুরট—তাল একতালা।

"জীবন্ত ঈশ্বর এইত বর্ত্তমান। এযে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন, তৃপ্ত কি হয় মন, করি অনুমান।

এইত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রতপ্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়; এইত পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়, পূর্ণকর্ম্মা পুরুষ প্রধান।

এইত চিন্তামণি, চিরন্তন ধন, এইত দয়াল প্রভু হৃদয় রতন; প্রাণের ঈশ্বর প্রাণের ভিতর, কোথা যাব আর করিতে সন্ধান (তাঁর)।

এইত নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন, সুন্দর প্রকৃতি প্রেমের গঠন; কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা, শান্তি রসে ভরা প্রসন্ন বদন।

স্থানেতে এখানে, সময়ে এক্ষণ, প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন; দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন; হারাইলে হৃদয় হয় যে শ্মশান।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

"কাল রাত্রি পোহাইল উদিল সুখ তপন;
আর কি ভারত যুবা থাকে ঘুমে অচেতন।
দুঃখ শোক যার তরে, সে কি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত হয়, থাকে হয়ে অচেতন;

অধীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে
কোটী কোটী নারী নরে উঠে কর দরশন।
কারায় বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলি যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ি ভারত ললনা;
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।
যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখী মত,
দারিদ্র দুর্দ্দশা ক্লেশ কত যে করে বহন;
বহু পরিবার লয়ে, অর্থাভাবে ম্লান হয়ে,
অশেষ যন্ত্রণা সয়ে বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে, আছ হয়ে বিচেতন;
করোনাহে অবহেলা, নাহি ঘুমাবার বেলা
বিধাতা ডাকিছেন দ্বারে উঠহে মেলি নয়ন।

প্রেরিত।

ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট "রাধানগরস্থ রাজা রামমোহন রায়-পুস্তকালয়ের" প্রার্থনা।

মহাশয়!

খানাকুল—কৃষ্ণনগরের সন্নিকটস্থ উক্ত রাজার জন্মভূমি রাধানগরে যে সাধারণ পুস্তকালয় ছিল, তাহা উল্লিখিত পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে মাত্র; কিন্ত, তাহার উন্নতির অভাবস্বরূপ অবশ্য প্রতিবিধেয় কয়েকটী অন্তরায় নিরাকৃত হয় নাই। সাধারণ 'ব্রাহ্ম সমাজের' উপর অনেক প্রত্যাশা করা যায়, এজন্য আমাদের নিবেদন আপনাকে প্রেরণ করিতেছি; কৃপা করিয়া মুদ্রিত করিলে বাধিত হইব।

১। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপয়িতা মহাত্মা রাজার স্মরণার্থ তাঁহার জন্মভূমি রাধানগরে স্থায়ীচিহ্ন স্বরূপ কোনও কার্য্য করা কর্ত্তব্য; অর্থাভাব বলিয়া এ অঞ্চলে ঐরূপ কার্য্য হইবার বাধা হইতেছে নির্দ্দেশ করা বাহুল্য। সাধারণের যথাসাধ্য কিছু কিছু আনুকূল্য পাইলে, আমরা একটী সমাজগৃহ প্রস্তুত করিতে পারি।

২। ব্রাহ্মসম্পাদিত সংবাদপত্র, পুস্তক বা সাময়িক পুস্তিকাদি, আমাদের পুস্তকালয়ে নাই। ব্রাহ্মগণ, অনুগ্রহ করিয়া, বিনামূল্যে আমাদের দীন পুস্তকালয়ে প্রদান করিলে, আমরা চরিতার্থতা লাভ করি।

৩। প্রচারক মহোদয়েরা নানা স্থানে গমন করেন; মহাত্মা রামমোহন রায়ের জন্মভূমির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। যদি মধ্যে মধ্যে প্রচারক মহাত্মারা এপ্রদেশাভিমুখে আগমন করেন, তবে তাঁহাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য ভার অনিস্পাদিত অবস্থায় থাকিতে পারে না। প্রচার কার্য্যোপলক্ষে, এখানে তাঁহারা ভ্রমণ করিতে আসিলে, এই স্থান প্রচারের পক্ষে কিরূপ অনুকূল, তাহা বুঝিতে পারেন।

১৩ নং ভুবন বাড়ুয্যের লেন চোরবাগান। ১৪ ই পৌষ ১৮০১

নিবেদক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।
উল্লিখিত পুস্তকালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক।

নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে তাহার উল্লেখ করিয়া পাঠাইলে বাধিত হওয়া যায়।

সা, ব্রা, স, কার্য্যালয় ১৮৭৯। ১০ই ডিসেম্বর } শ্রীশিবচন্দ্র দেব। সম্পাদক।

কতকগুলি নূতন সঙ্গীত সংগৃহীত হইলে আগামীমাঘোৎসবের সময় একখানি নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী ব্রাহ্মগণের নিকট নিবেদন এই যে, কাহারও নিকট নূতন সঙ্গীত থাকিলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

১৩ নং মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আগামী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এল্‌মেনেক" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও দুঃখের সহিত ব্যক্ত করা যাইতেছে যে গত বৎসর কয়েকটী ব্রাহ্মসমাজ আমাদের ঐ প্রকার প্রার্থনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করায় বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে ঐ সকল সমাজের কোন বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইতে পারেনাই এবং কোন কোন সমাজের অসম্পূর্ণ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ এবিষয়ে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিবেন না। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা। ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, ইং জুলাই ১৮৭৯। } শ্রীশিবচন্দ্র দেব। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক।

Printed and published, by. B. M, Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press. 93 College Street, December 1879.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৬শ সংখ্যা। | ১লা মাঘ বুধবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫০। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩

আমাদের একটী গল্প বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। এক সময় কোন পল্লীগ্রামের কোন গৃহস্থের বাড়ীতে দুই সম্প্রদায় কবিওয়ালার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এক সম্প্রদায়ের গান শেষ হইয়া আর এক সম্প্রদায় যখন গান আরম্ভ করিল, তখন একে একে দর্শকগণ চলিয়া যাইতে লাগিল; অবশেষে কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর লোক ও গৃহস্থের পরিবার পরিজনগণ ভিন্ন কেহ রহিল না। ক্রমে গৃহস্থের পরিজনগণও একে একে সরিয়া পড়িল, এবং এদিকে ওদিকে নিদ্রার ব্যবস্থা করিল। অবশেষে বহুক্ষণ পরে কবিসম্প্রদায় শয্যার পার্শ্বে গিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল "মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন, আমাদের জয় হইয়াছে"; যাহাদের জয়-পরাজয়ের বিচার করিবার কথা, তাহারা যখন নিদ্রিত, তখন সে হতভাগ্য ব্যক্তিদের দোষ কি! কাজেই আপনাদের জয় আপনারা ঘোষণা করিতে হয়। আমাদের অপরপক্ষীয় বন্ধুরা সেইরূপ নিজেদের পত্রেই নিজেদের জয়ঘোষণা করিতেছেন। দেশের লোকের এমনি অবিচার, তাহারা যেন নিদ্রিত; বন্ধুরা এত পরিশ্রম, এত উৎসাহ, এত বাগ্মিতা, এত কার্য্যকৌশল দেখাইতেছেন তবু দেশের লোক "তাঁহাদের জিত" একথা বলে না; কাজেই বন্ধুদিগকে বার বার বলিতে হইতেছে "আমাদের জিত!" সেই জন্য তাঁহাদের ইংরেজী বাঙ্গালা সমুদয় পত্রে কেবল এই রূপ উক্তি সকল দৃষ্ট হইতেছে; "কে বলে আমাদের দল কমিয়াছে, আমাদের দল বাড়িতেছে, অতএব আমাদের জিত; আমাদের প্রচারযাত্রায় কুতর্কী লোকও লুকাইয়া যোগ দিয়াছে, কত লোক পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছে, অতএব আমাদের জিত; বর্দ্ধমানের রাজা ৫০০ শত টাকা আমাদিগকে দিয়াছেন, অতএব আমাদের জিত; প্রচার যাত্রার ব্যয়বাদে আমাদের টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে, অতএব আমাদের জিত; grand things are contemplated; এবার আমরা খুব জাঁকাইয়া উৎসব করিব, অতএব আমাদের জিত"। আচ্ছা বেশ, আমরা হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করিতেছি এযাত্রা তাঁহাদের জিত ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হার! ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট? ফল কথা এই, আমাদের বড় শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। কাহারদ্বারা কতদূর সত্য প্রচার হইতেছে তাহা না দেখিয়া এখন আমাদের স্বীয় স্বীয় দলের হার জিতের ভাবনাতেই ব্যস্ত হইতে হইতেছে; কার দলে কত লোক, সেই জন্য অস্থির হইতে হইতেছে। একথা আজ ব্রাহ্মদিগের মুখ হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না যে, "কোন ব্যক্তির বা কোন দলের হার জিত বুঝি না, আমরা জিতিলে যদি সত্যের পরাজয় হয়, তবে বলি আমরা হারি এবং সত্যের জয় হউক। আমারও জয় চাইনা, তোমারও জয় চাই না; আমাদের জয় না হইয়া ঈশ্বরের জয় হউক।

আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ অনুষ্ঠানবিহীন বিশ্বাসকে আর ঘৃণার বিষয় জ্ঞান করেন না। তাঁহারা আর বড় অনুষ্ঠানের পক্ষ সমর্থন করেন না। আমরা বিশ্বাসবিহীন অনুষ্ঠানকে যেমন ঘৃণা করি, অনুষ্ঠানবিহীন বিশ্বাসকেও সেই রূপ ঘৃণা করি। উভয়ই আত্মার শোচনীয় অবস্থার পরিচায়ক। ধর্ম্ম যদি কেবল বক্তৃতা ও বিশ্বাসের ব্যাপার হইত তাহা হইলে তাহার মর্য্যাদা থাকিত না। কিন্তু ধর্ম্ম প্রাণ, ধর্ম্ম জীবন। অনুষ্ঠানবিহীন ধর্ম্ম, জীবনশূন্য দেহস্বরূপ। আমি সত্যে বিশ্বাস করি, কিন্তু সত্যপালন করি না, পবিত্রতাকে ভাল বলি, কিন্তু অপবিত্র জীবন যাপন করি, ইহার অর্থ এই যে আমি সত্য ও পবিত্রতার মর্য্যাদা জ্ঞাত নহি, তাহাতে আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় নাই। আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, কিন্তু তাঁহাকে কখন স্মরণ করি না; সে বিশ্বাসকে বিশ্বাস বলা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজে ভক্তি ও ভক্তের এক নূতন বিধ অর্থ হইয়াছে। যে কতকগুলি বাঁধাবুলি অভ্যাস করিতে পারে যথা শ্রীচরণ, ভক্তবৎসল, দয়াল ইত্যাদি এবং যে খোল করতাল সহকারে চীৎকার করিয়া কীর্ত্তন করিতে পারে, তাহার জীবন যে প্রকার হউক না কেন, সে ভক্ত এবং এই প্রকার কার্য্য করার নাম ভক্তি। আমাদের একটী দৃষ্টান্ত স্মরণ হইল; একদা এক জন ব্রাহ্ম প্রার্থনা কালে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কোন ভ্রাতা আমার স্কন্ধে পা রাখিয়া স্বর্গে উঠিতে পারেন, আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। তাঁহার এই কথা শুনিয়া অনেক ব্যক্তি ঐ রূপ প্রার্থনার অনুকরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা আপনাদের অবস্থা ও যোগ্যতা বিবেচনা না করিয়া প্রার্থনাটী অম্লান বদনে অনুকরণ করিতে লাগিলেন। এই রূপ অনুকরণ-

প্রিয়তা আজ কাল ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর এক প্রকার ভক্তি দেখা যায় তাহা বিশ্বাস ও কার্য্যে পরিণত হয় না। এই প্রকার ভক্তিপথাবলম্বীরা কেবল উপাসনা মাত্র ধর্ম্ম মনে করেন। আমরা এ ভক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত ভক্তি বলিতে পারি না। ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী মাত্রেরই ভক্তি আছে; হিন্দু ও মুসলমান, বৈষ্ণব ও খৃষ্টীয়ান কেহই ভক্তিহীন নহে; কিন্তু যে জন্য তাহাদিগকে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারি না, প্রাগুক্ত ভক্তিপথাশ্রয়ী ব্রাহ্মদিগকেও আমরা প্রকৃতার্থ ব্রাহ্ম বলিতে পারি না।

বৈরাগ্য।

দুই প্রকারে মনুষ্য বৈরাগ্যসাধন করে। কতকগুলি লোক বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া থাকেন; আহার পরিচ্ছদ বিষয়ে নিয়ম এবং শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন এই সমস্ত তাঁহাদের বৈরাগ্য অভ্যাসের উপায়। আর কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা বৈরাগ্যকে সাধনের বিষয় বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি অর্জ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত, সত্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত, এবং তাঁহারা বলেন যে ঈশ্বরভক্তি সঞ্চার হইলে বৈরাগ্যের ভাব আপনা আপনি উপস্থিত হয়। যাঁহারা প্রথম উপায়ে বৈরাগ্য সাধন করেন, তাঁহারা প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়েন না। অভ্যাস ও সাধনদ্বারা বৈরাগ্য লাভ করিতে পারা যায় না। কেবল কতকগুলি বাহিরের বিষয় ছাড়িলেই বৈরাগ্য লাভ হয় না। কত লোক কৌপীনধারী অথচ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও নীচ বিষয়ে আসক্ত। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা এই প্রকার বৈরাগ্যের বেশধারীর শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ইহারা প্রকৃত বৈরাগ্যপথ আশ্রয় করিতে না পারিয়া কেবল বৈরাগ্যের বেশমাত্র লইয়া থাকে। মনঃসংযম ও কুপ্রবৃত্তিকে বশীভূত করা, নীচ অনিত্য বিষয়হইতে মনকে উচ্চ বিষয়ে লইয়া যাওয়া, মনের রুচিকে উচ্চ বিষয়ের স্বাদগ্রাহী করা, এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি তাহাদের অনুরাগ নাই। সংসারের বিষয়সম্ভোগ করাতে পরমার্থের হানি হয়, এরূপ জ্ঞান করিয়া যে ব্যক্তি সংসারত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হয়েন, তিনি প্রকৃত বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে না পারিয়া এক প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনমাত্র করেন।

ব্রাহ্মসমাজে একটী প্রবৃত্তি ক্রমে প্রবল হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,সমস্ত পুরাতন বিষয়কেই নূতন ভাব ও অর্থ দিয়া আমরা লইবার চেষ্টা করি, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিবেচনা করি না যে সকল পুরাতন বিষয়ই চেষ্টা করিয়া রক্ষা করা যায় না। বৈরাগ্য সেই প্রকার একটী বিষয়। আমাদের প্রাচীন বৈরাগ্য সংসারত্যাগের মত। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, আহার, পরিচ্ছদ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ফকির হওয়াই আমাদের প্রাচীন বৈরাগ্য। বৈষ্ণবেরা প্রথমে এই পথাশ্রয় করিয়াছিলেন, অন্যান্য সম্প্রদায়দের মধ্যেও এইরূপ বৈরাগ্যভাব দেখা যায়। কিন্তু মনুষ্যপ্রকৃতি স্বভাবের নিয়মে আবার নিজ অবস্থা পুনর্গ্রহণ করে। এখন বৈষ্ণব ও অন্যান্য সম্প্রদায়দিগের মধ্যে প্রাচীন বৈরাগ্য অকৃত্রিম অবস্থায় দেখা যায় না। মনে এখন বৈরাগ্য নাই, বৈরাগ্য এখন কেবল বেশে দেখা যায়। প্রাচীন বৈরাগ্যপথ যে অস্বাভাবিক, তাহার আর প্রবলতর প্রমাণ কি চাই? বস্তুতঃ আমরা কেহই বৈরাগ্য পথাশ্রয়ী নহি এবং সে পথকে শ্রেয় জ্ঞানও করি না। আমরা অভাবাত্মক ধর্ম্মসাধন অপেক্ষা ভাবাত্মক ধর্ম্মসাধনকে প্রশস্ত পথ মনে করি। চৈতন্যের শিষ্যেরা অভাবাত্মক সাধনপথ অবলম্বন করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন, কিন্তু চৈতন্য স্বয়ং ভাবাত্মক সাধনপথাশ্রয় করিয়া জগৎকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা ভাবাত্মক সাধনকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকি। কোন একটী কৃচ্ছ্রসাধন করিলে যে ধর্ম্মসাধনের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। ধর্ম্মভাবের উত্তেজনায় মানুষ কৃচ্ছ্রসাধন করে এবং সেই ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বরানুরাগ মহামূল্য বস্তু, কিন্তু সেই কৃচ্ছ্রের মূল্য এক কপর্দকও নহে। কৃচ্ছ্র দুই দিনে, বাহ্যচিহ্ন মাত্র প্রাণ বিহীন শবের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু ঈশ্বরানুরাগ চিরজীবন্ত, চিরসুন্দর বস্তু।

জড়বাদ ও জনসমাজ।

জনৈক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ধর্ম্মযাজক বলিয়াছেন যে ভৌতিক জগতে যেমন বায়ু, সৌর জগতে যেমন সূর্য্য, জীবজগতে যেমন প্রাণ, সেইরূপ জনসমাজের পক্ষেও ন্যায়। এই ন্যায়ভাবকে উন্মূলিত করিলে,কিম্বা মানব হৃদয়ে উহাকে একেবারে নিস্তেজ করিয়া রাখিলে, জনসমাজের শৃঙ্খলা কদাপি রক্ষিত হইতে পারে না। এই ন্যায়ের ভাব আজ মানব হৃদয় হইতে বিনষ্ট হইয়া যাউক, কাল দেখিবে এই সমাজের কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। দুর্ব্বলের উপর বলবানের অত্যাচারে, নির্ধনের উপর ধনীর অত্যাচারে, সমস্ত সমাজে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে। মানুষ আর সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিবে না। এই যে নর নারী আজ কত শত সুন্দর নগর, সুন্দরতর পল্লী রচনা করিয়া একত্রে বাসকরিতেছে, আর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া পরস্পরের অশেষ সুখ বিধান করিতেছে, 'ন্যায়' এই কথাটীকে তাহাদের হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল, আর কাল দেখিবে এই সুন্দর নগরী, এই মনোহর পল্লীসমুদায় জনশূন্য হইয়া যাইবে। মোক্কসকাল রাজা সামান্য একটী অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করার জন্য পুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়া নির্জ্জনে থাকিয়া মাসাবধি কাল কেবল অশ্রু বিসর্জ্জনে দিনাতিপাত করিতেছেন, আর ব্রুটাস ন্যায়ের অনুরোধে ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অম্লান বদনে আপনার পুত্রগণকে বিদ্রোহিতাচরণ নিমিত্ত বধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন, এ হৃদয়স্পর্শি দৃশ্য দেখিয়া কাহার না চক্ষু জুড়ায়। মানুষের এই মহত্ত্ব দেখিয়া কাহার না প্রাণ শীতল হয়!

হিতবাদী, সংশয়বাদী ও জড়বাদীগণ পর্য্যন্ত এই মর্ম্মভেদী দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন! সংশয়বাদীগণের প্রধান গুরু মিল স্বয়ং ব্রুটাসের এই কার্য্যকে অত্যন্ত প্রশংসার্হ বলিয়া "ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। "The action of Brutus in sentencing his son was right, because it was executing a law essential to the freedom of the country, against persons of whose guilt there was no doubt. It was admirable because it evinced a rare degree of patriotism, courage and self-control" মিল স্বয়ং যে কার্য্যের এরূপ প্রশংসা করিলেন, যে দৃশ্য দেখিয়া মিলের হৃদয় দ্রব হইল, সে দৃশ্য ন্যায়ভাব বিহীন সমাজে কদাপি অভিনীত হইতে পারে না। ন্যায় ভাব যদি মানবহৃদয় হইতে বিদূরিত হইয়া যায়, তাহা হইলে নরসমাজ মুহূর্ত্ত মধ্যে পশুসমাজে পরিণত হইবে, এবং জড়বাদ প্রচলিত হইয়া ধর্ম্ম নির্ব্বাসিত হইলে এই রূপই সমাজের অবস্থা ঘটিবে। জড়বাদীর মত গ্রহণ করিয়া জড়জগতের আদর্শে মানবচরিত্র রচিত হইলে ন্যায় সেখানে কোনও মতে স্থান পাইতে পারে না। জড়বাদীর চক্ষে জড়জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে কি আমরা সেখানে ন্যায়ের আদর্শ দেখিতে পাই? ন্যায় কাহাকে বলে? প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার যথার্থ প্রাপ্য স্বত্ব প্রদান করাই ন্যায়ের আদেশ। জড়বাদীর চক্ষুতে দেখিলে আমরা জড়জগতে কি দেখিতে পাই? একের অধিকার অপরে গ্রহণ করিতেছে, এক জনকে বিনাশ করিয়া তাহার বিনাশের উপর দ্বিতীয় জন আপনার অস্তিত্বের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে; বলবান দুর্ব্বলকে বিনাশ করিতেছে; জড়বাদীর চক্ষে জড়জগতে কেবল নির্ম্মমতা, কেবল আত্ম স্থাপন, (self-assertion) কেবল পরকে বিনাশ করিয়া নিজের উন্নতি সাধন, কেবল স্বার্থপরতা, কেবল আত্মম্ভরিতা, এবং এই রূপ বাহ্যজগতের ছাঁচে গঠিতচরিত্রে ন্যায়পরায়ণতা কেমন করিয়া স্থান পাইবে, আমরা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

এই জনসমাজের কল প্রাতঃকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত অনবরত চলিতেছে; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সমাজের অসংখ্য নরনারী চারিদিকে কার্য্য করিয়া ঘুরিতেছে। এই কলের বাষ্প কোথা হইতে আসে? এই যে কল চলিতেছে, এ কলে কে এই বলরাশি অনবরত সঞ্চারিত করিতেছে? আশা। আশা এই অসংখ্য নরনারীর হৃদয়ে আছে, তাই বার বার বিফলপ্রযত্ন হইয়াও তাহারা অবিশ্রান্ত ভাবে আপন আপন কার্য্য সাধনের জন্য প্রয়াস পাইতেছে। সকল প্রকার উদ্যম, সকল প্রকার কার্য্যের মূল, আশা। আশা না থাকিলে মানুষ পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ শিলা খণ্ডের ন্যায় এক স্থানে বসিয়া থাকিত। আশাই এই সমস্ত জগৎকে পরিচালিত করিতেছে। কিন্তু জড়বাদীর অভিধানে কি আশা স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে? ঘটনা স্রোতের লীলাপুত্তলি যাহারা, তাহাদের মনে আবার আশার উদ্রেক হইবে কোথা হইতে? আমি বর্ত্তমান সময়ে একটী অনুকূল ঘটনা স্রোতের অনুগ্রহে হয়ত এখানে আছি, এবং কে বলিতে পারে যে পর মুহূর্ত্তে আর এক প্রতিকূল স্রোত আসিয়া আমাকে এক মহা কষ্টপ্রদ অভিনব স্থানে লইয়া যাইবে না? হে জড়বাদি! যদি আমি ঘটনাস্রোতেরই লীলা পুত্তলী হইলাম, যদি আমার নিজের ক্ষমতা, নিজের বল ও আমাপেক্ষা এক জন মহত্তর আত্মার বল, যে বলের উপর নির্ভর করিয়া আমি আমার শুভ সংকল্প একদিন না একদিন সাধিত করিতে পারিবই পারিব, এই সমুদায় যদি কল্পনা হইয়া যায়, তবে বল হে জড়বাদি! কি আশায় বুক বাঁধিয়া আমি জগতে কার্য্য করিব? আমি যে আমার শরীরের রক্ত জল করিব সমাজের হিতসাধনের জন্য, সে কি আশার উপর নির্ভর করিয়া? এই যে দেশের উপকার করিবার জন্য তুমি লোককে প্রণোদিত করিতেছ হে দেশহিতৈষী জড়বাদি বন্ধু! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যদি তাহারা নিশ্চয় করিয়া, একথা জানিতে না পারে যে এক দিন না এক দিন, তাঁহাদের এই পরিশ্রম ও যত্ন অভিলষনীয় ফল প্রসব করিবেই করিবে, তাহা হইলে কি তাহারা কখনও তোমার কথায় দেশের উপকার করিতে সচেষ্ট হইবে?—এবং নৈতিক শাসনবিহীন জগতে কে একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন যে আমি আজ সৎকার্য্যের জন্য যে রক্ত বিন্দু ব্যয়িত করিতেছি তাহার ফল একদিন ফলিবেই ফলিবে? শুভসংকল্পের সহায়, পরম ন্যায়বান, মঙ্গলময়, সর্ব্বশক্তিমান, এক শ্রেষ্ঠতম পূর্ণ পুরুষ যদি এই জগতের শাসনকর্ত্তা না হন, তাহা হইলে কে আশায় বুক বাঁধিয়া আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সমাজের মঙ্গল করিতে প্রবৃত্ত হইবে? ইতিহাস যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মার কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাঁহারা সংসারে সমুদায় সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া, অক্লান্তভাবে খাটিয়া সবল শরীরে কেবল দেশের মঙ্গলের জন্য অস্থি চর্ম্ম সার করিয়াছেন, যাঁহারা অম্লান বদনে আপনার প্রাণ হাসিতে হাসিতে স্বদেশের উন্নতির জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন—তাঁহারা কি কখনও নৈতিক শাসনে বিশ্বাস না থাকিলে এরূপ কার্য্য করিতে পারিতেন? আজ যদি মানুষ এটী স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারে যে ধর্ম্ম ও নীতি অর্থশূন্য বাক্য, ঈশ্বর কবির কল্পনা, শুভসংকল্পের কেহ সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় সিদ্ধিদাতা নাই, তাহা হইলে কাল দেখিবে এই সমাজের কল একেবারে স্তম্ভীভূত হইয়া যাইবে; মানুষের উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতি একেবারে আমূল উৎপাটিত হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম ভাব, তাহা জীবনে ধর্ম্মের প্রতি প্রেমেই প্রকাশ পাউক, আর ভয়েই প্রকাশ পাউক, একবারে হৃদয় হইতে উৎপাটিত হইবে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে, সৎসাহস, উদ্যম, উৎসাহ, কার্য্যশীলতা, আশা প্রভৃতি সহমরণ গমন করিবে।

জড়বাদ সমাজে প্রচলিত হইলে এবং ধর্ম্ম সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইলে, সমাজ নীতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাসিত হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন নীতি থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম না

থাকিলে নীতি অর্থশূন্য বাক্য হইয়া পড়ে। জড়বাদীগণ বিবেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। কারণ যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা আবার বিবেককে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া কিরূপে গ্রাহ্য করিতে পারেন?—এবং কে বলিবেন যে বিবেক না হইলে নীতির কোনও অর্থ থাকে? জড়বাদী হয়ত বলিবেন, কেন যাহাতে সমাজের উপকার হয়, তোমার নিজের উপকার হয় তাহাই নীতি এবং তদনুরূপ তুমি তোমার কার্য্যকে পরিমিত কর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এইটী সমাজের হিতকর, মানিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাকে এইটী করিতে হইবে একথা কে বলিল? আমি আমার নিজের সুখ ছাড়িয়া তোমার সমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে বাধ্য কেন?

কেশব বাবুর প্রতি ঈশ্বরবাণী।

বিগত ৭ই ডিসেম্বরের মিরার পত্রিকায় যে একটী ভয়ানক মত প্রচার করা হইয়াছে, পাঠকবর্গকে তাহা অবগত করা এবং তাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন পরমেশ্বরের মুখদিয়া আজ কাল তাঁহার কল্পিত অনিষ্টকর মত সকল ঘোষণা করাইতেছেন। এত দিন তিনি স্বমত বলিয়া ঐ সকল প্রচার করিয়া দেখিলেন যে লোকে তাহার প্রতিবাদ করে, সেই জন্য তিনি এই নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কত নির্ব্বোধ ব্যক্তি ইহাদ্বারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে তাহা বলা যায় না। কিন্তু এখন আর ঈশ্বরের নামদিয়া অসত্য প্রচার করিবার সময় নাই। এবার ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, কেশব বাবুর সহিত তাঁহার শিষ্যদিগের সম্বন্ধ কি প্রকার। ঈশ্বরের মুখে ইহার এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে। "কোন আচার্য্য আমাব্যতীত অন্য কাহার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন না, উপাসক মণ্ডলীর নেতৃগণ অস্মদ্‌ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, অতএব তোমাদের আচার্য্য আমার নিকট হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞান করিবে। বিশ্বাসের সহিত তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিবে এবং ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিবে।"

এখন আর বাবু কেশবচন্দ্রের শিষ্যদিগের গত্যন্তর নাই। এত দিন তাঁহারা এই সকল কথা তাঁহার কথা বলিয়া শ্রবণ করিতেন এবং কেহ বিশ্বাস করিতেন, কেহ করিতেন না; কিন্তু এখন পরমেশ্বর স্বয়ং বলিয়া দিতেছেন যে, কেশব বাবু তাঁহার আদেশে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার দূত, অতএব তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিলে পরমেশ্বরের কথা অগ্রাহ্য করা হইবে। পূর্ব্বে কেহ তর্ক করিতে পারিতেন যে, কেশব বাবু অন্যায় কথা বলিলে তাহা বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু কেশব বাবু এখন সে পথ বন্ধ করিয়াদিলেন; এখন হয় তাঁহার সকল কথা বেদবাক্য জ্ঞানে বিশ্বাস কর, নতুবা তাঁহাকে পরিত্যাগ কর, এই উভয়ের অন্যতর পন্থা ব্যতীত আর উপায় নাই। তিনি ভ্রমে পতিত হইলেও কাহার কিছু বলিবার অধিকার নাই; তিনি প্রবঞ্চক, অসত্যপরায়ণ, অসচ্চরিত্র হইলেও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহার দুইটী স্বরূপ ও ক্ষমতা আছে। যখন তিনি গৃহে থাকেন তখন তাঁহার গার্হাস্থপ্রকৃতিসম্বন্ধে অপরাপর লোকের ন্যায় তাঁহার কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিবার অধিকার আছে; কিন্তু যখন তিনি আচার্য্যপদে অধিরূঢ় হইয়া যে কার্য্য করেন, অথবা যে উপদেশ দেন, তখন কাহার কোন বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা মিরারের ঈশ্বরবাণী এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"With his unofficial position Heaven has nothing to do. If he is a bad man at home, unprincipled, selfish, ambitious, angry, deceitful, jealous, untruthful, you will not surely imitate his vices * * * His official position is different, when he ministers to your spiritual wants and offers his prayers and directs your missionary movements and otherwise renders services for your spiritual improvement, then bow to him as your minister, and let the whole congregation adopt and follow his teachings. * * * Elsewhere he may be treated as others; but in his official capacity he must as an ordained minister command the allegiance of all members of his congregation."

If ever we think him mistaken in these important matters connected with his official position, shall we not try to convince him of his errors and dissuade him from his path?

It may be you are mistaken and not he, in those particular instances. Therefore by your remonstrances you may run the risk of tempting your minister to disobey me and transgress my will. Where he has received my command, he shall stand unmoved like a rock amid the allurements, calumny, and antagonism of the world and faithfully do my will. If you have anything to say against him come and tell me. * * *"

কেশব বাবুর সহিত বারান্তরে ঈশ্বরের যে প্রকার আলাপ হইয়াছিল, তাঁহার শিষ্যদিগকে তাহা স্মরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে; সে বার কেশববাবু স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার স্বদেশবাসী কোন কোন ব্যক্তিদ্বারা আচার্য্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে তাঁহাদের পক্ষ হইয়া পরমেশ্বরের নিকট কোন বিষয় জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, তুমি কে যে তাহারা তোমার প্রতি এরূপ বিশ্বস্ত চিত্তে নির্ভর করে, তুমি তাহাদের মুখপাত্র হইয়া কেন আসিয়াছ? তাহাতে কেশব বাবু এই উত্তর দেন;

"Lord! I am one of their ministers *appointed by them to minister to their spiritual wants and preach weekly sermons* for their enlightenment. Therefore I believe they have deputed me just as a congregation would appoint their minister to pray for them."

"yes; I would admit you as a minister."

Indian Mirror 6 July 79.

কেশব বাবু বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার উপাসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক নিযুক্ত, কিন্তু এবার বলিতেছেন যে, ঈশ্বর তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান বাক্যে যথেষ্ট বিরোধ দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে তাঁহার মত এখনও স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি অদ্য এক কথা বলেন, কল্য আর এক কথা বলেন। আমরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে একটী উপদেশ দিতেছি; তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বার্ত্তা ছাড়িয়া দিয়া কিছু দিন আপনার অন্তরাত্মার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করুন। ঈশ্বরের আদেশ অন্বেষণে ব্যস্ত না হইয়া যে বিবেক ও ধর্ম্মভাব পাইয়াছেন, তাহার আলোকে কার্য্য করুন এবং সে কার্য্য যখন শেষ হইবে তখন যেন নূতন আদেশের অন্বেষণে বাহির হয়েন। আমরা আশা করি এই সমস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ বাক্য ব্রাহ্মগণ সাধারণে প্রতিবাদ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মতকে লোকচক্ষে অনিন্দনীয় রাখিবার চেষ্টা করিবেন। অনেক শিক্ষিতলোক ব্রাহ্মধর্ম্মকে অপরাপর উপধর্ম্মের ন্যায় কুসংস্কার মিশ্রিতধর্ম্ম মনে করেন; বস্তুতঃ তাঁহাদের সেরূপ মনে করিবার কারণ আছে। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ থাকে তবে ব্রাহ্মগণ প্রকাশ্যে ও গোপনে এই সমস্ত মত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করুন।

ইহার পর আর কিছুই বলিবার অবশিষ্ট নাই। কিন্তু আমরা দুইটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; প্রথম, যে ব্যক্তি অসত্যপরায়ণ, প্রবঞ্চক, অসচ্চরিত্র সে কি প্রকারে আবার সেই অবস্থায় সত্য, প্রেম, পবিত্রতাবিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা মনুষ্যকে জ্ঞাপন করিতে পারে? তাহার কি অসৎকার্য্যের স্থান পরিত্যাগ করিয়া বেদীতে উঠিলেই আত্মা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এবং আবার বেদীহইতে অসৎকার্য্যক্ষেত্রে আসিলেই সে প্রকৃতি থাকে না? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যদি আচার্য্য ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার শিষ্যও পাইতে পারেন; তবে যদি শিষ্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া বুঝিতে পারেন যে আচার্য্য ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহাহইলেও তিনি কি বলিবার অধিকারী নহেন? পাঠকগণ এই বিষয়ে বিশেষ রূপে চিন্তা করেন আমাদের ইচ্ছা। আমাদের বোধ হয় এত দিনের পর আচার্য্যের মত ও বিশ্বাসের সম্বন্ধে কাহার কিছু বলিবার পথ একেবারে বন্ধ করা হইল। আর তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিবার অবশিষ্ট কি রহিল?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

পূর্ব্বকালের ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে হীন ছিলেন না; উপনিষৎ শাস্ত্রে অদ্যাপি তাঁহাদের যে সকল উক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, সে সকলের গম্ভীরতা, আধ্যাত্মিকতা, ও সারবত্তা অনুভব করিয়া সময়ে সময়ে চকিত হইতে হয়; এরূপ উক্তি সকল যাঁহাদের মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছিল, তাঁহারা যে ব্রহ্মের স্বরূপাদিসম্বন্ধে গভীর তত্ত্ব সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতে আর কে সন্দেহ করিবে? উপনিষৎ শাস্ত্রে যে কেবল জ্ঞানাঙ্গের উচ্চ কথা সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় এরূপ নয়; পরব্রহ্মের উপাসনা এবং ঈশ্বর-প্রীতির সুস্পষ্ট লক্ষণ সকলও প্রকাশিত আছে। ঈশ্বর জীবের উপাস্য এ উপদেশ তাঁহারা বার বার দিয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে ঈশ্বরকে পুত্র কলত্র, ধন সম্পত্তি প্রভৃতি হইতে প্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই, যাঁহারা উপাসনা তত্ত্বের উচ্চ অঙ্গ সকল সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই ধর্ম্মসাধনকে সম্পূর্ণরূপে আপনাদের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন কেন? আমরা অদ্য যেমন দলবদ্ধ হইয়া উপাসনামন্দিরে আসিয়া সমস্বরে পরমেশ্বরের পূজার্চ্চনা করিতেছি, এবং কেবল তাহা নহে, দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করিয়া আপামর সাধারণ সকলকে সেই ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাঁহারা যে কখনও এরূপে ধর্ম্মকে সামাজিক বস্তু করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন এরূপ বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা এরূপ প্রয়াস করেন নাই কেন? আর আমরাই বা করিতেছি কেন? যদি ধর্ম্ম সাধনের জন্য দলবদ্ধ না হওয়া যায় তাহাতে ক্ষতি কি? আর একা বসিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে কি উপাসনা হয় না, একা একা বিক্ষিপ্তভাবে ধর্ম্মসাধন করিলে কি ঈশ্বর তাহার ফলবিধান করেন না? তবে আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনাস্থানে আসি কেন? কেহ কেহ সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করিতেছেন কেন? আমাদের ধর্ম্ম সন্ন্যাসী, উদাসীন, অরণ্যচারী মুনির ধর্ম্ম হয় নাই কেন? এই প্রশ্ন করিলেই অনেকে হয়ত বলিবেন মনুষ্যের পক্ষে সমাজবদ্ধ হওয়া আবশ্যক নতুবা মনুষ্যের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। যদি আমরা সমাজবদ্ধ না হইব তবে আমাদের দয়া, প্রীতি, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তি দেওয়া হইল কেন? ইত্যাদি। এসকল পুরাতন কথা, প্রাচীন যুক্তি; ইহা আমরা অনেক বার শুনিয়াছি। প্রাচীন হইলেও ইহার মধ্যে সারসত্য নিহিত আছে। আমি কিন্তু আর এক দিক্ দেখিতেছি। আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি ঈশ্বর আমাদের হস্তে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। ইহার অর্থ কি এই, যে ঈশ্বর স্বর্গ হইতে একখানি হাত বাড়াইয়া আমাদিগকে ধরিয়াছেন? তাহা নয়। ঈশ্বরের হস্তের একটু নিগূঢ় অর্থ আছে। ধর্ম্মসমাজের দ্বারা

প্রত্যেক উপাসকের আধ্যাত্মিকসম্বন্ধে কিরূপ উপকার, তাহা যদি অনুভব করিয়া দেখি, তাহা হইলে এই কথার অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে সমর্থ হইব। মানুষ যখন সরল প্রাণে, অকপটচিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, তখন যে পরিমাণে তাহার সরলতা ও ঐকান্তিকতা, সেই পরিমাণে সে ঈশ্বরের কৃপার আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের পবিত্রতার শক্তির আবির্ভাব হয়। এবিষয়ে প্রদীপের সহিত মানবাত্মার তুলনা হয়। এমন প্রদীপ নাই, যাহার শিখার চতুর্দ্দিকে বায়ুমণ্ডল বেষ্টন করিয়া থাকে না। যে প্রদীপের শিখা যত সতেজ ও যত প্রবল তাহার চতুর্দ্দিকে তদনুরূপ বায়ুর গতি। যদি বিংশতিটী প্রদীপকে এই গৃহের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া সকল শিখা একত্র করা যায়, তাহা হইলে সেই মিলিত শিখাটী একটী প্রকাণ্ড মশাল বা তদপেক্ষা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হইবে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে বায়ুর প্রবল আবর্ত্ত আপনারা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। সেইরূপ আমরা দশজনে যখন দশস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঈশ্বরের পূজা করি, এবং ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থনা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের কৃপা, শক্তি ও পবিত্রতার আবির্ভাব সে পরিমাণে লক্ষ্য করিতে পারি না, সেই দশ জন একত্র হইলে যেরূপ করিতে পারি। কোন ধর্ম্মসমাজ মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা ও শক্তির যখন এইরূপ আবির্ভাব হয়, তখন সেই কৃপা ও শক্তি পথপ্রদর্শকের ন্যায় হইয়া দুর্ব্বল অধিকারীদিগের আত্মাতে আশা, বিশ্বাস, বল ও আনন্দের সঞ্চার করিয়া থাকে; অর্থাৎ সমগ্র ধর্ম্মসমাজটীর ধর্ম্মভাব যেন ঈশ্বরের হস্তস্বরূপ হইয়া দুর্ব্বল মানবের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যায়। আমি অনেকবার অনুভব করিয়াছি যে, আমি আমার ধর্ম্মবন্ধুদের ধর্ম্মভাবের জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া জ্যোতিষ্মান হইতেছি। এই কারণে আমার ধর্ম্মবিশ্বাসসম্বন্ধীয় একটী প্রধান মত এই, যে যতক্ষণ আমি সুস্থ থাকিব বা অন্য কোন কারণে বিপন্ন না হইব, ততক্ষণ পারতপক্ষে নিকটে উপাসনার স্থান থাকিলে তাহাতে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনাতে যোগ দিতে ত্রুটী করিব না। এমন অনেক সময় হইয়াছে, যখন সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা স্থানে গিয়াছি অথচ কোন উপকার বোধ হয় নাই; উপাসনা, সংগীত প্রভৃতি নিতান্ত প্রাণবিহীন ও নীরস হওয়াতে এক একবার এরূপ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে যে, উপাসনা স্থানে আসার ফল কি? কিন্তু সে স্থান পরিত্যাগ না করার ফল এই ফলিয়াছে যে, এক দিন দেখি হঠাৎ এরূপ ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হইল, যে আমাদের হৃদয়ের অভাব পূর্ণ হইয়া গেল। এক দিন যেন বন্যার জল আসিয়া আমাদের খানা খন্দ পূর্ণ হইয়া গেল। যদি তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করিতাম, তাহা হইলে ত সুদিনের দিন সে সুফল লাভ করিতে পারিতাম না। এই আধ্যাত্মিক যুক্তির জন্য ব্রাহ্মগণ! তোমাদের সমাজের অঙ্গ হইয়া থাকা, আধ্যাত্মিক যোগে তোমাদের সহিত যুক্ত থাকা ও তোমাদের উপাসনা স্থানে উপস্থিত হওয়া আমার দুর্ব্বল আত্মার পরিত্রাণের পক্ষে আবশ্যক মনে করি। আমি যদি তোমাদের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন করি তাহা হইলে ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ হস্ত ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

এইত গেল দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবার অনুকূল যুক্তি; ইহার প্রতিকূল যুক্তিও আছে এবং সে জন্য পণ্ডিতেরা ধর্ম্মপথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জনসমাজ মধ্যে ধর্ম্ম সাধন করিতে গেলে কয়েক প্রকার অপকার হয়, আমি একে একে সে গুলির উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ সমাজমধ্যে থাকিয়া আমরা যখন ধর্ম্মসাধন করি, তখন স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টি আর দশ জন লোকের মুখের প্রতি থাকে। আমরা কিরূপ ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতি করিতেছি, এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অপরে আমাদের ধর্ম্মোন্নতিসম্বন্ধে কি বলিতেছে এ চিন্তাও অজ্ঞাতসারে মিশ্রিত হইয়া যায়। এই রূপ অবস্থায় আত্মা বাস করিতে করিতে যদি অসাবধান হয়, তাহা হইলে আর এক প্রকার ভয়ানক ভ্রান্তিতে পতিত হয়। অবশেষে আমি ভক্ত হইলাম কি না এ চিন্তা অপেক্ষা লোকে আমাকে ভক্ত বলিল কি না, এই দিকে অধিক দৃষ্টি পড়িয়া যায়। তখন লোকে যত্ন পূর্ব্বক সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিতে থাকে, যাহা করিলে ভক্ত, সাধক, প্রেমিক, বিশ্বাসী প্রভৃতি নাম উপার্জ্জনের পক্ষে সাহায্য হয়। এরূপ লোক যদি হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকে তাহা হইলে ব্যাঘ্র চর্ম্মে উপবেশন, স্বপাক সাত্বিক আহার, প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বরে রত হইবে, যদি অন্য সমাজস্থিত হয়, তাঁহাদের ধার্ম্মিকদের সজ্জা পরিধান করিবে। এই বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়তা একবার জন্মিলে লোকের অন্তঃচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি কমিয়া যায়। তাহারা বাহিরে এই অনুষ্ঠানগুলিকে ঈশ্বরের সেবাজ্ঞানে আত্মাকে সন্তুষ্ট রাখে এবং ব্যবহার ও চরিত্রের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়ে। এই কারণে ইহা প্রায় এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ কথার মধ্যে হইয়া পড়িতেছে যে, যেখানে শত শত ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বরের জাঁক, যেখানে যত আস্ফালন, সেখানে অন্তরে অন্তরে তত নীতিসম্বন্ধে দূষিতভাব।

সমাজের মধ্যে ধর্ম্মসাধনের দ্বিতীয় বিঘ্ন এই যে, সাধকেরা আদর্শহীন হইয়া যায়। আমি জগতের সাধু ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, সত্যের পথ, ন্যায়ের পথ, প্রেমের পথ ও পবিত্রতার পথই ইহকাল, পরকাল সকল কালের পক্ষে শ্রেষ্ঠপথ; কিন্তু আমি সর্ব্বদা কি দেখি? আমি দেখিতে পাই জগতে অসত্যাচরণ করিয়া লোকে আপাততঃ জয়যুক্ত হয়, অন্যায় ব্যবহারদ্বারা ধন মান উপার্জ্জন করিয়া সুখে থাকে, ক্ষমা ও প্রীতিপ্রদর্শন করিতে গেলে তাহাকেই অধিক পীড়ন করে, এবং নীচ ইন্দ্রিয়াসক্ত ও অপবিত্র চরিত্র হইয়াও ধনে মানে দশজনের মধ্যে এক জন হইতে পারে। প্রতিদিন আমার বিশ্বাস ও সংস্কারের বিরুদ্ধ ঘটনা দর্শন, অথচ পণ্ডিতদিগের উপদেশের প্রতি অটল আস্থা থাকিবে ইহা এক প্রকার দুর্ঘট। এই কারণে আমরা কখনও সত্য ব্যবহার করি, কিন্তু বিপদে পড়িলে সত্যের দ্বারা অসত্যকে পরাজিত করিতে না গিয়া সত্যদ্বারাই অসত্যকে পরাজিত করি-

বার প্রয়াস পাই, সাধুতাদ্বারা অসাধুতাকে পরাজিত করিবার চেষ্টা না করিয়া অসাধুতা দ্বারাই অসাধুতাকে পরাজিত করিবার প্রয়াস পাই। সাধুরা বলিয়াছেন, শত্রুকে প্রীতি কর; জগৎ বলিয়া দেয়, কিন্তু সময় বিশেষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। সাধুরা বলিয়াছেন সদা সম্পূর্ণ অখণ্ড সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, জগত বলিয়া দেয় কিন্তু বিপদে পড়িলে সত্য গোপন বা অসত্য স্থাপনও চলিতে পারে। এই রূপ সকল বিষয়ে একটী "কিন্তু" আসিয়া চরিত্র ও ধর্ম্মজীবনের আদর্শকে হীন করিয়া দেয়।

সমাজমধ্যে ধর্ম্মসাধনের তৃতীয় বিপদ এই যে, আমরা অজ্ঞাতসারে চতুঃপার্শ্বস্থ লোকের অনেক প্রকার মানসিক ভাব ও ভ্রান্তি সংক্রামক রোগের ন্যায় উপার্জ্জন করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। জাতিভেদ কিছু নয়, ইহাত অনেক দিন বুঝিয়াছি, কিন্তু তথাপি প্রথম প্রথম একজন নীচ শ্রেণীর লোক অন্ন জল লইয়া উপস্থিত হইলে যেন একটু সংকোচের ভাব উপস্থিত হইত, এই সংকোচের ভাবটী সমাজ হইতে সংক্রান্ত কুসংস্কারের ফল মাত্র; পত্নীর মুখ যদি দুই জন দশজন বা সহস্র জন লোকে দেখে তাহাতে লজ্জা পাইবার কিছু নাই, ইহা অনেকে যুক্তিতে বুঝিয়াছেন তথাপি তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণীকে দশ জনের নিকট লইতে শঙ্কা হয়। ইহাও সমাজের সংক্রান্ত কুসংস্কারের ফল। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের ব্যবহার দেখিলেই এটা ধরা পড়ে। তাঁহাদের দেশে অবরোধ প্রথা কোন দিন নাই সুতরাং তাঁহাদের এরূপ সঙ্কোচের ভাবও নাই। উক্ত উভয় বিষয়ে যেরূপ, ধর্ম্মমত প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ আমরা অজ্ঞাতসারে অনেক কুসংস্কার, ও ভ্রান্তবিশ্বাস লাভ করিয়া থাকি। সে গুলি মনের সহিত এরূপ সহজে বর্দ্ধিত হয়, আত্মার প্রকৃতির সহিত এরূপ মিশিয়া থাকে যে সেগুলিকে আবিষ্কার করাই অনেক কঠিন হইয়া পড়ে।

দল বাঁধিয়া ধর্ম্মসাধনের চতুর্থ বিপদ এই যে, সত্যের অপেক্ষা নিজ দলের প্রতি অধিক প্রীতি জন্মিয়া যায়। তখন নিজ দলের মান রক্ষা বা গৌরব বৃদ্ধি করা এত প্রার্থনার বিষয় হইয়া পড়ে, যে লোকে সে জন্য সত্যের অপলাপ বা অসত্যের ঘোষণা করিতে আর কুণ্ঠিত হয় না। একা একা থাকিলে সে ব্যক্তি যে কথা গোপন করিত না, কিম্বা যে কথা বলিত না, এখন তাহা গোপন করা বা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করে এবং বলিয়া কর্ত্তব্যপালন করিলাম বলিয়া বিবেচনা করে। অপর কেহ যদি কোন মত বা কার্য্যের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করে, তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তি সত্যাসত্য বা ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া নিজ দলের অনুষ্ঠিত আচরণের পক্ষসমর্থনার্থ ব্যস্ত হয়। অসত্য সত্য বলিয়া জগতে প্রচার হইয়া যায়, ইহাতে তাহার প্রাণে তত লাগে না, নিজ দলের কোন ভ্রান্তি বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে ইহা যত লাগে। এরূপ অবস্থায় যাঁহারা উপনীত হন, তাঁহাদের অবস্থা যে অতি শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ কি?

পঞ্চমতঃ প্রণয় অতি পবিত্র বস্তু হইয়াও যেমন কোন কোন রুগ্ন হৃদয়ে ঈর্ষা ও হিংসার আকার ধারণ করে, তেমনি নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল ও চিন্তাহীন ব্যক্তিও দলাদলির চক্রে পড়িয়া গেলে তাঁহার নিজ দলানুরাগ অপর দলের প্রতি বিদ্বেষের আকার ধারণ করে। তখন তিনি অপর দলের অনিষ্টে আনন্দিত হইতে থাকেন, তাঁহাদের কোন কুৎসা পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া জ্ঞান হইতে থাকে; বদ্ধপরিকর হইয়া সেই নিন্দা প্রচারে মহা উল্লাস উপস্থিত হয়, এবং সেই কথা যেমন মিষ্ট লাগে এমন আর কোন কথা মিষ্ট লাগে না। অপর দলের কোন হানি হইয়াছে শুনিলে প্রাণ পুলকিত হয় এবং লাভের সংবাদ শুনিলে চিত্ত কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হয়। দলাদলি সকল বিভাগেই হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মসমাজ মধ্যে স্বদলপ্রিয়তা উপস্থিত হইলে, আর একটী সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যায়। ধর্ম্মদল সকল অনেক সময় হৃদয়স্থিত বিদ্বেষবুদ্ধিকে ধর্ম্মোৎসাহ বলিয়া মনে করে। বিদ্বেষবশতঃ যে বৈরনির্য্যাতনস্পৃহার উদয় হইতেছে, তাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, এবং এরূপ লোক ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য জ্ঞানে, স্বতঃপরতঃ বিপক্ষদলের হানির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়।

দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মসাধন করিবার পথে ষষ্ঠ বিপদ এই যে, মনুষ্য নিজ দলের নিকট ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বলিদান দেয়। নিজ দলের মত ও রুচিকে ছাড়িয়া আর স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারে না। যে চিন্তাটুকু নিজ দলের চিন্তার বিরুদ্ধ, সে টুকু হয় লুকাইয়া রাখে, না হয় অল্পে অল্পে তাহার গলে ফাঁসি দিয়া তাহাকে উদ্বন্ধনে হত্যা করে। এইরূপ আপনার আত্মাকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া পিটিয়া কোন প্রকারে নিজ দলের অনুরোধে, কোন পথকে সত্য জানিয়াও আচরণে সামর্থ পায় না, এবং কোন ব্যবহারকে নিষিদ্ধ জানিয়াও তাহা হইতে বিরত হইতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার বিপদ স্মরণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, এই ধর্ম্মপথ বাস্তবিক শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। এত প্রকার বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যিনি আপনার আত্মার প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠা রক্ষা করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত সাধুপুরুষ। আমাদের আত্মার কল্যাণ ও পরিত্রাণের জন্য ধর্ম্মসমাজ চাই, অথচ এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া চাই। ইহার উপায় কি? পণ্ডিতেরা সে উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" উত্থান কর, জাগ্রত হও এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানকে মার্জ্জিত কর। ইহার অর্থ এই, ধর্ম্মপথকে কখনই বিশ্রাম বা নিশ্চিন্ততার পথ মনে করা উচিত নয়। অলস, চিন্তাহীন বা অর্দ্ধনিদ্রিত ভাবে ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। পরিত্রাণের জন্য যেমন নির্জ্জন হইতে সজনে যাওয়া উচিত, ধর্ম্মরাজ্যের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য আবার সজনের মধ্যে নির্জ্জন হওয়া কর্ত্তব্য; অর্থাৎ আত্মার দৃষ্টি সর্ব্বদা অন্তরের দিকে স্থির থাকা উচিত। এতদ্ভিন্ন যে সকল সাধু ব্যক্তির আত্মদর্শনের শক্তি আছে, বা সেই শক্তির উদ্রেক করিবার সামর্থ আছে, তাঁহাদের

গ্রন্থাদি পাঠ বা তাঁহাদের সহবাস করা কর্ত্তব্য। সুতীক্ষ্ণ, সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি ব্যতিরেকে চিন্তাবিহীন লোকের ধর্ম্মপথে নিরাপদে থাকা বড় কঠিন। এ পথকে শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া পণ্ডিতেরা বর্ণন করিয়াছেন।

---

২৭ শে আশ্বিন ১৮০১ শক রবিবার।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ—বিশেষ উৎসব উপলক্ষে আচার্য্য পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের সারাংশ।

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২য় অধ্যায় ২২ শ্লোকঃ।

"নাহোরাত্রির্ন নভোন ভূমির্বাসীত্তমোজ্যোতিরভূন্নচার্য্যৎ। শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যাদ্যুপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ॥"

যখন দিবা ছিল না, রাত্রি ছিল না, দ্যুলোক ছিল না, ভূলোক ছিল না, অন্ধকার ছিল না, জ্যোতি ছিল না, কিছুই ছিল না; শ্রোত্রাদিদ্বারা কিম্বা বুদ্ধ্যাদি দ্বারা উপলভ্য এসব কোন পদার্থই ছিল না। কেবল এক মাত্র প্রধান পুরুষ পরব্রহ্ম অবস্থিতি করিতেন।

উপনিষদে লিখিত আছে, "ইদং বা অগ্রে নৈবকিঞ্চনাসীৎ। সদেব সোম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। স বা এষ মহানজ আত্মাহজরোহমরোহমৃতোহভয়ঃ॥"

"সতপোহতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ

ইহার পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, হে সৌম্য! কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি মহান্, অরহিত আত্মা, অজর অমর অমৃত অভয়।

তিনি চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া এই সমস্ত যাহা কিছু সমস্তই সৃজন করিয়াছেন। যখন দিবা ছিল না, রাত্রি ছিল না, আকাশে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রবৃন্দ ছিল না, অন্ধকারও ছিল না, আলোকও ছিল না, সে অবস্থা কি প্রকার তাহা চিন্তা করিয়াও বিস্ময়বিহ্বল হইতে হয়। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম আপনিই আপনাতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এ ভাব এ চিন্তা মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। সেই জ্ঞানময় প্রধান পুরুষের ইচ্ছা হইল, তিনি সমস্তই সৃজন করিলেন।

প্রথমে তিনি মহত্তত্ত্বের সৃজন করিলেন তাহা হইতে অহঙ্কার সৃজন করিলেন, সত্ব, রজ, তমো, এই ত্রিগুণ অহঙ্কারের প্রকৃতি। এই গুণত্রিতয় প্রধান তত্ত্ব দ্বারা আবৃত। ঐ ত্রিভুবন হইতে সর্গতন্মাত্র ভূতাদি পরমাযু সৃজন করিলেন। শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ লক্ষণ আকাশকে সৃজন করিলেন। শব্দতন্মাত্র আকাশ ভূতাদি দ্বারা আবৃত হইল। আকাশ করিয়া পরস্পর্শতন্মাত্র সৃজন করিলেন। সেই স্পর্শ হইতে কেবল বায়ুকে সৃজন করিলেন। শব্দতন্মাত্র আকাশ স্পর্শমাত্র বায়ুকে আবরণ করিল। এই বায়ু হইতে সৃজনের পর রূপমাত্র সৃজন করিলেন। বায়ু হইতে জ্যোতির উৎপত্তি হইল, এই জ্যোতিরই রূপমাত্র গুণ। স্পর্শমাত্র বায়ু রূপমাত্র জ্যোতিকে আবরণ করিল। জ্যোতি সৃজনের পর রসমাত্র সৃজন করিলেন। এই রসমাত্র হইতেই জলরাশির উৎপত্তি হইল। রূপমাত্র জ্যোতিঃ রসমাত্র জলরাশিকে আবরণ করিল। জলের পর গন্ধমাত্র সৃজন করিলেন; এই গন্ধমাত্র হইতেই ভূতসংঘাত পৃথিবী সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি সমস্ত জড়পিণ্ডের সৃজন হইল। এই গন্ধমাত্র ভূতরাশি রসমাত্র জলরাশিতে আবৃত হইল।

নারিকেল ফলের ন্যায় এই ব্রহ্মাণ্ড ক্রমে ক্রমে উপরিভাগে কাঠিন্য লাভ করিল।

এইরূপে পৃথিবী শস্য ধারণের উপযুক্ত হইলে প্রথমে তাহাকে পর্ব্বতদ্বারা স্থিরীভূত ও বিচিত্র সম্পন্ন করিলেন। পরে বিবিধ তৃণ বনস্পতি বৃক্ষ লতা গুল্ম ওষধি প্রভৃতি দ্বারা পৃথিবীকে ফলে ফুলে খাদ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ করিলেন। তাহার পর কীট পতঙ্গ পশুপক্ষী প্রভৃতি জল জন্তু, স্থলজন্তুদিগকে সৃজন করিলেন। যখন পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে মানবজাতির বাসোপযুক্ত হইল, তখন তিনি নরনারীকে সৃজন করিলেন। শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে।

প্রথমে কত জন স্ত্রীপুরুষ সৃজন করিয়াছিলেন তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না। অন্যান্য প্রাণীর যাহা প্রয়োজন পরমেশ্বর তাহা তাহাদিগের শরীরেই দান করিয়াছেন, যথা শীত নিবারণের জন্য লোম, উড়িবার জন্য পাখা এবং প্রয়োজন সাধনের জন্য স্বাভাবিক জ্ঞান। কিন্তু মানবজাতিকে সেরূপে সৃজন করিলেন না। মানবের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার হৃদয় মধ্যে অঙ্কুরিত করিয়া রাখিলেন এবং স্বয়ং গুরু হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। মানব প্রথমে উলঙ্গ, শীত উপস্থিত হইল, কি করিবে জানে না; চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কে যেন তাহার প্রজ্ঞাতে বলিয়া দিলেন হে মানব! ঐ বল্কল, কিম্বা ঐ পশুর চর্ম্ম পরিধান কর। যখন বল্কলে হইল না, তখন ঈশ্বর কার্পাসের বৃক্ষ দেখাইয়া দিলেন এবং মাকড়সাকে তাহার সম্মুখে আনিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইলেন কিরূপে বস্ত্রবয়ন করিতে হয়। মানব বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিল। ক্ষুধার সময় ঈশ্বর প্রাথমিক মনুষ্যকে বন্যফল মূল ও পশুমাংস দেখাইয়া দিলেন। তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইলে ধান্য, গোধূম প্রভৃতি দেখাইয়া দিলেন। মানব প্রথমে সন্তরণদ্বারা নদীপার হইত, পরে ভেলা করিল, তাহার পর ছোট ডোঙ্গা নৌকা ক্রমে ক্রমে বড় বড় নৌকা ও জাহাজ প্রভৃতি রচিত হইল। এইরূপ মনুষ্য সৃষ্ট বস্তুর তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইল, পরমেশ্বর তাহার প্রজ্ঞাতে জ্ঞান বিজ্ঞান জ্যোতিষ প্রভৃতি প্রকাশ করিলেন। পীড়া হইল মনুষ্য প্রজ্ঞাতে ঈশ্বরের উপদেশ পাইয়া ঔষধ আবিষ্কার করিল। মনুষ্য সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা পুরুষকে পূজা করিতে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে ব্যাকুল হইল, পরমেশ্বর মানবের বিবেকে স্বীয় মহান্ ভাব ও অনন্ত ভাব প্রকাশ করিলেন। প্রথমে স্বীয় ভ্রমে ক্ষুদ্র বস্তুকে মহান্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, পরে বিবেকের নিকট এবং প্রজ্ঞার মধ্যে ক্রমেই সত্য লাভ করিয়া মোহ অজ্ঞানতাও অসভ্যতা হইতে মুক্ত হইল; অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইল। আদিকালে

হইতে ঈশ্বর মনুষ্যকে শিক্ষা দান করিতেছেন। মনুষ্য তাঁহার নিকট শিক্ষা করিতে চাহিলেই তিনি শিক্ষা দান করেন।

এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা আধুনিক পঞ্চাশ বৎসরের নহে। ইহা মনুষ্যের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। মনুষ্যের স্বভাবই ধর্ম্ম; যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম। ইহাকে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি। ভারতবর্ষে এ ধর্ম্ম চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেহ নূতন প্রকাশ করেন নাই। মহাত্মা রামমোহন রায়কে এ ধর্ম্মের প্রকাশক বলা যায় না। তিনি এ ধর্ম্মের এক জন প্রচারক মাত্র। পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ বিবেকের মধ্যে ঈশ্বরের যে সকল সত্য লাভ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই রামমোহন রায় পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। এই পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন নূতন সত্য আবিষ্কার হয় নাই। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ জেন্দাভেস্তা প্রভৃতি হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু একটীও নূতন সত্য আবিষ্কৃত হয় নাই। পরমেশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যের বিবেক ও প্রজ্ঞাতেই সত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনিই মনুষ্যের একমাত্র গুরু। মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট যে সকল সত্য শিক্ষা করেন, তাহা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্য অসত্য, বিদ্যা অবিদ্যা, শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ উভয়ই প্রকাশ করিয়া থাকেন। এজন্য উপনিষদে লিখিত আছে অপর ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি অথপরায়য়া তদক্ষরামধিগম্যতে।”

ঋগবেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সমস্ত অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যাহাদ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণ বিবেকের মধ্যে যে সকল ঐশ্বরিক সত্য লাভ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, প্রভৃতি নামে অভিহিত। তবে তাহা অসত্য কেন? না সে সমস্ত গ্রন্থে সত্য অসত্য, বিদ্যা অবিদ্যা শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ উভয় আছে। এ জন্য সে সমস্তকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলা যায় না। এইরূপ কোরাণ, বাইবেলেও সত্য অসত্য উভয়ই আছে। মনুষ্য পরিমিত; সে সমস্ত জ্ঞান, ঈশ্বরের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া স্বীয় হৃদয়ের পরিমিততা প্রযুক্ত সত্যের সহিত অসত্য, বিদ্যার সহিত অবিদ্যা প্রবেশ করাইয়া থাকে।

অতএব কোন মনুষ্যকে গুরু বলা উচিত নহে। গুরু কেবল একমাত্র ঈশ্বর। যে মনুষ্য যে পরিমাণের নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিবেন তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিব। কিন্তু হৃদয়ের গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিব না। মনুষ্য সহস্র উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু ঈশ্বর শিক্ষা না দিলে মনুষ্য তাহা গ্রহণ করিতে পারে না; এজন্য দেখা যায় অনেকে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও সত্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। হৃদিস্থ হৃষিকেশ শিক্ষা না দিলে মনুষ্য এক পাদও অগ্রসর হইতে পারে না।

ব্রাহ্মসমাজে নূতন সত্য আবিষ্কার না হওয়াতেই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না। অতএব প্রত্যেক নর নারী নূতন সত্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট আকুল মনে প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আমরা নূতন সত্য লাভ করিব। নূতন সত্য পাইলে ব্রাহ্মসমাজ শান্তি নিকেতন হইবে, বিবাদ বিষম্বাদ চলিয়া যাইবে। আর দলাদলি, গালাগালি, থাকিবে না। হে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ! হে ব্রাহ্মিকাভগ্নীগণ! যত দিন আপনারা প্রত্যেকে সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষভাবে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা পরমেশ্বরের নিকট নূতন সত্য লাভ না করিবেন ততদিন আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ব অনুভব করিতে পারিবেন না। তপস্যা ভিন্ন ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত যোগ হয় না। কেবল বহির্ব্বিষয় লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে কেন? একবার অন্তর পথে প্রবেশ করিয়া রাজরাজেশ্বরের সিংহাসনের তলে উপবেশন করুন দেখিবেন, হৃদয় স্বর্গের ভাব ধারণ করিবে। হিংসা দ্বেষ থাকিবে না। অহঙ্কার, যশোলিপ্সা, অসত্য প্রতারণা, আত্ম পূজা, কাম ক্রোধ লোভ মোহের পরাক্রম এই সমস্ত মহাপাপ অন্তর হইতে পলায়ন করিবে। পরম গুরু পরমেশ্বরের নিকট একটীও সত্য লাভ করিলে আর জীবনে দুর্গতি থাকে না। ঈশ্বর যে সকল সত্য একবার কোন হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সত্য লইয়া যদি বল আমি ঈশ্বরের নিকট নূতন সত্য প্রাপ্ত হইলাম, তাহা হইলে তুমি ভয়ানকরূপে স্বয়ং প্রতারিত হইয়াছ এবং প্রতারিত করিতেছ। অনন্ত ঈশ্বর একবার যে সত্য প্রকাশ করেন তাহা আর দ্বিতীয় বার প্রকাশ করিতে হয় না। অতএব শরীর মন পবিত্র কর ভক্তি ভাবে নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরের নিকট সত্য ভিক্ষা কর, নিশ্চয়ই নূতন সত্য পাইবে, জগতের জন্য যখন যে নূতন সত্য প্রয়োজন তিনি তখনই তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন। এখন সেই সময় উপস্থিত। কারণ পুরাতন সত্য সমূহে আমাদিগের অভাব পরিপূর্ণ হইতেছে না। ঈশ্বর নানা উপায়ে সত্য শিক্ষা দেন। সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র মণ্ডলে বৃক্ষ লতা ঔষধ বনস্পতিগণ নদী পর্ব্বত পশু পক্ষি সাগর ইহার প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যদিয়া শিষ্যের বিবেকে সত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব যখন যাহার মধ্যদিয়া সত্য শিক্ষা করিবে তাহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে।

পরমেশ্বর মুহূর্ত্তকালের জন্যও বিশ্রাম করেন না। সর্ব্বদাই সকলের হিতের জন্য ব্যস্ত। অতএব সম্পূর্ণ তাঁহাকেই গুরু বলিয়া সম্বোধন কর, অভ্রান্ত অদ্বিতীয় জগদ্‌গুরুর পবিত্র মঙ্গলচরণে ভক্তিভাবে বার বার প্রণাম কর।

আর্য্যঋষি মুনি প্রভৃতি সত্যের আবিষ্কারক মহাত্মাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অভিবাদন কর। কিন্তু কাহাকেও গুরুপদে অভিষিক্ত করিও না। অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে স্কন্ধে লইয়া উভয়েই কূপে পতিত হয়, ভ্রান্ত মনুষ্য মনুষ্যের গুরু হইলে উভয়ে ভ্রমকূপে নিপতিত হয়। যিনি আদিকাল হইতে মানবজাতিকে সত্য শিক্ষা দিয়াছেন, তিনিই মানবের চির গুরু তাঁহার চরণে অবনত মস্তকে আমরা বার বার প্রণাম করি।

প্রার্থনা।

সংসারের সেবায়—তোমার পবিত্রধর্ম্মের অভাবে দেখ আমার জীবন কি হইয়াছে; আমার হৃদয়ে বল নাই,—সদ্ভাব নাই, জীবন অসার, সৌন্দর্য্যশূন্য, সুখশূন্য। প্রভু! আমাকে তোমার পথে আন। আমাকে বলীয়ান কর। সেদিন শীঘ্র আন যে দিন আমার হৃদয় পবিত্র স্বর্গীয় ভাবের আধার হইবে, স্বর্গীয় সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ হইবে, তোমার সেবায় আমার সমস্ত জীবন ডুবিয়া যাইবে।

তুমি কি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমার দুঃখ যন্ত্রণা ও সংগ্রাম দেখিতেছ? হৃদয়কে তোমার দিকে আকর্ষণ কর, যেন তোমার প্রেমের আলোকে সকল দেখিতে পাই। দীননাথ! যখন তোমার নিকটে আসি তখন হৃদয় বিগলিত হয়; এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটী সহানুভূতির ও শান্তির রশ্মি দেখিতে পাই। প্রভু, তুমি কি এই রূপে আমাকে শান্তি দিতে চাও? আমার দুঃখের অবসান হইবে, না তুমি দুঃখ দ্বারাই আমাকে সবল করিবে।

এই মলিন জীবন লইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? আমার ভিতরে সৌন্দর্য্য নাই, বাহিরে সৌন্দর্য্য নাই, অতি মলিন আর সহ্য হয় না। হৃদয়কে প্রেমিক করিয়া দাও, চিরপ্রেমিক করিয়া রাখ। প্রেমের জন্য যদি জীবন যায় তাহাও ভাল, তথাপি আমি শুষ্ক কঠিন শ্রীহীন হইয়া থাকিতে পারি না; দীনবন্ধু! আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব হউক; অনন্ত প্রেমের তৃষ্ণা আমার হৃদয়ে আনিয়া দাও, তোমার স্বর্গীয় বিধি এজীবনে পূর্ণ হউক।

সৎ সংকল্পের চিরসহায় ও সত্যের চিরআশ্রয় পরমেশ্বর! তোমার ধর্ম্মপ্রচার ব্রতে ব্রতী হইয়া আমরা কি লক্ষ্য বিস্মৃত হইলাম, আমরা কি সত্যের জয় পরাজয় অপেক্ষা নিজ নিজ দলের জয় পরাজয় লইয়া অধিক ব্যস্ত হইলাম, প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণতার প্রচার বিস্মৃত হইয়া কি কেবল প্রচারের আড়ম্বর ও জাঁক জমকদ্বারা লোকদিগকে চকিত করাই কি প্রার্থনীয় মনে করিলাম! তুমি আমাদের অন্ধবুদ্ধির পক্ষে আলোক হও এবং আমাদিগকে এই মহাভ্রম হইতে রক্ষা কর। হে বিধাতা, জয় যদি কাহারও হওয়া আবশ্যক হয়, তবে তোমার জয় হউক। ভ্রান্তিবশতঃ যাঁহারা অসত্যকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তুমি সুপথে আনয়ন কর এবং তাঁহাদের প্রচারিত অসত্য সকলকে পরাজিত করিয়া সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত কর।

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৫ই মাঘ, রবিবার, অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইবে। ব্রাহ্মগণ ও অপর সাধারণ সকলে যথা সময়ে সভায় উপস্থিত হইবেন।

সভার কার্য্য প্রণালী।

১। সঙ্গীত।

২। সভাপতি নিয়োগ।

৩। সভার উদ্দেশ্য বর্ণন। রাজা রামমোহন রায়কে সাধারণ ভূমি করিয়া ব্রাহ্মগণের সম্মিলনবিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বক্তৃতা।

৪। রাজা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি ও মহত্ব বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বক্তৃতা।

৫। রাজা রামমোহন রায়ের কোন প্রকার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপন উদ্দেশ্যে দেশস্থ সকল শ্রেণীর ভদ্রলোকের নিকটে গিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা একটি সর্ব্বসাধারণের সভা আহ্বান করাইবার জন্য, কয়েক ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ করিবার প্রস্তাব।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পোষক—শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।

৬। সঙ্গীত।

সভাভঙ্গ হইলে ব্রাহ্মগণ আদিব্রাহ্মসমাজে গিয়া সমস্বরে "জয়দেব জয়দেব" এই বন্দনা গান করিবেন।

নিম্নপ্রকাশিত পরিবর্ত্তিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব সম্পন্ন হইবে।

৫ই মাঘ, রবিবার; রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা ও সায়ংকালীন উপাসনা।

৬ই মাঘ, সোমবার; বালকদিগের সভা।

৭ই মাঘ, মঙ্গলবার; থিইষ্টিক সোসাইটি।

(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ইংরেজী বক্তৃতা)

৮ই মাঘ, বুধবার; ব্রাহ্মিকা সমাজ ও বঙ্গ নারী সমাজ।

৯ই মাঘ, বৃহস্পতিবার; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভা।

১০ই মাঘ, শুক্রবার; ছাত্রদিগের উপাসনা সমাজের উৎসব।

(বাবু আনন্দমোহন বসুর ইংরেজী বক্তৃতা)

১১ই মাঘ, শনিবার; সমস্তদিনব্যাপীউৎসব; প্রচারক নিয়োগ, এবং প্রচারকগণ ও অপরাপর ব্যক্তির শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন।

১২ই মাঘ, রবিবার; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক সভা। (সভাপতির বক্তৃতা) প্রাতঃকালে ও সায়াহ্নে উপাসনা।

১৩ই মাঘ, সোমবার; কথোপকথন ও প্রীতিভোজন।

১৯ মাঘ, রবিবার; উদ্যানে উপাসনা।

বাবু হরনাথ বসুর কন্যার বিবাহের পদ্ধতি তত্ত্বকৌমুদীতে

প্রকাশ বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় আগামী বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এবার স্থানাভাব। পাঠকবর্গ এ সম্বন্ধে এক খানি প্রেরিতপত্র দেখিতে পাইবেন। বাবু ভগবতীচরণ দেও এসম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা ভিন্ন তিনি অন্য এক বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তদ্বিষয়েও যাহা বক্তব্য আছে, আগামী বারে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়েষু।

বিগত ১লা পৌষের পত্রিকায় "ব্রাহ্মসমাজ" স্তম্ভে শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ বসুর কন্যার বিবাহ যে প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমি উক্ত প্রণালীর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি, ভরসা করি আপনার পত্রিকায় স্থান পাইতে পারিব। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রথমতঃ ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতি কয়েকটী প্রণয়ন করেন; তাহার মধ্যে যে বিবাহানুষ্ঠান প্রণালী আছে, তাহাকেই কিছু সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া কেশব বাবু নিজ সমাজের বিবাহানুষ্ঠান পদ্ধতি করেন। কিন্তু অদ্যাপি ব্রাহ্ম সাধারণের সর্ব্ববাদীসম্মত কোনও প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রণীত হয় নাই, সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক চিন্তাশীল ব্রাহ্ম এই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিবাহপ্রণালীসম্বন্ধে স্বীয় অভিমত ও অভিরুচি প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঐ গুলিকে সংগ্রহীত করিয়া একটী অভিনবপ্রণালী প্রণয়ন করেন. ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

প্রথমতঃ। বিবাহ প্রণালীতে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন কি? আমাদের দেশে হিন্দুসমাজের সমস্ত অনুষ্ঠান পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় থাকার কারণ এই যে, সংস্কৃত এদেশের ধর্ম্ম শাস্ত্রের ভাষা। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে দুই একটী স্তোত্র পাঠ ভিন্ন, উদ্বোধন, উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা, উপদেশ বক্তৃতা প্রভৃতি সমস্তই বাঙ্গালায় হইয়া থাকে। অবশ্য বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ সকলকে লক্ষ্য করিয়া আমি এই রূপ লিখিতেছি। অতএব উপাসনা গৃহেও ধর্ম্মালোচনায় যে যে ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইতেছে, সেই ভাষায় ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতি সকল প্রণীত হইলে দোষ কি?

দ্বিতীয়তঃ। পুণ্যাহ, ঋদ্ধি স্বস্তি বলিবার, অর্ঘ্যাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিবার, এবং স্ত্রীআচারের প্রয়োজন কি? আর ব্রাহ্ম বিবাহে কি প্রকার স্ত্রীআচার হইয়া থাকে? আমার বোধ হয় এগুলি কেবল প্রণালীর আতিশয্য।

তৃতীয়তঃ। কন্যাভারার্পণের কোন আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না; প্রত্যুত এটী একটী কুসংস্কার জড়িতভাব বলিয়া বোধ হয়। যে কন্যা অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ে বরের সমান অধিকার লইতেছেন; অর্থাৎ যিনি সভাস্থলে প্রকাশ করিতেছেন, অমুককে আপনার পতি রূপে বরণ করিতে "প্রস্তুত হইয়াছি" "সাদরে অর্চ্চনা করিতেছি" "ধর্ম্মে অর্থে জ্ঞান ভোগে আমি ইঁহাকে অতিক্রম করিব না" এবং "আমি পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমার সহিত উদ্বাহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলাম এবং তোমাকে আমার বৈধ পতি রূপে গ্রহণ করিলাম" তাঁহার আবার "ভারগ্রহণ" কিরূপ? বর যেমন "প্রস্তুত হইয়া" ধর্ম্ম ইত্যাদিতে অতিক্রম না করিয়া" প্রতিজ্ঞা করিয়া, এবং পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক "তাঁহাকে" "বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ" করিতেছেন; তিনিও ঠিক সেই প্রকারে বরকে "বৈধপতি রূপে গ্রহণ" করিতেছেন। তবে কে কাহার ভার লইবেন? যদি বরকে কন্যার ভার লইতে বাধ্য করা হয়, তবে কন্যাকেও বরের ভার লইতে বাধ্য করা উচিত। সমান অধিকার প্রাপ্ত এক ব্যক্তি অপরের ভার লইতে পারেন না। শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিতের শিক্ষার ভার, ধনী ব্যক্তি নির্দ্ধনের ভরণপোষণের ভার, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর লালনপালনের ভার লইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ সমান অধিকার প্রাপ্ত বর কন্যার কি বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপ ভারার্পণ হাস্যজনক ও অর্থহীন।

চতুর্থতঃ। বর ও কন্যাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান হইয়াছে যে, "ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে, ও ভোগে" তাঁহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না। "অর্থে ও ভোগে" অতিক্রম না করিতে পারেন, কিন্তু "ধর্ম্মে" ও "জ্ঞানে" কেহ কাহাকে অতিক্রম করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা কি কেহ পালন করিতে পারেন? নানা কারণবশতঃ একের ধর্ম্মভাব. কি জ্ঞানার্জ্জন অপরাপেক্ষা অধিক হইতে পারে। এই বিষয় বুঝাইবার জন্য তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন নাই, অতএব এপ্রকার অর্থহীন প্রতিজ্ঞা করাইবার প্রয়োজন কি? প্রত্যুত ইহা দূষ্য ও পাপাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্চমতঃ। একটী সার্দ্ধ চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার কি এপ্রকার মানসিক শক্তি নিচয়ের বিকাশ হইয়াছে যে, তিনি আপনার ভাবী জীবনের জন্য কতকগুলি অতি গুরুতর অঙ্গীকার পাশে বদ্ধ হন, এবং একটী পুরুষকে নিজ বৈধপতিরূপে অর্চ্চনা ও গ্রহণ করিতে পারেন? মানসিক শক্তি বিকাশের কালসম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যত প্রকার প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে ষোড়শ বর্ষই ন্যূনকল্প সময় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে; প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশবর্ষের পূর্ব্বে ঐ কাল আরম্ভ হইবার প্রমাণ কচিৎ দৃষ্ট হয়। সুতরাং একটী অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান, ও পতিনির্ব্বাচনের ভার দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। যাহার হিতাহিত জ্ঞানের পরিপক্কতা হয় নাই, তাহার যে এমন একটী গুরুতর বিষয়ে স্বীয় নির্ব্বাচন শক্তিরও সম্যক্ বিকাশ হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য। সুতরাং এরূপ অবস্থাপন্না কন্যাকে "পতিরূপে বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি," "সাদরে অর্চ্চনা করিতেছি" ও "আমি পবিত্র পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া ইত্যাদি" অঙ্গীকার ও অনুমোদন সূচক বাক্যগুলি পিতা মাতা বা বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে বলান কি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য? প্রত্যুত ১৪ বৎসরের ৬ মাস ন্যূন বা ৬

মাস অধিক বয়স, এই উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা অতি সামান্য। ব্রাহ্মগণ যদি আপনাদের কন্যাগণকে স্বাধীনভাবে বর নির্ব্বাচন ও বরণ করিবার অধিকার দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তবে অন্যূন ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাগণের বিবাহকামনা পরিত্যাগ করুন; এবং এই কালের মধ্যে যাহাতে তাঁহাদের মানসিক শক্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিচয়ের সম্যক্ বিকাশ ও সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয় তদ্বিষয়ে যত্নশীল হউন। বিবাহই পার্থিব জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অনুষ্ঠান, অতএব ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠানের কি প্রকার প্রণালী প্রচলিত হওয়া আবশ্যক, তদ্বিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণ স্ব স্ব মত প্রকাশ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

দারজিলিং।
১৩ ই পৌষ ১২৮৬। } শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে। ইতি।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিক মাসহইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২৷০ এবং মফস্বলের জন্য ২॥৵ যাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কন, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কন, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	/০
পত্রিকা	।০	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৶০	৴০
বার্ষিক রিপোর্ট	৸০	/০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	৷৶০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
Year Book (Miss Collet's)	১	/০
Last days of Ram Mohun Roy	১	/০
Memoirs of Dr. Carpenter	৸০	/০
Practical Sermons of Dr. Carpenter.	৸০	
Perfect Life	১॥০	/০
Morning & evening meditations	৸০	/০
ধর্ম্মালোচন	।০	/০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press. 93 College Street, December 1879.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩০
মফস্বল ঐ ৩

কোন বন্ধুর চরিত্র কলঙ্কিত দেখিলে আমাদের কোন ক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। সে বিষয়ে উদাসীন থাকিলে আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা যে শোচনীয় ইহাই প্রকাশ পায়। সচরাচর কি করা হয়? যখনই কোন বন্ধুর চরিত্রে কোন দোষ লক্ষিত হয়, অমনি তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহার নিন্দা আরম্ভ হয়। অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ চলিতে থাকে, অথচ কেহ সাহস করিয়া বন্ধুভাবে তাঁহাকে তাঁহার দোষের কথা বলিয়া উহা সংশোধন করিবার উপদেশ দিতে অগ্রসর হন না। ইহা যে নিতান্ত অন্যায় ও নীচ ব্যবহার তাহা কে না বুঝে, অথচ অনেকেই এই প্রকার করিয়া থাকেন। এই প্রকার জঘন্য ব্যবহার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রকৃত ভ্রাতৃভাব থাকিলে কখনই এ প্রকার ঘটিতে পারে না। দোষী,—অপরাধী ব্যক্তিকে কৃপাপাত্র বোধে তাহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি থাকিলে কখনই এমন হয় না। সূর্য্য চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে দেশের লোক আহার প্রভৃতি সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেবারধানায় প্রবৃত্ত হয়, এবং গ্রহণ মুক্তি হইলে স্নান করিয়া আপনাদিগকে নিশ্চিন্ত মনে করে। কোন ভ্রাতা পাপরাহুগ্রস্ত হইলে তদনুরূপ কার্য্য করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত তিনি পাপমুক্ত না হন ততদিন আমাদের কখনই উদাসীন থাকা বিধেয় নহে, তাঁহার জন্য আমরা ঈশ্বরকে ডাকিব, এবং তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক দেখিলে পর আপনাদিগকে নিশ্চিন্ত জ্ঞান করিব।

হৃদয়ের ভাবের উচ্ছ্বাস হইতেই কবিতার জন্ম হয় সকলেই জানেন। কবি কোন ঘটনা বা পদার্থ দেখিলেন, অপর শত শত ব্যক্তিও তাহা দেখিল কিন্তু সেই বিশেষ পদার্থ বা ঘটনা তাঁহার মনে হঠাৎ এক প্রকার ভাব ও চিন্তার উদয় করিয়া দিল। সেই ভাবের ভারে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল; সেই ভাব স্রোত তাঁহার সমুদায় চিত্ত ক্ষেত্রকে যেন ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; চিন্তা সকল সেই ভাবানুরঞ্জিত হইয়া উদিত হইতে লাগিল; কল্পনা সেই ভাবানুরঞ্জিত হইয়া নানাবিধ ছবি উপস্থিত করিতে লাগিল। অবশেষে কবি কাগজ কলম লইলেন, শব্দ সকল সেই ভাবানুরঞ্জিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে বসিতে লাগিল, চিন্তা সকল স্বীয় শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল; কল্পনা নিজ মনোহর চিত্র সকল বিস্তার করিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে একটী অতি সুন্দর ও মনোহর পদ্য রচিত হইল। কিন্তু আর এক প্রকারেও কবিতা রচিত হইয়া থাকে। মনে কর কোন বিষয়ে একটী পদ্য লিখিবার ইচ্ছা করিতেছি, হৃদয়ে ভাবের উচ্ছ্বাস নাই। কাগজ কলম লইলাম, নির্জ্জনে বসিলাম, অঙ্গুলি দংশন আরম্ভ করিলাম, চিন্তা ও কল্পনাকে সুন্দর সুন্দর রঙ্গ আনিতে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ গেল। প্রথম দশ পঁক্তি হয়ত কেবল চতুর্দ্দশাক্ষর যোজনা মাত্র হইল, কিন্তু দশ পঁক্তি শেষ না হইতে হইতে হঠাৎ হৃদয়ের কোন নিভৃত দ্বার খুলিয়া যেন ভাবস্রোত হৃদয়ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। ফ্রাঙ্কলিন রেশম নির্ম্মিত ঘুড়ী তুলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যেমন বিদ্যুতের শিখা নামিয়া আসিয়াছিল সেইরূপ মনের সূত্র ধরিয়া স্বর্গীয় অগ্নির শিখা যেন মনের মধ্যে পতিত হইল। অমনি লেখনী নৃত্য নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইল, চিন্তা ইন্দ্রজালিকের ন্যায় নিজ কন্থার ভিতর হইতে নূতন নূতন সত্য বাহির করিয়া দিতে লাগিল। কল্পনা সরোবরের পদ্ম, রমণীর চক্ষু আকাশের তারা, সমুদ্রের ফেনা সব একত্র চিত্রিত করিয়া দেখাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একটী সুন্দর মনোহর কবিতা লিখিত হইল।

কোন কবি যদি এরূপ বলেন,—যখন আপনাআপনি ভাবোচ্ছ্বাস হইবে তখনই লেখনী ধারণ করিব; অগ্রে ভাবোচ্ছ্বাস তৎপরে কাব্য তাহা হইলে তাঁহাকে কাব্য রচনার আশা এক প্রকার পরিত্যাগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার ভাবের উচ্ছ্বাস কবে হইবে, কখন হইবে, কিরূপে হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। তাঁহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ নিয়ম এই, তিনি লেখনী ধারণ করিয়া উপবেশন করুন, চিন্তা ও কল্পনাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করুন, দেখিবেন ভাবের উচ্ছ্বাস আসিয়া পড়িবে। পূর্ব্বোক্ত কবির ন্যায় অনেক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিও মধ্যে মধ্যে এক প্রকার ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা সচরাচর বলিয়া থাকেন অগ্রে ঈশ্বর প্রীতি পরে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। অগ্রে ঘোড়া পশ্চাতে গাড়ি। অগ্রে গাড়ি পশ্চাতে ঘোড়া এরূপ নিয়ম কোথাও নাই। কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষাতে কি কথা

বলে? আমরা কি এরূপ কখনও দেখি নাই যে শুষ্ক কর্ত্তব্য জ্ঞানের অধীন হইয়া কোন কার্য্য আরম্ভ করা গেল, প্রথম প্রথম তত তৃপ্তি বা আনন্দ সম্ভোগ করা গেল না, কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে ও ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া কার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ হৃদয়ের কোন দ্বার খুলিয়া ভক্তিস্রোত হৃদয়কে সিক্ত করিয়া ফেলিল।

উৎসব।

এখনও আমাদের প্রিয় মাঘোৎসবের শেষ হয় নাই; এখনও উৎসবের তরঙ্গ আমাদের হৃদয় মনকে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে। এই মহোৎসবের প্রকৃত ব্যবহার জানিলে ইহা হইতে আমরা আশ্চর্য্য উপকার লাভ করিতে পারি। আমাদের উৎসব বাহিরের নহে, অন্তরের। বাহিরে যাহা কিছু করা যায়, তাহা অন্তরের ভাবের প্রকাশ মাত্র। কেবল বাহ্যাড়ম্বর যে উৎসবের সর্ব্বস্ব, তাহার সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম। ব্রাহ্মের উৎসবও আধ্যাত্মিক উৎসব। আমরা পুষ্পপত্রে আলোকমালায় আমাদের গৃহ সজ্জিত করিয়াছি সত্য, কিন্তু অন্তরেই উৎসবের প্রকৃত স্থান। পরমেশ্বরই উৎসব করিবার বিষয়। তাঁহাকে লইয়াই উৎসব। যিনি এই কথাটি না বুঝিলেন, তিনি উৎসবের কিছুই বুঝিলেন না, যিনি কেবল বাহিরের আমোদেই বদ্ধ থাকিলেন, তাঁহার পক্ষে মাঘোৎসব বৃথা হইল। সেই জন্য আমরা মাঘোৎসবকে যার পর নাই গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করি। যে শুষ্কতা কিছুতেই দূর হয় নাই তাহা মাঘোৎসবে হইবে, যে নিরাশ আত্মা কিছুতেই আশা পায় নাই, সে মাঘোৎসবে আশা পাইবে, যাহার হৃদয়ের গভীর দুঃখ আর কিছুতেই নিবারণ হয় নাই, সে মাঘোৎসবে সান্ত্বনা পাইবে, যে আপনার পাপ প্রবৃত্তিকে সংযম করিবার বল আর কিছুতেই লাভ করিতে পারে নাই, সে মাঘোৎসবে তাহা লাভ করিবে, এই আমাদের আশা, এই আমাদের কামনা। যিনি ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া এই মহোৎসবে যোগ দিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য্য মঙ্গল লাভ করিবেন। এই উৎসব ব্রাহ্ম মাত্রেরই পক্ষে শুভ দিন, আনন্দের দিন। কিন্তু যিনি সম্বৎসরকাল ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন জন্য শরীর মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে হৃদয়ের প্রিয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে লেশ মাত্র ত্রুটি করেন নাই; যিনি ধর্ম্মের জন্য আত্মীয় স্বজনের তিরস্কার, বন্ধুগণের অবমাননা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি পৌত্তলিক সমাজ হইতে দূরীভূত হইলেন, অথচ আপনার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকে ছাড়িলেন না, যিনি ভগবানের আদেশে লোক নিন্দা, অত্যাচার অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বর্ত্তমান উৎসব যেমন আনন্দের ব্যাপার, এমন আর কাহারও পক্ষে নহে। কৃপাসিন্ধু উৎসবের দরবারে তাঁহার কর্ত্তব্যশীল অনুগত পুত্রকে নিশ্চয়ই উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন। ধূলিমুষ্টি ত্যাগ কর, স্বর্ণমুষ্টি পাইবে; সংসারের সামান্য সুখস্বচ্ছন্দতা খ্যাতি প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের পাদপদ্মে শরণাপন্ন হও, অমূল্য চির সম্পত্তি লাভ করিবে। উৎসব ক্ষেত্রে কৃপাময় ঈশ্বর কল্পতরু হইয়া ধন রত্ন বিতরণ করিতেছেন। যে ভিক্ষুক বেশে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে এখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহাকেই দয়াময় দয়া করিবেন। এখানে দরিদ্রের বড় আদর। আমাদের ঈশ্বর গরিব দুঃখীকে যেমন ভাল বাসেন এমন আর কে ভাল বাসিতে পারে? আমরা বড় গরিব; পৃথিবীর ধনীদের দ্বারে আমাদের আদর নাই। কিন্তু যাঁর মত ধনী জগৎসংসারে আর কেহ নাই, তিনি নিজ হস্তে কাঙ্গালের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিতে আসিয়াছেন। এস ভাই সকলে আমরা তাঁহার চরণে কাঁদিয়া পড়ি, সকল দুঃখ নিবারণ হইবে, চিরদরিদ্রতা দূরে যাইবে।

মাঘোৎসবে ব্রাহ্ম মাত্রেরই অতুল আনন্দ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের বিশেষ আনন্দ। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারা তাঁহাদের নূতন উপাসনা মন্দিরে উৎসব করিতেছেন। তাঁহারা অন্যায় পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হইয়া এত দিন পথে পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন; কৃপাসিন্ধু তাঁহাদিগকে মস্তক রাখিবার স্থান দিলেন। তাঁহাদের আনন্দের সীমা কোথায়! তাঁহারা নূতন গৃহে আনন্দে আনন্দময়কে ডাকিতেছেন। কে ভাবিয়াছিল যে এত অল্প দিনের মধ্যে আমরা নূতন গৃহে উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইব? কে ভাবিয়াছিল আমরা দরিদ্র অসহায় হইয়া এক বৎসর কাল মধ্যেই আমাদের উপাসনালয়ের চতুঃপ্রাচীর সংগঠন কার্য্যে কৃতকার্য্য হইব? আমাদের মধ্যে অনেকে ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু মনুষ্যের নিকট যাহা অসম্ভব, ঈশ্বরের নিকট তাহা সম্ভব। তাঁহার কৃপায় সকলই হয়। ধন্য দয়াময়! ধন্য অসহায়ের সহায় ঈশ্বর! তোমার কর্ম্ম তুমি করিতেছ আমরা অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া বলি, "আমি করিতেছি"। তুমি উৎসবের শুভফল সকল ভাই ভগিনীকে প্রদান কর। আমরা সকলে কৃতার্থ হই।

ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের যোগ।

ব্রাহ্মসমাজের এমন এক দিন ছিল যখন দশজন ব্রাহ্ম দশদিক হইতে উপাসনার্থ সপ্তাহান্তে সম্মিলিত হইতেন এবং উপাসনা শেষ হইলেই আবার দশদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেন। একস্থানে সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা করিতে আসা ভিন্ন তাঁহাদের আর অন্য কোন প্রকার বন্ধন বা সম্বন্ধ ছিল না। অনেক সময় দশ মাসেও তাঁহাদের পরস্পরের সহিত আলাপ হইত না, কোন প্রকার পারিবারিক বা সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ হইবার ইচ্ছাও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই,

সে চিন্তাও তাঁহাদের মনে ছিল না। তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে স্বীয় স্বীয় কুলাগত প্রথার অনুবর্ত্তন করিতেন; সকল প্রকার গার্হস্থ্য ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক রীতি অনুসারেই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজ ক্রমেই আর এক প্রকার ভাব ধারণ করিতেছে, এখন ব্রাহ্মসমাজ বলিলে এরূপ অসম্বদ্ধ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি বুঝায় না। আমরা এক্ষণে আদান প্রদানাদি দ্বারা পরস্পরের সহিত নানা প্রকার পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইতেছি; রক্তের সংস্রব দ্বারা পরস্পরের নিকটস্থ হইতেছি; আমরা সকল প্রকার গার্হস্থ্য ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ অপৌত্তলিক রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছি, এবং অনেকাংশে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্টতর যোগে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়াছি।

এখন প্রশ্ন এই, এ যোগ কি প্রকার? আমরা জড় জগতে সচরাচর তিন প্রকার যোগ দেখিতে পাই। প্রথম সূত্রধর যখন বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ডকে করাত করিয়া দ্বিভাগ করে তখন সেই অর্দ্ধবিভক্ত বৃহৎ কাষ্ঠ ফলকের মধ্যে কখনও এক খণ্ড কখনও বা দুই খণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপে প্রবিষ্ট ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডকে সংস্কৃতে কীলক বলে। আমরা এইরূপে প্রবিষ্ট কীলকদ্বয়ের কেমন ঘনিষ্ট যোগ দেখিতে পাই। নাড়া দি দুইখানি এক সঙ্গে নড়ে, টানিতে যাই দুইখানি এক সঙ্গে উঠে, বসাইয়া দিই দুইখানি একসঙ্গে বসে বোধ হয় সেই দুইখানি মিলিয়া একখানি হইয়া গিয়াছে। এই এক প্রকার যোগ। গৃহনির্ম্মাণের সময় ইষ্টকে ইষ্টকে আর একটী তৃতীয় পদার্থের দ্বারা যখন যোড়া দেওয়া যায় তখন আর এক প্রকার যোগ। ভগ্ন করি দুইখানি এক সঙ্গে ভগ্ন হয়, টানিয়া ফেলি দুইখানি একসঙ্গে পতিত হয়; যেন দুইখানি ইট এক হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার যোগ আছে, পাষাণের পরমাণুতে পরমাণুতে যে যোগ। পৃথিবীর পৃষ্ঠে যে সকল পরমাণু পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন আছে, কেন্দ্রের দিকে তাহাদের যত গতি হয় ততই তাহাদের বিচ্ছিন্নভাব চলিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং এক কেন্দ্রের দিকে গতি নিবন্ধন যে যোগ তাহা তৃতীয় প্রকার যোগ। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য এই সকল যোগের মধ্যে প্রভেদ কি? কীলকদ্বয়ের যে যোগ তাহা নিতান্ত ক্ষণিক। সে দুইখণ্ড কাষ্ঠের মধ্যে এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ রাখে, তবে যে তাহারা একত্র সম্বদ্ধ আছে তাহা কেবল বাহিরের পদার্থের বলে, সে বল দূর কর অমনি দুইখণ্ড কাষ্ঠ দুইদিকে পতিত হইবে। মনুষ্য সমাজ মধ্যেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের মধ্যে সম্পূর্ণ বাহ্য কারণবশতঃ এক প্রকার ক্ষণিক ঘনিষ্টতা স্থাপিত হইতে পারে। মনে কর কোন গ্রাম যদি হঠাৎ সৈন্যদল দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই। আমরা দেখি যে সেই প্রবল শত্রুর ভয়ে এক গ্রামের লোক এক প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হয়, এক প্রাঙ্গণের লোক এক গৃহের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই ঘরে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ স্ত্রীলোক, ধনী দরিদ্র সকলেই প্রাণ ভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহাদের শত্রুতা থাকে না, জাতিবৈর থাকে না, ধনের অভিমান থাকে না। কেমন বন্ধুতা, কেমন যোগ। কিন্তু এই যোগের অসারতা কখন প্রমাণিত হয়? যখন শত্রুদল চলিয়া যায় বা পরাজিত হয় তখন ঘরের লোক প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া পড়ে, প্রাঙ্গণের লোক আবার সমগ্র গ্রামে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। তাহাদের ক্ষণিক বন্ধুতা পুনরায় শত্রুতাতে পরিণত হয়, তাহারা পুনরায় স্বীয় স্বীয় পদ, জাতি ধনমান প্রভৃতি লইয়া বিবাদ আরম্ভ করে।

দ্বিতীয় প্রকার যে যোগ, তাহাও সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট নয়। দুইখানি ইট যখন একটী তৃতীয় বস্তু দ্বারা গ্রথিত হয় তখনকার যোগ পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং স্থায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে তৃতীয় বস্তু ইষ্টকদ্বয়ের অন্তরের কোন পদার্থ নহে, সুতরাং ইষ্টকদ্বয়ের বিভিন্নতা তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশিত থাকে এবং একটু প্রবল ভাবে আঘাত করিলে দুইখানিকে স্বতন্ত্র করিতে পারা যায়। সেইরূপ জনসমাজেও কখন কখন একটী দেশহিতকর লক্ষ্য ধরিয়া কতকগুলি পুরুষ ও রমণী একত্র হইয়া থাকে। অন্ধ ও আতুরদিগের নিমিত্ত অনাথ নিবাস করিতে হইবে, দরিদ্র ও নিরন্ন ব্যক্তির সাহায্যের উপায় করিতে হইবে, ইত্যাদি লক্ষ্য ধরিয়া অনেক সভা হইয়া থাকে; ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন ভিন্ন রুচির লোক একত্র মিশিয়া থাকেন। কিন্তু কেবল মাত্র পরোপকার মানসে যে বন্ধন হয়, অর্থাৎ যাহাতে আমাদের নিজের প্রাণের টান থাকিবার বিশেষ কারণ নাই সে বন্ধন আশানুরূপ দৃঢ় বা স্থায়ী হয় না। আমরা পরোপকার ততক্ষণ করিতে পারি, পরোপকারার্থে ততক্ষণ এক সঙ্গে মিলিতে পারি, যতক্ষণ আমাদের চেষ্টা সফল হইবার আশা থাকে, কিম্বা যতক্ষণ তজ্জন্য আমাদিগকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়। কিন্তু আমরা ধর্ম্ম সমাজে যে যোগ প্রার্থনা করি তাহা অন্য প্রকার। এই যে আমরা ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিতেছি, এই যে নানা প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, এই যে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টতর সম্পর্কে বদ্ধ হইতেছি এ বন্ধন কিরূপ? আমি সকলকে আপন আপন মনে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের প্রতি শত্রুতাই কি আমাদের এত গুলি লোকের একত্র মিলিত হইবার কারণ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে আমাদের দল কখনই স্থায়ী হইবে না। যাহাদের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ এই সম্বন্ধ, তাঁহারা যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবেন, অথবা তাঁহাদের শত্রুতা যখন শিথিল হইবে তখন আমাদেরও বন্ধন রজ্জু শিথিল হইয়া যাইবে। যদি আমরা কেবল পরোপকারের জন্য মিলিত হইয়া থাকে; ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অপরের উদ্ধার করিব, অন্ধকার দেশে আলোক বিস্তার করিব, অধার্ম্মিক জগৎকে ধর্ম্ম দিব, মূর্খদিগকে জ্ঞানের পথ দেখাইব, এইরূপ অভিমান যদি আমাদের বন্ধনের মূলে থাকে তাহা হইলেও বলিতেছি আমরা ধর্ম্ম জগতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইব না। যে নিজের প্রাণের ক্ষুধায় কাঁদে না, নিজের পিপাসায় ব্যাকুল

হইয়া ধর্ম্মসমাজে প্রবিষ্ট হয় নাই তাহার ধর্ম্ম প্রচার কেবল অহঙ্কার ও দম্ভের কারণ হয়। দেখ, আমরা কেমন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, দেখ আমরা কেমন দুর্গ জয় করিয়া আসিতেছি, দেখ, ভ্রান্ত জগৎকে কেমন সুপথ দেখাইতেছি, এইরূপ অভিমান হৃদয়কে অধিকার করে। পরোপকার সাধন করা যে ধর্ম্ম প্রচারের লক্ষ্য তাহাও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। অবশিষ্ট এক মাত্র যোগ আছে। সেটী এই, আমাদের মধ্যে সেই কয় জন ব্যক্তিই বাস্তবিক দৃঢ়যোগ যুক্ত হইবেন, যাঁহারা বাহিরের কোন কারণ বশতঃ নয়, কিম্বা পরোপকার বুদ্ধিতে নয়, কিন্তু নিজ প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন; যাঁহারা পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জের ন্যায় অনিবার্য্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছেন, যাঁহারা নিজ নিজ মুক্তির উপায় জানিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান সকলে যোগ দিয়া থাকেন। এইরূপ লোকই চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিবেন, দুর্ব্বল বিশ্বাসী ব্যক্তিরা স্খলিত হইতে থাকিবে, পরোপকার পরায়ণ ব্যক্তিরা ভঙ্গ দিবেন, কিন্তু ঈশ্বরের মুক্তিপ্রার্থী সন্তানেরা কখনই তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিবেন না। আমরা যাই বা কোথায়? প্রাণের যে পিপাসা দ্বারা চালিত হইয়া ব্রাহ্মদের সহিত মিশিয়াছি, বিশ্বাস করি এই আশ্রয় ভিন্ন এ পিপাসা শান্তি হইবে না। ঈশ্বর করুন যেন আমাদের এই প্রকার যোগ নিত্য নিত্য দৃঢ় হয়।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা।

৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৮০১ শক।

"যদ্‌বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্মত্বংবিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"
"যন্মনসান মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

বাক্য দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান। লোকে যে সকল সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।

মন দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের প্রত্যেক মনন জানেন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান লোকে যে সকল বস্তুর উপাসনা করে তাহা কখনও ব্রহ্ম নহে।

মনুষ্য পরিমিত বস্তুতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ও অনন্ত প্রভাব বাল্যকাল হইতে মনুষ্যের মনে কার্য্য করিয়া থাকে। অনন্তত্ব উপলব্ধি শৈশবাবস্থা হইতেই আরম্ভ হয়। এ জন্য দেখিতে পাই কোন শিশুর নিকট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুইটী খাদ্য বস্তু অথবা ক্রীড়ন বস্তু উপস্থিত করিলে সে বৃহৎটীর জন্যই লালায়িত হয়। শিশুকে কেহ শিক্ষা দেয় না তথাপি তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র বস্তুতে সন্তুষ্ট নহে, বৃহতের জন্যই ব্যস্ত।

পরমেশ্বর মহান্ অনন্ত এ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে স্বাভাবিক। সভ্য অসভ্য যে কোন নরনারীকে ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে ঊর্দ্ধে হস্তোত্তলন পূর্ব্বক ঈশ্বরের সত্ত্বা নির্দ্দেশ করিবে।

পরিমিত পদার্থে মনুষ্যের যেমন তৃপ্তি নাই তদ্রূপ মনুষ্য তাহাতে নির্ভর করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিতা মাতার প্রতি নির্ভর করে, পিতা মাতাই শিশু সন্তানের সর্ব্বস্ব। শিশু অল্প মাত্র জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে অমনি জননীর ক্রোড়স্থ হইয়া তাঁর সহিত ক্রীড়া করিতে থাকে। তাহার নিশ্চয়ই বিশ্বাস যে, পিতা মাতার নিকট সকল ভয় পরাস্ত হয়। কিন্তু বালকের জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন পিতার মাতার শক্তির সীমা দর্শন করে তখন তাহার চিত্ত অন্যদিকে ধাবিত হয়। অত্যন্ত পীড়ার যন্ত্রণা সময়ে পিতা মাতা স্বীয় প্রাণগত যত্নে কিছুমাত্র সাহায্য দানে সক্ষম হইতেছেন না, বরং অশ্রুপাতে তাঁহাদিগের হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে, ঘোর-বাত্যা উপস্থিত হইল গৃহপাতে বৃক্ষপাতে কত শত সহস্র পশু পক্ষী মানবের মর্ত্ত্যজীবন নিঃশেষিত হইল দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে পিতা মাতার চক্ষু স্থির, তাঁহারা সভয়ে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক "প্রভো রক্ষা কর প্রভো রক্ষা কর" পুনঃ পুনঃ এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া বালকের হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তখন বালক বুঝিল পিতা মাতাই সর্ব্বস্ব নহেন, তাঁহাদিগের শক্তিও অসীম নহে; যিনি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পিতা মাতা তিনিই সর্ব্বস্ব তাঁহারই শক্তি অসীম। সেই সময় বেদ পুরাণ বিজ্ঞান দর্শন জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র সকল ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল বিশ্বপতি পরমেশ্বরই মহান্, তিনি অনন্ত জ্ঞানময়, সত্য সুন্দর মঙ্গল, তাঁহাতে নির্ভর কর সকল অভাব সকল ভয় দূরীভূত হইবে তিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। বালকও ব্রহ্মার্পিতচিত্ত হইয়া নির্ভয়ে সদানন্দে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলে।

মনুষ্য ক্ষুদ্র বিষয়ের উপাসনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। উপাসনার অর্থ সমীপে উপবেশন অথবা সহবাস, মনুষ্যের যেরূপ সহবাস তাহার জীবনের অবস্থাও সেইরূপ। পরিমিতি পদার্থের উপাসনায় মন অপরিমিত বিষয় লাভে সক্ষম হয় না। বস্তুতঃ যে বস্তুতে যে গুণ নাই তাহার সহবাসে কি আলোচনায় সে গুণ লাভ করা যায় না। শরীরে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য খাদ্য বস্তু ও পানীয় বস্তু আছে, তদ্দ্বারা শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হয়। শরীরে ঘন বস্তুর অভাবে ক্ষুধা হয়, তরল বস্তুর অভাবে তৃষ্ণা হয়। সুতরাং সেই সকল বস্তু প্রদান করিলেই অভাব দূর হইয়া যায়। কিন্তু মানসিক অভাব জড় বস্তু দ্বারা কখনই দূরীভূত হইতে পারে না। মানসিক অভাব—চেতন নিরাকার বস্তুর অভাব, নিরাকার চেতন পদার্থ দ্বারা নিরাকরণ করিতে হইবে।

পরমেশ্বর, আমাদিগের যে বস্তু যত প্রয়োজনীয় তাহা তত নিকটবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছেন। নিশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ু, পিপাসা নিবারণের জন্য জল, এই সূর্য্যচন্দ্র অগ্নি মেঘ প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুই সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য রহিয়াছে। ধনী দরিদ্র রাজা প্রজা পণ্ডিত মূর্খ সাধু অসাধু সকলেরই সমান অধিকার। কারণ ইহার অভাবে মানব [illegible]

সুরক্ষিত হয় না। যিনি শরীর রক্ষার জন্য এত আয়োজন করিয়াছেন তিনি কি আত্মার জন্য কিছুই করেন নাই? অবশ্যই করিয়াছেন। শারীরিক অভাব জড় পদার্থ দ্বারা সুসম্পন্ন হয় কিন্তু আত্মার অভাব জড় বস্তু দ্বারা সম্পন্ন হয় না এজন্য পরমেশ্বর স্বয়ংই আত্মার অন্নপান হইয়া প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। মন প্রাণ বিশুদ্ধ রাখিয়া তাঁহার জন্য লালায়িত হইলেই তিনি হৃদয় মধ্যে সুপ্রকাশিত হয়েন। তাঁহার সহবাসেই আত্মার অনন্ত উন্নতি। ব্রহ্মোপাসনাই মানবাত্মার উন্নতির এক মাত্র উপায়। সত্য সুন্দর মঙ্গল ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া পরিমিত পদার্থের উপাসনায় মানসিক অভাব দূর হয় না। শরীর জড়জ, বস্তুতে মানসিক কোন গুণই বর্ত্তমান নাই। কোন দুগ্ধ পোষ্য শিশুর মাতৃ বিয়োগ হইলে, তাহার মাতার অভাব দূর করিবার জন্য যদি কাষ্ঠ পাষাণ কিম্বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটী বৃহৎ পুত্তলিকাকে মাতৃ বেশে তাহার নিকট উপস্থিত কর, এবং পুত্তলিকার স্তন্য পানে শিশুকে নিযুক্ত কর, শিশু সরল অভ্রান্ত বিশ্বাসে পুত্তলিকার স্তন পান করিবে, কিন্তু এক বিন্দুও দুগ্ধ পাইবে না; তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হইবে না। বরং ক্রমে তালু শুষ্ক হইবে এবং সে অকালে মৃত্যু গ্রাসে নিপতিত হইবে। সেইরূপ যদি কেহ সরল অভ্রান্ত বিশ্বাসে সৃষ্ট বস্তুর পূজা করে, তাহাতে কখনই আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হইবে না। বরং ক্রমে ক্রমে আত্মা শুষ্ক হইয়া যাইবে। আমার বিশ্বাস বলে বস্তুর গুণান্তর হইতে পারে না। অমৃত বিশ্বাসে বিষপান করিলে কি শরীর বিষাক্ত হইয়া নষ্ট হইবে না? অবশ্যই হইবে।

সৃষ্ট বস্তুর উপাসনায় আত্মার অভাব দূর হয় না। কিন্তু ভক্তি ভাব চরিতার্থ হইতে পারে। ভক্তি বিশ্বাসের অধীনা, বিশ্বাস অন্ধ হইয়া যদি ভক্তিকে বিপথে লইয়া যায়, ভক্তি সেই পথেই যাইবে, বিচার করিবে না, একটী কথাও জিজ্ঞাসা করিবে না। আমাদিগের বালিকা নববধূ যেমন ভাল মন্দ জানে না কেবল ভর্ত্তার অনুশাসন পালন করে, ভক্তি ও সেই নববধূর ন্যায় অতি লজ্জাশীলা, লজ্জাবতী লতার ন্যায় কোনব্যক্তির স্পর্শ মাত্র সঙ্কুচিত হয়। ভক্তি বিশ্বাস মহাশয়ের সতী স্ত্রী, ভক্তি মুহূর্ত্ত কালও স্বামী হীন থাকিতে পারে না, স্বামী অন্ধ হইলে ভক্তি প্রাণ পণে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। এই জন্যই সৃষ্ট বস্তুর উপাসনায় ভক্তিভাব চরিতার্থ হয়, কিন্তু মানবাত্মা অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়।

মনুষ্যের প্রকৃতিও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মনুষ্য অসভ্য অবস্থায় অজ্ঞানতা বশতঃ সৃষ্ট বস্তুর পূজা করে; ক্রমে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রমান্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানময় ঈশ্বরের পূজায় প্রবৃত্ত হয়। সকল দেশের ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং ইতিহাস উক্ত বাক্যের সাক্ষ্য দান করিতেছে। আর্য্যগণ প্রথমে জড় প্রকৃতির পূজা করিতেন ক্রমে তাঁহারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। খৃষ্টান মুসলমান সর্ব্ব সম্প্রদায়েই জনগণেরই এক প্রকার অবস্থা।

ঈশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা তাঁহার উপাসনা।

পরমেশ্বরকে হৃদয় মন্দিরে দর্শন করিয়া তাঁহাকে স্তবকরা প্রার্থনা করা আত্মসমর্পণ করা প্রণাম করা, তাঁহার শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া, তাঁহার প্রেমে বিগলিত হওয়া, ইহাকেই প্রীতিকরা কহে।

নিরাকার ঈশ্বরকে কিরূপে দর্শন করিব? আমাকে আমি যে ভাবে দর্শন করি ঈশ্বরকে তাহা অপেক্ষাও স্পষ্ট দর্শন করিব। মনুষ্যের শরীর জড়, জীবাত্মা নিরাকার। নিরাকার জীবাত্মা দৃষ্টি গোচর নহে, তথাপি আমিত্ব জ্ঞান প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে বর্ত্তমান। আমি আছি, আমি বলিতেছি, করিতেছি, যাইতেছি ইহা স্বাভাবিক জ্ঞান। কোন বস্তু প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস হয় না। জীবাত্মা নিরাকার, তাঁহাকে কিরূপে দৃষ্টিগোচর করিব? আমার জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শান্তি, দয়া, ভক্তি, স্নেহ, প্রণয়, ইষ্টনিষ্ঠা, প্রভৃতি সমস্ত আত্মার ভাব অভাব এত স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে অন্য কোন বাহ্য বস্তু তত্তোধিক প্রতীত হয় না। জ্ঞান চক্ষুতে দর্শন ভিন্ন ঐ সমস্ত গুণের সত্বা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। যে চক্ষু দ্বারা নিরাকার জীবাত্মাকে দর্শন করা যায়, সেই চক্ষু দ্বারাই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। ব্রহ্ম দর্শনে আত্মা কৃতার্থ হয়, অত সুন্দর আর কিছু নাই। ব্রহ্ম শোভার আকর সুখ ও শান্তির প্রস্রবণ। সে শোভা দেখিলে বাস্তবিকই মন আর অন্য দিকে যাইতে পারে না। অনিমেষ দৃষ্টিতে কেবল সেই সত্যসুন্দর-মঙ্গল পুরুষের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। বাক্য দ্বারা এ শোভার বর্ণনা করা যায় না। সুগন্ধ পুষ্পের আঘ্রাণ লইয়া কিম্বা অতি সুমিষ্ট বস্তুর রসাস্বাদন করিয়া মনুষ্য তাহার বর্ণনা করিতে পারে না। গোলাপের গন্ধ কিরূপ যদি জানিতে চাও তবে গোলাপের ঘ্রাণ গ্রহণ কর, মধুর আস্বাদন কিরূপ যদি জানিতে চাও তবে মধু পান কর, নতুবা বাক্য দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না। ব্রহ্ম দর্শন যত অধিক হইবে আত্মা ততই পুষ্টি লাভ করিয়া উন্নতি সোপানে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাঁহার শোভায় বিমুগ্ধ হইলে তখন তিনিই যে এক মাত্র হৃদয়ের আরাম স্থান তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই প্রাণারাম হৃদয় রঞ্জনের জন্য প্রাণ মন সর্ব্বদা লালায়িত থাকিবে।

তিনি জীবনের সর্ব্বস্ব হইলে সর্ব্বদাই তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিতে অভিলাষ হইবে। যাহা কিছু সৎকার্য্য সাধু কার্য্য যাহা মঙ্গলকর কল্যাণকর তাহাই তাঁহার কার্য্য জানিয়া প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে। প্রজ্ঞাতে বিবেকে তিনি যে সকল আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা পালন করিয়া কৃতার্থ হইবে। তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা কঠোর কর্ত্তব্য সাধন নহে। তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত সুখ শান্তি লাভ করিয়া আনন্দিত হইবে। তিনি সকল কার্য্যের সহিত সুখের যোগ করিয়া রাখিয়াছেন। আহার করা শারীরিক কর্ত্তব্য পালন। এ জন্য প্রত্যেক খাদ্য বস্তুর মধ্যে কত প্রকার রসের সংযোগ করিয়া রাখিয়া-

ছেন। এক প্রকার বস্তু ভক্ষণে যদি অরুচি হয় তজ্জন্য কত প্রকার ফল, কত প্রকার মূল, কত প্রকার মিষ্টতা প্রত্যেক বস্তু স্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ। এইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ। কর্ত্তব্য ও এক প্রকার নহে। বিবিধ কর্ত্তব্য যাহার যে বিষয়ে রুচি হয় তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিয়া বিমলানন্দ সম্ভোগ করুন।

রোগ মুক্ত না হইলে যেমন শরীরের উন্নতি হয় না তদ্রূপ আত্মা পাপ মুক্ত না হইলে পরিত্রাণ না পাইলে উন্নতি লাভে সক্ষম হয় না। দয়াময় ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যকে আর কেহ উদ্ধার করিতে পারে না। সৃষ্ট পদার্থ জড়, জ্ঞান নাই চেতনা নাই, তাহার পূজায় মনুষ্য পরিত্রাণ পাইতে পারে না।

অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের আকার নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মিত হইতে পারে না। মনুষ্য যে সকল প্রতিমার পূজা করে তাহা মনুষ্যের প্রতিরূপ। সেই প্রতিমাকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া পূজা করিলে ঈশ্বরের অপমান করা হয়। যদি ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইয়া তিনি ঐ প্রতিমার মধ্যে আছেন, তবে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছ কেন সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে ঐ প্রতিমার মধ্যে বদ্ধ মনে করিতেছ কেন? সর্ব্বব্যাপীকে সর্ব্বত্র পূজা কর; যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, সর্ব্বত্র স্থিতি করিতেছেন তাঁহাকে সর্ব্বত্র দর্শন কর সর্ব্বত্র অন্বেষণ কর। তিনি প্রত্যেক নর নারীর শরীরের মধ্যে আত্মার মধ্যে সর্ব্বব্যাপী রূপে বাস করিতেছেন, তবে প্রত্যেক নর নারীকে প্রতিমা রূপে পূজা কর না কেন? জীবন্ত প্রতিমা আহার বিহার করিলে দেখিয়া আরও সুখী হওয়া যায়। অতএব ঈশ্বরের উপাসনা কোন স্থানে, কোন দেশে, গ্রামে, নগরে বা কালে বদ্ধ নহে। সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বদেশীয় নরনারী তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইবে। তাঁহার উপসনাতেই জীবের মঙ্গল, তাঁহার উপাসনা দ্বারা ইহকাল পরকালের কল্যাণ হয়।

পঞ্চাশৎ মাঘোৎসব।

যাঁহার কৃপা পরিত্রাণার্থী জীবের সহায় হইয়া তাহার প্রার্থনাকে পূর্ণতা প্রাপ্ত করে যিনি সকল প্রকার সাধু সংকল্পের চির সহায় সেই সিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের কার্য্য এবার অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা উৎসবের আয়োজন কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, কিম্বা যাঁহারা বিদেশ হইতে উৎসবে যোগ দিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন সকলেই এবার প্রচুর পরিমাণে সুফল লাভ করিয়াছেন। কিরূপ আনন্দ ও পবিত্র উৎসাহের সহিত উৎসব কার্য্য সমাধা হইয়াছে তাহা বাক্যে বর্ণন করা দুষ্কর। যাহা হউক আমরা যথা সাধ্য তাহার কথঞ্চিৎ বর্ণন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

* বিগত ৪ ঠা মাঘ হইতে আমাদের পঞ্চাশৎ মাঘোৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্ব সংখ্যক পত্রিকায় যে কার্য্যপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছিল প্রায় অবিকল সেই প্রকারেই কার্য্য হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত ১৪ ই মাঘে সঙ্গত সভার বার্ষিক অধিবেশন এবং ১৮ ই ব্রাহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন হইয়াছিল। কার্য্য প্রণালীর বর্ণিত বিশেষ বিশেষ কার্য্য ব্যতিরিক্ত প্রতি দিবস প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। আমরা নিম্নে কয়েক দিবসের কার্য্য বিবরণ সংক্ষেপে প্রকটন করিতেছি।

শনিবার ৪ ঠা মাঘ—অদ্য রাত্রি বেনেটোলা লেন ৪৫ নং ভবনে উৎসবের উদ্বোধন জন্য বিশেষ উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনা কালে বেদী হইতে যে উপদেশটী প্রদত্ত হয় তাহা অত্যন্ত সময়োপযোগীও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। কি ভাবে ব্রাহ্মদিগের এই উৎসবে যোগ দেওয়া উচিত তাহার আলোচনা করা এই বক্তৃতার উদ্দেশ্যছিল। এ উপদেশের সারাংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। উপদেশ ও প্রার্থনার পর উপাসকগণ যখন সমস্বরে সংগীত ও সংকীর্ত্তন করিয়া উপাসনা গৃহ কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের কৃপার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তখন উৎসবের পবিত্রভাব উপাসকগণের মনে আবির্ভূত বোধ হইতে লাগিল। উপাসনা শেষে সকলে আশা পূর্ণ অন্তরে গৃহে প্রতি গমন করিলেন।

রবিবার ৫ই মাঘ—অদ্য প্রাতঃকালে ৮টা না বাজিতে বাজিতে উপাসকগণ আবার বিশ্বাস আশা ও প্রার্থনা পূর্ণ অন্তরে উপাসনা ভবনে সম্মিলিত হইলেন, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ঈশ্বরের উৎসব যে কেবল মাত্র এক দেশে এক জাতি অথবা ইহকাল মধ্যে বদ্ধ নয়, ইহকালবাসী পরকালবাসী সমুদয় ঈশ্বর প্রেমিক ও ঈশ্বর পরায়ণ নরনারীর আত্মা তাঁহার পবিত্র চরণ আবেষ্টন করিয়া নিত্য উৎসবে নিযুক্ত আছেন এই বিষয়টী তিনি অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা।

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে পাঁচ ছয় শতাধিক লোক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার সম্মুখে উক্ত মহাত্মার প্রস্তর খোদিত অর্দ্ধমূর্ত্তি সংস্থাপিত; ব্রাহ্মদিগের হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে পরিপূর্ণ; এরূপ বৃহতী সভা যেন অর্দ্ধ রাত্রির ন্যায় নিস্তব্ধ, এমন সময়ে সংগীত বেদী হইতে রামমোহন রায়ের রচিত সংগীত ধ্বনি উত্থিত হইল। গায়কেরা "কি স্বদেশে কি বিদেশে"—এই সংগীতটী গান করিলে পর, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিলেন।

তদনন্তর পণ্ডিত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রাম মোহন রায়ের কীর্ত্তি ও মহত্ব সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। রামমোহন রায় সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যকাল হইতে যে প্রকার অসাধারণ [illegible], জ্ঞান, ধর্ম্মভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণ দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন, তিনি

কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন, কিন্তু সংহিতা ব্যাকরণ, খগোল ভূগোল প্রভৃতি বিদ্যা ও তিনি সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গভাষায় প্রচার করেন এবং সহমরণ প্রভৃতি কুপ্রথা নিবারণ করেন, এই সমস্ত উক্ত বক্তৃতায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছিল। তদনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সভাস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের উদ্দেশে একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে তিনি রামমোহন রায়ের কতকগুলি কীর্ত্তি এবং তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্বের পরিচায়ক দুই একটী আখ্যায়িকা বর্ণন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে রামমোহন রায়ের কিরূপ অধ্যবসায় ছিল তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি এই উদাহরণ দিলেন ;—একদা রামমোহন রায় সংস্কৃত রামায়ণ পাঠে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রাতঃকালে তিনি অধ্যয়নে নিযুক্ত হন এবং দিবা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অধ্যয়নে এরূপ নিমগ্ন ছিলেন যে বাটীর সকলে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিলেন কিন্তু তিনি আপনার পাঠ সমাপ্ত না করিয়া উত্থান করিলেন না। সকলে উদ্বিগ্ন ; ভোজনের কাল অতীত হইল, কেহ সাহস করিয়া তাঁহার পাঠ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। পাঠ সমাপন হইলে তিনি তৃতীয় প্রহরের পর মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন। অপর এক সময় কোন অধ্যাপক তাঁহার নিকট কোন বিষয় বিচারার্থ উপস্থিত হইলেন। যে শাস্ত্র লইয়া বিচার হইবে রাম মোহন রায়ের তাহা অধীত ছিল না, তিনি পণ্ডিতের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে পরদিবস বিচার হইবে ; ইত্যবসরে তিনি ঐ গ্রন্থ আনয়ন করিয়া রজনীর মধ্যে আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিলেন এবং তৎপর দিবস অধ্যাপক উপস্থিত হইলে, বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন যে অধ্যাপক তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি তর্ক শাস্ত্রে কেমন সুনিপুণ ছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গল্প উল্লেখ করা হইয়াছিল। একদা কোন ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে তাঁহার উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যখন আপনার উত্তরীয় রাখিয়া পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, রামমোহন রায় সেই বস্ত্র খানি লুকায়িত করিলেন। ব্রাহ্মণ পুষ্প চয়নের পর উত্তরীয় না পাইয়া মহা গোলোযোগ, করিতেছেন এমন সময়ে রামমোহন রায় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ব্রাহ্মণ তাহার অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে শান্ত্বনা করিয়া উত্তরীয় প্রত্যর্পণ করত জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় আপনি এখন সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "তুমি আমার বস্ত্র আমাকে দিলে তাহাতে আমি আবার সন্তুষ্ট হইব কি?" রামমোহন রায় ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপনি এই পুষ্প কাহাকে দিবেন"? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "ভগবানকে দিব।" রামমোহন রায় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ পুষ্প কাহার"? ব্রাহ্মণ বলিলেন "ভগবানের।" রামমোহন রায় তখন বলিলেন, "ঠাকুর যদি ভগবানের পুষ্প তাঁহাকে দিলে তিনি সন্তুষ্ট হন, তবে আপনার উত্তরীয় আপনাকে দিলাম আপনি সন্তুষ্ট হইবেন না কেন"? বক্তা আর একটী উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ কোন বণিক সাহেবের গৃহে রামমোহন রায় মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেন এবং সেখানে একটী সভা হইত, ঐ সভায় রামমোহন রায় যাহারই সহিত কোন তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেন তিনিই অবশেষে বলিতেন যে "আমি এই বিষয় চিন্তা করিয়া পরে উত্তর দিব।" এক জন সুদক্ষ সাহেব বলিয়াছেন যে রামমোহন রায়ের তর্ক শক্তি এমনি প্রবল যে কেহ তাঁহার সহিত তর্কে জয়ী হইতে পারিতেন না। বক্তা, মিস কার্পেণ্টারের গ্রন্থ হইতে আর দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সভার বিচারার্থ এই প্রস্তাব অর্পণ করিলেনঃ—

"অদ্য আমরা এই সভায় সমবেত হইয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের একটি স্মরণার্থ চিহ্ন সংস্থাপন করা একান্ত আবশ্যক ; এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় উহার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন আমরা তাহাতে আমাদিগের সন্তোষ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি ও তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা সকল শ্রেণীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবিলম্বে একটি সর্ব্ব সাধারণের সভা আহ্বান করেন"।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলে পর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দত্ত বলিলেন যে এই নগরে ইতিমধ্যে এই মহৎ কার্য্যের উদ্দেশে যে সভা হইয়াছিল অদ্যকার সভা তাঁহাদের সহিত সমবেত হইয়া কার্য্য করেন ইহা বাঞ্ছনীয়। তদনন্তর আর দুই তিন জন বক্তা নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর সভাস্থ ব্রাহ্মমণ্ডলী একবাক্যে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং তদনন্তর এই ব্রহ্ম সংগীতটী গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল—"বিগত বিশেষং জনিতা শেষং" ইত্যাদি। সভা ভঙ্গ হইলে পর ব্রাহ্মগণ আদি সমাজে গিয়া সমস্বরে "জয়দেব" বন্দনা করিলেন।

৬ই মাঘ বালকদিগের উৎসব।

ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবী আশা স্বরূপ বালক বালিকাগন অদ্য সাধারন ব্রাহ্মসমাজ রূপ উদ্যানে অভিনব বিকশিত কুসুমাবলীর ন্যায় শোভা ধারন করত সকলের আনন্দ সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিল। কি মহদ্ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে তাহারা কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল? ব্রাহ্মসমাজ তাহাদিগের প্রতি কি প্রকার সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে তাহারা কি তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিল? কিন্তু ব্রাহ্মগণ তাহাদিগের উৎসাহকর সহাস্য প্রফুল্ল বদন দর্শন করিয়া আশা ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইলেন, তাহাদের মুখ জ্যোতিঃ যেন ভারতের অন্ধকার দূর করিয়া দিল ; ব্রাহ্মমন্দিরের চতুর্দ্দিক হইতে যেন পবিত্রতার সুগন্ধ বিকীর্ণ হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সংক্ষিপ্ত উপাসনান্তর তাহাদের সুকোমল কণ্ঠ হইতে এই কোমল কবিতা ও সংগীত ধ্বনি উত্থিত হইয়া সকলের মন মুগ্ধ করিল।

গাথারসুর।

বালক। শুন ভগিনি! সুখের কাহিনী, ভারত রজনী প্রভাত হল।

বালিকা। চল ভাই সবে, আনন্দরবে সুখের সংগীত গাইহে চল॥

বালক। অজ্ঞান আঁধার, ঘুচিল এবার, শুভ সমাচার শুনলো কাণে,

বালিকা। ভাই কি শুনালে নিদ্রা ভাঙ্গালে আনন্দ দিলে বড়হে প্রাণে,

বালক। সাধে কি ডাকি, মোরা একাকী, কেমনে কাজে যাইব বল।

বালিকা। হয়ে সঙ্গিনী যতেক ভগিনী যাইব মোরা নির্ভয়ে চল।

বালক। ভাই বুনে মিলে, সবে খাটিলে, ঈশ্বর কৃপায় সুদিন আসিবে।

বালিকা। করুন হে ঈশ্বর, আসুক সত্বর, দেখিয়া নয়ন জুড়াই হে সবে।

বালক। ভগ্নী থাকিতে, কেন জগতে একাকী বলে করিব ক্রন্দন।

বালিকা। ভাই কেঁদনা, দুঃখ করনা, আর রব না ঘুমে অচেতন।

বালক। বাড়িল বেলা, করনা হেলা, উঠ ভারতের যতেক নন্দিনী।

বালিকা। এই যে উঠেছি, চক্ষু খুলেছি ভেয়ের পাশে, এল ভগিনী।

বালক। চলরে এখন, হয়ে এক মন, ডাকিব গিয়ে লোকের দ্বারে।

বালিকা। ব'লব ঘুমায়ে, অলস হয়ে, থেকনা সবে এই প্রকারে।

বালক। দেশের সুজন, আছ যত জন, জাগো গো জাগো, বলি ডাকিয়ে।

বালিকা। ভারতনারী, নয়নবারি, ফেলিছে ঘরে দেখ চাহিয়ে।

বালক। কোথাহে ঈশ্বর, কৃপার সাগর, ভাই ভগ্নীদের এই প্রার্থনা।

বালিকা। করুণা কর, দুর্গতি হর ঘুচাও নারীর দুঃখ যাতনা।

(সমস্বরে সংগীত)

জয় জয় জগদীশ জগতের আদি কারণ।
তোমারি কৃপার বলে, হে পিতা সংসার চলে,
তোমারি স্নেহের কোলে, আছে বিশ্ব ভুবন।
তোমারি কৃপা বিধানে, অমৃত জননী স্তনে,
মায়ের কোমল প্রাণে দিলে স্নেহ রতন।
তব কৃপা অবতরি, পিতার হৃদয়োপরি,
যতন আকার ধরি, করিতেছে পালন।
ভাই ভগ্নী কর যুড়ি, বিনয়ে প্রার্থনা করি,
সতত সুমতি করি রেখহে চিরদিন।
তব দাস দাসী হব, সাধু কাজে সদা রব,
তোমার পথে চলিব এই মনে আকিঞ্চন।

৭ই মাঘ। সায়ংকালে থিইষ্টিক সভার উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "বর্ত্তমান মহৎ সঙ্কট ও তাহার সুমহৎ ফল" এই বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন রোগীর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়া সময়ে সময়ে যেমন এক প্রকার সঙ্কটের অবস্থায় উপনীত হয়, যখন মানবের জীবন ইহকাল ও পরকাল মধ্যে সন্ধিস্থান অবস্থায় দোলায়মান থাকে, বর্ত্তমানের চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মানসিক ভাবকে সেই অবস্থায় সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অবিশ্বাসের প্রকোপ বাড়িতে বাড়িতে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, যখন এক দিকে ধর্ম্মের উচ্ছেদের আশঙ্কা অপর দিকে বিশ্বাস ও আশার পূর্ণ সঞ্চারের সম্ভাবনা। এই অবস্থা দেখিয়া অবিশ্বাসী ও অল্প বিশ্বাসী ব্যক্তিরা গেল গেল এই বার ঈশ্বর নাম জগত হইতে উঠিল বলিয়া আতঙ্কে পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এই রোগের প্রকোপের মধ্যেই শান্তি ও স্বাস্থ্যের বীজ নিহিত দেখিয়া ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। রোগ যেমন স্বাস্থ্য স্থাপনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে, এই সময়ের দুর্জ্জয় অবিশ্বাসও বিশ্বাসের পুনঃ স্থাপনের সূচনা মাত্র। চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে রোগের মধ্যেই আরোগ্যের চেষ্টা নিহিত থাকে, সেইরূপ মানব সমাজতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিও জানেন, যে দেশব্যাপি অবিশ্বাস অন্ধকারের মধ্যে বিশ্বাসের আলোক ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় রহিয়াছে। মানব প্রকৃতি যদি মানব প্রকৃতি থাকে তবে তাহা অচিরাৎ প্রজ্জ্বলিত হইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮ই মাঘ। অদ্য ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব হইয়াছিল। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মিকাগণ চতুর্দ্দিক হইতে সমাজ মন্দিরে সমাগত হইলে পর পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

অপরাহ্নে বঙ্গনারী সমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু একটী প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর কয়েক জন মহিলা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

আমরা নিম্নে শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ীর প্রবন্ধটি সাদরে প্রকাশ করিলাম।

নূতন বৎসরে, নূতন উপাসনা মন্দিরে আজ সকলে সমবেত হইয়াছেন। ব্রহ্মের মন্দির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সকলকে আহ্বান করিতেছেন। দেশ বিদেশ নানা স্থান হইতে বন্ধুবর্গ ও ভগিনীগণ উপস্থিত; জননীর গৃহ আজ পূর্ণ; এ ঘরের শোভা দেখে কে? উৎসব দিবসে বরণীয় দেবতা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। "মা" স্বয়ং সন্তানদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন বলিয়া উপস্থিত। যে জননীর জননীর পূজা করিব বলিয়া এই গৃহে সকলে মিলিত হইয়াছি তাঁহার জন্য আমাদের হৃদয়-আসন পাতিয়া দিই। ভক্তিফুলে তাঁহার অর্চ্চনা করি। "এসো, কন্যা আমার নিকট এসো পৃথিবীর কোথায়ও তোমার মস্তক রাখিবার স্থান না থাকুক, আমার গৃহে অনেক স্থান, আমার ভাণ্ডার চির পূর্ণ। এখানে আসিলে তোমার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল হইবে, ব্যথিত মস্তকের বোঝা আর

থাকিবে না, ভাবিয়া ভাবিয়া যে চক্ষু-দীপ্তিহীন হইয়াছে তাহাতে পুনরায় জ্যোতিঃ দেখা দিবে। চিন্তায় যে দেহ ক্ষীণ হইয়াছে আমার গৃহের স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে তাহা সবল হইবে। আর দুর্ভাবনা থাকিবে না, আর কাঁদিতে হইবে না। মাতা অদ্য এই আশ্বাস বাক্যে আমাদিগকে ডাকিতেছেন। এসো বোন এসো প্রাণকে শীতল করি। পাপমলায় যে আত্মা মলিন হইয়াছে তাহাকে পবিত্রতার জলে ধৌত করি। বিষাদের অশ্রুতে যে মুখ শুষ্ক তাহাকে আজ পুণ্যের আলোকে প্রফুল্ল করি। জননীর প্রদত্ত পুণ্য শান্তি লইয়া যেন গৃহে যাইতে পারি। ধনের প্রয়োজন নাই. বিদ্যা নাই, বড় উপাধি নাই বলিয়া কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। এ গৃহের জননী মূল্যবান বসন ভূষণ চাহেন না; কাহার সৌন্দর্য্য আছে কাহার নাই আমাদের মাতা তাহা দেখেন না, কিন্তু ভগ্ন আত্মারূপ বলীই তাঁহার গ্রাহ্য, ভগ্ন ও অনুতপ্ত আত্মাকে তিনি কখন তুচ্ছ করেন না।

ভগিনি! মাকে দেখিয়া প্রফুল্ল হও। এসো বন্ধু! সেই পরম বন্ধুর চরণে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া আজ প্রাণ ভরিয়া তাঁহার সহবাস উপভোগ করি। মাতৃহীন! এসো পরম মাতাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট হৃদয়ের গভীর বেদনার কথা বলিয়া এই শোক ভারাক্রান্ত মস্তক তাঁহার ক্রোড়ে স্থাপিত করি। সেই পরম জননী ভিন্ন মাতৃহীন সন্তানের অশেষ দুঃখ নিপীড়িত শোকদগ্ধ হৃদয়ের আর বিশ্রাম স্থান কোথায়? এসো মাতঃ! ক্রোড় শূন্য করিয়া তোমার সন্তান চলিয়া গিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু যিনি অন্তরের অন্তরে থাকিয়া প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু গণনা করিয়া থাকেন, তোমার ম্রিয়মাণ মস্তককে তাঁহার দিকে উত্থিত কর শান্তি পাইবে।

ধনী দারিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, সুখী দুঃখী এসো সকলে একত্র হইয়া সমস্বরে সেই মাতার স্তুতি গানে প্রবৃত্ত হই ভক্তির সহিত প্রীতির সহিত সেই পরম দেবের আরাধনা করি। পুণ্য শান্তি লইয়া নববর্ষে পবিত্রতার বস্ত্র পরিহিত হইয়া পুণ্যের মুকুটে শোভিত হই। যাঁহাকে ডাকিলে শোকার্ত্তের শোক নিবারণ হয়, অতিশয় দুঃখী আপন যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া যায়, পাপ রোগ জর্জ্জরিত সংসার মরুভূমিতে তৃষিত চিত্ত যাঁহার শান্তি সলিলে অবগাহণ করিলে সুস্থ হয় সেই সর্ব্বারাধ্য দেবদেবের চরণে আমরা ভক্তির সহিত প্রণত হই। এই শুভদিনে শুভ সময়ে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া হৃদয় মন্দিরে হৃদয় দেবকে অধিষ্ঠিত করিয়া একান্ত মনে তাঁহার পূজাতে প্রবৃত্ত হই। জননী তুমি ভিন্ন ব্রাহ্মদের আর কে আছে। আপনার লোক যাহাদিগকে বিদায় দিল, বন্ধু যাহাদের বন্ধু না হইয়া প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল—গৃহ তাড়িত আত্মীয় স্বজন বঞ্চিত নিরাশ্রয় পথিক সকল তোমার কাছে না যাইয়া কোথায় যাইবে? সংসারের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অপবাদ, মিথ্যা কলঙ্কের হস্ত হইতে তোমার নিরাশ্রয় কন্যাদিগকে উদ্ধার কর। জগদীশ! বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ কন্যার ন্যায় বিপন্ন কে? হিন্দুসমাজ ত্রিবর্গী বলিয়া তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা শূন্য। কেহবা তাহাদের অপবাদ ঘোষণা করে। কাঁদিব কার কাছে জগদীশ! যখন ভাই স্নেহ দিতে কুণ্ঠিত, বন্ধু সহানুভূতি দিতে বিরক্ত, তখন আর আমাদের রহিল কি? তাই হে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তোমাকে ডাকিতে আসিয়াছি। মাতার ক্রোড় নিরাপদ স্থান, সেখানে ভাইয়ের অত্যাচার প্রবেশ করিতে পারে না। বন্ধুর কঠোর ব্যবহারে ব্যথিত হইতে হয় না।

আর কি বলিব, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও পবিত্র জীবন যদ্বারা তুমি লব্ধ আমাদিগকে সেই জীবন দাও। রমনীর অলঙ্কার যে ধর্ম্ম তদ্দ্বারা আমাদিগকে সাজাইয়া দাও, জননী ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ধর্ম্ম-দুর্ভিক্ষ পীড়িত সন্তানগণ আজ তোমার নিকট ধর্ম্মভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। ধর্ম্ম দাও মৃত আত্মা সজীব হউক। ভক্তি দাও, শুষ্ক হৃদয় সরস হউক। বিশ্বাসের মূল তোমাতে বদ্ধ রাখ সকলে নিরাপদ হইয়া সৎকার্য্যে জীবন নিযুক্ত করি। পাপ কার্য্য অপবিত্র বাক্য, দূষিত ভাব এ সকল হইতে দূরে রাখ। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার মাতৃস্নেহে সুরক্ষিত হইয়া আমরা উপযুক্ত বলসহকারে জীবনপথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হই। আমাদের অন্তরে সত্যধর্ম্মের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর; এই প্রলোভন ময় জটিল সংসারের দুর্গম পথ তোমার পুণ্য জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া হাতধরে তোমার দিকে লইয়া চল। উৎসব দিনে তোমার দুর্ব্বল কন্যাগণের এই প্রার্থনা, এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে আমাদের শুভ ইচ্ছার সহায় হও।

তদনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সংক্ষেপে এইরূপ একটী বক্তৃতা করিলেন।

"প্রিয় ভগিনিগণ! আপনারা আপনাদিগের গৃহে দেখিয়া থাকিবেন যে গাছে ফুল নাই সেই গাছকে সাজাইবার জন্য শিশুরা তাহাতে অন্য ফুল আনিয়া বসাইয়া দেয়। কিছুকাল গাছগুলি ঐ কৃত্রিম ফুলে শোভা পায়, কিন্তু যখন ঐ ফুলগুলি শুষ্ক হয়, আর গাছের সে শোভা থাকে না। কিন্তু যে গাছের আপনার ফুল প্রস্ফুটিত হয় তাহার শোভার সহিত এই কৃত্রিম শোভার তুলনা করিয়া দেখ। উহার শোভা ও সুগন্ধ অধিক কাল স্থায়ী। সেইরূপ আপনা হইতে উন্নতি না হইলে তাহা স্থায়ী হয় না। কতকগুলি পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া তোমরা যদি উন্নতি লাভ কর তাহা স্থায়ী ও সারগর্ভ হইবে না। তোমরা আপনা আপনি চিন্তা ও ধর্ম্মভাব উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা করিবে। তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃগণগুলীকে বলিতে সমর্থ হইবে যে আমাদিগকে আপনা আপনি আমাদের উন্নতি সাধন করিতে দেও। তোমরা এইমাত্র যে বক্তৃতাগুলি পাঠ করিলে যাহা শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম, তোমরা যে সুমধুর সংগীতগুলি নিজে রচনা করিয়াছ তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে আমাদের আশা পূর্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। প্রিয় ভগিনিগণ! তোমরা যে সকল কার্য্য করিয়াছ তাহা নিরর্থক হয় নাই এবং তোমাদের জীবন বৃথা ব্যয়িত হয় নাই। এই কাল মধ্যে তোমরা যে উন্নতি সাধন করিয়াছ তাহাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আশা হইতে পারে। এইরূপে তোমরা কার্য্য

করিতে থাক, আমারা সম্পূর্ণ হৃদয়ে তোমাদের সহানুভূতি করিব। তোমাদিগকে স্বাধীনভাবে আপনাদের উন্নতি ব্রতে নিযুক্ত দেখিলে আমাদের অতিশয় আনন্দ হয়। তোমাদের এই সভা আমাদের এবং বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হয় ইহা আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।"

ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসবে তাঁহারা যে দুইটী ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

রাগিণী ভৈরব তাল একতালা।

সুখের প্রভাতে আজি হয়ে সবে একতান,
এস গো ভগিনীগণ করি বিভু গুণ গান।
অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁর, খুলিয়ে পূরব দ্বার,
প্রকাশিল প্রভাকর, কিরণ করিতে দান;
হাসিছে সমগ্র দেশ, নাহি আঁধারের লেশ,
নির্জীব জগৎ এবে ফিরিয়া পাইল প্রাণ।
কাননে বিহগ চয়, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গায়,
চরাচরে এক হয়ে ধরিয়াছে সমতান;
শুনগো ভগিনী যত, আমরাও সেই মত,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সবে তাঁরে করি দান।
বঙ্গভাগ্য প্রভাকর, হয়েছে নিকটতর,
ব্রহ্মোৎসবে মগ্ন আজি বঙ্গবালাগণ;
শোক তাপ সব ভুলি আজিগো পরাণ খুলি,
সবে মিলি ডাকি তাঁরে জুড়াই তৃষিত মন।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

আশীর্ব্বাদ কর বিভু, আজি সম্বৎসর তরে,
মিলি যেন সবে হেথা পুনঃ একবর্ষ পরে।
দুঃখিনী কন্যারা সবে, তোমার এসুখোৎসবে,
একত্রিত হয়েছিনু তব পবিত্র মন্দিরে।
দয়াময় তুমি পিতা, শুনালে মুক্তির কথা,
নির্ব্বিশেষে সত্য রত্ন নিতে সব নারীনরে;
ঘুচালে দুর্গতি কত, দেখালে ত্রাণের পথ,
করি পিতঃ প্রণিপাত, তাই কৃতজ্ঞ অন্তরে।
এখন বিনীত ভাবে, প্রার্থনা করিহে সবে,
দুর্দ্দিনেতে নববল, দিও মোদের অন্তরে;
আগত ভগিনীগণে, যেন হে স্নেহবন্ধনে,
আজি হতে পরস্পর বদ্ধ হই চিরতরে।
ঘোরতর অত্যাচারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
আজও বদ্ধ কত নারী অবরোধ কারাগারে;
আজি তাঁহাদের তরে, ভাসিয়া নয়নাসারে,
এই ভিক্ষা, তুমি কৃপা কর তাদের উপরে।
আগামী বৎসরে যেন, পুনঃ সব ভগ্নীগণ,
দ্বিগুণ উৎসাহে মিলি, আসিহে তোমার দ্বারে;
দূরকর রোগশোক, ভারত পবিত্র হোক,
তবধর্ম্ম প্রচারিত হোক ত্বরা ঘরে ঘরে॥

এই দিবস অপরাহ্নে ৭ ঘটিকার সময় লাহোর হইতে সমাগত পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী "জাতীয় উন্নতির প্রকৃত উপায়" এই বিষয়ে হিন্দিভাষায় একটী সুন্দর সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রায় ৪০০।৫০০ লোক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে আমরা ইতিহাস পাঠ দ্বারা স্বদেশের ও ভিন্ন ভিন্ন দেশের অবস্থা অবগত হইয়া যে সকল সত্য উপার্জ্জন করি তাহা জীবনে পরিণত করিতে না পারিলে কোন জাতীর উন্নতি হইতে পারে না। অস্মদ্দেশের অভাব সকল তিনি বিশদরূপে বর্ণনা করিলেন এবং সকলকে অনুরোধ করিলেন যে সেই সমস্ত অভাব নিরাকরণ করিবার জন্য সকলে আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া নিযুক্ত হয়েন। আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির দুরবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহা নিবারণের জন্য বিশেষ যত্নশীল হইতে অনুরোধ করিলেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদের দেশের সকল প্রকার উন্নতির উপায় এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

৯ মাঘ—অদ্য প্রাতঃকালে নির্দ্দিষ্ট উপাসনা হইয়াছিল এবং অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সভায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের ট্রষ্টডিড বিচারিত ও গৃহীত এবং নিম্নলিখিত মহোদয়গণ ট্রষ্টী পদে নিযুক্ত হইয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু
" প্রসন্নকুমার রায়
" সর্দ্দার দয়াল সিং
" উমেশচন্দ্র দত্ত
" দোকড়ি ঘোষ
" ভগবানচন্দ্র বসু
" শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

এই সভার কার্য্য বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

১০ই মাঘ—প্রাতঃকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি "স্বর্গের স্রোত" সম্বন্ধে একটী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ছাত্র সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণ মস্ত" এই বিষয়ে ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই উপদেশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

১১ই মাঘ—অদ্য আমাদিগের মহোৎসবের দিন। নরনারী ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া অদ্য প্রাতঃ সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিলেন; ব্রহ্ম-সংগীত ও সঙ্কীর্ত্তনের গম্ভীর স্বরে উপাসনা মণ্ডপ পরিপূর্ণ হইল, সকলের হৃদয় ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতার পবিত্র সলিলে বিধৌত হইয়া সেই পবিত্র স্বরূপ পরম দেবতার আরাধনার জন্য প্রস্তুত হইল এবং সকলে আমাদের পবিত্র মহোৎসবের বরণীয় পরম দেবতাকে সাক্ষাৎ অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিয়া

তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা হইলে পর আচার্য্য ভারতবর্ষে বৈদিক সময় অবধি ব্রহ্মোপাসনা কিরূপে প্রচলিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন যে পশ্চিম প্রদেশ হইতে কয়েকজন ঋষি ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহারা ভারতবর্ষে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত সত্য লাভ করিতেন শ্রুতি পরম্পরায় সেই সকল সত্য ক্রমে প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু লোক নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমে শ্রুতি ও বেদ পাঠই ব্রহ্মোপাসনা জ্ঞান করিয়া কুসংস্কার জালে জড়িত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন "অপরাঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো থর্ব্ব বেদঃ শিক্ষা করো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ মিতি, অথ পরা যয়াতদক্ষরমধিগমাতে।" এইরূপে তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার রক্ষক স্বরূপ হইয়া তাহা বিশুদ্ধভাবে প্রচার করিতে লাগিলেন। পরে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল এমন সময়ে রাজা রামমোহন রায় এই ১১ মাঘে ব্রহ্মোপাসনা পুনরুদ্ধার করেন। অদ্য আমরা তাঁহার কৃপায় এই স্থানে সকলে সবান্ধবে মিলিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে সমর্থ হইতেছি।

অদ্য আমরা সমস্ত ব্যাখ্যানটী প্রকাশ করিতে পারিলাম না। পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপাসনা শেষ হইলে পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ নিম্ন লিখিত মহাত্মাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী প্রচারক পদে বরণ করিলেন। ইহারা এত দিন উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে যে প্রচার ব্রতে নিযুক্ত ছিলেন অদ্য এই গম্ভীর মহোৎসব উপলক্ষে তাহাদিগকে সেই প্রচার ব্রতে প্রকাশ্যরূপে বরণ করা হইল। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ বেদীর উভয় পার্শ্বে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উপবেশন করিলে পর, একটী সংগীত হইল, তদনন্তর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সময়োচিত প্রার্থনা পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বরণ পত্র পাঠ করিলেন।

একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী,

শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী। মহাশয়গণ!

আপনাদিগের ধর্ম্মবন্ধু ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাদিগের সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া আপনাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদে বরণ করিতেছেন। আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ক্ষেত্রে নূতন ব্রতী নহেন। আপনাদিগের ধর্ম্মানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা ও প্রচারোৎসাহ ব্রাহ্ম-সাধারণের বিদিত। অতএব সভ্যগণের এই কার্য্যে যে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও প্রীত হইয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। সেই আনন্দ ও প্রীতির চিহ্নস্বরূপ অদ্য সর্ব্বসাক্ষী সিদ্ধিদাতা ও পরম পবিত্র পরমেশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আপনাদিগকে নিম্ন লিখিত কয়েকটী অনুরোধ করিতেছি, আপনার এইগুলি স্মরণ রাখিয়া অলন্ত উৎসাহের সহিত দেশ বিদেশে পরমেশ্বরের নাম ও মহিমা এবং সত্য প্রচারে অগ্রসর হউন।

ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে আপনারা বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বিবেক অনুসারে যাহা কিছু সত্য বলিয়া প্রতীতি করিবেন, তাহা অবাধে ও মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিবেন এবং প্রচারের ক্ষেত্র ও প্রণালী বিষয়ে সাধ্যসাধ্য আমাদিগের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবেন। যাহাতে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পবিত্র পূজা দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান সকল গৃহে গৃহে ও জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সকল সর্ব্বত্র সমাদৃত ও অনুষ্ঠিত হয় এবং নরনারীর জীবনে সর্ব্বতোভাবে সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় এবং জনসমাজ বিশুদ্ধ প্রীতিশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেম রাজ্য বিস্তারে এবং ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতে পারে; যাহাতে অসত্য, পাপ, কুসংস্কার ও অত্যাচারের দিন অবসান হয়, নাস্তিকতা ও সংসারাসক্তির বিলোপ হয়, জনসমাজ হইতে হিংসা দ্বেষ অনুদারতা বিবাদ বিসম্বাদ তিরোহিত হয়, আপনারা এরূপ লক্ষ্য রাখিয়া স্বতঃ পরতঃ উপদেশ প্ররোচনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদিগের ব্রত পালনে নিযুক্ত থাকিবেন। বাক্যে বা ব্যবহারে পৌত্তলিকতা বা নিরীশ্বরতার প্রশ্রয় দিবেন না। একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থ বিশেষকে অভ্রান্ত বা মুক্তির মুখ্য উপায় বলিয়া প্রচার করিবেন না, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে কোন প্রকার মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করিবেন না। যাহাতে জনসমাজে নীতির বন্ধন শিথিল হয় অথবা নরনারীর সম্বন্ধের পবিত্রতার অণুমাত্র হীনতা হয়, এমত কার্য্যে লিপ্ত হইবেন না। উপদেশে বা অনুষ্ঠানে জাতিভেদ কিম্বা পৌরহিত্যাভিমানের প্রশ্রয় দিবেন না। অন্ধ ভক্তি-বশতঃ কেহ কোন অবৈধ বা ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান বা ভক্তি নিদর্শন প্রদর্শন করিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না। যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে বিবেক বা নীতির অবমাননা করা হয়, তাহাতে যোগ দিবেন না। সত্য প্রচারে রত হইয়া অপর কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি উপহাস, বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না। যাহা কিছু বলিবেন তাহাতে সত্য দ্বারা অসত্যকে, প্রেম দ্বারা অপ্রেমকে এবং পবিত্রতা দ্বারা অপবিত্রতাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিবেন। উদারভাবে ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে মিলিত হইবেন। আপনাদিগের চরিত্রে, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র ও উচ্চ আদর্শের সঙ্কোচ না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন। অনেক স্থলে ধর্ম্ম প্রচারকেরা নিজ পদ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া পৌরহিত্য অর্জ্জনের ও বৈষয়িক সুখ ভোগের উপায় স্বরূপ করিয়া থাকেন; বলা বাহুল্য যে আপ-

নারা আন্তরিক ঘৃণার সহিত এরূপ নিন্দনীয় পথ হইতে বিরত থাকিবেন। ধর্ম্ম প্রচার আপনাদিগের মুখ্য কার্য্য হইবে, এতদ্ব্যতীত সকল রাজনৈতিক, সামাজিক বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাদি যাহাতে দেশের কোন প্রকার কল্যাণের সম্ভাবনা, তাহাতে অসঙ্কোচে লোকের সহায়তা করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্য বোধ করিলে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অর্থোপার্জ্জনের কোন প্রকার বৈধ বৈষয়িক উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন, তবে সে বিষয়ে আমাদিগের অনুমোদন অপেক্ষা করিতে হইবে। আবশ্যক বিবেচনা করিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পদ হইতে অবসৃত হইতে পারিবেন কিন্তু যতদিন স্বেচ্ছা ক্রমে এই কার্য্যে ব্রতী থাকেন, ততদিন আপনাদিগের ধর্ম্ম বন্ধুদিগকে আপনাদিগের চরিত্র ও কার্য্যাদির বিচারক বলিয়া গণ্য করিবেন।

আমরা এই কয়েকটী অনুরোধ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র পরমেশ্বরের নামে এই মহৎ ও দুস্কর ব্রতে বরণ করিতেছি। আপনারা পরমেশ্বরের কৃপা ও আনুকূল্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহার শুভ ইচ্ছা মস্তকে বহন পূর্ব্বক ভ্রাতা ভগিনীদিগের সেবায় নিযুক্ত হউন। আপনাদিগের চেষ্টা ধর্ম্ম বিস্তারে সমর্থ হউক, আপনাদিগের জীবন পবিত্রতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুক, আপনাদিগের রসনা দেশ বিদেশে পরিত্রাণের সুসংবাদ প্রচারে কৃতকার্য্য হউক, আপনাদিগের চিন্তা ভাব ও প্রবৃত্তি সকল ধর্ম্ম পথেই প্রবহমান থাকুক, এই আমাদিগের হৃদয়গত প্রার্থনা। সিদ্ধিদাতা মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বর এই দুস্কর ব্রত পালনে আপনাদিগের সহায় হউন। ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

তদনন্তর প্রচারক চতুষ্টয় সংক্ষেপে এক একটী প্রার্থনা করিলেন। পরে স্বস্তিবাচন ও সংগীতান্তে কার্য্য শেষ হইল।

মধ্যাহ্নে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মগণ উপাসনা মণ্ডপে সমাগত হইলে পর মাধ্যাহ্নিক ব্রহ্মোপাসনা হইল। ১টা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংগীত ও প্রার্থনা হইল এবং ২ হইতে ৩॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় আলোচনা হইল।

১। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মধ্যে প্রভেদ কি এবং উভয় কত দূর সত্য!

২। পরলোকে জীবাত্মা শরীর ধারণ করেন কি না? ইত্যাদি।

৩ হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ, ব্যাখ্যা, সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইল। তদনন্তর ৭ ঘটিকার সময় সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিল, আলোকমালায় উপাসনা মণ্ডপ উজ্জ্বল হইল এবং সত্যস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মের পবিত্র জ্যোতিতে উপাসকদিগের অন্তরাকাশ জ্যোতিষ্মান হইল। সমস্ত দিবস ব্রহ্মালোচনায় নিযুক্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মগণ ক্লান্ত না হইয়া যেন দ্বিগুণতর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত সায়াহ্নিক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মকৃপামৃত পান করিয়া তাঁহারা যেন অধিকতর লোলুপচিত্তে আবার সেই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণের জন্য ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সেই অমৃত সাগরের দিকে ধাবমান হইলেন। করুণাময় পিতা ব্যাকুল সাধকদিগের চিত্তকে প্রচুর পরিমাণে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে তিনি অমৃতের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন। এরূপ সদাব্রতে কে বঞ্চিত হইয়া থাকে?

আমরা এস্থলে সায়ংকালের মনোহর উপদেশটী প্রকাশ করিলাম।

মাঘোৎসবের রাত্রির উপদেশ।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী।

কোন স্থানে একজন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার বিষয় বিভব ও সুখসমৃদ্ধির অভাব ছিল না। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র সন্তান ছিল; পুত্রটী যতদিন নিতান্ত শিশু ছিল, ধনী ততদিন তাহাকে আদরের সহিত লালন পালন করিলেন; তাহার যখন যে ইচ্ছা হইত তাহা পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব হইত না; তাঁহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তিনি ধনকে ধন বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; তাহার জন্য কত আয়োজন; তাহার জন্য কত দাস দাসী পরিজন! ধনিসন্তান পিতার আদর ও স্নেহের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তির বাতাস বহিতে আরম্ভ হইল এবং তাহার বিপথের সঙ্গী ও জুটিতে আরম্ভ হইল। যত দিন সে শিশু ছিল পিতা ততদিন তাহাকে আবশ্যক মত আদেশ, উপদেশ, তিরস্কার প্রভৃতি দ্বারা চালিত করিতেন কিন্তু সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সে প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া অপরবিধ প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। তিনি একদিন সন্তানকে নির্জ্জনে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন; প্রিয়পুত্র তুমি এখন আর শিশু নও, যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছ, তোমাকে আর শিশুবন্যায় ব্যবহার করা আমার পক্ষে উচিত নয়; আমি অদ্যাবধি তোমার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিব: আর তোমার স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইব না; তোমার প্রবৃত্তি সকলকে বলপূর্ব্বক বাধা দিব না; তোমার অনিচ্ছা সত্বে বলপূর্ব্বক তোমাকে কোন কার্য্যে রত করিব না, তোমার অনিচ্ছা সত্বে তোমাকে কোন পথে চলিতে বলিব না; কিন্তু পুত্র একটী বিষয়ে সাবধান থাকিও, আমি যেমন অদ্যাবধি মিত্রভাব অবলম্বন করিলাম, আশা করি তুমিও মিত্রের ন্যায়, হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে; আশা করি যে কার্য্যে আমাদের বংশের অগৌরব হয়, আমাদের কুলে কলঙ্ক পড়ে, এমন কার্য্যে তুমি লিপ্ত হইবে না। তুমি আমার একমাত্র সন্তান, তোমার দ্বারা যদি আমার মুখ ম্লান হয় আমি তোমাকে বিরক্তির কথা বলিব না। কিন্তু নিশ্চয় জানিবে যে আমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইব, আমার প্রাণে ব্যথা লাগিবে। যাও পুত্র তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, এ ধন সম্পদ তোমার এ প্রাসাদ তোমার, এ বিষয় বিভব তোমার। ধনী এই বলিয়া পুত্রকে বিদায় করিলেন। কিন্তু হায় যৌবন কালের চাপল্য বশতঃ পিতার সে সদুপদেশ, সে যুবকের মনে অধিক দিন স্থান প্রাপ্ত হইল না। সে কুসঙ্গীদিগের প্ররোচনায় আবার ক্রমে ক্রমে সে

(ক্রমশঃ)

পাক্ষিক পত্রিকা।
২য় ভাগ। ১৮শ সংখ্যা।

তত্ত্ব-কৌমুদী।

১লা ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ১৮০১ শক।
ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

সমুদায় বিস্মৃত হইল। পিতা তাহাকে আর তিরস্কার করেন না, বলপূর্ব্বক তাহার অভীষ্ট পথ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করেন না, কেবল মধ্যে মধ্যে উপদেশ ও পরামর্শচ্ছলে আপনার মনের ক্লেশ জানাইয়া থাকেন। ইহাও সেই উদ্ধত যুবকের পক্ষে ভার স্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। পিতা কিছু বলেন না সত্য কিন্তু তিনি বাড়ীতে আছেন ইহাতেও তাহার স্বচ্ছন্দে আমোদ প্রমোদ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। অবশেষে সেই ধনিসন্তান পিতৃগৃহ ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতে লাগিল। পিতার বিষণ্ণমুখ ও ভাবনা আর সে সহ্য করিতে পারে না; তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ উপদেশ ও আর সে বহন করিতে পারে না। যে দেশে গেলে আর পিতার মুখ দেখিতে হইবে না, যে দেশে অবাধে ও অকুণ্ঠিতভাবে আমোদ প্রমোদে রত হওয়া যায়, যেখানে দুরাচার দেখিয়া মুখ বিষণ্ণ করিবার লোক নাই, মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিবার কেহ নাই, তখন এরূপ দেশের জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন নিশীথকালে গৃহত্যাগ করিবার সংকল্প করিল। যৌবনের ঔদ্ধত্য এত, যে সে যে কোথায় যাইবে, কি খাইয়া থাকিবে, বিদেশে কিরূপে চলিবে এ সকল চিন্তাও তাহার হৃদয়ে একবার উদিত হইল না। মধ্য রাত্রে, সমুদায় বসুমতী যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পরিজনগণ যখন নিদ্রিত, রাজ পথে যখন জন প্রাণীর সঞ্চার নাই; সেই ধনিসন্তান এরূপ সময়ে জাগ্রত হইয়া পিতার গৃহ পরিত্যাগের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। দ্রব্য সামগ্রী অধিক লইলে পথে যাইবার অসুবিধা সুতরাং সে এক বস্ত্র হইয়াই ঘর ছাড়িল। ধনীর দ্বারে দ্বারবান সর্ব্বদা জাগ্রত; যুবাপুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র, দ্বাররক্ষী পুরুষ জানিতে পারিল এবং তাহার গতি রোধ করিতে লাগিল। পিতার দাস দাসীর দ্বারা গতির রোধ হয় ইহা গর্ব্বিত সন্তানের প্রাণে কখনই সহ্য হয় না, সে ক্রুদ্ধ হইয়া দাসদাসীদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তখন দ্বারবান তাঁহাকে দ্বারে দণ্ডায়মান রাখিয়া অবিলম্বে স্বীয় প্রভুর আদেশ জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন "আমি আমার পুত্রের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব আমি আজ তাহাকে বাধা দিব না; আমার একমাত্র পুত্র আজ ঘর ছাড়িয়া যায়, আমি বুঝিতেছি। আমার মর্ম্মস্থানে আজ ব্যথা লাগিতেছে, কিন্তু আমি বাধা দিব না। দেও তাহাকে যাইতে দেও, আমার এই দুঃখ রহিল নিরপরাধে সন্তান আমাকে অত্যাচারী পিতার ন্যায় ছাড়িয়া চলিল।" দ্বারবান আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ধনিসন্তান গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উল্লাস অন্তরে যেদিকে দৃষ্টি যায় সেইদিকে চলিল। কোথা যায় তাহা জানে না, কিন্তু নূতন স্থানে যাইব, নূতন আনন্দ লাভ করিব এই আশাতেই প্রধাবিত হইল। ক্রমে রজনী প্রভাত হইয়া গেল, সে ক্রমাগত পথ চলিতেছে। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, ধনীর সন্তান কখন ও পথশ্রম স্বীকার করে নাই সুতরাং অল্প বেলা না বাড়িতে বাড়িতে, তাহার শরীর অবসন্ন ও চরণদ্বয় ক্লান্ত হইয়া আসিতে লাগিল; তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া আসিল; ক্ষুধায় শরীরের বল ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন যুবকের মনে কোন স্থানে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করিবার বাসনা উদিত হইল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অদূরে পথপ্রান্তে একখানি দোকান ঘর দৃষ্ট হইল। আশ্রয় লাভের আশায় উপস্থিত হইবা মাত্র উক্ত গৃহের প্রভু অতি সমাদরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিল এবং ক্লান্তি নিবারণ করিয়া ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিল। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর যুবা পুরুষ আবার বহির্গত হইল এবং ক্রমাগত চলিতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি উপস্থিত, পুনরায় আশ্রয়ের প্রয়োজন। পুনরায় উত্তম আশ্রয় জুটিয়া গেল। একগ্রামে উপস্থিত হইবা মাত্র কয়েক ব্যক্তি অতি সমাদর পূর্ব্বক তাহাকে একটী সুন্দর গৃহে লইয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখে যে তন্মধ্যে সুন্দর সুকোমল শয্যা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল প্রস্তুত। পান ভোজন সমাধা করিয়া যুবক সুনিদ্রায় সেই স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

পরদিন প্রাতেঃ চলিতে চলিতে একটী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত। নদীটী উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই, ধনি সন্তান চিন্তায় নিমগ্ন আছে এমন সময় হঠাৎ একখানি নৌকা আসিয়া উপস্থিত। তাহারা অতি সমাদরে তাহাকে পার করিয়া দিল। এইরূপে গ্রাম, জনপদ নদ, নদী উত্তীর্ণ হইয়া সেই উদ্ধত যুবক অবশেষে কোন এক নূতন দেশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে একদিন আমোদ প্রমোদের তরঙ্গের মধ্যে হঠাৎ তাহাদের গৃহের চিরপরিচিত একজন প্রাচীন ভৃত্যকে নিজের পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। মানবের মনের ভালবাসার স্বভাবই এইরূপ বহুদিনের পর চিরপরিচিত প্রিয় ব্যক্তিকে দেখিলে হৃদয় সহসা নবভাব প্রাপ্ত হয়। ধনি সন্তান বাল্যকালে ঐ প্রবীণ ভৃত্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল, তাহার ক্রোড়ে বসিয়া অশন, তাহার শয্যাতে শয়ন, তাহার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া কতদিন কাটাইয়াছিল। এতদিন আর তাহার পিতার কথা বা পিতার ভৃত্যের কথা মনে ছিল না। অদ্য হঠাৎ তাহার মুখ দর্শনমাত্র, যেন সকল কথা এককালে তাহার স্মরণ হইল; সুকোমল বাল্যকালের মনোহর চিত্র সকল মনে পড়িতে লাগিল; পিতার স্নেহ ও উদার ভাব হঠাৎ স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে আর শোকের বেগ ধারণ করিতে সক্ষম হইল না। অধোবদনে জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক লুকাইয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিল "তুই এখানে কিরূপে এলি"? আমার পিতা ভাল আছেন ত? আমি বাহির হইয়া আসিলে

তিনি কি বলিলেন? তিনি কি মনে বড় ক্লেশ পাইয়াছেন? বৃদ্ধ উত্তর করিল, কুমার, যেদিন হইতে আপনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন সেদিন হইতে আপনার পিতা আমাদিগকে আর সুস্থির হইতে দেন নাই। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আপনার স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পণ করিবেন না, সুতরাং আপনাকে তিনি নিষেধ করেন নাই, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে আপনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া এই আদেশ করিয়াছেন, "ওরে আমার ভৃত্যগণ যে যেখানে আছিস শীঘ্র সন্তানের পশ্চাৎ ধাবিত হ, দেখিস যেন আমার এক সন্তান পথে ক্লেশ পায় না। সাবধান বল প্রকাশ করিস না; রুক্ষ ভাব ধারণ করিস না; তাহার কোমল অঙ্গে বাধা দিস না; তাহার মনের বিরক্তি বৃদ্ধি করিস না। সে যেখানে যায় দূরে দূরে প্রহরীর ন্যায় থাকিস এবং পথের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিস। কুমার, আপনি প্রথম দিবসে পথশ্রান্ত হইলে যে ব্যক্তি আপনাকে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিয়াছিল সে আপনারই পিতার আদেশক্রমে দিয়াছিল, রাত্রিকালে যে গৃহে আপনি পরিশ্রান্ত মস্তক রাখিয়াছিলেন সে গৃহ আপনারই পিতার অনুমতিতে আপনার জন্য সজ্জিত হইয়াছিল; পরদিন নদী উত্তীর্ণ হইবার সময় যে নৌকা দেখিয়াছিলেন তাহা আপনার পিতারই অনুমতিক্রমে আনীত হইয়াছিল। আমরা প্রহরীর ন্যায় আপনার দূরে দূরে ফিরিতেছি ও কবে আপনার সুমতি হয় তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছি। শুনিতে শুনিতে ধনী সন্তান চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল পিতার বিশ্বাসী ভৃত্য, আমার সুমতি হইবার দিনের অপেক্ষায় আছ—আজি হইতে আমি সুমতি হইলাম। আমাকে ঘরে লইয়া চল; আজ যে পিতার সেই মুখ স্মরণ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; হায় আমি নিরাপরাধে এমন উদার পিতার ঘর ছাড়িলাম কেন? সুখের কোলে পালিত হইয়া আমি সাধ করিয়া দুঃখের জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আত্মসমর্পণ করিলাম কেন? ওরে চল, শীঘ্র আমাকে লয়ে চল, এদেশ যে আমার পক্ষে বিষ সমান হইয়া পড়িল; আমাকে তোরা বন্দী করিয়া লইয়া চল, যে স্বাধীনতাতে আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে আমার সে স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়া লইয়া চল। হায়! আমি হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়াছিলাম, আজ কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিতে হইল!

অনেক ঈশ্বর সন্তানের এইরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর দুরন্ত রাজা নন, অত্যাচারী পিতা নন, তাঁহার যে শাসন, তাহা স্নেহানুরঞ্জিত ও উদার শাসন; তিনি সন্তানের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হন না; কেবল উপদেশ, ও আদেশ দ্বারা সস্নেহভাবে সন্তানকে সুপথে থাকিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন সে উপদেশও অনেকের সহ্য হয় না। তাহারা বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরের ঘর ছাড়িয়া যায়। বাস্তবিক কেহই ঈশ্বরের একমাত্র সন্তান নয়, কিন্তু পাপী যখন ঈশ্বরের ঘর পরিত্যাগ করে এবং তাহার উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের যেরূপ বিধান দৃষ্ট হয় তাহাতে বোধ হয় যেন সেই পাপীটাই ঈশ্বরের সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং তাহার অভাবে তাঁহার স্বর্গ ধামের সকল আয়োজন যেন বিফল হইয়া যাইবে। পাপী যখন ঈশ্বরের ঘর ছাড়িল ঈশ্বর তখন কি করিলেন! তিনি আপনার পরিবার পরিজনগণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন 'ওরে আমার যে যেখানে আছিস, শ্রবণ কর, আমার এই সন্তান না ফিরিলে আমি ছাড়িব না; তোরা সকলে ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হ' দূরে দূরে থাকিস, প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিস, ক্ষুধার সময় অন্ন ও পিপাসার সময় জল দিয়া প্রাণ রক্ষা করিস, সঙ্কটে পড়িলে উদ্ধার করিস। আমার সন্তান যেন মারা যায় না। কি জানি আমার দ্রব্য জানিলে যদি গ্রহণ না করে তোরা প্রচ্ছন্নভাবে সেবা করিস। আমার কি শক্তি নাই যে সন্তানকে বন্দী করিয়া রাখি? আমার কি ক্ষমতা নাই যে দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করি? কিন্তু আমি তাহা করিব না। যে প্রেম সন্তান আপনা হইতে না দিবে তাহা আমি লইব না। কিন্তু আমার সন্তানকে উদ্ধার করা চাই।" এই বলিয়া ঈশ্বর শত দিকে শত শত চর প্রেরণ করিলেন। বৃক্ষের অন্তরালে, নদীর জলে, রাত্রির অন্ধকারে, পুষ্পের কাননে তাঁহার চর সকল ভুবন ব্যাপিয়া ফেলিল। তিনি তাঁহার শুভ ইচ্ছাকে দূতস্বরূপ করিয়া, পাপীর উদ্ধার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। পাপীর নরকে গিয়াও নিস্তার নাই, ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ ইচ্ছা সেখানে পর্য্যন্ত গমন করে। তবে জিজ্ঞাসা করি ভাই, আর ছুটাছুটি কেন? অবোধ শিশুর ন্যায় আর মায়ের প্রাঙ্গণে লুকাচুরি কেন? লুকাও আর ছোট, ঈশ্বরের চুম্বিনীত সন্তান সেই উঠান টুকু ভিন্ন ত আর যাইবার স্থান নাই। এই উঠানের মধ্যে আর কোথায় লুকাইবে? সন্তানের চরণ যদি প্রাঙ্গণের প্রান্ত পর্য্যন্ত যায়, জননীর চরণ যে গ্রাম অতিক্রম করিতে পারে। পরমমাতা যখন তাঁহার পবিত্র বাহুপাশে বন্দী করিবেন; তখন কাঁদিয়া আকুল হইতে হইবে। ধৃত হওয়া ভিন্ন যদি গত্যন্তর না থাকে, তবে বৃথা পলায়নের চেষ্টা একেবারে নিরস্ত হউক; যে স্বাধীনতাতে নয়নের জল ফেলিতে হয় সেরূপ স্বাধীনতা চূর্ণ হউক। গৃহ হইতে বাহির হইলে যদি কাঁদিয়া ফিরিতে হয় বাহির হইবার প্রবৃত্তি নিরস্ত হউক।

---

১২ মাঘ রবিবার। অদ্য প্রাতঃকালে শ্রমজীবিদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। বরাহনগর শ্রমজীবি সভার সভ্যগণ প্রাতঃকালে বরাহনগর হইতে সমাগত হইয়া তাহাদিগের ধ্বজা হস্তে করিয়া মন্দিরের সমুখে দণ্ডায়মান হইয়া যখন সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল সে দৃশ্য অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে শ্রমজীবীদিগের বিশ্বাস ভূমিকেও আশ্রয় করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিলে কাহার হৃদয়ে আনন্দ ও আশার সঞ্চার না হয়? অপরাহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার কার্য্য বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে।

১৩ মাঘ সোমবার। অদ্য প্রাতঃকালে নিয়মিত উপাসনা হয় এবং সায়াহ্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং সভাপতি মহাশয়

গতবর্ষের কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী ইংরাজীতে হইয়াছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে পর সঙ্গীত ও প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ হইল। তদনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিগত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে কোন কোন সভ্য দুই একটী প্রশ্ন উত্থাপন করায় সভাপতি মহাশয় তাহার মীমাংসা করিয়া দিলে পর পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু কালি নারায়ণ রায়ের পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে পঠিত কার্য্য বিবরণ গৃহীত হইল। তদনন্তর ২০ জন পুরুষ ও ৬টী মহিলা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রেণীতে নিযুক্ত হইলেন।

তদনন্তর নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ আগামী বর্ষের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব—সভাপতি
,, মোহিনীমোহন বসু—সম্পাদক
,, উমেশচন্দ্র দত্ত।—সহকারী সম্পাদক
,, গুরুচরণ মহালানবীস ধনাধ্যক্ষ।

রাত্রি সমাগত ও উপাসনার কাল নিকটবর্ত্তী হওয়ায় অদ্য অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ হইল না। তজ্জন্য যে ৭৫ জন সভ্যের মধ্য হইতে অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল তাহাদের নামের তালিকা নিম্ন লিখিত ব্যক্তি দিগের হস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব হইল এবং স্থির হইল যে তাহারা ঐ ৭৫ জনের মধ্য হইতে ৪০ জন অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়া আগামী বুধবার সভার বিচারার্থ উপস্থিত করিবেন। যথাঃ—

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী
,, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, ভগবানচন্দ্র বসু
,, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্য এই স্থলে সভার কার্য্য স্থগিত হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে নিম্নলিখিত ৪০ জন ব্যক্তির নাম সভায় উপস্থিত করা হইলে অনেক বাদানুবাদের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস, ভুবনমোহন দাস, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ভগবানচন্দ্র বসু, চণ্ডীচরণ সেন, ডাক্তার প্রসন্ন কুমার রায়, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা), নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ভাগলপুর), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রজনীনাথ রায় (বোম্বাই), সর্দ্দার দয়াল সিং (অমৃতসর), পণ্ডিত বসন্ত রাম (মুলতান), নবীনচন্দ্র রায় (আগ্রা), দোকড়ি ঘোষ, কালী নাথ দত্ত, আদিত্য কুমার চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, কালিশঙ্কর শুকুল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, তারাকিশোর চৌধুরী, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, সুন্দরীমোহন দাস, উমেশচন্দ্র বসু (বগুড়া), ভুবনমোহন সেন (ফরিদপুর), গুরুদয়াল সিংহ (ত্রিপুরা), শ্রীনাথ চন্দ (ময়মন সিং), লক্ষ্মী কান্ত দাস (আসাম), নবীন চন্দ্র ঘোষ (জলপাইগুড়ী), দুর্গাদাস দত্ত (ধুবড়ী), মহিপৎরাম (আহমদাবাদ), পার্ব্বতী চরণ দাস (পূর্ণিয়া), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী (দার্জ্জিলিং), কালিপ্রসন্ন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীমতী লীলাবতী অগ্নি-হোত্রী, (লাহোর), মনোরমা মজুমদার (বরিশাল), অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় (বগুড়া), কুমারী কাদম্বিনী বসু (কলিকাতা)।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ ও অধ্যক্ষ সভার অতি রিক্ত সভ্য।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু।
শ্রীযুত বাবু আনন্দমোহন বসু
,, ,, বিজয়কৃষ্ণগোস্বামী
,, ,, শিবনাথ শাস্ত্রী
,, ,, রামকুমার বিদ্যারত্ন
,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত
,, ,, রজনীকান্ত নিয়োগী
,, ,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, ,, আশুতোষ বসু
,, ,, সর্ব্বানন্দ দাস
,, ,, সত্য প্রিয় দেব
,, ,, রাধাকান্ত ঘোষ
,, ,, নীলাম্বর হুঁই
,, ,, যদুনাথ রায়
,, ,, গুণাভিরাম বড়ুয়া
,, ,, ফণীন্দ্র মোহন বসু

গত ২৬এ জানুয়ারি সোমবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ২১১ নং ভবনে সাধারন ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। প্রথমতঃ ঈশ্বরের নিকট একটী প্রার্থনা হইল। পরে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। তৎপরে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব ধার্য্য হইলঃ—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত।
পোষক „ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন।

১ম প্রস্তাব—মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সাধারন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যেরূপ বিশেষ স্নেহ, অনুগ্রহ ও সহৃদয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহার কল্যাণের সহায়তা করি-য়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক প্রগাঢ় এবং কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করা হয়। এবং

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতার্থে যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ও অন্যান্য সহৃদয় মহোদয় ও মহিলাগণ সাহায্যদান করিয়া-ছেন তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন বসু।
পোষক „ „ কালীনারায়ণ রায়।
ও „ গুরুচরণ মহালানবিস।

২য় প্রস্তাব—ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কুমারী কলেট ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি যেরূপ আন্তরিক অবিচলিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় সমুদায় জ্ঞাতব্য বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়া যেরূপ মহোপকার সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা-সূচক ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পোষক " " শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী।

৩য় প্রস্তাব—জর্ম্মনিস্থ প্রোটেষ্টাণ্টিন টেগ এবং সুইস রিফরমটেগ নামক সভা এবং অন্যান্য সমাজ ও ব্যক্তিগণ যাঁহারা ধর্ম্মোন্নতি ও উদারচিন্তা বিস্তারের সহায়তা করিতেছেন, এই সভা তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও সহানুভূতি নিদর্শন প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায়।

পোষক " " দুর্গামোহন দাস।

৪র্থ প্রস্তাব—শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র বসু যে প্রকার অক্লান্ত যত্ন পরিশ্রম এবং সুবিবেচনার সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সভার ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল।

পোষক " " কেদারনাথ রায়।

৫ম প্রস্তাব—আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মিত্র মহাশয় যেরূপ যত্ন, পরিশ্রম ও মনোযোগের সহিত মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দে।

পোষক " " উমেশচন্দ্র দত্ত।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব—মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে বরণ করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র।

পোষক " " শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭ম প্রস্তাব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভা, যাঁহারা গত বর্ষের জন্য নিযুক্ত হন, তাঁহারা যেরূপ সন্তোষজনকরূপে সমাজের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পোষক " " ভগবানচন্দ্র বসু।

৮ম প্রস্তাব—ব্রাহ্ম পব্লিক ওপিনিয়ন পত্রের সম্পাদক ও অধ্যক্ষগণ উক্ত পত্রে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সপক্ষতা করিয়া যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

পোষক " " দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

৯ম প্রস্তাব—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারকগণ গত বৎসর যেরূপ অনুরাগ, উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করা হয়।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় যে বক্তৃতা করেন আমরা এস্থলে তাহার সারাংশ প্রকাশ করিলাম।

আমরা অদ্য আনন্দ, কৃতজ্ঞতার ধ্বনি, উন্নতি ও আশার মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতির অর্দ্ধশতাব্দির শেষে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। এই বিগত পঞ্চাশ বৎসর অনেক কঠোর সাধন ও অত্যাচারের মধ্য দিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। এই কাল মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের স্থায়িত্বের প্রতি কত বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের সমাজ অটল শৈলের ন্যায় সে সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এবং পৃথিবীর নানা স্থানে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করত অদ্য এই দ্বিতীয়ার্দ্ধ শতাব্দিতে পদ নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা আমাদের পরম আহ্লাদের বিষয়। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রথমাবস্থা বিঘ্ন ও পরীক্ষার সময়। কত সম্প্রদায় ঐ সময়ে বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে আমরা সেই সঙ্কটাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অদ্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। বস্তুতঃ ভূতকালের আশা বাক্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে।

এক্ষণে আমাদিগের নিকট আর এ প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে না যে আমাদের সমাজ স্থায়ী হইবে কি না, কিন্তু এক্ষণকার প্রশ্ন এই যে আমরা যে সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি তাহা কিরূপে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইবে? এই দ্বিতীয়ার্দ্ধ শতাব্দির প্রারম্ভে আমাদিগকে এই গম্ভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। আমাদিগের এই গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিবার জন্য অদ্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, অদ্য এই দৃঢ় সঙ্কল্প করি যে যত দিন ভারতের সকল অন্ধকার দূর না হয় তত দিন যেন আমাদিগের হস্ত আমাদিগের মন নিরস্ত না হয়। প্রাচীনকালে ইউরোপ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়গণ মধ্যে মধ্যে আনন্দোৎসব করিতেন। সেই উৎসবের দিবস নানা প্রদেশবাসী খৃষ্টীয়ানগণ সম্মিলিত হইয়া উৎসব করিতেন। অদ্য আমাদের ও সেই রূপ আনন্দোৎসবের দিন। অদ্য পঞ্জাব, সিন্ধু, মধ্য ভারতবর্ষ, পূর্ব্বভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ সমাগত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মহদ্ব্যাপারের সূত্রপাত করিয়াছেন। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা দেশের অন্য কোন কল্যাণ সাধিত না হইত, কেবল এই একটী ব্যাপারই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্বরূপ থাকিত।

এক্ষণে আমি আমাদিগের বিগত বর্ষের কার্য্যের কয়েকটী প্রধান প্রধান বিষয়ের সমালোচনা করিব। সর্ব্ব প্রথমে আমাদের এই উপাসনা মন্দিরের বিষয় আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ করিতেছে। বিগত বর্ষে যখন আমরা এই মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করি তৎকালের অবস্থার সহিত অদ্য যাহা সন্দর্শন করিতেছি তাহার তুলনা করি, তখন হৃদয় উৎসাহ ও আশাতে পূর্ণ হয়। আমরা

আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি। আমাদের এই উপাসনা মন্দির এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতের যথেষ্ট আশার কারণ রহিয়াছে। এই মন্দিরের অব্যবহিত সন্নিকট প্রদেশে একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মপল্লী প্রস্তুত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। যাঁহারা ঐ পল্লীতে বাস করিবেন, তাঁহারা মন্দিরকে তাঁহাদের মধ্যস্থলে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে তাহার প্রহরীরূপে বাস করিবেন। তাঁহাদের পরিবারবর্গ এই মন্দিরের মধ্যে নিত্য ব্রহ্মপূজা করিয়া কৃতার্থ হইবেন। এই মন্দির সম্বন্ধে আর একটী বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, মন্দিরের যে ট্রষ্টডিড হইয়াছে তাহা প্রস্তুত ও স্থির করিতে যে প্রকার যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আহ্লাদের বিষয়। এই ট্রষ্টডিড সম্বন্ধে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মের মত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সকলের বক্তব্য সকল সাদরে শ্রবণ ও সকলের উপদেশ আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে বিগত বর্ষে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ। আমাদের প্রচারক-মহাশয়গণ আসাম, পূর্ব্ববাঙ্গালা, পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি স্থানে উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, কালে পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতবর্ষ এক ভ্রাতৃসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ব বিস্তার করিবে। সকলের জয়ধ্বনি একত্রিত হইয়া সেই সর্ব্বারাধ্য দেবতার সিংহাসন প্রান্তে উপনীত হইবে।

তৃতীয়তঃ যাঁহারা বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও গত বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের উৎসাহ ও পরিশ্রমও আপনাদের আলোচনা পথে আমি আনয়ন করিতেছি। এই স্থলে আমাদের সেই আসাম নিবাসী পরলোকগত বন্ধুর বিষয় স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি আন্তরিক উৎসাহ ও যত্নের সহিত আসাম প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে উন্নত লোকে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহদ্দৃষ্টান্ত তৎপ্রদেশবাসী অন্য কোন ব্যক্তির হৃদয়কে উৎসাহিত করুক।

এই সময়ে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মঙ্গল লক্ষণের প্রতি আপনাদিগের চিন্তাকে আকর্ষণ করিতেছি। এই সমস্ত প্রচার কার্য্যের মধ্যে আমরা দেখিতেছি যে ব্রাহ্মসমাজে অধিনায়কত্বের রাজ্য শেষ হইয়াছে। ঈশ্বর নিয়োজিত অভ্রান্ত নেতার প্রভুত্বের দিন অবসান হইয়াছে। এখন আমরা পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া পরস্পরের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের আত্মার উন্নতি সাধন করিব, এবং আমাদের প্রত্যেকের ক্ষুদ্র বল সকল একত্র করিয়া এই সুমহৎ প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিব। আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ের উপহার সকল আনয়ন করিব, এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বলেই বলী হইব।

তদনন্তর আগামী বর্ষে আমাদের কি কি কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিলেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার

১৮৭৯ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহ। অধ্যক্ষ সভার বিগত অধিবেশনে যে ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ পঠিত হয়, তাহাতে উল্লেখ করা যায় যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের বুনিয়াদ পত্তন কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। তৎপরে বিগত ৩ মাসের মধ্যেই মন্দিরেরর চারি দিকের প্রাচীর নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় হইয়া আসিয়াছে। আগামী মাঘোৎসব সেই প্রাচীরাবেষ্টন মধ্যেই নির্ব্বাহিত হইবে। মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য একটী দুরূহ ব্যাপার বলিয়া অত্যন্ত ভাবনার বিষয় ছিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবু ভগবান্‌চন্দ্র বসু মহাশয়ের অক্লান্ত যত্ন, পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতার ইহা যেরূপ সত্বরগতিতে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ আশাতীত। তজ্জন্য উক্ত মহাশয়কে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন সহৃদয় আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু নীলমণি মিত্র মহোদয় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিশেষ উৎসাহ ও অনুরাগ সহকারে নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন এই বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তিনিও সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। গত ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মন্দির নির্ম্মাণ ফণ্ডে টাকা স্বাক্ষরিত ও টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দানাধারে টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উপাসনাস্থলে এক রাত্রে দানাধারে সহস্র মুদ্রার নোট প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখনও অনেক অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন। আশা করি দাতব্য স্বাক্ষরকারী মহোদয়গন শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিয়া যাহাতে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শীঘ্র শেষ হয়, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবেন। মন্দির নির্ম্মাণের অবশিষ্ট কার্য্য এবং উপকরণাদি ক্রয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ, তাঁহাদের স্বাক্ষরিত দাতব্য ও নূতন চাঁদা সংগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

রিপোর্ট সব কমিটী। এই সব কমিটির দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়া তাহার মুদ্রাঙ্কণ আরব্ধ হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্রাহ্মসমাজ সকল হইতে রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

আমেদাবাদ প্রার্থনা সমাজ, বোম্বাই প্রার্থনা সমাজ, মধ্য আসাম উপাসনা সমাজ, হুগলী ব্রাহ্মসমাজ, শিলং ব্রাহ্মসমাজ, বালেশ্বর ও প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ, দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, (মান্দ্রাজ), উত্তরবাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, (জলপাইগুড়ি) শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ, উৎকল ব্রাহ্মসমাজ, সুবাট প্রার্থনা সমাজ, মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ, শিলিগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ, দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ, বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ, দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজ, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজ, গাজীপুর ব্রাহ্ম সমাজ, কাল্‌না ব্রাহ্মসমাজ, লাহোর ব্রাহ্মসমাজ, অমৃতসর ভক্তিসভা, মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ, মালদহ ব্রাহ্মসমাজ, দক্ষিণ উপনগরীয় ব্রাহ্মসমাজ।

লাইব্রেরী সব-কমিটী। গত ৩ মাসের মধ্যে পুস্তকালয়ের জন্য ৭৫৲ টাকা সংগৃহীত ও ৬৬৲ টাকা ব্যয়িত হইয়া ৯৲ টাক

হস্তে স্থিত আছে। থিওডোর পর্কারের রচিত ১৩ খানি নূতন পুস্তক ক্রীত হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার সব কমিটী। আগামী মাঘোৎসবের মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়নের বিষয় স্থিরীকরণার্থ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর ভারার্পণ করা হয়:—শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালীনাথ দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র।

ইংরাজী পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া মুদ্রিত হইতেছে। বালকদিগের প্রার্থনা পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে এবং ব্রহ্মসঙ্গীতের ২য় ভাগ সংগৃহীত হইতেছে।

ট্রষ্টডিড কমিটী ট্রষ্টডিড সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন, তাহা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্তৃক অনুমোদিত ও গৃহীত হইয়া আগামী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অধিবেশনে অর্পিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে।

ধর্ম্ম প্রচার। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বিগত ১০ই অক্টোবর বোম্বাই হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। আসিবার সময় তিনি আলাহাবাদে "শিক্ষিত দেশীয় লোকদিগের ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া উচিত" এই বিষয়ে বাঙ্গালাতে একটী বক্তৃতা করেন। ৬ই কার্ত্তিক তিনি মজিলপুরস্থ ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপরে তিনি বহড়ু প্রভৃতি কয়েক স্থানে ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরে ১লা নবেম্বর কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দেরাহুন ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া বিগত ৬ই নবেম্বর তথায় যাত্রা করেন। তত্রত্য উৎসব কার্য্য সম্পাদন ও ইংরাজী এবং বাঙ্গালার বক্তৃতা করিয়া ৩ সপ্তাহ পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতা প্রত্যাগমন কালে তিনি অম্বালায় বাবু নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাসায় বাঙ্গালা ও ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান মত সকল অতি পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়াদেন। সেই সভায় তত্রত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী অনেকে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিবার পর ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করেন। ২৫এ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তথাকার উৎসব সম্পাদিত হয়।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ১লা নবেম্বর বালেশ্বর হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন; তৎপরে ১০ই নবেম্বর প্রচারার্থ শিলিগুড়ি যাত্রা করেন। ১৬ই নবেম্বর তিনি সৈদপুর জাতীয় উন্নতি সভায় "জাতীয় জীবন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন এবং প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে স্থানীয় সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১৭ই নবেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ২৬এ নবেম্বর তিনি পুনরায় উত্তরবাঙ্গালা যাত্রা করেন ২৯এ নবেম্বর জলপাইগুড়িতে "জীবন না মৃত্যু" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। পরদিবস তিনি স্থানীয় সমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১লা ডিসেম্বর শিলিগুড়ি যাত্রা করেন এবং তথায় একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। এই স্থান হইতে তিনি ফাঁসিদা নামক একটী স্থানে গমন করেন। তথায় পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মপ্রচারক গমন করেন নাই। সেখানে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া তিনি জলপাইগুড়ি প্রত্যাগমন করেন এবং তথায় ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে নবান্ন অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। জলপাইগুড়ি হইতে হলদিবাড়ী, তথা হইতে সৈদপুর, সৈদপুর হইতে রঙ্গপুর ও সদ্যপুষ্করিণীতে ধর্ম্মপ্রচার করেন। সদ্যপুষ্করিণীতে একটী জাতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উপাসনা করেন। তথা হইতে মারা, নাটোর ও বোয়ালিয়ায় উপাসনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করেন। বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে ও শাখাসমাজে সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কমিল্লা হইতে ঢাকা প্রত্যাগমন করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া তিনি বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করেন। তিনি সেখানে যাওয়াতে তত্রত্য ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। বরিশাল হইতে ঢাকায় গমন করেন। কিয়দ্দিবস হইল তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। সাংবাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বাগআঁচড়ায় গমন করেন।

গত ১২ই কার্ত্তিক কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বাহার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও গুরুচরণ মহালানবিশ তথায় গমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, কালীশঙ্কর সুকুল এম, এ, ও সুন্দরীমোহন দাস পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের অধ্যক্ষ মেঃ ফ্রাঙ্কলিন প্রেষ্টেজের নিকট হইতে নবেম্বর মাসের জন্য পাস পাইয়া অবকাশমতে কুমারখালি, কুষ্টীয়া পোড়াদহ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। প্রথম বারে কুমারখালিতে তাঁহারা প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এবং তত্রত্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ধর্ম্মোন্নতির জন্য একটী সাপ্তাহিক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সভায় উপাসনা ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ হইবে। কৃষ্ণকুমার বাবু তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বারে তাঁহারা পোড়াদহে উপস্থিত হন। তৎপরে পুনরায় কুমারখালি গমন করেন এবং ছাত্রদিগের জন্য সাধন প্রণালী স্থির ও স্থানীয় সমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৃতীয়বারে তাঁহারা কুষ্টীয়া গমন করিয়া তথাকার অনেক ভদ্রলোক ও কৃষকদিগের সহিত আলাপাদি করেন এবং একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সূচনা করিয়া আসেন। পুনর্ব্বার তাঁহারা কুষ্টীয়া গমন করিয়া বক্তৃতাদি করিয়াছিলেন। সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। তত্রত্য কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উহার সহিত যোগ দিয়াছেন। বিনা মূল্যে রেলওয়ে পাস প্রদান করিয়া মেং প্রেষ্টেজ ইঁহাদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিগত ডিসেম্বর মাসে

শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা বশতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ নিস্বার্থভাবে এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যেরূপ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তজ্জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ বগুড়া প্রভৃতি কয়েক স্থান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যত্র প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে সেই সকল স্থানে তাঁহারা যাইতে সমর্থ হয়েন নাই।

মাঘোৎসবের ছুটী। মাঘোৎব উপলক্ষে যাহাতে গবর্ণমেণ্ট আফিস সকল বন্ধ হয়, অন্ততঃ ব্রাহ্ম কর্ম্মচারীদিগকে অবকাশ দেওয়া হয়, এজন্য আবেদন করিবার প্রস্তাব হইতেছে। এই আবেদন পত্র প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত করিবার ভার শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস ও বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও এ বৎসর এই আবেদনের কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, কিন্তু আগামী বর্ষে উহা দ্বারা সুফল লাভের প্রত্যাশা আছে। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ এই আবেদন ও এতৎ সংক্রান্ত আন্দোলনের সহায়তা করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রতিনিধি। আগামী বর্ষের জন্য বাবু আশুতোষ বসু দার্জ্জিলিঙ ব্রাহ্মসমাজের, বাবু সত্যপ্রিয় দেব, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের এবং পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

কুমারী কলেটের ব্রাহ্মবার্ষিকী।

কুমারী কলেটের নাম ব্রাহ্মদিগের নিকট আর অপরিচিত নাই। তিনি নিঃস্বার্থভাবে ব্রাহ্মসমাজের হিতব্রতে প্রায় ৬। ৭ বৎসর নিযুক্ত থাকিয়া বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির তাবৎ সংবাদ আমাদিগকে উপহার দিয়া আসিতেছেন। তাঁহার "ব্রাহ্ম বার্ষিকী" ব্রাহ্মগণ আগ্রহ ও সমাদরের সহিত পাঠ করিয়া অন্তরের সহিত তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। আমরা যে প্রতি বর্ষে তাঁহাকে বার্ষিক অধিবেশনের দিনে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া থাকি তদ্দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয় না; কিন্তু যদি ব্রাহ্মদিগের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে সকলের হৃদয় তাঁহার প্রতি কি প্রকার কৃতজ্ঞভাবে পরিপূর্ণ তাহা জানা যাইতে পারিত। অদ্য আমরা তাঁহার ১৮৭৯ সালের "ব্রাহ্মবার্ষিকী" গ্রন্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। এই গ্রন্থের প্রধান পাঠ্য বিষয় ব্রাহ্মবিবাহের অপূর্ব্ব বিবরণ। ব্রাহ্মবিবাহ প্রথম হইতে কি প্রকারে অল্পে অল্পে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে প্রথম হইতে তিনি তাহার একটী ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। কি প্রকার পরিশ্রম, ও অধ্যবসায় স্বীকার করিয়া তিনি সমস্ত ইতিহাসটী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রস্তাবটী পাঠ না করিলে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। প্রথম ব্রাহ্মবিবাহে কি পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল, সেই পদ্ধতি ক্রমে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধাকার ধারণ করিয়াছে, বিবাহবিধির জন্য ব্রাহ্মগণ কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, বিধি প্রণয়ণ ও রাজসম্মতিলব্ধ হইবার পূর্ব্বে কি কি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয় উক্ত প্রস্তাব মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। বিধিবহির্ভূত ও তদনুমোদিত কত ব্রাহ্মবিবাহ এপর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে প্রস্তাবের শেষ ভাগে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ৯৩ টী বিবাহের বিবরণ ঐ তালিকা মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক বিবাহের সময়, স্থান, বিবাহিত ব্যক্তিদিগের নাম, বয়ঃক্রম, জাতি, অভিভাবকদিগের নাম ঐ তালিকাতে প্রদত্ত হইয়াছে। পরে তিনি আর তিনটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন। প্রথম তালিকার কাল অনুসারে বিবাহের সংখ্যা বদ্ধ করিয়াছেন, এবং কোন্ বৎসর কতগুলি বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে কতগুলি বিধির অন্তর্গত, কতগুলি বিধবা বিবাহ, এবং কতগুলি অসবর্ণ বিবাহ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় তালিকায় কোন্ প্রদেশে কতগুলি বিবাহ হইয়াছে তাহাও উক্ত প্রকারে সংখ্যাবদ্ধ করিয়াছেন। তৃতীয় তালিকা কন্যার বয়ঃক্রম অনুসারে বিবাহ সংখ্যা।

প্রথম তালিকায় দৃষ্ট হয় যে বিবাহ বিধি প্রচার হইবার পূর্ব্বে ১৮৮১ সাল হইতে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত ৩৯ টী ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৬ টী বিধবা বিবাহ ২ টী অসবর্ণ বিবাহ; এবং ২১ টী বিবাহবিধি প্রচার হইবার পর রেজিষ্টারী করিয়া লওয়া হইয়াছিল; অপর ১৮ টী রেজিষ্টারী করা হয় নাই। ১৮৭২ সালে বিধি প্রচার হইবার পর ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত ৫৪ টী বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪১ টী রেজিষ্টারী হইয়াছে, ২০ টী বিধবা বিবাহ এবং ২৩ টী অসবর্ণ বিবাহ।

দ্বিতীয় তালিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশে ৭৯ টী বিবাহ হইয়াছে, আসামে ৩ টী, উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশে ৪ টী, পঞ্জাবে ৪ টী, বোম্বাই প্রদেশে ২ টী ও মান্দ্রাজ প্রদেশে ১ টী মাত্র।

বয়ঃক্রমসম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় যে কন্যার ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কেবল ৯ টী মাত্র বিবাহ হইয়াছে; আর সমস্তই ১৪ হইতে ২৮ বৎসর বয়ঃক্রমে হইয়াছে; কেবল একটী মাত্র বিবাহে কন্যার বয়ঃক্রম ৯ বৎসর ছিল, ১ টী ১১ বৎসর, ৩ টী বার বৎসর, ও ৪ টী ১৩ বৎসর। বিধিপ্রচার হইবার পর কেবল একটী মাত্র ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর ছিল আর সমস্ত বিবাহে কন্যার বয়ঃক্রম ১৪ হইতে ২৮ বৎসর পর্য্যন্ত। সর্ব্বাপেক্ষা ১৪, ১৫, ১৬ বৎসর বয়সে অধিক বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল ৫ টী বিধবা বিবাহ। ১৪ বৎসরে যতগুলি বিবাহ হইয়াছে সকলেই কুমারী। ১৫ শ বর্ষীয়া ১০টী পাত্রীর মধ্যে ৮ টী কুমারী; ১৬ শ বর্ষীয়া ১২ টীর মধ্যে ৯টী কুমারী; ১৭ শ বর্ষীয়া ৬ টীর মধ্যে ৫ টী কুমারী; ১৮ শ বর্ষীয়া ৭ টীর মধ্যে ৩ টী কুমারী; ১৯ শ বর্ষীয়া ৬টীর মধ্যে ২টী কুমারী; ২০ শ বর্ষীয়া

৬ টীর মধ্যে ১টী কুমারী; ২১ বর্ষীয়া ১ টী কুমারী; এবং ২৪শ বর্ষীয়া একটী কুমারীর বিবাহ হইয়াছে এবং এই দুইটী পাত্রীই পূর্ব্ব বাঙ্গালা নিবাসিনী।

ব্রাহ্মবিবাহের ইতিহাসের একটী চমৎকার বিষয় এই যে, কলিকাতা নিবাসীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বিবাহ হইয়াছে, কুমারী কলেট যে ৩৮টী কলিকাতার বিবাহ দেখাইয়াছেন, তাহার মধ্যে কেবল টী মাত্র যথার্থ কলিকাতা নিবাসী-দিগের বিবাহ, অপরগুলি প্রদেশ বাসী লোকের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যায় যে ৪টী বিবাহ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সমস্ত তৎপ্রদেশ প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যেই হইয়াছে। পঞ্জাবে যে ৪টী বিবাহ হইয়াছে তন্মধ্যে ১টী মাত্র বিবাহে তৎপ্রদেশীয় পাত্র ও কন্যা ছিল এবং অপর তিনটী তৎপ্রদেশ প্রবাসী বাঙ্গালী পাত্র।

"ব্রাহ্মবার্ষিকীর" দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গতবর্ষের সংক্ষেপ (অর্থাৎ ১৮৭৮৷৭৯) আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনা হয় যে লেখিকা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (অর্থাৎ কেশবচন্দ্র সেনের সম্প্রদায়) এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চিত্র-দ্বয় অঙ্কিত করায় কিঞ্চিৎ আতিশয্য দোষে লিপ্ত হইয়াছেন। তিনি কেশববাবুর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও অতিরিক্ত বর্ণনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহার এক চতুর্থাংশেরও সমাজ যোগ্য নহেন। তিনি লিখিয়াছেন যে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের নূতন বিধানের ইহা অন্যতর প্রকৃতি। উহার প্রথম প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে ১৮৭৯ সালের প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা এক নবতর উন্নততর সাধন পথে পদ নিক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি মাঘোৎসব দিবসের বক্তৃতা দ্বারা যে আত্মাভিমান প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হঠাৎ লোকের বিশ্বাস করিতে হইলে হৃদয় বেদনা উপস্থিত হয়। তিনি যে না ভাবিয়া হঠাৎ আপনি অসাধারণ ব্যক্তি ও তাহার কার্য্যের প্রতিরোধ করার জন্য মনে করেন তাহা বোধ হয় না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গভীর অভিসন্ধি আছে। কেশব বাবুর এই সমস্ত বাক্য কিছুই নূতন নহে। যাঁহারা এত দিন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নিদ্রিত ছিলেন এবং আত্ম চিন্তা বিহীন হইয়া কেশব বাবুকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এক মাত্র অধিনায়ক স্বরূপ বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা এই ভাব লক্ষ্য না করিয়া থাকিবেন, কিন্তু যাঁহাদের বাহিরের ও অন্তরের চক্ষু উন্মীলিত ছিল তাঁহারা যে দিবস কেশব বাবু "যিশুখৃষ্ট ইউরোপ ও আসিয়া" এবং "মহাপুরুষ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই দিন হইতে তাঁহার অন্তরের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহা হইতে উপযুক্ত পরিমাণে দূরে থাকিতেন। তৎকালে তিনি যে সকল কথা প্রকাশ্যে বলিতে সাহস করিতেন না আজ কাল তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করেন। তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছেন যে ব্রাহ্মসামাজের লোকেরা নিতান্ত অপদার্থ; তাহাদিগকে যে কোন কথা বলি তাহাই বিশ্বাস করিবে, এবং ঈশ্বরের নামে বলিলে তাহারা ধর্ম্ম ভীরুতা বশতঃ সে কথা কখনই অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ সুচতুর লোকেরা জগতে এই রূপে চিরকাল আত্মমত প্রচার করিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত ১৩ মাঘ সায়ংকাল ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে মফস্বল হইতে সমাগত ব্রাহ্মবন্ধুগণ আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, স্থানে স্থানে এক একটী কমিটী নিযুক্ত করা হইবে; কমিটী যাহা মীমাংসা করিবেন তদনুসারে উপায় অবলম্বন করা হইবে। সাধারণ ব্রহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি কমিটি সংস্থাপনের ভার অর্পিত হইয়াছে।

১৪ মাঘ সঙ্গত সভার বার্ষিক অধিবেশনে আমাদের প্রথম সঙ্গতের ইতিহাস আলোচনা করা হয় এবং সঙ্গতের উপকারিতা সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হইয়াছিল। কোন কোন উপস্থিত সভ্য তাঁহাদের জীবনের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন।

১৫ মাঘ প্রচার নিয়মাবলী অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। এই নিয়মাবলী তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে আর প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রেরিত।

মেদনীপুর সপ্তত্রিংশ সাম্বৎসারিক উৎসব।

গত ২২ মাঘ বুধবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রদ্ধেয় বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এখানে আসিয়া নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে এখানকার উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

২২ মাঘ বুধবার রাত্রি ৭॥ টার সময়ে সমাজ মন্দিরে উদ্বোধন ও উপাসনা।

২৩ মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭॥ টার সময় সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা।

২৪ মাঘ শুক্রবার রাত্রি ৭॥ টার সময় সমাজ মন্দিরে "ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা। বক্তৃতা স্থলে প্রায় ২০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। নগেন্দ্র বাবুর হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

২৫ মাঘ শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় গোপগিরিতে ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা।

ব্রহ্মোৎসবের সহিত বিশেষ যোগ না থাকিলেও এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় সাধারণ পুস্তকালয়ে "শাখা ভারত সভার" বিশেষ অধিবেশনে নগেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতা এত উৎসাহ পূর্ণ হইয়াছিল, যে সেই সময়ে তিন শতাধিক টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হয়, এই টাকা বিলাতে স্থায়ী প্রতিনিধির ব্যয়ে ব্যয়িত হইবে। বক্তৃতা স্থলে প্রায় ৪০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

২৬ মাঘ রবিবার (উৎসবের প্রধান দিনে) প্রাতে ৭॥ ঘটিকার সময় সমাজমন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা। ঐ দিবস সমাজ মন্দির নানা প্রকার পত্র পুষ্পে মনোহররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ফটকের দুইপার্শ্বে দুইটী কদলীবৃক্ষ, পূর্ণকলস ও

আম্র পল্লব আমাদের প্রাচীন মঙ্গল লক্ষণরূপে দেদীপ্যমান ছিল। বেলা ১০ ঘটিকার সময় সমাজের অন্যতর উপাচার্য্য বাবু দুর্গানারায়ণ বসু মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা, সঙ্গীত ও প্রীতি ভোজন হয়।

অপরাহ্ন বেলা ৪ ঘটিকার সময় সমাজমন্দিরসম্মুখস্থ রাজপথে দরিদ্রদিগকে অর্থ দান।

রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় সমাজমন্দিরে উপাসনা ও বক্তৃতা।

উপাসনারম্ভে বাবু শ্যামলাল মিত্র মহাশয় একটী সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অন্তরে ধর্ম্মভাব আবির্ভাবের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আচার্য্যের বক্তৃতান্তে শ্রদ্ধেয় বাবু শ্যামলাল মিত্র মহাশয় প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যে বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতা হইতে একেবারে যোগচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন।

দীক্ষান্তে আচার্য্যের উপদেশ শ্যাম বাবুর ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত উৎসাহ প্রবেশ করাইয়া মেদিনীপুর সমাজের মঙ্গলসাধন করিয়াছে।

নগেন্দ্র বাবুর আগমনে এখানকার অধিবাসীদিগের অন্তঃকরণে নির্ব্বাণপ্রায় ধর্ম্ম পুনর্জ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার ধর্ম্মভাবের উপাসনা, বক্তৃতা ও উপদেশে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছে।

যদি মধ্যে মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে এইরূপ ধর্ম্ম প্রচারকগণ এখানে আসিয়া ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ বলিতে পারি যে মেদিনীপুরের শোচনীয় অবস্থা ক্রমে ক্রমে দূর হইবে।

মেদিনীপুর
১৯ শে মাঘ
ব্রাং সং ৫১ } দুই জন ব্রাহ্ম।

আদেশবাদ।

মহাশয়!

একটী গুরুতর বিষয়ে আপনার সহিত আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আপনার কয়েকটী প্রস্তাব পাঠ করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ গোলযোগ বোধ হইতেছে। আশা করি এই পত্রখানি আপনার পত্রিকা পার্শ্বে প্রকাশ করিবেন ও ইহার সদুত্তর দিবেন।

"আদেশ" সম্বন্ধে আপনার কি মত? কোন না কোন প্রকারে পরমাত্মা মানবাত্মাকে অনুপ্রাণিত করেন, পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার কোন না কোন প্রকার যোগ আছে, ইহা আপনি অস্বীকার করিবেন না, বিশেষরূপ জানি; এরূপ যোগ অস্বীকার করিলে প্রার্থনার কোন অর্থ থাকে না। কিন্তু এই যোগ কি প্রকার? ঈশ্বর হইতে আমরা কি কি দ্রব্যের আশা করিতে পারি? তিনি কি কেবল ভাবদ্বারাই আত্মাকে অনুপ্রাণিত করেন, ভক্তি-পিপাসিত আত্মাকে ভক্তি দেন, বিনয়-প্রার্থী আত্মাকে বিনয় দেন? তিনি কি আত্মাকে কোন প্রকার আদেশ করেন না? একটী মানিলে অন্যটী না মানিবার কোন হেতু দেখিতেছি না। আপনি এবং আপনি যাহাদের মুখপত্র তাঁহারা যে ইটী মানেননা তাহাও তো বলিতে পারি না। "তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, ঈদৃশ পদ, "ঈশ্বর ডাকিতেছেন," "ঈশ্বরের ইচ্ছা" ঈদৃশ বাক্য আপনাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, "বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি" ঈদৃশ মতও অনেক দিন হইতে ব্রাহ্ম-সাধারণের মধ্যে আদরণীয় হইয়া আসিতেছে দেখিতেছি, অথচ দেখি, নানা কথায় নানা প্রবন্ধে আপনারা আদেশবাদের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, একদ্বিষয়ক ভ্রম সংশোধন করিতে গিয়া সমগ্র মতের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিবেক কিম্বা অন্য কোন মনোবৃত্তির সাহায্যে যদি কতকগুলি নিশ্চিত সত্য লাভ পারিলাম, জিজ্ঞাসা করি এই সত্যগুলিকে ঈশ্বরাদেশ বলাতে বাধা কি? ফলতঃ প্রকৃত বিশ্বাসী এরূপ সত্যকে ঈশ্বরাদেশ ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন? তিনি জানেন ঈশ্বর যেমন শরীরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধ থাকিয়া আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যতিরেকেই ইহার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, খাদ্য পরিপাক করিতেছেন, নিশ্বাস বায়ু প্রবাহিত করিতেছেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পরিচালিত করিতেছেন, তেমনি আত্মার সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ থাকিয়া নানা উপায়ে ইহার প্রয়োজনীয় সত্য প্রকাশ করিতেছেন, ভাব ও বল দান করিয়া ইহার উন্নতির বিধান করিতেছেন। মনুষ্যের ইচ্ছার কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, এমন কি তাহার পাপ ইচ্ছার নিতান্ত বিরুদ্ধেও যে সত্য প্রবল বেগে তাহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া ইহার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য ও বলে তাহাকে বশীভূত করিল, ইহাকে হৃদয়বিহারী ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? যে সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে তাহাকে কখনই এরূপ নামে অভিহিত করিতে পারি না। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন যেমন সত্য স্বরূপ ঈশ্বর তাহাকে সত্যের দিকে লইয়া যাইতে পারেন, এবং লইয়া যান, তেমনি আবার তাঁহার অপূর্ণ ভ্রমশীল প্রকৃতি তাঁহাকে অসত্যে ফেলিতে পারে, এবং অনেক সময় ফেলিয়াও থাকে; সুতরাং তিনি সত্য গ্রহণে বিশেষ সতর্ক হন। অভ্রান্ত ঈশ্বর বাণী এবং ভ্রমশীল মানবপ্রকৃতির অস্ফুট অস্পষ্ট অনুভব, এ দুয়ের প্রভেদ করিতে তিনি বিশেষরূপ যত্নবান হন। তিনি জানেন মানবাত্মা অপূর্ণ ভ্রমশীল হইলেও, অভ্রান্ত ঈশ্বরের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকাতে তিনি সময়ে সময়ে নিশ্চিত সত্যের অধিকারী হইতে পারেন। কেহ কি বলিবেন নিশ্চিত সত্য অপূর্ণ ভ্রম-শীল মানবমাত্মার আয়ত্ত নহে? যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা দেখিবেন তাঁহাদের মত, সমস্ত বিশ্বাসের উপর একটী সন্দেহ-কুয়াশা নিক্ষেপ করে, তাঁহাদের মতে কোন সত্যই সন্দেহাতীত নহে; এরূপ মত, এরূপ বিশ্বাস লইয়া ধর্ম্মসাধন বিড়ম্বনা মাত্র, ইহাতে আত্মা কখনই জীবিত থাকিতে পারে না। কোন সুবোধ বিশ্বাসী ব্রাহ্মই এরূপ মতে সায় দিবেন না। ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত, তাঁহার সেবা করা উচিত, ঈদৃশ কয়েকটী

নিশ্চিত অভ্রান্ত সত্যের উপরেই সমস্ত ধর্ম্মজীবন নির্ভর করিতেছে।

এখন আবার জিজ্ঞাসা করি, বিবেকলব্ধ সত্যকে ঈশ্বরাদেশ বলিতে বাধা কি? বিবেক স্পষ্ট বলিতেছেন—"সত্য পরায়ণ হও," "পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ কর," "উপাসনাশীল হও," "ভক্ত হও"; আবার আমার হৃদিস্থিত বিবেক জ্ঞানের সাহায্য লইয়া আমাকে বিশেষভাবে বলিতেছেন—"এই ব্যবসায় তুমি পরিত্যাগ কর, ইহাতে থাকিয়া তুমি তোমার সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে না, অমুক ব্যবসায় অবলম্বন কর," "দেখ, অমুক স্থানের লোকেরা ধর্ম্মাভাবে কেমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে, তুমি সেখানে গিয়া উপদেশাদি দ্বারা তাহাদের উন্নতির সাহায্য কর," "দেখ অমুক স্থানের লোকেরা অজ্ঞানান্ধ হইয়া রহিয়াছে, তথায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন কর," "অমুক গ্রন্থকারের পুস্তক অতি উপকারী, তাহা পাঠ কর" এই সকল বাক্যকে ঈশ্বরাদেশ বলিতে বাধা কি? ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি এই সমুদায়কে ঈশ্বরাদেশ ব্যতীত আর কি বলিতে পারেন? এই সমুদায়কে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া বিশ্বাস না করিলে তাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিকতা রক্ষা হওয়া অসম্ভব, তিনি শুষ্ক নীতিবাদী হইয়া পড়েন। কিন্তু আপনার মতে এরূপ বলাতে বিশেষ বাধা দৃষ্ট হইতেছে; আপনি গত বারের (১লা মাঘের) "তত্ত্বকৌমুদীতে" বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বার্ত্তা ছাড়িয়া দিয়া কিছুদিন আপনার অন্তরাত্মার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করুন। ঈশ্বরের আদেশ অন্বেষণে ব্যস্ত না হইয়া যে বিবেক ও ধর্ম্মভাব পাইয়াছেন তাহার আলোকে কার্য্য করুন।" এই কথাগুলির অর্থ কি? বিবেক ও ধর্ম্মভাবের আলোক কি ঈশ্বর প্রদত্ত আলোক নহে? কেশব বাবুর ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর মত সমুদায়ের খণ্ডনের জন্য আপনি যেরূপ যত্ন করিতেছেন তাহার সহিত ব্রাহ্মমাত্রেরই সহানুভূতি থাকা উচিত; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে আপনার প্রতিবাদ রীতিকে অনেক সময় প্রশংসা করিতে পারি না। যাহা হউক বিনা প্রমাণে এবিষয় অধিক বলা অন্যায় হইবে; একটী মাত্র কথা বলিয়া শেষ করিব; কোন মত সম্বন্ধীয় ভ্রম প্রদর্শন ও প্রতিবাদ একটী অতি গুরুতর কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্বিষয়ে মত সাধারণের হৃদয়ে মুদ্রিত করা তদপেক্ষাও গুরুতর কর্ত্তব্য; আশা করি আপনি এই গুরুতর বিষয়ে অধিকতর মনযোগী হইয়া আপনার পত্রিকার ও সমাজের গৌরববৃদ্ধি করিবেন।

সাঙ্গর শ্রীহট্ট
৯ই মাঘ ১২৮৬। } বশম্বদ
আপনাদেরই একজন।

রাজা রামমোহন রায় ও আর্য্যদর্শন।

মহাশয়!

১২৮৫ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের আর্য্যদর্শনে, শ্রীযুক্ত নন্দমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী অবলম্বনএকটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত বিষয়ের ভ্রম উল্লেখ করিয়া অদ্য আমরা কয়েক পংক্তি লিখিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন। ৩২ পৃষ্ঠার ২য় কলমে নন্দ বাবু বলিতেছেন, "রামকান্ত (রাজার পিতা) সচিবশ্রেষ্ঠ ফুল ঠাকুরের (রাজার মাতার) বাক্যানুযায়ী রামমোহনকে হিন্দুধর্ম্মের আরো মর্ম্মজ্ঞ করিবার আশায় সংস্কৃত অধ্যয়নার্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন। * * * আর্য্য ধর্ম্মনীতির প্রকৃত রসাস্বাদন করিয়া রামমোহন প্রকৃষ্ট পথেই অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পৌত্তলিকতার ভ্রমসম্বন্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন।" রাজার প্রত্যেক চরিতাখ্যায়ক বলেন, গ্রীক ভাষা হইতে আরবীতে অনুবাদিত জ্যামিতি ও এ্যারিষ্টটল পাঠ করিয়া, তিনি একেশ্বরবাদে উপস্থিত হন। অবশ্যই নন্দমোহন বাবুর প্রমাণ পক্ষে যথেষ্ট সংগ্রহ আছে; হয় ত আমরা তাহা জানি না, তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকেরা মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমরা বেশ বলিতে পারি, লেখক অনেক স্থলেই তাঁহার লিখিত ঘটনাকে সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তাঁহার আর কয়েকটী বিষম ভ্রম নির্দ্দেশ করিতেছি। লেখক স্বলিখিত প্রবন্ধকে বিলক্ষণ বৃহৎ করিয়াছেন, অথচ এখানে বলিলেন "উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন।" উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন্ স্থান, বিশেষ করিয়া লেখা উচিত ছিল। সুতরাং দায় আখ্যানের মধ্যেও অনেক অভাব রহিয়াছে। বারাণসীতে সংস্কৃত পাঠার্থ, রাজা প্রেরিত হইয়াছিলেন, সর্ব্বত্র প্রাসিদ্ধ রহিয়াছে।

২। ৩৩৯ পৃষ্ঠার ১ম কলমে লেখক রাজার মধ্যমা বনিতার পীড়া সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অথচ পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ উল্লেখোপযোগী একটী কথার অবতারণা করিতে তিনি ক্ষান্ত; ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়। কথাটী:—রাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (জগন্মোহনকে) বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমার প্রসূতির পীড়া দুরারোগ্য দেখিলে, আমাকে জানাইবে, তাহা হইলে আমি কলিকাতা হইতে বাস স্থান রঘুনাথপুরে যাইব।

৩। ঐ পৃষ্ঠার ২ কলমে নন্দবাবু লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নয়।" আমরাও তাই বলি। রাজার মনঃ প্রসূত কেন, ব্যক্তি বিশেষের মত বলিতে গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হইয়া উঠে, বস্তুতঃ তাহা নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন—সার্ব্বভৌমিক সাধু সত্য বৈ আর কিছুই নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মের সারাংশ ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক মহাত্মা রাজা, তাঁহার ট্রষ্টডীডের মধ্যে জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও লিঙ্গাদি নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মসাধনে একত্র সমাগমের যে প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহা কি জগৎ সমীপে নূতন নয়? নন্দ বাবু বুঝি, রাজার এই অভিনব মতের মৌলিকতা সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত। সকল ধর্ম্মই ধর্ম্মান্তরের বেশভূষাদি পরিবর্জ্জন করাইয়া, স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যগত করান। ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহা নহে।

৪। "একদা বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার

(রাজার) সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন; এই সময় তাঁহার আর একটী বন্ধুও উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে, রামমোহন রায় উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ৩৪০ পত্র, ১ম কলম। লেখক কেমন করিয়া, সত্যের অপলাপ করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। তেজচন্দ্রের সহিত "রাজার" আদৌ সম্ভাবই যে ছিল না। বরং ইহার ঠিক্ বিপরীত। তেজচন্দ্র, রাজার পিতা রামকান্ত রায়কে, পত্তনী তালুকের ঋণের নিমিত্ত, অবমাননা করেন। এজন্য আমাদের 'রাজা,' তেজচন্দ্র বাহাদুরকে শিক্ষাপ্রদ বিলক্ষণরূপ উপদেশাবলি প্রদান করিয়াছিলেন; তেজচন্দ্র, স্বীয় প্রাসাদে ঐরূপ সত্যপূর্ণ সাহসিক বাক্য শ্রবণে বরং আপনাকে তিরস্কৃত ভাবিয়াছিলেন। তদবধি পূর্ব্বাপর রাজার সহিত, তেজচন্দ্রের মনোবাদ দূরীকৃত হয় নাই। এই ঘটনা রাজার যৌবনাবস্থায় ঘটে। যাহাহউক নন্দ বাবু! রাজার ঔদার্য্যের এই ভিন্ন কি আর উপমা স্থল নাই? সত্যবৎ প্রতীয়মান অসত্য কেন গুণের সাদৃশ্যের কার্য্য করিবে?

৫। আর এক স্থলে তিনি সত্য বলিতেছেন। ৩৪১ পৃষ্ঠায়, লেখক কোনও ব্রাহ্মণের রাজার নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন; এক ব্রাহ্মণ ফুল তুলিবার জন্য তাঁহার বাগানে আসিত। এক দিন রাজা, তাঁহার নিজের ভৃত্য দ্বারা, সেই ব্রাহ্মণের উত্তরীয় বস্ত্র স্থানান্তরে রাখাইয়া দেন ঐ ব্রাহ্মণ গাত্র বস্ত্র রাখিয়া ফুল তুলিতেছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ফুল তোলা শেষ করিয়া গাত্র বস্ত্র না পাইয়া অনেক কটু কথা প্রয়োগ করেন। শেষে কাপড় পাইলেন। রাজা তাঁহার কাপড় দিয়া বলিলেন, কেমন সন্তুষ্ট হইলেন ত দেবতা? * তিনি কহিলেন, নিজের জিনিস পাইলাম, ইহাতে সন্তোষ কি? তখন রাজা বলিলেন, ভাল, এই ফুল কার?—ব্রাহ্মণ কহিলেন ঈশ্বরের। রাজা পুনরপি বলিলেন, তবে যাঁহার ফুল, তাঁহাকে তাহা দিলে কি সন্তুষ্ট হইবেন? ইত্যাদি। নন্দ বাবুর এ গল্পটী এই পর্য্যন্ত সত্য। শেষে তিনি বলিয়াছেন, ঐ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন।—যাহারা ইহা জানেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই অদ্যাবধি ব্রাহ্মণের মত পরিবর্ত্তনের কথা বলেন না।

৬। নন্দ বাবু ঐ পৃষ্ঠার ২ য় কলমে বলিতেছেন;—"সমাজে সকলেই এক প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবেন, ইহা তাঁহার রাজার ইচ্ছা ছিল।" লেখককে এই পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিস্তর বাক্যব্যয় করিতে হইয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে যদি পরিচ্ছদের মীমাংসা করিতে যান, তবে শারীরিক অংশের চিহ্নবিশেষের উপর, অগ্রে নজর রাখিতে হইবে। শ্মশ্রু ধারণ ও বিবর্জ্জন বিচার অগ্রে, পরে পরিচ্ছদ নির্ব্বাচন। তবেই সমাজিকতা বিষয়েও ঐরূপ আন্দোলন আসিবে।

১০৮ নং মেছুয়াবাজার রোড
৮ ই জানুয়ারি ১৮৮০ } অনুগত
শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।

* তিনি ব্রাহ্মণকে দেবতা শব্দে সম্বোধন করিতেন।

মূল্যপ্রাপ্তি।

১৭ ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত।

বাবু	কেলুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধাপসী	৩
"	ভুবনমোহন ত্রিবেদী, কালনা	২।০
"	মনোমোহন ঘোষ, কলিকাতা	৪।০
"	চন্দ্রশেখর ঘোষাল, আগ্রা	১
"	দ্বারকানাথ বিশ্বাস, জলপাইগুড়ী	৩
"	রমাকান্ত পাল ঐ	২
"	কালিকৃষ্ণ দত্ত, বরাহনগর	২।০
"	কেকুলনাথদাস, কলিকাতা	১৶০
"	চুণিলাল মল্লিক, কলিকাতা	২।০
"	গুরুনাথ দত্ত, নওগাঁ	৩।০
"	রাধানাথ রায় দারজিলিং	১॥০
"	ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ	৩
"	ব্রহ্মমোহন কলিকাতা	১
"	অমৃতলাল সিংহ	১।৶০
"	সম্পাদক কোমর খালিপত্র	২।০
"	গোবিন্দচন্দ্র বসু কলিকাতা	১
"	বরাহনগর, ব্রাহ্মসমাজ	৫
"	কালিপ্রসন্ন ঘোষ, কলিকাতা	২
"	পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, লাহোর	
"	কুড়নচন্দ্র মল্লীক কলিকাতা	১।০
"	রামপুর বোয়ালিয়া, ব্রাহ্মসমাজ	
"	হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাঁশিদহ	৩
"	আনন্দমোহন বসু, কলিকাতা	৪॥০

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট। কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ বিল্‌ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিক মাসহইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২।০ এবং মফস্বলের জন্য ২৷৵ ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় ৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিত করা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
ঐ ২ ভাগ	৵	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৶০	৴০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	॥০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
ধর্ম্মালোচন	/১০	৴১০
Year Book 1879 (Miss collet's)	১	/০
Almanac 1880	॥০	৴১০
Second Annual Report 1879	৸০	/০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	/০
Channing's Complete works	১॥০	৶০
Practical Sermons	৸০	/০

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
সুরুচীর কুটীর	॥০	৴১০
শিশুর সদাচার	৴১০	৴১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	৴১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৴১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৴১০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৴১০
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৴১০
Brahmo-year Book 1879	১৲	৴১০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press. 93 College Street, February. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন, শুক্রবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ৩।০ মফস্বল ঐ ৩

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে উদারতা একান্ত আবশ্যক। একটু মতভেদ হইলেই হৃদয়ভেদ হওয়া যার পর নাই অনুচিত ও দুঃখের বিষয়। যেখানে স্বাধীনচিন্তা সেখানে মতভেদ হইবেই। অনেকে মতভেদ আক্ষেপের বিষয় মনে করেন। আমরা করিনা। আমরা জানি ইহা স্বাধীনচিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফল। যদি এমন দেখি যে দশজন লোকের সকল বিষয়ে ঠিক এক মত, তাহা হইলে ইহাই মনে করি যে, তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি চিন্তাশীল ও অবশিষ্ট সকলে তাঁহার অনুগামী। দশ জনই যদি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিত তাহা হইলে কখনই সকল বিষয়ে ঠিক এক মত হইত না। যে কখন স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে নাই, সেই মতের ভিন্নতা দেখিলে বিরক্ত হয়; কেননা সে যে পথ দিয়া কোন একটি মতে পৌছিয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য পথ জানে না কিন্তু যিনি স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন তিনি জানেন, স্বাধীন চিন্তার শত সহস্র পথ। চিন্তাশীল লোকে কে কোন্ পথ দিয়া কোথায় পৌছিবেন তাহা কেহ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারেন না। যদি কেহ করিতে যান, তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বাধীনচিন্তার মূলে কুঠারাঘাৎ করা হইবে। স্বাধীন ভাবে চিন্তাকর, অথচ সকল বিষয়ে এক পথে চল, এক মতাবলম্বন কর, ইহা একান্ত অসার কথা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার সম্পূর্ণ সমাদর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পরলোকের অস্তিত্ব, ও উপাসনা এই তিনটি মূলসত্য আমাদিগের সকলের ঐকান্তিক। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সামাজিক সকল প্রকার মতসম্বন্ধে আমাদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

মতসম্বন্ধে উদারতা নিতান্ত প্রয়োজন; কিন্তু ইহারও অপব্যবহার আছে। উদারতা ও উদাসীনতা এক নহে। অনেকে উদারতার ভাণ করিয়া বাস্তবিক উদাসীনতা অবলম্বন করেন। কোন ব্যক্তি একটি অসত্যমত গ্রহণ করিয়াছে দেখিলে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? পূর্ব্বেও যেমন তাহাকে ভালবাসিতাম এখনও সেই রূপ ভাল বাসিব। ভালবাসার লেশমাত্র লাঘব হইবে না। যেখানে মতভেদ দেখিলে হৃদয়ভেদ হয়, এবং ভিন্ন মতাবলম্বীর উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়, সেখানকার অবস্থা যারপর নাই শোচনীয়; কিন্তু আবার যেখানে মতভেদ দেখিলে লোকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে, একজন ভ্রাতা অসত্য পথ অবলম্বন করিলেন দেখিয়া হৃদয়ে ক্লেশ অনুভব না হয়, সেখানকার অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। আমরা এই চাই যে, কাহারও সহিত যখন মতের ভিন্নতা হইবে তখন তাহার সহিত বিন্দুমাত্র আত্মীয়তার হ্রাস হইবে না, অথচ নিজে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি তাহা প্রাণপণে সমর্থন করিব, এবং ভিন্ন মতের অসারত্ব সহস্র প্রকারে প্রদর্শন করিব। যে ভ্রাতা ভ্রমাত্মক মত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার প্রতি প্রেমপূর্ণ, অথচ তাঁহার মতের প্রতি খড়গহস্ত; এই রূপ হওয়াই আমাদিগের সকলের একান্ত কর্ত্তব্য।

সহজ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক এই তিন উপায়ে যে কোন বিষয় আমরা নিশ্চিত কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাকেই আমরা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া মনে করি। তাহাই মনে করা উচিত। যাহা কিছু সত্য, তাহা ঈশ্বরের সত্য। যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। নতুবা কর্ত্তব্যের অন্য কোন অর্থ নাই। "চুরি করিও না; পরোপকার কর," যেমন ঈশ্বরের আদেশ, "বাল্য বিবাহ করিও না" সেইরূপ ঈশ্বরের আদেশ। একটি আদেশ বিবেকের মধ্য দিয়া আসিল, আর একটি শারীরতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের মধ্য দিয়া আসিল। বিজ্ঞানের কথায় যখন বিবেক সায় দেয়, তখনই তাহা আদেশের আকার ধারণ করে। আমরা আদেশের মতকে উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, আমরা মনে করি যে, ঈশ্বরাদেশে বিশ্বাস ভিন্ন ধর্ম্মে বিশ্বাস অসম্ভব। ঈশ্বরের আদেশ পালনেরই অপর নাম ধর্ম্ম। কখন সহজ জ্ঞান, কখন বুদ্ধি, কখন বিবেকের নিকট হইতে আদেশ পাই। উপাসনা করিতে বসিয়া আদেশ পাওয়া যায়, আর বিজ্ঞান চর্চ্চায় আদেশ পাওয়া যায় না? বিজ্ঞান যাহা কিছু মনুষ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়া দিতেছে, সকলই ঈশ্বরের আদেশ। যে কোন মূল হইতেই জ্ঞান লাভ হউক না, যখন বিবেক আসিয়া তাহাতে সায় দেয়, তখনই উহা আদেশ। তত্ত্বকৌমুদীতে আদেশ মতের বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা উহার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে মাত্র। বাবু কেশবচন্দ্র সেন আদেশের মত লইয়া যে প্রকার যথেচ্ছব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে নীরব থাকা কোন ক্রমেই

উচিত বোধ হয় না। সকল ব্রাহ্মসমাজ স্পষ্টাক্ষরে বলুন, ঐ প্রকার ব্যবহারের প্রতি তাঁহাদের লেশ মাত্র সহানুভূতি নাই।

জীবন।

যতক্ষণ নিশ্বাস প্রশ্বাসত্যাগ করি, ততক্ষণ আমরা জীবিত এবং ততক্ষণই আমাদের জীবন আছে এই কথা সচরাচর শুনা যায়। যতক্ষণ কার্য্য করি ততক্ষণই আমরা জীবিত, যাহাদের চিন্তা শক্তি অধিকতর মার্জ্জিত তাঁহারা এই কথা বলেন। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরসহবাসে থাকিয়া তাঁহার সেবা করি ততক্ষণই আমরা জীবিত, ভগবদ্ভক্তগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। এই তিন ব্যক্তির কথাই সত্য। "তরবোপি হি জীবন্তি, জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ," তরুগণও জীবন ধারণ করে, মৃগপক্ষিগণও জীবন ধারণ করে, ইহাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয় এবং ইহারাও শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, ইহারাও কার্য্য করে, সুতরাং ইহারাও জীবিত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বৃক্ষাদির ন্যায় জীবন ধারণ করি এবং পশু পক্ষীর ন্যায়ও জীবন ধারণ করি, কিন্তু এই ভৌতিক জীবন অপেক্ষা আমাদের একটী উন্নত জীবন আছে, তাহা আর কাহারও নাই। বৃক্ষ লতাদির সহিত আমাদের জীবনের এই সাদৃশ্য যে, তাহাদের ন্যায় আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ক্ষয় আছে, পশুদিগের সাদৃশ্য শারীরিক ক্রিয়া—"আহারনিদ্রাভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্"—এই সকল কার্য্যেও উভয়ের মধ্যে বৈশেষিকতা দেখা যায়, কিন্তু তথাপি কার্য্যগুলি একই প্রকার। যদি কেহ আমাদিগকে এ প্রকার অবস্থায় রাখে যে তাহাতে এইরূপ কয়েকটী কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই করিবার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে কয় ব্যক্তি সে অবস্থায় তৃপ্ত থাকিতে পারে? বোধ হয় বন্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যাহারা গ্রাম নগরে বাস করে, তাহাদের মধ্যে এক জনও এ অবস্থা তৃপ্তির অবস্থা মনে করে না। মনুষ্য অত্যন্ত জঘন্য হউক না, কিন্তু পশু হইতে চাহে না। তাহার শরীর পশু হইবার উপযুক্ত নহে; তাহার মন, তাহার ইচ্ছা, তাহার ভাব, তাহার শক্তি অত্যন্ত অনুন্নত আদিম অবস্থাতেও পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য শিশুর চক্ষু দেখিয়াছ? তাহাতে জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি দেব ভাব কি দেখ নাই? সেই গভীরদর্শী কবি বলিয়াছেন যে মনুষ্য কীট এবং মনুষ্য দেবতা! এই জন্যই ত জগতে মনুষ্যপূজা হইয়াছে। কিন্তু কাহারা মনুষ্যকে পূজা করে? যাহারা সেই পরমদেবতাকে দেখে নাই; যাঁহার ইচ্ছার ইঙ্গিতে কোটি কোটি মনুষ্যের উৎপত্তি হয়, তাঁহার মহত্ব যাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

মনুষ্যজীবন বড় দুর্লভ সামগ্রী। দেবভাব লাভ করার ন্যায় আর পরম অধিকার কি হইতে পারে? এমন জীবন যদি বিফলে যায়, তাহা অপেক্ষা আর দুর্ভাগ্যের বিষয় কি আছে? সেই জন্য মানব জীবনের সার্থক্য লাভ করিবার নিমিত্ত সকলেই অভিলাষ করে। কত প্রকার মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য লোকে ব্যস্ত। কেহ তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন দিতেছেন; কেহ ভগবত্তত্ব নিরূপণ করিবার জন্য সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া আছেন; কেহবা কর্ম্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ললাটের স্বেদ দ্বারা শরীরকে স্নাত করিতেছেন। যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার আদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, তিনি সেই পরিমাণে কৃতার্থ হয়েন। জীবনের দায়িত্ব অতিশয় মহৎ। সম্পূর্ণ দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া কার্য্য করিতে পারে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু দায়িত্ব জ্ঞানশূন্য লোকও নাই। আমরা যাহাতে সেই দায়িত্ব বুঝিতে পারি, সেই জন্য আমাদের উৎসব, সেই জন্য আমাদের সাধনা ভজনা। এই উৎসবের অবসানে আমরা সেই গভীর প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের কতকাল চলিয়া গেল, কিন্তু আমরা কতদূর প্রকৃত জীবনের আদর্শানুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলাম। অদ্য আমরা জীবনের এক একটী দেশ অনুসন্ধান করিয়া দেখি। প্রথমে আমাদের আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করি। তাহার যে সকল দেব ভাব আছে, তৎসমূহ আমাদের দ্বারা কতদূর উন্নত হইল অথবা কি পরিমাণে বিনষ্ট হইল। প্রেম, দয়া, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, পবিত্রতা, আত্মার এই সকল স্বর্গীয় অলঙ্কার আমাদের হস্তে মলিন হইল কি না? এ সকল উপযুক্ত পাত্রে বিহিত পরিমাণে সমর্পিত হইতেছে কি না? যাহাতে ইহারা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার জন্য আমরা কতদূর সাধন করিতেছি? যাহাতে এ সমস্ত স্ফূর্ত্তি হীন, প্রভা শূন্য হয় সে প্রকার আচরণ বা কত করিলাম? এই বিষয় যদি চিন্তা পথে না আসে তবে জীবন শোভাহীন হইবে। অত্যন্ত সচেতন ও জাগ্রৎ না থাকিলে এ সমস্ত মহামূল্য রত্ন অপহৃত হইবার আশঙ্কা পদে পদে রহিয়াছে। প্রতিদিন, প্রতি রজনী, কত অপহৃত হইতেছে, কিন্তু আমরা কি সেই রত্ন-ভাণ্ডার অন্বেষণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখি? যদি এক দিন এক একটী করিয়া মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে জানিতে পারিব কতগুলি আছে, কতগুলি বা অপহৃত হইয়াছে। নতুবা আত্মার শোভা, তাহার আকর্ষণী শক্তি নাই কেন? পুষ্পোদ্যানে যদি পুষ্প না থাকে, তাহার আকর্ষণ থাকে না। আমাদের জীবন লোককে কেন আকর্ষণ করিতে পারে না তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব এই। ভগবৎ প্রেম অন্যের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে। যখন দেখিতেছি অন্যের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত হইতেছে না, তখন ইহাই স্থির যে আমার হৃদয়ে প্রেম নাই। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতার সংক্রামক শক্তি আছে, একটী হৃদয়ে উহা প্রবেশ করিতে পারিলে অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হয়।

পরে, কার্য্যের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি, অন্তরে যদি দেবভাব থাকে তাহা কার্য্যে প্রকাশিত হয়, যদি দৈত্যভাব থাকে তাহাও কার্য্যে প্রকাশিত হয়। দেবতার কার্য্য আসুরিক হয় না এবং অসুরের কার্য্য দেববৎ হয় না। অন্তরে যে ভাব প্রবল থাকিবে তাহার ছবি কার্য্যে প্রকাশিত হইবে। যদি অন্তরে অভিমান, অহঙ্কার, স্বার্থ প্রবল হয়,

কার্য্যদ্বারা লোকের মন আকৃষ্ট হইবে না। আপনার সর্ব্বনাশ ত হইল, অন্যেরও সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা। ধর্ম্মভাব যেমন সংক্রামক, অধর্ম্মভাবও সেইরূপ সংক্রামক। ব্রাহ্ম! খেদ করিতেছ যে এত করিলে তথাপি জয়লাভ করিতে পারিলে না? তোমার পরাজয়ই তোমার কার্য্যের অপ্রশস্ততা, অসরলতার প্রমাণ; তাহার কারণ আপনার অন্তরে অন্বেষণ কর, এবং যদি অন্তরকে বিশুদ্ধ করিতে পার, আর খেদ করিতে হইবে না। কবি অতি গভীর সত্য বলিয়াছেন,

"Life is real, life is earnest"

জীবনে যদি সরলতা ও ধর্ম্মানুরাগ না থাকে, কার্য্য কি প্রকারে লোকের মন আকৃষ্ট করিবে? অনুরাগপূর্ণ সরল সৎকার্য্য, পবিত্র অনুরাগপূর্ণ সরল হৃদয়ের ফল। যখন জীবন বৃক্ষে এই সকল সুন্দর সুমিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, তখনই তাহার সার্থক্য হয়। প্রথমে হৃদয়কে নিস্বার্থ ও পবিত্র অনুরাগ দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর; হস্তকে সর্ব্বদা প্রভুর সেবাতে নিযুক্ত রাখ, আলস্যকে মহাপাপ স্বীকার কর। নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি আত্মঘাতী; নিদ্রিতাবস্থা মৃত্যুর অবস্থা; কিন্তু যতক্ষণ সৎকার্য্যে নিযুক্ত থাকি, ততক্ষণই জীবিত থাকি। যাঁহারা কেবল চিন্তা, ধ্যান, তপস্যাকেই জীবন বলেন, তাহারা জীবনের এক দেশ দৃষ্টি করেন। পরমেশ্বরের সংসার একটী প্রকাণ্ড কার্য্যক্ষেত্র, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কার্য্যের আরম্ভ হয়, মৃত্যুকালে ঐহিক কার্য্যের শেষ হয়, ইহার মধ্যে আর বিরাম নাই। জননীর পবিত্র কার্য্য যদি বৃথা হয়, তবে সংসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে পারিলাম না। কৃষকের সবল হস্ত যখন অনুরাগের সহিত স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা ঈশ্বরের কর্ম্মই করে। কিন্তু এই কর্ম্মের মূলে যাহা প্রয়োজন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। জাগ্রদবস্থায় কর্ম্ম না করিলে প্রভুর কর্ম্ম করা হয় না। আমাদের নিজের কর্ম্ম কিছুই নাই, কেবল প্রভুর আজ্ঞা পালনই আমাদের কর্ম্ম। কেবল যন্ত্রের ন্যায় হস্তপদ চালনা করিলে মনুষ্যোচিত কর্ম্ম করা হইল না। যন্ত্র কাহার কার্য্য করে এবং কেন করে তাহা জানে না। সে পরম অধিকার কেবল মনুষ্যেরই আছে। বিধাতাকে কোটি কোটি বার প্রণাম করি যে তিনি আমাদিগকে এই পরম অধিকার দিয়াছেন যে, তাঁহার কার্য্যে জীবন ক্ষয় করি।

প্রেম ও ভক্তি।

যে পরমেশ্বর ক্ষুধা দিয়াছেন, তিনিই অন্ন দিয়াছেন, যিনি তৃষ্ণা দিয়াছেন, তিনিই জল দিয়াছেন, এই প্রকার শরীরসম্বন্ধে যেরূপ, আত্মা সম্বন্ধেও অবিকল তাহাই। যিনি জ্ঞানৈষণা দিয়াছেন, তিনিই সত্য দিয়াছেন, যিনি প্রেম ও ভক্তি দিয়াছেন, তিনিই তাহার উপভোগ্য বিষয় সৌন্দর্য্য ও মহত্ব দিয়াছেন। প্রেমের বিষয় সৌন্দর্য্য, ভক্তির বিষয় মহত্ব।

বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেম পরিতৃপ্ত হয়। সুনীল আকাশে শারদ চন্দ্রমা, সরোবরশায়ী শতদল, স্রোতস্বতীর নির্ম্মল লহরী, অভ্রভেদী গিরিচূড়া, নরনারীর সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া প্রীতি চরিতার্থতা লাভ করে।

কিন্তু কেবল বহির্জ্জগতেই কি প্রীতি বদ্ধ। অন্তর্জ্জগতই উহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্র। আমরা বলিয়াছি যে প্রীতির উপভোগ্য বিষয় সৌন্দর্য্য। বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্য লোক বুঝিতে পারে; অন্তরের সৌন্দর্য্য আবার কিরূপ? যাঁহার দৃষ্টি কেবল বাহিরেই বদ্ধ নহে, তিনিই জানেন যে অন্তর্জ্জগতে যে সৌন্দর্য্য পরিপ্লুত হইয়া রহিয়াছে, তাহার তুলনায় বাহিরের সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ ব্যতীত যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যের কল্পনা করিতে পারে না সে নিতান্ত কৃপা পাত্র। সাধু হৃদয়ের গাম্ভীর্য্যে, দয়ালুর পরহিতৈষণায়, স্বদেশপ্রেমীর স্বার্থ-ত্যাগে, বালকের নির্দ্দোষিতায়, সাধ্বীসতীর পবিত্র প্রেমে, যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, সে যথার্থই অন্ধ। চরিত্রের সৌন্দর্য্যের নিকট, গোলাবের সৌন্দর্য্য কোন্ ছা'র।

প্রেমের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র অন্তরে। ব্রাহ্মধর্ম্ম উপদেশ করিতেছেন যে পরমেশ্বরকে হৃদয়ের সমুদয় প্রেম অর্পণ কর। সৌন্দর্য্য যদি প্রেমের বিষয় হয়, তবে নিরাকার ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য কিরূপে অনুভব করিব? দয়া, প্রেম, পবিত্রতায় যদি সৌন্দর্য্য থাকে, তবে যাঁহার অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পবিত্রতা তাঁহার তুল্য সুন্দর আর কে আছে? তিনি নিরবদ্য সৌন্দর্য্যসার। চিরদিন সাধুহৃদয় সেই সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ।

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও মনুষ্যের প্রতি প্রেমই ধর্ম্ম। সৌন্দর্য্য দেখিয়া যদি প্রেম হয়, তবে মানুষের কি সৌন্দর্য্য আছে? সুশ্রী, সাধু, জ্ঞানী ব্যক্তির অবশ্য সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু কুৎসিৎ কদাচার পাষণ্ডের সৌন্দর্য্য কোথায়? মনুষ্যকে প্রেম করার অর্থ মনুষ্যমাত্রকে প্রেম করা। সুশ্রী বলিয়া, জ্ঞানী বলিয়া, ধার্ম্মিকবলিয়া প্রীতিকরার নাম মনুষ্যপ্রেম নহে। লক্ষ মনুষ্যের মধ্যে এক জনকে ভাল বাসিলে মনুষ্য জাতিকে ভালবাসা হয় না। মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসার নাম মনুষ্যপ্রেম। রূপ গুণ বিচার না করিয়া, স্বপক্ষ বিপক্ষ গণনা না করিয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। কিন্তু প্রেমের বিষয় সৌন্দর্য্য; মনুষ্যমাত্রেই কি সৌন্দর্য্যের আধার?

যে ব্যক্তি মনুষ্য মাত্রেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না, সে অদ্যাপি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ক, খ, শিক্ষা করে নাই। প্রত্যেক আত্মার অভ্যন্তরে সুগভীর সৌন্দর্য্য সাগর অবস্থিতি করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রত্যেক আত্মার সারভাগ; সুতরাং সৌন্দর্য্য প্রত্যেক আত্মার চিরঅধিকার।

জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা অস্ফুটভাবে প্রত্যেক আত্মাতে যে স্থিতি করিতেছে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। এমন মনুষ্য কি কেহ আছে যাহার আত্মাতে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা কিয়ৎ পরিমাণেও বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। যে ব্যক্তি কঠোর হৃদয় নরহন্তা, সেও যাহাকে ভাল বাসে তাহার জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে,

এই স্বার্থত্যাগে তাহার প্রকৃতিনিহিত দেবত্ব প্রকাশ পায়। ঘোর পাষণ্ড যখন আপনার শিশুসন্তানের মুখচুম্বন করে, চিন্তাশীল তখন তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হন। মনুষ্যের তো কথাই নাই, পশু পক্ষির প্রকৃতি-তেও গভীর সৌন্দর্য্য বিদ্যমান। সমস্ত জীবজগতে যে অদ্ভুত মাতৃস্নেহ প্রতিনিয়ত অসহায় শিশুকুলকে রক্ষা করি-তেছে, তাহার শোভা দেখিয়া যে বিমোহিত না হয়, সে নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

যে জন্য ঈশ্বরকে প্রীতি করি, সেই জন্যই মনুষ্যকে প্রীতি করি; উভয়েরই মূলকারণ এক। মূলকারণ এক হইলেও, এ বিষয়ে আর একটি কথা আছে। প্রেমের আনু-ষঙ্গিক এই এক নিয়ম যে, যে যিনি প্রেমের আস্পদ, তাঁহার সম্পর্কীয় যাহা কিছু তাহা প্রেম আকর্ষণ করে। প্রিয়বন্ধুর সম্পর্কীয় যাহা কিছু, তাঁহার সন্তান, তাঁহার পুস্তক সকলই স্বভাবতঃ প্রেম আকর্ষণ করে। সাধ্বীসতী প্রিয় পতির পত্র খানিকেও চুম্বন করে। ঈশ্বর যাঁহার প্রিয় ঈশ্বরের জগৎ তাঁহার প্রিয়। জড়, উদ্ভিদ, পশু পক্ষী, মনুষ্য সকলই তাঁহার প্রিয়। সূর্য্যের আলোকে যেমন চন্দ্র আলোকিত, সেই রূপ ঈশ্বর প্রেমে জগৎ প্রেমাস্পদ।

ভক্তির বিষয় মহত্ত্ব। ঈশ্বরের অনন্ত মহত্ত্বে ভক্তি চরি-তার্থ হয়; মনুষ্যের পরিমিত মহত্ত্বেও পরিমিত তৃপ্তি লাভ করে। যে কারণে ঈশ্বরকে ভক্তি করি, সেই কারণেই মহৎ লোককে ভক্তি করি। সুতরাং ঈশ্বরভক্তি ও সাধুভক্তি উভয়ই সমান স্বাভাবিক। সাধুভক্তির অপব্যবহারেই দোষ। কোন নিষ্ঠুর দৈত্য সৃষ্টি কর্ত্তা হইলে কেহ তাহাকে ভক্তি ও প্রীতি করিত না। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার যে সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব রহিয়াছে তাহাতেই প্রেম ও ভক্তির উৎপত্তি।

হিমালয় দেখিলে কাহার হৃদয় না স্তব্ধ হয়? প্রকৃত মহত্ত্ব দেখিলে কে না আকৃষ্ট হয়? যথার্থ মহৎলোকের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিলে কে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারে? মহৎলোককে ভক্তি করিতে হইবে, কিন্তু সেই ভক্তির অপব্যবহারেই অনিষ্ট। সাধুভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি এক সূত্রে গ্রথিত।

ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ।

দ্বাবিংশ উৎসব।

শুক্রবার ২২শে অগ্রহায়ণ রাত্রি ১৮০০ শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

বহু দিন গত হইল একবার পদব্রজে চট্টগ্রাম গমন করিয়াছিলাম। তথায় গমন কালে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সঙ্ঘটন হইয়াছিল। অদ্য আমি তাহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হই-য়াছিলাম। সীতাকুণ্ডের নিকট পর্ব্বতপার্শ্বে নিদ্রিত হই। শরীর ক্লান্ত ছিল, শীঘ্রই নিদ্রা হইল। তখন কি দেখিলাম! আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই যে নক্ষত্র মণ্ডল কত বৃহৎ কল্পনা করা যায় না, এই সমস্ত বৃহদাকার নক্ষত্র এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার সম্মুখে ঘোর বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাহার পশ্চাৎ দেশে দেখিলাম এক মহান্ পুরুষ। এই দৃশ্য আমি আর অধিক বার দেখিতে পারিলাম না, তখন সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কে? পরিচয় দাও।" তিনি বলিলেন আমি পুরুষ, আর যাহা দেখিতেছ ইহা প্রকৃতি। প্রাচীন গ্রন্থে পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা কথা পাঠ করিয়াছি। এই ব্যাপারে আমার হৃদয়ের এক দ্বার উন্মুক্ত হইল। ঈশ্বরের সম্বন্ধে পুরুষ ও প্রকৃতি কি? পুরুষ সত্তা মাত্র। সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম ইহা পুরুষ, এই পুরুষের মহিমা বর্ণনাতেই উপনিষদ ও শ্রুতি পূর্ণ। এই সকল গ্রন্থের মতে পুরুষ ও প্রকৃতি এক। তাঁহারা প্রকৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া-ছিলেন কিন্তু তাঁহারা উহা পৃথক্ বলেন না। বস্তুতঃ তাহা নয়, এই দীপ জ্বলিতেছে, ইহার দাহিকা শক্তি তেজপ্রযুক্ত: তাহা ইহার পুরুষ। এই যে জগৎ ইহা পরমেশ্বরের শক্তির বিকাশ মাত্র। সুতরাং ইহারা পুরুষ নহে।

নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন, কত অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছে, তাহার উপর অনন্ত আকাশ, তাহার উপর কি, আমরা বলিতে পারি না। এইরূপ অনন্ত আকাশ, অনন্ত সৌরজগৎ রহি-য়াছে। ইহা যে কি শক্তির ব্যাপার তাহা আমাদের ধারণা-তীত, মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। এই যে বায়ু যাহার এত ক্ষমতা তাহাও, সেই শক্তি যাহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান তাহার সহিত তুল-না করিলে অতি সামান্য। এই যে প্রকৃতি ইহা কি? না সেই পূর্ণ শক্তি প্রকৃতির বিকাশ মাত্র। বায়ু বহে, মৃত্যু সঞ্চরণ করে, অগ্নি দাহন করে, যথা সময়ে ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়, এ সকল ব্যাপার কি? এ সমস্তই সেই পরম শক্তির দ্বারা নির্ব্বাহ হইতেছে। কোন অজ্ঞ লোক বাষ্পীয় যন্ত্র দেখিয়া মনে করিতে পারে, ইহা আপনার ইচ্ছা এবং শক্তিতেই চলি-তেছে। বাস্তবিক তাহা নহে, বাষ্পীয় শকট কোন লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়। তদ্রূপ এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাহা সেই অনন্ত শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তিনি সকল শক্তির মূলে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই জন্য প্রাচীন শাস্ত্রে ঈশ্বরকে সর্ব্বগ বলা হইয়াছে। তিনি সমস্ত বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার প্রকৃতির বিকাশ। প্রাচীনেরা পুরুষ ও প্রকৃতির আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা একত্রে আলোচনা করেন নাই, পৃথক্‌ভাবে করিয়াছেন, সুতরাং কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। আমাদিগকে এই উভয় প্রকৃতি ও পুরুষকে একত্রে আলোচনা করিতে হইবে। আমরা যদি শুদ্ধ পুরুষ-রূপে ভোগ করি, আমরা কর্ম্মকে ঘৃণা করিব, আমাদের মন জীবন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। এই পুরুষ ও প্রকৃতির একত্রে সাধনাই পূর্ণধর্ম্ম। যাঁহারা প্রকৃতি সাধনা করেন, তাঁহারা পরম আনন্দ লাভ করেন, এই জন্য সৃষ্টি অবধি প্রকৃতির স্তুতিবাদ

হইয়াছে। যে দিকে চাই দেখি, এই প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া ইহাদের মধ্য দিয়া সেই মূল শক্তিতে উপস্থিত হইতে হইবে। আমরা কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব, না পুষ্পের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা যদি তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা আলোচনা করি, তাঁহার সৌন্দর্য্য একবার দর্শন করিতে পারি, আমরা চিরমুগ্ধ হইব আনন্দে প্রাণ আপ্লুত হইব। ইহা কল্পনা নয় সত্য কথা। একবার তাঁহাকে দর্শন করিলে প্রাণ আর ফিরিবে না। চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতের মহানুভাব, উচ্চতা, সমুদ্রের গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে, ক্ষুদ্র বৃহৎ সৃষ্টির সকল বস্তুতে সর্ব্বত্র তাঁহার সৌন্দর্য্য ও শক্তি, জ্ঞান ও করুণা অন্বেষণ কর। ইহাদের মধ্যে সেই জাগ্রত দেবতাকে অন্বেষণ কর। সর্ব্বত্রই তিনি, সকল পদার্থেই তাঁহার পুরুষত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্যের মধ্যেও তাঁহার পুরুষত্ব প্রকাশিত, এজন্য স্ত্রীলোক তাঁহার শক্তির এক বিশেষ বিকাশস্থল। এই হেতু আমাদের দেশীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে "শক্তি" বলিয়াছেন। যদি পরমেশ্বরের মহত্ব দেখিতে চাও, স্ত্রীজাতির মধ্যে তাঁহার মহত্ব দর্শন কর। আমাদের দেশস্থ ও বিদেশস্থ সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মাতৃবৎ দর্শন কর। বিহঙ্গমকণ্ঠে যেমন মধুরতা, বামা কণ্ঠেও তেমনই মধুরতা আস্বাদন করিতে পারা যায়।

অনেকে বলেন পরমেশ্বরের দর্শন পাওয়া যায় না, আমি বলি আমরা যেমন ঈশ্বরের দর্শন পাইতে পারি অন্য বস্তুর তদ্রূপ নয়। তিনি ধ্রুব সত্য, একবার বিশ্বাস নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইলে তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হন, তাঁহার সে গম্ভীর সত্তার সহিত তুলনায় এই ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব কল্পনা হইয়া পড়ে। আমরা যেখানে যে শক্তি দেখি তাহাতে তাঁহাকে পুরুষরূপে ও যে সৌন্দর্য্য দেখি, সেখানে তাঁহাকে প্রকৃতিরূপে আমরা দর্শন করিতে পারি। আমরা যাহাতে স্ত্রীজাতিকে পরম প্রকৃতি রূপে দর্শন করিতে পারি, তজ্জন্য যত্নবান হই, তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইব। বন্ধুগণ! আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা স্বপ্ন নহে, একটী ঘটনা। আমি অনুরোধ করিতেছি আপনারা এই প্রকৃতি পুরুষ পূজার ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করুন। বন্ধুগণ! আপনারা যদি আপনাদের গৃহলক্ষ্মীর, সেই আদ্যাশক্তির পূজা না করেন, তাঁহাদিগকে যদি প্রকৃতিরূপে সম্মান না করেন, তাঁহাদের মুখচ্ছবিতে সেই প্রকৃতিকে দর্শন না করেন, তাহা হইলে জীবন মধুময় হইবে না; তোমার গৃহ শ্মশানে পরিণত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ যদি এইটী প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, এই আদ্যাশক্তির, মূল প্রকৃতির পূজা করিতে পারেন, তাহা হইলেই ব্রাহ্ম ভারতবর্ষের একটী প্রকৃত অভাব মোচন করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ নূতন সত্য কিছুই প্রচার করিতে পারিতেছেন না। আমি অদ্য যে প্রকৃতি পূজার কথা বলিলাম তাহাও পুরাতন। তবে তাহা অদ্য যে ভাবে বলা হইতেছে, সে ভাবে পূর্ব্বে বলা হয় নাই। পূর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তি, কোন কোন ভাবে প্রকৃতির পূজা প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা অন্যরূপ। আমাদের জীবন স্বতন্ত্র প্রকারের, আমরা মুখে সতীর সম্মান করি, বক্তৃতা করি, কিন্তু আমাদের জীবন কেমন হীন। তাহার কারণ এই, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের জীবন উন্নত নয়। আমরা তাঁহাদিগকে প্রকৃতরূপে সম্মান করিতে পারি না, পূজা করিতে পারি না। সুতরাং তাঁহারা যখন আমাদের হৃদয়ের বিরোধী হন, আমরা তাঁহাদের অনুরোধে স্খলিতপদ হই। অতএব আমরা যাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতির পূজা করিতে পারে, সেই আদ্যাশক্তির পূজা করিতে পারি, সেরূপ তপস্যায় নিযুক্ত হই। আমরা তখন বাহিরে কর্ম্ম করিব বটে, কিন্তু আমাদের প্রাণ বাড়ীর জন্য ব্যস্ত থাকিবে। কখন গৃহে যাইব, সেই গৃহলক্ষ্মীর মুখশ্রীতে ঈশ্বরের প্রকৃতি দর্শন করিয়া পূজা করিব। আমি পুনরায় বলিতেছি, বন্ধুগণ! আপনারা যদি নারী-জাতীকে সম্মান না করেন, তাঁহাদিগকে পবিত্র চক্ষে না দেখেন, প্রকৃতরূপে তাঁহাদের পূজা না করেন, আপনাদের আত্মার মঙ্গল হইবে না। গৃহ শ্মশান হইবে, ভারতবর্ষের দুর্গতির অপনয়ন হইবে না। আমরা আমাদের গৃহিনীদিগকে হয়তো সম্মান করি না, শ্রদ্ধা করি না, বিশ্বাস করি না। এরূপ গৃহে ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে না; তাহা পাপ, শোক, দুঃখের চিরনিবাস। অতএব আমরা যদি স্ত্রীজাতিকে প্রকৃতিরূপে পূজা করি, আমাদের সুখশান্তি লাভ হইবে, আমাদের গৃহে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ঢাকা-পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২২শে মাঘ ১৮০০ শক।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশের সারাংশ।

বিনয় এবং মহত্ব সুশোভিত হইলে সাধকের জীবন কেমন সুন্দর হয়, মহাত্মা চৈতন্যের জীবনে তাহা আমরা দেখিতে পাই। চৈতন্যচরিতামৃতহইতে কিয়দংশ সে সম্বন্ধে পাঠ করিতেছি।

গ্রন্থকার আশ্চর্য্যরূপে চৈতন্যের বিষয় এবং আর্ব্বিভাব প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ চৈতন্যের বিনয় সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, অদ্বৈত মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে নানা দৃষ্টান্ত ও তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিত আছে। অদ্বৈত মঙ্গল হস্তলিখিত, মুদ্রিত হয় নাই, এ গ্রন্থ দুই তিন খানির অধিক নাই, এবং ইহা অতি যত্নে রক্ষিত। যাঁহারা এই গ্রন্থ রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন বিধর্ম্মীদিগকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে দিবে না। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি দুই বার পাঠ করিতে পারিয়াছিলাম। কেন না এ গ্রন্থ পাঠ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন। অদ্বৈতমঙ্গল হইতে আমি চৈতন্যের সত্যনিষ্ঠার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। অদ্বৈত গোস্বামীর নিবাস শ্রীহট্ট জেলায় ছিল। ইনি পরম পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অনেক স্থান ভ্রমণ, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া শেষে শান্তিপুরে বাস করেন। অদ্বৈত গোস্বামী চৈতন্যের অনেক পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এক দিকে যেমন পরম পণ্ডিত, অন্য

দিকে তেমনই পরম যোগ্য ছিলেন। হরিদাস প্রভৃতি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করেন। চৈতন্যের পিতা শ্রীনিবাসের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট জেলায় ছিল, তিনিও পরে শান্তিপুরে বাস করেন। চৈতন্যের পিতা এবং অদ্বৈত গোস্বামীর মধ্যে প্রণয় এবং বন্ধুতাছিল। চৈতন্য বাল্যাবস্থায় অদ্বৈতের গৃহে থাকিতেন। চৈতন্য অদ্বৈতকে গুরু বলিয়া সম্মান করিতেন। অদ্বৈতও স্নেহপরবশ হইয়া চৈতন্যকে গুরু বলিতেন। চৈতন্য যদিও বয়সে বালকছিলেন, কিন্তু জ্ঞানে তাঁহাকে প্রবীণ বলিতে হইবে। যৌবন কালেই চৈতন্যের জীবনে ভক্তির তরঙ্গ উঠিয়াছিল। অদ্বৈত এক দিন চৈতন্যকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "চৈতন্য! তোমার ভক্তি অতি সাত্ত্বিক, তোমার ভক্তিতে আনন্দ, পুলক, অশ্রুপাত, নৃত্য, রোমাঞ্চ, হুঙ্কার এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি হয়।

একদিন অদ্বৈত চৈতন্যকে ভাগবতের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে দিলেন। শ্লোকের চৈতন্য এই অর্থ বলিলেন, সেই হৃদিস্থিত ঈশ্বর আমার অন্তরে থাকিয়া যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করি। মনুষ্য সহস্র কলঙ্কিত হইলেও এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইতে পারি না যে, ঈশ্বরের একটী আজ্ঞাও পালন করে না, সুতরাং সম্পূর্ণ পাপী কেহ নাই। অদ্বৈত বলিলেন তবে যে, আর পাপ পুণ্যের বিচার থাকিতেছে না। চৈতন্য উত্তর করিলেন, মনুষ্যের পাপপুণ্য ইহাতে লোপ পাইবে কিরূপে? এশ্লোকের অর্থ ইহা নহে যে, মনুষ্য ঈশ্বরকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, তাঁহার সকল আদেশ পালন করিয়া সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়। কেননা মনুষ্য স্বাধীন, ঈশ্বর স্বাধীনপ্রভু, স্বাধীন দাসকে আজ্ঞা করিতেছেন সে তাঁহার সকল আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে পারে না। ঈশ্বর অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, আর মনুষ্য পরিমিত, ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল, সে কিরূপে অনন্তব্রহ্মের অনন্ত আদেশ পালন করিবে? তাহার মনে পাপ আছে, রিপু আছে, সুতরাং সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হইতে পারে না। ঈশ্বর আমার তত্ত্ব লইয়া থাকেন, তিনি আমাকে অবিরত কত দয়া করিতেছেন, আমি ডাকিলে আমার মলিন হৃদয়ে প্রকাশিত হন, আমার পাপ দুঃখ হরণ করেন, এই শ্লোকের অর্থ। চৈতন্য অত্যন্ত বিনয়ী এবং সত্য নিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বিনয়ের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থলে তাঁহার সত্যনিষ্ঠা কেমন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যাহাকে গুরু বলিয়া সম্মান করিতেন, সেই বৃদ্ধ যোগীর সমক্ষে কেমন অকুতোভয়ে আপনার যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সত্যকে রক্ষা করিলেন। চৈতন্যের জীবনের মধুরতা এবং দৃঢ়তা, বিনয় এবং সত্যনিষ্ঠা এই দুইটী আমাদের জীবনে চাই। তিনি সত্যনিষ্ঠার বলেই ধর্ম্ম প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের এই মহত্ত্ব যে, আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ঈশ্বরের আদেশ পালন করিয়া চলি। অনন্ত ব্রহ্ম যাহার উপাস্য সে অবশ্যই বিনয়ী হইবে। কিন্তু বিনয় যদি এইরূপ হয়, যদ্দ্বারা অসত্যের প্রতিবাদ করিতে পারা যায় না। ভ্রান্তমত, কলুষিত আচারকে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে সে বিনয়দ্বারা কখনই ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। এটী নিশ্চয় কথা। আবার কেহ যদি একান্ত উদ্ধত হন, কাহারও হৃদয়ে যদি বিনয় না থাকে, তবে সে হৃদয় শুষ্ক, সে কঠোর হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করিবেন না। অতএব আমরা যেমন বিনয়ী হইব, তেমনই সত্যনিষ্ঠ হইব। আমরা অসত্যের প্রতি খড়্গহস্ত হইব। ব্রাহ্মসমাজে যদি কোন ব্যক্তি বলেন, "আমি আমার পাপ পুণ্যের জন্য দায়ী নই, আমার সমস্ত কার্য্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী।" এইরূপে যদি কোন মনুষ্য আপনার পাপ, দুর্ব্বলতা ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইতে চাহেন, আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষী মনে করিব না। এইরূপ মত ব্রাহ্মসমাজের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। এইরূপ সাঙ্ঘাতিক মত আমরা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে দিব না। আমরা ক্ষুদ্র, অপূর্ণ, পাপী মনুষ্য, আমরা অনন্ত, পূর্ণ, পবিত্র ঈশ্বরের তত্ত্ব অতি অল্পই জানি। মনুষ্যের মত এবং কার্য্যের স্থিরতা নাই। অদ্য যিনি এক কথা প্রচার করিলেন, কল্য হয়তো তাহার বিপরীত কথা প্রচার করিবেন। আমি অদ্য আপনাদের নিকট যাহা বলিতেছি, ইহাতে আমার কত ভ্রম ভ্রান্তি থাকা সম্ভব, কেন না মনুষ্যের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, সুতরাং অপরিহার্য্য। অতএব "আমি আমার কোন কার্য্যের জন্য দায়ী নই, আমার সমস্ত কার্য্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী" এরূপ ভ্রমাত্মক ও মারাত্মক মতকে আমরা ব্রাহ্মসমাজে কখনই স্থান দিব না। আমরা এইরূপ মহত্ত্ব লাভ করিব, যাহাতে আমরা ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সত্য এবং মহত্ত্বকে রক্ষা করিতে পারি। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের পূজা হয়, এখানে মনুষ্যের কর্তৃত্ব নাই, ব্রহ্মই ব্রাহ্মসমাজের প্রভু, ব্রহ্মের সত্তাই আমাদের এক মাত্র অবলম্বন। আমরা অপূর্ণ মনুষ্য, আমাদের ভ্রম আছে, অতএব মান্য ব্যক্তি হউন, স্নেহাস্পদ ব্যক্তি হউন, তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজে কোন ভ্রান্তমত প্রচার করেন, আমরা তাহা দূরে নিক্ষেপ করিব। মনুষ্য চিরকালই অপূর্ণ, আমরা মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট আসিয়াছি। আমরা চিরকাল ঈশ্বরের নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিব। পরম সাধু হইলেও মনুষ্যের পাপ থাকিবে। কারণ মনুষ্য ভ্রান্ত, পরিমিত। সে যে পর্য্যন্ত মুক্ত না হয় ততদিন তাহার পাপ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু মুক্ত হইলেও তাহার ভ্রান্তি দূর হইবে না। মুক্তি কি? না আমাদের হৃদয়ের নানা প্রকার বন্ধন ছিন্ন হওয়া,—আমাদের হৃদয়ে যে সমস্ত আসক্তি—রিপু আছে তৎসমুদয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মুক্তি। পরমেশ্বরের উপাসনাতে এই মুক্তি লাভ হয়। প্রত্যেক মনুষ্যই স্বাধীন। স্বাধীনতা কি? না আমাদের হৃদয়ে যে সকল বৃত্তি আছে তাহাদের সামঞ্জস্যভাবে পরিচালনাই স্বাধীনতা। দয়ার স্থানে নিষ্ঠুরতা, ভক্তির স্থানে কঠোরতা প্রভৃতি বিরুদ্ধভাব যখন থাকে না, আমরা যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিচালিত হই, তখনই আমরা মুক্ত জীব। মুক্ত জীব হইলেই আমরা অভাবহীন হইলাম না, মুক্ত হইলেও আমাদের অভাব থাকিবে, অভাবকেই আমরা পাপ বলি। যাঁহারা পর্ব্বতারোহণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সম্মুখে যখন একটী শৃঙ্গ দেখা যায়, তখন মনে হয়

এই একটী শৃঙ্গের উপর উঠিলেই কায করিলাম; কিন্তু সেটীর উপর উঠিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পশ্চাতে অন্য এক শৃঙ্গ রহিয়াছে। আবার সেটীর উপর আরোহণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পশ্চাতে অন্য এক শৃঙ্গ রহিয়াছে। এইরূপ কত শৃঙ্গ রহিয়াছে সংখ্যা করা যায় না। এইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধেও মনুষ্য যখন একটী অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পরপারে কতকগুলি অভাব রহিয়াছে, এগুলি আয়ত্ত করিলে আবার আরও কত নূতন অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য এইরূপ অনন্তকাল উন্নত হইবে। মনুষ্য পরিমিত জীব, সুতরাং চিরকাল ইহার উন্নতি হইবে। ঈশ্বরই একমাত্র পূর্ণ, তিনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ পূর্ণ নাই, কোন কালে পূর্ণ হইবে না। সুতরাং মনুষ্য অনন্ত কাল অভাবশালী থাকিবে। এই সকল অভাবই পাপ। মনুষ্য যতই উন্নত হইতে থাকিবে অভাবও উচ্চতর হইবে। তখন সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ না করা, সর্ব্বত্র সকল সময়ে তাঁহাকে উপলব্ধি না করা, ভ্রাতার মুখ দর্শনে ঈশ্বরভক্তির উদ্রেক না হওয়া প্রভৃতি উচ্চতর অভাব সকল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। মুক্তি আর উন্নতি দুইটী ভিন্ন কথা। মুক্তি না হইলে উন্নতি আরম্ভ হয় না। মুক্তি কি? না পরমেশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা বা সমঞ্জসীভূত জীবন। পরমেশ্বরের দাসত্ব লাভই মুক্তি। শরীরের রোগ প্রথম দূর হইলে যেমন কান্তি হয়, সবল হয়, সেইরূপ আত্মার মুক্তি হইলে তাহার ক্রমিক উন্নতি আরম্ভ হয়। অতএব কোন মনুষ্য কোন কালেই নিষ্পাপ হইবে না, মনুষ্য চিরকাল আপনাকে অপরাধী বলিয়া জানিবেন এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। মনুষ্য যদি কখনও নিষ্পাপ হয়, সম্পূর্ণ অভাবহীন হয়, তাহা হইলে যে, প্রার্থনা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে। যাহার অভাব নাই, সে আবার প্রার্থনা করিবে কি? ব্রাহ্ম-সমাজ চিরকাল এই মত প্রচার করিতেছেন। যাঁহারা এমতে অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা মনুষ্যের অনন্ত উন্নতি অস্বীকার করেন। অতএব মনুষ্য কোন কালেই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং অভ্রান্ত অথবা কখনই সম্পূর্ণ পাপী এবং ভ্রমান্ধ হইতে পারিবে না। অতএব মনুষ্য-কৃত পাপ পুণ্যের জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন। মনুষ্য আপনিই আপনার কৃতকার্য্যের জন্য একমাত্র দায়ী। অতএব আমরা আমাদের পাপ পুণ্যের জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করি না। বিনীত এবং মহৎ হইয়া যাহাতে আমরা চিরকাল উন্নত হইতে পারি, ব্রাহ্মসমাজের এই মহানুভাব রক্ষা করিতে পারি, তাহাই আমাদের লক্ষ্য হউক।

ঈশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ।

যখন মনুষ্যের মনের অমার্জ্জিত অবস্থায় তাহাতে ধর্ম্মের ভাব প্রস্ফুটিত হয়, তাহা জড়োপাসনার আকার ধারণ করে। সকল অসভ্য অশিক্ষিত জাতির ধর্ম্মভাব এই প্রকার। বন্য-জাতি মাত্রেই বৃক্ষ প্রস্তরাদির পূজা করে। কিন্তু ইহার মধ্যেও অল্পে অল্পে জড়কে অতিক্রম করিবার প্রয়াস দেখা যায়। অসভ্য জাতিরা কোন কাল্পনিক প্রেতাদিতেও বিশ্বাস করিয়া তাহাদের প্রতিরূপস্বরূপ কোন পদার্থকে পূজা করিয়া থাকে। ক্রমে যখন মনুষ্য জড়োপাসনা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তখন ঈশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ করিতে আরম্ভ করে। তখন সম্পূর্ণ ঈশ্বর তত্ত্বের অনুভূতির অসমর্থতাহেতু মনুষ্য আপনার প্রকৃতি ও গুণ ঈশ্বরেতে আরোপ করে। হৃদয় ও মনের অনুন্নত অবস্থায় মনুষ্য নিরাকার চৈতন্য স্বরূপে মনঃ-সমাধান করিতে সমর্থ হয় না। এক জন অশিক্ষিত সাঁওতালকে নিরাকার চৈতন্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকে তাঁহার উপাসনা ও ধ্যান করিতে বল, সে তাহা পারিবে না। মনঃসমাধান, ধ্যান প্রভৃতি কার্য্য অনুন্নত মনের অধিকারের অতীত। কিন্তু সেই অসভ্য ব্যক্তিকে এক খানি চিত্রপট অথবা একটী দেবমূর্ত্তি দেও, সে অনায়াসে তাহার পূজা করিবে। মূর্ত্তি অথবা প্রত্যক্ষ কোন পদার্থ ব্যতীত অনুন্নত মনের ভাবোচ্ছাস হয় না। তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা এরূপ, যে বাহ্য অবলম্বন ব্যতীত তাহার মন ও আত্মা কার্য্য করিতে পারে না। কিন্তু কেবল অসভ্যাবস্থাতেই যে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অধিকার হীনকল্প থাকে তাহা নহে; অনেক সময়ে দেখা যায় সুসভ্য ও সুশিক্ষিত লোকেরাও নির্গুণ নিরুপাধিক উপাসনায় অসমর্থ হয়। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় গুণবিশিষ্ট না হইলে তাহার উপাসনা করা লোকের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। কত জাতি পৌত্তলিকতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াও অবশেষে আর এক প্রকার পৌত্তলিকতা আশ্রয় করিয়াছে। খৃষ্টীয় সম্প্রদায় চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ক্রমে অসমর্থ হইয়া, ঈশ্বরকে মর্ত্তে আনয়ন করিল, তাঁহাকে মনুষ্যের রূপ গুণ প্রদান করিল, তিনি আমাদের মত আহার, নিদ্রা, বিহার করিলেন, আমাদের ন্যায় কষ্টভোগ করিলেন; এবং মনুষ্যের পাপের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করা তাঁহার দয়ার পরাকাষ্ঠা হইল। অরূপী ঈশ্বরের অনন্তপ্রেম খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট হইল না, মানবীয় প্রেম এই প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল। এই জাতীয় পৌত্তলিকতা অতিশয় অনিষ্টকর। বর্ব্বর জাতি যখন জড়োপাসনা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পৌত্তলিক উপাসনা আরম্ভ করে, তাহার আত্মা উন্নতির সোপানে পদনিক্ষেপ করে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রকার পৌত্তলিকতা অবনতির লক্ষণ। এক জন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন যে পৌত্তলিকতা দুই প্রকার হইতে পারে। কখন পৌত্তলিকতা উন্নতির পরিচায়ক এবং কখন উহা অধোগতির চিহ্ন। অসভ্য জাতিরা যখন জ্ঞান-প্রেম-হীন জড়পদার্থের পূজা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের উপাস্য দেবতাকে জ্ঞান, প্রেম আরোপ করে, তখন তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তাহারা যদিও জড়পদার্থেরই পূজা করে, কিন্তু সেই পদার্থে জ্ঞান, প্রেম আরোপ না করিয়া করে না। ইহা আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষণ। কিন্তু কখন কখন মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা দুর্ব্বল হওয়ায় তাহারা আর চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বরের

পূজা করিতে পারে না। তখন তাহারা ঈশ্বরে মনুষ্যত্ব আরোপ করে। এই শেষ প্রকার পৌত্তলিকা আত্মার দুর্গতির লক্ষণ।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা আজ কাল এই ভাবের লক্ষণ দেখিতেছি। তাহা যে আকারে, যে নামে যে ভাবেই প্রচারিত হউক, তদ্দ্বারা এই আশঙ্কা হয় যে কালে ব্রাহ্মদিগের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি হইবে। আজ ঈশ্বরকে মানুষের মত কল্পনা করিতেছি, তাহাতে মনের আনন্দ হইতেছে, কাল তাঁহাকে মানুষের রূপ দিলে মনের আনন্দ আরও বৃদ্ধি হইবে। যাহাতে ভক্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি হয় তাহা করিলেই যদি ধর্ম্ম হইল, তবে জগদ্ধাত্রী রূপে সেই জগন্মাতা বাহুদ্বয় বিস্তৃত করিয়া বরাভয় দান করিতেছেন, তাঁহাকে এই প্রকার সাজাইলে ত আনন্দ ও ভক্তি আরও বৃদ্ধি হয়? আজ যাঁহারা কল্পনাতে বলিতেছেন "মা তুমি ওরূপ করমেসে হাঁসি কোথায় শিখিলে?" তাঁহারা দুই বৎসর পরে যে ঈশ্বরকে রূপ গুণ বিশিষ্ট করিবেন তাহার বিচিত্র কি? আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা, অভ্যাস, দেশীয় ভাবের অনুকরণ প্রভৃতি কারণে মনুষ্যের মন অল্পে অল্পে পৌত্তলিকতার সীমায় উপনীত হয়। বস্তুতঃ ধর্ম্মসাধন তত্ত্বের ইহা একটী দুরবগাহ্য সমস্যা। হয় মনুষ্য পূর্ণ মাত্রায় পৌত্তলিকতা গ্রহণ করিবে, নতুবা তাঁহার ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকের যেহেতু অতএবের সিদ্ধান্ত মাত্র হইবে। ইহার মধ্য পথ কি কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না? মনুষ্য কি হয় পৌত্তলিক না হয় তার্কিক হইবে? সে কি নিরাকার ঈশ্বরসাধন করিতে কখনই সমর্থ হইবে না? হায়! ব্রাহ্মধর্ম্ম! তুমি ত এই জন্যই ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমিইত আমাদিগের এই বিষম সমস্যা মীমাংসা করিবে বলিয়াছ; আমরা যে সেই আশায় আশ্বাসিত হইয়া আছি। ভারতের আর্য্য তপস্বীদিগকে চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের সাধনপথ দেখাইয়াছিলে, জগতের নিকট তাঁহারা এই সত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া কি তুমি আমাদিগকে বিশ্বাস অবলম্বন করিতে বলিতেছ? তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমরা হৃদয়কে আশ্বাসিত করিতেছি, উৎকণ্ঠিত মনকে সান্ত্বনা দিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান সভ্যের মধ্যে কেহ কেহ বারিষ্টরি ও ওকালতি ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ইহা ধর্ম্ম-তত্ত্ব সম্পাদকের একটি আক্রমণের বিষয় হইয়াছে তাঁহারা ওকালতি করেন; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বের মতে মিথ্যা কৌশল প্রয়োগ তাঁহাদের ব্যবসায়। আমরা একথা খণ্ডন করা আবশ্যক মনে করি নাই। কেবল আমরা ইহাই বলিয়াছিলাম যে, এই ওকালতি ব্যবসায় করেন বলিয়া এখন যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের আক্রমণের বিষয় হইয়াছেন, এক সময় তাঁহাদেরই মধ্যে কোন ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রচারকেরা কেহ কেহ সপরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তখন সেই অন্যায় উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিপালিত হইতে তাঁহাদের বিবেক তাঁহাদিগকে নিষেধ করে নাই। আমরা ইহাই প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এখনও যে সকল ওকালতি ব্যবসায়ী ভদ্রলোক রহিয়াছেন, তাঁহাদের "মিথ্যা কৌশল প্রয়োগ" দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করিতে তাঁহাদের লজ্জা হয় না। কেবল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের প্রতিই আক্রমণ।

এ বিষয়ে পুনর্ব্বার কিছু বলিতে আমাদের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বাবু ভগবতীচরণ দে এসম্বন্ধে আমাদিগকে একটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন বলিয়া সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার প্রশ্ন এই যে মিথ্যা কৌশল প্রয়োগ ব্যতীত ওকালতি ব্যবসায় চলে কি না। উক্ত ব্যবসায়ে অনেক প্রলোভন আছে; সুতরাং উহা অবলম্বন করিলে দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সত্য হইতে বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা যে বিলক্ষণ রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, উকীল হইলেই মিথ্যা কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। উকীলের কার্য্য কি? লোকের যথার্থ সত্ব ও অধিকার বিচারকের সম্মুখে প্রতিপন্ন করা। প্রতিপন্ন করিতে হইলে যে মিথ্যা উপায় গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আইনানুসারে প্রকৃত সত্ব কতটুকু তাহা দেখাইতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন সত্য অবলম্বন করিলে চলিবে না কেন তাহা আমরা বুঝি না। তবে এ কথা অবশ্য সত্য যে, দৃঢ়চিত্ত হইয়া স্বার্থ ত্যাগ ও প্রলোভন অতিক্রম করিতে প্রস্তুত না হইলে সত্য রক্ষা করা অসম্ভব।

বাবু হরনাথ বসুর কন্যার বিবাহের পদ্ধতি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হওয়াতে আমাদের ব্রাহ্মপাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অসন্তুষ্ট হইবার কারণ এই যে, পদ্ধতিটি তাঁহাদের ভাল লাগে নাই; তাঁহাদের বিবেচনায় ইহাতে আপত্তি করিবার অনেক আছে। আমরা উহা প্রকাশ করিয়াছি বলিয়াই যেন পাঠক বর্গ এমন মনে না করেন যে, পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনোনীত হইয়াছে। কোন ব্রাহ্মবিবাহ কোন নূতন পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইলে সেই পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনোনীত না হইলেও আমরা উহা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অদ্যাবধি একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রস্তুত হয় নাই; হইবার অভিপ্রায় আছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার কয়েকটি পদ্ধতির দোষগুণ তুলনা করিয়া দেখিলে, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ধতি প্রণয়ণ করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হয়। তুলনাদ্বারা যে উৎকর্ষলাভ করা যায় ইহা সকলেই জানেন, সেই জন্য সময়ে সময়ে আমরা ব্রাহ্মসাধারণের বিচারের জন্য নূতন কোন পদ্ধতি পাইলে তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। হরনাথ বাবুর কন্যার বিবাহের পূর্ব্বে, আমরা আর একটী বিবাহের আর এক প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে প্রকাশিত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর পত্রে যে সকল কথা ছিল, তাহার কোন কোন কথার সহিত আমাদের মতের একতা আছে। বিশেষতঃ

কন্যার বয়স সম্বন্ধে তিনি যে আপত্তি করিয়াছেন সে কথা আমরা সম্পূর্ণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ষোড়শবৎসর কন্যার বিবাহের ন্যূনকল্প বয়ক্রম বলিয়া স্থির হওয়া উচিত। কেহ তদপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহ দিলে আমরা দুঃখিত হই। পাঠকগণকে আমরা বলিয়া রাখিতেছি যে ভবিষ্যতে কোন বিবাহপদ্ধতি প্রকাশ করিলে তাঁহারা যেন মনে না করেন যে, উহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। আমরা একদিকে যেমন নূতন অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশ করিব সেইরূপ আবার কেহ উহার দোষ প্রদর্শন করিলে তাহাও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

ব্রাহ্ম সমাজ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ধর্ম্মপ্রচার জন্য আসাম প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সৈদপুরে জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন। আমরা আশা করি, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।

আমরা পাঠকবর্গকে পূর্ব্বে অবগত করিয়াছি যে, অমৃতসর নিবাসী সরদার দয়াল সিং নিজে ১০০০ এক সহস্র মুদ্রা, এবং লাহোর ও অমৃতসর নগরে চাঁদা তুলিয়া ২৩০০ টাকা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি আবার ৪৬০ টাকা পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭৬০ টাকা প্রাপ্ত হইলাম। শেষোক্ত ৪৬০ টাকা যাঁহারা দিয়াছেন তাঁহাদিগের নাম আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

লালা ময়লারাম,	...	...	১৫০
পণ্ডিত বিহারীলাল,	...	...	৫০
লালা ভজন লাল,	...	...	২৫
মেঃ ই নিকল,	...	...	২৫
শ্রীযুক্ত উসফ সা ও তাঁহার বন্ধুগণের দ্বারা সংগৃহীত	...	...	২২০
মোট			৪৬০

ইহা বলা বাহুল্য যে সরদার দয়াল সিং ও শ্রীযুক্ত উসফ সা প্রত্যেক ব্রাহ্মের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।

বিগত শনি ও রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শনিবার রাত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। রবিবার দিন প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এবং রাত্রিকালে শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত রবিবার প্রাতঃকালে ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে ছাত্রদিগের উপাসনা সমাজের কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রথমে দুটি সঙ্গীত ও একটি প্রর্থনা হইলে তিনি ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য সকলকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন যে, উহার প্রথম উদ্দেশ্য ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছাত্রদিগের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি। সত্যালোচনা সম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছিলেন। প্রথমে যেমন অন্নগ্রহণ, পরে উহার পরিপাক কার্য্য, এবং তৎপরে উহা রক্তে পরিণত হওয়া; সেইরূপ সত্য সম্বন্ধেও প্রথমে আমরা সত্য গ্রহণ করিব, পরে উহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, আমাদের জীবনের অংশস্বরূপ করিয়া ফেলিব। যে সকল সত্য এই ছাত্রসমাজে আলোচিত হইবে, তাহা যাহাতে প্রত্যেক সভ্যের চরিত্র ও জীবনকে সুগঠিত করে, এরূপ যত্ন করিতে হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, সত্যানুসন্ধান করিতে হইলে কোন প্রকার পক্ষপাতিতা, স্বার্থদূষিত অভিসন্ধি থাকা উচিত নহে। ফলাফলের বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া যাহা সত্য তাহাই আমরা গ্রহণ করিব এবং তজ্জন্য একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব।

আসামের কোন চা বাগানে আমাদিগের একজন ব্রাহ্মভ্রাতা কেরানীর কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি তথায় কুলিদিগের শিক্ষার জন্য একটি নৈশবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে অনেক কুলি শিক্ষা লাভ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রতি রবিবার তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহার এ প্রকার আশা হইয়াছে যে, তিনি শীঘ্রই সেখানে একটি উপাসনাসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবেন। ব্রাহ্মপবলিক ওপিনিয়ন এই সংবাদটি দিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার পূর্ব্বে অশিক্ষিত সামান্য লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কোন নিয়মিত চেষ্টা হয় নাই। একথা ঠিক নহে। বাবু অমৃতলাল বসু বাঙ্গালারে অনেকগুলি অশিক্ষিত সামান্য লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষাদিয়াছিলেন, এবং আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি তদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত কয়েকটি সবমমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। ১। ব্রাহ্মবালকদিগের সুশিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য সব-কমিটি। ২। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজপুস্তকালয়ের উন্নতি জন্য সব-কমিটি। ৩। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণের অর্থসংগ্রহ জন্য সব কমিটি। ৪। বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত করিবার জন্য সব-কমিটি। ৫। পুস্তক প্রচার সব-কমিটি। ৬। প্রচার সব-মমিটি। ৭। সাধাধণ ব্রাহ্মসমাজের অর্থ সংগ্রহ জন্য সব-মমিটি। আগামী বৎসর কি কি কার্য্য করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাহা স্থির করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, রানাঘাটে আমাদিগের পরলোকগত বন্ধু নীলকমল দেব ও তাঁহার পরলোকগত সহধর্ম্মিনীর পবিত্র শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। নীলকমল বাবু এক জন অনেক দিনের শ্রদ্ধেয়

ব্রাহ্ম, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিনী একজন উন্নতমনা ব্রাহ্মিকা। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা এক্ষণে সেই অদৃশ্য লোকে শান্তি, প্রেম ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে থাকুন।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, সোমবার, বেহালার নিকটবর্ত্তী মহেশতলা গ্রামের ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত রবিবার হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে সঙ্গীত ও উপাসনা; মধ্যাহ্নে উপাসনা ও ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন; এবং অপরাহ্নে শ্লোকব্যাখ্যা, বক্তৃতা, প্রার্থনা, এবং সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এবং প্রাতে ও অপরাহ্নে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত শনিবার সন্ধ্যার পর হরিনাভি গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নবকুমারের নামকরণ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত মঙ্গলবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্ম প্রচারার্থ ঢাকা নগরে যাত্রা করিয়াছেন।

বিগত ২২এ মাঘ বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যে ঘরটীতে উক্ত সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা হইয়া থাকে, তাহা ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া, অপর একটী সুপ্রশস্ত বইঠকখানা বাড়ীতে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত গৃহ ও উহার প্রাঙ্গন পুষ্পমালা ও পতাকাদিদ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম ও কোন কোন হিন্দু পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিনে আদি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পর উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তৎপরদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পর আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় ৫০০ শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দেবেন্দ্রবাবুর হৃদয়ভেদী প্রার্থনা, বক্তৃতা এবং সুমধুর বৈদিক শ্লোকপাঠে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। নগরের প্রধান প্রধান রাজপথে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরিত প্রচারবৃত্তান্ত আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"নবদ্বীপ জেলার মধ্যে মহেশপুর একটী গণ্ডগ্রাম। কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেশন হইতে মহেশপুর ৮ ক্রোশ ব্যবধান। মহেশপুরে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস। রায় চৌধুরী মহাশয়গণ মহেশপুরের প্রধান। মহেশপুরে বাসপ্রথা উৎকৃষ্ট। ব্রাহ্মণ পল্লি, কায়স্থপল্লি, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, মদক, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি প্রত্যেক জাতীয় লোক পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। ভৈরব নদ এখানে প্রবাহিত। অন্যান্য গ্রামের ন্যায় এখানে দলাদলি দেখিলাম না। এখানে একটী উচ্চশ্রেণী ইংরাজি স্কুল আছে। পোষ্ট আফিস, থানা, সবরেজিষ্টার আফিস এবং দৈনিক বাজার আছে। এখানে মিউনিসিপাল সভা থাকাতে গ্রামের পথ ঘাট অতি উৎকৃষ্ট। এখানে সর্ব্ব প্রকার খাদ্য বস্তুই পাওয়া যায়। এই মহেশপুর গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ আছে এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে।"

"ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কাশীপুর ইংরাজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং আমি মহেশপুরে গমন করিয়াছিলাম। দেখিলাম বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই ব্রহ্মসমাজে যোগ দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। প্রতি পল্লিগ্রামে ব্রাহ্মসমাজ এইরূপ আকার ধারণ করিলেই ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হইবে। শুক্রবার প্রাতঃ সন্ধ্যা উপাসনার পর প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ব্রহ্ম পূজা বর্ণনা করিয়াছিলাম। সেখানে ৩। ৪ শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। শনিবার প্রাতঃ সন্ধ্যা আমি উপাসনা করিয়াছিলাম। অপরাহ্নে অন্নসত্র হইয়াছিল। বোধ হয় ৬। ৭ শত দুঃখী লোক পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছে।"

"রবিবার প্রাতে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচনা হয়। তাহার পর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়। সন্ধ্যার পর আমি উপাসনা করিয়াছিলাম। রাজকুমার বাবুর বাদ্য শ্রবণ করিয়া সকলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। রাত্রিতে গোযানে আরোহণ করিয়া আমরা কৃষ্ণগঞ্জে আগমন করিলাম। বর্ত্তমান প্রচারপ্রণালী উৎকৃষ্ট নহে। যেখানে ব্রাহ্মসমাজ আছে কেবল সেই সকল স্থানে প্রচার করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইবে না। আমি সম্প্রতি হুগলি জেলার অন্তর্গত কয়েকটী পল্লিগ্রামে গমন করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে আকনা গ্রামটী অতি সুন্দর। এই গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ পালিত মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে কেবল ঈশ্বর প্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনেই জীবন যাপন করিতেছেন।"

নোয়াখালি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের পত্র আমরা নিম্নে সাদরে প্রকাশ করিলাম।

"ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে নোয়াখালীতে উপাসনা, বক্তৃতা, নগর সংকীর্ত্তনাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১। ১০ই মাঘ শুক্রবার প্রাতে উপাসনা। উপাসনার কার্য্য—শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত আইচ, বিএল, জজকোর্টের উকিল ও ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক সম্পন্ন করেন। "সম্বৎসরে

বেদী হইতে যাবতীয় উপদেশাদি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কি ব্রাহ্মেরা জীবনের কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন?" ইহাই তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল।

২য়। বৈকালে উপাসনা—উপাসনার কার্য্য উপাচার্য্য সম্পাদন করেন। "প্রকৃত বৈরাগ্য অন্তরে" এইটী উপদেশের বিষয় ছিল।

৩য়। ১১ই মাঘ শনিবার প্রাতেঃ উপাসনা—উপাসনার কার্য্য উপাচার্য্য সম্পন্ন করেন। "বিশ্বাসই ধর্ম্মের ভিত্তি" এইটী উপদেশের বিষয় ছিল। চারি ঘটিকা হইতে ৫।৷৹ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ; পাঠের কার্য্য বাবু রাধাকান্ত আইচ সম্পন্ন করেন। তৎপর উপাচার্য্য কর্তৃক উপাসনা; তাঁহার উপদেশের সারাংশ এই ছিল, যে পরমেশ্বর পাপী জগতের পরিত্রাণের জন্য সময় সময় বিশেষ ধর্ম্মবিধি প্রচার করিয়া থাকেন। গৌতম, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক, কবির, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি সেই সকল বিধির অধীন হইয়া জগতে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া গিয়াছেন। পূজ্যপাদ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন উল্লিখিত রাজার প্রচারিত ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মও ঈশ্বরের একটী বিশেষ বিধান। যাঁহারা এই বিধানের সমাচার প্রাপ্ত হইয়াও জ্ঞাতসারে তাহার অবমাননা করিবেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে ভয়ানকরূপে দণ্ডগ্রস্ত হইতে হইবেক।

৪র্থ। ১২ ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৫ হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। উপাসনার কার্য্য বাবু ভৈরবচন্দ্র দাস, বি এল (জজ কোর্টের উকিল এবং সমাজের একজন সভ্য) সম্পন্ন করেন। উপদেশের বিষয় "ধর্ম্মসাধন করিতে অন্তরের পবিত্রতা বিশেষ প্রয়োজনীয়"। বৈকালে একটা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত দুঃখী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও মুসলমানদিগকে চাউল পয়সা ও কাপড় বিতরণ করা যয়।

৪ ঘটিকা হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত হয়। সরকারি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ কর্ম্মচারিগণ, উকিল, মোক্তার, স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও অপরাপর ২০০ দুই শতের অধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। ৭৷৷ হইতে ৮৷৷০টা পর্য্যন্ত ভৈরববাবুর বক্তৃতা;—"অপরাপর জন্তু হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে" এইটী বক্তৃতার বিষয় ছিল। বক্তৃতাটী উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। মনুষ্য হইতে অপরাপর জন্তুর পার্থক্য ভৈরব বাবু অতি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মানবজীবনে ধর্ম্মের আবশ্যকতা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বক্তৃতা অন্তে উপাচার্য্য বাবু মহিমাচন্দ্র সেন কর্তৃক সংক্ষিপ্ত উপাসনা হইয়া সঙ্গীতাদির পর উৎসবের কার্য্য ভঙ্গ হয়।

১৩ই মাঘ, সোমবার, সন্ধ্যার সময় বিশেষ উপাসনা হয়।

অবশেষে আমরা এক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। বাবু বেনীমাধব মিত্র বি, এল, যিনি অল্প সময়ের নিমিত্ত এই সহরে সবজজ হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি সমাজের কার্য্যে যেরূপ আন্তরিকতার সহিত যোগ প্রদান করিতেন, তজ্জন্য তিনি আমাদের প্রত্যেকের বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। ইতি

বশংবদ

১৮০১ শক। ৫ই ফাল্গুন নোয়াখালী — শ্রীরাধাকান্ত আইচ, সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজ, নোয়াখালী।

কোন বন্ধু নিম্ন প্রকাশিত কয়েক পংক্তি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেনঃ—

"৪ঠা ফাল্গুন। আজ এক দিকে যেমন হিন্দুদিগের একটি প্রধান মহোৎসবের দিন, অপর দিকে ব্রাহ্মদিগের আজ বড় আনন্দের দিন গিয়াছে। অদ্য আদিব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনায় আমাদিগের পরম ভক্তিভাজন মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুময় প্রাতঃকালের সুস্নিগ্ধ সমীরণের সঙ্গে সঙ্গে যখন বালক বালিকাদিগের বিশুদ্ধ তানলয়সংযুক্ত ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল, তখন মন যে কি প্রকার ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ ভিন্ন অন্য কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

উক্ত দিনে পরম ভক্তিভাজন দেবেন্দ্র বাবুর পৌত্রদ্বয় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি যে জ্বলন্ত হৃদয়গ্রাহী সুন্দর উপদেশটী দিয়াছিলেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকটিত করা গেল:—

"তোমরা আজ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে চলিলে; প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালনাদি যেমন নিত্যকর্ম্ম কর, উপাসনাকে সেই রূপ নিত্যকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করিবে। ঈশ্বরকে তোমাদিগের সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে বর্ত্তমান জানিয়া উপাসনা আরম্ভ করিবে। শূন্যে তাঁহাকে পাইবে না। আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে জানিয়া উপাসনা করিবে। সর্ব্বদা সত্য ও প্রিয় কথা বলিবে; অনৃত বাক্য মুখে আনিবে না। সত্য কথা ও সত্য ব্যবহারই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম। যদি সর্ব্বস্ব যায় তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিবে না। সত্য কথা বলিয়া যদি অপ্রিয় হইতে হয়, তাহা হইলেও সত্যের হতাদর করিবে না। ঘৃণাকর ও লজ্জাকর কার্য্য করিবে না। বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মসমাজে কিঞ্চিৎ দান করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা করিবে। তোমরা এটী মনে করিও না যে সম্পদে থাকিলে কোন বিপদ আসিতে পারিবে না; বিপদের সময় তাঁহাকে ডাকিবে; ঈশ্বরকে লক্ষ্য জানিয়া সমুদায় কার্য্য করিবে। তোমরা ব্রাহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কেনই বা সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তোমাদিগের হৃদয়ে নিহিত না হইবে? ঈশ্বর তোমারদিগের মঙ্গল করুন্ ও শুভবুদ্ধি প্রদান করুন্। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তোমরা তাঁহাকে প্রণাম কর।"

তাহার পর ৩টী সঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল। অতঃপর প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদীতে বসিয়া সংস্কৃতশ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের তেজস্বী মধুময় বাক্য

শুনিলে শুষ্ক হৃদয়ে ধর্ম্মের শিখা নিশ্চয়ই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের পবিত্রভাব যেন চিরবিরাজিত!

১৮৭৯ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মন্দিরের আয় ব্যয়।

আয়।

চাদা আদায়	১৩,৪৭৪৷৶৹
দানাধারে প্রাপ্ত	১,০১১৷৵১৫
ক্ষুদ্র আয়	১৮১৶৫
ঋণ	৩,৫৯৮
	১৮,২৬৫৷৹

ব্যয়।

ভূমি ক্রয়	৯,৩৭০৷৹
গৃহনির্ম্মাণ	৭,০২১৷৴৹
ট্রষ্টডিডের জন্য	১১৯/৹
ঋণের সুদ	২৮০
বিবিধ ক্ষুদ্র ব্যয়	১,৪৯৮৷৶১৫
	১৬,৯১১৷৵১৫
স্থিত	১,৩২১৶৫

বিজ্ঞাপন।

২রা চৈত্র, রবিবার, বেনিয়া টোলা ৪৫ নং ভবনে অপরাহ্ন ৩টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর মাসিক অধিবেশন হইবে। প্রথমে উপাসকমণ্ডলীর বর্ত্তমান অর্থ সম্বন্ধীয় অবস্থার বিষয় আলোচনা হইবে ও সহকারী সম্পাদক ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ মনোনীত হইবেন। তৎপরে সভ্যগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কতকগুলি উপায় স্থির হইবে। উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীসূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনী সম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা
১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	৴৹
ঐ ২ ভাগ	৶	৲১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	৴৹	৲১০
ঐ ইংরাজী	৶৹	৲৫
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৶৹	৲১০
কৃতজ্ঞতা	৲১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৲১০
শিশু পালন	৷৷০	৲১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৶৹	৲১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৲১০
ধর্ম্মালোচন	৴১০	৲১০
Memoir of Dr. Carpenter	৷৹	৴৹
Channing's Complete works	১৷৷৹	৶৹
Practical Sermons	৷৹	৴৹

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
সুরুচীর কুটীর	৷৷৹	৲১০
শিশুর সদাচার	৲১০	৲১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	৴৹	৲১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶৹	৲১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।৹	৲১০
প্রবন্ধ-লতিকা	৷৷৹	৲১০
Almanac 1880	৷৷৹	৲১০
Second Annual Report 1879	৷৹	৴৹
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৲১০
Brahmo-year Book 1879 (Miss Collet's)	১৲	৲১০

Printed and published, by. B. M. Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press. 93 College Street, March. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ২০শ সংখ্যা। } ১ লা চৈত্র শনিবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১.। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩

দয়াময় ঈশ্বর পাপীকে ধরিবার জন্য কতই না কৌশল জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বায়ু দিয়াছেন, নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য; জল দিয়াছেন পান করিবার জন্য; চন্দ্র সূর্য্য দিয়াছেন, আলোক দিবার জন্য। কিন্তু তিনি ফুলের সৃষ্টি করিলেন কেন? ফুল না থাকিলে কি আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না? আমাদের আহারের জন্য ফলের সৃষ্টি করিয়াই কেন তিনি ক্ষান্ত হইলেন না? এত প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়াও বুঝি তাঁহার দয়া দেখাইবার সাধ মিটিল না। মনুষ্যের পাষাণ মন বিগলিত করিবেন, তাই ঐ কোমল ফুলের সৃষ্টি করিলেন। ঐ ফুলে স্বর্গের সৌরভ আছে। সত্য সত্যই উহা স্বর্গের জিনিস। এই অপবিত্র পৃথিবী ঐ পবিত্র ফুলের আবাস যোগ্য নয়। ক্ষণপ্রভার পবিত্র হাসি আকাশেই দেখা যায়। ঐ সুন্দর সোনার বরণ ফুল গুলি পৃথিবীতে নক্ষত্র। আকাশের নক্ষত্র দেখিয়া মানুষ দিক্ নিরূপণ করে। এই ফুল গুলিও ভবসাগরের যাত্রীগণের দিগ্‌দর্শন। উহারা মানুষকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেয়। ঐ ফুলগুলি তোমার আমার অপেক্ষা বড় দরের প্রচারক। উহারা প্রস্ফুটিত হয়, অন্যকে গন্ধ দান করিয়া মরিবার জন্য। মানুষ! তুমিও উহাদের মতন অন্যের জন্য তোমার হৃদয় কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিতে শিক্ষা কর। পরের জন্য মরিতে শিক্ষা কর।

আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে মনুষ্য পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। যাহার ধর্ম্মের জন্য পিপাসা আছে, সে একদিন কৃতার্থ হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অজ্ঞান, দুর্ব্বলতা, পাপ সত্ত্বেও যদি ধর্ম্মপিপাসা থাকে তাহা হইলে আমরা ক্রমে জ্ঞান ও বল লাভ করিতে পারি। এক দিনে এবং বিনা সাধনে কেহ ধর্ম্ম ও পরিত্রাণের অধিকারী হইতে পারে না। লোকে কত কঠিনব্রত অবলম্বন করে, কত ত্যাগ স্বীকার করে, কত কাল তপস্যাতে শরীরপাত করে, তথাপি ঈশ্বরের পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে না। ধর্ম্মসাধনই আমাদের জীবনের চিরন্তন কার্য্য হইবে। কেহ কেহ হয়ত পাঁচ বৎসর ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কিছু ফললাভ করিতে না পারিয়া হতাশ হন; কিন্তু আমাদের হতাশ হইবার কারণ নাই। ব্রাহ্মসমাজে চিরজীবনের জন্য পড়িয়া থাকিতে হইবে, ব্রহ্মসাধন চিরজীবনের ব্রত করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রতি নেত্রস্থির রাখিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে; যখন তিনি আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক পিপাসা দেখিবেন, তখন তিনি তাঁহার উপযুক্ত সময়ে আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আজ হৃদয় যদি সবল না থাকে, বিশ্বাস কর এক দিন হইবে; আজ যদি ভক্তির সঞ্চার না হইয়া থাকে, বিশ্বাস কর এক দিন হইবে। আপনার হীনতা বুঝিতে না পারিলে মনুষ্য পরিত্রাণের অধিকারী হয় না। যে নিজের মহত্ব দেখে, সে পরিত্রাণ চায় না; যে আপনার প্রকৃতিতে ঈশ্বরের প্রকৃতি দেখে, যে বলে আমি ও ঈশ্বর এক, সে আর কি পরিত্রাণ লাভ করিবে? সে ত ঈশ্বরের সন্তান, তাহার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহচরী, তাহার আর অভাব কি এবং মুক্তিই বা কি? যাহার অভাব আছে তাহারই মুক্তির প্রয়োজন, যে আপনার হীনতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে সেই মুক্তির প্রার্থী, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার পুণ্যের গৌরব করে, যে মনে করে তাহার সদ্গুণ ও সৎকার্য্য তাহার পরিত্রাণ ক্রয় করিবে, সে অবশেষে প্রবঞ্চিত হইবে। পরিত্রাণের শাস্ত্র অতি নিগূঢ়, যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে, সেই ধন্য! পরিত্রাণের শাস্ত্রে পুণ্য, সৎকার্য্য, মহত্ত্ব এ সকল শব্দ নাই।

অনুরাগ ও দৃঢ়তাসম্বন্ধে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কোন ধর্ম্মার্থী মক্কাযাত্রা করিতেছিল, সে বহুদূর গমন করিয়া পরে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ভাবিতে লাগিল হয়ত সে মক্কায় উপনীত হইতে পারিবে না। কিন্তু তথাপি সে উদ্যমভঙ্গ না হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু অনেক দূর গিয়া সে আর চলিতে পারে না; দুঃখেতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এমন সময়ে মহম্মদ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমার অন্তরের ইচ্ছা সত্ত্বেও কেবল শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ গম্য স্থানে উপনীত হইতে পারিতেছ না, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, মক্কার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছ, অতএব তুমি মক্কায় উপনীত হইতে না পারিয়াও তাহার ফলভাগী হইবে।

দয়াময় পরমেশ্বরও এইরূপ আমাদের অন্তরের অনুরাগ দেখিয়া বিচার করেন।

সুন্দর পুষ্পগুলি মনোহরণ করে। প্রফুল্ল শিশুর কোমল হাসা কাহার চিত্তকে আকর্ষণ না করে? ভাল ভাল বস্তুগুলি সকলেরই প্রিয় হয়। পরমেশ্বরের প্রেমশাস্ত্র মধ্যে যে কত অজ্ঞাত তত্ত্ব আছে তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। সুন্দর ও প্রিয় বস্তুগুলি তিনি কেন সৃষ্টি করিলেন? যদি বল, তাঁহার শক্তি ও মহিমা দেখাইবার জন্য—কাহাকে দেখাইবেন? তাহাতে কি তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি হইবে? তবে বুঝি আমাদের পরিত্রাণের জন্য? আমরা চারিদিকে সুন্দর প্রিয় বস্তুগুলি সর্ব্বদা দেখিলে, মন ভাল হইতে চাহিবে, সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রেম জন্মিবে, পবিত্রতা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইবে; তিনি যে সুন্দর, পবিত্র, ইহা বুঝিতে পারিব এবং আপনারা সুন্দর ও পবিত্র হইবার জন্য চেষ্টা করিব। সুন্দর ও পবিত্র হওয়াই মুক্তি।

ব্রাহ্ম শিশু।

বহুদিন এ সত্য জগতে ঘোষিত হইতেছে, তথাপি লোকে বুঝিল না; এমন দিন যায় না, এমন রাত্রি যায় না যে দিনে যে রাত্রিতে মানুষ স্বচক্ষে এ সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছে না, তথাপি মানুষ শিখিল না। বীজ ভূমিতে নিহিত হইল, রৌদ্র বৃষ্টির অভাবে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহা আর অঙ্কুরে পরিণত হইল না, তথাপি মানুষ অঙ্কুরোদগমের নিগূঢ় প্রণালী শিখিল না। শিশুটি কেমন সুন্দর সৌন্দর্য্যে আকাশ পাতাল ভাসাইতেছে; সুন্দর নির্ম্মল সহাস্য গোলাপ প্রতিমমুখ শুকাইয়া যাইবে, মনে ধারণা করিতেও কত বেদনা। তাহার শুভ্র পবিত্রতার লাবণ্য, কলঙ্কচিহ্নে মলিন হইবে; আশা উৎসাহে উদ্দীপ্ত মন, সংসারের নিষ্পেষণে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িবে; বিশ্বজনীন ভালবাসা, যে ভালবাসায় মিত্র জানে না, শত্রু জানে না, স্বার্থপরতার প্রবল উচ্ছ্বাসে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইবে; যে কৃষ্ণতার চক্ষে প্রেম বিশ্বাস ও সরলতার লীলাতরঙ্গ, সে চক্ষু হইতে ক্রোধ বিদ্বেষ হিংসা ও অবিশ্বাসের আরক্তিম স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইবে। আশা দিয়া নিরাশ করিবার জন্য কি জগতে শিশুর সৃষ্টি? দেবতা সুলভ দিব্যলাবণ্য, আসুরিক মূর্ত্তিতে পরিণত করিবার জন্য কি জগতে শিশুর সৃষ্টি? যখন দেখি সুন্দর শিশুর পুলকিত মুখ, প্রাণ কেন অমৃতে বিষ দেখিয়া কম্পিত হয়, প্রাণ কেন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মুহ্যমান হয়, প্রাণ কেন গভীর বিষাদরেখায় কলঙ্কিত হয়? সুনির্ম্মল শারদ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব স্বর্গীয়, প্রাণমনবিমোহনকর। আকাশের সুদূর প্রান্তে যদি হস্তপরিমিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সঞ্চার দর্শন কর, বল, প্রাণে কেন বিষাদ প্রবেশ করে? শিশুর সারল্য, পবিত্রতা, উৎসাহ ও উদ্যম, পৃথিবীসুলভ বিষাক্তভাবে হৃদয় হইতে উৎসন্ন হইবে, এই চিন্তায় প্রাণ দুঃখী. এই চিন্তায় প্রাণ অবসন্ন। বড় আশায় বীজ বপন করিলাম, শতদলে বিকশিত মনোহর গোলাপ দেখিয়া সুখী হইব, অঙ্কুর বড় হইল, বৃক্ষ মুকুলিত হইল, গোলাপ আপনার সৌন্দর্য্যে জগৎ মোহিত করিবার উপক্রম করিল, দেখি কুসুমে কীট ধরিয়াছে; মনের আশা মনে বিলীন হইল, আশা নির্ব্বাণ হইল। কুসুমে কীট নিবারণের কি ঔষধ নাই? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এ সত্য জগতে ঘোষিত হইতেছে, তথাপি লোকে বুঝিল না। বীজ ভূমিতে নিহিত করিলে সফল হইল না, বীজ যাহাতে অঙ্কুরিত হয় তাহা দেখিতে হইবে; বীজ অঙ্কুরিত হইলেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না, অঙ্কুর যাহাতে বৃক্ষরূপে পরিণত হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ফলপুষ্পের জন্যই বৃক্ষের আদর, সুতরাং বৃক্ষটি যাহাতে ফল পুষ্পে সুশোভিত হয় তাহার যত্ন করিতে হইবে। বৃক্ষসম্বন্ধে যেরূপ, মানুষ সম্বন্ধেও সেইরূপ। শিশুটি কেবল জন্মধারণ করিল, তাহাতে সুখ কি? শিশুর জন্ম তখনই সফল, যখন আপনার মনস্বীতা, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, ইচ্ছার আবেগ ও ধর্ম্মের মাধুর্য্য এক একটি জাতির চিন্তা, ভাব, চরিত্র ও গতি নূতন পথে প্রধাবিত করে, শিশুর জন্ম তখনই সফল, যখন আপনার সুগন্ধ চারিদিকে ব্যাপ্ত করিয়া জগতের অপবিত্রতার দূষিত বায়ু, সৌরভে পরিণত করিতে পারে; শিশু মানুষ হয়, মানুষ হইয়া জগতের কলঙ্কভার আরো বৃদ্ধি করে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ যখনই শিশুর মুখ দেখে তখনই তাহার ভবিষ্যৎ গণনা করিতে আরম্ভ করে। শিশুর প্রসন্নবদন দেখিয়া প্রাণে যে আশা উদ্বেলিত হইয়া উঠে জগতে কি তাহার পরিতৃপ্তি নাই?

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতে নূতন বল চালিয়া দিয়াছেন, মৃতভারতে যে প্রাণ আসিয়াছে, তাহার জীবনীশক্তিতে যে আন্দোলন উঠিয়াছে, তাহাতে জনসমাজের প্রতি অঙ্গ যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ কি? ব্রাহ্ম! যে মন্ত্রে কুসংস্কার ছেদন করিয়াছ, যে মন্ত্রে আত্মার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছ, যে মন্ত্রে বাধা বিঘ্ন সহজে অতিক্রম করিতেছ, একবার সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র শিশুদিগের লালন পালনে ও পরিবর্দ্ধনে নিয়োগ কর; কত গুণে ভূষিত হইয়া শিশু পৃথিবীতে আসিল, মানুষের সহবাসে তাহার সে গুণ দেখিতে দেখিতে কোথায় চলিয়া যায়। ব্রাহ্ম! শিশুর চরিত্রগঠনে, তাহার স্বাভাবিক গুণসমূহের পরিরক্ষণে এখনও তোমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। দিন আসিয়াছে, ব্রাহ্ম পরিবার সন্তানসন্ততিতে বৃদ্ধি হইতেছে, দুঃখ ও পরিতাপের সহিত বলি, ব্রাহ্মদিগের সন্তান উপযুক্ত ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্ম! তুমি জগতের কল্যাণ কামনা কর, তোমার গৃহের শিশুর দিকে ফিরিয়া দেখ না। এমন সময় আসিতেছে, যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচারের ভার ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের উপর ন্যস্ত হইবে। ব্রাহ্মসন্তান এখন হইতে সেই শিক্ষা লাভ করুক যে শিক্ষার বলে এই প্রলোভন-সঙ্কুল পৃথিবীতে তাহারা অজেয় হইবে। সেই শিক্ষা লাভ করুক যাহাতে চরিত্রের দৃঢ়তায় পৃথিবীকে মোহিত করিবে। মানুষের দুর্নীতি দুরাচার আর কিসে নিবারণ হইবে যদি শিশু বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মে ও নীতিতে উন্নত না হয়, শিশুর ভবিষ্যৎ যাহাতে পরিতাপের কারণ না হয়, শিশুর ভবিষ্যৎ যাহাতে পৃথিবীর কলঙ্কের কারণ না হয়, শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যাহাতে অশ্রু বিমোচনের প্রয়োজন না হয়, ব্রাহ্ম! সময় থাকিতে সেই দিকে আপনার চেষ্টা উৎসর্গ কর।

সেণ্টজেবিয়র্।

যদিও খৃষ্টধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হয় নাই এবং বোধহয় হইবেও না, কিন্তু খৃষ্টীয়ান প্রচারকদিগের নিকট হইতে যে আমরা অসীম উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহারা যে কেবল আমাদের নিকট তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে, আমাদের শিক্ষার ও উন্নতির নানা প্রকার উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীর দুঃখ দূর করিবার জন্য ইহাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই নিমিত্তই ডফ্, মার্শম্যান্, কেরি, লঙ্ প্রভৃতি সাহেবের নাম ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। অদ্য আমরা যে মহাত্মার একটী ক্ষুদ্রজীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইনিও উল্লিখিত প্রচারকদিগের অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন নহেন। ভারতবাসীর দুঃখের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইনি নানা প্রকার বাধা বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিলেন এবং ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার ও লোকের হিতসাধন ব্রতে নিযুক্ত হইলেন। বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপবাসীদিগের এদেশে যাতায়াত করা কঠিন নহে, কত প্রকারের সুবিধা রহিয়াছে, কিন্তু ধন্য সেই যুবার সাহস ও উৎসাহ, যে যুবা প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নানা প্রকার ভয়ানক প্রতিবন্ধকের উপর পদাঘাত করিয়া ভারত ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন।

অদ্য আমরা এই মহাত্মার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

ফরাসী দেশস্থ ন্যাভারা প্রদেশের অন্তর্গত জেবিয়র নামক স্থানে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ জেবিয়র্ জন্ম গ্রহণ করেন। স্থানের নামানুসারেই তাঁহাদের পরিবারের নাম "জেবিয়র"ছিল।

বাল্যকালেই জেবিয়রের ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার ধীরপ্রকৃতি ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া অনেকেই বিবেচনা করিয়াছিল, যে কালে জেবিয়র্ একজন প্রকৃত মহাপুরুষের ন্যায় কার্য্য করিবেন এবং জগতে অসীম কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইবেন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে জেবিয়র্ পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি সেই সময়ে পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত ইয়োরোপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিল। জেবিয়র্ সেই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ ও পরিশ্রমসহকারে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বিদ্যালয়ে একজন সুবিখ্যাত ছাত্র হইয়া উঠিলেন; চতুর্দ্দিকের লোকে তাঁহার প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। জেবিয়র্ এইরূপ প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক চতুর্দ্দিকে আপনার যশ বিস্তার করিবেন। সেই সময়ে পারিস্ নগরে ইগ্নেসিয়স্ নামে একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। ইগ্নেসিয়সের অনেকগুলি অনুচর ছিল, ইহারাও সকলে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এক দিবস ঘটনাক্রমে জেবিয়রের সহিত ইগ্নেসিয়সের সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। কিন্তু জেবিয়র্ ইগ্নেসিয়সের অসামান্য প্রতিভা ও ক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন না; সেই সময়ে যশোলিপ্সা তাঁহার সমস্ত মন ও হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং ইগ্নেসিয়সের ক্ষমতা ও নিঃস্বার্থতা তিনি কি বুঝিবেন? জেবিয়র্ দেখিলেন যে ইগ্নেসিয়স্ ও তাঁহার অনুচরগণ অত্যন্ত দরিদ্র এবং ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইগ্নেসিয়স্ ইহাতে কিছু মাত্র বিরক্ত হইলেন না, জেবিয়রের প্রতি তাঁহার সদ্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে জেবিয়র্ আর অধিক-কাল ধর্ম্মবিহীন হইয়া থাকিতে পারিবেন না এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন প্রকৃত খৃষ্টান হইবেন এই আশা সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। ইগ্নেসিয়স নানা উপায়ে জেবিয়রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রবেশ করাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। জেবিয়র্কে দেখিবামাত্র তিনি এই কথা বলিতেন, "যদি সমস্ত সংসার প্রাপ্তহও অথচ আপনার আত্মাকে হারাও তাহা হইলে আর তোমার কি লাভ হইল?" এইরূপ সারগর্ভ উপদেশ দ্বারা জেবিয়রের ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইল, সৌভাগ্য তারকার উদয় হইল, জেবিয়র্ ঈশ্বরের প্রেমজালে আবদ্ধ হইলেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে জেবিয়র্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে তিনি জেরুসেলম্ যাত্রা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সেই সংকল্প সিদ্ধ হইল না। যৎকালে তিনি ভেনিস্ নগর হইতে জেরুসেলম্ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন এই সময়ে ভেনিস্বাসীদিগের সহিত তুর্কিদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুতরাং জেবিয়র্ নিরাশ হইলেন। এই সময় হইতেই জেবিয়র্ দেশে নানা প্রকার সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। যে হৃদয়ে ধর্ম্মভাব একবার প্রবেশ করিয়াছে, যে হৃদয় একবার ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, ঈশ্বরকে যিনি একবার ভালবাসিতে পারিয়াছেন, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহার হস্ত হইতে যেন আপনিই আসে। তাঁহাকে আর উপদেশ দিতে হয়না, যে দেশের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হও, দুঃখী নরনারীর চক্ষের জল মুছাইতে কৃতসংকল্প হও। জেবিয়রের হস্তও নানা প্রকার সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল; এবং তাঁহার প্রচারক হইবার বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইল; তিনি প্রচার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে পর্ত্তুগলের রাজা তৃতীয় জন ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উপযুক্ত প্রচারকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

এই সকল প্রচারকসংগ্রহ করিবার ভার ইগ্নেসিয়সের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই ইগ্নেসিয়স পরলোক গমন করেন এবং মৃত্যুকালে এই কার্য্যের ভার জেবিয়রের হস্তে অর্পণ করেন। মৃত্যুকালে ইগ্নেসিয়স্

জেবিয়রকে বলিলেন "জেবিয়র! ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে তুমি এই কার্য্য সাধনের জন্য ভারতবর্ষে গমন কর। যাও, ভাই, শীঘ্র যাও ঈশ্বর তোমার প্রতি এই আদেশ দিতেছেন।" ইগ্‌নেসিয়সের আদেশানুসারে জেবিয়র্ লিস্‌বন নগরে গমন করিলেন এবং সেস্থানে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত জেবিয়র যাইবেন। রড্রিগো নামে জেবিয়রের একজন বন্ধু ছিলেন; ভারতবর্ষ যাত্রাকালীন জেবিয়র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই! এ পৃথিবীতে তোমার সহিত আমার এই শেষ কথা। আর আমাদের পরস্পরের সহিত দেখা হইবে না; কিন্তু এই ভাবিয়া আমরা সকল কষ্ট সহ্য করিব যে মৃত্যুর পর পুনরায় দুই জনে মিলিত হইব; এবং সেই মিলনে আর বিচ্ছেদ নাই।" ১৫৪১ খৃঃ অঃ জেবিয়র্ ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। জেবিয়র্ অর্ণবপোতেও অলসভাবে সময় কাটাইতেন না, পোতের যাত্রীদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করিতেন এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি জ্বালাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন। পাঁচ মাস অতীত হইলে তাঁহারা আফ্রিকার মজাম্বিক উপকূলে উপনীত হইলেন। এই সময়ে গ্রীষ্মের আতিশয্যনিবন্ধন জাহাজের যাত্রীগণ জ্বররোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। জেবিয়র্ সর্ব্বদা এই সকল রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেকগুলি জাহাজ ছিল, যখন এই সকল জাহাজ কোন স্থানে আসিয়া নোঙ্গর করিত, জেবিয়র পোত হইতে পোতান্তরে ভ্রমণ করিয়া রোগীদিগের সেবা করিতেন। একখানা জাহাজে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া রোগীদিগকে সেই স্থানে লইয়া গেলেন এবং একাকী তাঁহাদিগের ঔষধ পথ্য বিধান এবং সেবা করিতে লাগিলেন। জেবিয়র্ নিজেও পীড়িত ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আপন রোগ বিস্মৃত হইয়া সমস্ত রাত্রিদিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইতেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে এরূপ করিতে বারম্বার নিষেধ করিতেন, কিন্তু কাহারও নিষেধ না শুনিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতেন।

কয়েক মাস পরে তাঁহারা আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী সকট্রা দ্বীপে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া জেবিয়র ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অনেকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। এই দ্বীপবাসীগণ জেবিয়রকে সেস্থানে অবস্থিতি করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু ভারতবর্ষে ধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য সুতরাং তিনি সকট্রাবাসীদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে মে মাসের ষষ্ঠ দিবসে জেবিয়র গোয়া নগরে অবতরণ করিলেন। গোয়া সেই সময়ে একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল এবং সেই স্থানে পর্টুগিস্ রাজার প্রতিনিধি ও বিশপ বাস করিতেন। গোয়াবাসীগণ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিল। নানা প্রকার দুর্নীতিদ্বারা গোয়া নগর কলঙ্কিত হইয়াছিল। গোয়াবাসীদিগের নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য তথাকার বিশপ অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতায় লোকে কর্ণপাত করিত না। গোয়া নগরের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া জেবিয়র অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং গোয়াবাসীদিগের উদ্ধারের জন্য প্রাণপণে নিযুক্ত হইলেন। রাত্রিতে উপাসনায় সময়যাপন করিতেন এবং দিবাভাগে রোগীদিগের সেবা এবং বন্দীদিগকে উপদেশদান প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার প্রচারের ফল দর্শিতে আরম্ভ করিল, অল্প দিনের মধ্যেই অনেক দুরাচারের পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, আপন আপন জীবনের দুর্গতি দেখিয়া অনেক পাপী অনুতপ্ত হইতে লাগিল, লোকে তাঁহার প্রচারের আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া মোহিত হইল।

পর্টুগিস্‌দিগের প্রধান ধর্ম্মযাজক, জেবিয়রের ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাঁহাকে কুমারিকা প্রেরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এই প্রস্তাবে জেবিয়র অতিশয় আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। দুইজন সহকারী প্রচারক পাইয়া তথায় যাত্রা করিলেন। জেবিয়র তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতাদ্বারা কুমারিকার একটী গ্রামের সমস্ত লোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই প্রচার কার্য্যে প্রথমতঃ তিনি সহচরদিগের নিকট হইতে অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হন। জেবিয়র সেই প্রদেশের ভাষা জানিতেন না, তাঁহার সহচরগণ সেই স্থানের ভাষা জানিতেন এবং লোকদিগকে জেবিয়রের উপদেশ বুঝাইয়া দিতেন। জেবিয়র বিবেচনা করিলেন যে তিনি যদি নিজে সেই স্থানের ভাষায় প্রচার করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রচার অধিকতর ফলবান্ হইবে। এই সময় হইতেই জেবিয়র সেই স্থানের ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং অনেক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি ত্রিশটী নগর পরিভ্রমণ করেন এবং সেই সকল নগরবাসীদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সকল স্থানে প্রচার করিয়া জেবিয়র ত্রিবাঙ্কুরে প্রচার করিবার নিমিত্ত গমন করেন। ত্রিবাঙ্কুরেও বহুসংখ্যক লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, এবং কথিত আছে জেবিয়র নিজ হস্তে এক মাসের মধ্যে দশ সহস্র লোককে দীক্ষিত করেন। সেই সময়ে কোন ধর্ম্মমন্দির ছিল না। যখন সর্ব্বসাধারণকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন হইত তখন জেবিয়র একটী বৃক্ষে আরোহণ করিতেন, শ্রোতাগণ সেই বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে মিলিত হইত জেবিয়র সেই বৃক্ষের উপর হইতে প্রচার করিতেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। কথিত আছে যে এক দিবস জেবিয়র শ্রবণ করিলেন যে কতকগুলি লোক ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, সমস্ত ত্রিবাঙ্কুরবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র জেবিয়র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন এবং একটী কুশ হস্তে লইয়া শত্রুদিগের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি ঈশ্বরের নামে তোমাদিগকে এ নগরে প্রবেশ করিতে নিষেধ

করিতেছি আর অগ্রসর হইও না, প্রত্যাগমন কর।" আক্রমণকারীগণ জেবিয়রের এই আশ্চর্য্য সাহস দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল।

ক্রমে জেবিয়রের যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। জেবিয়র তাঁহার কার্য্য অতীব উৎসাহের সহিত করিতে লাগিলেন; খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ এই সময়ে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি, স্থানীয় অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা নানা প্রকারে অত্যাচার করিতে লাগিল; কিন্তু এই অত্যাচারে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ অধিকতর উৎসাহান্বিত হইল এবং সহস্র সহস্র লোক আসিয়া খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

জেবিয়রের উৎসাহ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবার বাসনা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। অল্প কালের মধ্যেই তিনি মালাক্কা দ্বীপে যাত্রা করিলেন; এবং অন্যান্য দ্বীপেও ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার জীবনীলেখক বলিয়াছেন যে এই সকল দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে কেবল দুই ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। তদনন্তর জেবিয়র্ মুরদ্বীপে গমন করিলেন এবং ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন, এস্থানেও বহুসংখ্যক লোক তাঁহার প্রচার ও উপদেশে মোহিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ করিল। মুরদ্বীপবাসীগণ তাহাদিগের বৃদ্ধদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস ভোজন করিত। এই ভয়ানক অসভ্য ও নরখাদক জাতিও জেবিয়রের উপদেশদ্বারা মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইল। এই সকল দ্বীপে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া জেবিয়র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন এবং লঙ্কা দ্বীপে উপনীত হইয়া তথাকার রাজাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে এই রাজা অত্যন্ত দুরাচার ছিলেন এবং খৃষ্টীয়ানদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেন। গোয়াতে সেণ্টপলকলেজ নামে একটী বিদ্যালয় ছিল; এই বিদ্যালয়ে জেবিয়র একটী জাপানবাসী ছাত্রের সহিত পরিচিত হন, এবং এই ছাত্রের নিকট হইতে অবগত হয়েন যে জাপানবাসীগণ অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি লোক এবং খৃষ্টধর্ম্ম তাহাদিগের মধ্যে প্রচারিত হইলে তাহারা এই ধর্ম্মের সত্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

ইহা অবগত হইয়া জেবিয়র্ সংকল্প করিলেন যে তিনি জাপান দেশে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবেন। অনেকেই তাঁহাকে এই কার্য্যহইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। লোকে তাহাকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইতে হইবে, প্রবল বাত্যায় হয়ত পোত জলমগ্ন হইবে, ডাকাইত আসিয়া জাহাজ লুণ্ঠন করিবে, এইরূপ নানা প্রকার ভয় দেখাইয়া লোকে তাঁহাকে এই উদ্যম হইতে বিরত করিতে চেষ্টা পাইল; জেবিয়র এই সকল লোকদিগকে বলিলেন "তোমরা যদি কেবল ধন লাভের আশায় বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হইতে পার ও এই সকল বিপদ আশঙ্কায় ভীত না হও, তবে লোকের আত্মার উদ্ধারসাধনরূপ মহৎ ব্রতের জন্য এই সকল বাধা বিপত্তি উলঙ্ঘন করিতে কেন আমি ভীত বা সঙ্কুচিত হইব?"

১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে জেবিয়র্ জাপান দেশের ক্যাম্পেকসীমা নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন জাপানবাসীরা প্রায় সকলেই পৌত্তলিক, তাহাদের মধ্যে কেহ নক্ষত্রের উপাসনা, কেহবা পুরাকালীয় রাজাদিগের অর্চ্চনা, কেহ কেহবা ভূত প্রেতের পূজা করিত। জেবিয়র্ তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রথমতঃ জাপানবাসী শিক্ষিত লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি কেবল তাহাদিগের হিত সাধনের জন্যই আসিয়াছেন। কিন্তু এই সকল শিক্ষিত লোক জেবিয়রের প্রচারের ফল দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিল এবং বাধ্য হইয়া জেবিয়র্ ক্যাম্পেকসিমা নগর পরিত্যাগ করিলেন। তিনি এই নগর পরিত্যাগ করিয়া ফিরেণ্ডো নগরে গমন করিলেন এবং এই স্থানেও বিশংতি দিবসের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে তিনি জাপান দেশে প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া চীনদেশে প্রচার করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু নানা বিভ্রাট প্রযুক্ত তাঁহার এই মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি জগতে কীর্ত্তি স্তম্ভ রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন, গোয়া নগরে তাঁহার সমাধি হইল।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।*

অদ্যকার এই মহাসভাতে আমি যে গুরুতর প্রসঙ্গ লইয়া উপস্থিত হইতেছি, মাদৃশ জনের পক্ষে এরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া অবিমৃষ্যকারিতা বই আর কিছুই নহে। কোন রাজনৈতিকসমাজ অথবা ধর্ম্ম সম্প্রদায়াদির উত্থান, পতন ও পরিণামগণনা, ইতিহাসজ্ঞ, মনস্বী ও তত্ত্বদর্শী জনের পক্ষেই শোভনীয়। যাঁহারা নৈসর্গিক নিয়ম পরম্পরার অনুশীলনান্তর ভগবানের ইচ্ছা অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, যাঁহারা জগতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা লোকচরিত্র ও লোকাচারের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ, তাদৃশ দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও দিব্যচক্ষু বিশিষ্ট মহাপুরুষেরাই এরূপ কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। আমার মত ক্ষুদ্রস্য ক্ষুদ্রের ইহ সংসারে ঐরূপ উচ্চ আসন পরিগ্রহের অধিকার মাত্র নাই বলা বাহুল্য। বলিতে কি ব্রাহ্মসমাজরূপ উদয়োন্মুখ সূর্য্যের প্রখর রশ্মিজাল দিগ্‌দিগন্তর ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, আমাদিগের মত দুর্ব্বল ক্ষীণজীবী পতঙ্গদিগের পক্ষে সে কথা কল্পনা করিবারও অধিকার নাই।

অধিকার নাই বটে, তাই বলিয়া আবার একেবারে নিরপেক্ষ ও চিন্তাশূন্য হইয়া থাকিতে পারি না। মহৎ হই আর ক্ষুদ্র হই আমরা সকলেই সামাজিক জীব, অলঙ্ঘ্য সমাজ শাসনে শাসিত, এবং সেই অনুল্লঙ্ঘনীয় সমাজ শাসনের

* ঢাকা নগরে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্রের বক্তৃতা।

কলাফলের ভুক্তভোগী। এমতাবস্থায় বিন্দুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান ও কণামাত্র সুখ দুঃখানুভূতি লইয়াও যদি আমরা আগ্রহ করিয়া থাকি, আমাদিগের এবিষয় ভাবিবার জন্য গুরুতর দায়িত্ব আছে, আমরা এই বিষয় ভাবিতে বাধ্য এবং এবিষয়ে মতামত ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারি না।

অদ্য এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার আরও কারণ এই যে, যে ব্রাহ্মসমাজরূপ কল্পবৃক্ষের শাখা ভূমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া জগৎকে শান্তি, ফল, ছায়া প্রদান করিবে আমরা আশা করি, যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকল সশঙ্কিত এবং যে ব্রাহ্মসমাজের গতিবিধি ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য ও বিশারদগণ অভিনিবেশ সহকারে প্রতীক্ষা করিতেছেন ও জগতে এক অদ্ভুতপূর্ব্বসূচনার উপলব্ধি করিতেছেন, ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশীয় শিক্ষিতসাধারণ তাহার প্রতি মনোযোগী নহেন; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় ব্রাহ্মগণও নানারূপ অসদাচরণ দ্বারা তাহাকে পৃথিবীর চক্ষে হেয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎচিন্তা করিতে গেলেই, তাহার ভূতজীবন চিন্তা করিতে হয়। কেবল চিন্তা করিতে হয় না, উহা আপনা আপনি আসিয়া স্মৃতিপথে উদিত হয়। অনেক সময়ে ভূত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাও নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব জীবন পরজীবনের অব্যর্থ পরিণাম প্রকাশক নহে। নিতান্ত শিশু অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধের জীবিত থাকিবার অধিকতর সম্ভাবনা বটে, কিন্তু রুগ্ন বৃদ্ধ অপেক্ষা বলিষ্ঠ শিশুর বাঁচিবার আশা অধিক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই এরূপ ধারণা। বাস্তব কোন মনুষ্য জীবনই হউক কিম্বা কোন ঘটনাই হউক, উহার স্থায়ীত্ব বা পরিণাম নির্দ্ধারণ করিতে হইলে উহার আভ্যন্তরিক শক্তি, উহার প্রকৃতি বা প্রধান প্রধান লক্ষণ ও চতুর্দ্দিকের আংশিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই কলাফল গণনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। অপূর্ণজ্ঞান মনুষ্যের পক্ষে একান্তিক নিশ্চিত ও প্রশস্ত পথ আর নাই। আমিও আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিসহযোগে ঐ পথেরই অনুসরণ করিব। যেদিন পুরুষপুঙ্গব মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহামন্ত্র ঘোষণা করেন, সেদিন বহু দূরবর্ত্তী নহে। এই ইতিহাস-আদর-শূন্য দেশে আজিও ব্রাহ্মসমাজের অর্দ্ধশতাব্দী-মাত্র ব্যাপী ইতিহাস অন্ধকারাবৃত হয় নাই। বাঙ্গালী চরিত্রের হীনতা দোষ পক্ষপাত ও অজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মসমাজে অনেক গুরুতর ঘটনা উপেক্ষিত, অনেক ক্ষুদ্র কার্য্য অলৌকিক কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত এবং অনেক স্মরণীয় লোককে উপেক্ষা করিয়া অনেক অনুপযুক্ত লোককে সমধিক শ্রদ্ধা করা হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে ওরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, সন্দেহ নাই। তথাপি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত এখনও পুরাণ প্রসঙ্গে পরিণত হয় নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেরূপ হইবার আশঙ্কাও নাই। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আমাঅপেক্ষা অনেকেই অধিকতর অবগত আছেন। কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রমে বৈদান্তিকতা, স্বভাববাদ ও সহজজ্ঞানাদির মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, কিরূপে ব্রাহ্মেরা পূর্ব্বে অনুষ্ঠান বিহীন, পরে আংশিক অনুষ্ঠানপ্রিয় এবং তৎপরে পূর্ণসংস্কারবাদী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা আমা অপেক্ষা অনেকেই অধিকতর অবগত আছেন। যাঁহারা চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা অবশ্যই দেখিতে পাইয়াছেন, এতাবৎকাল ব্রাহ্মসমাজের গতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে এবং সেই স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই ব্রাহ্মসমাজ ক্রমোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের জন্মাবধি এ পর্য্যন্ত উহার জীবন স্বাভাবিক এবং ক্রমোন্নতিশীল; ইহা ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে মঙ্গলসূচক সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র উহার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অথবা মহতী আশাযুক্ত হইতে পারি না। পঞ্চাশৎ বর্ষকাল যাহা জনসমাজে ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছে, তাহাই যে চিরজীবী হইবে অথবা চিরকাল জগতের সুখসম্পাদন করিতে থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। সহস্র সহস্র বৎসর মনুষ্যের পূজনীয় থাকিয়া, শত শত রাজত্ব ধ্বংশ করিয়া, শত শত অভিনব সমাজ সংগঠন করিয়া এবং প্রজ্বলিত হুতাশন সম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রধাবিত হইয়া, কত ধর্ম্মের বিলোপ হইল, কত সম্প্রদায় নির্জ্জীব হইল। ইতিহাসের কোন যথার্থ শিষ্য, ন্যায়ের কোন যথার্থ উপাসক সাহস করিয়া বলিতে পারেন না, এই পঞ্চাশৎ বর্ষকাল ব্রাহ্মসমাজ ক্রমোন্নতি সাধন করিয়াছে বলিয়াই উহা সমস্ত জগতে ব্যাপৃত ও চিরস্থায়ী হইবে? প্রকৃত বলিতে গেলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মসমাজের ভূত ইতিহাস পাঠ করিয়াই আমরা উহার ভবিষ্যৎ গণনায় কৃতনিশ্চয় হইতে পারি না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ গণনা করিতে হইলে উহার আভ্যন্তরিক শক্তি, উহার প্রকৃতি ও পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। তবে এক্ষণ আমরা তাহাতেই প্রবৃত্ত হই।

তুলনায় চিন্তা করা আমার অভ্যাস। কোন বিষয় মনে উপস্থিত হইলে তৎসঙ্গে বিষয়ান্তর বা পদার্থান্তরের তুলনা করিতে আমার প্রবৃত্তি জন্মে। আমি মনোরাজ্যের ও সমাজতত্ত্বের অনেক বিষয় জড়জগতের পদার্থাদির সঙ্গে, এবং ভৌতিক অনেক ঘটনাকে আধ্যাত্ম রাজ্যের অনেক ঘটনার সঙ্গে তুলনা করিতে ভাল বাসি। ঐরূপ তুলনার সামঞ্জস্য হইলে আমার অত্যন্ত আমোদ হয় এবং চিন্তনীয় বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। অদ্যও আমি তাহাই করিব।

আমি এই কোটী কোটী লোকসমষ্টি মনুষ্য সমাজকে এক অতি বিস্তৃত মহাসমুদ্ররূপে দর্শন করি। মহাসমুদ্র যেমন দ্বীপ, উপদ্বীপ ও পর্ব্বতাদিদ্বারা বিভক্ত হইয়া সাগর, উপসাগর ও সাগর শাখাদিতে পরিণত হইয়াছে, মনুষ্য সমাজও দেশ, প্রদেশাদিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেইরূপ নানা জাতিতে

বিভক্ত হইয়াছে। সাগরের অঙ্গে যেমন নানা অবস্থা বশতঃ নানা স্থানে নানারূপ তরঙ্গ উত্থিত হয়; জনসমাজেও সেইরূপ সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি-ঘটিত নানারূপ আন্দোলন উপস্থিত হয়। বায়ুপ্রবাহের প্রবলতা, মৃদুতা বা প্রসার ও জলস্রোতের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা প্রভৃতি অনুসারে তরঙ্গ যেমন অল্প বা অধিক স্থায়ী হয়, সত্যের সমধিক বা আংশিক প্রচার এবং স্বভাবিক নিয়মের, সুতরাং মনুষ্য প্রকৃতিরও অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা অনুসারেও সমাজে আন্দোলনও অল্প অথবা অধিক স্থায়ী হইয়া থাকে। বাস্তব বায়ু যেমন তরঙ্গের জীবন, সত্যও সেইরূপ আন্দোলনের প্রাণ। জলস্রোত যেমন তরঙ্গের কার্য্যক্ষেত্র, লোক প্রকৃতিও সেইরূপ আন্দোলনের কার্য্য ক্ষেত্র। জলস্রোতের প্রতিকূলগামী তরঙ্গের ন্যায় জগতে অনেক অস্বাভাবিক আন্দোলনেরও আশুবৃদ্ধি বা বাড়াবাড়ি দেখা যায় বটে, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। অচিরে বিলীন হইয়া যায়।

এই জন সমাজরূপ মহাসমুদ্রে প্রতিনিয়তই তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যসমাজ কত কত আন্দোলনেই না আন্দোলিত হইয়াছে। এই সমাজসাগরের অঙ্গে কোথাও একটী তরঙ্গ উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছাইয়া চলিয়াছে, কতকদূর যাইয়াই আবার তাহা গভীর জলরাশিতে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোন তরঙ্গ উত্থিত হইয়া কতকদূর অগ্রসর হইলেই পশ্চাৎ হইতে প্রবলতর আর এক তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ জন সমাজের বর্ত্তমান যে অবস্থা, তাহা প্রাগুক্ত তরঙ্গ বা আন্দোলনপরম্পরার ফল মাত্র। জনসমাজরূপ মহাসমুদ্রের এক প্রধান অঙ্গ ভারত সাগরেই এইরূপ কত তরঙ্গ উঠিয়াছিল। অগ্রে বেদের তরঙ্গ, তৎপর বেদান্ত উপনিষদের তরঙ্গ, তারপর দর্শন, তারপর বৌদ্ধধর্ম্ম, তারপরে তন্ত্র ও পুরাণ, তারপর মুসলমানধর্ম্ম, তারপর খৃষ্টানধর্ম্ম এবং অবশেষে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ীরা যাহাই বলুন, স্থূলদর্শীরা যাহাই ভাবুন না কেন, একথা সত্য যে, বায়ুপ্রবাহ ভিন্ন যেমন তরঙ্গ উত্থিত হয় না, সত্যের প্রচার ভিন্নও জগতে কোন আন্দোলন উত্থিত হইতে পারে না। তুমি যাহাকে সত্য মনে করিতেছ, আমি তাহাকে অসত্য মনে করিতে পারি। কিন্তু যাবৎ না কতকগুলি লোক কতকগুলি সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যাবৎ না তাহারা ঐ সকল সত্য প্রচার করিতে ও জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাবৎ কোনরূপ আন্দোলনই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু যাই বায়ুপ্রবাহ থামিয়া গেল, আর তরঙ্গ নাই। সত্যের প্রচারও বন্ধ হইল, সমাজ স্তিমিতভাব অবলম্বন করিল। এই বহু বিস্তৃত হিন্দুসমাজে এখন সত্যের প্রচার নাই, সকলেই শাস্ত্রোক্তিতে পরিতৃপ্ত, কেহই শাস্ত্রানুরূপ জীবনযাপনে যত্নশীল নহে। হিন্দুসমাজ অবাতকম্পিত জলাশয়ের ন্যায় নিশ্চল ও মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সত্যের প্রচারে যেমন আন্দোলন উপস্থিত হয়, আবার সেই সত্যের প্রচার সম্পূর্ণরূপে লোক প্রকৃতির অনুকূল হইলেই সেই আন্দোলন চিরস্থায়ী হয়। প্রবল বায়ুর সংঘর্ষণেও যেমন খরতর স্রোতজলের প্রতিকূলে তরঙ্গ উত্থিত হয় না, তুমি আমি কিন্তু ধ্রুব সত্য বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিলেও যদি তাহা লোক প্রকৃতির নিতান্ত প্রতিকূল হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত হইবে না, তাহাতে সমাজ আন্দোলিত হইবে না। বাস্তব বায়ুপ্রবাহের অভাব বা সংকীর্ণতা ও জলস্রোতের প্রবল প্রতিকূলতাই যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিবার, সমুদ্র আন্দোলিত হইবার প্রতিবন্ধক, সত্যের আংশিক প্রচার বা অপ্রচার ও লোক প্রকৃতির প্রবল প্রতিকূলতাই সেইরূপ সমাজ আন্দোলিত হইবার প্রবল প্রতিবন্ধক। বর্ত্তমান সময়ে জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে, ইহার উপকরণ গুলি পরীক্ষা করিলেই আমরা ইহার পরিণাম নির্দ্ধারণ করিতে পারিব। ক্রমশঃ

সমালোচনা।

শিশুর সদাচার। (মাঘোৎসবের উপহার) এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দলাভ করিয়াছি। শিশুর সদাচারসম্বন্ধে কতকগুলি বাস্তব ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে বালকদিগের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। কেবল বালক কেন? অনেক বৃদ্ধেরও উপকারের সম্ভাবনা আছে। আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি যে এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া নিজ নিজ পরিবারের শিশুদিগের হস্তে অর্পণ করেন। মূল্য অতি সামান্য ৴১০ দুই পয়সা মাত্র। আমরা পাঠকবর্গকে দেখাইবার জন্য, "শিশুর সদাচার" হইতে দুইটি গল্প নমুনাস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দুইটী ভাই।

সুইটজর্লণ্ডে অনেক পর্ব্বত আছে, এই সকল পর্ব্বতে লোক বাসকরিয়া থাকে। পর্ব্বতের চূড়া সর্ব্বদাই নীহারে ঢাকা থাকে। এই নিমিত্ত প্রায় বারমাসই তথায় অত্যন্ত শীত। এক দিন বৈকালে দুইটী বালক পর্ব্বতের উপরে খেলা করিতেছিল; খেলিতে খেলিতে তাহারা একটী জঙ্গলে প্রবেশ করিল, এবং কিছু দূর যাইয়া পথ হারা হইয়া পড়িল। অনেক চেষ্টা করিয়াও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার পথ পাইল না, ক্রমে সন্ধ্যা ও রাত্রি হইল। তখন তাহারা আর উপায় না দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই বালক দুইটী সহোদর ভাই; জ্যেষ্ঠের বয়স নয় এবং কনিষ্ঠের বয়স ছয় বৎসর। জ্যেষ্ঠের বয়স অল্প হইলেও তাহার বুদ্ধি বিবেচনা তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। সে বিবেচনা করিল যত চেষ্টা করি না কেন, এই জঙ্গল হইতে বাহির হইতে পারিব না; এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবেক। কিন্তু নীহারের উপর শয়ন করিলে উভয়েই মরিয়া যাইব। অতএব যে খানে নীহার নাই এমন স্থান অন্বেষণ করি।

এই সময়ে চন্দ্রের উদয় হইল; জ্যেষ্ঠ বালকটী চন্দ্রের আলোকে সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র গহ্বর দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। গহ্বরটী নীহারশূন্য ছিল সুতরাং তন্মধ্যে শয়ন করাই ঠিক করিয়া সে কতকগুলি শুষ্ক পাতা সংগ্রহ করিল এবং তাহার দ্বারা এক প্রকার শয্যা প্রস্তুত করিল। ছোট ভাইটি তখনও কাঁদিতেছিল, জ্যেষ্ঠ তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আর কাঁদিও না, তোমার কোন ভয় নাই, এস, এই খানে শয়ন কর।

কনিষ্ঠ শয়ন করিলে পর জ্যেষ্ঠও তাহার এক পাশে শয়ন করিল। কিন্তু তাহারা শীতে জড়সড় হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ শীত সহ্য করিতে না পারিয়া বার বার বলিতে লাগিল, 'দাদা! বড় শীত।' ছোট ভাই শীতে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ আপনার গাত্রের সমুদয় কাপড় খুলিয়া তাহার গাত্রে দিল এবং পাছে তাহাতেও তাহার শীত নিবারণ না হয় এই ভাবিয়া নিজে তাহার গাত্রের উপর শয়ন করিল। ইহাতে কনিষ্ঠের শীত অনেক পরিমাণে নিবারণ হইল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ অধিকতর কষ্ট পাইতে লাগিল। তথাপি কনিষ্ঠ কতক নিরাপদে আছে বলিয়া তাহার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহাতে নিজের ক্লেশ তেমন কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল না।

এই অবস্থায় অধিক কাল থাকিলে তাহাদিগের কাহারও বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না, জ্যেষ্ঠ নিশ্চয়ই মারা যাইত। কিন্তু তাহারা গৃহে ফিরিয়া না যাওয়াতে তাহাদিগের পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে বাহির হন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কনিষ্ঠের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার মনে অতিশয় আহ্লাদ উপস্থিত হয়। তখন তিনি তাহাদিগের মুখচুম্বন করিয়া তাহাদিগকে গৃহে লইয়া যান। বিপদ কালে অধীর না হইয়া বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। এই জ্যেষ্ঠ বালক যদি কনিষ্ঠের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল হইত এবং নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান না করিত, তাহা হইলে তাহারা এতক্ষণও বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। এবং তাহাদিগের পিতা যাইয়া দেখিতেন, তাহারা মরিয়া রহিয়াছে। জ্যেষ্ঠের সুবিবেচনায়ই তাহারা রক্ষা পাইল।

যে সকল জ্যেষ্ঠ ভাই কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীকে এমন স্নেহ করে, এবং নিজে ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিতে চেষ্টা করে, লোকে তাহাদিগের সুখ্যাতি করিয়া থাকে এবং ঈশ্বর তাহাদিগের পুরস্কার করেন।

'কাল কি উপায় হইবে।'

জর্ম্মণীর এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী বৃদ্ধ বয়সে অতিশয় দুরবস্থা ভোগ করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার দুরবস্থা আরও বাড়িল। এমন কি তাহাদিগের আহারাদি চলা ভার হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময়ে সৈনিক পুরুষের স্ত্রী পীড়িত হইলেন। গৃহের যে জিনিস পত্র ছিল, তাহা একে একে বিক্রয় করিতে হইল; শেষ আর কিছু রহিল না। তাঁহার অল্প বয়স্ক বালিকা আর উপায় না দেখিয়া আপনার পরিবার কাপড় বিক্রয় করিয়া জননীর ঔষধ ও পথ্য ক্রয় করিতে গমন করিল।

এমন সময়ে সেই পথ দিয়া জর্ম্মণির সম্রাট্ পরম দয়াবান জোজেফ হাঁটিয়া একাকী গমন করিতেছিলেন। বালিকা সম্রাট্‌কে চিনিতে না পারিয়া তাহার পাশ দিয়া গমন করিতেছিল। সম্রাট তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, বালিকাটী বড় বিপদে পড়িয়াছে। সুতরাং নিকটে যাইয়া সস্নেহ ভাবে তাহার বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকাটী তখন কাতর হইয়া বলিতে লাগিল মহাশয়! কিছু দিন হইল, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আবার আমার মাতা পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহার ঔষধ ও পথ্য ক্রয় করিবার পয়সা নাই। আমার পরিবার যে এক খানি কাপড় ছিল, তাহা বিক্রয় করিতেছি। আমার পরিবার দ্বিতীয় কাপড় রহিল না। এই কাপড় বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাইব, তাহাতে আজ এক প্রকার চলিতে পারিবে, কিন্তু কাল কি উপায় হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। মাকে বুঝি বাঁচাইতে পারিলাম না, ঔষধ ও পথ্য অভাবেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষে জল আসিল, সে কাঁদিতে লাগিল।

একটু শান্ত হইয়া বলিল, এরাজ্যে যদি বিচার থাকিত এবং রাজা ন্যায়বান হইতেন, তবে আমাদিগকে এত দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। আমার পিতা যেরূপ যত্ন ও প্রশংসার সহিত সৈনিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অনায়াসেই পুরস্কার পাইতে পারিতেন। কিন্তু কেহ আমাদিগের সহায় না থাকাতে তিনি শেষাবস্থায় অর্থাভাবে দারুণ ক্লেশ পাইয়াছেন। এখন আমাদিগের এই দুর্দ্দশা। সম্রাট্ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, সম্রাট্‌কে অনুযোগ করা সঙ্গত বোধ হয় না। তাঁহাকে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়; তিনি তোমাদিগের অবস্থার কথা না জানিতেও পারেন। তোমাদিগের সমুদয় অবস্থা লিখিয়া তাঁহার নিকট এক আবেদন কর। বালিকা বলিল, মহাশয়! আবেদন করিয়া কি করিব, আমাদিগের কে সহায় আছে? সম্রাট বলিলেন, আমি সম্রাটের নিকট তোমাদিগের অবস্থা বলিব। তুমি দুই দিবস পরে রাজবাটীতে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। এই বলিয়া তাহার হস্তে কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। বালিকা অপ্রত্যাশিত অর্থ পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

সম্রাট্ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, বালিকা যাহা বলিয়াছিল, তাহার সকল কথাই সত্য। তখন সম্রাট্ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বালিকা ও তাহার জননীকে নিজ বাটীতে আনাইলেন। বালিকার পিতা যত বেতন পাইত, তাহার সমান পেন্সন স্থির করিয়া দিলেন, এবং তাহাদিগকে অনেক মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিলেন।

যে সকল বালক বালিকা আপনার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও

পিতা মাতার সেবা এবং রোগের সময় শুশ্রূষা করে, ঈশ্বর তাহাদিগের মঙ্গল করেন।

ব্রাহ্ম সমাজ।

গত ২৪ ফাল্গুন, শনিবার, মঙ্গলবাড়ি নামক ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের বাড়ীর সম্মুখস্থ অনাবৃত স্থানে স্ত্রীলোকদিগের জন্য সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল পঞ্চাশাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১লা চৈত্র শনিবার বাবু কেশবচন্দ্র সেনপ্রভৃতি বাগবাজারে অতিশয় উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ন্যূনাধিক দেড় হাজার লোকের সমারোহ হইয়াছিল। মিরার শুনিয়াছেন পর্দার পশ্চাতে শতাধিক হিন্দু-মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

বাবু দীননাথ মজুমদার ইতিমধ্যে কৃষ্ণনগরে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। এক দিন পুরাতন কালেজের প্রাঙ্গনে ও আর একদিন বাজারে বারুয়ারি চালায় তাঁহার বক্তৃতা হয়। শেষোক্ত দিনে ন্যূনাধিক আট শত লোক উপস্থিত ছিল; বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতার পর অনেক লোক অতিশয় উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচারক মহাশয়ের বাসস্থানপর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় সমাজ গৃহে ও তত্রত্য কয়েক জন ভদ্র লোকের বাটীতে উপাসনা হইয়াছিল।

গত ১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বাবু চণ্ডীচরণ সেনের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে।

ছাত্রদিগের উপাসনা সমাজে বাবু আনন্দমোহন বসু "চরিত্রের অটলতা" বিষয়ে একটী অতি উৎসাহজনক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এখানে প্রায় দুই মাস কাল অবস্থিতি করিয়া পুনরায় ঢাকায় গিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ঢাকাকে তাঁহার প্রচারক্ষেত্রের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া সময়ে সময়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে প্রচার করিবেন।

অমৃতসরের ভজনসভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বহু সংখ্যক লোক উৎসবে যোগ দিয়া সুখী হইয়াছেন। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উৎসবসম্পন্ন করিতে লাহোর হইতে অমৃতসর গিয়াছিলেন।

বিগত ৯ মার্চ্চ লাহোরের সমদর্শীসভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন তাঁহার যে প্রচার বৃত্তান্ত প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'মহাশয়! ১৩ই ফাল্গুন বেলা ১১টার সময় কুড়ি গ্রামে উপস্থিত হই, এখানে এক জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহার নাম বাবু হরনাথ দাস; এই বন্ধুর বাসাতেই আমি আতিথ্য গ্রহণ করি। রাত্রিতে হরনাথ বাবুর পারিবারিক উপাসনার কার্য্য আমাকেই সম্পন্ন করিতে হয়।

১৬ ফাল্গুন প্রাতে, আলোচনাদি। বৈকালে তত্রত্য স্কুলগৃহে "মানব জীবনের উদ্দেশ্য" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

১৭ই ফাল্গুন, শনিবার প্রাতে আলোচনা; সন্ধ্যার পর পারিবারিক উপাসনা, উপদেশ আলোচনাদি হয়।

১৮ই ফাল্গুন, রবিবার, প্রাতঃকালের উপাসনার পূর্ব্বে "প্রেম ও ভক্তি" এই বিষয় আলোচনা। অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে এক জন উকিলের বাসায় শাস্ত্রপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা হয়। বৈকালে অপর একটী উকিলের বাসায় উপাসনাসভা আহূত হয়; উপসনান্তে "মৃত্যু ও ঈশ্বর" এই বিষয় বক্তৃতা। এই দিবস কুড়িগ্রামে প্রকাশ্য ভাবে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতি পূর্ব্বে এই স্থানের কয়েক জন বন্ধু একত্রিত হইয়া হরনাথ বাবুর বাসায় সামাজিক উপাসনা করিতেন, বিগত মাঘোৎসবে ইঁহারা উৎসবাদি করিয়াছিলেন; অদ্য কেবল সেই সমাজ "কুড়িগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইল, এই সমাজের সম্পাদক বাবু জানকীনাথ দত্ত, আচার্য্য বাবু হরনাথ দাস।

১৯শে ফাল্গুন, সোমবার প্রাতে, আলোচনা; বৈকালে অপর এক জন উকিলের বাসায় "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

২০শে মঙ্গলবার। বেলা ১১টার সময় কুড়িগ্রাম পরিত্যাগ করি, রাত্রি ৮টার সময় ধুবড়ি আসিয়া উপস্থিত হই।"

বিগত ২৪ এ ও ২৫ এ ফাল্গুন বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ২৪ এ শনিবার, অপরাহ্ণে, বাবু শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় "আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি" এই বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর উপাসনাকালে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরদিবস রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা হয়; বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, অপরাহ্ণে শ্রমজীবীদিগের সভা এবং সন্ধ্যার পর উপাসনা হয়; বাবু কালীশঙ্কর সুকুল বেদীর কার্য্য করেন। তৎপরে প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

বিগত ২৬ এ ফাল্গুন, সোমবার, বরাহনগর ইনস্‌টিটিউটে বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় "ধর্ম্মদ্বন্দ্ব" বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সংবাদসার।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজক স্পার্জিয়ন সাহেবের মিট্রপলিটান ট্যাবারনেক্লের উপাসক মণ্ডলী সংযুক্ত ১৯টী রবিবাসরিক বিদ্যালয় আছে; তাহাতে ৫৮৫৩ জন ছাত্র ও ৫০০ জন শিক্ষক আছেন। উপাসকদিগের উৎসাহ ধন্য!

কেম্ব্রিজস্থ গিরটন কলেজের কুমারী স্কটনাম্নী একটী ছাত্রী তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথেমেটিক্যাল ট্রিপস্ নামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অষ্টম রাঙ্গলারের সমান হইয়াছেন।

রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারির অধিবেশনে প্রফেসর ম্যাক্স মূলার বলেন যে, জাপানে কতক-

গুলি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে সংস্কৃত প্রতিবাক্যসহ একটী চীন-ভাষার অভিধান আছে। সংস্কৃত বাক্যগুলি পুরাতন নেপালী বর্ণমালা সদৃশ এক প্রকার অক্ষরে লিখিত।

বিলাতে একটী অতি উপকারী সভা আছে, তাহার সভ্যগণ জলমগ্নপ্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সুশ্রূষা করেন; ইহাঁদের কার্য্যপ্রণালী অতি প্রশংসাযোগ্য। কয়েক জন উদ্যোগী লোক মিলিত হইয়া একটী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া এক জন চিকিৎসা বিদ্যাবিৎ লোক নিযুক্ত করেন; ইনি উহাঁদিগকে সরল ভাষায় উহাঁদিগের কার্য্যোপযোগী শিক্ষা প্রদান করেন। শিক্ষাপ্রণালীও অতি চমৎকার। এক জন হয়ত এক জন জলমগ্ন, অগ্নি-দগ্ধ বা শকটাহত ব্যক্তি সাজিলেন, এরূপ ব্যক্তিকে কিরূপে উঠাইতে হয়, কখন কিরূপে ব্যাণ্ডেজ্ প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হয়, চিকিৎসক এই সমুদয় অতি যত্নের সহিত দেখাইয়া দেন। যাঁহারা এবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন, শিক্ষক তাঁহাদিগকে এক এক খানি নিদর্শন পত্র দেন; এই নিদর্শন পত্রধারীরাই সভার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়া থাকেন।

গত ১লা চৈত্র, শনিবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন হইয়া গিয়াছে। ১১২ জন ছাত্র বিএ ও ৩২ জন এম্, এ, ৪৩ জন বি, এল্ ও এক জন ডি, এস্ উপাধি পাইয়াছেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

খ্রীষ্টিয়ান।—আপনার পত্র আগামীবারে প্রকাশিত হইবে।

প্রেরিত।

ধর্ম্মোৎসাহ।

(১)

এস, এস, সবে, মাতি গিয়া তবে,
আসিয়াছে দিন, আনন্দকর।
দেখ, দেখ, রবি, মনোহর ছবি,
গগণে ঢালিছে, মধুর কর॥

(২)

মৃদুল বাতাস, বাড়ায়ে উল্লাস,
তরঙ্গে তরঙ্গে, বহিয়া যায়।
পড়ি ভব ফেরে, ঘুরিয়া না কিরে,
অমূল্য জীবন, কাটিয়া যায়?

(৩)

হে ভব মানব! একি কালে সব,
চিরদিন কিরে, অচেত রবে?
উঠ তবে আজ, সমাজে সমাজ,
বীরত্বে কাঁপায়ে, বিশাল ভবে॥

(৪)

যাক্ ভেদাভেদ, হউক্ অভেদ,
যবন হিন্দুতে, মিলিয়া যাক্।
আর্য্য কি মোগল, নিগার মণ্ডল,
সব ভেদ আজ, দূরেতে থাক্॥

(৫)

একটী সুতাতে, হিয়াতে হিয়াতে,
গাঁথিয়া দেখিরে, কুসুম মালা।
সময় ভীষণ, বৃথা নির্যাতন,
যায় কি না যায়, এ সব জ্বালা॥

(৬)

শোকের দিনেতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
একি সঙ্গে সব, করিবে খেদ।
আনন্দ ভোগেতে, হাসিতে হাসিতে,
মিলিব একত্র, নাশিয়া ভেদ॥

(৭)

গাইব যখন, ছুঁইবে গগণ,
একটী প্রবাহে, সবারি স্বর।
একি সঙ্গে সব, হইব নীরব,
সঙ্গীত প্রবাহ, থামিলে পর॥

(৮)

রাজা কি পরজা, মনুজ মনুজা,
সম অধিকারী, মানব দল।
এ জগত যন্ত্র, রবে না স্বতন্ত্র,
চালাইবে সুধু, একটী বল॥

(৯)

উঠিবে তরঙ্গ, একটী অভঙ্গ,
সুদূর পশ্চিমে, আমেরি(ক্) দেশে।
আফ্রিকা, য়ূরূপ, ধুই' একি রূপ,
বিলীন হইবে, আসিয়া শেষে॥

(১০)

আসিছে সে দিন, কেনরে মলিন,
অলস তথাপি, জগতবাসী॥
জাগ জাগ আজ, পরি বীর সাজ,
অই শুন উর্দ্ধে; বাজিছে বাঁশী॥

(১১)

"জাগ ওরে জাগ, বাড়াইয়া রাগ,
ওরে সুতগণ! ধরম কাজে॥
দেখরে নয়নে, বিমল তপনে,
ভারত গগণে, মোহন সাজে॥

(১২)

খুলি দেও হিয়া, রক্ত বিন্দু দিয়া,
সাধিয়া মরহ, জগতে হিত।
প্রেমেতে মাতিয়া, গগণ ছাইয়া,
একতানে গাও, মহেশ গীত॥

(১৩)

ধিক্ সে জীবনে, ধরম বিহনে,
এ ভব মণ্ডলে যাহার স্থিতি।
মাতরে জগত, মাতরে ভারত,
গাও এক সাথে, বিজয় গীতি ॥

(১৪)

যাইবেক পাপ, মরমের তাপ,
শীতল হইবে, সবার হিয়া।
তর্কের সাগরে, বিলাস গহ্বরে,
থেকনারে অঙ্গ, ঢালিয়া দিয়া ॥

(১৫)

এসেছে সুদিন, ফুটেছে নলিন
সুখের, যদিরে ভাগ্যের ফলে।
শুকাতে দিওনা, দলিয়া মেরোনা,
অযতনে ফেলি, পায়ের তলে ॥”

(১৬)

মানুষ হইয়া, পশুত্ব লইয়া,
আঁধারে কাটাতে, দেখিয়া দিন।
পিতা দয়াময়, হইয়া সদয়,
দিয়াছেন আনি এ শুভ দিন ॥

(১৭)

এসরে মিলিয়া, প্রেমেতে মাতিয়া,
জোড় করি তবে, সবার কর।
গাইরে সঙ্গীত, হউক উত্থিত,
গগন ভেদিয়া, মিলিত স্বর ॥

(১৮)

“গাওরে বিহঙ্গ, কীটানু পতঙ্গ,
পশুগণ সহ, সাগরে মীন।
নাচরে আনন্দে, নানাবিধ ছন্দে,
প্রেমরসে হোক্, জগত লীন ॥

(১৯)

গাও গ্রহ তারা, রবিশশী ভরা,
অনন্ত প্রসারী গগণ আজ।
গাও গিরিবর, কানন সাগর,
পরিয়া নবীন, প্রেমের সাজ ॥

(২০)

গাওরে গাওরে, কেহ না থেকোরে,
ছোট বড় ভেদে নীরবে আর।
তৃণ লতা তরু, কুসুম সুচারু,
রেখনারে কেহ, হৃদয়ভার।

(২১)

মানব সংসারে, প্রেমের আগারে,
উদিত নবীন, বরিষা কাল।
সকলি সাঁতারে, আনন্দ পাথারে,
সবারি কেটেছে, মোহের জাল ॥

(২২)

দেখ কি আলোক, ভূলোকদ্যুলোক,
তরল কাঞ্চনে, ভাসায়ে বয়।
নাই শোক তাপ, হিংসা দ্বেষ পাপ,
মান অভিমান, দুঃখ কি ভয় ॥

(২৩)

গাওরে আবার, জগত সংসার,
জয় জয় জয়, বিজয় তাঁর।
প্রেমের পাথারে, সকলি সাঁতারে,
চল স্বর্গে যাই, হইয়া পার ॥

(২৪)

ধর্ম্মেতে মাতাও পুণ্যেতে বহাও,
সরিৎ সাগর, যামিনী দিন।
নর নারী যত, থাক অবিরত,
সুখে তার মাঝে, হইয়া লীন ॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ ই এপ্রেল, রবিবার, অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে:—

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।
২। সভ্য মনোনয়ন।
৩। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু।
১৮৮০। ১৭ ই মার্চ্চ। } সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ্চ } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সহকারী সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিক মাসহইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২।০ এবং মফস্বলের জন্য ২॥৶ যাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্‌ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা
১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	৴০
ঐ ২ ভাগ	৵	৷১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	৴০	৷১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৷০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	৷১০
কৃতজ্ঞতা	৷১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৷১০
শিশু পালন	॥০	৷১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৷১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৷১০
ধর্ম্মালোচন	৴১০	৷১০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	৴০
Channing's Complete works	১॥০	৶০
Practical Sermons	৸০	৴০

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
সুরুচীর কুটীর	॥০	৷১০
শিশুর সদাচার	৷১০	৷১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	৴০	৷১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৷১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৷১০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৷১০
Almanac 1880	॥০	৷১০
Second Annual Report 1879	৸০	৴০
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৷১০
Brahmo-year Book 1879 (Miss Collet's)	১৲	৷১০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadarhan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, March. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ।
২১শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র রবিবার ১৮০১ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩
প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

মনুষ্য উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে ভিন্নতা রক্ষা করিতে পারে না। প্রথমে যাহা উপায়, ক্রমে তাহাই লক্ষ্য হইয়া পড়ে। উপদেশ ও দৃষ্টান্তদ্বারা যিনি ধর্ম্ম পথের সহায় হন, তিনি গুরু; ধর্ম্মসাধনের উপায়। কিন্তু ধর্ম্ম জগতে দেখ "গুরু পূজা" প্রচলিত। সরলভাবে ঈশ্বরের নাম করিলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। নামগ্রহণ ভক্তিসাধনের উপায়। কিন্তু লোকের এই সংস্কার দাঁড়াইয়াছে, সরলতা থাকুক আর নাই থাকুক, কেবল নাম উচ্চারণ করিলেই পুণ্য। শাস্ত্রপাঠ করিলে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়; সেই জন্যই উহা আবশ্যক। কিন্তু শত শত লোকের এই বিশ্বাস, যে মন ভাল হউক আর নাই হউক, শাস্ত্রপাঠ মাত্রেই ধর্ম্মলাভ হয়। যে স্থানে কোন মহৎ লোকের জন্ম বা কোন মহৎ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় এবং দেখিলেও হৃদয়ের উন্নতি হয়। বাস্তবিক তীর্থ যাত্রায় ঐ টুকু সত্য রহিয়াছে। কিন্তু লোকের এমনি সংস্কার যে, কোন প্রকারে শরীরটাকে টানিয়া তীর্থে লইয়া যাইতে পারিলেই ধর্ম্ম। কেবল তীর্থ কেন? থিওডোর পার্কার আক্ষেপ করিয়াছেন যে শত শত খ্রিষ্টিয়ানের এইরূপ বিশ্বাস, যে ভাল উপাসনা হউক আর নাই হউক, রবিবারে উপাসনার সময় গির্জ্জাঘরে উপস্থিত থাকিলেই পরকালের কাজ হইল। কোন ব্যক্তি যদি বোম্বাই যাইবে বলিয়া রেল গাড়িতে আরোহণ করে, কিন্তু পথে যাইতে যাইতে আপনার গম্য স্থান ভুলিয়া লাহোর গিয়া উপস্থিত হয়, তাহার অবস্থা প্রকার ঐ সকল ভ্রান্ত সাধকদিগের অবস্থাও তদনুরূপ।

প্রকৃত আত্মদর্শন।

২

আত্মজ্ঞানের তিনটীমাত্র উপায় আছে; (১) সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোক এবং অন্তর্দ্দৃষ্টি; (২) ব্রহ্ম-জ্যোতি ও অন্তর্দ্দৃষ্টি; (৩) পরীক্ষা ও অনুসন্ধান। এই উপায়ত্রয়ের একটীও পরিত্যজ্য নহে। এই উপায়ত্রয়ের প্রথম দুইটী, অন্তর্দ্দৃষ্টি বা আত্মচৈতন্যমূলক। তৃতীয় উপায়টীর সঙ্গে সেই অন্তর্দ্দৃষ্টি বা আত্মচৈতন্যের কোন সম্বন্ধ নাই; তাহা বিজ্ঞানমূলক অর্থাৎ প্রক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার ফল পরীক্ষা সাপেক্ষ। প্রথম উপায়টীদ্বারা দর্শন শাস্ত্র, দ্বিতীয় উপায়টীদ্বারা পরমার্থ তত্ত্ব, এবং তৃতীয় উপায়টীর দ্বারা আত্ম-গত শক্তিপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। প্রথম উপায়টীর স্ফূর্ত্তি স্বভাবসিদ্ধ; দ্বিতীয় উপায়টীর স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা ও ব্রহ্ম কৃপানুগত। তৃতীয় উপায়টীর স্ফূর্ত্তি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সাপেক্ষ। যেখানে মনোযোগ অন্তর্দ্দৃষ্টির অনুগত হইয়াছে, সেখানে প্রথম উপায়টী স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। এই উপায়ের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল বিষয় জ্ঞানের অধিগম্য হয়। তখন আত্মার বহির্ব্যাপার. পটের ন্যায় তাহার অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখে খুলিতে আরম্ভ হয়। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার অশেষ তরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করিতে করিতে তাহার অন্তর্নেত্রের সম্মুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই স্রোতস্বতীর অশেষ তরঙ্গরাজি যে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজিত থাকে, স্থিরচিত্তে দেখিতে দেখিতে তাহাও আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সেই স্রোতস্বতীর আভ্যন্তরিক ব্যাপার তৎকালের জ্ঞানের অনধিগম্য বা অস্পষ্টলক্ষ থাকে। গৃহমধ্যে যে সকল ক্ষুদ্রাণুপুঞ্জ উড্ডীয়মান থাকে, তাহা মনুষ্যের স্বাভাবিক দৃষ্টির সুলভ্য বা অধিগম্য নহে, কিন্তু যখন গবাক্ষ মধ্য দিয়া সূর্য্য স্বকীয় কিরণ জাল গৃহাভ্যন্তরে জ্বলন্ত স্তম্ভের ন্যায় তির্য্যগ্‌ভাবে বিস্তীর্ণ করে, তখন সেই প্রসারিত কিরণস্তম্ভের সর্ব্বাঙ্গে ক্রীড়মান উদ্দীপ্ত ক্ষুদ্রাণুপুঞ্জ মনুষ্যের দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আত্মার গূঢ় আভ্যন্তরিক প্রদেশ আমাদের অন্তর্দ্দৃষ্টির সমক্ষে সহজেই অপ্রকাশিত বা অস্পষ্টচিত্রিত থাকে। সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোক সে প্রদেশকে সম্যক্‌রূপে উদ্দীপ্ত ও আলোকিত করিতে পারে না; কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্যোতি আসিয়া সেই তমসাচ্ছন্ন প্রদেশকে উজ্জ্বলিত করে, তখনই তাহা অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখে সুপ্রকাশিত হয়। এই ব্রহ্মজ্যোতি আত্মজ্ঞানের দ্বিতীয় উপায় এবং প্রকৃত আত্মদর্শনের এক মাত্র উপায়। যে উপায়ে প্রকৃত আত্মদর্শন স্ফূর্ত্তি পায় তাহা প্রার্থনা ও ব্রহ্মকৃপাসাপেক্ষ। প্রার্থনা আত্মার শ্বাসত্যাগ. ব্রহ্মকৃপা আত্মার শ্বাসগ্রহণ। চিত্তমধ্যে এই শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধি হইতে থাকিলে, ব্রহ্মজ্যোতি আত্মার আভ্যন্তরিক বিভাগকে তৎকালে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। আত্মা তদ্দ্বারা আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও পুলকিত

হয়। আত্মজ্ঞানের তৃতীয় উপায় পরীক্ষা। এই উপায়টী সর্ব্বত্রেই অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া থাকে। এই অভিশপ্ত উপায়টীর অনুকূলে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম উপায়টীকে যদি দার্শনিক নামে অভিধেয় করা যায়; দ্বিতীয় উপায়টীকে যদি 'দৈবাধীন' অভিধানে উল্লেখ করা হয়; এই তৃতীয় উপায়টী সর্ব্বতোভাবে 'বৈজ্ঞানিক' উপায় নামে অভিহিত হইতে পারে। জল অতি সামান্য ও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত পদার্থ। কতকাল পূর্ব্বে ইহা মানুষের ব্যবহারে আসিয়াছে, কতকাল পূর্ব্বে মানুষ ইহার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে, কিন্তু এই সামান্য পদার্থের অভ্যন্তরে যে সকল আশ্চর্য্য ক্ষমতা নিহিত ছিল, তাহা এত কাল পর্য্যন্ত কেবলই পরীক্ষার অভাবে মানুষের নিকট অপ্রকাশিত ছিল; পরীক্ষকের অভাবে জল এতকাল তাহার মর্ম্মস্থ রহস্য কাহারো নিকটে প্রকাশ করে নাই। জল কলকল রবে প্রবাহিত হইবার সময়, বাষ্পাকার ধারণ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইবার সময়, সকলকেই বলিয়াছে, "ওহে! আমি কেবল তোমাদের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, কেবল তোমাদের শস্যক্ষেত্র সকল উর্ব্বর করিবার জন্য উদ্দিষ্ট হই নাই, কেবল তোমাদের নৌযানাদি পৃষ্ঠে বহন করিবার জন্য অবতীর্ণ হই নাই, আমার মধ্যে অসামান্য শক্তি নিহিত আছে; কে আছ, পরীক্ষক হইয়া এস, আমি তোমাদিগকে আমার মর্ম্ম রহস্য বলিয়া দিব।" উনবিংশ শতাব্দির পূর্ব্বে কেহই জলের এই কলধ্বনীর এবং উত্থিত বাষ্পের এই ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে শক্ত হয় নাই। বাস্তবিক, বর্ত্তমান সময়ের অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে কাহারো কল্পনাতেও আসে নাই, যে সেই পুরাতন সামান্য জল বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ও ধাতু কোষে রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র আরোহীবিশিষ্ট অর্ণবপোত বা শৃঙ্খলবদ্ধ শকটাবলী লইয়া নক্ষত্র বেগে অবিরাম গতিতে ছুটিতে পারে? এখন কে জানে যে সেই সামান্য জলের অভ্যন্তরে ঈদৃশ আরো কত অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে? কেজানে জলের ন্যায় কত সামান্য ও সদা ব্যবহার্য্য পদার্থের অভ্যন্তরে কত অদ্ভুতক্ষমতা নিহিত আছে এবং আপনাদের আভ্যন্তরিক গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য সেই পদার্থ সকল সতৃষ্ণনয়নে উত্তর কালের মুখ প্রতীক্ষা করিতেছে? যদি পুরাতন সামান্য পদার্থের মধ্যে এত অদ্ভুত ক্ষমতা নিহিত থাকিতে দেখা যায় তাহা হইলে আমাদের আত্মগর্ভ মধ্যে যে কত অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য রহস্য নিমজ্জিত থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সুগভীর আত্মগর্ভ মধ্যে যে কোন নূতন রহস্য নিহিত থাকিতে পারে, বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক সে সম্ভাবনাতেও তাদৃশ আস্থা ও বিশ্বাস করেন না। এজন্য এদিকে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান নিয়োজিত হইবার পথে তাঁহারা নানা বাধা ও বিঘ্ন স্থাপন করেন। কোন কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এরূপ কুসংস্কারান্ধ, যে এদিকে কোন চেষ্টা নিয়োগ করিলে, তাঁহারা সেই চেষ্টাকে কুসংস্কার ও ভ্রান্তিপ্রণোদিত বলিয়া উপহাস করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে বৈজ্ঞানিকদিগের এ প্রকার ব্যবহার নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তসংস্কারপ্রণোদিত। এ প্রকার ব্যবহার সত্যের অনুসন্ধান ও আবিস্কার ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির পথের সম্পূর্ণ অন্তরায়।

কোন প্রস্তাব পরীক্ষার্থ উত্থাপিত হইলে, সহসা তাহাকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া মানুষের একটী পুরাতন রোগ। যাহারা এরূপ 'অসম্ভব' বলিয়া কোন পরিমিত প্রস্তাব উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বিজ্ঞানদ্বারা সংসারে অনেক 'অসম্ভব' 'সম্ভব' হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ অসম্ভব রাজ্যকে ক্রমে ক্রমে সম্ভবে আনয়ন করাই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের উপর যে সাধারণের শ্রদ্ধা ও সমাদর আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল তদ্দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব হইতে দেখিয়া। বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান, অসম্ভবপ্রদেশে আপনার বিজয় নিশান উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই এই উনবিংশ শতাব্দীর নামে লোকের এত শ্রদ্ধা ভক্তি ও আশ্চর্য্য ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কে সম্ভব বিবেচনা করিতে পারিয়াছিল যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর সহস্র যোজন ব্যবধানে থাকিয়াও পরস্পর নিকটস্থ ব্যক্তির ন্যায় কথোপকথন করিতে পারিবে? হয়ত নিউটন ও ল্যাপ্লাসের ন্যায় অগাধ বুদ্ধি ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির নিকটও তাহা 'অসম্ভব' বলিয়া অনায়াসেই উপেক্ষিত ও অবহেলিত হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে, অর্দ্ধ শতাব্দীও গত হয় নাই, সেই চিরসিদ্ধান্ত 'অসম্ভব', সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল, এমন কি, চঞ্চলা চপলা অপেক্ষাও চঞ্চল। সে কিছুতেই আপনাকে ধরা দিতে চাহে না। তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন, দেখিবে যে সে সুদূরে গিয়া তোমার প্রয়াসের প্রতি উপহাস করিতেছে। তুমি তোমার প্রিয়তম ঈশ্বরকে হৃদয়াসনে রাখিয়া পূজা করিতে চাহিতেছে, কিন্তু মনের কার্য্য দেখ, সে তোমার প্রিয়তমকে স্বর্গ হইতে আনিয়া তোমার হৃদয় সিংহাসনে বসাইয়া তোমার পূজোপহার উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে এমন নিঃশব্দে তথা হইতে ডুব দিয়া প্রস্থান করতঃ কোথায় গিয়া উঠিয়াছে, যে তুমি তাহার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইবে। এইরূপে তুমি যতবার তাহাকে ধরিবার চেষ্টা কর, ততবার তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। বাস্তবিক কি এই চঞ্চল মনকে শাসনাধীন করিবার কোন উপায় নাই? এই মন কি চিরকাল আকাশের বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল থাকিবে? চিরকাল কি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবে? কেবল পরীক্ষা ও অনুসন্ধান এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে।

যদি এতদূর গেলাম, আরো কিয়দ্দূর যাই। এই যে সম্মুখস্থ প্রাচীর, ইহাই কি চিরকাল আমার দৃষ্টিপথের প্রতি-

বদ্ধক থাকিবে? আমার মধ্যে এমন কোন আভ্যন্তরিক শক্তি নিহিত আছে কি না, যদ্দ্বারা আমি অনায়াসে এই সম্মুখস্থ অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরালের অপর প্রান্তস্থ পদার্থ নিচয় দৃষ্টিগোচর করিতে পারি? অমানিশার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার দৃষ্টি চলিতে পারে কি না; এবং সেই অন্ধকার সত্ত্বেও চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যরাশি উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে কি না? আমার চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ হইলে বা আমি নিমীলিত নেত্রে থাকিলে, কেবল অন্তরস্থ দৃষ্টিশক্তি বলে চক্ষুষ্মান বা উন্মীলিতচক্ষু ব্যক্তির ন্যায় আমার দর্শন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে কি না? যদি একজন স্থুলবুদ্ধি ও হীনপ্রতিভা লইয়া জন্মিয়া থাকেন, এমন কোন উপায় আছে কি না, যদ্দ্বারা তিনি সূক্ষ্মবুদ্ধি ও উজ্জ্বল প্রতিভাশালী হইতে পারেন? যদি কোন ব্যক্তি দুরন্ত পাপ প্রবৃত্তি ও অতি দুর্ব্বল ধর্ম্মপ্রকৃতি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, কোন সাধনপ্রক্রিয়া বলে তিনি সুপ্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লাভ করিতে সক্ষম কি না? এমন কোন কৌশল আয়ত্ত করা যায় কি না, যাহাতে মানুষ অল্পায়াসে, ও অল্পসময়ে বহুলজ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন? কেবল পরীক্ষা ও অনুসন্ধান এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে প্রাচীন কালের যোগীরা ও তান্ত্রিক সময়ের সাধকেরা এরূপ বহুবিধ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকায় অধ্যাত্মতত্ত্বের বহুবিধ পরীক্ষা হইতেছে, কিন্তু তাহা হতে কোন সুফল ফলিতে দেখা যায় নাই। একথা সত্য বলিয়া সহসা মানিয়া লইলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রতিরোধ করিতে কাহারো অধিকার নাই। এক সময়ে বা এক স্থলে, কোন কারণ বশতঃ হয়ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকিবে, তাই বলিয়া যে সে চেষ্টা সর্ব্বত্র চিরকালই ব্যর্থ হইবে ইহা সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রাচীন কালের ও তান্ত্রিক সময়ের চেষ্টা যদি সত্য সত্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কারণস্বরূপ ইহা উল্লিখিত হইতে পারে যে সে সময়ের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান সমবেত চেষ্টাদ্বারা সম্পন্ন হয় নাই; যিনি চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি অসহায় ও নিজ্জন হইয়া নিভৃত কন্দরমধ্যে গিয়া চেষ্টা করিয়াছেন; এক জনের পরীক্ষার ফল ও সাধনের প্রক্রিয়া অপরে সহজে প্রাপ্ত হয় নাই; বিশেষতঃ তৎকালে এপ্রকার অনুদারভাবে এবিষয়ের পরীক্ষাদি হইয়াছে যে তাহাতে সেই পরীক্ষাদি বৈজ্ঞানিক আকার ধারণ করিবার কোন পথই প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যাঁহারা কোন প্রক্রিয়ার বিশেষ সাধন করিলেন, তাঁহারা সহজে তাহা কাহাকেও শিখাইতে চান নাই; নিতান্ত অনুগতভাবে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও অনেক স্থলে তাঁহাদের অনুদারতা ভঙ্গ করিতে পারা যায় নাই। সে সময়ে দুই চারি জন যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ চিত্তের দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যে তাহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে লইয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বংশ তাহা হইতে তাদৃশ উপকার লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। এই সমস্ত অনুসন্ধানকারীর, সাধনের প্রক্রিয়া সকল বিষদরূপে ব্যক্ত না করুন, সাধনের ফল যে আত্মগর্ভ নিহিত অদ্ভুত শক্তি পুঞ্জের স্ফূর্ত্তি তাহা তাঁহারা তাঁহাদের লিখিত শাস্ত্রাদিতে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি নাস্তিক ও আস্তিক উভয় শ্রেণীর অনুসন্ধায়ীরাও এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও সে কথার সম্পূর্ণ সায় আসিতেছে। এই সমস্ত লিপি যে সর্ব্বাংশে অলিক তাহা সত্যান্ধ ঘোর সংশয়ী ভিন্ন আর কাহারো সহসা অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না; অন্ততঃ পরীক্ষার পূর্ব্বে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কাহারো অধিকার নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা স্পর্শমণি অনুসন্ধান করিবার জন্য লোকের চিত্তবৃত্তিকে পুনরায় নিয়োগ করিতেছি। কিন্তু যাঁহারা একথা বলিবেন, তাঁহাদের উক্তির কোন যুক্তি নাই। তাঁহারা একথা বলিয়া সর্ব্বপ্রকার নূতন পরীক্ষাকে নিরস্ত করিতে পারেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের আশঙ্কা দ্বারা পরিচালিত হইলে, বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানুষের দ্বারা প্রতিলব্ধ হইত না। বিশেষতঃ যে বিষয়ে ভূতকাল ও বর্ত্তমান কাল, পুরাতন ও নূতন ভূভাগ সমস্বরে ফলের প্রত্যাশা প্রদান করিতেছে, অন্ততঃ সে বিষয়সম্বন্ধে স্পর্শমণির পুরাতন যুক্তি গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক কোন অনুসন্ধানকেই আমরা নিষ্ফল মনে করি না। সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক, অবান্তর ভাবে তাহা হইতে অনেক সুফল উৎপন্ন হয়। যদি আল্‌কিমিষ্টেরা স্পর্শমনির উদ্দেশে দ্রব্য গুণ পরীক্ষায় নিযুক্ত না হইতেন তাহা হইলে অদ্ভুত রসায়ন বিদ্যা এত দিনে মর্ত্তলোকে আবির্ভূত হইত কি না, সন্দেহ স্থল। কেবল তাহা নহে বর্ত্তমানকালে বিজ্ঞান রাজ্যে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়া মনুষ্য সংসারের অশেষ কল্যাণের পথ প্রসারিত করিয়াছে, আল্‌কিমিষ্টদিগের অনুসন্ধিৎসা তাহারও নিদানভূত। অতএব অধ্যাত্মশক্তি পরীক্ষার্থ যে সময় ও শ্রম ব্যয়িত হইবে তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইবার নহে। প্রত্যুতঃ ইহাতে মহৎ ফলোদয়ের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্থাপন, বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার রীতি নীতি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চ্চার প্রবর্ত্তন, এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মজীবন, প্রেম ও সদ্ভাব অর্জ্জন করিবার ভার গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বহুকালের প্রাচীন, রুগ্ন, জীর্ণ কতিপয় হিন্দু ও খৃষ্টীয় পন্থার অনুকরণ ও প্রবর্ত্তন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ আর অধিক কিছু করিতে অদ্যাপি সমর্থ হন নাই। এই সমস্ত পন্থা ভারতবর্ষে বহুযুগ এবং খৃষ্টীয় জগতে অষ্টাদশ শত বর্ষ ব্যাপিয়া সাধিত হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা যে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজ গতানুগতিকের ন্যায় সেই পুরাতন পন্থায় চলিলে, তাঁহার মহান্

উদ্দেশের অতি অল্পই সুসিদ্ধ করিতে পারিবেন। পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের নূতন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের কিয়দংশ চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া বিধেয়। যদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ও খৃষ্টীয়সমাজ অপেক্ষা কিছু নূতন ও অধিক করিতে চান, তাহা হইলে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হউন, নূতন ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান নিয়োগ করুন। পুরাতন মন্ত্রের সাধনে, পুরাতন ক্ষেত্রচারণে পুরাতন ফলই প্রসব করিবে।

থিইষ্টিক কোয়াটরলি রিভিউ ও নূতন ধর্ম্মভাব।

বিগত জানুয়ারি মাসের থিইষ্টিক কোয়াটারলি রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে ১৩ টী নূতন ধর্ম্মভাব প্রকাশিত হইয়াছে যথা ;—

১। একেশ্বরবাদের (ব্রাহ্মধর্ম্মের) সার্ব্বভৌমিকতা। শ্লোক সংগ্রহ প্রকাশ।

২। যিশু খৃষ্টকে এক জন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকার ও তাঁহার প্রতি তজ্জন্য সম্মান।

৩। সংকীর্ত্তন। অর্থাৎ চৈতন্যপ্রচারিত প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মোৎসাহের সহিত একত্র সংগীত।

৪। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মহাপুরুষদিগকে স্বীকার।

৫। পরলোকবাসী সাধুদিগের সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ।

৬। ঈশ্বরানুপ্রাণন, অর্থাৎ উপাসনা কালে ঐশ্বরিক ভাব দ্বারা উত্তেজিত হওয়া।

৭। ঈশ্বরের বিশেষ করুনা।

৮। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের জীবিকার জন্য সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর।

৯। আদেশ।

১০। ঈশ্বর দর্শন ও শ্রবন।

১১। স্বর্গরাজ্য অর্থাৎ ভারত-আশ্রমের ন্যায় ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের অনুগত হইয়া ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীনে সস্নেহে বাস।

১২। সাধকদিগের শ্রেণীবিভাগ। যথা যোগী, ভক্ত ও সেবক।

১৩। ঈশ্বরের মাতৃভাব।

পাঠকবর্গ ইহার মধ্যে নূতন ও পুরাতন ভাব নির্ব্বাচন করুন। বিগত ১৫ বৎসরের ভাব উপরে বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সময় হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমে যে ভাবটী উল্লেখ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় একটী বৃত্তান্ত অনেকে অবগত নহেন, সেই জন্য তাহা এস্থলে আমরা উল্লেখ করিতেছি। শ্লোক সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু সকল দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সত্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল ইচ্ছা করেন নাই, কিন্তু বস্তুতঃ কতক গুলি শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভাবটী অতিশয় উদার ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা প্রতিপাদক বলিয়া প্রতীত হওয়ায় কেশব বাবু রাজনারায়ণ বাবুর মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্র এক খানি শ্লোকসংগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কয়েকটী লক্ষণ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে এই সার্ব্বভৌমিকতার ভাব বিশদরূপে বর্ণিত আছে যথা ;—

"এই ধর্ম্মে জাতির বিচার নাই। সকল দেশীয় নরনারীর এ ধর্ম্মে সমান অধিকার আছে। ঈশ্বরের সূর্য্য সকল জাতিকে আলোক প্রদান করে" ইত্যাদি।

(রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতার ১ম ভাগ—পরিশিষ্ট।)

রিভিউ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এই লক্ষণ স্বিরীকৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভাবদ্বয়ও নূতন নহে ; ১৭৮২ শকের ২রা কার্ত্তিক শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয় আদিসমাজের বেদী হইতে যে ব্যাখান করিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে এই মতটী বিবৃত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"তিনি আমাদের সাহায্যের নিমিত্ত এ প্রকার মহাত্মাকে মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করেন, সত্যই যাঁহার ব্রত, যিনি সেই সত্যকে বিশিষ্টরূপে ধারণ করিয়া সমুদায় পৃথিবীতে তাহার প্রচার করেন, প্রাণ, মন, আত্মা সকলি তাঁহাতে সমর্পণ করেন ; ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অখণ্ড মঙ্গল সঙ্কল্প প্রাণপণে সিদ্ধ করেন।"

১৫ই অগ্রহায়ণে আবার তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তিনি যেমন প্রতি আত্মাতেই তাঁহার ভাবের অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন, তাহা আবার প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তেজস্বী পুরুষদিগকে এখানে প্রেরণ করিতেছেন।"

যদি কেহ মনে করেন যে কেবল আর্য্য মহাত্মাদিগের কথাই পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানদ্বয়ে উক্ত হইয়াছে, সেরূপ চিন্তা নিতান্ত অমূলক। প্রধানাচার্য্য মহাশয় অপর এক ব্যাখ্যানে "ঈশা মুসা মহম্মদ" প্রভৃতিরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মহাপুরুষবিষয়ক মত ও খৃষ্টসম্মানের ভাব বস্তুতঃ এক প্রকার নূতন। তাঁহারা মহাপুরুষদিগকে মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোক বলেন, "তাঁহারা মনুষ্য নহেন, তাঁহারা ঈশ্বর নহেন" অতএব তাঁহারা কি পাঠক বিবেচনা করুন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ মহাপুরুষে বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মহাপুরুষদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র, মহৎ পদবী কল্পনা করিয়া, খৃষ্টকে উচ্চতম পদবী প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। অতএব যদি ভারতবর্ষীয় সমাজের এই ভাবদ্বয় সম্বন্ধে কিছু নূতনত্ব থাকে, তাহা এই।

পরলোকবাসী আত্মাদিগের সহিত আমাদের যোগের কথা নূতন নহে। এই বিষয়েও আমাদের প্রধানাচার্য্য মহাশয় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে পরিষ্কাররূপে ও অটল বিশ্বাসের সহিত ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ব্যাখ্যানের দ্বিতীয় প্রকরণের পঞ্চম আদেশ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্দ্বারা দিব্যধামবাসী ঈশ্বরপরায়ণ পুণ্যাত্মাদিগের সহিত আমাদের যোগের মধুরতা ও গাম্ভীর্য্য কেমন তেজস্বী ভাষায় উক্ত হইয়াছে।

"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। * * * তোমাদের সহিত সহৃদয় হইয়া, একাত্ম হইয়া, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। এই ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য পৃথিবীতে আমাদের বাস; কিন্তু তোমাদের ন্যায় আমরা জ্যোতিস্বরূপকে জানিয়াছি, মৃত্যুভয়কে আমরা অতিক্রম করিয়াছি। এ আনন্দ কার নিকটে ব্যক্ত করিব? এ আনন্দ হৃদয়ে ধারণ হয় না। এ আনন্দ এই ক্ষুদ্র শরীরে ধারণ হয় না, মনুষ্যের নিকটে বলিয়াও ইহার কিছুই বলা হয় না। যাঁহারা দিব্যধামবাসী, যাঁহারা জ্ঞানেতে, প্রীতিতে উন্নত হইয়া দিবানিশি ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া সেই মহেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে মন উৎসুক হইতেছে। ধন্য! ধন্য! ধন্য! জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য! তুমিই ধন্য! দেবতারা তোমার মহিমা গান করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, আমরাও এই মর্ত্ত্যলোকহইতে তাঁহাদের সহিত সমস্বরে তোমার স্তুতিবাদ করিতেছি।"

দেবতাদিগের সহিত আমাদের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা উক্ত ব্যাখ্যানে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

"দেবমনুষ্য আমরা সকলেই অমৃতের সন্তান, দেবতারা আমাদের ভ্রাতা। আমাদের উৎপত্তি স্থান, আমাদের গম্যস্থান, সেই এক স্থানেই। দেবলোকে আসীন হইয়া দেবতারা যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন, আমরা এই পৃথিবী লোককে অতিক্রম করিয়া দেবলোকে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া দেবদেবের উপাসনা করিতেছি।"

দিব্যধামবাসীদিগের সহিত কি প্রকারে যোগ সম্ভব হয়, তাহা এইরূপে বিবৃত হইয়াছে।

"ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রীতিই একমাত্র বন্ধন। প্রীতি পর্ব্বতসাগরব্যবহিত দেশকে একত্র করে; প্রীতি সহস্র সহস্র বৎসর ব্যবহিত কালকে একত্র করে; প্রীতিই দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোককে এক করে। দেবতাদিগের হৃদয়ে আমাদের হৃদয়ে সম্মিলিত হইয়া, দেখ, এক তেজোময় জ্বলন্ত প্রেমানল সেই মহান্ অনন্ত অবিনাশী পরমেশ্বরের চরণে ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হইতেছে, সমুদায় মনুষ্য, সমুদায় দেবলোক একত্র হইয়া এক তানে সেই মহেশের মহৎ যশ ঘোষণা করিতেছে।"

রিভিউলেখক যতগুলি নূতন ভাবের কথা লিখিয়াছেন, তাহার দুইটী মাত্র আমাদের নূতন বলিয়া বোধ হয়, সংকীর্ত্তন ও সাধকদিগের শ্রেণীভেদ; অপর সমস্ত পুরাতন ভাবের অপভ্রংশ অথবা পরিবর্ত্তিত আকারমাত্র। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, মাতৃভাব, আদেশ, ঈশ্বরদর্শন, শ্রবণ, এ সমস্ত ভাব বহুকাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের বন্ধুগণ ইহাদিগের কোন কোন ভাবকে নূতন আকার দিয়া সংকীর্ণ করিয়াছেন, এই তাঁহাদের নূতনত্ব।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।*

(গতবারের পর)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আন্দোলনমাত্রেরই প্রাণ সত্যের প্রচার। ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ প্রবল আন্দোলনের প্রাণ যে সত্যের প্রচার, তাহা কি কস্মিন্‌কালেও সংকীর্ণ বা আবদ্ধ হইতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সার্ব্বভৌমসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা কস্মিন্‌কালেও পুরাতন হইবে না। সেই সকল সত্য লইয়া জগতের লোক যতই ঘর্ষণ করিবে, চিরকাল নূতন নূতন সত্য প্রকাশিত হইয়া জনসমাজকে চিরকালের জন্য কার্য্যতৎপর ও ব্যতিব্যস্ত রাখিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনাদির সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধ নাই। আজ ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন দূরবর্ত্তী জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র বিশেষকে আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়া উহার আরাধনাই ধর্ম্মসাধনের চরম কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না, যে কল্য যখন বিজ্ঞান যন্ত্র সহযোগে তাহার সেই আরাধ্যদেবতাকে জড়পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য বা প্রচারের অবসান হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ নাই, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্ধসংস্কারে পরিণত হইবে, আর দর্শনাদির কুটিলতর্কে মার্জ্জিত ও শিক্ষিত অন্তঃকরণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরের অশিক্ষিত মহিলাদিগকে বা অন্ধভক্তির উপাসনা করিতে করিতে যাহারা অভক্তির আলয় হইয়াছে, সেই সকল অপদার্থদিগকে আশ্রয় করিবে। যে কয়েকটী সার্ব্বভৌমিক সত্য, সমস্ত মনুষ্যহৃদয় যুগপৎ স্বীকার করে, যে সকল সত্যের অকাট্য সারবত্তায় জগতের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত সংশয় বা প্রশ্ন করে নাই, যে সকল সত্য সংসার ও সমাজবন্ধনের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং দশদিকে হস্তপদপ্রসারণ করিয়া সত্যসংগ্রহে নিরত রহিয়াছেন, যেখানে যে সত্য পাইতেছেন, তদ্দ্বারা আপনার অঙ্গপুষ্ট ও অলঙ্কৃত করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল গ্রন্থবিশেষে সম্বদ্ধ নহে। বেদ, বাইবেল, আবেস্তা ও কোরাণ, কোথাও হইতে সত্যসংগ্রহ করিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম কুণ্ঠিত নহেন। একখানি পুরাতন পুস্তকে অনন্ত কালের সম্ভজনীয় অনন্ত সত্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে এবং উল্লিখিত পুস্তকের বিরুদ্ধ যাহা কিছু তাহা সমস্তই অসত্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন অলৌকিক কথায় বিশ্বাস করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ব্যক্তিবিশেষেও সম্বদ্ধ নহে। শত সহস্র বৎসর গত হইল যিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা শতবর্ষ কালও যাঁহার জীবনের ব্যাপ্তি ছিল না, তিনি অনন্তকালপর্য্যন্ত জনসমাজের অভ্রান্ত উপদেষ্টা থাকিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ কুশিক্ষাও প্রদান করেন না; ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষকে ঈশ্বরের অবতার বা বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলিয়া স্বীকার

* ঢাকা নগরে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্রের বক্তৃতা।

করেন না, যে সমাজ তাঁহার মুখনিঃসৃত ভ্রান্তিসঙ্কুল প্রলাপ বাক্যকেও আপ্তবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে। সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকমাত্রকেই ঈশ্বরের সমক্ষে উপস্থিত হইবার অধিকার প্রদান করেন, সমুখীনভাবে সকলেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরহইতে সত্য সকল প্রাপ্ত হইতে ও প্রাপ্ত সত্যের অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিয়া লইতে পারেন। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যের আবিষ্কার বা প্রচার অবরুদ্ধ বা আংশিক হইবে এরূপ আশঙ্কা মাত্র নাই।

এক দিন ভাবিতে ভাবিতে আমি এইরূপ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। একদা আমি শুনিলাম যেন স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ এক দৈববাণী হইল; সেই বাণী নরলোককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে সংসারবাসি মনুষ্যমণ্ডলি! একবার তোমাদিগের চিত্ত উদ্ঘাটন কর।" জনসমাজ উৎসুকচিত্তে তাহাই করিল। তখন সেই সকল মানবাত্মার মধ্যহইতে কতকগুলি জ্যোতি সমুত্থিত হইয়া এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আবির্ভাব হইল। সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মানব জাতিকে কহিতে লাগিলেন, "হে মানবগণ! তোমাদের অন্তরের কতকগুলি অক্ষয় ও অবিনশ্বর ভাব লইয়া আমার জন্ম হইল।" এইক্ষণহইতে তোমাদিগের ও আমার স্রষ্টা যে পরমেশ্বর তাঁহার ও তোমাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া আমি অবস্থিতি করিব। তোমারাও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। আমি তোমাদিগের হিতকামনা করিব। তোমরাও সর্ব্বপ্রযত্নে আমাকে রক্ষা এবং আমার অঙ্গপুষ্টি ও মাহাত্ম্য বিস্তারে সচেষ্ট হও।

তখন লোকসমাজ অবনত মস্তকে সেই মহাপুরুষের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কহিল, "ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজ্য ও প্রিয়তম জানিলাম, কিন্তু কোথা হইতে কি উপদেশ লইয়া কি উপায়ে আপনার অঙ্গপুষ্টি হইবে? জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিলেন "এই পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে প্রবেশ কর, সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক সত্যের আবিষ্কার, প্রচার ও অনেক সত্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল সত্য আনিয়া আমার দেহপুষ্টি সাধন কর। কিন্তু সাবধান! ভ্রমবশতঃ মনুষ্য অনেক অসত্যকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং আপনাদিগের পতনের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া অনেক কুকথা ও কুক্রিয়াকে ভগবানের স্কন্ধে পর্য্যন্ত আরোপ করিয়াছে। তোমরা সে সকল সংগ্রহ করিও না। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের এই কথা শুনিয়া লোক সমাজ ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল এবং বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সত্যসংগ্রহ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে উপহার দিতে লাগিল। মহাপুরুষ সে সকলকে বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বাঙ্গে পরিধান করিলেন। কত সত্য এইরূপে সংগৃহীত হইয়াছিল আমার পাপ চক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই। প্রধান প্রধান কয়েকটা দেখিয়াছিল, তাহা এইরূপ,যথা; ইহুদীদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে আনীত যেটী, তাহা এই; ঈশ্বর এক, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। হিন্দুশাস্ত্রহইতে এইরূপ একটী আনীত হইয়াছিল, যথা; ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত; ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং ব্রহ্মাণ্ড অনুপ্রাণিত। খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থহইতে এই সত্যটী আনীত হইয়াছিল, যথা, ঈশ্বর পিতা এবং নরনারী সমস্ত ভ্রাতা ভগিনী। ইত্যাদি।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আবার লোকসমাজকে কহিলেন: অতঃপর তোমরা কেবল পুরাতন সম্প্রদায় ও পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিও না। আপনারা স্বাধীনভাবে সত্যরত্ন সংগ্রহ করিয়া আমাকে ভূষিত কর। তখন মনুষ্যসমাজ সতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংসার ক্ষেত্রে হৃদয় মন ও আত্মার পরিচালনা করিতে লাগিল এবং তাহাতেও অসংখ্য সত্যের উদ্ধার হইল। সেই সকল সত্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের অঙ্গে সংযোজিত হইল। মনুষ্যবুদ্ধি জড়জগতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে সৌরজগতের পর সৌরজগৎ সমুত্তীর্ণ হইয়া যখন কোটী কোটী নক্ষত্রলোক দেখিতে লাগিল, তখন সিদ্ধান্ত করিল, এই বিশ্ব অনন্ত। অমনি সেই সত্যটী নিয়া পূজনীয় দেবতার চরণে উপহার দিল। মনুষ্য মনোরাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে দেখিল, মানবচরিত্রের সমস্তই উন্নয়োন্মুখ, অমনি পুর্ব্বজন্ম অস্বীকার করিয়া ঐ সত্যটী আপনাদিগের পূজ্যদেবতার অঙ্গে সংযোগ করিল। মনুষ্য আপনার হৃদয়মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিল, সমগ্র লোকসমাজ ঐ স্থানে প্রতিফলিত হইয়া এক স্বর্গরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য দেখিল তদপেক্ষা সুখের ব্যাপার আর নাই। অমনি 'প্রীতি পরম সাধন' বলিয়া স্বীকার করিল এবং ঐ সত্য পূজনীয় দেবতাকে উপহার প্রদান করিলে দেবতা কণ্ঠে ধারণ করিলেন। আর একবার মনুষ্য আপনার অন্তরাত্মায় অবগাহন করিয়া দেখিল, গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে শান্তির জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইতেছে এবং কি এক অননুভবনীয় আকর্ষণে তাহাকে সেই সুশীতল রশ্মির উৎসের দিকে টানিতেছে, মানবাত্মা সেই আকর্ষণ ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। তখনই মনুষ্য বলিয়া উঠিল বিশ্বাসই এই ধর্ম্মের মূল এবং এই সত্য পূজনীয় দেবতাকে উপহার প্রদান করিলে তিনি তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন। এই রূপে লোকসমাজ পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, জড়জগৎ ও অধ্যাত্মরাজ্যহইতে অনন্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া অনন্তকালের জন্য সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবতার পরিচর্য্যা করিতে থাকিল।

আমাদিগের এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? এই মহাপুরুষ আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম। সত্যই ইঁহার প্রাণ, সত্যই ইঁহার দেহ, সত্যই ইঁহার আকার এবং সত্যই ইহাঁর উপভোগ। এই পুরুষ ইতিহাসের সমাদর করেন, জ্ঞানী ও ভক্তের সমাদর করেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্মান করেন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে, মানবজাতির ও মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন সত্যের আবিষ্কার হইবে, যিনি তাহা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প, তাঁহার কি জরামরণ আছে? জ্ঞানের কোন্ শিষ্য, অন্ধভক্তির কোন্

উপাসক, সাহস করিয়া বলিতে পারে এরূপ ধর্ম্মের ক্ষয় আছে, এরূপ ধর্ম্মের ক্রমে জয় হইবে না? বাস্তব, এরূপ সর্ব্বতোমুখ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্মে কদাপি অসত্যের স্থান হইবে না, নূতন সত্যের অধিকারের অবরোধ হইবে না এবং সত্যের আংশিক প্রচার হইবে না। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্তকাল জীবিত থাকিবেক, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, অনন্তকালেও তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরকাল জগতের ধর্ম্মরূপে দণ্ডায়মান থাকিবে।

অতিশয় দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, যে কতকগুলি লোক ব্রাহ্মনামে পরিচয় দিয়াও ব্রাহ্মধর্ম্মকে সীমাবিশিষ্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ুকে সংকীর্ণ পথে প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিয়া জগতের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিতে চাহিতেছেন। একদিকে কতকগুলি লোক পুরাতন সংস্কারের বশবর্ত্তী ও রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী হইয়াই বলিতেছেন, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন বা পালন করিতে হইলে পুরাতন হিন্দুশাস্ত্র সকল মন্থন করিলেই হইতে পারে। অন্যদেশে গমন বা বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকল স্পর্শ করিবার প্রয়োজন নাই। একথার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা বহু অয়াস সাধ্য নহে। কি জড়জগৎ কি অধ্যাত্মজগৎ, সংসারের সৃষ্টি অবধি এপর্য্যন্ত স্থানভেদ ও কালভেদে কত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ও ভাব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কত নূতন সৃষ্টি ও কত নূতন সত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অস্মদ্দেশে অতি প্রাচীনকালে যে অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি ও প্রচার হইয়াছিল, ইউরোপীয় পুরাবৃত্তে তাহা তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে যে সকল রাজনৈতিক সত্যের প্রচার হইয়াছে, ভারতে কস্মিনকালেও তাহা ছিল না। ইদানীন্তন পাশ্চাত্যদিগের রাজনৈতিক সর্ব্বতন্ত্রতা প্রাচীন ভারতে অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ভারতের মলয় পর্ব্বত যেমন পেরু দেশের শোভা সম্বর্দ্ধন করে না, আমেরিকার গোপাদপও সেইরূপ ভারতের উদ্যান সুশোভিত করে না। ভাগীরথীর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া সাহারার প্রখরতাপ বা গ্রীনলণ্ডের প্রবলতরশৈত্য অনুভব করিতে উপদেশ করা যেরূপ, একমাত্র সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া হোমর, সেক্সপীয়র, দান্তে প্রভৃতি ভিন্ন দেশীয় সমস্ত কবিদিগের প্রচারিত কাব্যের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিকার প্রদান করা যেমন, একমাত্র হিন্দুশাস্ত্র সকল অনুশীলন করিয়াই সার্ব্বভৌম ব্রাহ্মধর্ম্মের সমস্ত সত্য আয়ত্ত করিবার উপদেশ দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব ও অযৌক্তিক।

কেনা স্বীকার করিবে হিন্দুধর্ম্ম অতি শ্রদ্ধার সামগ্রী, কেনা স্বীকার করিবে হিন্দুপুরাণ সকল মানব হৃদয়ের পরম পরিতৃপ্তি সাধক, সৌন্দর্য্যের আকরস্বরূপ। কেনা স্বীকার করিবে হিন্দুশাস্ত্রসমুদ্র অসংখ্য রত্নে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মধর্ম্মই ঘোষণা করিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মে যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তাই বলিয়া হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম, একথা বলিবার অধিকার জন্মে না। হে হিন্দু অথবা হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতি! তোমার একথাও যদি স্বীকার করি, যে সত্য সত্যই জগতের অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মে সত্যের ভাগ অধিক, তাহাতেই কি তুমি বলিতে পার, যে হিন্দুধর্ম্মের সীমার মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম আবদ্ধ? কখনই নহে। আর কেহ আপনার রুচি, সুবিধা বা বাল্যসংস্কারের বশ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে সংকীর্ণসীমারমধ্যে আনয়ন করিও না। যাহাতে দেশকাল ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল স্থল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সংগৃহীত হইতে পারে, সমস্ত সংসারকে অনন্ত সত্যের উৎস জানিয়া দশ দিকহইতে নির্ম্মুক্ত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বংশপরম্পরায় ও লোকপরম্পরায় অনন্তকাল নূতন ও সজীবধর্ম্ম থাকিতে পারে, তাহারই চেষ্টা কর। অন্য দেশ ও অন্য সম্প্রদায়ের উপরে বিদ্বেষ বা অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া জাতিভেদের প্রচার ও পোষণ করিয়া ব্রাহ্মজীবনকে কলঙ্কিত করিও না। (ক্রমশঃ)

দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের ট্রষ্টডীড্।

লিখিতং শ্রীরাধানাথ রায়, পিতা মৃত মহেশচন্দ্র রায়, সাকিম কাইতি, পরগণে সোমরসাহী, থানা রায়না, জেলা বর্দ্ধমান, হাল সাকিম দারজিলিং; দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকস্য ট্রষ্টডীড পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমি দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকস্বরূপে দারজিলিং ডেপুটী কমিশনার আফিসের ইংরাজি আঠারশত উনআশি (১৮৭৯) সনের তেসরা (৩রা) জানুয়ারি তারিখের এক খণ্ড এসাইনমেণ্ট পত্র (Assignment Letter) দ্বারা মোট দুই (২) পোল ভূমি যাহার মোট চৌহদ্দী সীমা পূর্ব্ব দিকে কনভেণ্ট (Convent) যাইবার সরকারী রাস্তা, পশ্চিম দিকে পুলিস লাইনের সংলগ্ন প্রাঙ্গন, উত্তর দিকে আবদুল হামিদের লোকেশন ও বাস্তবাটী এবং দক্ষিণ দিকে পুলিস লাইনে উঠিবার সিঁড়ি এই চৌহদ্দীভুক্ত, দারজিলিং পুরাতন নাচঘর (Theatre house) এখন নূতন কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ মোট দুই পোল ভূমি, যাহার করাদির বিষয় এখনো কিছু নির্দ্ধারিত হয় নাই, দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণার্থে বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইয়া দখলীকার থাকিয়া ঐ ভূমির উপরে নিজ ব্যয়ে ও স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের এবং সাধারনের নিকট হইতে দান সংগ্রহ করতঃ যে "ব্রাহ্মসমাজমন্দির" নির্ম্মাণ করিয়াছি, ঐ ভূমির সহিত মন্দির একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী, নিরাকার, অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা ও ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত উৎসর্গ এবং আবশ্যক হইলে ঐ সমাজমন্দির, বাড়াইবার জন্য কিম্বা মন্দিরের সম্মুখের ভূমির অপর প্রান্তে এই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনার্থে ভৃত্যের বা অপর কোন গৃহনির্ম্মাণ করিবার জন্য কিম্বা ঐ ভূমির চতুর্দ্দিকে প্রাচীর কিম্বা অন্য কোন প্রকার স্থায়ী বা অস্থায়ী রেল (Rail) দ্বারা ঘিরিবার জন্য সংকল্প করিয়াছি। এক্ষণে আমার বিশ্বাসী ব্যক্তি কলিকাতা বাসী হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু এম, এ, ও কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর বাসী হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস ও কলিকাতাবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম, এ, ও কলিকাতা-বাসী শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী এবং (আমি স্বয়ং) বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কাইতি নিবাসী শ্রীরাধানাথ রায়; ইহাঁদিগকে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসাধন করিবারজন্য ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া নিম্নলিখিত বিবরণানুসারে কার্য্য করিবার নিয়মে উক্ত সম্পত্তি উল্লিখিত ট্রষ্টীদিগকে অর্পণ করিলাম। ট্রষ্টীগণ উক্ত সম্পত্তির সমুদায় তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ ও তজ্জন্য ও তৎসম্পর্কে আবশ্যকমতে আদালতে নালিশ ও আবেদনাদি করিতে পারিবেন।

১। এই মন্দির "দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজমন্দির" নামে অভিহিত হইবে। এই গৃহে প্রতিদিন, অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে এক মাত্র, অদ্বিতীয়, পূর্ণ, সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বমঙ্গলময়, পরম ন্যায়বান ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা হইবে। এখানে কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থ, ঈশ্বর জ্ঞানে অথবা ঈশ্বরের সমান জ্ঞানে কিংবা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে এখানে পূজিত হইবে না এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকটে অথবা কাহারও নামে প্রার্থনা, স্তুতি বা সংগীত হইবে না। কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজার্থে বা কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। এ গৃহে কোন অহিংস্র জীবের প্রাণবধ করা হইবে না। জীবন রক্ষার্থে নিতান্ত আবশ্যক না হইলে এখানে কোন প্রকার আহার পান হইবে না। এখানে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ বা কলহ হইবে না। এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্টজীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন বিশেষ পুস্তক এখানে ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত বা সমাদৃত হইবে না, কিন্তু কোন পুস্তক যাহা বিশেষসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা, উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। এখানকার কোন স্তোত্র, প্রার্থনা, সঙ্গীত, উপদেশ বা ব্যাখ্যানদ্বারা কোন প্রকার পৌত্তলিকতা, সাম্প্রদায়িকতার বা পাপের অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহদান করা হইবে না। যদ্দ্বারা সকল নরনারী, জাতি, বর্ণ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন এবং উদার ও পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান, প্রীতি, ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা হইবে।

২। উপরিউক্ত উদ্দেশ্য প্রধানতঃ লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া সকল প্রকার সত্য প্রচার জন্য এই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্য কিংবা প্রচারক কেহ বিজ্ঞান কি ধর্ম্মনীতি কি সামাজিক উন্নতিকর কি অন্য কোন প্রকার দেশহিতকর বিষয়ের বক্তৃতা কিম্বা আলোচনা এই মন্দিরে করিতে চাহিলে এই দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের অনুমতি লইয়া করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি ঐ সকল বিষয়ের জন্য প্রার্থী হইলে ট্রষ্টীগণের অনুমতি আবশ্যক হইবে।

৩। এই মন্দিরের উপাসনাকার্য্য সম্পাদন জন্য দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ একজন বা আবশ্যক হইলে ততোধিক সচ্চরিত্র উপাসনাশীল ব্রাহ্মকে আচার্য্য পদে নিয়োগ ও পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা ট্রষ্টীগণের অনুমোদন সাপেক্ষ। যদি ঘটনাক্রমে কোন উপাসনার দিবস নিয়োজিত আচার্য্য অনুপস্থিত হন, তবে উপাসকদিগের মধ্যহইতে অধিকাংশ উপাসকের মতে এক জন উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

৪। এই ট্রষ্টডীডের নিয়মানুসারে কার্য্য হইতেছে কি না ট্রষ্টীগণ তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং উক্ত দুই পোল ভূমির উপর কোন প্রকার কর বা খাজনা নির্দ্ধারিত হইলে তাহা উপযুক্ত স্থানে রীতিমত সরবরাহ ও মন্দিরাদি সংস্কার করিবেন।

৫। পাঁচ জন ট্রষ্টীর মধ্যে যদি কোন ট্রষ্টী লোকান্তরিত হন, কিংবা পদত্যাগ করেন কিংবা স্বীয় পদোচিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শৈথিল্য বা অক্ষমতা প্রদর্শন করেন কিংবা যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ বা পৌত্তলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান কিংবা কোন প্রকার অসচ্চরিত্রতা দোষে দোষী প্রমাণিত হইয়া স্বপদে থাকিবার অনুপযুক্ত হন, তাহা হইলে দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ট্রষ্টীকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার পদে নূতন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবেন। যদি সভ্যগণের এবং অবশিষ্ট ট্রষ্টীগণের মধ্যে উক্ত প্রকার দোষিত ট্রষ্টীর পদচ্যুতি এবং নূতন ট্রষ্টী নিয়োগসম্বন্ধে মতান্তর হয়, তবে অধিকাংশ ট্রষ্টীগণের মতানুসারেই কার্য্য হইবে। প্রথম নিযুক্ত ট্রষ্টীগণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা নূতন নিযুক্ত ট্রষ্টীগণকেও বর্ত্তিবে। সদাচারী ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মভিন্ন অপর কোন প্রকার ব্যক্তি ট্রষ্টী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

৬। দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, ধনাধ্যক্ষ বা অপর কোন কর্ম্মচারী নিয়োগের ভার স্থানীয় অর্থাৎ দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের উপর থাকিবে কিন্তু তাঁহাদিগের নিয়োগ ট্রষ্টীগণের অনুমোদন সাপেক্ষ। সম্পাদক বিশেষ বিবেচ্য সমস্ত কার্য্যসম্বন্ধে ট্রষ্টীগণকে রীতিমত সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে দিবেন; এবং ট্রষ্টীগণের অধীনে থাকিয়া মন্দির ও তৎসংলগ্ন ভূম্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং সর্ব্ব প্রকার সাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে সম্বাদ ট্রষ্টীগণকে উপযুক্ত সময়ে প্রদান করত তাঁহাদিগের মতামত ও আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক কার্য্য করিবেন। সম্পাদক কার্য্যে অক্ষমতা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে ট্রষ্টীগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। অনুপস্থিত ট্রষ্টীগণ পত্রদ্বারা স্বীয় স্বীয় মত প্রকাশ করিতে পারিবেন। কোন কার্য্যে ট্রষ্টীগণের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হইলে অধিকাংশ ট্রষ্টীর মতে কার্য্য হইবে।

৭। সমাজ মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে অদ্যপর্য্যন্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহা আমি সাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং নিজহইতে পরিশোধ করিয়াছি ইহার; পর মন্দিরসম্বন্ধে অথবা অন্য কোন বিষয়ে যে অর্থের প্রয়োজন হইবে ট্রাষ্টীগণ তাহার উপায় করিবেন।

৮। প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত ভূমির উপর যদি অন্য কোন গৃহাদি নূতন নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে ঐ নূতন গৃহাদি ও দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজমন্দিরের অংশ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে এবং তাহাও উপরি উক্ত ট্রাষ্টীগণের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবে।

৯। বর্ত্তমান দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের যে উপাসকমণ্ডলীর সভা আছে, এই সভার গৃহীত সভ্যগণভিন্ন ভবিষ্যতে অন্য কোন "দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ" নামধারী সভার সভ্যগণ স্বতন্ত্রভাবে এই মন্দিরে উপাসনাদি করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না। ঈশ্বর না করুন, যদি কোন দিন এই বর্ত্তমান দারজিলিং ব্রাহ্ম-সমাজ না থাকেন, তাহা হইলে ট্রাষ্টীগণ এই দারজিলিংবাসী অপর কোন ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মদল বা ব্রাহ্মসমাজকে এই ট্রাষ্ট ডীডের উদ্দেশ্যানুবর্ত্তী উশ্বরোপাসনাদি কার্য্য, করিবার জন্য এই মন্দিরে স্থান দিবেন এবং তাহার অভাবে কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার হস্তে এই মন্দির ও সম্পত্তি প্রদান করিবেন ইতি তারিখ ১লা বৈশাখ, ১২৮৭, ইং ১২ই এপ্রিল ১৮৮০। ব্রাহ্মসম্বৎ ৫০।

সাক্ষীগণ।	স্বাক্ষর।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী,	শ্রীরাধানাথ রায়।
শ্রীমতিলাল হালদার, ইত্যাদি।	দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।

প্রার্থনা।

তোমার চরণতলে না আসিলে নিস্তার নাই; আমি বাহিরে থাকিয়া ধার্ম্মিক হইতে চাই, বুঝিলাম তাহা অসম্ভব; কাতরভাবে তোমার চরণতলে আসিয়া পড়িলাম, দীনবন্ধু! আমাকে টানিয়া লও, আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতেছি, আমার যা কিছু সর্ব্বস্ব তোমাকে দিতেছি, আমাকে তোমার কাছে লও, চিরদিন চরণাবনত করিয়া রাখ। বুঝিলাম, প্রভু, তুমিই প্রেমের অনন্তপ্রস্রবণ, তোমা হইতে দূরে থাকিয়া যে প্রেমিক হইতে চায়, তাহার যত্ন একেবারে বিফল হয়। আমি আর সংসারের মরুভূমিতে প্রেম অন্বেষণ করিব না; যখনই হৃদয়ে শুষ্কতা অনুভব করিব, অমনি দৌড়িয়া তোমার নিকটে আসিয়া হৃদয় পাতিব, তোমার অনন্ত প্রেমপ্রস্রবণতলে বসিয়া আমার সমস্ত জীবন প্রেমাভিষিক্ত হইবে।

দীনবন্ধু, তোমার পবিত্র গম্ভীর সত্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকিলে সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা হৃদয়ে অশান্তি আনিতে পারে না; দয়াময়! আমাকে তোমার সেই শান্তিপূর্ণ যোগের রাজ্যে লইয়া যাও; আমার হৃদয় সংসারের আন্দোলনে আন্দোলিত, সংসারের সন্তাপে সন্তাপিত, দীনবন্ধু, আমি এই সমুদায় সহ্য করিতে পারি না। যেখানে তোমার সহবাসজনিত আনন্দবারি অনুক্ষণ হৃদয়কে অভিষিক্ত রাখে, যেখানে সংসারের কোলাহল প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ের শান্তি বিনষ্ট করে না, দীনবন্ধু, আমাকে সেই আনন্দের রাজ্যে লইয়া যাও।

ব্রাহ্ম সমাজ।

বিগত ১১ই ফাল্গুন, রবিবার, ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসব উপলক্ষে নগরসংকীর্ত্তন হইয়াছিল এবং এক জন যুবা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ১৪ই চৈত্র, শুক্রবার হইতে তিন দিবস উৎসব হইয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের উপাসনা কার্য্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়।

১৪ই চৈত্র, শুক্রবার, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব হয়; কলিকাতাহইতে অনেকে গিয়া উপাসনায় যোগ দেন। প্রাতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৫ই চৈত্র, শনিবার, বরাহনগরে একটী উদ্যান প্রতিষ্ঠা হয়। উদ্যানাধিপতি বাবু বেণীমাধব পাল প্রতিষ্ঠাক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য শিবনাথ বাবু ও কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর অপর কয়েক জন সভ্যকে নিমন্ত্রণ করেন। শিবনাথ বাবু "আত্মোৎসর্গই ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

মৃজাপুর ষ্ট্রীট, ১৩ নং ভবনে, ধর্ম্মশিক্ষার জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি সোমবার অপরাহ্ণ পঞ্চমঘটিকার সময় সভার কার্য্য হইয়া থাকে। 'থিয়লজিকাল ক্লাস' নামে সভাটি অভিহিত হইয়াছে। সভ্যগণ কোন পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট অংশ পাঠ করিয়া আসিয়া সভাতে তাহা লইয়া বিচার করেন। বিগত সভায় বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ছাত্রদিগের উপাসনাসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যাশাজনক; অনেকগুলি যুবক ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ৯ই চৈত্র, রবিবারে, শিবনাথবাবু এই সভাতে প্রার্থনা বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন; প্রার্থনার বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, সে গুলি সুন্দর রূপে খণ্ডন করা হয়।

১৬ই চৈত্র, রবিবারে, ছাত্রসমাজে, উপাসনা কি এবং ইহাদ্বারা আমাদিগের আত্মার কল্যাণ কিরূপে সাধিত হইতে পারে, শিবনাথ বাবু এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শিবনাথ বাবুকে আহ্বান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে তিন মাসের জন্য তাঁহাদিগের আচার্য্যপদে নিয়োগ করিয়াছেন। এই তিন মাস প্রতি রবিবারে, সামাজিক উপাসনার জন্য শিবনাথ বাবু দায়ী; কোন কারণবশতঃ তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উপাসনা করিতে না পারিলে, যাহাতে অন্য কেহ তাঁহার পরিবর্ত্তে কার্য্য করেন এবং উপাসনার কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা না ঘটে তিনি সে বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ঢাকায় প্রায় দুই সপ্তাহকাল অবস্থিতি করেন। সেখানকার ব্রাহ্মগণ ও শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। শিবনাথ বাবু ঢাকার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। এখানকার ছাত্রদিগের ভাব বিশেষ সন্তোষজনক; কলিকাতা অঞ্চলের ছাত্রদিগের অপেক্ষা ইহাঁদিগের চিন্তাশীলতা, উৎসাহ ও নীতিপরায়ণতা অনেক অধিক। ঢাকা পরিত্যাগ করিবার দিন শিবনাথ বাবু তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজগৃহে "মানবজীবন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির আবশ্যকতা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

ঢাকায় অবস্থিতি কালে শিবনাথ বাবু শ্রীহট্ট ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে নিমন্ত্রিত হন। দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতায় সত্বর প্রত্যাগমনের আবশ্যকতাবশতঃ কোন স্থানেই যাইতে পারেন নাই।

নববর্ষোপলক্ষে উৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

৩০ এ চৈত্র—রবিবার।

প্রাতঃকাল ৬॥টা হইতে ৭টা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।
" ৭টা হইতে ৯টা উপাসনা।
রাত্রি ৭॥টা—৯॥টা উপাসনা।

১লা বৈশাখ—সোমবার।

প্রাতঃকাল ৬॥টা—৭টা সঙ্গীত।
৭টা—৯টা উপাসনা।
মধ্যাহ্ন ১২॥টা—১॥টা মাধ্যাহ্নিক উপাসনা।
১॥টা—২টা সদালাপ।
২টা—৩॥টা শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা।
৩॥টা—৫টা প্রবন্ধপাঠ।
৬টা—৭টা সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।
৭টা—৯টা উপাসনা।

শ্রীসূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক।

প্রেরিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব ও ওকালতি ব্যবসায়।

মহাশয়! আপনি ওকালতি ব্যবসায়সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি আবার উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম।

"এই ওকালতি ব্যবসায় করেন বলিয়া এখন যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্বের আক্রমণের বিষয় হইয়াছেন, এক সময় তাঁহাদেরই মধ্যে কোন ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে ভারতবর্ষীয়সমাজের প্রচারকেরা কেহ কেহ সপরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তখন সেই অন্যায় উপার্জ্জিত অর্থে প্রতিপালিত হইতে তাঁহাদের বিবেক তাঁহাদিগকে নিষেধ করে নাই," ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি এই কয় পংক্তির নীচে রেখা টানিয়া তৎপার্শ্বে "নীচতা," এই কথাটী লিখিয়া রাখিয়াছি। পক্ষপাতশূন্য পাঠকেরা অবশ্য স্বীকার করিবেন, ইহাতে আমার নীচতা প্রকাশ হয় নাই।

এই প্রস্তাবের স্থানান্তরে আপনি বলিয়াছেন, "উকীলের কার্য্য কি? লোকের যথার্থ সত্ব (স্বত্ব) ও অধিকার বিচারকের সম্মুখে প্রতিপন্ন করা।" ইহাই যথার্থ উত্তর। আমার কোন কোন সত্যপ্রিয় উকীল বন্ধু ইহাই করিয়া থাকেন। ধর্ম্মতত্ত্ব যে উকীলদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা সত্যপ্রিয়; তাঁহাদের সত্যপ্রিয়তা দেশময় রাষ্ট্র, তাঁহাদের সত্যপ্রিয়তার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিলে নিরুত্তরই তাহার সদুত্তর।

পত্রপ্রেরক মহাশয়ের ভ্রম হইয়াছে। মনে করুন, কোন ব্যক্তি এক সময়ে আমার নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। এখন তিনি বলিতেছেন যে, আমি অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকি। আমি যদি তাঁহাকে বলি, "যখন তুমি আমার নিকট অর্থসাহায্য গ্রহণ করিতে, তখন তো এ কথা বল নাই; উহা গ্রহণ করিতে তোমার বিবেক তোমাকে নিষেধ করে নাই?" তাহা হইলে আমার পক্ষে নিশ্চয়ই নীচতা প্রকাশ পাইবে। কিন্তু আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। অপর কোন ব্যক্তির নিকট, কোন সময়ে এক ব্যক্তি ঐ প্রকার সাহায্য পাইতেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁহার উপকারীর এই মিথ্যানিন্দা করেন যে, সে ব্যক্তি অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে আমি (এক জন তৃতীয় ব্যক্তি) সেই নিন্দাকারীকে যদি বলি যে, "তবে তুমি তাঁহার অন্যায়উপার্জ্জিত অর্থ কেমন করিয়া গ্রহণ করিতে? তোমার বিবেক তাহা নিষেধ করিত না?" তাহা হইলে আমার পক্ষে কি কিছু নীচতা প্রকাশ পাইবে? কখনই না। নিজকৃত সৎকার্য্যের গৌরব করাতেই নীচতা, সুতরাং তত্ত্বকৌমুদীতে ঐ প্রকার লেখাতে যে নীচতা প্রকাশ পাইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না; কেননা যে অর্থসাহায্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত তত্ত্বকৌমুদীসম্পাদকের কোন সংস্রব নাই।

আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পত্র প্রেরক মহাশয় বুঝিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ মুখে যদিও ওকালতিকে প্রবঞ্চনা ব্যবসায় বলিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা যে তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাস নহে, ইহাই

প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা যখন উক্ত ব্যবসায়ীদিগের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হন না, তখন ইহা সহজেই বলা যাইতে পারে, যে তাঁহারা যে, ওকালতিকে প্রবঞ্চনার ব্যবসায় বলেন, উহা কেবল তাঁহাদের মুখের কথা,—দলাদলির কথা, বাস্তবিক অন্তরের কথা নহে। ইহাই আমাদের অভিপ্রায়। ত. স,

মহাশয়!

যদিও ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমি একজন নূতন ব্রতী, সমাজসম্বন্ধীয় উপাসনা প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিশেষ বিচারে অসমর্থ। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে উপাসনা সরল ও সারগর্ভ হইলে নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী হয়। সম্পাদক মহাশয়! আপনি এক জন পুরাতন ব্রাহ্ম ও বিজ্ঞ, সেই হেতু ভবদীয় মত মাদৃশ জনের বিশেষ অনুবর্ত্তনীয়। এই জন্য সামাজিক উপাসনা বিষয়ে আপনাকে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করি, ভবদীয় নিরপেক্ষ মত প্রকাশে সন্দেহ ভঞ্জন করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

সাধারণতঃ দুইপ্রকার উপাসনা প্রনালী লক্ষিত হয় (১) আপামরসাধারণ সকলেই বুঝিতে পারে ও যাহাতে মানব মন শীঘ্রই বিগলিত হয়, এবং অল্পক্ষণস্থায়ী, অর্থাৎ যে উপাসনা শ্রবণে মনুষ্যের চঞ্চল মন, একাগ্রচিত্ত হইয়া ধ্যান ও চিন্তনে নিয়োজিত থাকিতে পারে।

(২) দ্বিতীয় প্রকার—দীর্ঘচ্ছন্দেযোজিত, অর্দ্ধহস্ত পরিমিত গগনভেদী বাক্য বিন্যাসে পরিপূর্ণ এবং দীর্ঘকালব্যাপী ও যাহাতে প্রকৃতিগত সরলতা অতি অল্পই অনুমিত হয়।

এই উভয়বিধ উপাসনাপ্রণালী মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বনীয়?

উদ্বোধন সময়ে উপাচার্য্য মহাশয়,চিত্ত সমাহিত ও সংসারকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমন হইতে উপদেশ দেন বটে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রনালী অবলম্বন করিলে একাগ্রচিত্ত হওয়া কি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহোদয়দিগের উপাসনাপ্রণালী প্রথম প্রথান্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। তবে কি তাঁহারা দূষনীয় রীতি অবলম্বন করিয়াছেন? আমার ক্ষুদ্র মনে উপাসনা সরল ও অল্পকালব্যাপী এবং উপদেশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালব্যাপী হওয়া আবশ্যক, কিন্তু অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক না হয় এদিকেও দৃষ্টিরাখা কর্ত্তব্য। তবে সাধারণের এ বিষয়ে কি প্রকার মত তাহা জানি না।

অদ্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়গত আর একটী দূষিত প্রথার বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিয়া প্রস্তাবনা শেষ করিব, যদিও এরূপ কুরীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ ভবদীয় পত্রিকাস্তম্ভে নূতন নয়। উপাসনা কালে বেদি হইতে উপাচার্য্য মহাশয় উপদেশ দিলেন যে নিস্বার্থ ঈশ্বর সেবা ও মঙ্গলকর্ম্মসাধন মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়; কিন্তু তিনি বেদীহইতে অবতীর্ণ হইলেন অমনি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দৃষ্টিগোচর হইলেন। উপাচার্য্য মহাশয়ের মনে প্রথমেই অনুসন্ধিৎসা বলবতী হইল। উপাসনাসময়ে তাঁহার বাক্য বিন্যাস কিরূপ হইয়াছিল, সাধারণ শ্রোতৃবর্গ তাঁহার উপাসনা শ্রবনে সন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা, তাঁহার অবশ্য-জিজ্ঞাস্য বিষয় হইল! যদ্যপি অনুকম্পাপরবশ হইয়া কোন ভদ্রলোক উপাচার্য্য মহাশয়ের জ্ঞানগরিমার প্রশংসা করিলেন তাহা হইলে তাঁহার মুখে আর হাসি সম্বরণ হয় না। নিজমুখেই বন্ধুবর্গ মধ্যে আত্মপ্রসংসার স্রোত দিন রাত্রি প্রবাহিত করিয়া কতই অনুপম সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। হায়! হায়! এই কি সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ! উপাচার্য্যের এরূপ ভয়ঙ্কর ভাব যে স্থানে জাজ্জল্যমান প্রকাশিত, তথায় আবার ধর্ম্মোন্নতির আশা!! বাক্যনের অতীত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী নিরবয়ব পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে বসিয়া বাগ্‌জাল বিস্তার ও আত্মপ্রসাদের পরিবর্ত্তে আত্মযশস্পৃহা চরিতার্থ করা যদ্যপি মুখ্য কাম হয় তবে আর কি হইল? ব্রাহ্মগণ, সাবধান! এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাবের মূলচ্ছেদন করিতে সকলেই যত্নখড়্গা ধারণ করুন, নতুবা ধর্ম্ম প্রচার পূর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইবে।

দারজিলিং
১৭ ফাল্গুন। } জনৈক ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য-প্রাপ্তি।

২০ এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত।

মজুমদার কোং, কলিকাতা	২।০
বাবু রাধাকান্ত ঘোষ, ঐ	১৲
" সুন্দরীমোহন দাস, ঐ	১৵০
" কালিপ্রসন্ন দে, ঐ	৫॥০
" সম্পাদক, রাওলপীণ্ডি ব্রাহ্মসমাজ,	৩৲
" গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত, গয়া,	৬৲
" প্রমদাচরণ সেন, কলিকাতা	১৵০
" জয়রাম ঘোষ, জগদানন্দপুর	৩৲
" সম্পাদক, বগুড়াব্রাহ্মসমাজ,	৩৲
" রূপচাদ মল্লিক, বাগ আচড়া	২০৲
" কৃষ্ণদয়াল রায়, রঙ্গপুর	৬৲
" অঘোরনাথ রায়, পাবনা	৬৲
" অম্বিকাচরণ মিত্র, কলিকাতা	২।০
" গোপালচন্দ্র মজুমদার, রাজসাই	৩৲
" পরানচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দপুর	।০
" সীতানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর	২।০
" বানীকান্ত রায়চৌধুরি, কলিকাতা	১।০
" দ্বারকানাথ মল্লিক, কলিকাতা	১৲
" ক্ষেত্রমোহন দত্ত, কলিকাতা	২।০
" ব্রজেন্দ্রনাথ সেন, সিলেট	৩৲
" উমাচরণ মল্লিক, কলিকাতা	২।০
" গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মইমনসিং	৬৲

বাবু বেনীমাধব মল্লীক,	ঐ	৩৲
,, আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা		১৲
,, শিবচন্দ্র সেন, অমৃতসর		৩৲

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ ই এপ্রেল, রবিবার, অপরাহ্ণ ২॥০ ঘটিকার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে:—

১। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।
২। সভ্য মনোনয়ন।
৩। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু।
১৮৮০। ১৭ ই মার্চ্চ। } সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ্চ } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা। } বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট }

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। } কার্য্যাধ্যক্ষ।
কলিকাতা। }

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
সুরুচীর কুটীর	॥০	৵০
শিশুর সদাচার	৵০	৵০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	✓০	৵০
জাতীয় সঙ্গীত	✓০	৵০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৵০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৵০
Almanac 1880	॥০	৵০
Second Annual Report 1879	৸০	✓০
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৵০
Brahmo-year Book 1879 (Miss Collet's)	৴	৵০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, March. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ২২ শ সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, সোমবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩৲ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

মানুষের মন বড় চঞ্চল; সেই জন্য ধর্ম্মসাধন একান্ত কঠিন বিষয়। মন যদি দৃঢ় ও স্থির থাকে তাহা হইলে ধর্ম্মোন্নতি অতীব সহজ ব্যাপার হইয়া পড়ে। যিনি সম্পদে ধার্ম্মিক, তিনি হয়তো বিপদে নাস্তিক। আবার যিনি বিপদে ধার্ম্মিক, হয় তো তিনি সম্পদে নাস্তিক। বাস্তবিক যে প্রবল ঝড় বহিতেছে তাহাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা সহজ কথা নহে। ভবসাগরে যে ভয়ঙ্কর তুফান, তাহাতে কে নৌকা স্থির রাখিবে? নৌকা স্থির রাখা তো দূরের কথা, কখন অকূল পাথারে ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া মরিব কে জানে? সেই ভয়ে প্রাণ আকুল। নৌকা আন্দোলিত হউক, কিন্তু একেবারে ডুবিয়া না মরি। সংসার পাথারে কাহার মনস্তার না টলমল করে? যে নৌকা নোঙ্গর করিয়া থাকে তাহা কি আন্দোলিত হয় না? হয়, কিন্তু একেবারে স্থানভ্রষ্ট হইয়া অকূলে মারা পড়ে না। মনতরির পক্ষে বিশ্বাস নোঙ্গর। যাঁহার বিশ্বাস আছে তিনি যে কখন আন্দোলিত হন না, এমন না হইতে পারে; কিন্তু তিনি কখন স্থানভ্রষ্ট হইয়া মারা যান না।

পর্য্যটকেরা বলেন যে, সাগরতরঙ্গে কখন কখন এক প্রকার জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সৌদামিনী হাস্য করে। সেই প্রকার ঈশ্বরভক্তের হৃদয়ে বিপদদারিদ্র্যের মধ্যেও ব্রহ্মানন্দের আলোক প্রকাশিত হয়। যিনি আমাদের ঈশ্বর, তিনি কি কেবল সুখের সময়ের ঈশ্বর, দুঃখের ঈশ্বর নহেন? সম্পদের ঈশ্বর, দরিদ্রতার ঈশ্বর নহেন? সুস্থতার ঈশ্বর, রোগের ঈশ্বর নহেন? তিনি সুখে, দুঃখে; সম্পদ বিপদে; রোগ, সুস্থতায়; হাস্য, ক্রন্দনে; তিনি সকল অবস্থায় আমাদের ঈশ্বর। ঈশ্বর এখন আছেন, তখন নাই, এরূপ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাই বৃথা। জীবনের প্রত্যেক ঘটনার সঙ্গে, শরীরের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুর সঙ্গে তাঁহাকে গাঁথিয়া ফেলিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। এই সংসারসাগরে, এই মোহের নিবিড়তিমিরে, সেই ধ্রুবতারার প্রতি এক দৃষ্টি না থাকিলে পথহারা হইয়া নিশ্চয়ই মারা পড়িব।

মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহার যেমন প্রকৃতি তাঁহার ধর্ম্মসাধনও তদনুরূপ। যাঁহার হৃদয় বড় কোমল;—স্নেহ, দয়া, ভক্তি, প্রেমে সর্ব্বদাই বিগলিত, তাঁহার ঈশ্বরের ভাবও সেইরূপ; অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের স্বরূপের কোমল ভাব সকল চিন্তাকরিতেই অধিক অনুরাগী;—ঈশ্বর স্নেহময়ীমাতা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার স্নেহ ক্রোড়ে শয়ান। আবার যাঁহার হৃদয়ের কোমলতা তত অধিক নহে; কিন্তু যিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ, তিনি পরমেশ্বরকে কঠোরন্যায়দণ্ডধারী সত্যস্বরূপ বলিয়া প্রতীতি করেন। যিনি বুদ্ধিমান, জ্ঞানানুরাগী পণ্ডিত, তাঁহার ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের উৎসস্বরূপ। এই প্রকার যাঁহার প্রকৃতিতে যে ভাব প্রবল, তিনি ব্রহ্মস্বরূপের সেই ভাব উপলব্ধি করিতে অধিকতর সক্ষম। কিয়ৎ পরিমাণে এ প্রকার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তথাচ সাধকগণের সাবধান হওয়া উচিত। আমাদের প্রকৃতির আংশিক উন্নতি অথবা ঈশ্বরের আংশিকজ্ঞান কখন ধর্ম্মসাধনের লক্ষ্য নহে। মন স্বভাবতঃ ঈশ্বরের যে ভাব অনুভব করিতে যায়, করিতে দাও; কিন্তু সেখানেই চিত্তকে বদ্ধ করিয়া রাখিও না; অন্যদিকেও একবার দেখ। নতুবা ধর্ম্মসাধন সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে।

অনুসন্ধানে সুখ।

মানুষ মনে করে যে, যে যত পরিশ্রম করে, কষ্ট সহ্য করে, তাহা কেবল পরিণামে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য, শান্তি লাভ করিবার জন্য। কিন্তু বাস্তবিক মানুষ আন্দোলন ভাল বাসে। যাই মানুষ একটি অভিলষিত বস্তু লাভ করিল, অমনি সে অন্যটির পশ্চাতে ধাবিত হইল। "এইটি হইলে আমি, কিছুকাল সুখে বিশ্রাম করিব," সে ইহাই মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল কই? বাস্তবিক মানবপ্রকৃতি স্থির থাকিবার জিনিস নয়। সম্রাট্ আলেকজেণ্ডর এত দেশ জয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে কি হইল? আর একটী দেশ জয় করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার মনে কষ্ট রহিল। বস্তুতঃ অভিলষিত বস্তু পাওয়াতে যে সুখ, তদপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা তাহাতে অধিক সুখ। কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে যদি ঈশ্বর তাঁহার দক্ষিণ হস্তে সত্য, ও বামহস্তে 'সত্যানুসন্ধান' লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে "মানুষ! তুমি এর কোনটী চাও" আমি

বলিব শেষোক্তটী। যিনি এ কথা বলিয়াছিলেন, তিনি বাস্তবিক মানবপ্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব অবগত ছিলেন। কোন আধ্যাত্মিক কিম্বা ভৌতিক সত্যলাভে তত সুখ নয়, ঐ সত্য অনুসন্ধানে যত সুখ। অনেকে মাছ ধরে কেবল ধরিবার জন্য, খাইবার জন্য নহে। ধরিবার চেষ্টায় একরূপ সুখ আছে, তাহারই জন্য। যাই ধরা শেষ হইল, অমনি সে সুখ শেষ হইল। সে চেষ্টা, সে যত্ন, সে অভিলাষ সকলই শেষ হইল। সেইরূপ কোন একটি সত্যলাভের জন্য চেষ্টা, যত্ন ও চিন্তায় প্রকৃত সুখ। যাই সে সত্যটী মানুষ জানিল, অমনি সে আর একটি সত্যের পশ্চাতে ধাবিত হইল। ঐ স্থানেই বিশ্রাম হইল না। কারণ একজন লোক সমস্ত জীবন সত্যানুসন্ধান করিয়া যেটুকু জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সেটুকু অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র। নিউটন সমস্ত জীবনে যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াগিয়াছেন, তাঁহার পরে ঐ বিষয়ে আরও কত সত্য আবিষ্কৃত হইল এবং কে জানে এখনও আরও কত সত্য আবিষ্কৃত হইবার বাকি আছে। সৃষ্টি অনন্ত, মানুষের জানিবার ইচ্ছাও অনন্ত। এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য যে চেষ্টা, তাতেই সুখ। ধর্ম্মজগতেও ঠিক এইরূপ। মানুষ! তুমি যতই কেন চেষ্টা কর না, তুমি অনন্ত ঈশ্বরকে সংপূর্ণরূপে জানিতে পারিবে না। যেটুকু জানিবে, তার পর মনে হইবে 'আরও'। যদি ঈশ্বর সীমাবিশিষ্ট হইতেন কিম্বা তোমার আমার ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেন, তবে মানুষ তাঁহার পশ্চাতে যাইত না। গেলেও, তাঁহাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিত। তাঁহাকে পাইবার জন্য আর ব্যগ্রতা থাকিত না এবং সে ব্যগ্রতার যে সুখ তাও থাকিত না। মানুষের যে প্রধান সুখ তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইত। ঈশ্বর সংপূর্ণরূপে মনুষ্যের সমক্ষে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন নাই, তাই মানুষের এত সুখ। তাই মানুষের বাঁচিবার প্রয়োজন আছে। মানুষ সংপূর্ণরূপে অনন্তস্বরূপকে জানিতে পারে না, কিন্তু যেটুকু জানিতে পারে, তাহাতেই সুখ পায় ও আরও অধিক জানিতে ইচ্ছা করে ও চিরদিন ইচ্ছা করিবে এবং ইহাতেই তাহার সুখ। "আমি ব্রহ্মকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে" এই কথার মূলে অনেক গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

মগ্নভাব।

ব্রাহ্মপাঠক! একটী জিনিসের জন্য কি তোমার হৃদয় ব্যাকুল হয়? যদি তোমার হৃদয়ে রিপুর অত্যাচার কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়া থাকে, যদি হৃদয়মধ্যে দুই একটী স্বর্গীয়পুষ্পতরু রোপণের অবকাশ পাইয়া থাক, যদি ব্রহ্মসহবাসজনিত-আনন্দ কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া থাক, তবে সেই পদার্থটীর জন্য তোমার হৃদয় অল্লাধিক পরিমাণে ব্যাকুল হয়, সন্দেহ নাই। চল, পাঠক! এই কোলাহলপূর্ণস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃদয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তোমার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করি।

সেই দ্রব্যটী কি, এখন বিশেষরূপে বলিতেছি। উপাসনার সময়ে আমাদের আত্মা কিরূপ অবস্থায় উপনীত হয়? যিনি আত্মার প্রভু, একমাত্র পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, চিরপ্রেমময়-ঈশ্বর, তাঁহাকে সেই সময়ে আত্মা হৃদয়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিতে পায়, তাঁহার প্রেমদৃষ্টিতে হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, আত্মা প্রেমাশ্রুতে তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিতে থাকে, তাঁহার সহিত নিগূঢ়সম্বন্ধ অনুভবজনিত-আনন্দ হৃদয়কে প্লাবিত করিতে থাকে; আত্মা তখন স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, ইহাই আমার স্বাভাবিক অবস্থা, ইহাই আমার উচ্চতম অবস্থা।

এখন, বল দেখি, ব্রহ্মসাধক! এরূপ সময়ে তোমার হৃদয় কি চায়? তোমার আত্মা কি তখন স্বভাবতঃ বলিয়া উঠেনা, "দীননাথ! এই হৃদয় মনকে চিরদিনের জন্য তোমার চরণে বাঁধিয়া রাখ, পাপাসক্তি, সংসারাসক্তি যেন হৃদয়কে আর তোমাহইতে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে, এই হৃদয়ে যেন পুনরায় সংসারের আসন প্রতিষ্ঠিত না হয়, এই হস্ত যেন আর সংসারসেবায় কলঙ্কিত না হয়, এই চক্ষু যেন আর সংসারের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হয়, আমার সমস্ত জীবনকে তোমার প্রেমে, তোমার সেবায় ডুবাইয়া রাখ, আমার হৃদয় সর্ব্বদা তোমার দিকে আকৃষ্ট থাকুক, আমার মনশ্চক্ষু সর্ব্বদা তোমারদিকে চাহিয়া থাকুক, আমার হস্ত সর্ব্বদা তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকুক!" পাঠক! যদি বাস্তবিক আন্তরিক সরস উপাসনা তোমার জীবনে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে সময়ে সময়ে তোমার আত্মা এরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন এই, এরূপ মগ্নভাব, এরূপ ঈশ্বরপ্রবণতা কিরূপে জীবনে রক্ষা করা যায়। উপাসনার সময়ে আত্মা যে স্বর্গীয়ভাব লাভ করিল, যে ভাবের জন্য ব্যাকুল হইল, এই কোলাহলপূর্ণ প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে তাহা কিরূপে রক্ষা করিব? ইহা রক্ষা করা কতদূর কঠিন সকলেই জানেন। এসো পাঠক! এই বিষয়েও দুই একটী কথা কই।

প্রথম কথা এই:—অন্য কোন প্রবল আসক্তিতে হৃদয়কে উন্মত্ত করা আমাদের পক্ষে নির্ব্বিঘ্ন নয়। আমরা যে প্রবল ঈশ্বরাসক্তি লাভ করিতে চাই, তাহাকেই জীবনের পরিচালক করিতে হইবে, সকল কার্য্যে তাহাদ্বারাই পরিচালিত হইতে চেষ্টা করিব। আমাদের হৃদয়ে যে অন্য আসক্তি কার্য্য করিবে না তাহা নহে, কিন্তু অন্য আসক্তিকে সেই আসক্তির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে; যত কেন ভাল হউক না, কোন একটী আসক্তিকে হৃদয়ের উপর আধিপত্য করিতে দিলে নিশ্চয়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে, হৃদয়ের দুর্দ্দশা ঘটিবে। আমরা ব্রহ্মসাগরে মগ্ন হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিব, তাহাতে শত শত নদীর জল গিয়া পতিত হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, আর পতিত হইবেই, সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি এই সাগর পরিত্যাগ করি ও অন্য কোন স্রোতে প্রবেশ করিয়া চলিতে থাকি, তবে অচিরে দেখিব ঈশ্বরহইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি।

উপাসনার সময়ে যে মগ্নভাব লাভ করা যায়, সমস্তদিন

তাহাকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে; যাহা কিছুতে ইহার ক্ষতি হয়, ইহা বিনষ্ট হয়, তাহা অন্যের চক্ষে ভাল দেখাইলেও আমার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। সমস্ত দিন সকল কার্য্যে এই ভাবের দ্বারাই চালিত হইতে চেষ্টা করিব, তাহা হইলেই দেখিব আমাদের স্বর্গের পথ কেমন সহজ ও সুখকর হয়। আর যদি কোন "নির্দ্দোষ" আসক্তিতে হৃদয়কে উন্মত্ত করি, দিবাবসানে দেখিব, ঈশ্বরহইতে কতদূর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি! যেমন গম্ভীর উপাসনা সম্ভোগ করিতে হইলে মনকে অন্য চিন্তা হইতে মুক্তকরা আবশ্যক, তেমনি জীবনে মগ্নভাব লাভ করিতে হইলে হৃদয়কে আসক্তির কোলাহল হইতে মুক্ত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় কথা এইঃ—যখনই দেখিব হৃদয়ের প্রেমার্দ্রতা কথঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখনই ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। যদি সেই স্বর্গীয় বস্তুর আস্বাদন পাইয়া থাক, তবে এই শুষ্কতা অনুভব করিয়া হৃদয় স্বভাবতঃই ক্রন্দন করিবে। যদি স্বভাবতঃ হৃদয় না কাঁদে, তবে ব্যগ্রতার সহিত সেই হারান-অবস্থা হৃদয়ে চিত্রিত করিয়া বর্ত্তমান শুষ্কতার সহিত তাহার তুলনা করিতে হইবে। পাঠক! যদি তোমার হৃদয় সরল হয়, তবে তখন না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ক্রন্দনটুকু বড় আবশ্যক, ইহাতে সেই পূর্ব্বাবস্থা আনিয়া দিবার পক্ষে অনেক সাহায্য করিবে। এরূপ ব্যাকুল ভাবের সহিত প্রার্থনা করিলে সেই হারান ধন আবার হৃদয়ে প্রত্যাগত হইবে। যতক্ষণ সেই অবস্থা ফিরিয়া না আসে, ততক্ষণ প্রার্থনার ভাব ছাড়া উচিত নয়। এরূপ ব্যাকুলতা ও প্রার্থনাদ্বারা হৃদয়ের পিপাসা ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে, মগ্নভাবের প্রতি ক্রমশঃই অধিকতর আসক্তি হইতে থাকিবে এবং তাহা ছাড়িয়া শুষ্কতা ও সাংসারিকতাতে পড়িয়া থাকা ক্রমশঃই অধিকতর কষ্টকর হইবে। জীবনে মগ্নভাব ও ঈশ্বর-প্রবণতা লাভ করিতে হইলে এরূপ ব্যাকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনাকে চিরসম্বল করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ। *

(গতবারের পর)

আবার কতকগুলি লোক খুরধারসম খরতর ধর্ম্মপথে তিষ্টিতে না পারিয়া ভাবুকতার বাড়াবাড়ি করিয়া অথবা মনুষ্য চরিত্রের অপরবিধ দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ও উচ্চ লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, এবং তারপর আপনাদিগের ভ্রান্তমনকে প্রবোধ দিবার জন্য অথবা * * * আপনাদিগের পদস্খলনের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপধর্ম্ম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কতকগুলি পুরাণপ্রচলিত মিষ্টকথায় আবৃত করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গে ভয়ানক বিষ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। * * * তাঁহারা পৌরহিত্যের প্রত্যক্ষচিহ্নস্বরূপ গৌরিক বসনাদি ধারণ করিতেছেন। কেহ মনে করিও না, আমি নিন্দা করিতেছি; মনের দুঃখের কথা বলিতেছি। কেহবা ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে আঘাত করিতেছেন। * * * হায়! এই সকল অসদাচরণে সাধারণের সমূহ ক্ষতি ও জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে হেয় করিতেছে সন্দেহ নাই।

ঐ সকল লোকের কথার বা কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে যাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ঐ সকল লোকের এমন কথা বা কার্য্য প্রায় নাই যাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয় না। অধিককথা না বলিয়া একটীর উল্লেখ করিলেই চলিতে পারে। ব্রাহ্মেরা এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একথা স্বীকার করেন যে, সংসারে মনুষ্যমাত্রেই অল্প বা অধিক পরিমাণে স্বাভাবিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং তাহারই মার্জ্জনা ও পরিচালনা করিয়াই উত্তরকালে বড় বা ছোটলোক হয়। অনেক স্থানে প্রভূত স্বাভাবিক শক্তিও, শিক্ষা এবং পরিচালনার অভাবে বিলুপ্তবৎ থাকে, কোথাও বা অল্পশক্তিও সুশিক্ষা ও উপযুক্ত চালনাদ্বারা সংসার ক্ষেত্রে অধিকতর কার্য্যকরী হয়। যিনি তেজস্বিনী মেধাশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সুশিক্ষা ও সুসংসর্গ পাইলে তিনিই দার্শনিক, যিনি প্রশস্ত হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনি কবি বা প্রেমিক, আর যিনি প্রবলতর বিবেকশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই ঈশ্বরপরায়ণ বা ধার্ম্মিক নামে পরিচিত হন, এবং তাঁহারাই পৃথিবীতে তৎ তৎ বিষয়ে উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করেন। ভগবানের গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সাধনজন্যই লোকসমাজে এরূপ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। জ্ঞানময় ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে সমাজের প্রয়োজন বশতঃই এরূপ হয় এবং এইরূপে সমাজের সেই প্রয়োজনসাধিত হয়। এই সমাজের প্রয়োজন সাধনজন্যই ঈশা, মুসা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য ও রামমোহনের জন্ম হইয়াছিল। সমাজের এই প্রয়োজন সাধন জন্যই ব্যাস বাল্মীকী সেক্ষপীর ও দান্তের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই সমাজের প্রয়োজন সাধন জন্যই কপিল, কনাদ, কোমৎ ও মিলের জন্ম। ইহাঁরা সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সেই প্রয়োজন সাধন করিয়াগিয়াছেন। তাই বলিয়া কোন্ অল্পবুদ্ধি লোক বলিতে পারে যে ইহাঁরা সকলেই নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে অভ্রান্ত পদবিক্ষেপে বিচরণ করিয়াছেন? ঈশা বা চৈতন্য প্রচারিত ধর্ম্মোপদেশে কি ভ্রম নাই। সেক্ষপীর যে লোকচরিত্র চিত্র করিয়াছেন বা বাল্মীকি রামায়ণে যে প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে কি ভ্রম নাই। কপিল বা কোমতের মীমাংসা সকল কি সমস্তই প্রমাদশূন্য?

কিন্তু ঐ সকল লোকেরা বলিবেন, তোমার এত কথা আমরা শুনিব না। মনুষ্যের পাপহস্তের লিখিত ইতিহাসে আমরা বিশ্বাস করিব না। তোমাকে মানিতে হইবে "আমি স্বর্গহইতে যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব আনয়ন করিতেছি, তাহাতে ভ্রম নাই। তাহাই তোমার পালনীয়। পালন না কর, তুমি

---

* ঢাকা নগরে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্রের বক্তৃতা

পতিত; প্রতিবাদ কর তুমি ভগবানের বিধানের বিরোধী অসুর অথবা ব্রাহ্মনামধারী ব্রহ্মদৈত্য।" আহা কি বিড়ম্বনা! তুমি যদি তাদৃশ অভ্রান্তবাদীর জীবনের হীনতা দেখিয়া অশ্রদ্ধাবান্ হও, এই আশঙ্কায় দেখ, তিনি ভগবানের মুখ হইতে এরূপ কথাও কহাইয়া রাখিতেছেন, "হে মনুষ্য! সন্দেহ করিওনা, আমার সাধক অন্ধকার রাত্রিতে প্রতিবেশীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারে, তথাপি ভজনালয়ের মধ্যাসনে বসিয়া আমার নামে যাহা প্রচার করে, তাহা সব সত্য ও মোক্ষপথের সোপানস্বরূপ মানিতে হইবে। এ কথায় তুমি যদি সন্দেহ বা দ্বিরুক্তি কর, তোমাকে এই বলিয়া নিরস্ত করা হইবে যে, ইহা গভীর যোগলব্ধ ঈশ্বরাদেশ। সাধুর মুখোচ্চারিত ঈশ্বরাদেশের বিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই। এইরূপ দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য আদেশবাদীদিগকে আমার একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় এবং যদি কেহ এই প্রশ্নের উত্তর করিবার উপযুক্ত লোক থাকেন, উত্তর করিলে আমি পরমোপকৃত হইব। প্রশ্নটী এই, আমরা যে কয়টী মূল সত্যে বিশ্বাস করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি, তাহার একটী এই যে, ঈশ্বরের প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই ঈশ্বরের উপাসনা ও মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সকলেই স্বীকার করিবেন, এই এক মাত্র সত্যের ব্যত্যয় হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন, জগতে ধর্ম্ম নামে কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। আজ যদি কোন উপদেষ্টা ভজনালয়ের বেদীতে বসিয়া গম্ভীরস্বরে প্রচার করে, যে ঈশ্বরে অপ্রীতি এবং তাহার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিতেই ভগবান্ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, তাহা হইলে হে ধর্ম্মপিপাসু! তুমি এবং আমি সেই কথায় দ্বিরুক্তি করিতে পারি কি না, এবং সেই ভক্তের মুখের উচ্চারিত সত্যের যাথার্থের বিচার করিতে তোমার বা আমার অধিকার আছে কি না? আর যদি সেই আদেশবাদী তাহার কল্পিত আদেশ, কার্য্যে পরিণত করিতে থাকে, তবে তাহাকে পূর্ব্বোপকারের প্রতিশোধরূপ শ্রদ্ধার সহিত অচিরে ধর্ম্মমন্দির অথবা উপদেষ্টার আসন হইতে অপসারিত করা কর্ত্তব্য কি না? আমি আপত্তিকারী ব্রাহ্মের নিকট এ কথার উত্তর চাই।

কেবল ব্রাহ্মদিগের অসদ্ব্যবহারের প্রতিবাদ করা আমার অদ্যকার প্রসঙ্গের লক্ষ্য নহে। সুতরাং এ সকল বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যাঁহারা জগতের অনন্তকালস্থায়ী ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশবিশেষে অথবা সম্প্রদায়বিশেষে প্রচারিত কোন একমাত্র পুরাতন ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে চান, তাঁহারা যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করিয়া উহার মহাক্ষতি করিতে চাহেন, সেইরূপ যাঁহারা পরমেশ্বরের সদামুক্তদ্বারসদাব্রতরূপ সংসারের মধ্যে কল্পিত বিধানাদির সৃষ্টি করেন এবং মনুষ্যবিশেষকে সেই সেই চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তাহার প্রচারিত সত্য সকলেই বর্ত্তমানজগতের উদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিয়া বর্ণনা করেন এবং যাঁহারা তৎপ্রচারিত জল্পনা মাত্রকে অব্যর্থ ও মুক্তিপ্রদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মনুষ্যদিগকে উপদেশ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপধর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ততোধিক ক্ষতি করেন। বলিতে গেলে তাঁহারা সত্যের অনন্তউৎস ঈশ্বর ও জনসমাজের মধ্যে, মনুষ্যবিশেষকে নামে না হউক কার্য্যতঃ অবতাররূপে স্থাপিত করিয়া জগতে ধর্ম্মবিষয়ক সত্য প্রচারের ব্যাঘাৎ জন্মান এবং অপরদিকে অপূর্ণ জ্ঞান মনুষ্যের প্রচারিত সমস্ত কথা ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া অনর্থক ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে অনেক অসত্য প্রচার করেন। অর্থাৎ দ্বিবিধ রূপেই তাঁহারা সত্যপ্রচাররূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইবার পরিপন্থী হইয়া ব্রাহ্মসমাজের জীবননাশের পন্থা করেন। এই সকল লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিরোধী বলিলে সত্যের অপলাপ করিয়া অপরাধী হইতে হয়, আমার এরূপ বিশ্বাস নহে।

এতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট শক্তির অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজরূপ আন্দোলন বা তরঙ্গের প্রাণবায়ুর আলোচনা করিলাম। আমরা দেখিলাম ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই প্রাণবায়ুরূপ সত্যপ্রচারের কদাপি অবসান বা সংকীর্ণতা ঘটিবে না। উহা দেশে, কালে, মনুষ্য বা গ্রন্থবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে। পুরাণ, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, মনুষ্যের হৃদয় মন আত্মা, সমস্ত স্বভাব এবং সর্ব্বোপরি সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর হইতে অনন্তকাল ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচারিত হইবে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম কদাপি পুরাতন মৃতধর্ম্ম, সম্প্রদায়িকতা বা উপধর্ম্মে পরিণত হইতে পারিবে না।

এখন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি বা লক্ষণের সমালোচনা করিব। আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি লোকপ্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবের গতির সঙ্গে অভিন্ন। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দেখিতে পান যে স্বভাবের গতি দুই, ক্রমবিকাশ ও পূর্ণ বিকাশ। ঊনবিংশ শতাব্দিতে (Evolution) অথবা ক্রমবিকাশ নামক যে দার্শনিক সূত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, তৎসঙ্গে সঙ্গেই আর একটী সত্য অভিন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে বলি পূর্ণ বিকাশ। ভাষাশাস্ত্রবিদেরা এ কথায় ইহার নামকরণ করিতে পারেন, আমরা ইহাকে সমগ্র উন্নতি বলিতে পারি। একটীমাত্র দৃষ্টান্তদিয়া এ উভয় সূত্রকে বিশদ করিয়া বুঝান যাইতে পারে। জরায়ু কোটরে যখন ভ্রূণবিন্দুর প্রথম উৎপত্তি হয়, তখন যে তাহাহইতে উত্তরকালে হস্তপদ ও মস্তিষ্কবিশিষ্ট মনুষ্য সমুৎপন্ন হইবে, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু সেই ভ্রূণবিন্দুই ক্রমে শোণিত, পরে মাংসপিণ্ড ও পরে মানবদেহের অবয়বে পরিণত হয়। পদার্থের মূলের এইরূপ পরিবর্ত্তনজনিত উন্নতিকে (Evolution) অথবা ক্রমবিকাশ বলে একথা যেমন সত্য, তেমনি আবার ইহাও সত্য যে ঐ ক্ষুদ্রতম ভ্রূণবিন্দু মধ্যেই উত্তরকালপ্রসূত নব দেহের যাবতীয় উপকরণ অনুস্যূত ছিল। ভ্রূণবিন্দুর পরিবর্ত্তনঘটিত উন্নতির সঙ্গে সমস্ত উপকরণেরও যুগপৎ উন্নতি হইয়াছিল। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াকে পূর্ণবিকাশ বলি। স্থির মনে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইব, এ উভয় প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকৃতির দুইটী অনিবার্য্য লক্ষণ লুকায়িত রহিয়াছে, একটী উন্নতিশীলতা অপর উদারতা অর্থাৎ প্রকৃতি যেমন

দিন দিন আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নতি সাধন করে সেইরূপ তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অভিলাষ ও সাধন করে; অর্থাৎ নিজ মূর্ত্তির কোন অংশকেই উপেক্ষা করিয়া চলে না।

বাস্তব ব্রাহ্মধর্ম্মেরও এই দুই প্রধান লক্ষণ; ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন ক্রমোন্নতিশীল, তেমনই সম্পূর্ণ উদার। প্রত্যেক মনুষ্য-জীবনে কি সমাজে, কি সংসারে কি অধ্যাত্মরাজ্যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদারতা দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মানসিক উন্নতি উপেক্ষা করিয়া পান ভোজনের ব্যবস্থা দেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম আভ্যন্তরিক উন্নতির আশায় অন্ধ হইয়া উর্দ্ধবাহু হইতে, নগ্ন থাকিতে অথবা অনশন বা স্বপাক ভক্ষণদ্বারা শরীর ক্ষয় করিতে ব্যবস্থা করেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্য-মনকে উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের প্রশ্রয় দিয়া ভাবুকতার উপাসনা করিতে অথবা হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া মনকে প্রশ্রয় দিয়া শুষ্ক জ্ঞানের উপাসনা করিতে, অথবা হৃদয় মন উভয়কে উপেক্ষা করিয়া কল্পিত বিবেকের সাধনা করিয়া ঈশ্বরের নামে কুসংস্কারের দাস হইতে উপদেশ দেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে ভাবশূন্য ধার্ম্মিক অসম্ভব, ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে লোকালয়ত্যাগী বিদ্যাবুদ্ধি আলোচনাবিহীন পরম হংস ধর্ম্ম শিক্ষার স্থান নহে, কুসংস্কারের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি স্বরূপ। এই স্থলে গুটী দুই কথা বলা আবশ্যক। কতকগুলি অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত লোক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের চিত্তের গতি, উচ্চতা ও রুচি অনুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মকে গঠিত করিয়া লইবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিলেন এবং ভাবুকতা লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা প্রচারের প্রধান সহায় হইলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে জ্ঞানালোচনায় প্রয়োজন নাই এরূপ কুশিক্ষা বিস্তার করিতে লাগিলেন। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে ভাবশূন্য ভক্তিশূন্য জ্ঞানী ব্রাহ্মকে প্রথমে সংশয় বাদ এবং পরিণামে নাস্তিকতায় পতিত হইতে হইবে। সেইরূপ, জ্ঞানালোচনাবিহীন মূর্খকেও ব্রাহ্মধর্ম্মহইতে বিচ্যুত হইয়া কর্ত্তাভজা অথবা নেড়ানেড়ীর দলভুক্ত হইতে হইবে। আমার একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে ভক্তির প্রয়োজন নাই; জ্ঞানেই ব্রাহ্মের মোক্ষ লাভ হইবে এরূপ শিক্ষা প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, ভক্তিই মুক্তিদান করিবে, এইরূপ কুশিক্ষাই প্রচারিত হইয়াছে। এই শিক্ষা কে এবং কেন প্রচারিত করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহারা এরূপ শিক্ষা-প্রচার করে তাহারাও ব্রাহ্মসমাজের প্রবল বিরোধী।

ক্রমশঃ।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ।

৯ই চৈত্র—রবিবার, ১৮০১ শক।

আচার্য্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের সারাংশ।

ভক্তিভাজন থিওডোর পার্কারের গ্রন্থহইতে মহাত্মা পলের জীবনসম্বন্ধে একটী ঘটনা পাঠ করিব। ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিত; আমি তাহার অনুবাদ করিয়া পাঠ করি।

পল ডেমস্কস্ নগরে গমনের পর, একদিন টারসস নগরে তাঁহার কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তিনি অত্যন্ত বিনীত ও চিন্তিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহার প্রিয় পুস্তক সকল ও বস্ত্র সকল অনাদরের সহিত ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, এমন সময়ে পলের এক জন সম্ভ্রান্ত আত্মীয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, পল! তোমার সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য সংবাদ শ্রবণ করিলাম। তুমিও নাকি নাসরতীয় যিশুর এক জন অনুগামী হইয়াছ? তোমার প্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণের পর তুমি কি উপায় অবলম্বন করিবে? "আমি সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যজাতির মধ্যে গমন করিয়া শুভ সংবাদ প্রচার করিব," নবানুরাগী পল অতি শান্তভাবে এই উত্তর প্রদান করিলেন। "আমি আগামী কল্যই গমন করিব।"

ঐ রাবি, যিনি বিশেষ ভাবে পলের শুভানুধ্যান করিতেন, তিনি পলের উত্তরে নিতান্ত বিস্ময়ভাবে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পল! তুমি কি জান, তুমি কিরূপ ত্যাগস্বীকার করিতেছ, তুমি নিশ্চয়ই তোমার পিতাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে, বন্ধুদিগকে এবং মহৎ জ্ঞানী সমাজকেও ত্যাগ করিতে হইবে। তুমি কি তোমার ভাবি বিপদ গণনা করিয়াছ?

তুমি ঘোর দরিদ্রতায় পতিত হইবে, লোকে তোমাকে তাড়না করিবে, তোমার নাম লইয়া উপহাস করিবে, অবশেষে লোকেরা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। পল বলিলেন, ও সকল ভয়ে আমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

আমি ক্ষতি লাভ গণনা করিয়াছি। সমস্ত মনুষ্যের নিষেধ সত্ত্বেও ঈশ্বরের নিয়ম রক্ষা করা ও তাঁহার সত্য প্রচার করার যে মূল্য, আমার জীবন তাহার অর্দ্ধ মূল্যেও মনে করিব না। আমি ঈশ্বরের আলোকে ভ্রমণ করিব, কোন লোকের নিষেধ মানিব না,—কাহাকে ভয় করিব না। আমি আর পাপের ও মৃত্যুর পুরাতন নিয়মের দাস নহি। কিন্তু ঈশ্বরের এক জন স্বাধীন মনুষ্য।

এই সকল শুনিয়া রাবি বলিলেন, এখন তোমার মান মর্য্যাদা আছে, কিন্তু তোমার নূতন কার্য্যে পরিশ্রম, অসম্ভ্রম ও মৃত্যু।

পল, স্থিরগম্ভীরভাবে বলিলেন, পরমেশ্বরের বাক্য আমাকে বলিল "যাও," আমি সত্যের জন্য জীবনদান করিতে প্রস্তুত।

রাবি চীৎকার করিয়া বলিল, এক জন মূর্খ, অবিশ্বাসী নাস্তিক নাসরতীয় লোকের ন্যায় তবে তুমি মর। এখন হইতে তুমি আমাকে তোমার কুটুম্ব বলিয়া সম্বোধন করিও না।

ইহার পর কতিপয় বৎসর অতীত হইল; পল ঈশ্বরে

নির্ভর করিয়া বীরের ন্যায় জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সত্যপ্রচার করিতে লাগিলেন।

টারসস নগরের বাজারে এই জনরব উঠিল যে, প্রচারক পলকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া বন্দীভাবে রোম নগরে আনিয়াছে। শীঘ্রই তাহাকে সিংহের মুখে ফেলিয়া দিবে।

এই কথা শুনিয়া পলের আত্মীয় রাবি বলিলেন, এরূপ ঘটনা হইবে, তাহা পূর্ব্বেই জানি, গৃহে থাকিলে কত মান সম্ভ্রম হইত, পথে ঘাটে লোকে রাবি রাবি বলিয়া ডাকিত, এখন সেই লোকের দুর্দ্দশা দেখ।

এদিকে রোম নগরে যেখানে পল লৌহ শৃঙ্খলবদ্ধ, সেখানে পল ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দেখিলেন। ঈশ্বর বলিলেন "পল ভয় করিও না, তুমি উত্তম যুদ্ধ করিয়াছ। দেখ আমি চিরকাল তোমার সঙ্গী হইয়া থাকিব।"

তখন বৃদ্ধ পল বলিলেন, আমি জানি, আমি কাহার সেবা করিতেছি। আমার মনে ভয় নাই, কিন্তু প্রেম ও মনের দৃঢ়তা আছে। আমি আমার কার্য্য আনন্দের সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছি, কারণ আমি দেখিতেছি ধর্ম্মের মুকুট আমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এখন আমার পরিত্রাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। আমি প্রথমে যখন বিশ্বাসী হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা এখন আমার আশা অনেক উচ্চ। তখন পলের অন্তরে এই বাক্য প্রকাশিত হইল, "তুমিও আমার প্রিয়তম পুত্র, আমি তোমাতে বাস করি এবং আনন্দিত হই।"

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি। যখন প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর বাক্য শুনিলেন না, বরং অগ্রাহ্য করিলেন, তখন হিরণ্যকশিপু বলিল,

"হে দুর্ব্বিনীত মন্দাত্মন্ কুলভেদ-করাধম।
স্তব্ধং মচ্ছাসনোদ্বৃত্তং নেষ্যাম্যদ্য যমক্ষয়ং॥"

হে দুর্ব্বিনীত মন্দাত্মন্ প্রহ্লাদ! তুই আমার বংশের ভেদকারী নরাধম। আমার শাসন উলঙ্ঘনকারী যে তুই অদ্য তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

"ক্রুদ্ধস্য যস্য কম্পন্তে ত্রয়োলোকা সহেশ্বরাঃ।
তস্যমেহভীত বন্মূঢ় শাসনন্নুনন্তাগাঃ॥

যে আমি ক্রুদ্ধ হইলে রাজন্যবর্গের সহিত ত্রিভুবন বিকম্পিত হয়। রে মূঢ়! তুই দুর্ব্বল হইয়াও অভীতবৎ সেই আমার শাসন অগ্রাহ্য করিলি?

প্রহ্লাদ বলিলেন।

"ন কেবলং মে ভবতশ্চ রাজন্ সবৈ বলঙ্কাপরবালকানাং।
পরেঁবরেহমী স্থিরজঙ্গমাযে ব্রহ্মাদয়োযেন বশং প্রণীতাঃ॥

হে রাজন্! তিনি কেবল আমার বল নহেন, আপনারও বল এবং অপর সমস্ত বালকদিগের বল। সেই শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরে স্থাবর জঙ্গম, এবং ব্রহ্মাদি দেবতা তাঁহারই বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেছে।

"ঈশ্বরকাল উরুক্রমোহস্য ওজঃসহ সত্ব বলেন্দ্রিয়াত্মা।
সএব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তি ভিঃ সৃজত্য বত্যত্তিগুণত্রয়েশঃ॥

সেই ঈশ্বরই সম্বরণ ইন্দ্রিয় আত্মা। সত্ত্বরজ তমোগুণের অধিপতি পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি দ্বারা সৃজন করেন, পালন করেন, এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে সমস্তই বিনাশ করেন।

মহাত্মা চৈতন্য, নানক, লুথর, মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মাগণ ঐশীশক্তি লাভ করিয়া অকুতোভয়ে সত্য প্রচার ও পালন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মবন্ধুগণ! আমরা ব্রাহ্মসমাজে কি এই ঐশীশক্তির পরিচয় পাই নাই, যদি বলি, না, তাহা হইলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। আমরা দেখিয়াছি যখন ব্রাহ্ম ঐশীশক্তি লাভ করিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহাকে কত লোকে কত ভয় দেখাইল, তাঁহার গ্রামস্থ লোকে তাঁহার গাত্রে ধূলি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল, তাঁহাকে পদাঘাত, চপেটাঘাত করিল। ব্রাহ্ম বিনীতভাবে সমস্ত অত্যাচার মস্তক পাতিয়া লইলেন, তাহাতে কি হইল, সেই গ্রামের লোক পরাস্ত হইল। এখন কি সে শক্তি ব্রাহ্মসমাজে নাই? যখন ব্রাহ্মসমাজ ঐশীশক্তিতে বলবান ছিল, তখন তাহার আকর্ষণ ছিল, এখন ব্রাহ্মসমাজে আকর্ষণ নাই। সত্য জানিয়া তাহা জীবনে প্রতিপালন না করিলে ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির দুর্জ্জয়বল লাভ করা যায় না। হে ব্রাহ্ম! তুমি শিখিয়াছ "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ব্রাহ্মভাই! তুমি কি প্রতিদিন উপাসনার সাধনা কর? কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ ও মৌখিক প্রার্থনা করাকে অথবা সঙ্গীত করাকে উপাসনা বলে না। উপাসনার অর্থ ঈশ্বরের নিকটে উপবেশন। পরমেশ্বর সত্য, কল্পনা করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারা যায় না। যাহারা মৃত্তিকা প্রস্তর ইত্যাদিদ্বারা ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, তাহারা পৌত্তলিক। কিন্তু যাহারা আপনার মনের গুণদ্বারা একটী কল্পিত ঈশ্বর প্রস্তুত করিয়া পূজা করে তাহারাও পৌত্তলিক। এজন্য প্রাচীন মহর্ষিগণ বলিয়াছেন,

"নৈববাচান মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতিব্রুবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

বাক্য মন চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তিনি আছেন কেবল এই মাত্র বলা যায়, অন্য উপায়ে পাওয়া যায় না।

তিনি আমাদের ঊর্দ্ধ অধঃ সম্মুখ পশ্চাৎ উভয় পার্শ্ব চতুর্দ্দিকেই বর্ত্তমান।

তিনি বায়ু, আমরা প্রাণী; তিনি জল, আমরা মৎস্য। পরমেশ্বর আমার চতুর্দ্দিকে আছেন, এইরূপ চিন্তা ও প্রার্থনা করিতে করিতে দয়াময় ঈশ্বরের আবির্ভাবের দ্বার অন্তরে প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়। তাহা রূপ নহে, অথচ রূপ; তাহা পদার্থ নহে, অথচ সার সত্য বস্তু; তাহাতে আনন্দ শান্তিমাখা। নিরাকার আত্মা, নিরাকার ব্রহ্মকে সুন্দররূপে দর্শন করে। যেমন আশা, সুখ দুঃখ, আনন্দ শান্তি, শোক মোহ এ সমস্ত আত্মার গুণ নিরাকার হইলেও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তদ্রূপ ব্রহ্মকেও প্রত্যক্ষ করি। ব্রহ্মদর্শন কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না। যেমন ফুলের ঘ্রাণ, মিষ্ট বস্তুর আস্বাদন

কেহ বুঝাইতে পারে না; যাহারা আস্বাদন করে, তাহারাই বুঝিতে পারে।

এইরূপে পরমেশ্বরকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিলে উপাসনা হইল। এই উপাসনার পর ব্রহ্মপূজা। যদি উপাস্য দেবতাকে না দেখ, তবে কাহার পূজা করিবে?

ব্রাহ্মবন্ধু! এইরূপ সত্যভাবে প্রতিদিন কি ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাক? যদি বাস্তবিকই তুমি ঈশ্বরের উপাসনা কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের ন্যায়, সত্য, পবিত্রতা, আনন্দ, শান্তি, মঙ্গলভাব তোমাতে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে দেবতার জীবন দান করিবে। হে ঈশ্বরোপাসক ব্রাহ্ম! তোমার জীবন কি প্রকার? তোমাতে কি ঐশীশক্তি অণুপ্রবেশ করিতেছে? যদি না করে, তবে তুমি উপাসনা সাধন কর না। আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত উপাসনা সাধনে প্রবৃত্ত হও, জীবন মধুময় হইবে।

প্রিয়কার্য্য সাধনের সীমা নাই। হে ব্রাহ্ম! তুমি বলিয়াছ ক্রোধ করিবে না, এখন তুমি ক্রোধ কর কি না? তুমি হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিবে বলিয়াছিলে, এখন তোমার হিংসা দ্বেষ আছে কি না? তুমি পরস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টিপাত করিবে না, এমন কি মনে মনেও ব্যভিচার করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তুমি প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া জিতেন্দ্রিয় বীরপুরুষ হইয়াছ কি না? তুমি স্ত্রীজাতির মুখশ্রীতে ঈশ্বরের মাতৃভাব দেখিবে, পুরুষের মুখশ্রীতে ঈশ্বরের পিতৃভাব দেখিবে এবং চরাচর বিশ্বে তাঁহার আবির্ভাব দেখিবে বলিয়া যে, সংকল্প করিয়াছিলে সে আশা জীবনে পূর্ণ হইয়াছে কি না? তুমি সত্য কথা কহিবে, প্রাণান্তেও মিথ্যা কহিবে না। মিথ্যা বলিয়া রাজত্ব গ্রহণ করিবে না। কিন্তু সত্য বলিয়া ফকির হইবে যাহা সত্য জানিবে তাহা পালন করিবে। লোকভয়ে, রাজার ভয়ে সত্যকে অবজ্ঞা করিবে না। হে ব্রাহ্ম! তোমার সকল কথা সত্য কি না, তোমার সকল ব্যবহার সত্য কি না।

এই সমস্ত পরীক্ষা করিয়া যদি তোমার জীবন অসার বোধ হয়, তবে তুমি ঐশী শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছ। ব্রাহ্মসমাজ একটী গৃহ নহে। ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মের সমষ্টি। যদি প্রেমিক ব্রাহ্মের জীবন অসার হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজও অসার।

হে ব্রাহ্মবন্ধু! আবার জাগ, আর নিদ্রিত থাকিও না। শরীরের এক একটী রক্ত বিন্দু দিয়া জীবন্ত সত্য সাধন কর। সত্যের জন্য প্রাণ দাও, সর্ব্বস্ব দাও, দেখিবে এখনি ঐশী শক্তি আসিয়া তোমাকে বলবান্ করিবে।

মহাত্মা পল্, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, নানক, লুথর প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচারকগণ এই ঐশীশক্তির প্রভাবেই জগৎকে বিকম্পিত করিয়াছিলেন। অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বক্তৃতা ব্রাহ্মসমাজের বল নহে। এ সমস্ত দুদিনে পুরাতন হইবে? ঐশীশক্তি নিত্য নূতন চিরউৎসাহী জ্বলন্তঅগ্নি। ব্রাহ্মসমাজে এই ঐশীশক্তি প্রবেশ না করিলে ব্রাহ্মসমাজ জাগিবে না। ব্রাহ্মসমাজে যে কয়েক দিন ঐশীশক্তি ছিল, তখন ইহার আকর্ষণ ছিল; নিতান্ত মূর্খ প্রচারকও কত শত শত পণ্ডিতের দর্প চূর্ণ করিয়া সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এখন আমাদের দোষে, সত্য সাধনার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ শক্তিহীন। ব্রাহ্মদিগের সত্যের প্রতি এত অনাদর যে, অনেকের জীবনে লক্ষ্য স্থির নাই। যে যাহা বলেন তাহাই শ্রবণ করেন। আজ ব্রাহ্মসমাজে মধ্যবর্ত্তীর মত আসিল, ব্রাহ্ম গ্রহণ করিলেন; আজ ব্রাহ্মসমাজে গুরুসত্যের মত আসিল, ব্রাহ্ম গ্রহণ করিলেন, আজ ব্রাহ্মসমাজে কর্ত্তাপূজার (কেশব পূজার) মত আসিল ব্রাহ্ম গ্রহণ করিলেন। ধিক্ ব্রাহ্ম, তোমার শক্তিকে ধিক্। যদি তোমার জীবনে লক্ষ্য স্থির থাকিত, তুমি কখনই পরের কথায় পরিচালিত হইতে না।

সত্যসাধন করিলে লক্ষ্য স্থির হয়, জীবন দৃঢ় হয়, ঐশী-শক্তিরূপ জ্বলন্ত অনলে জীবনের পাপতাপ দগ্ধ হইয়া যায়। ঐশীশক্তি যে হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় না। উৎসাহে উন্মত্ত করিয়া দেশ বিদেশে লইয়া বেড়ায়। ব্রাহ্ম! তুমি ঐশীশক্তি লাভ করিয়া প্রাণপণে ঈশ্বরের সেবা কর, তাহা হইলে তোমার শেষ দিনে তুমিও ঈশ্বরকে বলিবে "হে ঈশ্বর! আমি জানি আমি কাহার সেবা করিয়াছি। আমি ভয় করি না, প্রেম ও মানসিক দৃঢ়তায় আমার হৃদয় পূর্ণ। প্রভু! আমার জন্য ধর্ম্মের মুকুট প্রস্তুত রহিয়াছে। আমি যখন প্রথম বিশ্বাসী হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা আমার আশা উচ্চ হইয়াছে।"

প্রকৃত ব্রাহ্মের জীবনে বিশ্রাম নাই, ব্রাহ্ম অধ্যয়ন অধ্যাপন, যজন যাজন, সৎকর্ম্মশীলতা, সত্যের মহিমাবিস্তার, পরিবারপালন, অর্থোপার্জ্জন, অর্থের সদ্ব্যয়, ঈশ্বরের উপাসনা, ঈশ্বর পূজা, ঈশ্বরের আলোকে অবস্থান, এই সকল কার্য্যে ব্রাহ্মের জীবন পরিপূর্ণ। যে ব্রাহ্ম আলস্যে অধীর হইয়া দিবসে নিদ্রিত হন, তিনি ভয়ানক পাপাচরণ করেন। দিবস ব্রাহ্মের কার্য্যের জন্য। ব্রাহ্ম! একবার আকাশে নক্ষত্রমালার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, এক একটী নক্ষত্র, গ্রহ উপগ্রহগণের সহিত কত প্রবল বেগে নিয়ত ঘুরিতেছে; উহাদের বিশ্রাম নাই। উহাদের মধ্যেও ঐশীশক্তি আছে, কিন্তু তাহারা জানে না। ব্রাহ্ম! তুমি জানিয়া অবিশ্রান্ত ঐশীশক্তিতে ঘুরিয়া বেড়াও।

সত্যের সাধনায় জীবন বিসর্জ্জন কর!

"কর সাধন ব্রহ্মের চরণ, যাহাতে পাইবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন।"

"সত্যমেবজয়তে।"

সাধুবাক্য।

(টমাস এ কেম্পিস)

সকলেরই স্বভাবতঃ জ্ঞানলাভের ইচ্ছা আছে। কিন্তু ঈশ্বরভক্তিবিহীন জ্ঞানের ফল কি?

যে অহঙ্কারী বৈজ্ঞানিক আপনাকে অবহেলা করিয়া

জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহার অপেক্ষা ঈশ্বরসেবক সামান্য কৃষক নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ।

যিনি আপনাকে আপনি জানেন, তিনি আপনাকে আপনি হীন বলিয়া মনে করেন। তিনি লোকের প্রশংসায় সন্তুষ্ট হন না।

যদি জগতের সকলই আমি বুঝিতে পারি, অথচ প্রেম-বিহীন হই, তাহাতে ঈশ্বরের নিকট আমার কি হইবে, তিনি আমাকে আমার কার্য্যদ্বারা বিচার করিবেন।

যাহাতে আত্মার মঙ্গল সাধিত হয়, তদ্ভিন্ন যিনি অন্য বিষয়ে মনোযোগী হন, তিনি অত্যন্ত অবিবেচক।

অনেক কথায় আত্মার তৃপ্তি হয় না। কিন্তু বিবেক নির্ম্মল থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি সুদৃঢ় নির্ভর উৎপন্ন হয়।

যত অধিক তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, যত অধিক তুমি বুঝিতে পারিবে, যদি সেই পরিমাণে তোমার জীবন অধিকতর পবিত্র না হয়; তাহাহইলে তোমার বিচার অত্যন্ত গুরুতর হইবে।

সেই জন্য জ্ঞানলাভে গর্ব্বিত হইও না। বরং যে জ্ঞান-লাভ করিবে তজ্জন্য ভীত হইও।

যদি তোমার মনে হয় যে, তুমি অনেক জানিয়াছ; তবে স্মরণ কর, যে কত অধিক বিষয় আছে যাহা তুমি জান না।

জ্ঞানে গর্ব্বিত হইও না। আপনার মুর্খতা আপনি স্বীকার কর।

প্রকৃত আত্মজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর ও উচ্চশিক্ষা।

অন্যকে প্রকাশ্যরূপে পাপ করিতে দেখিলেও তোমার মনে করা উচিত নয় যে, তুমি তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

একটি ইঙ্গিত।

পুরাকালে এক জ্ঞানী পণ্ডিত কোন দূর দেশ হইতে আথেন্স নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গ্রীকজাতির আচার ব্যবহার শিক্ষাকরা এবং তাঁহার স্বোপার্জ্জিতজ্ঞান তাহা-দিগকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আথেন্স-বাসী জ্ঞানীগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁহার সংসর্গলাভ ও তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি যুবকগণের অনুরাগ জন্মিল। আশ্চর্য্যপ্রিয় এথিনীয়দিগের মধ্যে তিনি এক আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া গণ্য হইলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন, তন্মধ্যে সফ্রোনিস্কাসের পুত্র, শিল্পব্যবসায়ী সামান্যপদবীস্থ এক দরিদ্র যুবা ছিলেন। ঈশ্বর, মনুষ্য, স্বাধীনতা, হিতৈষণা, এবং অনন্তজীবনসম্বন্ধে তাঁহার দুরবগাহ প্রাচ্য মত সকল অতি অল্প সংখ্যক লোকেই বুঝিতে পারিতেন। এই যুবা তন্মধ্যে একজন। তিনি দেখিলেন যে সেই জ্ঞানী ব্যক্তির মত সকলহইতে মহৎ কার্য্য সকল প্রসূত হইবে; একদিন আসিবে, যখন ঐ সকল মত সংসারে বিপ্লব উপস্থিত করিবে; অনেক প্রাচীন পাপকে স্থানচ্যুত করিয়া বিদূরিত করিয়া দিবে।

যুবা যখন কোন ধনী ও যশস্বী ব্যক্তিকে দেখিতেন, তখন তিনি মনে মনে বলিতেন; "যদি আমি ধনী ও যশস্বী হইতাম তাহা হইলে আমি শীঘ্রই পৃথিবীর সংস্কার করিতে পারিতাম। এই সকল পাপ উৎপাটিত করিতে হইবে; এবং এই সকল সত্য রোপণ করিতে হইবে। হায়! যদি আমি উহা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে শীঘ্রই জগৎকে সংশোধন করিয়া দিতে পারিতাম।" কিন্তু সেই যুবা যশ ও ধনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা ব্যতীত, আর কিছুই করিলেন না। এক দিবস সেই জ্ঞানী, তাঁহাকে ঐ প্রকারে দুঃখ করিতে দেখিয়া বলিলেন; "হে, যুবা! তুমি নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের ন্যায় কথা কহিতেছ। ঈশ্বরের এই সুসমাচার সকলের জন্যই লিখিত হইয়াছে। যিনি জগৎকে সংশোধন করিতে চান, তিনি প্রথমে আপনাকে সংশোধন করুন। যিনি মনুষ্যের উপকার করিতে চান, ঈশ্বর তাঁহার হস্তে যে সকল উপায় দান করেন, তাহা লইয়াই তিনি কার্য্যারম্ভ করিয়া থাকেন। মহৎ জীবন যাপন করিতে হইলে, ধন ও খ্যাতির প্রয়োজন নাই। তুমি যে আলোক পাইয়াছ, তাহা তোমার জীবনে পরিণত কর; তোমার চিন্তা সকলকে কার্য্যে পরিণত কর। তুমি এমন একটি স্থান চাহিতেছ, যেখানে দাঁড়াইয়া তুমি পৃথিবীকে পরিচালিত করিতে পারিবে। নির্ব্বোধ যুবা! যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, সেইখানেই এখনই কার্য্যারম্ভ কর। সেখান হইতেই তোমার কার্য্যের উন্নতি হইতে থাকিবে। তুমি আপনার সংস্কার কর, তাহা হইলেই জগতের সংস্কার-কার্য্য তুমি আরম্ভ করিলে। ভয় করিওনা যে তোমার কার্য্যের কখন বিলোপ হইবে।

যুবা এই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিজের সমস্ত নীচতা, সমস্ত দোষ সংশোধন করিলেন। তাঁহার চিন্তা তাঁহার জীবনে পরিণত হইল। জীবন নির্দ্দোষ ও মনোহর হইল। সূর্য্যকিরণ যেরূপ শূন্যের মধ্যে বিস্তৃত হয়, তাঁহার সত্য সেইরূপ সাধারণের মনে সঞ্চারিত হইল। তিনি যে বীজ বপন করিলেন তাহাতে বনরাজি উৎপন্ন হইল। তাঁহার ক্ষমতা প্রভাতকালের ন্যায়, এক মহাদেশহইতে অন্য মহা-দেশে বিস্তারিত হইল। ধনবান ও নির্ধন, সকলে তাঁহার নাম জানে না; অথচ সক্রেটিসের আলোক ও তাঁহার জীবন দ্বারা তাহারা উপকার লাভ করিল।

(থিওডোর পার্কারের গ্রন্থ হইতে)

প্রার্থনা।

আমার হৃদয় যদি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ থাকিত তবে ইহা হইতে তোমার মুখ প্রচ্ছন্ন থাকিত না। দীন বন্ধু, আমার জীবনের পাপ কলঙ্কের দিকে আমার চক্ষু উন্মীলিত কর; স্বর্গীয় পবিত্রতার জন্য আমার হৃদয়ে প্রবল পিপাসা দাও; নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক হইয়া তোমার ভক্ত ও সেবকের উপযুক্ত হই।

তোমার অমৃতময় চরণাশ্রয় ছাড়িয়া কেন সংসারের মরুভূমিতে দগ্ধ হইতে যাই; দীন বন্ধু, এই স্বর্গীয় আনন্দে আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখ, তোমার চরণতলে আমাকে চিরদিন বসাইয়া রাখ। তোমার চরণ সেবায় যে আনন্দ, সংসারী সে আনন্দের কি জানে, চারিদিকের ঘটনার পরিবর্ত্তনে, সুখ দুঃখের আন্দোলনে তার হৃদয় চিরদিন চঞ্চল। দীনবন্ধু, এই অশান্তিপূর্ণ সংসার হইতে আমাকে চিরদিনের জন্য টানিয়া লও; আনন্দের অক্ষয় প্রস্রবণ! আমাকে চিরদিন তোমার সুশীতল চরণতলে রক্ষা কর, চিরঅধীন ভক্ত সেবক হইয়া চিরশান্তির সাগরে নিমগ্ন হই।

ব্রাহ্মসমাজ।

গত্য কল্য বর্ষশেষ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পর উপাসনা করিয়াছিলেন।

ধুবরিতে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নমহাশয়ের প্রচার কার্য্য বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৩রা মার্চ্চ। বাবু দুর্গাদাস দত্তের বাটীতে সায়ংকালে উপাসনা ও কথোপকথন।

৪ঠা। প্রাতে ও সায়াহ্নে উপাসনা। সায়াহ্নউপাসনার সময় "কেন আম ঈশ্বরকে ভাল বাসিব" এই বিষয়ে বক্তৃতা।

৫ই। শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা।

৬ই। "আত্মা কি এবং ঈশ্বর কোথায়?" সায়াহ্নে এই বিষয়ে বক্তৃতার পর উপাসনা।

৭ই। "ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস" বিষয়ে বক্তৃতা; এবং শাস্ত্রপাঠ।

৮ই। "আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা।

১২ই। "বর্ত্তমান সংকট এবং ধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা।

১৪ই। সায়াহ্নে উপাসনার পর "আর্য্যধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা।

ছাত্র সমাজের বিগত অধিবেশনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

থিইষ্টিক সোসাইটির কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। বিগত দুই অধিবেশনের প্রথম অধিবেশনে, "হের্বর্ট স্পেন্সরের ঈশ্বরের অজ্ঞেয়ত্ব বিষয়ক মতের আলোচনা হইয়াছিল। বাবু কালীশঙ্কর সুকুল উক্ত বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র জন ষ্টুয়ার্ট মিলের সন্দেহবাদ বিষয়ে বক্তৃতা করেন; ও তৎপরে সভাস্থ অপর সকলে তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। তিনি ফিরিয়া আসিবার সময় পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগ দান করিবেন।

কোন কোন স্থান হইতে আমরা ইতিমধ্যে প্রচার ফণ্ডে সাহায্যের অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়াছি। জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিশ্রুত বার্ষিক ২৭ টাকা দানের মধ্যে, প্রথম ত্রৈমাসিকের চাঁদা ৬৸০ আনা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। আশা করি অন্যান্য সমাজ ও মফঃস্বলের ভ্রাতারা এসময় প্রচার ফণ্ডেরসহায়তায় অগ্রসর হইবেন।

ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে দূরস্থিত উত্তর সরকার প্রদেশ হইতে লোকেরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত নরসিংহ বি, এ, রাজমহীতে আমাদের এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি উপদেশদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপায় করিতেছেন। আমাদের এক জন প্রচারককে উক্ত বিভাগে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কি উপায়ে মঙ্গলময় ঈশ্বর, অন্ধকার ও কুসংস্কারমধ্যে সত্যের জ্যোতি ও পবিত্রতা বিস্তার করেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

সংবাদসার।

আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় সুবিখ্যাত ফ্রান্সিস নিউম্যানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ কার্ডিনেল নিউম্যানের, এক গুরুতর আঘাতে, কিছুদিন হইল একটি পঞ্জরাস্থি ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম তিনি ক্রমে আরোগ্য লাভ করিতেছেন।

পৃথিবীতে এক্ষণে ৬।৭ নিযুত য়িহুদি আছে; তন্মধ্যে পাঁচ নিযুত ইয়ুরোপে বাস করে।

রুসিয়ার অন্তর্গত, কোন নগরে এক সামান্য বাসাবাড়ীতে এক ব্যক্তির ক্ষুধা ও শীতে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পরে দেখা গেল তাহার ৩০০,০০০ পোণ্ড মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। আশ্চর্য্য কৃপণতা!

নিউবৃটেন দ্বীপের অসভ্যজাতি চারি জন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারককে বধ করিয়া ভোজন করাতে, অপর এক জন প্রচারক জর্জ ব্রাউনের উদ্যোগে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন হয়। অসভ্যগণ তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, তাহাদের আহার্য্য উদ্ভিজ্জ প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল তাঁহাকে রন্ধন করিয়া আহার করা আবশ্যক।

পারিস মানমন্দিরসম্বন্ধীয় একটি জ্যোতিষের বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে দুই বৎসর কাল জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ব্রসল্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জন স্ত্রীলোক বিজ্ঞান শিক্ষার্থিনী ছাত্রী বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে কখন স্ত্রীজাতি প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই।

হলাণ্ড দেশে সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্পাইনোজার স্মরণার্থ তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার আবাস বাটীর ঠিক সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার থিয়লজিক্যাল ইনস্টিটিউসনে শাক্যমুনির বিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি

বলিয়াছেন যে শাক্যমুনি নাস্তিক ছিলেন না, তিনি এক পূর্ণ আদর্শে বিশ্বাস করতেন; উহা তাঁহার নিকট সত্য ও সার পদার্থ ছিল।

প্রেরিত।

ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়! মফঃস্বল সমূহের দুরবস্থা দেখিলে চক্ষুজল না ফেলিয়া থাকা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম, শান্তি লাভ করিলাম, কিন্তু চারিদিকের ভাই ভগিনী যে কুসংস্কারে জড়ীভূত রহিয়াছেন, তাহার জন্য কি করা যায়! আমাদিগের প্রচারক সংখ্যা ত নিতান্ত অল্প; সুতরাং যদি ব্রাহ্মসাধারণ, মফঃস্বলস্থ ভ্রাতাদিগের জন্য সাধ্যানুসারে অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অমৃতময় সমাচার দেশে বিদেশে বহন করেন, তাহা হইলে অনেক উপকার হইতে পারে।

আমি কলিকাতা হইতে মুঙ্গের হইয়া বাঁকিপুরে আসিয়াছি। যে মুঙ্গেরে এককালে ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের ধর্ম্মমাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই মুঙ্গেরে আজ ব্রাহ্মদল স্বল্পবল ও ব্রাহ্মসমাজ নিষ্প্রভ। বাঁকিপুরেও তদ্রূপ দেখিতেছি। বেহার অঞ্চলে এক জন প্রচারক অবিরত প্রচার কার্য্য করিলে সুফল প্রত্যাশা করা যায়। আমি গত কল্য অপরাহ্ন সময়ে পাটনা কলেজের সম্মুখের মাঠে "ঈশ্বর প্রেম" বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় একটী বক্তৃতা করিয়াছিলাম। দেড় ঘণ্টাকাল প্রায় দেড় শত শ্রোতা নিবিষ্ট চিত্তে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর জনৈক ব্রাহ্মভ্রাতা সুন্দর সংগীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানীরা আমাকে হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমার হিন্দী জানা নাই; আমি হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু এসময়ে আপনাদিগের কেহ, অথবা তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকবর্গের মধ্যে কোন ব্রাহ্মভ্রাতা মুঙ্গের, পাটনা, ও মজঃফরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মসমাজের সেবার পক্ষে বিলক্ষণ অবসর লাভ করিতে পারেন।

বাঁকিপুর।	}	নিবেদক,
৬ই চৈত্র, ১৮৮০ শক।		শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

সাময়িক উৎসাহ।

মহাশয়!

যেখানে যত দিন উৎসাহ সেখানে তত দিন উন্নতি। উৎসাহের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে উন্নতিরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ যে অল্পদিনের মধ্যে এত উন্নতি করিতে পারিয়াছেন এ কাহার বলে? কে পূর্ব্বে বিশ্বাস করিয়াছিল যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এত অল্পকাল মধ্যে চতুর্দ্দিকে এত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িবে? ব্রাহ্মসমাজ কি কেবল ব্রাহ্মদের উৎসাহের দ্বারা আপনার এত উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই? বাস্তবিক মূলে উৎসাহ না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনও এত উন্নত ও বিস্তৃত হইতে পারিত না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা কয়টী লোক জানিত? কেশব বাবুরা যখন আদিব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া দিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন তখনই ব্রাহ্মসমাজের দিকে লোকের চক্ষু পড়িল। কেশব বাবু মানুষ, তাঁহারও দুর্ব্বলতা আছে। কতকদিন এই ভাবেই চলিলেন, দুই তিন স্থানে পদস্খলন হইল, এবং তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইতে লাগিল দেখিয়া অপর কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম আপনাদের সত্যধর্ম্ম লোকের নিকট প্রচার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। যে ধর্ম্মকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন, তাহার অপমান হইতেছে দেখিয়া সকল ব্রাহ্ম চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অধিকাংশ যুবকব্রাহ্মদের দ্বারা এই প্রকার কার্য্য সম্পাদন হইয়াছে। তাঁহাদের উৎসাহ দেখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির আশা অত্যন্ত বলবতী হয়। একদিকে যেমন যুবক ভ্রাতাদের কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত আশা হয়, অপর দিকে আবার কোন কোন স্থলে ভয়ও হইয়া থাকে। তাঁহারা প্রথম বয়সে যে প্রকার উৎসাহের সহিত কার্য্য করেন, সেই উৎসাহ অধিককাল স্থায়ী হইলে যে তাঁহাদের দ্বারা মহৎ উপকার সাধিত হইতে পারে ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। অনেক সময় ব্রাহ্মকে খুব উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে দেখা যায়, কিন্তু কতিপয় বৎসর পরে আবার সেই উৎসাহাগ্নির তেজ কমিয়া আসিতে আসিতে একেবারে নিবিয়া যায়। ব্রাহ্ম আর ব্রাহ্ম রহিলেন না। এক সময়ে যে ব্রাহ্ম তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের কিঞ্চিৎ নিন্দাবাদ শুনিলে দুঃখে অভিভূত হইয়া যাইতেন, আজ তিনি সেই সমাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না? ব্রাহ্ম কি ইহাতে কেবল তাঁহার নিজের অনিষ্ট করিলেন? যে সমাজকে এক সময় প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন তাহারও অনিষ্ট হইল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন যে ইহাদ্বারা তিনি সমাজেরও ঘোর অনিষ্ট করিলেন। ব্রাহ্মের এই উৎসাহকে আমি "সাময়িক উৎসাহ" নামে অভিহিত করিব। এই উৎসাহে এক সময় মহৎকার্য্য সাধিত হইয়া যায় সত্য, কিন্তু পরে অগ্নির নির্ব্বাণ হইলে ইহার বিপরীত ফল প্রসব করে। ব্রাহ্মদিগকে বিশেষতঃ যুবক ব্রাহ্মদিগকে এই জন্য সাবধান করিয়া দিবার জন্য আমি আজ এই প্রস্তাবটী অবতারণা করিলাম। তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে তাঁহারা এই বিষয়ে উদাসীন না থাকেন। তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা, যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের সেই উৎসাহকে নিস্তেজ হইয়া যাইতে না দেন। যখন দেখিবেন যে তাঁহাদের সেই আগুনের তেজ

কমিয়া আসিতেছে, তখনই তাঁহারা তাহাতে ঘি ঢালিতে আরম্ভ করিবেন। তখনই তাঁহারা ধর্ম্মের বিশেষ আলোচনা করিতে আরম্ভ করিবেন। অনেক ব্রাহ্ম সময়মতে সাবধান না হইয়া মারা পড়িয়াছেন। ব্রহ্মাদের উৎসাহ যেন সাময়িক না হয়; তাঁহাদের উৎসাহ যাহাতে স্থায়ী হইতে পারে সেই বিষয়ে তাঁহাদের সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। উৎসাহ স্থায়ী হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়লাভের কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ থাকিবে না। সত্যের জয় হইবেই হইবে।

শ্রীহট্ট } বশম্বদ, শ্রীরা

একটি প্রশ্ন।

মহাশয়! ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রহ্ম মন্দিরে ১৮০০ শকের ২২ এ মাঘে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ যাহা বিগত ১৬ ই ফাল্গুনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে নানা প্রকার চিন্তা ও ভাবের উদয় হইল, কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বিজয়বাবু বলিয়াছেন "মনুষ্য চিরকাল অপূর্ণ, আমরা মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে আসিয়াছি। আমরা চিরকাল ঈশ্বরের নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিব। পরম সাধু হইলেও মনুষ্যের পাপ থাকিবে। কারণ, মনুষ্য ভ্রান্ত, পরিমিত। সে যে পর্য্যন্ত মুক্ত না হয় ততদিন তাহার পাপ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু মুক্ত হইলেও তাহার ভ্রান্তি দূর হইবে না। মুক্তি কি? না, আমাদের হৃদয়ের নানা প্রকার বন্ধন ছিন্ন হওয়া—আমাদের হৃদয়ের যে সমস্ত আসক্তি, রিপু আছে তৎসমুদয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মুক্তি।" এখানে বিজয়বাবু একবার বলিয়াছেন যে, মনুষ্য যতই কেন ধার্ম্মিক ও সাধু হউক না, সে কোন কালেই নিষ্পাপ হইতে পারিবে না, কারণ সে ভ্রান্ত, সে পরিমিত। তিনি আবার বলিয়াছেন যে, মনুষ্য যখন মুক্তি লাভ করিবে, তখন তাহার আর পাপ থাকিবে না। তিনি আবার তৃতীয় স্থলে বলিয়াছেন যে, মনুষ্য মুক্তি লাভ করিলেও তাহার ভ্রান্তি দূর হইবে না। মনুষ্য ভ্রান্ত ও পরিমিত জীব বলিয়া যদি সে কোন কালেই নিষ্পাপ হইতে না পারে, এবং নিষ্পাপ হইতে না পারিলে যদি তাহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা না থাকে, তবে বিজয় বাবুর কথানুসারে ইহাই কি সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে, কোন কালেই মনুষ্যের মুক্তি নাই? পক্ষান্তরে, মুক্তিলাভ করিলেও যদি মনুষ্যের ভ্রান্তি থাকা সম্ভব হয়, এবং ভ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে পাপ থাকা যদি স্বাভাবিকই হয়, তবে আবার সেই বিজয় বাবুর কথা দ্বারাই ইহাও কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, মনুষ্যের পাপ থাকিলেও সে মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে? বিজয়বাবু কেন যে এরূপ পরস্পর বিপরীত দুইটী কথা বলিয়াছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি ইহার মধ্যে কোন গূঢ়তত্ত্ব থাকে, তবে তাহা কেহ যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি বড়ই বাধিত হইব। আমার ত ইহাই বিশ্বাস যে, ভ্রান্তি কখনই পাপের মূল নহে; যে যত ভ্রান্ত সে যে ততই পাপী, একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু, অথবা একজন সেই অতি প্রাচীন কালের অসভ্য লোক সকল বিষয়েই ভ্রান্ত বলিয়া তাহাকে মহাপাপী বলা কি সঙ্গত হয়? বিজয় বাবুর সহিত আমিও স্বীকার করি যে, হৃদয়ের সমস্ত আসক্তি ও রিপু হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নামই মুক্তি। কিন্তু কথা এই, এরূপ মুক্তি লাভ করিয়াও আমরা কেন পাপী থাকিব? আসক্তি, কুপ্রবৃত্তি ও রিপু হইতেই কি পাপ উৎপন্ন হয় না? যদি আমরা তাহাদের হস্তহইতে নিষ্কৃতি পাই, তবে আমাদের পাপ থাকা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? বাস্তবিকই যদি একথা সত্য হয় যে, মনুষ্য পরিমিত ও ভ্রান্তজীব বলিয়া কোন কালেই সে উক্ত আসক্তি প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না, তাহা হইলে "কোন কালেই মনুষ্যের মুক্তি নাই" একথা বলিলে কেন অসঙ্গত হইবে?

* * *

যমুনিয়া, ২৫ মার্চ্চ ১৮৮০, শ্রীভগবতীচরণ দে।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি, মার্চ্চ পর্য্যন্ত।

নাম	স্থান	টাকা
বাবু তিতুলাল মল্লিক,	কলিকাতা	২০
„ ক্ষেত্রমোহন ধর,	ঐ	১।০
„ ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ	২।০
„ গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	ঐ	১
„ যোগেন্দ্রনাথ সেন,	ধোপোয়ার	১।০
„ মোহিনীমোহন বাঙ্গাল,	কুমিল্লা	৫
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	এলাহাবাদ	৩
„ মথুরানাথ মজুমদার,		৶১০
„ ব্রাহ্মসমাজ,	পাবনা	৩
„ মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	তেজপুর	৩
„ নন্দলাল সেন,	কলিকাতা	২।০
„ ত্রৈলোক্যনাথ দেব	ঐ	১
„ চৈতন্য দাসঘোষ,	ঐ	||০
„ অপূর্ব্বকৃষ্ণ সিংহ,	সয়েদপুর	৩
„ নবীনচন্দ্র ঘোষ,	জলপাইগুড়ি,	৩
„ অযোধ্যানাথ ভক্ত,	ঢাকা	২
„ নবীনচন্দ্র ঘোষ,	বাগহা	৩
„ বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজ,		৩
„ প্যারীমোহন ঠাকুরতা,	ময়মোনসিং	৩
„ গগনচন্দ্র,	হোম	৩
„ হরকান্ত সেন,	বরিসাল	৩
„ হারানচন্দ্র রাহা,	ভবানীপুর	২০
„ উমাচরণ দাস,		২
„ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়,	বালী	৩

বাবু রাধাকান্ত ঘোষ, কলিকাতা	১॥০
,, মথুরানাথ নন্দী, ময়মোনসিং	৩
,, কালীমোহন দাস, ভবানীপুর	৪॥০
,, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ,	৪॥০

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিকমাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২।০ এবং মফস্বলের জন্য ২।৵ ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ ই মার্চ্চ
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর্ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্‌ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণ্যে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা
১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য নিয়মিতরূপে আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
সুরুচীর কুটীর	॥০	৴০
শিশুর সদাচার	৴০	৴০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	৴০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৴০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৴০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৴০
Almanac 1880	॥০	৴০
Second Annual Report 1879	৸০	/০
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১	৴০
Brahmo-year Book 1879 (Miss Collet's)	১	৴০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, April. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ।
২৩ শ সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩
প্রতি খণ্ড নগদ ৶০

নাস্তিকতা এত দূষণীয় কেন? ইহার একটী বিশেষ কারণ এই, ইহা হৃদয়কে এক প্রকার অস্বাভাবিক অহঙ্কারে কলঙ্কিত করে; যে আপনার উপরে কোন উচ্চতর শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহার হৃদয়ে এক প্রকার গূঢ় অস্বাভাবিক স্বাধীনভাব বর্ত্তমান থাকে; সে গূঢ়ভাবে আপনাকে স্বাধীন ও নিরবলম্ব মনে করে; অথচ এরূপ স্বাধীনভাব কেমন অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃত! প্রতি মুহূর্ত্ত আমাদের অধীনতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে; এই যে শরীরে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, ইহা কি আমার বলে, আমার চেষ্টায়? এই যে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে ইহা কি আমার ইচ্ছার অধীন? এই যে আমার শরীরে বাতাস লাগিতেছে, এই শক্তি কাহার? আমার জীবন কি সম্পূর্ণরূপে ইহার উপর নির্ভর করিতেছে না? এই যে অন্ন আমার শরীর পোষণ করিতেছে, ইহা কি আমার শক্তিতে উৎপন্ন হইয়াছে? আমার সৃষ্টিস্থিতিবিনাশ সকলই অন্যের হস্তে, আমার স্বাধীনতা কোথায়? এই অধীনতা অনুভব করিয়াই মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, এবং যাহা কিছুতে এই স্বাভাবিক ভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করে, আন্তরিক বিদ্বেষের সহিত তাহাহইতে আপনাকে দূরে রাখে।

বিশুদ্ধ চরিত্র, হৃদয়ের কোমলতা, বুদ্ধির গভীরতা, সুগঠিত সাধনপ্রণালী, ধার্ম্মিক লোকের সহবাস, এই সমস্ত থাকিয়াও, হে ব্রাহ্ম! যদি তোমার প্রকৃত বিশ্বাস না থাকে, তবে জানিবে এই সমুদায়ে তোমার স্থায়ী উপকার কিছুই হইবে না। আজ উপাসনার মধুরতা কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া তুমি আনন্দিত হইতে পার, ভক্তবৃন্দের ভক্তির উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতে পার, কিন্তু কল্যই আবার দেখিবে, তোমার হৃদয় শুষ্কতা ও নির্জীবতার নিম্নতম দেশে পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবদেহ যেমন প্রাণবিহীন হইলে আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না, প্রকৃত বিশ্বাসবিহীন ধর্ম্মজীবনও সেইরূপ; অন্য সকল বিষয়ে সুন্দর হইলেও বিশ্বাসের অভাবে ইহার উন্নতি অসম্ভব। পরম্পরাগত শিক্ষাগত বিশ্বাসের কথা বলিতেছি না; যে বিশ্বাস দ্বারা অন্তরের [illegible] নির্জীব হৃদয় সজীব হয়, যে বিশ্বাসে নিজে উন্মত্ত হওয়া যায় ও অন্যকে উন্মত্ত করা যায় তাহারই কথা বলিতেছি।

কোথায় যাইতেছি? কোথায় যাইতে ইচ্ছা করি? যে ভাবে ও যে দিকে চলিতেছি তাহাতে ক্রমশঃ গম্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছি কি না? পথিকের পক্ষে যেমন এই সকল বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক, ধর্ম্মসাধকের পক্ষেও সেইরূপ। প্রতিদিন উপাসনা করিতেছি, আজ উপাসনা ভাল হইল না, একটু দুঃখিত হইলাম, আশা করিলাম—এই অবস্থা থাকিবে না। ঘটনাবশতঃ কাল উপাসনা একটু সরস হইল, হৃদয় তৃপ্ত হইল, মনে করিলাম "বেশ হইয়াছে, এরূপ হইলে মন্দ কি?" যে সরস ভাবটুকু পাইয়াছিলাম এই অহঙ্কারে তাহাও বিনষ্ট হইয়া গেল। লক্ষ্যবিহীন জীবনে চিরদিনই এরূপ হইবে। প্রত্যেকের জীবনের সম্মুখে এক একটী উচ্চ আদর্শ থাকা আবশ্যক; সেই আদর্শ উপলব্ধি করা দৈনিক সাধনের লক্ষ্য হইবে। জীবন প্রকৃতিস্থ ও উন্নতিশীল হইলে সেই আদর্শও উন্নতিশীল হইবে, তাহা এক স্থানে থাকিতে পারে না। অনন্ত ঈশ্বর যাহাদের উপাস্য তাহাদের আদর্শ সীমাবদ্ধ হইতে পারে না; আজ যে অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, তাহাতে উপনীত হইলে দেখিব সম্মুখে আর একটী উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে। প্রকৃত সাধকের আনন্দ অনেক, কিন্তু তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব; তাঁহার হৃদয়ে অনন্ত অতৃপ্তি। কোন একটী বিশেষ অবস্থাতে হৃদয় তৃপ্তি মানিলেই, জানিও, জীবনের রক্তস্রোত বন্ধ হইয়াছে, জীবন মৃত্যুর অভিমুখে চলিয়াছে।

আমরা যে সমাজ সংগঠন করিয়া ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিয়াছি, ইহার উদ্দেশ্য কি? ইন্দ্রিয়বৃত্তি নীরোধ করিয়া বিজন গিরিকন্দরে বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া মানবাত্মা কি পরমাত্মাতে সমাহিত হইতে পারে না? লোকালয়হইতে সুদূর প্রান্তরে, প্রলোভনবিবর্জ্জিত নির্জ্জন অরণ্যে ব্রহ্মসাধন কি অধিক সুলভ নয়? তবে কেন আমরা এই প্রলোভনসঙ্কুল পৃথিবীতে সংসারিক মায়া মমতায় পরিবেষ্টিত হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য পুরুষ রমণীতে একত্র হইয়া ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করি-

রাছি? এই জন্য, যে যাহারা নানা পাপতাপে বিকলিত হইয়াছে, ধর্ম্মবিস্মৃত হইয়া পাপকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছে, তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট করিতে হইবে। যে ধর্ম্মসমাজের উদ্দেশ্য পাপীর পরিত্রাণ নহে, আমরা তাহাকে ধর্ম্মসমাজ আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত। যদি প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া, পাপের উত্তেজনায় কোন পুরুষ বা রমণী পতিত হইয়া থাকেন, যে ধর্ম্মসমাজে তাঁহাদের স্থান নাই, আমরা তাহাকে ধর্ম্মসমাজ এই গৌরবান্বিত আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত। যাহারা পাপে অভ্যস্ত হইয়াছে, যে ধর্ম্মসমাজে তাহাদিগের উদ্ধারের ব্যবস্থা নাই, আমরা তাহাকে ধর্ম্মসমাজ বলিতে কুণ্ঠিত।

নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব।

বিগত ১লা বৈশাখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলী নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব করিয়াছিলেন। উৎসবের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রভাত হইবামাত্র নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ উৎসবক্ষেত্রে সমাগত হইতে লাগিলেন। মধুর মৃদঙ্গ-সঙ্কৃতত্তানলয়বিশুদ্ধব্রহ্মসঙ্গীত সাধকমণ্ডলীর শ্রবণকুহরের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। বাস্তবিক বিগত উৎসব উপলক্ষে দূরপ্রদেশহইতে সমাগত কোন ব্রাহ্মভ্রাতার মধুরকণ্ঠবিনিঃসৃত সঙ্গীতে ব্রাহ্মগণ যথার্থই বিমোহিত হইয়াছিলেন। উপাসনার সময় ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় পাপের জন্য অনুতাপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। প্রায় দশ ঘটিকার সময় প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইল।

মধ্যাহ্ন সার্দ্ধদ্বিঘটিকার সময় পুনর্ব্বার উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টাকাল উপাসনা হইল। তৎপরে ২টা পর্য্যন্ত সদালাপ হইল। ২টা হইতে ৩॥টা পর্য্যন্ত শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা হইয়াছিল। ৩॥টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রবন্ধ পাঠের সময়। প্রথমে বাবু বিষ্ণুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নব বর্ষ বিষয়ে একটী কবিতা পাঠ করিলেন। তৎপরে বাবু সুন্দরীমোহন দাস নিম্নপ্রকাশিত প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন।

"আনন্দ রেখায় অঙ্কিত হইয়া নববর্ষ উপস্থিত। আজ তরুণভানুর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মগণ ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া উৎসব করিতেছেন। কি আনন্দের বাজার! ভ্রাতা ভগিনীগণ আপনারা হৃদয়ে আনন্দ ধারণ করিতে না পারিয়া পরস্পরকে বিতরণ করিতেছেন। আজ এত আনন্দ কেন? জীবনতরী এক বৎসর কাল ভাসিতে ভাসিতে আজ আসিয়া তীরে লাগিল, তাই এত আনন্দ। পৃথিবী তিন শত পঁয়ষট্টি দিন বিধাতার চক্রে ঘুরিল; প্রকৃতি একবার নববেশ ধারণ করিয়া হাসিল, আবার বিবসনা হইয়া কাঁদিল, এইরূপে এক ঋতুর পর অন্য ঋতু, ক্রমান্বয়ে ছয় ঋতু আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। মনুষ্যের জীবনতরী দুষ্ট কাণ্ডারী দ্বারা চালিত হইয়া, প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া কতবার ডুবু ডুবু হইয়াছিল, নিরাশার অন্ধকারে পড়িয়া মনুষ্য তখন "হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!" এইরূপ কতবার ডাকিল এবং ঈশ্বরহস্তে নিষ্কৃতি পাইয়া জীবনতরী আবার ভাসাইয়া চলিল। এই এক বৎসর কাল মধ্যে কেহবা আপনার স্ত্রীপুত্র হারাইয়া ধুলায় বিলুণ্ঠিত হইয়াছেন, কেহবা নবজাত পুত্র কন্যার মুখ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন; কেহবা ধর্ম্মভাব হারাইয়া শুষ্কতার ফল অনুভব করিয়াছেন, কেহবা অনেকবার আপনার হৃদয়ে সেই শারদচন্দ্রমার পূর্ণজ্যোতি দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়াছেন; এইরূপে নানাবিধ ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আজ সকলে উৎসব মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পিতার চরণে ভক্তিপুষ্প অঞ্জলি দিতেছেন—আজ আনন্দের সীমা কি? আর এই সমাজ দুই বৎসর গত হইল এই সময় কত আন্দোলন তরঙ্গে পীড়িত হইতেছিল, তাঁহার মস্তকের উপরে নিন্দার পর নিন্দা, অভিশাপের পর কত অভিশাপ বর্ষিত হইল; কিন্তু মঙ্গলময়ের কৃপায় সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সে সমাজ আজও জীবিত; কিন্তু সেই সমরসজ্জা নাই, আজ প্রশান্ত, আজ শান্তভাবে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতেছেন। আনন্দের আরো কারণ আছে—আশা। ব্রাহ্মগণ আশা করিয়াছেন, আজ হৃদয়ে হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিবেন, সেই প্রকাণ্ড অগ্নিতে গত বৎসরের পুরাতন জীর্ণ মলিন বস্ত্র দগ্ধ করিয়া নূতন বাস পরিধান করিবেন, নূতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবন লাভ করিবেন। এই আশায় মহা আনন্দ। এইরূপে নানাভাবে আজ উপাসকগণ আনন্দ করিতেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মনে একটী চিন্তা উদিত হইল, এই আনন্দের সময় আমার চিত্তে গাম্ভীর্য্যের রেখা অঙ্কিত হইল। সময় তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে যে জীবনতরী চলিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মনে এই চিন্তার উদ্রেক হইতেছে। আমরা যদি ঐ জীবনতরী সুন্দররূপে সাজাইতাম, তাহা হইলে কত শত যাত্রী পাইতাম; আজ তাহা হইলে সহস্র সহস্র লোকে ব্রহ্মমন্দির পূর্ণ হইত। এই মুষ্টিবদ্ধ কয়টী লোক নববর্ষারম্ভে উৎসব করিতেছি। আর চারিদিকে লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। এই কয়টী লোক ব্রহ্মানন্দরস পান করিতেছেন। আর লক্ষ লক্ষ নরনারী পাপকুসংস্কার বিষপান করিতেছে। আমরা এই ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া ব্রহ্মের বিজয়ভেরী বাজাইতেছি, আর ভারতবর্ষে আজও এমন স্থান রহিল, যেখানে ব্রাহ্মসমাজের নাম ধ্বনিত হয় নাই; আজ সকলে মিলিয়া এই স্থানে আনন্দ করিতেছি, কিন্তু পরে যাহাদের সঙ্গে আলাপ করিব, তাহারা যখন ঈশ্বর লইয়া পবিত্রতা লইয়া উপহাস করিবে, তখন এই আনন্দ কোথায় যাইবে? ব্রাহ্মগণ! নববর্ষারম্ভে এই উৎসবের দিনে এই চিন্তা আমাকে পুনঃ পুনঃ ব্যথিত করিতেছে। আপনাদিগকে বিনয় করিয়া বলি এ বিষয়ে একটু চিন্তা করুন।

জগৎ আজও কেন ব্রাহ্ম হইল না? অর্দ্ধ শতাব্দী [illegible]

চলিয়া গেল, আজও কেন ভারতের স্থানে স্থানে এত লোক পাপ স্রোতে ভাসিয়া হাহাকার করিতেছে? আজও কেন বন্ধুবর্গ ব্রাহ্ম হইলেন না? আজও কেন পরিবার ব্রহ্মনামে মোহিত হইল না? আপনাদের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি, এই সব প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া কেহ ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ করিবেন না।

স্থানে স্থানে ব্রাহ্মপ্রচারক কত বক্তৃতা করিতেছেন; ব্রহ্মমন্দিরে কত লোক সপ্তাহে সপ্তাহে আসিয়া দোলায়মান পাখার সুমন্দ পবনহিল্লোলে বসিয়া তানমানসমন্বিত কত সুমধুর ব্রহ্মসংগীত শুনিতেছেন, আর বৎসরে বৎসরে কত ধর্ম্মপুস্তকই প্রকাশিত হইতেছে, তবু কেন ষষ্টিবিংশতি কোটী নরনারী ব্রহ্মনাম সুধাপানে বঞ্চিত? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন? বড় বড় গ্রন্থকারের দোহাই দিয়া কেহ কেহ বলিতেছেন, ধর্ম্মবন্ধনদ্বারা ভারতে একতা হওয়া অসম্ভব, অতএব এ বিষয় চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন। পা গুটাইয়া সুখের আসনে বসিয়া এরূপ মীমাংসা করা যায় বটে; কিন্তু এই উত্তর দিয়া আমাদের প্রাণ কি স্থির থাকিবে? জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মসমাজ কি ভারতের পরিত্রাণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে? যদি ঈশ্বরের ধর্ম্ম হয়, এ ভারতে তাহার আধিপত্য বিস্তার হইবে না কেন? হিন্দুধর্ম্ম, সুশিক্ষার অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রোগশয্যায় শায়িত; খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের সমুদায় বাণ নিঃশেষিত; মুসলমান ধর্ম্ম, শিক্ষার উজ্জ্বল আলোকের নিকট দণ্ডায়মান হইতে লজ্জিত। ভারতের ভরসা কি? এক ব্রাহ্মধর্ম্ম। কে বলিবে ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতের একমাত্র আশার স্থল, উন্নতির মূল উপায় নহে? এ মিথ্যা কথা, এ অলসের কথা। ব্রহ্মের জয়পতাকা ভারতে উড্ডীয়মান হইবেই হইবে; তবে আমরা প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিলাম না।

তিনটী, ছয়টী, বারোটী এইরূপ অগ্নিকণা ছড়াইতে ছড়াইতে মহম্মদ সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। বারোটী শিষ্য লইয়া ঈশা পৃথিবীকে পরাজিত করিলেন। চৈতন্য সমস্ত বঙ্গদেশকে তরঙ্গে আলোড়িত করিয়া গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তেমন জলন্ত জীবন কোথায়, যাহা দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক আকৃষ্ট হইবে? আমি বলিতেছিলাম, কেন জগৎ ব্রাহ্ম হইল না; কিন্তু আবার এই প্রশ্ন উঠিতেছে কেন জগৎ আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? ধর্ম্ম মুক্তির জন্য, কিন্তু যাঁহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কয়জন মুক্ত হইয়াছেন? নিজ জীবনের দিকে চক্ষু ধাবিত করি, পরক্ষণেই সুন্দর দৃশ্য না দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। হায়! ব্রাহ্মগণ! আমরা উচ্চৈঃস্বরে জগৎকে বলিতেছি "আমাদের ঈশ্বর সুন্দর" "আমাদের ঈশ্বর সুন্দর" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জগৎ কি আমাদিগকে এই প্রশ্ন করিতে পারে না যে, "তোমার ঈশ্বর যদি সুন্দর, তবে তোমার জীবন এত কুৎসিত কেন?" শিষ্যের গুণবাদ্য কি জগৎ গুরুর গুণ নির্ণয় করে না? হায়! আমরা ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাই, কিন্তু জগৎ যে হাসিয়া বলে, "তোমার ঈশ্বর, তোমার জীবন সুন্দর করিতে পারিলেন না, আবার তুমি বল তোমার ঈশ্বর সুন্দর! এমন ঈশ্বরের আবার ভজনা করিতে হইবে?"

বাস্তবিক আমাদের ঈশ্বর যদি সুন্দর, তবে আমরা কুৎসিত হইব কেন? সুন্দর? ঈশ্বর যে বাস্তবিক সুন্দর তাহা কি আবার প্রমাণ করিতে হইবে? যেখানে ফুলটী ফুটে, ফলটী দোলে, পাখী উড়ে, মেঘ ছুটে, সেখানে কি আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্যের অংশ দেখি না? যেখানে সুন্দর পুষ্প সুশোভিত উদ্যান, উপরে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্ররাশি জ্বলিতেছে, নিম্নে সোপান পদে ধৌত করিয়া গঙ্গা কল কল নাদে প্রবাহিতবক্ষে লক্ষ নক্ষত্ররাশি এক চন্দ্র লইয়া বহিতেছে, সেখানে চক্ষু অচঞ্চল হইয়া প্রকৃতির পানে তাকাইতে তাকাইতে একবার কি মুদ্রিত হইয়া সেই সৌন্দর্য্য ভাবে না? স্বর্গীয় শোভার এক লক্ষাংশ লইয়া গঠিত পবিত্র প্রণয়, তাহাতে কি সৌন্দর্য্য দেখি না?

আবার সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের দ্বারা গঠিত যে ধার্ম্মিক জীবন—সেখানেও অনেক সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি। অন্ধকারের মধ্যে, অরণ্যের মধ্যে দুর্গন্ধের মধ্যে এইরূপ একটী সুন্দর কুসুম সময়ে সময়ে দেখিয়া কি আমরা মোহিত হই নাই? ঊনবিংশতি শতাব্দীর পূর্ব্বে অসভ্যতার মধ্যে যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহার সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া আজ অর্দ্ধ পৃথিবী কি সেই পুষ্প শিরে ধারণ করিতেছে না? আজ চারি শত বৎসর হইল এই বঙ্গদেশে পাপ বিভীষিকার মধ্যে যে চন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, আজ লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী তাঁহার জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া কি তাঁহার চরণতলে লুণ্ঠিত হইতেছে না? এত দূরে যাই কেন? এই ব্রাহ্মসমাজে জীবনের মাধুর্য্য দেখিয়া কি লোক আকৃষ্ট হয় নাই? না হইলে সমাজে এত লোক দেখিতাম কি না সন্দেহ।

বাস্তবিক, কি প্রকৃতিতে, কি মনুষ্যে, সৌন্দর্য্যের আধিক্য দেখিয়া আমরা অনেক বার মোহিত হইয়াছি বটে; কিন্তু কোথায় সে সৌন্দর্য্যের নিকট এ সৌন্দর্য্য! পৃথিবীর শোভা দেখিতে দেখিতে ভক্তের চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসে। মুদ্রিত হইয়া কি দেখে? "হৃদাকাশ মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে।" সে পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণজ্যোতি পান করিয়া নয়ন অতৃপ্ত, যত পান করে তৃষ্ণা তত বাড়ে। আহা! তখন হৃদয়ে কত আনন্দ! কি সৌন্দর্য্য! কবি সে সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে অক্ষম। সেই জানে যে ভোগ করে, সেই জানে অন্তরে কত বিহঙ্গ মধুর সংগীত করিতেছে, সেই জানে অন্তরে কত সুধা বর্ষিত হইতেছে।

আমাদের প্রভু যদি এত সুন্দর, আমরা তবে সুন্দর হইলাম না কেন? ইহার উত্তর আমাদের অনুরাগ নাই। ভক্তের ন্যায় যদি প্রেমনয়নে সেই সৌন্দর্য্যের পানে তাকাইয়া থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই রূপ নিত্য নূতন, প্রতিদিন সুন্দরহইতে সুন্দরতর দেখিয়া সেইরূপের ভিখারী হইয়া থাকিতাম। আহা! প্রতিদিন সে সৌন্দর্য্য হৃদয়ে দেখিলে জীবন কত সুন্দর হইত। প্রেমের লক্ষণ এই, যাহাকে আমরা ভালবাসি তাহার সহিত এক হইতে চাই। ভালবাসার উচ্চতম আদর্শ সেই অনুপম সৌন্দর্য্য যদি সর্ব্বদা নয়ন সমক্ষে

থাকিত তবে কি আমাদের জীবন সুন্দর হইতে পারিত না? স্বীয় জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব, সকলের না হউক, অধিকাংশের জীবনে তেমন ভক্তির উচ্ছ্বাস নাই, যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতে পারে, যাহাতে যে নিকটে আসে, তাহাকেই প্লাবিত করিতে পারি। আমরা এক এক জন ত দশ জনের মধ্যে থাকি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জীবন কি এমন সুন্দর যে সেই দশ জনকে মুগ্ধ করিয়া দশ জনকে টানিয়া আনিয়াছি? দশ জনের নিকট কথা কহিতেছি সে কথা যেন লাগে না; দশ জনের নিকট কাঁদিতেছি সে কান্না দশ জনকে যেন বিগলিত করিতে পারিতেছে না; সেই দশ জনের নিকট হাসিতেছি, সে হাসি যেন সহানুভূতি পায় না। জীবনে সে তাড়িত নাই যে তাড়িত অন্যের জীবনে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত তার গুলিকে নাড়িয়া দেয়। অনন্তকালসাগরে এক একটী বৎসর তরঙ্গের ন্যায় লীন হইতেছে, জীবন অগ্রসর হইতেছে কৈ? জীবনে তেমন ধর্ম্মভাব কৈ? ভক্তের জীবনে যে আনন্দ বর্ণনা করিলাম, সে আনন্দ ভোগ করি কৈ? ভক্তের ন্যায় যদি সর্ব্বদা তেমন আনন্দের উচ্ছ্বাস থাকিত তাহা হইলে অবশ্য অন্যকে প্লাবিত করিতাম। একদা নদীতীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেছিলাম। কল কল নাদে, তর তর বেগে, গঙ্গা সমুদ্র সম্ভাষণ করিতে চলিয়াছেন, সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া গঙ্গা এক দিকেই ধাবিত। সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইবামাত্র সমুদ্র আনন্দে তরঙ্গ তুলিয়া আবার গঙ্গার সঙ্গে ফিরিয়া চলিলেন। তখন গঙ্গার কি অনুপম শোভা। গঙ্গার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। আনন্দে হৃদয় স্ফীত করিয়া উভয় তট তরঙ্গে প্লাবিত করিলেন। সেইরূপ যে ভক্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এক ঈশ্বরের দিকে চলিতে থাকেন, প্রতিদিন সংসারের নিন্দাবাদ, নির্য্যাতন, নিরাশার মধ্যে থাকিয়াও যিনি এক ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সিন্ধুর পানে চক্ষু রাখিয়া আনন্দ সুধাপান করেন, সমস্ত দিন সংসারে চলিয়াও যিনি এক ঈশ্বরের দিকে হৃদয়কে সঞ্চালিত করেন, ব্রহ্মসুধার তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। তখন গঙ্গার ন্যায় তাঁহার শোভা অনুপম, তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না, তখন চারি পাশে যাহারা থাকে, সেই আনন্দ তরঙ্গে তাহাদিগকে প্লাবিত করেন। যাহারা নিকটে থাকে, সাধ্য কি সেই স্রোতের নিকট স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহারাও সেই স্রোতে ভাসিয়া চলে। আহা! প্রেমিক জীবন, ভক্তির জীবন, কি সুন্দর জীবন! সেই ভক্তির জীবন, সেই অনুরাগনয়ন কোথায় পাই? ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ! আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে অনুরাগ কোথায় পাই? ভক্তগণ! ধর্ম্মবৃদ্ধগণ! আজ আপনাদের পায়ে ধরিয়া বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে আজ বলিয়া দিন্ কিরূপে সেই অনুরাগ পাই, কিরূপে সেই সৌন্দর্য্য প্রতিদিন দেখিয়া মোহিত হইয়া, আপনার জীবনকে সুন্দর করিতে পারি।

আজ কিসের আনন্দ? যখন পৃথিবী আবার তিনশত পঁয়ষট্টি দিন বিধাতার চক্রে ঘুরিয়া আসিবে, তখন যদি দেখাইতে পারি এই জীবন সুন্দর হইয়াছে, তবে আনন্দ করিব, নূতন বৎসরে আবার মিলিয়া আনন্দ করিব। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, আমরা যেন সুন্দর হই, সুন্দর পিতার সুন্দর পুত্র হই, জগৎবাসী যেন আমাদিগকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়া পিতার চরণতলে লুণ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশের, ভারতবর্ষের, সমস্ত পৃথিবীর, ভরসা এই ব্রাহ্মসমাজ যেন অসঙ্কুচিত চিত্তে চীৎকার করিয়া বলিতে পারে "আমাদের ঈশ্বর সুন্দর" "আমাদের ঈশ্বর সুন্দর" সেই চীৎকার শুনিয়া চারি দিক্ হইতে জগতের লোক আসিয়া "জয় জগদীশ" "জয় জগদীশ" এই ধ্বনি উত্থিত করিবে, সেই ধ্বনি পৃথিবী কাঁপাইয়া সাগরের জলে নিনাদিত হইয়া গগণ ভেদ করিয়া স্বর্গে উঠিবে। সৌন্দর্য্যের রাজা, প্রেমের রাজা ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

সুন্দরী বাবুর পাঠ সমাপ্ত হইলে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, প্রবন্ধটী আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, সেই দিন হইতে কয়েকটী গুরুতর সঙ্কল্প হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, কয়েকটি গুরুতর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছি, সাধারণের মনে কয়েকটি আশার উদ্রেক করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও এ প্রাণ অর্পণ করিব না; কার্য্যেতে, চিন্তাতে ঈশ্বরের মঙ্গল সঙ্কল্পের বাধা দিব না। এ সঙ্কল্প হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, যতদিন শক্তি থাকে এ জীবন ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা সংস্থাপন করিতে নিয়োগ করিব। আমাদের চরিত্র, আমাদের ব্যবহার পবিত্র সত্যনিষ্ঠ ও পরের মঙ্গলে নিয়োজিত হইবে, সাধারণের মনে এই আশার উদ্রেক করিয়াছি। ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনী, নববর্ষের প্রথম দিনে সবান্ধবে মিলিয়াছি, এস আজ অনুসন্ধান করিয়া দেখি গত বৎসরে আমাদের প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছি কি না? আমাদের সঙ্কল্প শিথিল হইয়াছে কি না? আমাদের চরিত্র দেখিয়া সাধারণের আশা ছিন্ন হইয়াছে কি না? আজ বক্ষঃস্থলে হাত রাখিয়া কি সাহসের সহিত বলিতে পারি ঈশ্বর ভিন্ন কাহাকেও এপ্রাণ দিই নাই? প্রাণের সমুদয় শক্তির সহিত কি ঈশ্বরের গৌরব সংস্থাপন করিতে ব্যাকুল হইয়াছি? আমাদের চরিত্রের অস্থিরতায় কি পৃথিবীর কলঙ্কভার বৃদ্ধি করিয়াছি? আজ এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতেই হইবে। আমাদের প্রাণ ঈশ্বরে উৎসর্গ করিব, ভাবিয়াছিলাম এহৃদয় ঈশ্বরের সিংহাসন হইবে, আশা করিয়াছিলাম সমুদয় মন, সমুদয় হৃদয়, সমুদয় আত্মার সহিত তাঁহাকে ভাল বাসিব, এই প্রতিজ্ঞা ছিল তাহা সংসিদ্ধ হয় নাই; যে প্রাণ ঈশ্বরের সে প্রাণের দশা এমন হইবে কেন? যে প্রাণ ঈশ্বরের সে প্রাণে ঈশ্বরের পরিত্রাণ-প্রদ-শক্তি অবতীর্ণ হয়, যে প্রাণ ঈশ্বরের সে প্রাণ ঈশ্বরের অনন্ত শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়। আমাদের প্রাণের কি সেই অবস্থা হইয়াছে? যদি হইত তবে যে মানুষের পরিত্রাণ এতদিন সংক্রামক হইয়া উঠিত, অন্যের

বলে বলীয়ান হইয়া ব্রাহ্মসমাজ কোটি কোটি নরনারীর পরিত্রাণ দিতে সমর্থ হইত। কোটি কোটি নরনারী, ব্রাহ্মসমাজের সুবিস্তৃত সুশীতল ছায়ায় অনুতাপিত, পাপদগ্ধ ভগ্নহৃদয়ে সান্ত্বনা লাভ করিত। এক্ষদয়ের বিন্দু বিন্দু রক্ত ঈশ্বরের জন্য অর্পণ করিব, সে রক্তবিন্দুতে অনুর্ব্বর ক্ষেত্র উর্ব্বরা হইবে; যদি আমাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থাকিত তাহা হইলে ঈশ্বরের রাজ্য আজ এত সঙ্কীর্ণ দেখিয়া বিষণ্ণ হইতে হইত না। আজ গৃহ নরনারীর জনতায় পূর্ণ হইত, পিতার গৃহ শূন্য দেখিয়া বিষাদিত হইবার প্রয়োজন হইত না।

আমাদের চরিত্রেও এমন কোন আকর্ষণ জন্মে নাই যাহা দেখিয়া লোকে আকৃষ্ট হইতে পারে। আকর্ষণ করা দূরে থাকুক এত অসদ্ভাব রহিয়াছে যাহাতে আমাদের সংস্পর্শে আসিতে লোকের বহু প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এই সমুদয় অপরাধে কেবল যে আমাদিগের নিজের অকল্যাণ হইতেছে তাহা নহে, যে সমাজে আমরা বাস করিতেছি তাহারও অপযশের কারণ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ একটি নূতন ধর্ম্মসমাজ, যাঁহারা এই সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের চরিত্রের বলের উপর, প্রাণের যত্নের উপর, ঈশ্বরোন্মুখীন ভাবের উপর এ সমাজের উন্নতি অবনতি বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে; এক দিকে ঈশ্বরের কৃপা অপর দিকে আমাদিগের ঈশ্বরানুরাগ, আত্মোৎসর্গ ও অন্তঃশুদ্ধি, ইহা না হইলে কখনও কোন সমাজের কল্যাণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরানুরাগ, আত্মোৎসর্গ ও অন্তঃশুদ্ধির কোন পরিচয় নাই, একথা আমি বলিতেছি না। স্নেহময়ী জননীর মর্ম্মভেদী অশ্রুবিন্দু, পিতার মনের ক্লেশ ও গভীর বেদনা এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য, ব্রাহ্ম ঈশ্বরানুরাগে মুগ্ধ হইয়া সহ্য করিয়াছেন। মাতার বিলাপধ্বনিতে হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়াছে, ভ্রাতা ভগিনীর বিষণ্ণ বদন প্রাণের শোক উচ্ছ্বসিত করিয়াছে, পিতার মনোবেদনায় হৃদয় দ্বিধা হইয়াছে, কেবল সত্যানুরাগে ব্রাহ্ম এ সমুদয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। কত ব্রাহ্ম আপনার অন্নগ্রাস ক্ষুধার্ত্তকে প্রদান করিয়াছেন, আপনার সাংসারিক উন্নতির সমুদয় আশা অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের নাম প্রচার করিবার জন্য দীনবেশে জীবন কাটাইতেছেন, কল্য কি আহার করিবেন তাহার সংস্থান নাই, মস্তক রাখিবার স্থান নাই অথচ সংসারের ধনমান পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবন ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। কত ব্রাহ্মের পরোপকারব্রতপরায়ণ পবিত্র চরিত্র দেখিয়া লোকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এরূপ লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে কয়জন? ধর্ম্মসমাজ একজন অথবা দুইজন কি দশজনের চরিত্রে গঠিত হইতে পারে না। যতদিন পর্য্যন্ত, যাঁহারা এই সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ আপনাদের জীবন সমাজের জন্য উৎসর্গ না করিবেন, ততদিন সে সমাজের উন্নতির ও কল্যাণের আশা নাই। আমাদিগের নিজের বিষয়ে আমরা যেমন উদাসীন, সমাজের বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক উদাসীন। যদি আমাদের একজনের চরিত্র স্খলিত হয়, যদি আমাদের একজনের উৎসাহ অনুরাগের হ্রাস হয়, তাহাতে যে সমুদয় সমাজের শক্তির হ্রাস হয়, আমরা তাহা মনেও করিনা। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের মস্তকের উপর ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর ভার অর্পিত হইয়াছে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মগণ সমাজের কল্যাণ অকল্যাণ, উন্নতি অবনতি, কিছুই ভাবিয়া দেখেন না। আচার্য্য উপাসনা করিয়া গেলেন, সম্পাদক নিরূপিত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, ব্রাহ্ম সাধারণ একবার সমাজে উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এ বিষয়ে যে আপনাদের কর্ত্তব্য আছে তাহা মনেও ভাবিলেন না। এরূপ উদাসীন ব্রাহ্ম লইয়া, এরূপ দায়িত্বহীন ব্রাহ্ম লইয়া কখনই সমাজ গঠিত হইতে পারে না। যদি প্রতি ব্রাহ্ম আপনার গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যত্নের ফলে আজ ঈশ্বরের গৃহে লোকের অভাব হইত না। বিস্তৃত কার্য্য ক্ষেত্রে পরিশ্রমীর অপ্রতুল হইত না। অতএব নূতন বৎসরের প্রারম্ভে এস সকলে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করি, যে ভার মস্তক পাতিয়া লইয়াছি, যতদিন শরীরে বিন্দু পরিমাণ বল আছে, অকাতরে সে ভার মাথায় করিয়া বহন করিব। ব্রাহ্মসমাজ কেবল ব্রাহ্মদিগকে লইয়া গঠিত হয় নাই—গঠিত হইতে পারে না। ব্রাহ্মিকাগণ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর না হইলে সমাজের দাঁড়াইবার শক্তি জন্মিবে না। রমণীদিগের আশীর্ব্বাদ না হইলে পুরুষ একাকী কি করিতে পারেন। যে আন্দোলনে পুরুষের হৃদয় আন্দোলিত, সে আন্দোলন যদি রমণীহৃদয়ে আঘাত না করে, তবে সে একদেশব্যাপী আন্দোলন কতকাল স্থায়ী হইবে। শুনা যায় প্রাচীনকালে স্পার্টা দেশীয় রমণীগণ যুদ্ধার্থে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিবার জন্য সন্তানদিগকে উৎসাহিত করিতেন, রাজস্থানের স্বদেশহিতৈষিণী রাজপুত রমণীগণ স্বামীপুত্রের জীবন ভীষণ যুদ্ধে আহুতি দিবার জন্য উত্তেজিত করিতেন। ব্রাহ্মিকাগণ! যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, আপনাদের উৎসাহ না পাইলে এ যুদ্ধের ফল সঙ্কটাপন্ন হইবে। ব্রাহ্মিকা মাতা সন্তানদিগকে বাল্যকাল হইতে চরিত্রের দৃঢ়তা ও আত্মবিসর্জ্জন শিক্ষা দিন, যাহাতে সন্তান ক্ষুদ্র আশা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবন ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গ করিতে পারে এই সৎসাহস প্রদান করুন। স্বামী অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া, অশেষ আশা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার প্রাণ, সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করেন, ব্রাহ্মিকা লাভালাভ গণনা না করিয়া স্বামীর বলে আপনার বল মিশাইয়া তাঁহার দ্রুতগতি দ্রুততর করুন। ঈশ্বরের কৃপায় পুরুষসমাজে যে আশা যে উৎসাহের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই আশা সেই উৎসাহ নারীসমাজকেও আন্দোলিত করুক।

ধর্ম্মপ্রচার ধর্ম্মের জীবনীশক্তির পরিচয়। আমাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের যে রীতি প্রচলিত, তাহা অতি অস্বাভাবিক। প্রচারক সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিলেন, আমরা তাঁহার সাহায্যের জন্য অনেকেই কিছু প্রদান করি না অথবা তাঁহার দিন কি রূপে কাটে সে ভাবনা আমাদের মনেও আসে না। যে দুই একজন কিছু দি, মনে করি ধর্ম্মসমা-

জের কতই উপকার করিলাম। কিন্তু ধর্ম্মসমাজ এরূপে তিষ্ঠিতে পারে না, ব্যক্তি বিশেষের দানের উপর বা দয়া অথবা অনুগ্রহের উপর যে সমাজের ভিত্তি, তাহার আসন্নকাল সন্নিকট। ব্রাহ্ম! নূতন বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে এই একটী নূতন কর্ত্তব্য আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজকে আপনার পরিবারের ন্যায় ভাল বাসিতে আরম্ভ কর, যাহার যেমন সাধ্য সমাজের উন্নতির জন্য অর্পণ কর। আর যদি সত্য সত্যই ব্রাহ্মসমাজকে দেশের মধ্যে একটি মহাশক্তিরূপে দেখিতে অভিলাষ কর, তবে প্রত্যেক ব্রাহ্মকে আপনার পরিবারের লোকের মত দেখিতে শিক্ষা কর। তোমার অনেক ভাই, যে যেরূপে পার জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা কর। যদি কাহারও কোন কষ্ট উপস্থিত হয়, তোমার সঞ্চিত ধন দিয়া তাহার ক্লেশের অপনয়ন কর। যদি ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মদিগকে স্বার্থত্যাগ করিয়া এই নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে; কিন্তু আমি বৃথা আশা করিতেছি। কিন্তু এ আশা করা অন্যায় হইবে না, যে অন্ততঃ কয়েকটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞলোক বর্ত্তমান বৎসরে এমন একটি দলের সৃষ্টি করিবেন, যাঁহারা প্রত্যেকে আপনাদের অন্নসংস্থান করিবেন অথচ এক জনের অভাবের সময় অপর সকলে আপনাদের ধন সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রাখিবে। এক জনের বিপদে অপর সকলে বলিবে "ভাই, ভীত হইও না, আমরা তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, আমাদের ধন, আমাদের প্রাণ, তোমার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত।"

কোয়েকার নামে একটী খৃষ্টীয় সম্প্রদায় আছে; তাঁহাদের মধ্যে একটি লোককেও কখনও দরিদ্র দেখা যায় নাই। কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন তাঁহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সমুদয় বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা আপনাদের দলের সামর্থ্যে পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া প্রত্যেকেই অনেক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু যদি কখনও কাহার বিপদ উপস্থিত হইত সমুদয় কোয়েকার সম্প্রদায় আপনাদের অর্থে তাহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দিতেন। কোন সময়ে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নাশ হইল, কিন্তু দুর্ভিক্ষের জন্য একটীও কোয়েকারের মৃত্যু হইতে কেহ কখনও দেখে নাই। আমাদের নূতন সমাজে এইরূপ সমদুঃখসুখভাবের আবির্ভাব না হইলে সমাজের কখনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। ব্রাহ্মদিগকে এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। ব্রাহ্মগণ সে উন্নত অবস্থার জন্য প্রস্তুত হন নাই, বিলক্ষণ জানি। একের জন্য অন্যের প্রাণ কাঁদে না, তাহাও অবগত আছি। তবে কেন আজ একথা বলিতেছি? বলিতেছি এই জন্য, যদি অল্প সংখ্যক কয়েক জনের মধ্যেও এইরূপ একটী দল সংস্থাপিত হয়, তাহাহইলেও সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির চিহ্ন দেখিয়া হৃদয় আশাতে পূর্ণ হইতে পারে।

ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, বর্ত্তমান বর্ষে যেন এইরূপ স্বার্থত্যাগী, পরস্পরসুখদুঃখভাগী একটী দলের সূত্রপাত হইতে পারে।

যখন আমেরিকা দেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছিলেন, বিংশ শিলিং রক্ষা করিতে উনবিংশতি শিলিং ব্যয় করিব, যদি তাহাতেও এক শিলিং রক্ষা করিতে না পারি আমেরিকার বিজন বনে প্রবেশ করিব, সেখানে যে বন্দুক ধারণ করিতে পারে ঈশ্বর তাহার আহারের অভাব রাখিবেন না। ব্রাহ্ম যদি সাহস থাকে বল, আজ এই দুর্জ্জয় সংকল্প কর, একমাত্র সমাজকে রক্ষা করিতে যদি ধনমান সমুদয় বিসর্জ্জন দিতে হয় তাহাও করিব তথাচ সমাজের দুর্দ্দশা চক্ষে দেখিব না। যদি তাহাতেও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে অক্ষম হই, অবশেষে খাটিয়া খাটিয়া এ জীবন অবসান করিব। ঈশ্বর আমাদিগের মধ্যে এই স্বর্গীয় ভাব প্রেরণ করুন।"

সন্ধ্যার পূর্ব্বে উপাসকগণ উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন করিলেন। সন্ধ্যার পর উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনা কার্য্যের প্রথমাংশ বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং শেষাংশ বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পন্ন করিয়াছিলেন। নূতনসভ্যলাভ বিষয়ে নগেন্দ্র বাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।

(গত বারের পর)

প্রত্যেক মনুষ্যজীবনে যেমন সমগ্র উন্নতি ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য, সমাজেও ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই উদারতা বর্ত্তমান। ব্রাহ্মধর্ম্মই ধর্ম্মসাধনে বর্ণভেদ স্বীকার করেন না॥ ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ করিয়া ধর্ম্মকে পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপভোগ্য ও অপর শ্রেণীর দূর হইতে উপাস্য করিয়া রাখেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মই নরনারীর সমান অধিকারপ্রচার ও প্রদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম পত্নীকে পতির সহধর্ম্মিণী করিয়া অথবা স্ত্রীজাতিকে পুরুষের ধমনী বিশেষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কিম্বা মানবজাতির পতনের পথপ্রদর্শক বলিয়া তাহাকে পুরুষের দাসী হইয়া থাকিতে আজ্ঞা করেন নাই। বাস্তব, ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন উন্নতিশীল তেমনই উদার অর্থাৎ লোকপ্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগামী। অস্বাভাবিক শিক্ষা অথবা অস্বাভাবিক অনুষ্ঠান যে সকল ধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহা যেমন অস্থানে রোপিত বৃক্ষের মত, আজি হউক কালি হউক, শুষ্ক হইয়া যাইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ কল্পবৃক্ষ কদাপি সেরূপ নির্জ্জীব হইবে না।

এই স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক, আজি কালি কেহ কেহ সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত বা পক্ষপাতী হইয়া সম্পূর্ণ ধর্ম্মশূন্য ভাবে পরিচালিত হইতে ভালবাসেন। তাঁহারা বলেন, সমাজসংস্কারকে ধর্ম্মপ্রচারের অন্তর্ভূত করিলে অথবা ধর্ম্মপ্রচারের উপর সমাজসংস্কারকে স্থাপিত করিলে সমাজ সঙ্কীর্ণ পথে চালিত হইবে। কেননা ধর্ম্মবিষয়ে গুরুতর মতদ্বৈধ রহিয়াছে। তাঁহাদিগের একথায় গুরুতর ভ্রম আছে। জনসমাজে তুমি কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেই কতকগুলি কার্য্যের, মতের বা অনুষ্ঠানের প্রতিবাদ করিতে তোমাকে বাধ্য হইতে হইবে। কেবল সামাজিক বিষয়ে কি গুরুতর

মতদ্বৈধ নাই? কয়েক বৎসর হইল ভারতবন্ধু বিদ্যাসাগর বিধবার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, সেই মহাপাপে বিদ্যাসাগরকে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। নিদারুণ দাসব্যবসায়ের বিরোধী হইয়াই না কত মনুষ্য-রত্নকে প্রাণদান করিতে হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি স্বদেশের পরাধীনতা দূর করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, তাহা হইলে কি তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয় না? তবে আর মতদ্বৈধকে ভয় করিয়া কি হইবে? আর যদি, যাহাতে সকলেই সায় দেয় এমন কার্য্য করাই তোমার লক্ষ্য হয়, তোমাকে সমাজসংস্কারকের উচ্চ-আসন প্রদান করিতে পারি না। অপিচ ধর্ম্মহীন সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কার অতি নিম্নভূমিতে দণ্ডায়মান। লোকের সুবিধাই উহার ভিত্তি। কিন্তু ধর্ম্ম মানবচরিত্রের চিরকালের অবলম্বন; ইহপরকালের আশা ও আশ্রয় স্থান। সুতরাং ধর্ম্মানুমোদিত সমাজসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কারই প্রকৃত, সর্ব্বোত্তম, স্থায়ী ও প্রার্থনীয়। পরন্তু বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-সংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কারের মূলমন্ত্র যে সর্ব্বতন্ত্রীতা বা উদারতা, ব্রাহ্মধর্ম্মও তাহাই ঘোষণা করেন। তদ্রূপ অবস্থায় জনসমাজকে সংযত করিতে হইলে এক হস্তে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পতাকা লইয়া (কেবল অর্থশূন্য ভাবশূন্য নাম সংকীর্ত্তন নহে) পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক পুরুষপুঙ্গব রাজা রামমোহন রায়ের মত কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ সংস্কারে অগ্রসর হও, তুমি আপ্তকাম হইবেই হইবে। লোক তোমাকে ভ্রান্ত বা সাম্প্রদায়িক বলিয়া আশু অত্যাচার করুক, কিন্তু পরিণামে তোমার জয় হইবেই হইবে। ভগবান্ তোমার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিবেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণবায়ুরূপ সত্য-প্রচারের কদাপি অবসান বা অল্পতা ঘটিবে না। এইক্ষণ দেখিলাম ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতিও উহার কার্য্যক্ষেত্রের স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূল। অতএব আমরা যেমন বিশ্বাস করি, তেমনই যুক্তি পথে দণ্ডায়মান হইয়াও নির্ভয়ে বলিতে পারি, জগতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অবসান হইবে না; ব্রাহ্ম সমাজেরও আর ক্ষয় হইবে না।

আর একটী কথা দেখিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে। জগতে অনেক সময়ে অনেক সত্যের প্রচার ও আবিষ্কার হইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের শঠতা বা অসদ্ব্যবহারে তাহা কলঙ্কিত ও তিরোহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের তাহা হইবার আশঙ্কা আছে কি? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব "না"। যে সময়ে এবং যে অবস্থায় জনসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাতে সে ভয় আর নাই। অধুনা উদার শিক্ষা প্রণালী (Liberal education) প্রবর্ত্তিত হইয়া পৃথিবীর সে দুঃখের দিনের অবসান হইয়াছে। হে ব্রাহ্ম! এই শিক্ষাকে প্রাণপণে ধর্ম্মানুপ্রাণিত করিতে যত্ন কর, তাহা হইলেই আর ব্রাহ্মসমাজে নাস্তিকতা, নরপূজা অথবা অন্যবিধ নীচতর অনুষ্ঠান প্রবেশ করিতে বা তিষ্ঠিতে পারিবে না।

এস্থলে আমার একটী কথা মনে হইতেছে। প্রায় তিন বর্ষকাল হইল, ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীশিক্ষার আলোচনা হয়। সেই সময়ে কোন কোন ব্রাহ্ম, স্ত্রীজাতির যেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে আজিও অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। তৎকালে তাঁহাদিগের প্রধানতম যুক্তি এই ছিল, যে নারী জাতি কোমল প্রকৃতি সুতরাং তাহাদিগকে কোমলতর শিক্ষা দিতে হইবে। নচেৎ তাহারা নির্ম্মম, উদ্ধত, (Strong-minded) হইবে। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহারা বলিতেন, স্ত্রীজাতিকে ভূগোল, ইতিহাস, গণিত বা অন্য কোন বিজ্ঞানানুশীলন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। সেই সময়ে সেই সকল লোককে বারম্বার এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে হইত যে, যদি স্ত্রীজাতির এরূপ দুর্গতির সম্ভাবনা, তবে সাহিত্যাদি সুকুমার বিদ্যার আলোচনা করিলে কি পুরুষজাতি আপনার দৃঢ়তা পরিত্যাগ করিয়া অপদার্থ হইতে পারে না। বাস্তব, শিক্ষার দুই উদ্দেশ্য, এক চরিত্রগঠন, অপর কার্য্যকারিতা। যেমন ইংরাজীভাষা শিক্ষাহইতে আমারা বর্ত্তমান সময়ে এই দুই প্রকার ফলই পাইয়া থাকি। চরিত্রগঠন বিষয়ে কিঞ্চিৎ স্বাধীনচিন্তাশীল হই, কার্য্যকারিতা বিষয়ে আমারা রাজকার্য্যাদি প্রাপ্তি বিষয়ে যোগ্যতা লাভ করি। ঐ সকল লোক স্ত্রীজাতিকে এই দ্বিবিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়া, নামে গৃহলক্ষ্মী, কার্য্যে পুরুষের হস্তের পুত্তলস্বরূপ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। চরিত্রসংগঠন জন্য যে কি পুরুষ কি স্ত্রী নির্ব্বিশেষে মনুষ্যপ্রকৃতিকে শিক্ষাবিষয়ে সর্ব্বতোমুখী করিয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে কোন সংশয়ই হইতে পারে না। কার্য্যকারিতা বিষয়ে দৃষ্টি করিতে গেলেও স্ত্রীজাতিকে বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে চলে কৈ? আমরা একথা বলি না যে ভারতের রমণী সকল যুদ্ধ বিদ্যা অভ্যাস করুক, আর ভারত বর্ষীয় পুরুষগণ রন্ধনাদি গৃহকার্য্য শিক্ষা করুক। কিন্তু যদি রাজ্যশাসনবিষয়ে কখন কোনও রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রীজাতির মত গ্রহণ বা পরামর্শ শ্রবণ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কি স্ত্রীজাতির ব্যবহারদর্শন ও অর্থব্যবহারাদি অনুশীলন করিতে হইবে না। যদি বর্ত্তমান সময়েই ভদ্র পরিবারের স্ত্রীদিগের চিকিৎসার জন্য স্ত্রীচিকিৎসকের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীজাতি, শারীর তত্ত্ব ও রসায়ন শাস্ত্রাদি সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে উচ্চ গণিত অনুশীলন না করিলে চলে কৈ?

ঐ সকল এক দেশদর্শী লোকের তৎকালীন মতামত শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইতাম এবং ভাবিতাম ব্রাহ্ম হইয়া মনুষ্য চরিত্রের এইরূপ আংশিক শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপে প্রদান করেন। এইক্ষণ আর আমার সে প্রশ্ন মনে উদিত হয় না। ঐ সকল লোকের তৎপরবর্ত্তী কার্য্য পরম্পরা দর্শনে আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে ঐ সকল লোক তৎপূর্ব্বেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ ও উদার লক্ষ্যহইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতেই মানবচরিত্রের যুগপৎ সমগ্র উন্নতি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপরিহার্য্য উপদেশ তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এবং আপনাদিগের ভাবুকতা ও

একদেশদর্শীতা চরিতার্থ করিবার জন্য ও এই অন্ধকারময় দেশে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিরোধীদিগের সহানুভূতি পাইবার জন্যই তাঁহারা এইরূপ প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করে, যদি কি ভদ্র কি ইতর, দেশের সকল লোকের শিক্ষালাভের উপায় হয়, তাহা হইলেই দেশে উদার শিক্ষা প্রচলিত হইল। বাস্তব কেবল তাহা নহে। যে সমাজে ধনী, নির্দ্ধন; ভদ্র ও ইতর; স্ত্রী ও পুরুষ; সাহিত্য ও গণিত, কি ধর্ম্মনীতি কি রাজনীতি, কি শিল্প কি সঙ্গীত সকল বিষয় নিরাপত্যে শিক্ষা করিতে অধিকারী এবং যে সমাজে সকলেই নিজ নিজ শক্তি, অবস্থা ও রুচি অনুসারে শিক্ষা নির্ব্বাচন ও শিক্ষালাভ করিয়া সমুন্নত হইতে পারে, সেই সমাজেই উদারশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই উদার শিক্ষাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়ত সহচর।

কিন্তু উপরে যে সকল সাময়িক প্রতিকূলতা বা অসদ্ব্যবহারের উল্লেখ করা গেল, ব্রাহ্মসমাজ এক পদবিক্ষেপেই ঐ সকল সামান্য প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে পারিবেন। এই সকল অস্থায়ী অসার কুজ্ঝটিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ নূতন সূর্য্যের প্রখর রশ্মিজাল ক্ষণকালও আবৃত থাকিবে না। অতএব আমরা প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ জীবনের স্ফূর্ত্তি ও বিক্রম, আশানেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হই।

যখন বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, তখনই তরঙ্গ উত্থিত হয়। কিন্তু প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারিলেও স্থায়ী হয় না। পরন্তু যদি প্রবল শীতে সাগরগর্ভ ও অন্তরীক্ষ ঘনীভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে অনুকূল বায়ু অথবা অনুকূল জলস্রোতেও তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু জনসমাজরূপ মহাসমুদ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার প্রাণবায়ুরূপ সত্যের প্রচার অজস্র ও নূতন ভাবে প্রবাহিত। সেই তরঙ্গের গতিও উহার কার্য্যক্ষেত্ররূপ সাগরস্রোতের সম্পূর্ণ অনুকূল। আবার দেখ, জগতে উদার শিক্ষাপ্রণালীরূপ চিরবসন্তের উদয় হইয়াছে। এই বাসন্তী উত্তাপে জগতের আকাশ নির্ম্মল হইবে, সমাজ সমুদ্রের অজ্ঞানতারূপ শীতলতা বিদূরিত হইল। আর ব্রাহ্মসমাজরূপ মহা তরঙ্গ পৃথিবীকে আন্দোলিত করিয়া উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সমুত্তীর্ণ হইবে।

হে ভারতের শিক্ষিত সন্তানগণ! আর কতকাল উদাসীন থাকিবে, একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, সেই সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গ যে অচিরেই তোমাদিগকে এবং তোমাদিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

ব্রাহ্মগণ! নিরাশ হইও না, আশার সহিত দণ্ডায়মান থাক। উৎসাহের সহিত কার্য্য কর। যদিও এই কোটী কোটী লোকসমষ্টি মধ্যে তোমরা অদৃশ্যবৎ, যদিও অঙ্গুলির অগ্রভাগেই তোমাদিগকে গণনা করিতে পারি; ব্রাহ্ম সমাজের বিরোধীরা যাহাই বলুক, একদিন পৃথিবী তোমাদিগের হইবে। এই সমাজরূপ মহাসমুদ্রে তোমারা কয়টী জলবিন্দু বই নও। কিন্তু তোমাদিগকে উপলক্ষ করিয়া এই সমুদ্রে যে মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার আঘাতে সাগরের অনন্ত জলরাশি বিলোড়িত হইবে। এই অনন্ত জলবিন্দুময় সাগরদেহ পাহাড় পর্ব্বত ও দেশ দেশান্তর প্রদক্ষিণ করিয়া ওতপ্রোত হইয়া সকলে এক হইবে, এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক্ হইতে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" এই মহামন্ত্র উচ্চারিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের মহিমা ঘোষণা করিবে।

মানবপ্রকৃতি।

৫

একটী গুরুতর প্রশ্ন এই,—মানবপ্রকৃতিতে এমন কোন প্রবৃত্তি আছে কি না, যাহা মূলতঃ দূষণীয়। যে গুলি কুপ্রবৃত্তি বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগের অপব্যবহারই নীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু আমাদিগের নিরূপণ করা উচিত, এমন একটীও প্রবৃত্তি আছে কি না যাহা আমূলবর্জ্জনীয়, যাহার বিনাশই ইষ্ট।

মিল বলেন, কেবল প্রবৃত্তির অপব্যবহারই অনিষ্টমূলক এরূপ নহে, এমন প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় যাহা উন্মূলিত করাই উচিত। এই শ্রেণীর প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তস্থলে তিনি জিঘাংসার উল্লেখ করিয়াছেন।

মানব প্রকৃতিতে জিঘাংসা (Destructiveness) অথবা বধ করিবার ইচ্ছা † স্বরূপ কোন প্রবৃত্তি আছে, অনেকে ইহা স্বীকার করেন না। ইহাঁদিগের মত যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপ একটী প্রবৃত্তির পরিচায়ক অনেক ব্যাপার চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। রোম সিংহমুখে দাসদিগকে নিক্ষেপ করিয়া আনন্দে ভাসিতেন; এই সুখ উপভোগের জন্য রঙ্গভূমি ছিল। ইউরোপে সে দিন পর্য্যন্ত bull-baiting প্রভৃতি নৃশংস আমোদের ছড়াছড়ি ছিল; সেরিড়ানের বক্তৃতা শুনিয়া যে মহিলাগণ মূর্চ্ছিতা হন, তাঁহাদিগের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহীরা এই সকল নিষ্ঠুরদৃশ্যে নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেন। দুই চারিটী সুসভ্য দেশ ভিন্ন আজিও জগতের সর্ব্বত্র লোমহর্ষণ কাণ্ড সকল প্রত্যহ ঘটিতেছে। যে মৃগয়া আজিও সভ্যতার অঙ্গের ভূষণ, একথা নিশ্চিত যে তাহা এক দিন যারপর নাই গর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইবে। পূর্ব্বতন রাজাদিগের যে সমস্ত অভাবনীয় অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের বিবরণে ইতিহাস কলঙ্কিত, তাহাদিগের অধিকাংশেরই এরূপ একটী প্রবৃত্তি ভিন্ন আর কোন কারণ দেখা যায় না। যাঁহারা বলেন, রাজাদিগের আচরণ দেখিয়া কখন এরূপ কোন প্রবৃত্তি আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না, কারণ ক্ষমতামত্ত হইলে মনুষ্য পশুবৎ আচরণ করে, তাঁহারা বিস্মৃত হয়েন

---

* কোন গুরুতর কারণে এই প্রবন্ধটি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, আশাকরি এবার হইতে নিয়মিতরূপে প্রকাশ হইবে।

† 'জিঘাংসা' বলিলে কেবল বধ করিবার ইচ্ছা বুঝায় না; নিষ্ঠুরতা, অথবা অন্যকে উৎপীড়ন করিবার ইচ্ছাও এই প্রবৃত্তির অন্তর্গত।

যে, মানবহৃদয়ে ওরূপ একটী প্রবৃত্তি না থাকিলে কখন মনুষ্য অনর্থক পরপীড়নে উদ্যত হইতে পারে না। ক্ষমতায় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কতকগুলি বাধা অপসারিত হয় মাত্র, নূতন প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয় না; স্বভাবতঃ কোন কার্য্যে রুচি না থাকিলে, সেরূপ কার্য্য করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে না। যে ব্যক্তি অবসর পাইলেই পরনির্য্যাতনে রত হয়, তাহার হৃদয়ে নৃশংসভাব চিরকালই ছিল, সুযোগাভাবে লুক্কায়িত ছিল মাত্র। আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই দুঃস্বভাব বালকেরা কীট পতঙ্গ প্রভৃতিকে যন্ত্রণা দিতে ভালবাসে।

মানবহৃদয়ে একটী নৃশংসভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, একথা স্বীকার করিয়াও অনেকে এই ভাবটীকে প্রবৃত্তি শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন না। যেমন প্রথমে লোকে অর্থের বিনিময়ে যে সমস্ত দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহারই জন্য অর্থলাভে যত্নবান্ হয়. পরে ক্রমে সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অর্থেরই জন্য অর্থ লাভের প্রয়াসী হয়,—এমন কি যে জন্য অর্থ আবশ্যক, সে সকল বিসর্জ্জন দিয়াও অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকে,—সেই রূপ অনেকের মতে প্রথমে মনুষ্য আত্মরক্ষা শরীরপালনাদির জন্য জীববধ করিতে বাধ্য হয়, পরে অভ্যাসবশতঃ বধেরই জন্য বধ করিতে আরম্ভ করে; এইরূপে মানবহৃদয়ে হননস্পৃহা জন্মে।

যাঁহারা বলেন, জিঘাংসা জীব বধ করিবার অভ্যাস হইতে উৎপন্ন, এবং অর্থাকাঙ্ক্ষাকে ইহার দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মতসম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য এই যে, অর্থোপার্জ্জন করিবার অভ্যাস হইতেই আর্জ্জনস্পৃহা জন্মিয়াছে এরূপ বোধ হয় না। অর্থই হউক আর অন্য দ্রব্যই হউক, লাভ করিবার ইচ্ছা মানবহৃদয়ের একটী ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র প্রাণী জগতের প্রকৃতির সহিত মানবপ্রকৃতির বিশেষ সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কতকগুলি প্রবৃত্তি প্রাণিমাত্রেরই আছে। মানবহৃদয়ের প্রধান প্রধান প্রবৃত্তিগুলি ইতর জন্তুদিগের মধ্যেও ন্যূনাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। মানবপ্রকৃতির এক বিশেষ গুণ, ইহার পূর্ণতা; এরূপ বলিলে বলা যায় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর প্রকৃতি লইয়া, মানবপ্রকৃতি গঠিত; শৃগালের চাতুরী ও মৃগের কোমলতা এই খানে মিলিয়াছে। যদি আমরা কোন প্রাণীতে জিঘাংসা দেখিতে পাই, এবং মনুষ্য সমাজেও এরূপ একটী প্রবৃত্তির পরিচয় পাই, তাহাহইলে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে মনুষ্য এরূপ একটী প্রবৃত্তি লইয়াই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

প্রার্থনা।

সংসার কিসের জন্য? তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের কোন মূল্য নাই; তবে আমি উপাসনা করিতে আসিয়াও কেন সংসারের জন্য ব্যস্ত হই। তোমার ভক্ত, তোমার সেবক, না হইতে পারিলে সংসারে কোন শান্তি নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই, আমি সে সংসার চাই না। আমি সংসারবাসনা ছাড়িয়া তোমার নিকটে আসিতেছি, আমার মন তোমাতে মগ্ন হউক। তুমি যখন সংসারের জন্য মনকে ব্যস্ত কর, তখন তো সেই ব্যস্ততাতে হৃদয়ে অশান্তি আসে না; কিন্তু যখন তোমাকে ছাড়িয়া আমি নিজে সংসারের জন্য ব্যস্ত হই, তখনই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, জীবন অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়। দীনবন্ধু, আমি আর আসক্তির অগ্নিতে হৃদয়কে দগ্ধ করিতে চাই না, প্রাণ মন তোমাতে মগ্ন হউক; যাহা কিছু তোমাহইতে হৃদয়কে দূরে নিয়া ফেলে, সে সমুদয় হৃদয় হইতে দূর হউক, সমস্ত জীবন ভক্তিতে ডুবিয়া থাকুক, সংসারের শুষ্ক কঠোর দৃশ্য আমার চক্ষু হইতে একেবারে দূর হইয়া যাক্।

ব্রাহ্মসমাজ।

পূর্ব্বে একবার আমরা পাঠকবর্গকে অবগত করিয়াছিলাম যে, পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের অধ্যক্ষ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন উৎসাহী সভ্যকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাস প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা উক্ত পাস লইয়া কুমারখালি, কুষ্টিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা পুনর্ব্বার আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, এজেণ্ট মহাশয় তাঁহাদিগকে আবার একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর পাস দিয়াছেন। এবারেও তাঁহারা উৎসাহ সহকারে উক্ত রেলের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে গিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিতেছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহারা কৃষ্ণগঞ্জ, ভাজনঘাটা, গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত পাসের সাহায্যে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে প্রচারকার্য্যে বাহির হইতেছেন। গত শনিবার তাঁহারা কৃষ্ণগঞ্জে গিয়াছিলেন। বোধ হয় পূর্ব্বে কখন কোন প্রচারক উক্ত স্থানে প্রচার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নাই। আমাদিগের ব্রাহ্মবন্ধু বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক্ষণে কার্য্যোপলক্ষে উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার উদ্যোগে সন্ধ্যার সময় স্থানীয় অধিবাসীগণের একটি সভা আহূত হয়। প্রথমে একটী ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভাস্থলে একটী বক্তৃতা হইল। বক্তৃতার পর কয়েকটি সংগীত ও একটী প্রার্থনা হইয়াছিল। রাত্রি ১ টার সময় তাঁহারা কৃষ্ণগঞ্জ পরিত্যাগ করিলেন। তন্মধ্যে একজন ভাজন ঘাটা ও অপর একজন গোয়ালন্দ যাত্রা করিলেন। যিনি ভাজনঘাট গিয়াছিলেন তাঁহার সহিত তত্রত্য অধিবাসীদিগের কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। গ্রামবাসীগণ তাঁহাকে আগামী স্কুল কালেজের অবকাশ সময়ে তথায় পুনর্ব্বার গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। যিনি গোয়ালন্দ গিয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ে তথাহইতে আমরা এক পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে তিনি "সামাজিক উন্নতিসাধনবিষয়িনী একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তা অতি সুশৃঙ্খলভাবে ও স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দেন যে, কি কি দোষে আমাদের ভারতবর্ষের এরূপ হীনাবস্থা ঘটতেছে। যাহাহউক মধ্যে মধ্যে এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ

করিয়া যদি এতাদৃশ কুশলের কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা যে এই হতভাগ্য গোয়ালন্দের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা ঈশ্বরের কাছে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, তিনি এরূপ কুশল কার্য্যের সহায়তা করুন।"

বাঁকিপুর ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা আজ কাল মন্দ নহে। সম্প্রতি "ব্রাহ্ম সমাজে আমরা কি পাইয়াছি?" এই বিষয়ে তথাকার ব্রাহ্মসমাজ হলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন সভ্য কর্তৃক একটী বক্তৃতা হইয়াছিল। বর্ষশেষ ও বর্ষারম্ভ উপলক্ষে তথাকার ব্রাহ্মেরা বিশেষভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন। সাধারণের জন্য মধ্যে মধ্যে তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। একটী সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠারও সংকল্প হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তথাকার কলেজ হলে "ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম" বিষয়ে গত ১৯ এ চৈত্র একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় গৌহাটি হইতে লিখিয়াছেন; "গোয়ালপাড়া ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার খোলা হইয়াছে। আমার হৃদয়ে নূতন নূতন আশা আসিয়া আমাকে কার্য্যের জন্য উৎসাহিত করিতেছে।"

নববর্ষসঙ্গীত।

(মফঃস্বল হইতে প্রেরিত)

এনব বরষে, সাজি নব বেশে, পিতার দ্বারে এসো করিহে গমন।

প্রেমে মত্ত হয়ে, তাঁর নাম গেয়ে, জুড়াই গিয়ে আজি তাপিত জীবন।

আমাদের সবে বিগত বৎসরে, পালিলেন সদা তিনি কৃপা করে, কৃতজ্ঞতাহার, লয়ে উপহার, করিগে তাঁহার চরণে অর্পণ।

স্নেহময় পিতা, ভকত বৎসল, সুধার আধার দুঃখীর সম্বল, করিলাম ধ্বনি, কাঁপুক মেদিনী, মৃতদেহে হোক নূতন জীবন।

প্রেমে মত্ত হয়ে পিতার দ্বারে যাই, মরম বেদনা তাঁহাকে জানাই, প্রাণ খুলে দিয়ে, গত পাপ স্মরিয়ে, তাঁর কাছে এস করিগে রোদন।

বিগলিত হবে কঠিন হৃদয়, পাষাণসম মনে হবে প্রমোদয়; কৃতার্থ হইব, দুঃখ পাসরিব, দয়াময়ের আজি পাব দরশন।

কর কর প্রভু এই আশীর্ব্বাদ, সুখে দুঃখে যেন থাকি তব সাথ, উৎসাহে মাতিয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে, তব কার্য্যে সঁপি দেহ প্রাণ মন।

সাধারন ব্রাহ্মসমাজের প্রচার-ফণ্ডের জন্য সাহায্যপ্রার্থনা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উপর যে প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম-পরিবার ও ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার অশেষ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে এবং অসত্য, কুসংস্কার, পাপাচার ও নাস্তিকতা দূর করিয়া দেশ বিদেশে সত্য, ঈশ্বরপ্রেম ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইহা যে এক প্রধান সহায়, তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেকেই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঈশ্বর-কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচারভার গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন এবং ইহার প্রচারকগণ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর পশ্চিম, পঞ্জাব, গুজরাট ও বোম্বাই প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া অনেকের আত্মাতে ধর্ম্মভাব প্রজ্বলিত করিয়াছেন। প্রচারক্ষেত্র দিন দিন যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে এবং প্রচারকের জন্য সর্ব্বস্থান হইতে যেরূপ আহ্বান সকল আসিতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে পারিলে আপামর সাধারণ সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা ও তাঁহার উদার পবিত্র ধর্ম্ম অচিরাৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন। দুঃখের বিষয়, কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ প্রসারিত হইতেছে, প্রচারফণ্ডের আয়ের সেরূপ উন্নতি হইতেছে না, উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। এই জন্য প্রচারকদিগের পরিবারগণকে সময় সময় সমূহ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, এবং প্রচারকার্য্যও যেরূপ বিস্তৃতভাবে ও সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক তাহা হইতে পারে না। আয়ের উন্নতি হইলে অধিক সংখ্যক প্রচারক নিযুক্ত হইতে পারেন, দূরতর স্থান সকলে যখনি আবশ্যক, প্রচারক প্রেরণ করা যায় এবং ধর্ম্ম পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কণ দ্বারা প্রচার কার্য্যের সুব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অতএব এই মহৎ কার্য্য সুসম্পাদনে সহায়তা বিধান করিবার জন্য আমরা আগ্রহাতিশয় সহকারে ধর্ম্মোৎসাহী প্রত্যেক নরনারীর নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, যাঁহার যেরূপ সাধ্য প্রত্যেকে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ করুন। ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের পরিবারের মধ্যে যদি প্রচারকদিগের পরিবার সকলকে গণনা করেন এবং স্ব স্ব পারিবারিক অন্যান্য ব্যয়ের সঙ্গে প্রচারার্থ কিঞ্চিৎ ব্যয়ও যদি অত্যাবশ্যক বলিয়া অবধারণ করেন, তাহা হইলে প্রচারফণ্ডের অভাব অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ অভাবগ্রস্ত হইয়া প্রচার কার্য্যে অর্থ সাহায্য লাভার্থ সাধারণের নিকট বিশেষ আবেদন করিতেছেন, আশা করি প্রত্যেক সহৃদয় ভ্রাতা ভগিনী ইহা বিবেচনাস্থলে গ্রহণ করিবেন এবং এতৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদনে অবিলম্বে অগ্রসর হইবেন। মাসিক, বার্ষিক বা এককালীন যিনি যেরূপে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, অল্প পরিমাণে হইলেও তাহাই শ্রদ্ধা, ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়,
১৩নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২৫এ মাঘ, বঙ্গাব্দ ১২৮৬, ব্রাহ্ম-সংবৎ ৫১।

নিবেদক,
শ্রীমোহিনীমোহন বসু,
সম্পাদক।

প্রেরিত।

"মিশন ক্লাস।"

মহাশয়! সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের "মিশন ক্লাস" খোলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা ব্রাহ্মযুবকগণ প্রচারকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু মফঃস্বলে অনেক যুবক আছেন যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে ইচ্ছা করেন। ইহাঁদিগকে যথোপযুক্তরূপে সহায়তা করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উপায়বিধান করা উচিত। আমি কয়েকটী উপায় উপযুক্ত মনে করিয়াছি তাহা এই:—মফঃস্বলস্থ প্রচারকার্য্যশিক্ষার্থী ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের নাম ধাম লিখিয়া "মিশন ক্লাসের" অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। মিশন ক্লাসের ছাত্রদিগের সাধারণ পাঠ্য পুস্তক থাকিবে। মফঃস্বল বাসীগণও এই সকল পুস্তক নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিবেন। যে সকল বিষয় তাঁহারা নিজে চেষ্টা করিয়া এবং স্থানীয় শিক্ষিত লোকদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়াও বুঝিতে না পারিবেন, তাঁহারা "মিশন ক্লাসের" শিক্ষককে লিখিয়া জানাইবেন, তিনি এই বিষয়ের যথোপযুক্ত উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, এরূপ ঘটনা অতি অল্পই হইবে। ছাত্রগণ কিরূপ প্রস্তুত হইতেছেন, ইহা জানিবার জন্য মাসান্তে এক একটী পরীক্ষা গৃহীত হইবে। মফঃস্বল বাসীগণও এই পরীক্ষা দিতে পারিবেন। কোন এক জন সুপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্ম (যিনি নিজে ছাত্র নহেন) পরীক্ষার কার্য্য চালাইবেন, অর্থাৎ তাঁহার নিকট প্রশ্ন প্রেরিত হইবে। ছাত্রগণ সেই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিবেন এবং উত্তরের কাগজ কলিকাতায় পরীক্ষকের নিকট প্রেরিত হইবে। তিনি এই সকল কাগজ পরীক্ষা করিবেন। এরূপ না করিলে মফঃস্বল বাসীগণ প্রচার কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবেন না।

মিশন ক্লাস বিষয়ে কয়েকটী কথাঃ—"মিশন ক্লাসের" পাঁচটী শ্রেণী থাকিবে। ১ম বার্ষিক, ২য় বার্ষিক ইত্যাদি। যিনি যে শ্রেণীর উপযুক্ত হইবেন তিনি সেই শ্রেণীভুক্ত হইবেন। এক এক বৎসর এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবেন। যিনি পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় অর্থাৎ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তিনিই প্রচারকার্য্যের উপযুক্ত হইবেন। প্রচারকার্য্য সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মসমাজে কয়েক দিন থাকিলেই প্রচারক হইয়া যাইব। সেটী ভয়ানক ভ্রম।

শ্রীহট্ট, ২০এ এপ্রিল ১৮৮০। } নিবেদক, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন।

মূল্য প্রাপ্তি।

১ লা এপ্রেল হইতে ২৭ এ পর্য্যন্ত।

	নাম	স্থান	মূল্য
শ্রীযুক্ত বাবু	কুমুদবিহারী সামন্ত,	গয়া	১॥০
" "	শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ,	সিলেট	১॥০
" "	ক্ষেত্রমোহন ধর,	কলিকাতা	১
" "	অমৃতলাল সিংহ,	বগুড়া	॥০
" "	শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	৩
" "	শশিভূষণ দত্ত,	কলিকাতা	২
" "	উমাচরণ দাস,		২॥০
" "	গৌরীশঙ্কর দে,	কুমিল্লা	২৵০
" "	চৈতন্যদাস ঘোষ,	কলিকাতা	১
" "	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	১
" "	বানিকান্ত রায় চৌধুরী,	কালীঘাট	১
" "	জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ী,	পূর্ণীয়া	৩
" "	আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,	কলিকাতা	১॥০
" "	নগেন্দ্রচন্দ্র কর,	বগুড়া	৩
" "	ক্ষিরোদচন্দ্র রায়,	পুরী	৩
" "	কেদারনাথ রায়,	কলিকাতা	২
" "	দ্বারকানাথ মল্লিক,	ঐ	১॥০
" "	শিবচন্দ্র সিংহ,	দানাপুর	৩
" "	ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়,	ঢাকা	৬
" "	গুরুদয়াল সিংহ,	কুমিল্লা	৩
" "	তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী,	মাণিকগঞ্জ	৩
" "	অনন্তরাম ঘোষ,	বহরমপুর	৬
" "	শিবচন্দ্র দাস,	ভবানিপুর	১
" "	উদয়রাম দাস,	শিবসাগর	৩
" "	কালীনাথ দে,	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	৬

রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ই মার্চ্চ
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণ্যে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা
১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বিশেষ নিবেদন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহাদিগের নিকট যে মূল্য পাওনা হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। কাহার কাহারি নিকট গত দুই বৎসরের মূল্য পাওনা রহিয়াছে। উক্ত মূল্য শীঘ্র আদায় না হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
Channing's Complete works	১৷৷০	৶০
Practical Sermons	৸০	/০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	/০
Perfect Life	১৸০	৵০
Morning & Evening meditations	১৸০	৵১০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১৲	/১০
সঙ্গীত-হার	।০	৴১০
সুরুচীর কুটীর	৷৷০	৴১০
শিশুর সদাচার	৴১০	৴১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	৴১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৴১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৴১০
প্রবন্ধ-লতিকা	৷৷০	৴১০
Almanac 1880	4 ans	
Second Annual Report 1879	6 ans	
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৴১০
Brahmo-year Book 1879 (Miss Collet's)	১৲	৴১০

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

	মূল্য	ডাকমাশুল।
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
ঐ ২ ভাগ	৵	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৵০	৴
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵০	৴১০
কৃতজ্ঞতা	৴১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	৴১০
শিশু পালন	৷৷০	৴১০
ব্রাহ্মপ্রবচন সংগ্রহ	।৵০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	৴১০
ধর্ম্মালোচন	/১০	৴১০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, May. 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

২য় ভাগ। ২৪ শ সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান্ প্রচারক চ্যানিঙের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে বিশেষ সমারোহ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েক জন খ্যাতনামা ব্যক্তিও এই আনন্দোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। চ্যানিঙের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আমরা তাঁহার নিকট অতিশয় ঋণী, এই জন্য আনন্দোৎসবের কার্য্যবিবরণ আমরা অতিশয় আহ্লাদ ও গভীর সহানুভূতির সহিত পাঠ করিয়াছি। এতদুপলক্ষে এই মহাত্মার জীবনসম্বন্ধে আমাদের দুই একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। চ্যানিঙের কার্য্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) পুরাতন ত্রিমূর্ত্তিবাদসংশ্লিষ্ট দূষিত মতের প্রতিবাদ এবং খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ (Unitarianism) ও তদানুসঙ্গিক অন্যান্য উদার ধর্ম্মমত প্রচার, (২) ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধে বিশুদ্ধ ভাব ও উচ্চ-আদর্শ প্রচার, (৩) সমাজসংস্কার। আমরা অদ্য দ্বিতীয় বিভাগ সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব। উচ্চশ্রেণীর লোক মাত্রেরই নানাবিধ কার্য্য ও নানাবিধ ভাবের মধ্যে একটী বিশেষ ভাব প্রবল থাকে; সেই ভাবটী তাঁহাদের সমস্ত জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সমুদায় কার্য্য, সমুদায় ভাব ও সমুদায় মতকে অনুরঞ্জিত করে। চ্যানিঙেরও এরূপ একটী বিশেষ ভাব ছিল; ইহাতে তাঁহার সমস্ত জীবন রঞ্জিত হইয়াছিল এবং তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ সমূহ সেই উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সেই ভাবটী এই;—নৈতিক উৎকর্ষ (Moral perfection) লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য; মনুষ্য ইহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; ইহাই অনুপম সৌন্দর্য্য ও সুখের আকর। মানবপ্রকৃতিতে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে এই মহদুদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে যে ঈশ্বর মনুষ্যের চিরসহায় থাকিবেন এই প্রতিজ্ঞা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই উৎকর্ষ কি? "আমাদের উচ্চতম বৃত্তিনিচয়ের প্রযুক্তচালনা ও অনন্ত উন্নতি,—বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা ও উজ্জ্বলতা, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অপ্রতিহত প্রভাব, সত্যের জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা, পবিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রতি অসীম অনুরাগ, স্বার্থপরতালেশশূন্য-প্রীতি, ঈশ্বরের চিরবর্ত্তমানতা-অনুভব, সমুদয় জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ও নিঃস্বার্থ আত্মার সহিত বন্ধুতা ও সহযোগীতা, এবং শুভাকাঙ্ক্ষা ও হিতৈষণার জলন্ত জ্যোতি, যে জ্যোতির সহিত সহস্রলোক-প্রকাশক সূর্য্যের সমুচিত তুলনা হয় না"। * এই স্বর্গীয় চিত্রের অনুপম সৌন্দর্য্যে চ্যানিঙ্ মোহিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনের পরিচালক ছিল এবং উৎকৃষ্ট নিপুণতার সহিত তিনি ইহাকে জগতের সমক্ষে চিত্রিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বায়ু না থাকিলে আমরা ক্ষণকালের জন্যও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। তাই পরমেশ্বর বায়ুকে আমাদের অনায়াসলভ্য করিয়া দিয়াছেন। বায়ু অপেক্ষা জলের প্রয়োজন কম, তাই জল আমরা তত সহজে পাই না। আবার আরও কত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আছে যার জন্য পরিশ্রম করিতে করিতে শরীরের রক্ত জল হইয়া যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আমরা এরূপ দেখিতে পাই কেন? সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় ইচ্ছা করিলে তো মানুষের সমস্ত কষ্টই দূর করিতে পারিতেন। তবে তিনি প্রকৃতিকে পূর্ণ করিলেন না কেন? মানুষকে তিনি সৌন্দর্য্য দিলেন, জ্ঞান দিলেন, বল দিলেন, কত প্রকার সুখসামগ্রী দিলেন, কিন্তু তবুও মানুষকে তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য এত কষ্ট, এত শ্রম স্বীকার করিতে হয় কেন? যা কিছু মানুষের আবশ্যক তাই কেন দিলেন না; বুঝি প্রকৃতিকে পূর্ণ করিলে, মানুষের যা কিছু অভাব তাহা প্রকৃতি দিতে পারিলে, মানুষ আর ঈশ্বরকে মনে করিবে না। প্রকৃতিকে পাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে; প্রকৃতিকে লইয়াই ক্রীড়া করিবে, সুখসম্ভোগ করিবে; তাঁহার হস্তরচিত প্রকৃতিকেই মানুষ তাঁহার স্বরূপ, মনে করিবে ও তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে। তাই বুঝি ঈশ্বর মানুষকে বলিলেন 'সন্তান! তুমি ধনী হইবে, কিন্তু সে' ধনের জন্য তোমাকে প্রাণপণে খাটিতে হইবে। পূর্ণসুখ যদি তুমি পাও, তবে আর তুমি আমাকে মনে করিবে না। কিন্তু সুখের জন্য পরিশ্রম করিতে করিতে যখন তুমি ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, অন্ততঃ তখন একবার আসিয়া আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিবে।'

---

* Perfect Life: Discourse on "The Essence of the Christian Religion."

আমরা গতবারে বলিয়াছি যে, "যে ধর্ম্মসমাজের উদ্দেশ্য পাপীর পরিত্রাণ নহে, আমরা তাহাকে ধর্ম্মসমাজ বলিতে কুণ্ঠিত।" ধর্ম্মসমাজের এক প্রধানকার্য্য ধর্ম্মপ্রচার; এবং ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য পাপীর পরিত্রাণ। স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ধর্ম্মসমাজের কর্ত্তব্য দুটি;—প্রথম সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক নরনারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চেষ্টা; দ্বিতীয়, সমাজের বাহিরে যে দুঃখ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত, কুসংস্কার-অন্ধকারে নিমজ্জিত, পাপমলিনতায় কলঙ্কিত অগণ্য অসংখ্য লোক রহিয়াছে, তাহাদিগের আত্মার প্রকৃতকল্যাণ সংসাধন জন্য তাহাদিগকে সমাজের বক্ষে আকর্ষণ করা। এই কর্ত্তব্যদ্বয় সুসম্পন্ন না করিলে কোন ধর্ম্মসমাজকে ধর্ম্মসমাজ বলিতে বাস্তবিকই আমরা কুণ্ঠিত হই। কোন ধর্ম্মসমাজ এই দুটির একটিকে উপেক্ষা করিলে, তাহা অপূর্ণ হইল, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মসমাজ নামের অযোগ্য হইল। এই দুটি কর্ত্তব্য একটি গুরুতরকর্ত্তব্যের অন্তর্গত;—পাপীর পরিত্রাণ।

চরিত্রের আধিপত্য।

চরিত্র ও প্রতিভা।

যত প্রকার সামাজিক বল আছে, তন্মধ্যে চরিত্রের বল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভয়ে, মানুষ বাহুবল বা ধনবল বা পদের বলের পূজা করিতে পারে, কিন্তু চরিত্রের বলদ্বারা সতত মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরিচালিত হইয়া থাকে। মানবপ্রকৃতি কত উচ্চ ও মহৎ হইতে পারে, চরিত্রের বল তাহা দেখাইয়া দিয়া, আপনার গুণে মানুষের মন আকর্ষণ করে।

সচ্চরিত্র ব্যক্তি সর্ব্বদা মানবজাতির স্বতঃপ্রদত্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করেন। মানুষ স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের উপর অকুতোভয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হয়। পৃথিবীতে যে কিছু সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, ও নির্ম্মলতা দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ই সচ্চরিত্র লোকদের অক্ষয়কীর্ত্তি। চরিত্রবান্ লোক না থাকিলে পৃথিবী, মানুষের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য নরকে পরিণত হইত।

বুদ্ধিবলদ্বারা জগতে অনেক কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতম আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বুদ্ধিদ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, শিল্পের অত্যাশ্চর্য্য রচনাসমূহ, মানুষ বুদ্ধিবলে সম্পন্ন করিয়াছে, এবং সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞানের উৎকৃষ্টতম রত্নসমূহ জ্ঞানসাগরমন্থনে উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু চরিত্রের বল এই বুদ্ধিবল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যেখানে আমরা প্রতিভা দেখিতে পাই, বিস্ময়পূর্ণ অন্তরে সেখানে তাহার প্রশংসা করি; কিন্তু চরিত্র আমাদিগের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে।

প্রতিভা মানসসম্ভূত, কিন্তু চরিত্র হৃদয়সম্ভূত। দৈনিক অভিজ্ঞতা, মনঅপেক্ষা হৃদয়ের আধিপত্য, মানবজীবনে শতসহস্রগুণে প্রতিপাদিত করিতেছে। বাগ্মীগণ সভাসমাজে প্রভূত আধিপত্য ভোগ করেন। ইহার মূলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পান। প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রীবাদন করিয়া তাঁহাদিগের বাক্যসমূহ শ্রোতৃবর্গের মর্ম্মস্পর্শ করে, তাহাতেই বাগ্মীর আধিপত্য জনসমাজে এত অধিক। এই হৃদয়জাত চরিত্র, মানসজাত প্রতিভাঅপেক্ষা যে অধিক ক্ষমতাশালী, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

এক জন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে "এক মুষ্টিপ্রমাণ চরিত্রবান্ লোক, এক সের বিদ্বান্ লোকের তুল্য।" বিদ্বান্ লোককে কেহ অবজ্ঞা করিবে, অথবা বিদ্যাদ্বারা মানবজীবনের যে উপকার হয়, তাহা অস্বীকার করিয়া কেহ তাহা লাভ করিতে যত্নবান্ হইবে না, এমত নহে। বিদ্যাশিক্ষা মানুষের একটী অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম। মানবসমাজের জ্ঞানশক্তি পর্য্যালোচনা করিলে যে মানুষের বুদ্ধি কত তীক্ষ্ণ ও হৃদয় কত বিস্তৃত হয়, তাহার পরিমাণ কে করিবে? সাহিত্যসাগরমন্থনে যে বহুল উৎকৃষ্টতম রত্ন লাভ করা যায়, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। প্রকৃতবিদ্যা যাহা, তাহা চরিত্রের উপকারই করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদিগের সমাজে লোকে যাঁহাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া অভিহিত করে, তাঁহাদের জীবনে অনেক স্থলে বিদ্যা ও সচ্চরিত্রতা সম্মিলিত দেখিতে পাই না। মানসিক ক্ষমতা অনেক সময় নৈতিক দুর্ব্বলতার সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। অনেক বিদ্বান্ লোককে অনেক সময়ে আমরা উচ্চপদস্থ পার্থিব ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের নীচ তোষামোদে রত দেখিতে পাই; তাঁহাদিগের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি তাঁহারা অনেক সময় অযথা ঘৃণা ও অনুচিত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহাতেই বলি, বিদ্বান্ হইলেই যে কেহ চরিত্রবান্ হইলেন এমত নহে; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ধনে কুবের হইয়াও, কেহ চরিত্রসম্বন্ধে একজন সামান্য দীন হীন শ্রমজীবী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইতে পারেন।

জর্ম্মান দেশীয় সুবিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা পার্থিস তাঁহার জনেক বন্ধুর নিকট লিখিয়াছিলেন "তুমি বিদ্বান্দিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে জেদ করিতেছ; আমিও তাহাই করিব। কিন্তু বিদ্বান্দিগকে আদর করিতে গিয়া একটী কথা ভুলিয়া যাইও না যে, মনের বিস্তীর্ণতা, চিন্তার গভীরতা, মহত্ত্বের বোধ, সংসারের অভিজ্ঞতা, আচার ব্যবহারে নম্রতা, কার্য্যে তেজস্বীতা ও দৃঢ়তা, সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং সদাশয়তা ও সততা, এই সমুদয় গুণের বিন্দুমাত্রের অধিকারী না হইয়াও এক ব্যক্তি বিদ্বান্ হইতে পারে।

স্কটলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখক ও কবি সার্ আয়াল্টার্ স্কটের নিকট একদা এক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, "বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা পাইবার যোগ্য"। এই কথা শুনিয়া স্কট বলিলেন "হা ঈশ্বর! এই মতটীকে যদি লোকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত, তবে পৃথিবীর কি দুর্দ্দশাই না উপস্থিত হইত! আমি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি; আমার সমসাময়িক অনেক

উজ্জ্বলপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলাপ ও তাঁহাদিগের চরিত্র সুক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, অশিক্ষিত নরনারীকে প্রতিকূল ঘটনাস্রোতের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে করিতে যে সকল ভাব ব্যক্ত করিতে শুনিয়াছি, তদ্রূপ মহৎ ও উচ্চভাব "বাইবেল" ভিন্ন অন্য কোথাও পাই নাই। যে পর্য্যন্ত আমরা হৃদয়ের শিক্ষাকে অপর সমুদয় প্রকার শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হিতপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারি, সেই পর্য্যন্ত কখনই আমাদিগের স্ব স্ব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা জানিয়া তাহাকে যথোপযুক্ত রূপে আদর ও যত্ন করিতে সমর্থ হই না।"

জ্ঞান ও চরিত্র যেখানেই একত্রিত হইয়াছে সেইখানেই সোনায় সোহাগা মিলিয়াছে। ইতিহাসের যে সমুদয় চিত্র দেখিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চিন্তার গাম্ভীর্য্য ও হৃদয়ের বিস্তৃতি সাধিত হয়, তৎসমুদয়ই জ্ঞান ও নীতির সংযোগে রচিত হইয়াছে। অষ্টাদশশত বর্ষ অতীতপ্রায় হইল, মহর্ষি ঈশা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজও অর্দ্ধ জগতের নরনারী তাঁহার জীবনদ্বারা আপনাদিগের প্রাণকে শত সদ্ভাবে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। বুদ্ধদেব কত শতাব্দী হইল এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি আজও আমরা তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া আপনাদিগের মনের উন্নতি ও হৃদয়ের বিস্তৃতি সাধন করিতেছি। চৈতন্যদেব তিন শতাধিক বৎসর হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু নবদ্বীপে তিনি যে প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, তাহা আজও সময়ের ও দূরত্বের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কত যুবক যুবতীর হৃদয়কে শত তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে তরঙ্গায়িত করিতেছে। ইহাঁরা যে আজও এই প্রভূত আধিপত্য মানবসমাজে ভোগ করিতেছেন, ইহা তাঁহাদের জীবনে জ্ঞান ও নীতি একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া; কেবল জ্ঞানী হইলে, ইহাঁরা মৃতহইয়াও পৃথিবীতে এত দিন জীবিত থাকিতেন না। জ্ঞানসম্বন্ধে ইহাঁদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানী পৃথিবীতে অনেকেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নাম জল বুদ্বুদের ন্যায় অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে; আর যাঁহারা জ্ঞান ও চরিত্রকে আপনাদিগের জীবনে একত্র সমাবিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম আজও পৃথিবীর আলোকরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। বাহুবলের পক্ষে উদারতা যেরূপ, জ্ঞানবলের পক্ষে সচ্চরিত্রতাও সেইরূপ। অসাধারণ বলশালী মনুষ্য যেমন উদারতাদ্বারা আপনার বলকে পরিমিত করিতে না পারিলে সমাজের উৎপীড়ক হইয়া উঠে, জ্ঞানও সেইরূপ সচ্চরিত্রতার সঙ্গে সম্মিলিত না হইলে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। নেপোলিয়ানের বুদ্ধির প্রাখর্য্যের সঙ্গে চরিত্রের মধুরতা মিলিত থাকিলে তাঁহার জীবন আজ কত নর নারীর প্রাণের ভিতর হইতে আপনার গুণে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু নেপোলিয়ানের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; তাই বলিয়াই জগতের অধিকাংশ শিক্ষিত নরনারী তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে—নেপোলিয়ান যদি নীতিপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধির দ্বারা ফরাসী দেশের কত উপকার সাধিত হইত। কিন্তু তিনি চরিত্রবান লোক ছিলেন না, সেইজন্য লুইদিগের অত্যাচারমুক্ত হইয়াও ফরাসীগণ তাঁহার অধীনে তদপেক্ষা কঠোরতর অত্যাচারের লৌহমুদ্গরপেশনে নিষ্পেসিত হইলেন। চরিত্র ও নীতিবিহীন জ্ঞানের ছবি যাঁহারা দেখিতে চান, তাঁহারা মহাকবি মিল্টনের শয়তানের চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন। পৃথিবীর অতি অল্প লোকেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এত পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এই জ্ঞানের উজ্জ্বলতা দেখিয়া কাহারও মন তৃপ্ত হয় না। এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এই কূটচক্র, এই অবিনয়, এই অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যের বিবরণ পাঠে মন সুখী হয় না, মানসচক্ষু কণ্টকিত হইয়া এই চিত্র হইতে ফিরিয়া আইসে। বাস্তব জীবনেও জ্ঞানবান্ কিন্তু নীতিহীন ব্যক্তির জীবনের চিত্র মিল্টনের শয়তানের চিত্রের সম্পূর্ণ অনুরূপ। শুদ্ধ জ্ঞানের বলে জনসমাজে মেকায়াভেলির সৃষ্টি হইতে পারে, নেপোলিয়ানের সৃষ্টি হইতে পারে, কনিকের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান ও চরিত্র একত্র সমাবিষ্ট না হইলে কখনই ম্যাট্‌সিনি বা ওয়াসিংটন, পার্কার বা রাজা রামমোহন রায়ের সৃষ্টি হইতে পারে না।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-সংস্কার।

(১৭২ পৃষ্ঠার পর)

নির্ম্মল আকাশের নির্ম্মল জলবিন্দু পৃথিবীর অপরিষ্কার বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া যেরূপ পঙ্কিল ও অপরিষ্কার হইয়া যায়, অজ্ঞানতাপূর্ণ আত্মার উপর বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বীজ পতিত হইলে তাহারও সেই দশা ঘটিয়া থাকে। বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করুন, নানকের প্রতিষ্ঠিত শিখ ধর্ম্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠা পর্য্যবেক্ষণ করুন, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করুন, এই উক্তির যাথার্থ প্রতিপৃষ্ঠায় সুন্দররূপে প্রতিপাদিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। মহাত্মা ঈশা যে ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে আপনার পূজা প্রচার করিয়াছিলেন একথা আমাদিগের সহজে বিশ্বাস হয় না। তাঁহার ধর্ম্মের দুর্দ্দশা অজ্ঞানসমাচ্ছন্ন নরনারীর হস্তে হইয়াছে, আমাদিগের বিশ্বাস। কিন্তু খৃষ্ট প্রবর্ত্তিত মূলধর্ম্ম যাহাই হউক না কেন, প্রাথমিক খৃষ্টীয়ানগণের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও সরল ধর্ম্ম যে অজ্ঞান নরনারীর হস্তে বিকৃত হইয়াছে ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার, পোপত্ব সৃষ্টিসম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছে। ইহা ধর্ম্মজগতের ইতিহাসের একটী বিরল দৃষ্টান্ত নহে। যেখানে পোপত্ব বা পৌরহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইখানেই অজ্ঞান ও কুসংস্কার দেখিতে পাই; অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী অতি সহজে মানুষের গুণের চাকচিক্যে আশ্চর্য্যান্বিত হয় এবং অবশেষে দেবতাজ্ঞানে তাহাদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে।

কনষ্টেণ্টাইনের রাজত্বের পূর্ব্বপর্য্যন্ত খৃষ্টীয়ানগণ একটী অত্যাচারনিপীড়িত ধর্ম্ম সম্প্রদায় ছিলেন। তীক্ষ্ণ তরবারির কঠোর আঘাত, ভীষণ রেক্ (Rack) যন্ত্রের কঠোর নিষ্পেষণ, রাজপুরুষদিগের কোপদৃষ্টি, জলন্ত অগ্নি পরিবেষ্টিত যূপ, কনষ্টেণ্টাইনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে খৃষ্টিয়ানগণের সমক্ষে এই সকল অপেক্ষা আর উচ্চতর প্রলোভনের সামগ্রী কিছুই ছিল না। সমাজের ভ্রূকুটী, পরিবারের কঠোরনির্যাতন, সম্রাটের কোপ, ভীষণতম রাজদণ্ড এতদ্ভিন্ন কোন সুখপ্রদ পুরস্কার এই সময়ে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে লোকে প্রাপ্ত হইত না। সুতরাং তখন যাঁহারা খৃষ্টীয়ান হইতেন তাঁহারা প্রায় সকলেই খৃষ্ট ধর্ম্মের সত্য হৃদয়ে স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই ধর্ম্মেরআশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কনষ্টেণ্টাইনের দীক্ষা হইতে খৃষ্টীয়ান জগতের ইতিহাসে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল। এখন খৃষ্টান হওয়া আর রাজপ্রসাদ ভোগ করিবার উপযুক্ততা প্রায় এক হইয়া উঠিল। সুতরাং অনেক সংসারলোভী ব্যক্তি সুখ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া খৃষ্টীয়ধর্ম্মে আপনাদিগকে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

কনষ্টেণ্টাইন বাস্তবিক ধর্ম্ম পিপাসাদ্বারা প্রণোদিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ রোমের সম্রাট্ সাম্রাজ্যের এবং নিজের সাংসারিক হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রোমসাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইলে পর, চারিদিক্ হইতে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শত্রুগণ আসিয়া তাহার বিনাশ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইল। ক্ষীণ হতবল সাম্রাজ্য, ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল। ইহা দেখিয়াই হয়ত, খৃষ্টীয়ানেরা রাজদ্রোহী হইতে পারে না, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কনষ্টেণ্টাইন্ সমগ্র সাম্রাজ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রচারদ্বারা আপনার সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং খৃষ্টীয়ান হইলে প্রজাবর্গ দলে দলে এই মত অবলম্বন করিবে ইহাই হয়ত তাঁহার বিশ্বাস ছিল। সুতরাং সাম্রাজ্যের হিতের জন্য তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু কেবল তিনি স্বয়ং খৃষ্টীয়ান হইলেই হইল না, অপর লোক যাহাতে খৃষ্টীয়ান হইতে পারে তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে, তিনিও তাহাই দেখিতে লাগিলেন। একদিকে ভয় ও অপর দিকে সাংসারিক প্রলোভন দেখাইয়া রোমের প্রথম খৃষ্টীয়ানসম্রাট্ তাঁহার ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে তৎপর হইলেন। ধনমানের আশায় দলে দলে লোক খৃষ্টীয়ান হইতে আরম্ভ করিল। নীচ শ্রেণীর লোকেরা প্রায়ই উচ্চশ্রেণীর লোকদের অনুকরণ করিয়া থাকে, এবং যখন ধনী ও বিদ্বান ও খ্যাতনামা পৌত্তলিকগণ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন তখন স্বভাবতঃই তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নীচশ্রেণীর শ্রমজীবী ও কৃষিজীবিগণও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল। কথিত আছে যে, এক বৎসরকাল মধ্যে রোম নগরে দ্বাদশ সহস্র পুরুষ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, এবং সেই পরিমাণে বহুসংখ্যক রমণী বালক বালিকাগণও দীক্ষিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি দীক্ষিত হইবা মাত্রই একখণ্ড নূতন শুভ্র পরিধেয় বস্ত্র ও বিংশতি খণ্ড স্বর্ণমুদ্রা রাজকোষহইতে প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সম্রাট্ দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস্ ও তৃতীয় ভেলেণ্টেনাইনের রাজত্বকালে পৌত্তলিকদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হয়। তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য নানা নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করা হয়। পূর্ব্বে যেমন লোকে খৃষ্টীয়ান হয় বলিয়া ট্রাজান্ এবং ডাওক্লিসিয়ান্ প্রভৃতি সম্রাট্‌গণ তাহাদিগকে জলন্ত আগুনে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিতেন, এখন সেইরূপ পৌত্তলিকতাচরণ করে বলিয়া সম্রাট্ থিওডোসিয়াস্ ও ভেলেণ্টাইন্ অনেক লোককে অশেষ প্রকারে নির্যাতন ও যন্ত্রণা প্রদান করেন। এই সময়ে ভয়ের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আরো অনেক লোকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। এইরূপে যাহারা লোভ বা ভয়দ্বারা প্রণোদিত হইয়া খৃষ্টমতাবলম্বী হয়, সহজেই তাহাদের এই ধর্ম্মের গূঢ় মতসমূহসম্বন্ধে কোনও দৃঢ় মত বা বিশ্বাস ছিলনা, সুতরাং তাঁহাদের হস্তে পড়িয়া অবশেষে খৃষ্টধর্ম্মের ভয়ানক দুর্দ্দশা হয় ও খৃষ্টসমাজে পোপত্ব বা পৌরাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

এই সময়ে খৃষ্টীয়ানগণ সকলেই যে রোমের এইরূপ অন্যায় ক্ষমতাবৃদ্ধি অসন্দিহান নয়নে দেখিতেছিলেন, এমত নহে। মধ্যে মধ্যে কোনও বীরপুরুষ আপনার গম্ভীরধ্বনি উত্থিত করিয়া রোমের ক্ষমতাশালী বিশপের সিংহাসন কাঁপাইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ আফ্রিকা ও পূর্ব্বদেশবাসী খৃষ্টীয়ান বিশপগণ রোমের ক্ষমতাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপনাদের গম্ভীর স্বর উত্থিত করেন। কিন্তু রোমের বিশপ শীঘ্রই এই সকল ব্যক্তিকে নীরব করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। রোম সাম্রাজ্যের শেষ দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। ক্ষমতাশালী রোমসাম্রাজ্য আমূল কম্পান্বিত হইতেছিল, এবং এই সুযোগ বুঝিয়া সম্রাট্ তাঁহার ক্ষমতা স্থাপনের সাহায্য করিলে, তিনি সম্রাটের ক্ষমতা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে ইহার সাহায্য করিবেন, পোপ এই সন্ধিবদ্ধ হইলেন। সুতরাং সম্রাট্ দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস্, ও তৃতীয় ভেলেণ্টাইন পোপকে "সমগ্র খৃষ্টীয় জগতের শাসনকর্ত্তা" এই উপাধি প্রদান করিয়া, তাঁহার বিপক্ষদিগকে রাজদণ্ডে নিষ্পেশিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পোপ সম্রাটের সাহায্যগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় জগতে তাঁহার শত্রুদিগকে স্তম্ভিত ও নীরব করিলেন। (ক্রমশঃ)

আনন্দংব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

"সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।"

বিশ্বাস ভয় নহে, ভয় বিশ্বাস নহে। যেখানে বিশ্বাস আছে সেখানে ভয় থাকিতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রায় সমুদায়েরই ভিত্তি ভয়ের উপর স্থাপিত হইয়াছে। পুরাকালে ভারতের আর্য্যগণ যখন ঋগ্বেদের গীত গান করিতেন, তখন তাঁহাদের ধর্ম্ম ভয়সম্ভূত ছিল। বহির্জগতের ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া

তাঁহারা ভীত হইতেন, ব্রজ্রের গভীরনিনাদ কর্ণবধির করিয়া তাঁহাদিগকে ভয়ে কম্পিত করিত, বিদ্যুতের ছটা দেখিয়া তাঁহারা ত্রস্ত হইতেন, উল্কাপাতে তাঁহারা কম্পিতহৃদয় হইতেন। প্রায় অধিকাংশস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহাদিগের প্রার্থনাগুলির মূলে ভয় রহিয়াছে। দুই চারিটী ধর্ম্ম ব্যতীত পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রায় সকল ধর্ম্মেই আপনার উপাস্য দেবতাকে প্রতিহিংসাপূর্ণ ভীষণ রাক্ষসের বেশে আপনার মনশ্চক্ষুরসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর রাক্ষস নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের ঈশ্বর কঠোর প্রতিহিংসাময় অত্যাচারী ও প্রশংসাবাদপ্রিয় রাজা নহেন। ব্রাহ্মের ঈশ্বর তাঁহার পিতা, তাঁহার স্নেহময়ী জননী। ব্রাহ্মের ধর্ম্ম ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। শাস্তির ভয়ে অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি নীচ শ্রেণীর সৎকার্য্য বলিয়া গণনা করেন। ব্রাহ্মের ধর্ম্ম প্রেমের ও বিশ্বাসের ধর্ম্ম। এই প্রেমের তরঙ্গে যিনি একবার আপনার হৃদয়কে ভাসাইতে পারিয়াছেন, এই বিশ্বাসের দুর্গে যিনি একবার প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আর কাহাহইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাস ও প্রেমের ধর্ম্ম সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মসাধারণের জীবন দেখিলে এই উক্তির বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না। জীবনের প্রায় প্রতি ঘটনা এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। ক্ষেত্রতত্ত্ব বা বীজগণিতের প্রতিজ্ঞার মত হয়ত আমরা জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরকে আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যদি আমরা প্রকৃতপক্ষেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতাম, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে এত হীনতা ও কাপুরুষতা থাকিবে কেন? ঈশ্বরকে যদি বাস্তবিকই বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইতাম, তাহাহইলে আমাদের মুখ এতবার বিষাদমেঘে আবৃত ও নিরাশায় বিবর্ণ হইবে কেন? ঈশ্বরকে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি সংসারের সামান্য তরঙ্গ দেখিয়া ভীত হইতে পারেন না। সমাজের ভ্রুকুটী দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতে পারে না। দুঃখ, দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা, কিছুতেই তাঁহার মনের প্রশান্ততা ভগ্ন করিতে পারে না। ঈশ্বর মঙ্গলময়, জীবকে আনন্দ প্রদান করিতে সতত ব্যস্ত, এই কথায় যদি বিশ্বাস থাকে, তবে মানুষ আপনার জীবনের সম্পূর্ণভার ঈশ্বরের হস্তে প্রদান করিয়া বিবেকের ও জ্ঞানের আলোকদ্বারা পরিচালিত হইয়া অনন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় উৎসাহের সহিত আপনার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিবে এবং কিছুতেই তাঁহাকে নিরুদ্যম করিতে পারিবে না। শতসহস্র বাধাবিপত্তি তাঁহার পথে উপস্থিত হইবে, কিন্তু ব্রাহ্ম তাহাতে ভীত হইতে পারেন না, কারণ ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, ইহা তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

শিশু যেমন মাতার উপর নির্ভর করে, ঈশ্বরের আনন্দ যিনি উপভোগ করিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ বিশ্বজননীর উপর নির্ভর করিবেন। সুখে দুঃখে, আশা ভীতিতে সমভাবে সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি ধাবমান হইবে। সংসারের লোক শত্রুতা করিয়া তাঁহার কুযশ রটনা করিলে, বিশ্বাসীর কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইবে না। তিনি সংসারের প্রশংসার প্রার্থী নন। তিনি যাঁহার প্রসন্নমুখ দেখিবার জন্য ব্যস্ত, সেই পরব্রহ্মের সমক্ষে যদি তিনি আপনার হৃদয়কে শুভ্র ও হস্তকে নির্ম্মল প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহাহইলেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। সংসারের লোকে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিল ইহাতে তিনি দুঃখিত হন না।

নিরাশায় মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মকে যিনি মঙ্গলময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি কখনই নিরাশাদ্বারা ক্লিষ্ট হন না। মানুষ আপনার উদ্যমে নিষ্ফল হইলেই নিরাশ হয়। কিন্তু ধার্ম্মিক ফলাফলের জন্য ঈশ্বরের মঙ্গলইচ্ছার উপর নির্ভর করেন। তাঁহার কার্য্য যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে নিশ্চয়ই এক দিন মঙ্গলফল প্রসব করিবে, ইহা তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস। মঙ্গলময় ঈশ্বরকে তিনি বিশ্বাস করেন, সুতরাং আজ না হউক, দশ বৎসর বা অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ঈশ্বরের মঙ্গলবিধানে তাঁহার কার্য্য এক দিন ফলপ্রসব করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি সাময়িক অকৃতকার্য্যতানিবন্ধন নিরাশাসাগরে মগ্ন হন না।

মৃত্যু ভয়ের আর একটী কারণ। মানুষ মৃত্যুকে সর্ব্বসুখহন্তাজ্ঞানে বিশেষ ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি ভোগ করিয়াছেন, তিনি মৃত্যু হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। যাঁহাদের প্রিয় মরণশীল, তাঁহারাই মৃত্যুর হস্তে নানা প্রকার দুঃখ পাইয়া থাকেন। যাঁহারা আপনাদের হৃদয়ের ভালবাসাকে কোনও সৃষ্ট মরণশীল বস্তুতে নিবদ্ধ করেন, সেই সৃষ্ট বস্তুর বিনাশে স্বভাবতঃই তাঁহাদের হৃদয় দুঃখে অভিভূত হয়। কিন্তু যাঁহারা মৃত্যুর অতীত পরব্রহ্মে আপনাদিগের হৃদয়ের ভালবাসা নিবদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মৃত্যু কষ্ট প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। মৃত্যুকে দেখিয়া তাঁহারা ভীত হন না। মৃত্যু তাঁহাদিগের নিকট একটী পরিবর্ত্তনের অবস্থা মাত্র; ইহলোক ও পরলোকের মধ্যবর্ত্তী সোপান। পরলোকে এই সংসারের জঞ্জালহইতে মুক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরসহবাসে থাকিতে পারিবেন, এই আশায় ধার্ম্মিকের আত্মা মৃত্যুর নামে দুঃখিত বা ভীত না হইয়া বরং উল্লসিত হইয়া থাকে।

অতএব, ব্রাহ্মবন্ধু! যদি এই ভয়পরিপূর্ণ সংসারে নির্ভয় হইতে চাও, যদি এই দুঃখপূর্ণ সংসারে সুখলাভ করিতে ইচ্ছা কর, এই বিপদপ্রলোভনপরিপূর্ণ সংসারে নিরাপদ হইতে বাসনা থাকে, এই মৃত্যুর অধীন দেহ ধারণ করিয়াও যদি অমর হইতে অভিলাষী হও, তবে সেই পরব্রহ্মকে ভাল বাসিয়া তাঁহার দত্ত বিমল আনন্দরসে প্রাণকে নিমজ্জিত করিতে যত্নবান হও। তাহা হইলেই সুখী ও নির্ভীক হইতে পারিবে। কারণ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।" আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপিও ভয় প্রাপ্ত হন না।

মানবপ্রকৃতি।

(৬)

মানবপ্রকৃতিতে দুইটী পরস্পর বিরোধী শক্তি আছে; একটীর ফল পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, আর একটীর ফল পরপীড়ন; একটী দ্বারায় চালিত হইয়া মনুষ্য পরস্পরের সুখ অন্বেষণ করে, আর একটীর উত্তেজনায় অন্যের দুঃখ উৎপাদন করে। একটী দেববল, আর একটী পিশাচ বল, এই দুইয়ে সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বিবরণই প্রকৃত ইতিহাস; তিনিই যথার্থ ইতিহাসজ্ঞ যিনি জানেন কিরূপে ক্রমে, কোন বাধা না মানিয়া, মনুষ্যের দেবভাব স্ফূর্ত্ত হইতেছে, পিশাচভাব অদৃশ্য হইতেছে।

মানবপ্রকৃতির সহিত এই দুইটী শক্তির সম্বন্ধ এক প্রকার নহে, একটী মানবপ্রকৃতির অস্থিমজ্জা—ভিত্তিস্বরূপ হইয়া আছে; অপরটী ইহার উপরে উপরে ভাসিতেছে। আজিও পিশাচের আবরণে মনুষ্য আবৃত, কিন্তু বাস্তবিক মনুষ্য দেবতা। অনেকের চক্ষুঃ এই আবরণ পর্য্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসে, ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না; ইঁহারা বলেন, প্রায় সকলেই বলে, মনুষ্য পশু, যাহার দৃষ্টি এই পশুত্বের আবরণ ভেদ করিয়া মানবপ্রকৃতির মূলে গিয়া পড়ে, সেই জানে মানুষ কি।

যে দুইটী শক্তির কথা বলিলাম, আপাততঃ বোধ হয় যেন ইহার প্রত্যেকটীর অধীন কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে; দয়া, পরোপকারিতা, ও নানা আকার ধারণ করিয়া এক স্নেহ, একটীর কার্য্যসাধন করে; ক্রোধ, বিদ্বেষ, জিঘাংসা অন্যটীর পরিচয় দেয়। যে শক্তিটিকে আমরা পিশাচবল বলিলাম, বোধ হয় যেন তাহারও অধীন কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে; বাস্তবিক তাহা নহে। যদি মানবপ্রকৃতিতে এমন কোন প্রবৃত্তি থাকিত, যাহার কার্য্যমাত্রই নীতিবিরুদ্ধ, যাহার ব্যবহারই অপব্যবহার, তাহাহইলে সেই প্রবৃত্তিকেই পিশাচবৎ বলিতে পারিতাম; এরূপ কোন প্রবৃত্তি নাই। মানব হৃদয় এমন বাসনা জানে না যে বাসনার সদুদ্দেশ্য নাই।

জিঘাংসার কি সদ্ব্যবহার? হিংস্রপ্রাণী বধ। মনুষ্য মাত্রেরই আত্মরক্ষার চেষ্টা আছে; ইহাতেই কি হিংস্র জন্তুর বিনাশ সাধিত হইত না? এজন্য স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি কেন? এরূপ একটী পৃথক্ প্রবৃত্তি থাকাতে, আত্মরক্ষার জন্য যে সকল প্রাণীবধ প্রয়োজন, মনুষ্য তাহা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনর্থক নৃশংসতায় মানুষ নামে কালি দিয়াছে।

বালক "আমার ক্ষুধার প্রাণ গেল" ইহাই বলিয়া আহার চাহে, একথা বলে না যে "আমার শরীর রক্ষা করিতে হইবে, খাবার দাও।" ক্ষুধায় যে "প্রাণ যায়" ইহাই সে জানে; তাহার পক্ষে আহারের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাভাবিক উত্তেজনা নিবারণ, শরীররক্ষার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। হয়ত সে শিখিল কে শরীরপালনের জন্য আহার করিতে হয়, কিন্তু তাহার ক্ষুধা এই জ্ঞানসাপেক্ষ নহে। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ক্ষুধাই এক প্রকার জ্ঞান যে শরীর পোষণার্থ আহার প্রয়োজন; কিন্তু এ কথা সত্য নহে। ক্ষুধা স্বাভাবিক উত্তেজনা মাত্র, এই উত্তেজনা চরিতার্থ করিবার ফলসম্বন্ধে আমরা স্বভাবতঃ সম্পূর্ণরূপে অন্ধ। বুদ্ধিতে বলিয়া দেয় আহারের উদ্দেশ্য দেহপুষ্টি, কিন্তু বুভুক্ষাপ্রবৃত্তি এই জ্ঞান নিরপেক্ষ; আমরা আহারেরই জন্য আহার করি, ফল দাঁড়ায় শরীরপালন।

প্রবৃত্তিগুলি প্রকৃতির আদেশ; এ আদেশ কেন পালন করিব আমরা জিজ্ঞাসা করি না। বুভুক্ষার যেমন, অন্য অন্য প্রবৃত্তির সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রত্যেকের একটী একটী উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু আমরা সে উদ্দেশ্য বুঝিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাই না। বংশরক্ষা (Propagation of the Species) কামরিপুর উদ্দেশ্য, কিন্তু জীবগণ প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়াই কার্য্য করে; উদ্দেশ্য বুঝিয়া নহে। প্রবৃত্তির অর্থই আমাদিগের মনের কোন অকারণ ইচ্ছা; প্রবৃত্তি বশতঃ আমরা যাহা করি তাহা করিবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি না কেন এরূপ করিব: তাহা করাই আমাদের সুখ, না করা দুঃখ। তবে মানবপ্রকৃতিতে ও পশু প্রকৃতিতে প্রভেদ এই, বিবেচনায় আমাদিগকে অনেক সময়ে ইতস্ততঃ করিতে হয় প্রবৃত্তির আদেশ পালন করিব কি না; কর্ত্তব্যবুদ্ধি ভিন্নও সমাজভয় প্রভৃতি অনেক কারণে মনুষ্যকে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়।

আমার যাহা প্রয়োজন সে জন্য আমাকে ভাবিতে হয় না, ভাবিবার লোক আছে। কে? আমি বলি ঈশ্বর, নাস্তিক বলেন প্রকৃতি। প্রকৃতির কি ভাবনা আছে? আমাকে এমন প্রবৃত্তি সকল দিল কে, যে তাহার দ্বারা আমার অজ্ঞাতসারে আমার প্রয়োজন সকল সাধিত হইতেছে? ইহা প্রত্যক্ষ যে আমার কল্যাণের জন্য কোন বুদ্ধি চালিত হইতেছে, আমার সুখের জন্য কাহারও হৃদয় ব্যস্ত, আমার প্রতি ভালবাসায় কাহারও প্রাণ পূর্ণ। কার্য্যকরণ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কায করা—কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তদুপযোগী উপায় অবলম্বন (The adaptation of means to ends)—বুদ্ধির প্রমাণ। মানবপ্রকৃতি ও মনুষ্যের কল্যাণ, এ দুইয়ের মধ্যে উপায় উদ্দেশ্য সম্বন্ধ। মনুষ্যের কল্যাণ, এইটী লক্ষ্য; মানবপ্রকৃতি এমন ভাবে রচিত যে তাহার দ্বারায় এই লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে; মানব প্রকৃতির এইরূপ উপযোগীতাই প্রমাণ যে ইহার এমন রচয়িতা আছেন যিনি মনুষ্যের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন। (কেবল মানবপ্রকৃতি কেন, সাধারণ জীবপ্রকৃতি সম্বন্ধেও একথা বলা যাইতে পারে।) আমার যে সকল প্রবৃত্তি আছে তাহার দ্বারায় কতকগুলি গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। অথচ আমি এই সকল উদ্দেশ্য ভাবিয়া কায করি না। বুভুক্ষার দ্বারা আমার নিজের, কাম, অপত্যস্নেহ প্রভৃতির দ্বারা জগতের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়; কিন্তু আমি নিজে এই সকল প্রয়োজন সম্পাদনের কথা কিছুই জানি না; আমার মনে অন্য কোন অভিসন্ধি নাই, আমি কেবল প্রবৃত্তির উত্তেজনায়ই চালিত হইতেছি, অথচ দেখিতেছি যে সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যান্তর সি-

পেক্ষ হইয়া,—কেবল আমার প্রকৃতির পিপাসা মিটাইবার জন্য, আমি যাহা করিতেছি তাহাতে আমার ও জগতের কল্যাণ হইতেছে।* অন্তরালে কেহ আছেন যিনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, যিনি জগতের কল্যাণাভিপ্রায়ে আমাকে এই অভিপ্রায়ানুরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন।

আমরা দেখিলাম, প্রবৃত্তিগুলির সম্বন্ধে এক সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রত্যেক প্রবৃত্তির একটী একটী উদ্দেশ্য আছে †; কিন্তু আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই উদ্দেশ্যের কিছুই জানি না। জিঘাংসাও এই নিয়মের অধীন। আত্মরক্ষার অভিপ্রায় ব্যতিরেকেও মনুষ্য জিঘাংসা চরিতার্থ করিতে যায়, কিন্তু এই প্রবৃত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১৮৮০ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণ।

বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অধ্যক্ষ সভার ২রা ফেব্রুয়ারি দিবসীয় অধিবেশনে সংগঠিত হয়, সুতরাং ইহার কার্য্য-সীমা দুই মাসেরও অল্পতর সময়ে আবদ্ধ। যাহা হউক রিপোর্টকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাসের কার্য্যও সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

গত জানুয়ারি মাসের প্রধান কার্য্য মাঘোৎসবের আয়োজন ও উৎসবকার্য্য সম্পাদন। ১৯এ জানুয়ারি হইতে ৩১এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এই উৎসব হয়, নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে:—

৪ঠা মাঘ—শনিবার, উৎসবের উদ্বোধন।

৫ই মাঘ—রবিবার, প্রাতঃ ও রাত্রিকালীন উপাসনা এবং অপরাহ্ণে মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন।

৬ই মাঘ—সোমবার, অপরাহ্ণে বালক বালিকাদিগের উৎসব।

৭ই মাঘ—মঙ্গলবার, থিইষ্টিক সোসাইটী সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন ও ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ।

৮ই মাঘ—বুধবার, প্রাতে ব্রাহ্মিকা সমাজ, অপরাহ্ণে বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক অধিবেশন, রাত্রে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা।

৯ই মাঘ—বৃহস্পতিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সভায় সমাজমন্দিরের ট্রষ্টডিডের আলোচনা এবং ট্রষ্টি ও প্রচারক নিয়োগ।

১০ই মাঘ—শুক্রবার, ছাত্রদিগের উপাসনা সভার উৎসব এবং ইংরাজী উপাসনা।

১১ই মাঘ—শনিবার, সমগ্র দিনব্যাপী উৎসব।

১২ই মাঘ—রবিবার, প্রাতে শ্রমজীবীদিগের উপাসনা। অপরাহ্ণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক অধিবেশন। রাত্রিকালীন উপাসনা।

১৩ই মাঘ—সোমবার, প্রাতঃকালীন উপাসনা। রাত্রে ব্রাহ্ম বালকবালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ে কথোপকথন এবং প্রীতিভোজন।

১৪ই মাঘ—মঙ্গলবার, প্রাতঃকালীন উপাসনা ও সঙ্গত সভার সাংবৎসরিক।

১৫ই মাঘ—বুধবার, প্রাতঃকালীন উপাসনা এবং (Theological class) ব্রহ্মবিদ্যালয় খোলা।

১৬ই মাঘ—বৃহস্পতিবারহইতে ১৯এ মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত প্রাতঃকালীন ও রাত্রিকালীন উপাসনা।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যে সম্মিলন সভা হয়, তাহা আদিসমাজের সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রধানাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে হইয়াছিল। অন্য কার্য্যগুলির কিয়দংশ ২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট এবং অবশিষ্ট বেনিয়াটোলা ৭১ নং ভবনে সম্পন্ন হয়।

উৎসবোপলক্ষে নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন:—

সিন্ধু, লাহোর, ব্রাহ্মগ্রাম, ডুমরাওন, ঢাকা, সৈয়দপুর, বালেশ্বর, বিশ্বনাথ, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, রামপুরহাট, জামুনিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, রাজসাহী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, পাটনা, হিজলীবট, হলদীবাড়ী, বারুইপুর, হরিনাভি, কোন্নগর, বরাহনগর, কৃষ্ণনগর, ভবানীপুর, বগুড়া, কুমারখালী, চেতলা।

নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, সমাজের কার্য্য সৌকর্য্যার্থ নিম্নলিখিত কয়েকটী সব-কমিটী স্থাপন করিয়াছেন।

১ম প্রচার সব-কমিটী।

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু,	শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,
ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়,	„ „ শিবনাথ শাস্ত্রী,
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী,	„ „ উমেশচন্দ্র দত্ত,
„ „ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,	সভ্য ও সম্পাদক।

এই কমিটীর অধীনে গত মার্চ্চ মাস হইতে একটী (Theological class) বা ধর্ম্মশিক্ষার্থীশ্রেণী খোলা হইয়াছে। মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে প্রতি সোমবার অপরাহ্ণে ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০ জন হইয়াছে। তাঁহারা আপাততঃ থিওডোর পার্কারের (Discourse

---

* সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষাই আমার মনের একটী প্রবৃত্তি; এই প্রবৃত্তিবশতঃ আমি যাহা করি তাহা জগতের হিতসাধন করিব বলিয়াই করি; কিন্তু এস্থলে এ প্রবৃত্তিটীর কথা বলিতেছি না, সেই সকল প্রবৃত্তির কথা বলিতেছি, যাহার সহিত আমার মঙ্গলাভিপ্রায়ের কোন সংস্রব নাই, অথচ যাহার দ্বারায় মঙ্গল সাধিত হয়।

† অনেকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ইহাদিগের কি উদ্দেশ্য? তাঁহারা মনে করেন ইহারা কেবল অনিষ্টই উৎপাদন করে। যে ব্যক্তি সমাজতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তিনি জানেন—আমরাও পরে দেখাইব—এটী ভ্রম।

pertaining to Religion) পুস্তক অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিতেছেন। এই শ্রেণীর একটী বাঙ্গালা বিভাগ খুলিবারও প্রস্তাব হইয়াছে।

অর্থসম্বন্ধীয় সব-কমিটী।

শ্রীযুক্ত বাবু ছকৌড়ী ঘোষ,	বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,
„ „ চণ্ডীচরণ সেন,	„ কৃষ্ণকুমার মিত্র,
„ „ গুরুচরণ মহলানবিশ,	„ মোহিনীমোহন বসু, সম্পাদক।

ইহাঁদিগের কয়েকটী অধিবেশন হয়। প্রচারফণ্ডের আয় বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র আবেদন পত্র মুদ্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। আনন্দের বিষয় বলিতে হইবে, এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া ইতিমধ্যে কয়েক স্থানের ব্রাহ্মগণ সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন। মফঃস্বলে সাধারণ সমাজের অনেক দাতব্য প্রাপ্য রহিয়াছে, তাহা আদায় জন্য স্বতন্ত্র পত্র মুদ্রিত হইয়া সভ্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা সব-কমিটী।

বাবু আনমোহন বসু,	বাবু রাধাকান্ত ঘোষ,	বাবু কালীশঙ্কর সুকুল,
বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী, সম্পাদক।	
„ উমেশচন্দ্র দত্ত,	„ চণ্ডীচরণ সেন, সহকারী সম্পাদক।	

এই কমিটী হইতে স্থির হইয়াছে যে, কলিকাতায় ব্রাহ্মদিগের যে সকল বিদ্যালয় আছে, তাহাতে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইয়া যাহাতে কলিকাতার ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের শিক্ষাসম্বন্ধীয় অভাব মোচন হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে এবং মফঃস্বলের যে সকল ব্রাহ্ম তাঁহাদিগের বালক বালিকাদিগকে কলিকাতায় রাখিতে চান, তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বিহিত বোধ হইলে কলিকাতায় একটী বোর্ডিং শিক্ষালয় স্থাপিত হইবে।

পুস্তকালয় সব কমিটি।

বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,	বাবু তারাকিশোর চৌধুরী,
„ কৃষ্ণকুমার মিত্র,	„ মোহিনীমোহন বসু,
„ সুন্দরীমোহন দাস,	„ কালীশঙ্কর সুকুল, সম্পাদক।

এই সব-কমিটিতে কতকগুলি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার সব-কমিটি।

বাবু শিবচন্দ্র দেব,	ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু,
„ শিবনাথ শাস্ত্রী,	বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়,
„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,	„ কালীনাথ দত্ত, সম্পাদক।

এই সব কমিটি কতকগুলি পুস্তক প্রচারের বিষয় বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাদিগের প্রস্তাব পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া আপাততঃ কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার ভার তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

বিলডিং ফণ্ড কমিটী

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস	শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু
„ „ কৃষ্ণকুমার মিত্র	„ „ গুরুচরণ মহলানবিশ, সম্পাদক।

বার্ষিকরিপোর্ট সব-কমিটী।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী	শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস, সম্পাদক।
„ „ যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিসাব সকল ঠিক্ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু, অডিটার নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রচারকার্য্য—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জানুয়ারির প্রথমে বাগআঁচড়া সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করেন। তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কলিকাতার সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগ দান করেন। উৎসবান্তে তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী উপনগর ও পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মনাম প্রচার করেন। তিনি নদিয়ার অন্তঃপাতী মহেশপুরের স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বাহার্থ আহুত হন এবং তথায় তিন চারি দিবস অবস্থিতি করেন। তাঁহার উপাসনা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণার্থ তিন চারি শত লোক সমাগত হন। তিনি তথাহইতে প্রত্যাগত হইয়া বর্দ্ধমানের সাম্বৎসরিক উৎসবে গমন করেন; আরো কয়েক দিবস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচার করেন। পরে ঢাকা হইতে আহুত হইয়া পুনরায় তথায় গমন করিয়াছেন এবং তথায় উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—মাঘোৎসবের আয়োজন ও কার্য্য সম্পাদনার্থ জানুয়ারি মাস কলিকাতাতেই অবস্থিতি করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে হরিনাভি ও মহেশতলার সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ আহুত হইয়া গমন করেন। অতঃপর বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের উপাসনা কার্য্য একদিন সম্পন্ন করিয়া আসেন। অতঃপর ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ অনুরোধে তিনি তথায় গমন করেন এবং এক পক্ষ কাল তথায় ধর্ম্মপ্রচারার্থ অতিবাহন করেন। যে কয়দিন ঢাকায় ছিলেন সমাজে ও পরিবারমধ্যে উপাসনা, প্রকাশ্য বক্তৃতা, ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও কথোপকথন, এইরূপ প্রতিদিন কোন না কোন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাস্থলে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত ষ্টুডেণ্ট্স সার্ভিস, থিওলজিকেল ক্লাস ও সাপ্তাহিক উপাসনাকার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন গত ডিসেম্বরের শেষে রামপুর বোয়ালিয়ায় গমন করিয়া জানুয়ারির প্রথম দিবস পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন এবং তত্রত্য মূলসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব ও শাখাসমাজের উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রকৃত সুখ, ব্রাহ্মধর্ম্ম মুক্তির উপায় বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতাও

করেন। তিনি কয়েক দিবস কলিকাতার মাঘোৎসবে যোগ দিয়া উত্তরবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে প্রচারার্থ বহির্গত হন। তিনি ৭ ই ও ৮ ই ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়িতে থাকিয়া তত্রত্য সাম্বৎসরিক উৎসবকার্য্য সমাধা করেন ১১ ই ও ১২ ই দিবসে সিলিগুড়ির সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদন করেন। ২২ এ হইতে ২৪ এ পর্য্যন্ত সৈদপুরে থাকিয়া উপাসনা ও প্রকাশ্য বক্তৃতাদি করেন। বিদ্যারত্নমহাশয় জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত শরীরে ছিলেন। তথাপি প্রচারার্থ পরিশ্রম স্বীকারে ত্রুটি করেন নাই। তিনি সৈদপুর হইতে কুড়ী গ্রামে গমন করিয়া তথায় একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, পরে ধুবড়ী গমন করেন। তথায় কয়েক দিবস উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া গোয়ালপাড়ায় গমন করেন। গোয়ালপাড়া ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিন বিলুপ্ত রহিয়াছিল, তিনি ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গোয়ালপাড়া হইতে গৌহাটীতে গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর প্রচার বিবরণ এখনও হস্তগত হয় নাই।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ আহূত হন। তিনি ৫ দিবস তথায় থাকিয়া উপাসনা ও বক্তৃতাদিদ্বারা তত্রত্য লোকদিগের মনে ধর্ম্মভাব বিশেষরূপে প্রজ্বলিত করেন। তাঁহার তথায় অবস্থিতি কালে একব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য বাবু কালীশঙ্কর সুকুল ও কৃষ্ণকুমার মিত্র উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাব ভ্রমণোপলক্ষে স্থানে স্থানে ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করেন।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত হরিনাভি ও বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের আংশিক কার্য্য সম্পাদন করেন এবং বরাহনগরের পর রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করেন।

প্রচারসম্বন্ধে একটী শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রচারকার্য্যে যোগদানে অগ্রসর হইতেছেন। ডিব্রুগড় চাবাগানে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য কুলীদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রচারব্রতে ব্রতী হইবার জন্য কোন কোন স্থানহইতে প্রার্থনা পত্রও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বিল্ডিং ফণ্ড কমিটী

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস	শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু
,, ,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	,, ,, গুরুচরণ মহলানবিস; সম্পাদক।

গত ৩ মাস এই কমিটীর আয় ৮৯৪৸/১৫

ব্যয় ৮৪৯৸৶১০ ও হস্তে স্থিত ৪৫৷৫ টাকা আছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রহ্মসঙ্গীত ২য় ভাগ, দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট, ধর্ম্মকুসুম এবং নববর্ষের পঞ্জিকা এই কয়েক খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে।

গত এক বৎসরের মধ্যে উপাসনাগৃহনির্ম্মাণকার্য্য যেরূপ সত্বর ও বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা যার পর নাই আশাকর। উৎসবের পর ইহার কার্য্যের আর উন্নতি হয় নাই। ইহার কয়েকটী কারণ আছে—(১) ইহার গ্যালারী ও ছাদের বিষয় স্থির করিতে বিলম্ব হইয়াছে (২) ইহার জন্য কড়ী কাট সকল আসিয়া পৌঁছে নাই (৩) অর্থাভাব। প্রথম দুইটীর শীঘ্র নিবারণ হইতেছে, কিন্তু তৃতীয়টীর জন্য আমরা দাতব্য স্বাক্ষরকারী ও অপর সাধারণ সকলের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি, মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অর্দ্ধাংশ মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে, অপরার্দ্ধ যাহাতে শীঘ্র স্থির হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করুন। স্বাক্ষরকারীগণ তাঁহাদিগের দাতব্য শীঘ্র প্রদান করেন এবং যাঁহারা সাহায্য করেন নাই, এই অভাবের সময়ে অনুগ্রহহস্ত বিস্তার করেন, একান্ত প্রার্থনা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার কার্য্য সকল সুশৃঙ্খলে সম্পাদনার্থ প্রভূত আয়ের প্রয়োজন। আমরা আশা করি ইহার সভ্য ও হিতৈষীগণ যথোচিত সাহায্য প্রদান করিয়া ইহার কার্য্যের সহায়তা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তেজপুর হইতে লিখিয়াছেন। "৬ই বৈশাখ শনিবার ৩ ঘটিকার সময় তেজপুর আসি; এবং সন্ধ্যার পর মধ্য আসাম উপাসনাসমাজে উপাসনার কার্য্য করি।

৭ই রবিবার প্রাতে আলোচনাদি, পরে এক ব্রাহ্মবন্ধুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা।

৮ই সোমবার প্রাতে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা; একত্রে উপাসনা। সন্ধ্যার পর রামদুর্লভ মজুমদার মহাশয়ের বাটীতে হিন্দুশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা।

১০ই প্রাতে এক বন্ধুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা। বৈকালে "আত্মতত্ত্ব" বিষয়ে উপদেশ।

১২ই শুক্রবার বৈকালে "অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনাই মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক" এই বিষয়ে উপদেশ।

১৩ই বৈশাখ "আদেশ ও মধ্যবর্ত্তী" এই বিষয়ে উপদেশ; এবং সন্ধ্যার পর মধ্য আসাম ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ।

১৪ই বৈশাখ রবিবার প্রাতে ও বৈকালে পারিবারিক উপাসনা। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই ডিব্রুগড় যাত্রা করিব।"

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ৩০ চৈত্র যশোহরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমাজটি শীঘ্রই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইবে। বাবু চণ্ডীচরণ সেন ইহার আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন।

প্রায় একমাস অতীত হইল এলাহাবাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে একটি ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বর, বাবু কিশোরীলাল মৈত্র মহাশয়ের পুত্র, বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মৈত্র, বয়স সাতাস বৎসর। কন্যা কাশীর এক জন পণ্ডিতের

বিধবা দুহিতা, নাম শ্রীমতী অন্নদাময়ী ; বয়স ২১ বৎসর কিছু দিন হইল তিনি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটি ব্রাহ্মপরিবারে বাস করিতেছিলেন। বরের ভ্রাতা আচার্য্যের কার্য্য ও এক জন বন্ধু পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর নবদম্পতিকে সুখী করুন।

বিগত ২১ বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকালে ছাত্রসমাজের কার্য্য হইয়া আগামী স্কুল কালেজের অবকাশ জন্য মাসাধিক কাল বন্ধ রহিল। উক্ত দিবস বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য ও প্রার্থনাবিষয়ে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বিগত ৩০ চৈত্র ও ১লা বৈশাখ দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বিগত রবিবার প্রাতঃকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসক মণ্ডলীর মাসিক উপাসনা হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি এই উপদেশ দিলেন যে, মনুষ্য যেমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও স্বীয় বুদ্ধিবলে উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সুখ সচ্ছন্দতার সহিত বাস করে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধেও একটি উপায় আছে যাহা অবলম্বন করিলে মনুষ্য সংসারের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শান্তি লাভ করিতে পারে, সে উপায়, ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভর।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসববিবরণ আমরা নিম্নে সাদরে প্রকাশ করিলাম।

"বিগত ৭ই বৈশাখ রবিবার হইতে ৯ই বৈশাখ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কতিপয় ব্রাহ্ম ১লা বৈশাখ হইতে উৎসবের জন্য মন প্রস্তুত করিবার অভিলাষে প্রতিদিন নির্জ্জন উপাসনা করিয়াছিলেন।

৭ই বৈশাখ, রবিবার, উৎসবের দিন ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকে লইয়া উৎসব করিবার জন্য সকলে সমবেত হইলেন। উৎসবের পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এখানে আসিবার কথা ছিল, কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণে তাঁহার পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তজ্জন্য ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত ভগ্নহৃদয়ে শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া উপাসনায় যোগ দিলেন। শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের ভক্তিপূর্ণ উপাসনায় উপাসক মণ্ডলীর হৃদয় শিবনাথবাবুর অনুপস্থিতিনিবন্ধন যে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা অপনীত হইয়া যে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। উপাসনান্তে ব্রাহ্মগণ স্নানাহার করিবার নিমিত্ত গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া পৌঁছিলেন। ব্রাহ্মমণ্ডলীর নির্ব্বাণোন্মুখ উৎসাহাগ্নি দ্বিগুণ তেজে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। পরে আহারান্তে বেলা ৩ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত শিবনাথ বাবু সংস্কৃত শ্লোকপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর ৭ টা হইতে প্রায় ১০ টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। শিবনাথবাবু বেদীর কার্য্য সম্পন্ন করেন। পরদিন ৮ ই বৈশাখ সোমবার প্রাতেঃ ৭ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। শিবনাথ বাবুদ্বারা উপাসনা কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। পরে রাত্রি ৭॥০ টার সময় পাবনা বঙ্গবিদ্যালয় গৃহে "জাতীয় জীবন" সম্বন্ধে শিবনাথবাবু একটী উৎসাহকর বক্তৃতা করেন। শিক্ষিত লোকমাত্রেই বক্তৃতাশ্রবণে সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। যে গৃহে বক্তৃতা হইয়াছিল সে গৃহটী ক্ষুদ্রায়তন নিবন্ধন অনেক লোককে বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা শুনিতে হইয়াছিল। পরদিন ৯ ই বৈশাখ মঙ্গলবার ৭ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়, বাবু চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন এবং শিবনাথবাবুদ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হয়। পরে বেলা ৫॥০ টার সময় নগরসংকীর্ত্তন বাহির হইয়া নগরের প্রায় অধিকাংশ প্রকাশ্য রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রায় ১১ টা রাত্রির সময় সংকীর্ত্তনের দল সম্পাদক মহাশয়ের বাসায় ফিরিয়া আইসে। পরে শিবনাথবাবু সংক্ষেপে উপাসনা করিয়া উৎসব শেষ করেন। নগরসংকীর্ত্তনের সময় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, অভদ্র অধিকাংশ লোক যোগ দিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। স্কুলের ছাত্রগণ নিশান হস্তে করিয়া ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরের প্রকাশ্য অধিকাংশ রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। এবার অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবকদিগের ও ছাত্রগণের মধ্যে বিলক্ষণ অনুরাগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাঁতিবন্দ নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু অভয়গোবিন্দ চৌধুরী কাঙ্গালী বিতরণের জন্য একমণ চাউল ও একথান কাপড় প্রদান করিয়াছিলেন এবং আর একটী সম্ভ্রান্ত যুবক কিছু অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন ; ইহাতে বোধ হয় যে যদি মধ্যে মধ্যে একজন করিয়া প্রচারক এখানে আসেন তাহা হইলে বিলক্ষণ উপকার দর্শিতে পারে।"

অতঃপর যে পরম দেবতার শুভাশীর্ব্বাদে আমরা এই উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইলাম, অবনত মস্তকে তাঁহার শান্তিপ্রদ পুণ্যপ্রদ পবিত্র চরণে বার বার অভিবাদন করি ; এবং আমরা যাহাতে কর্ম্মক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে তাঁহার শ্রীচরণে মতি স্থির রাখিয়া আগামী বৎসরের উৎসব সম্ভোগ করিতে পারি, করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সেই শুভাশীর্ব্বাদ বিধান করুন।

পাবনা ব্রাহ্মসমাজ
১৪ ই বৈশাখ
ব্রাহ্মাব্দ ৫১

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র।
শ্রীরাধাবল্লভ দে।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের পত্র আমরা সাদরে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

মহাশয় বিগত ২০ এ বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যা ৭৷৹ ঘটিকার সময় নন্দন বাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে, আকাশের দুর্য্যোগ নিবন্ধন আশানুরূপ লোক সমাগত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় [illegible]